ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

চতুর্থ খণ্ড

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত)

চতুর্থ খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্‌ন কাসীর আদ-দামেশ্‌কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

✪ ড. আহমদ আবূ মুলহিম
✪ ড. আলী নজীব আতাবী
✪ প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়িদ
✪ প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
✪ প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (চতুর্থ খণ্ড)
মূল ঃ আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)
(পৃষ্ঠা ৬৫৮)

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৫৮
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২২৪৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-0843—6

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১১
জুমাদাল উলা ১৪২৫
জুন ২০০৪

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/এ, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৩০০.০০ (তিনশত টাকা)

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (Islamic History : First to Last) (Vol. IV) written by ABUL FIDAA HAFIZ IBN KASIR AD-DAMESHKI (Rh.) In Arabic, and Translated into Bengali under the supervision of the Editorial Board of Al-Bidaya Wan Nihaya and published by Director, Translation & Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2004

WebSite : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 300.00 US Dollar : 12.00

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

Contents

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

Contents

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর, নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বৃহৎ মূল গ্রন্থটি মোট ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী ঘটনাবলী তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলামপূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর, নশর, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা পবিত্র কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইব্ন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ, আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইব্ন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইব্ন কাছীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাস্‌ঊদী ও ইব্ন খালদূনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের চতুর্থ খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। অনুবাদক ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে অন্য যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন !

এ. জেড.এম. **শামসুল আলম**
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

'প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন-হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি ৪র্থ খণ্ডের অনুবাদ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'আদি-অন্ত'।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা সৈয়দ এমদাদ উদ্দীন, মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, মাওলানা আবু তাহের ও মাওলানা বোরহান উদ্দীন, সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, এবং প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব আবু তাহের সিদ্দিকী। গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সবার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ।

অনূদিত গ্রন্থটির ৪র্থ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। অপরাপর খণ্ডগুলোও প্রকাশের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমরা গ্রন্থটি নির্ভুল মুদ্রণের চেষ্টা করেছি তবুও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে হয়তো কোথাও ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সচেতন পাঠকবৃন্দের নিকট কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন !

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

- অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান — সভাপতি
- মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী — সদস্য
- পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ — সদস্য সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

- মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
- মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী
- মাওলানা আবু তাহের
- মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

চতুর্থ খণ্ড

তৃতীয় হিজরী

এই হিজরীর শুরুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল "নাজদ"-এর যুদ্ধ। এটিকে "যূ-আমর"-এর যুদ্ধও বলা হয়

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাতুর যুদ্ধ (সাবীক) শেষে মদীনায় ফিরে এলেন। যুলহাজ্জ মাসের বাকী সময়টুকু তিনি মদীনাতে কিংবা মদীনার নিকটবর্তী কোন স্থানে কাটান। তার পর "নাজদের" যুদ্ধের জন্যে বের হলেন। এই যুদ্ধ ছিল গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে। এটি "যূ-আমর"-এর যুদ্ধ নামেও প্রসিদ্ধ।

ইব্ন হিশাম বলেন, এ অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায় পুরো সফর মাস নাজদ অঞ্চলে অবস্থান করেন। এরপর তিনি ফিরে আসেন। সেখানে কোন শত্রুর সাথে মুকাবিলা হয়নি। ওয়াকিদী বলেন, বানূ ছা'লাবা ইব্ন মুহারিব গোত্রের কতক গাতফানী লোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সমবেত হয়েছে বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পান। তাদেরকে দমন করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে যাত্রা করেন। তৃতীয় হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার তিনি মদীনা থেকে বের হন। মদীনায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে। এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১১ দিন মদীনার বাইরে ছিলেন। ৪৫০ জন মুজাহিদ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের ভয়ে শত্রুপক্ষের বেদুঈনরা পাহাড়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানগণ এগিয়ে গিয়ে "যূ-আমর" নামক জলাশয়ের নিকট পৌঁছেন। তাঁরা ওখানে তাঁবু ফেললেন। ওইদিন প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামা -কাপড় ভিজে গিয়েছিল। একটি গাছের নীচে অবস্থান করে তিনি জামা-কাপড় শুকাতে দিয়েছিলেন। মুশরিকগণ দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করছিল। ওরা নিজ নিজ কাজে মশগুল ছিল। ওদের জনৈক সাহসী লোককে তারা গোপনে মুসলিম তাঁবুতে পাঠিয়ে দেয়। লোকটির নাম গাওরাছ ইব্ন হারিছ, মতান্তরে দা'ছুর ইব্ন হারিছ। ওরা বলেছিল, মুহাম্মাদকে হত্যা করার মহা-সুযোগ আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন। সে সুতীক্ষ্ণ তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছে। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার হাত থেকে তোমাকে আজ কে রক্ষা করবে? তিনি

বললেন, রক্ষা করবেন আল্লাহ্ তা'আলা। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) এসে ওর বুকে সজোরে আঘাত করেন। তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হাতে তুলে নিলেন এবং বললেন, "এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে ? সে বলল, "কেউই তো এখন আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। সে আরো বলল, জীবনে আর আমি আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না।" তিনি তার তরবারি ফেরত দিলেন। সে নিজের সঙ্গী-সাথীদের নিকট ফিরে গেল। তারা বলল, ব্যাপার কী ? তোমার কী হয়েছিল ? সে বলল, আমি দেখতে পেলাম এক দীর্ঘকায় মানুষ। সে আমার বুকে ঘুষি মারে। তাতে আমি বে-সামাল হয়ে চিৎ হয়ে পড়ে যাই। আমি বুঝতে পেরেছি যে, তিনি ছিলেন ফেরেশতা। তাই আমি সাক্ষ্য দিয়েছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্র কসম, আমি কোন দিন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না। সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয় আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ *

হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হাত উঠাতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, আর আল্লাহ্রই প্রতি মু'মিনগণ নির্ভর করুক। (৫ - মায়িদা ঃ ১১)।

বায়হাকী (র) বলেন, এ ঘটনার মত একটি ঘটনা যাতুর রিকা' যুদ্ধের আলোচনায় উল্লেখ করা হবে। এগুলো সম্ভবত দুটো পৃথক পৃথক ঘটনা। আমি বলি, বর্ণনা যদি সত্য হয়, তবে এগুলো যে দুটো পৃথক পৃথক ঘটনা তা সুনিশ্চিত। কারণ, ওই ব্যক্তির নাম গাওরাছ ইব্ন হারিছ। সে ঈমান আনয়ন করেনি, বরং তার পূর্ব ধর্মে অবিচল ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করবে না তেমন কোন প্রতিশ্রুতি সে তাঁকে দেয়নি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাত।

বুহরান অঞ্চলে ফুরা'-এর যুদ্ধ

ইব্ন ইসহাক বলেন, সে সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুরা রবিউল আউয়াল মাস কিংবা তার কিছু কম সময় মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। ইব্ন হিশাম বলেন, তখনকার জন্যে মদীনার শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন ইব্ন উম্মে মাকতূমের উপর। ইব্ন ইসহাক বলেন, ওই অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুহরানে এসে পৌছেন। বুহরান হল আরবে ফুরা' অঞ্চলের নিকটবর্তী একটি খনি। ওয়াকিদী বলেন, এই যাত্রায় ১০ দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন।

মদীনার ইয়াহূদী গোত্র বানূ কায়নুকা প্রসংগ

ওয়াকিদীর ধারণা বানূ কায়নুকা অভিযান সংঘটিত হয়েছিল হিজরী ২য় সনের ১৫ই শাওয়াল শনিবারে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ওদের কথাই উল্লেখ করেছেন ঃ

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

এদের তুলনা হল এদের অব্যবহিত পূর্বে যারা ছিল তারা। তারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (৫৯-হাশর ঃ ১৫)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বানূ কায়নুকা' গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভিযান পরিচালনার পটভূমি হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাদেরকে এক বাজারে সমবেত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্র আযাবের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক হও। বদর যুদ্ধে কুরায়শদের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তোমাদের উপরও তেমন আযাব আসতে পারে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তোমরা তো বুঝতে পেরেছ যে, আমি আল্লাহ্র সেই প্রেরিত রাসূল যার কথা তোমাদের কিতাবে তোমরা পেয়েছ এবং যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের অঙ্গীকারও নিয়েছেন। ওরা বলে, হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন তা যেন আমাদের সম্পর্কে আপনাকে প্রতারিত না করে। আপনিতো মুখোমুখি হয়েছিলেন এমন আরব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যায় যাদের কোন জ্ঞানই নেই। তাই আপনি ঐ সুযোগে বিজয় অর্জন করেছেন। আল্লাহ্র কসম, আমরা যদি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হই, তবে আপনি বুঝবেন আমরাই আসল যোদ্ধা জাতি।

ইব্ন ইসহাক বলেন - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিম্নের আয়াতগুলো ওদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে ঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمِهَادِ . قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُوْلِى الْاَبْصَارِ *

যারা কুফরী করে তাদেরকে বলে দিন, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর সেটি কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। দু'দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করছিল আর অন্যদল কাফির ছিল। ওরা তাদেরকে বাহ্যদৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। (৩-আলে-ইমরান ঃ ১২-১৩)।

আয়াতে দু' দল অর্থ বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণ আর তাদের প্রতিপক্ষ কুরায়শগণ।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা বলেছেন, বানূ কায়নুকা গোত্র হল মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গকারী প্রথম ইয়াহূদী গোত্র। বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। ইব্ন হিশাম বলেন, আবূ আ'ওন সুত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন

জা'ফর বলেছেন, বানূ কায়নুকা যুদ্ধের পটভূমি এই ছিল যে, একজন আরব মহিলা তার স্বর্ণালংকার নিয়ে তা বিক্রয় করার জন্যে বাজারে এসেছিল। ঐ বাজারে সে তা বিক্রিও করেছিল। এরপর কায়নুকা গোত্রীয় এক ইয়াহূদী স্বর্ণকারের দোকানে সে বসেছিল। তারা বোরকা পরা মহিলাটির চেহারা উন্মোচন করতে প্রয়াস পায়। সে তা হতে দেয়নি। স্বর্ণকার কৌশলে তার পরনের কাপড়টি তার পিঠের সাথে বেঁধে দেয়। ফলে বসা থেকে দাঁড়ানোর সাথে সাথে মহিলাটি বিবস্ত্র হয়ে যায়। এ নিয়ে উপস্থিত ইয়াহূদিগণ হাসাহাসি করে। লজ্জায় ক্ষোভে মহিলা চীৎকার জুড়ে দেয়। একজন মুসলমান তা প্রত্যক্ষ করে স্বর্ণকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এবং তাকে হত্যা করেন। ইয়াহূদীরা ওই মুসলমানের উপর আক্রমণ করে তাঁকেও হত্যা করে। মুসলমানগণ ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অন্য মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ অবস্থা সৃষ্টি হয়। উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। শেষে তারা তাঁর ফায়সালা মেনে নিতে রাজী হয়। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল তাদের পক্ষ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ (সা)! আমার মিত্রদের প্রতি অনুগ্রহ করুন! ওরা খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর দিলেন না। সে আবার বলল, হে মুহাম্মাদ (সা)! আমার মিত্রদের প্রতি অনুগ্রহ করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবার সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জামার ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিল।

ইব্ন হিশাম বলেন, এই যুদ্ধকে "যাত-আলফুযুল" যুদ্ধও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে বললেন, আমার জামা ছেড়ে দাও। তিনি তখন ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। চোখে মুখে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠে। তিনি আবার বললেন, ধ্যেৎ, আমার জামা ছেড়ে দাও। আবদুল্লাহ্ বলল, 'না, আমার মিত্রদের প্রতি যতক্ষণ উদার ও সহজ সিদ্ধান্ত না দেবেন ততক্ষণ জামা ছাড়ব না। ওরা ছিল ৭০০ জন। চারশ' জন নিরস্ত্র আর তিন শ' জন বর্ম পরিহিত। সাদা-কালো সকল মানুষদের আক্রমণ থেকে ওরা আমাকে রক্ষা করেছে। আপনি কি এক ভোরেই ওদের সকলকে নির্মূল করে দিতে চান? আল্লাহ্র কসম, আমি কিন্তু তাতে বড় বিপদের আশংকা করছি। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তবে তাদের ব্যাপার তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম।

ইব্ন হিশাম বলেন, বানূ কায়নুকা গোত্রকে অবরোধ করে রাখার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার শাসনভার দিয়ে এসেছিলেন আবূ লুবাবা বাশীর ইব্ন আবদুল মুনযির এর হাতে। এই অবরোধ ১৫দিন ব্যাপী কার্যকর ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন, উবাদা ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত সূত্রে। তিনি বলেছেন, বানূ কায়নুকা গোত্র যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাদের পক্ষে কথা বলার দায়িত্ব নিল। এবং সে তাদের পক্ষ অবলম্বন করল। উবাদা ইব্ন সামিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর সাথে যেমন ইয়াহূদী গোত্র বানূ কায়নুকা এর মৈত্রীচুক্তি ছিল, বানূ আওফ গোত্রের উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর সাথেও তাদের মৈত্রী চুক্তি

ছিল। উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ওই চুক্তি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলেন, এবং ওদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করে আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে রয়েছি। সাথে সাথে এসব ইয়াহূদী কাফিরদের সম্পাদিত চুক্তি ও বন্ধুত্ব আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, উবাদা ইব্ন সামিত এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই দুজনকে উপলক্ষ্য করে সূরা মায়িদার এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاۤءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ . . . . فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ *

হে মু'মিনগণ ! ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ ওদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদের সত্বর ওদের সাথে মিলিত হতে দেখবে এই বলে "আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।" হয়ত আল্লাহ্ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার জন্যে অনুতপ্ত হবে। এবং মু'মিনগণ বলবে, এরাই কী তারা যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সংগেই আছে ? তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়েছে। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভাল-বাসবে, তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না, এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। কেউ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হবে। (৫-মায়িদা ঃ ৫১-৫৬)। আয়াতে "যাদের মনে ব্যাধি আছে" দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে এবং "যারা আল্লাহ্কে তাঁর রাসূলকে এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে" দ্বারা উবাদা ইব্ন সামিতকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের তাফসীর গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

যায়দ ইব্ন হারিছার নেতৃত্বে সেনা-অভিযান (যূ-কারদা অভিমুখে)

এই অভিযান ছিল আবূ সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কুরায়শের ব্যবসায়ী কাফেলার উদ্দেশ্যে। কেউ বলেছেন, ওই কাফেলা যাত্রা করেছিল সাফওয়ানের তত্ত্বাবধানে। ইউনুস ইব্ন বুকায়র (র) ইব্ন ইসহাক সূত্রে বলেছেন যে, এই অভিযানটি পরিচালিত হয় বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর। ইব্ন ইসহাক বলেন, ঘটনাটি ছিল এই ঃ বদর যুদ্ধের পূর্বে কুরায়শগণ যে পথে সিরিয়া যেত বদর যুদ্ধের পর ওই পথে সিরিয়া যেতে তারা ভয় পেতো। তাই এবার তারা ইরাকের পথে রওনা করে। ওই কাফেলায় কুরায়শের বহু ব্যবসায়ী শামিল ছিল। নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফিয়ান। তার সাথে প্রচুর রৌপ্য ছিল। ঐগুলোই ছিল এই কাফেলার বড় মূলধন। পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্যে

তারা বকর ইব্‌ন ওয়ায়েল গোত্রের একজন লোক ভাড়ায় নিযুক্ত করে। তার নাম ছিল ফুরাত ইব্‌ন হায়্যান আজালী। সে ছিল বানূ সাহম গোত্রের মিত্র।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করলেন। কারাদা নামক জলাশয়ের নিকট তাঁরা কুরায়শী কাফেলার সাক্ষাত পান। কাফেলার সকল মালামাল ও ধন-সম্পদ তাঁরা অধিকার করেন। কাফেলার লোকজন অবশ্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ওই মালামাল নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জমা দেন। এ প্রসংগে হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

دَعُوْا فَلُجَاتِ الشَّامِ قَدْ حَالَ دُوْنَهَا – جِلاَدٌ كَاَفْوَاهِ الْمَخَاضِ الاَوَارِكُ .

সিরিয়ার ঝর্ণাধারাগুলো ছেড়ে তারা অন্য পথে যাত্রা করেছে। কারণ, ওই ঝর্ণাধারাগুলো দখল করে রেখেছে বিশাল বিশাল উটবহর। সেগুলোর অগ্রবর্তী দল গর্ভবতী উটনীর মুখের ন্যায়।

بِاَيْدِىْ رِجَالٍ هَاجَرُوْا نَحْوَ رَبِّهِمْ – وَاَنْصَارِهِ حَقًّا وَاَيْدِى الْمَلاَئِكِ .

ওই উটগুলো রয়েছে এমন লোকদের হাতে যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন (মুহাজির) এবং যারা তাঁর সত্য সাহায্যকারী (আনসার)। আর এগুলো রয়েছে ফেরেশতাদের হাতে।

اِذَا سَلَكَتْ لِلْغَوْرِ مِنْ بَطْنِ عَالِجٍ – فَقُوْلاَ : لَهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ .

ওগুলো আলিজ উপত্যকা থেকে যখন শুষ্ক জলাশয়ের দিকে যাত্রা করবে, তখন তোমরা ওগুলোকে বলে দিও যে, রাস্তা সেদিকে নয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ পংক্তিগুলো হাস্‌সানের কবিতাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ অবশ্য হাস্‌সান (রা)-এর এই চরণগুলোর প্রত্যুত্তর দিয়েছিল।

ওয়াকিদী বলেন, যায়দ ইব্‌ন হারিছা এই সেনা অভিযানে বেরিয়েছিলেন হিজরতের ২৮ মাসের মাথায় জুমাদাল উলা মাসের প্রথম দিকে। কুরায়শী কাফেলা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া তার নেতৃত্ব দিয়েছে। যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর সেনাপতিত্বে এই অভিযান প্রেরণের পটভূমি হল নু'আয়ম ইব্‌ন মাসউদ তখন মদীনায় আগমন করেছিল। সে তখন -ও তার পিতৃ ধর্মে বিশ্বাসী। কুরায়শী ব্যবসায়ী কাফেলা ইরাকের পথে যাত্রা করেছে তা সে জানত। মদীনায় বানূ নাযীর গোত্রে এসে সে কিনানা ইব্‌ন আবুল হুকায়ক এর সাথে বৈঠকে মিলিত হয়। তাদের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সালীত ইব্‌ন নুমান আসলামী। তারা সকলে মদপান করল। এ ঘটনা মদপান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বেকার। কুরায়শী কাফেলার যাত্রা, তাতে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার নেতৃত্বদান এবং তাদের সাথে থাকা বিপুল মালামালের কথা নু'আয়ম ইব্‌ন মাসউদ ওই বৈঠকে আলোচনা করেছিল। এসব শুনে সালীত ইব্‌ন নু'মান (রা) কালবিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি সব কিছু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা কাফেলাকে ধরে ফেলেন এবং মালামাল হস্তগত করেন। কাফেলার লোকজন অবশ্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

তাঁরা একজন কিংবা দু'জনকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। সব কিছু এনে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জমা দেন। বিধি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর তত্ত্বাবধানে ব্যয় করার জন্যে মোট সম্পদের $\frac{১}{৫}$ অংশ সংরক্ষিত রাখেন। তার মূল্যমান ছিল ২০ হাজার দিরহাম। অবশিষ্ট $\frac{৪}{৫}$ অংশ তিনি অভিযানে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বন্দীদের একজন হলেন ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ান। তারপরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্‌ন জারীর বলেন, ওয়াকিদীর ধারণা- এই হিজরী বছরের (৩য় হিজরী) রাবীউল মওসুমে হযরত উছমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা উম্মে কুলছুম (রা)-কে বিয়ে করেন। ওই বছর জুমাদাল আখির মাসে তাঁদের বাসর হয়।

কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যার ঘটনা

কা'ব ইব্‌ন আশরাফ বানূ তায় গোত্রের লোক। আর তায় গোত্র, বানূ নাবহান গোত্রের শাখা গোত্র। কিন্তু তার মা ছিল বানূ নাযীর গোত্রের। ইব্‌ন ইসহাক এটি উল্লেখ করেছেন বানূ নাযীর গোত্রের দেশান্তরিত করার ঘটনা বর্ণনার পূর্বে। তবে ইমাম বুখারী (র) কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যার ঘটনা উল্লেখ করেছেন বানূ নাযীর গোত্রের দেশান্তরিত করার ঘটনা বর্ণনার পরে। তবে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনাই সঠিক। কারণ, বানূ নাযীর গোত্রের ঘটনাটি ঘটেছিল উহুদের যুদ্ধের পর। ওদের অবরোধ কালেই মদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান নাযিল হয়। এসব বিষয় আমরা অবিলম্বে বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ্।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বলেছেন, "কা'ব ইব্‌ন আশরাফ হত্যাকাণ্ড বিষয়ক অধ্যায়" আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ - - - - জারির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে শায়েস্তা করার জন্যে কে আছো ? সে তো মহান আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। তাঁর কথা শুনে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাস্‌লামা (রা) উঠে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে হত্যা করি তা কি আপনি পছন্দ করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ করব। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বললেন, তাহলে আমাকে এ অনুমতি দিন যে, আমি তার সাথে কিছু কৌশলপূর্ণ কথা বলব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ, তুমি যেমন বলতে চাও তা বলবে। সে মতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা কা'ব ইব্‌ন আশরাফের নিকট গেলেন। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওই লোকটি (মুহাম্মাদ) আমাদের নিকট সাদকা দাবী করেছে। লোকটি আমাদেরকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আমি আপনার কাছে এসেছি কিছু ঋণ নেয়ার জন্যে। সে বলল, তাহলে তুমিও পাল্টা তাকে কষ্ট দাও। তিনি বললেন, অবশ্য আমরা তাঁর আনুগত্য অবলম্বন করেছি। শেষ পরিণতি না দেখে তাঁকে ছেড়ে যাওয়া ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার নিকট কিছু ঋণ চাচ্ছি। সে বলল, হাঁ ঋণ দিব তবে কিছু একটা বন্ধক রাখতে হবে। আমি বললাম, কী বন্ধক রাখতে চান ? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখবে। মাসলামা (রা) ও তাঁর সাথীগণ বললেন, আপনি তো আরবের অন্যতম রূপবান পুরুষ। আপনার নিকট আমাদের ঘরের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখি কেমন করে ? সে বলল, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তাঁরা বললেন, সন্তানই বা বন্ধক রাখি কেমন করে ? তাহলে লোকজন আমাদেরকে গালি দিবে আর বলবে 'দেখ দেখ, এক ওসক কিংবা দুই ওসক শস্যের জন্যে ছেলেদের বন্ধক দিয়েছে। এটি হবে আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়। আমরা কিছু

অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। তাতে কা'ব রাজী হল এবং রাতে দেখা করতে বলল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা রাতের বেলা তার নিকট হাযির হলেন। তাঁর সাথে কা'ব-এর দুধ-ভাই আবূ নাইলা ছিল। সে তাঁদেরকে সুরক্ষিত দূর্গে আহ্বান জানাল। তাঁরা যথাস্থানে উপস্থিত হলেন। সেও দুর্গ থেকে নেমে আসলো। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ অসময়ে কোথায় যাচ্ছেন ? এক বর্ণনায় আছে যে, তার স্ত্রী এও বলেছিল যে, আমি এমন শব্দ শুনছি তা থেকে যেন রক্ত ঝরছে। কা'ব বলল, তা হবে কেন ? ওরা তো আমার ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা এবং আমার দুধ ভাই আবূ নাইলা। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাতের বেলা ছুরিকাঘাত করার জন্যে ডাকলেও ডাকে সাড়া দিতে হয়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা তাঁর সাথে দুজন লোক নিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ঘরে প্রবেশ করলে আমি তার চুল ধরে তার ঘ্রাণ নেব। তোমরা যখন দেখবে যে, আমি মযবুতভাবে তার মাথা ধরে ফেলেছি তখন তোমরা তার উপর আক্রমণ করবে, তরবারির আঘাত করবে। কা'ব সুসজ্জিত হয়ে তাঁদের নিকট নেমে এল। দেহ থেকে তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছিল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা বললেন, আজকের ন্যায় সৌরভ আমি কোনদিনই পাইনি, সে বলল, আমার স্ত্রী তো আরবের সর্বাধিক সৌরভময় ও শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মহিলা। মুহাম্মাদ বললেন, আমাকে অনুমতি দেবেন, আমি আপনার মাথা থেকে ঘ্রাণ নেব ? সে বলল, হাঁ, তা হবে। তিনি নিজে ঘ্রাণ নিলেন এবং তাঁর সাথীদেরকে ঘ্রাণ নিতে বললেন। তিনি পুনরায় বললেন, পুনরায় আমাকে ঘ্রাণ নেবার অনুমতি দেবেন ? সে বলল, হাঁ। এবার তিনি মযবুতভাবে তার মাথা চেপে ধরলেন এবং তাঁর সাথীদেরকে বললেন, কাজ সেরে নাও। তারা তাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসে তাঁকে তা অবহিত করলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কা'ব ইব্‌ন আশরাফের পরিচয় এই, সে তায় গোত্রের লোক ছিল যা প্রকৃতপক্ষে বানূ নাহবান গোত্রের শাখা গোত্র ছিল। তার মা ছিল বানূ নাযীর গোত্রের। যায়দ ইব্‌ন হারিছা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা বদর ময়দান থেকে ফিরে এসে সেখানে নিহত কাফিরদের অবস্থা যখন জানাল তখন সে বলেছিল, আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মাদ যদি সত্যিই ওদেরকে হত্যা করে থাকে তবে মাটির উপরের অংশের চেয়ে মাটির নীচে চলে যাওয়াই আমাদের জন্যে উত্তম। শেষ পর্যন্ত বদরের যুদ্ধে কাফিরদের বিপর্যয় সম্পর্কে সে যখন নিশ্চিত হল তখন সে মক্কায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে উঠল মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওয়াদা'আর বাড়ীতে। মুত্তালিবের স্ত্রী ছিল উসায়দ ইব্‌ন আবূল ঈসের কন্যা আতিকা। সে সসম্মানে তাকে বরণ করল। আদর আপ্যায়ন করল। মক্কায় গিয়ে সে মক্কাবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রচণ্ডভাবে প্ররোচনা দান করল, এ বিষয়ে সে তার স্বরচিত বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের স্মরণে সে শোকগাথা রচনা ও প্রচার করতে লাগল। ইব্‌ন ইসহাক তার একটি কাসীদা উল্লেখ করেছেন। সেটির প্রথম পংক্তিটি ছিল এরূপ ঃ

طَحَنَتْ رَحٰى بَدْرٍ لِمَهْلِكِ اَهْلِهِ وَلِمِثْلِ بَدْرٍ تُسْتَهَلُّ وَتُدْمَعُ .

বদর যুদ্ধের যাঁতা বদরবাসীদের পিষে ফেলেছে। বদরের মত একটি দুঃখজনক ঘটনার জন্যে ক্রন্দন করা ও মাথা পিটানো উচিত।

হাস্‌সান ইব্‌ন্ ছাবিত (রা) প্রমুখ তার কবিতার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। ইব্‌ন ইসহাক সেগুলোও উল্লেখ করেছেন। এরপর কা'ব ইব্‌ন আশরাফ মদীনায় ফিরে আসে। মুসলিম মহিলাদের সম্মুখে প্রেম নিবেদনমূলক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণ সম্পর্কে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করতে থাকে।

মূসা ইব্‌ন উক্‌বা বলেন, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ বানূ নাযীর গোত্রভুক্ত ছিল। অথবা বানূ নাযীর গোত্রে অবস্থানকারী ছিল। নিন্দাগীত রচনা ও আবৃত্তির মাধ্যমে সে নবী করীম (সা)-কে খুব কষ্ট দিত। সে কুরায়শদের নিকট গিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। মক্কায় অবস্থানকালে আবূ সুফিয়ান তাকে বলেছিল, আমাদের ধর্ম আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় না মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের ধর্ম ? তোমার ধারণায় আমাদের মধ্যে কে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের নিকটবর্তী ? আমরাতো বড়বড় উঁচু উঁচু উট যবাই করি। তীর্থযাত্রীদেরকে পানি এবং দুধ পান করাই। উত্তরা বায়ূ যা উড়িয়ে নিয়ে আসে আমরা তা খাদ্যরূপে দান করি। উত্তরে কা'ব বলেছিল মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের চেয়ে আপনারাই বরং অধিক হিদায়াত প্রাপ্ত। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি নাযিল করলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلاً – اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا .

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল তারা জিবত ও তাগূতে বিশ্বাস করে ? তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে– এদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন তুমি কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৪-নিসা ঃ ৫১-৫২)।

মূসা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কা'ব ইব্‌ন আশরাফ মদীনায় ফিরে এসে প্রকাশ্যে শত্রুতা করতে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে লোকজনকে প্ররোচিত করতে লাগল। বস্তুতঃ সবাই মিলে যুদ্ধ শুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই সে মক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। উম্মুল ফযল প্রমুখ মহিলাকে উপলক্ষ করে সে প্রেম নিবেদনমূলক গীত রচনা ও আবৃত্তি করতে লাগল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীছ ইব্‌ন আবূ বুরদা আমাকে জানিয়েছেন যে, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে শায়েস্তা করার জন্যে কে আছো ? বানূ আবদুল আশহাল গোত্রের মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তাকে শায়েস্তা করার জন্যে আমি আপনার জন্যে রয়েছি। আমি তাকে হত্যা করব। তিনি বললেন, তবে পারলে তাই কর। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বাড়ী ফিরে গেলেন। তিন দিন তিন রাত প্রাণে বাঁচার মত পরিমাণ ছাড়া কিছুই খেলেন না। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছে গেল। তিনি তাঁকে ডেকে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি তো আপনাকে একটি কথা দিয়েছিলাম। সেটি পূর্ণ করতে পারব কি পারব না সে চিন্তায় আমার দিন কাটছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার কাজ হল চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ইব্‌ন মাসলামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার তো কিছু কথা বলতে হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা যেমন চাও তেমন কথা বলতে পার। ওই অনুমতি তোমাদেরকে দেয়া হল, বস্তুতঃ কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা, সালকান ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন ওয়াক্‌স (আবূ নায়েলা) আব্বাদ ইব্‌ন বিশর ও হারিছ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয একত্রিত হলেন। আবূ নাইলা ছিলেন আব্‌দ আশহাল গোত্রের লোক এবং কা'ব ইব্‌ন আশরাফের দুধ ভাই। আব্বাদ ইব্‌ন বিশর এবং হারিছ ইব্‌ন আওস ছিলেন আব্‌দ আশহাল গোত্রের লোক। আল্লাহ্‌র দুশমন কা'ব এর নিকট তাঁরা তার দুধ ভাই আবূ নাইলা সালকান ইব্‌ন সালামাকে প্রেরণ করলেন। তিনি তার নিকট কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন এবং কবিতা আবৃত্তি করলেন। এক একটি কবিতা আবৃত্তির পর আবূ নাইলা বলতে লাগলো, হে আশরাফ পুত্র! আমি একটি বিশেষ কাজে তোমার নিকট এসেছি। আমি তা তোমাকে বলব কিন্তু তুমি তা অবশ্যই গোপন রাখবে। সে বলল, তাই হবে। আবূ নাইলা বললেন, আমাদের সমাজে ওই (রাসূল দাবীকারী) লোকটির আগমন এক ভীষণ বিপদ বটে। তার কারণেই আরবের লোকেরা আজ আমাদের শত্রু। ওরা একযোগে আমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। তারা আমাদের ব্যবসায়ী কাফেলার যাত্রাপথ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে অভাব-অনটনে আমাদের পরিবার-পরিজন মরতে বসেছে। আমরা এবং আমাদের পোষ্যগণ ভীষণ কষ্টে আছি। কা'ব বলল, আমি আশরাফের পুত্র। হে সালামার পুত্র! আমি তোমাদেরকে আগেই তা বলেছিলাম। আমি যা বলেছি শেষ পর্যন্ত হুবহু তা হবেই। সালকান বললেন, এখন আমি চাই যে, তুমি বাকীতে আমাদের নিকট কিছু খাদ্য বিক্রি কর! আমরা কিছু বস্তু বন্ধক রাখব। আশা করি এ বিষয়ে তুমি মহানুভবতা দেখাবে। সে বলল, তবে তোমরা তোমাদের পুত্র সন্তানগুলোকে আমার নিকট বন্ধক রাখবে, আবূ নাইলা বললেন, হায়, তুমি কি আমাদেরকে বেইজ্জত করতে চাও ? আমার সাথে আমার কতক সাথী আছেন, তাঁরাও আমার মত অভিমত পোষণ করেন। আমি চাই তাঁদেরকে তোমার নিকট নিয়ে আসি। তুমি উদারভাবে তাদের নিকট বাকীতে কিছু খাদ্য বিক্রয় করবে। আমরা কিছু অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখব এবং তোমাকে অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। সালকান বুঝে নিয়েছিলেন বন্ধক রাখার জন্যে অস্ত্র নিয়ে আসা হলে সে ফিরিয়ে দেবে না। সে বলেছিল অস্ত্র শস্ত্রের ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করা হবে। বস্তুত সালকান (রা) তাঁর সাথীদের নিকট ফিরে এসে পুরো ঘটনা তাঁদেরকে জানালেন। এবং অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার কথা বললেন। তারপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সমবেত হলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ছাওর ইব্‌ন যায়দ বর্ণনা করেছেন, ইকরামা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে বিদায় দিতে বাকী' আল গারকাদ নামক স্থান পর্যন্ত এসেছিলেন। তারপর তাঁদেরকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এগিয়ে যাও। হে আল্লাহ্ ! আপনি এদেরকে সাহায্য করুন !

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গৃহে ফিরে এলেন। রাতটি ছিল জ্যোৎস্নাময়। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা ও

তাঁর সাথিগণ কা'ব এর দুর্গ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। আবূ নাইলা তার নাম ধরে ডাক দিলেন। কা'ব তখন নব বিবাহিত। ডাক শুনে রাত্রিকালীন পোশাকে সে বেরিয়ে আসে। তার স্ত্রী জামা টেনে ধরে এবং বলে, আপনি একজন যোদ্ধা ব্যক্তি। যোদ্ধাগণ তো এ সময়ে ঘর থেকে বের হয়না! সে বলল, এ তো আবূ নাইলা, আমি ঘুমিয়ে থাকলে সে আমাকে জাগাত না। তার স্ত্রী বলল, আল্লাহ্র কসম, ওই লোকটির কণ্ঠস্বরে আমি অকল্যাণের আভাস পাচ্ছি। কা'ব বলল, বীর ও সাহসী ব্যক্তিদেরকে যদি খুন করার জন্যেও ডাকা হয় তবু তারা ওই ডাকে সাড়া দেয়। সে নীচে নেমে এল। কিছুক্ষণ সে এবং আগন্তুকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলল। এরপর তাঁরা বললেন, হে আশরাফ-পুত্র! চলুন না হাঁটতে হাঁটতে আমরা আল আজ্য গিরি সঙ্কট পর্যন্ত যাই এবং বাকী রাত গল্প করে কাটিয়ে দেই। সে বলল, তোমরা চাইলে তা হবে। সকলে বেরিয়ে পড়লেন। তারা কিছুদুর হেঁটে গেলেন। তারপর আবূ নাইলা তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন কা'বের মাথার চুলের মধ্যে। হাত টেনে এনে ঘ্রাণ নিয়ে তিনি বললেন, এ রাতের ন্যায় অধিক সুঘ্রাণ আমি কখনো পাইনি। আরো কিছু পথ এগিয়ে আবূ নাইলা পুর্নবার ঘ্রাণ নিলেন। আবার কিছুটা এগিয়ে গেলেন, এবার তিনি কা'বের চুলের বেণী দুটো মযবূতভাবে ধরে নিলেন এবং তাঁর সাথীদেরকে বললেন, এবার আল্লাহ্র শত্রুকে দফা-রফা করে দাও। তাঁরা একযোগে একের পর এক তরবারির আঘাত হানলেন। কিন্তু তাতে ফল হলো না।

মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলেন, আমার তরবারিতে থাকা একটি বল্লমের কথা আমার স্মরণ হল। আমি সেটি খুলে নিলাম। তখন আল্লাহ্র দুশমন কা'ব সজোরে চীৎকার দিয়ে উঠে। তাতে আশপাশের সকল দুর্গের লোকেরা সতর্কতা স্বরূপ আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা তাঁর বল্লম তলপেটে চেপে ধরেন। প্রচণ্ড চাপ দেয়ায় সেটি তার মুত্র দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। তাতে তার মৃত্যু হয়, আমাদেরই কারো ছুরিকাঘাতে আমাদের সঙ্গী হারিছ ইব্ন আওস তাঁর পায়ে কিংবা মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা পথে বেরিয়ে পড়ি। দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করতে থাকি। বানূ উমাইয়া ইব্ন যায়দ গোত্রের এলাকা, বানূ কুরায়যা গোত্রের এলাকা এবং বু'আছ অঞ্চল ছেড়ে আমরা বিস্তৃত পাথুরে ভূমিতে এসে পড়ি। হারিছ ইব্ন আওসের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি পেছনে পড়ে গেলেন। আমরা তাঁর জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আমাদের পদচিহ্ন দেখে দেখে তিনি আমাদের সাথে মিলিত হলেন। আমরা তাঁকে কাঁধে তুলে নিলাম। রাতের শেষ ভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন নামায আদায় করছিলেন। আমরা তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁকে আল্লাহ্র দুশমন কা'বের খুন হওয়ার সংবাদ জানালাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সাথী হারিছ এর ক্ষতস্থানে লালা লাগিয়ে দিলেন। আমরা নিজ নিজ পরিবারে ফিরে গেলাম। যথা নিয়মে ভোর হল। আল্লাহ্র দুশমন কা'বের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে ইয়াহূদিগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। প্রত্যেক ইয়াহূদী তার নিজের জীবন বিপন্ন মনে করল। ইব্ন জারীর বলেন, ওয়াকিদীর ধারণা মাসলামা ও তাঁর সাথীগণ কা'ব ইব্ন আশরাফের কর্তিত মাথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এনে হাযির করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ প্রসংগে কবি কা'ব ইব্‌ন মালিক কবিতায় বলেন ঃ

فَغُوْدِرَ مِنْهُمْ كَعْبٌ صَرِيْحًا – فَذَلَّتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ

এরপর তাদের মধ্য থেকে কা'ব নিহত হল। তার নিহত হওয়ার পর বানূ নাযীর গোত্র লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল।

عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ وَ قَدْ عَلَتْهُ – بِاَيْدِيْنَا مُشْهِرَةٍ ذَكُوْرُ

দু'হাতের আঘাতে সে নিহত হয়েছে। আমাদের সাহসী ও প্রসিদ্ধ হাতগুলো তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

بِاَمْرِ مُحَمَّدٍ اِذْ دَسَّ لَيْلاً – اِلَى كَعْبٍ اَخَا كَعْبٍ يَسِيْرُ

তাকে হত্যা করা হয়েছে মুহাম্মাদ (সা)-এর নির্দেশে। তিনি রাতের বেলা কা'বের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন তার ভাইকে। তিনি (আবূ নাইলা) রাতেই রওয়ানা করেছিলেন।

فَمَا كَرِهَ فَاَنْزَلَهُ بِمَكْرٍ – وَ مَحْمُوْدٌ اَخُوْ ثِقَةٍ جَسُوْرُ

নিজের ভাই হওয়াতে কা'ব তাঁকে বিরূপ ভাবেনি। কৌশলে তিনি তাকে নীচে নামিয়ে আনেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা ছিলেন প্রশংসাযোগ্য, আস্থাভাজন ও সাহসী ব্যক্তিত্ব।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কা'ব ইব্‌ন মালিকের এই পংক্তিগুলো। বাণী নাযীর এর যুদ্ধকালে আবৃত্তিকৃত কাসীদার অন্তর্ভুক্ত যা পরে উল্লেখ করা হবে।

আমি বলি, কা'ব ইব্‌ন আশরাফের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল আওস গোত্রীয় লোকদের হাতে। এবং তা হয়েছিল বদরের যুদ্ধের পর। এরপর উহূদ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে খায়রাজ গোত্রের লোকেরা আবূ রাফি' ইব্‌ন আবুল হুকায়ককে হত্যা করেছিলেন। ইনশা আল্লাহ্ অচিরেই তার বর্ণনা আসবে। এ প্রসংগে ইব্‌ন ইসহাক হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করেছেন ঃ

لِلّٰهِ دَرُّ عِصَابَةٍ لاَقِيْتَهُمْ – يَا ابْنَ الْحُقَيْقِ وَ اَنْتَ يَا ابْنَ الْاَشْرَفِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। হে ইব্‌ন হুকায়ক এবং হে ইব্‌ন আশরাফ, তোমরা তো মুখোমুখি হয়েছ একদল সাহসী মানুষের।

يَسْرُوْنَ بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ اِلَيْكُمْ – مَرَحًا كَاُسْدٍ فِىْ عَرِيْنٍ مُغْرِفِ

তীক্ষ্ণধার হাল্কা তরবারি নিয়ে রাত্রিবেলা তারা তোমাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তাঁরা ছুটেছিলেন বীর দর্পে যেন বিস্তৃত বনভূমিতে পশুরাজ সিংহ।

حَتّٰى اَتَوْكُمْ فِىْ مَحَلِّ بِلاَدِكُمْ – فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيْضٍ ذُفَفٍ

তারা এসেছিলেন তোমাদের মহল্লায়। তারপর তীক্ষ্ণধার হাল্কা তরবারির সাহায্যে তোমাদেরকে মৃত্যুর মদিরা পান করিয়েছেন।

مُسْتَبْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيِّهِمْ - مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ اَمْرٍ مُجْحِفٍ

তারা তা করেছেন জেনে শুনে। তাদের নবীর দীনকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। আর সকল অন্যায় কর্মকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, مَنْ ظَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدٍ فَاقْتُلُوْهُ যে কোন ইয়াহূদীকে তোমরা বাগে পেলে তাকে হত্যা করবে। এ ঘোষণা শুনে মাহীসা ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন সানীনা এর উপর আক্রমণ করলেন। সে ছিল অন্যতম ইয়াহূদী ব্যবসায়ী। সে মুসলমানদের মধ্যে আসা যাওয়া করত এবং তাদের সাথে বেচাকেনা করত। মাহীসা তাকে হত্যা করলেন। মাহীসার বড় ভাই হুয়াইসা তখনো অমুসলিম। ইব্‌ন সানীনাকে খুন করার অপরাধে সে মাহীসাকে খুব প্রহার করল। সে বলছিল, হে আল্লাহ্‌র দুশমন, তুই ওকে খুন করলি, অথচ তোর পেটের অধিকাংশ চর্বি জমেছে তার ধন-সম্পদ খেয়ে। মাহীসা বলেন, তখন আমি বললাম, ওকে হত্যা করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এমন এক মহান সত্তা যিনি তোমাকে খুন করার নির্দেশ দিলে আমি নির্দ্বিধায় তোমাকেও খুন করতাম। এই ছিল হুয়াইসার ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক অবস্থা। তিনি বলেছিলেন, হায়, মুহাম্মাদ (সা) যদি তোমাকে নির্দেশ দেন আমাকে হত্যা করার জন্যে তবে তুমি আমাকে হত্যা করবে? মাহীসা বললেন, হাঁ, তা বটে; তিনি আমাকে যদি নির্দেশ দেন তোমাকে খুন করতে তবে আমি তোমাকেও খুন করব। এবার হুয়াইসা বলল, তোমার নিকট যে দীন এসেছে তা তো অত্যন্ত আশ্চর্যজনক দেখছি। এরপর হুয়াইসা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বানূ হারিছা গোত্রের আযাদকৃত এক ক্রীতদাস মাহীসার কন্যার বরাতে আমার নিকট এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছে। এ প্রসংগে মাহীসা নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

يَلُوْمُ ابْنُ اُمٍّ لَوْ اُمِرْتُ بِقَتْلِهِ - لَطَبَقْتُ ذِفْرَاهُ بِاَبْيَضِ قَارِبِ

আমার সহোদর ভাই আমাকে গাল-মন্দ করে। অথচ আমি যদি তাকে হত্যা করার জন্যে আদিষ্ট হতাম তবে তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাতে তার ঘাড়ের রগ দুটো তার কানের পেছনের হাড়ের সাথে একাকার করে দিতাম।

حُسَامٍ كَلَوْنِ الْمِلْحِ اُخْلِصُ صَقْلَهُ - مَتَى مَا اُصَوِّبْهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبِ

সেটি প্রচণ্ড কর্তন শক্তিসম্পন্ন এবং তার রং লবণের মত। আমি তাকে শানিত করে রাখি। যখন আমি তা দ্বারা লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত করি তখন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

وَمَا سَرَّنِىْ اَنِّىْ قَتَلْتُكَ طَائِعًا - وَاِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصْرَى وَمَاْرِبِ

আপোসে ও স্বাভাবিক অবস্থায় তোমাকে আমি খুন করব তা আমার পসন্দ নয়। বস্তুতঃ আমার ও তোমার মাঝে রয়েছে বুসরা ও মাআরিবের মধ্যকার ব্যবধান।

আবূ উবায়দা সূত্রে আবূ আমর মাদানী থেকে ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বানূ কুরায়যা যুদ্ধের পর, এ সময়ে নিহত ব্যক্তির নাম ছিল কা'ব ইব্‌ন ইয়াহূয়া।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে বানূ কুরায়যা যুদ্ধের দিনে মাহীসা (রা) তাকে হত্যা করেছিলেন। তখন তাঁর ভাই হুয়াইসা তাঁকে গালমন্দ করেছিল এবং মাহীসা (রা) প্রত্যুত্তরে উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। ওই দিনই হুয়াইসা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

জ্ঞাতব্য ঃ বায়হাকী ও ইমাম বুখারী (র) কা'ব ইব্ন আশরাফ হত্যার ঘটনার পূর্বে বানূ নাযীর গোত্রের যুদ্ধের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এবং তা তাঁরা বর্ণনা করেছেন উহুদ যুদ্ধের বিবরণের পূর্বে। তবে বানূ নাযীর যুদ্ধের বিবরণ উহুদ যুদ্ধের বিবরণের পর উল্লেখ করাই সঠিক ও সমীচীন। ইব্ন ইসহাক প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ তাই করেছেন। এর প্রমাণ এই যে, বানূ নাযীর গোত্রকে অবরোধ করে রাখার সময়ে মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়। অন্যদিকে সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত যে, কতক মুজাহিদ মদ পান করা অবস্থায় উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাতে বুঝা যায়, উহুদ যুদ্ধের সময় মদ পান হালাল ছিল। সেটি হারাম হয়েছে পরে। অতএব, সাব্যস্ত হল যে, বানূ নাযীর গোত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে উহুদ যুদ্ধের পর। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আরেকটি জ্ঞাতব্য ঃ

বানূ কায়নুকা' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বদর যুদ্ধের পর। উপরে তা আলোচিত হয়েছে। কা'ব ইব্ন আশরাফ ইয়াহূদী আওস গোত্রের হাতে নিহত হয়েছিল বদর যুদ্ধের পর। বানূ নাযীর গোত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উহুদ যুদ্ধের পর। এই বিবরণ অচিরেই আসছে। ইয়াহূদী ব্যবসায়ী আবূ রাফি' এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল খাযরাজ গোত্রের হাতে উহুদ যুদ্ধের পর। ইয়াহূদী গোত্র বানূ কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আহযাব তথা খন্দকের যুদ্ধের পর। পরে সেই বিবরণ আসবে।

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধ

উহুদ নামকরণ প্রসংগে গ্রন্থকার বলেছেন যে, অন্যান্য পাহাড় থেকে এটি পৃথক ও একাকী অবস্থিত বলে এটি উহুদ নামে পরিচিত। সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ উহুদ এমন এক পাহাড় যেটি আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও সেটিকে ভালবাসি। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ হল আমরা উহুদ পাহাড়ের আশ-পাশের অধিবাসীদেরকে ভালবাসি আর তারা আমাদেরকে ভালবাসে। আবার কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হল, সফর থেকে ফেরার পথে উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে বুঝা যায় যে, বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছেছে। উহুদ পাহাড় যেন মুসলিম মুসাফিরদেরকে তাদের বাড়ী-ঘরের নিকটবর্তী পৌঁছার সুসংবাদ দেয় যেমন প্রিয়জন তার প্রিয়জনকে সুসংবাদ প্রদান করে। কেউ কেউ বলেন যে, হাদীস তার প্রকৃত ও প্রকাশ্য মর্মই প্রকাশ করছে। (অর্থাৎ প্রকৃতই উহুদ পর্বত মু'মিনদেরকে ভালবাসে তার নিজস্ব চেতনা ও অনুভূতি দিয়ে।) যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ এবং কতক পাথর এমন যা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসে পড়ে। (২-বাকারা ঃ ৭৪)। হাদীছে আছে, আবূ 'আবাস ইব্ন জাবার থেকে বর্ণিত- أُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُوَ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ يُبْغِضُنَا وَنُبْغِضُهُ وَهُوَ عَلٰى بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ النَّارِ উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আমরাও

তাকে ভালবাসি। সেটি জান্নাতের দরজায় অবস্থিত। 'আয়র পাহাড় আমাদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করে। আমরাও তাকে ঘৃণা করি। সেটি অবস্থিত জাহান্নামের দরজাসমূহের একটির উপর।

এই হাদীছের সমর্থনে সুহায়লী বলেন, বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ মানুষ তার সাথেই থাকবে যার সাথে তার বন্ধুত্ব রয়েছে। এটি সুহায়লী এর একটি বিরল উপস্থাপনা। কারণ, এই হাদীছ দ্বারা মানুষের অবস্থান বুঝানো হয়েছে। পাহাড়তো মানুষের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে। ইমাম যুহরী, কাতাদা, মূসা ইব্ন উক্বা এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্হাক ও ইমাম মালিক প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে, কাতাদা বলেন, শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবারে তা সংঘটিত হয়। ইমাম মালিক বলেন, দিনের প্রথম ভাগে তা সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন ঃ

وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"স্মরণ করুন, যখন আপনি আপনার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্যে মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন।" আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যখন তোমাদের মধ্যে দু' গোত্রের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন। আল্লাহ্র প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে। এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্মরণ করুন, যখন আপনি মু'মিনদেরকে বলছিলেন এটা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন ? হাঁ, নিশ্চয় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তারা দ্রুত গতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। এটি তো কেবল তোমাদের জন্যে সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি হেতু আল্লাহ্ করেছেন। এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হতেই হয়। কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাঞ্ছিত করার জন্যে। ফলে তারা যেন নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ, তারা যালিম। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩-আলে ইমরান ঃ ১২১-১২৯)

অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ মু'মিনগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অবহিত করার নন, তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনবে। তোমরা ঈমান আনলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে। (৩-আলে ইমরান ঃ ১৭৯)। এ সকল আয়াতের বিশদ

ব্যাখ্যা আমরা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। এখানে আমরা উক্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করব। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক প্রমুখ আলিমগণ যা বর্ণনা করেছেন তার আলোকেই আমরা বিবরণ পেশ করব। এ বিষয়ে হাদীছে বর্ণিত আছে মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম যুহরী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন হিব্বান, আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা, হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আমর ইব্ন সা'দ ইব্ন মু'আয (র) প্রমুখ থেকে। তাঁরা প্রত্যেকে উহুদ দিবসের কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সকলের বর্ণনার সমন্বিত রূপ এই ঃ তারা সকলে কিংবা তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, বদরের যুদ্ধে কুরায়শী কাফিরদের নেতৃস্থানীয় লোকজন নিহত হয়েছিল এবং তাদের মৃতদেহগুলোকে কূয়োতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তাদের পরাজিত সৈনিকগণ মক্কায় ফিরে গিয়েছিল। অন্যদিকে ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে আবূ সুফিয়ানও মক্কায় এসে পৌঁছেছিল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রবী'আ, ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্ল, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াসহ কুরায়শী নেতাগণ যাদের পিতৃবর্গ সন্তানাদি ভাইয়েরা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তারা আবূ সুফিয়ানের নিকট উপস্থিত হয়। তারা আবূ সুফিয়ানের সাথে এবং ওই ব্যবসায়ী কাফেলায় যাদের মালামাল ছিল তাদের সাথে কথা বলে। তারা বলেছিল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ তো তোমাদের আপনজনদেরকে হত্যা করেছে এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ লোকদেরকে খুন করেছে এখন এই ব্যবসায়ী কাফেলার ধন-সম্পদ দ্বারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তোমরা আমাদেরকে সাহায্য কর। আমরা আশা করছি যে, তাহলে আমরা তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারব। ওরা তাই করল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, কারো কারো মতে নিম্নোক্ত আয়াত ওদেরকে উপলক্ষ্য করে নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ . আল্লাহ্র পথ থেকে লোককে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে কাফিররা তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর সেটি তাদের অনুতাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।) (৮-আনফাল ঃ ৩৬)

ঐতিহাসিকগণ বলেন, আবূ সুফিয়ান ও কাফেলার সদস্যগণ কিনানা গোত্র ও তিহামাহ্-বাসীদেরকে নিয়ে এরূপ পরামর্শ করার পর কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও একমত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন ছিল আবূ ইজ্জাহ্ আমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ জুমাহী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতি দয়া করেছিলেন বদর দিবসে। সে ছিল একজন ছাপোষা দরিদ্র লোক। বদর দিবসে মুসলমানদের হাতে সে বন্দী হয়েছিল। যুদ্ধ প্রস্তুতির এই ক্রান্তিকালে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া তাকে বলেছিল, তুমি তো কবি মানুষ। তুমি আমাদের সাথে চল, আমাদেরকে কবিতা শুনিয়ে সাহায্য করবে। সে বলল, মুহাম্মাদ (সা) আমার প্রতি দয়া দেখিয়েছেন আমাকে অনুগ্রহ করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে যেতে আমি রাযী নই। সাফওয়ান বলল, তা ঠিক বটে। তবে তুমি শুধু আমাদের সাথে থাকবে, আমাদের সংখ্যা বাড়াবে। আল্লাহ্কে সাক্ষ্য

রেখে বলছি যদি তুমি যুদ্ধ শেষে বাড়ী ফিরে আস তবে তোমাকে বিত্তবান করে দেবো। আর তুমি যদি যুদ্ধে নিহত হও তাহলে তোমার কন্যাদেরকে আমি আমার কন্যাদের সাথে যুক্ত করে নেবো। সুখে দুঃখে আমার মেয়েদের যে অবস্থা হবে তাদেরও সে অবস্থা হবে। শেষ পর্যন্ত আবূ ইজ্জাহ্ কাফিরদের সাথী হয়ে যুদ্ধে যেতে রাজী হল। সে তিহামা অধিবাসীদের সাথে বের হয়ে বানূ কিনানা গোত্রকে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বলল ঃ

اَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَاةَ الرِّزَامَ – اَنْتُمْ حُمَاةٌ وَ اَبُوكُمْ حَامِ

হে আব্দ মানাতের বংশধরগণ! তোমরা তো প্রচণ্ড শক্তিশালী ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবিচল। তোমরা নিজেরা রক্ষক এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ ও রক্ষক ছিল।

لاَ يَعْدُوْنِى نَصْرُكُمْ بَعْدَ الْعَامِ – لاَ تُسْلِمُوْنِى لاَ يَحِلُّ اِسْلاَمُ

তোমাদের সাহায্য যেন এ বছরের পর আমার জন্যে প্রয়োজন না হয়। তোমরা আমাকে এ অবস্থায় ঠেলে দিওনা যে, ইসলাম আমার মধ্যে প্রবেশের সুযোগ পায়।

বর্ণনাকারী বলেন, অন্য দিকে বানূ মালিক গোত্রের নিকট গেল নাফি' ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন হুযাফা ইব্ন জুমাহ্। সে বানূ মালিক গোত্রকে যুদ্ধের জন্যে নিম্নের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে প্ররোচিত করে ঃ

يَا مَالِى مَالِ الْحَسَبِ الْقُدَّمِ – اَنْشُدُ ذَا الْقُرْبٰى وَذَا التَّذَمُّمِ

হে মালিক গোত্রের লোকজন! তোমরা তো সুপ্রাচীনকাল থেকে আভিজাত্য ও মর্যাদার অধিকারী। আমি এখানে তোমাদের আত্মীয়দের এবং দায়িত্বশীলদের দোহাই দিচ্ছি।

مَنْ كَانَ ذَا رَحْمٍ وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ – اَلْحَلْفَ وَسْطَ الْبَلَدِ الْمُحَرَّمِ

যারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আর যারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নয় তাদের সকলের দোহাই দিয়ে আমি তোমাদেরকে ওই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা সম্মানিত নগরী– হারাম শরীফের মধ্যবর্তীস্থানে সম্পাদিত হয়েছিল। عِنْدَ حَطِيْمِ الْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمِ যা সম্পাদিত হয়েছিল কা'বাগৃহের হাতীমের নিকট।

এদিকে জুবায়র ইব্ন মুতইম তার এক হাব্শী ক্রীতদাসকে ডেকে আনল। তার নাম ছিল ওয়াহ্শী। হাবশী কৌশলে যে বর্শা নিক্ষেপ করত, সেটি খুব কম লক্ষ্যভ্রষ্ট হত। জুবায়র ইব্ন মুতইম তার হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহ্শীকে নির্দেশ দিয়ে বলল, তুমি লোকজনের সাথে যুদ্ধাভিযানে বেরিয়ে পড়। বদর যুদ্ধে নিহত আমার চাচা তু'আয়মা ইব্ন 'আদীর প্রতিশোধ হিসেবে তুমি যদি মুহাম্মাদ (সা)-এর চাচা হামযাকে হত্যা করতে পার, তবে তুমি স্বাধীন হয়ে যাবে। যুদ্ধ উন্মাদনা, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং তাদের অনুসারী বানূ কিনানা ও তিহামা অঞ্চলের লোকজন সহ কুরায়শের সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধ অভিযানে যাত্রা করে। তাদের সাথে ছিল কতক মহিলা। উদ্দেশ্য পুরুষদের মনোবল চাঙ্গা রাখা, তাদেরকে যুদ্ধ উন্মাদনায় সজীব রাখা এবং পলায়ন থেকে রক্ষা করা।

সেনাবাহিনীর মূল নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব। সে তার স্ত্রী হিন্দ বিন্ত উতবা ইব্ন রাবীআকে সাথে নিয়ে বেরিয়েছিল। ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্লও তার স্ত্রী ও চাচাত বোন উম্মু হাকীম বিন্ত হারিছ ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরাকে নিয়ে বের হয়েছিল। ইকরামার চাচা হারিছ ইব্ন হিশাম-এর সাথে ছিল তার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত ওলীদ ইব্ন মুগীরা। সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সাথে ছিল বারযা বিন্ত মাসঊদ ইব্ন আমর ইব্ন উমায়র ছাকাফিয়্যাহ। আমর ইব্ন আ'স-এর সাথে ছিল রীতা বিন্ত মুনাব্বিহ ইব্ন হাজ্জাজ। রীতা হল আমরের পুত্র আবদুল্লাহ্-এর মা। আরো যারা নিজ নিজ স্ত্রীদেরকে সাথে নিয়ে বেরিয়েছিল কেউ কেউ তাদের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যাত্রাপথে ওয়াহ্শী এবং হিন্দ কাছাকাছি এলে ওয়াহশীকে লক্ষ্য করে হিন্দ বলত, ওহ্ আবূ দাছামা। তুমি আমাদেরকে মুক্তি দাও তুমি নিজেও মুক্তি লাভ কর। এ কথা দ্বারা সে ওয়াহ্শীকে উত্তেজিত করছিল হামযা (রা)-কে হত্যা করার জন্যে। বস্তুত তারা মদীনার নিকটবর্তী হল। মদীনার উপকণ্ঠে খালের তীরে 'বাতনুস্ সাবাখা' পাহাড়ের কাছাকাছি আইনায়ন নামক স্থানে তারা তাঁবু ফেলল। তাদের আগমন সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের নিকট পৌঁছে যায়। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, আমি একটি ভাল স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখেছি যে, একটি গাভী জবাই করা হচ্ছে। আমি আরো দেখলাম যে, আমার তরবারির ধারের মধ্যে ভাঙ্গার চিহ্ন। আমি এও দেখলাম যে, একটি মজবুত লৌহ বর্মে আমি আমার হাত ঢুকিয়েছি। আমি মনে করি, ওই মজবুত লৌহ বর্ম হল মদীনা নগরী। এই হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম দুজনেই আবূ কুরায়ব - - - - আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি মক্কা থেকে হিজরত করে একটি খেজুর বাগান বিশিষ্ট স্থানে যাচ্ছি। আমি মনে করেছিলাম ওই স্থানটি ইয়ামামা কিংবা হাজর। পরে দেখলাম যে, সেটি ইয়াছরিব -মদীনা। আমার এই স্বপ্নে আমি দেখলাম যে, আমি আমার তরবারি নাড়া দিলাম সেটি মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গেল। এটি হল উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের উপর আপতিত বিপদের ইঙ্গিত। আমি পুনরায় তরবারি নাড়া দিলাম। সেটি পূর্বের চেয়েও অধিক সুন্দর রূপ নিল। এটি হল ওই যুদ্ধে পুনরায় মুসলমানদের একত্রিত হওয়া এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিজয়ের ইঙ্গিত। আমি স্বপ্নে দেখলাম, কতকগুলো গরু জবাই করা হচ্ছে। কল্যাণ আল্লাহ্র নিকটই। তা ছিল উহুদ যুদ্ধের শহীদদের প্রতি ইঙ্গিত। আর কল্যাণ হল বদরের যুদ্ধের পর থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে যে সকল বিজয় ও বিনিময় দান করেছেন সে গুলো।

বায়হাকী বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বদরের যুদ্ধের গনীমত হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর যুলফিকার তরবারিটি পেয়েছিলেন। ওই তরবারিটিই তিনি উহুদ যুদ্ধের দিনে স্বপ্নে দেখেছিলেন। বস্তুত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ যখন মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইচ্ছা ছিল মদীনায় অবস্থান করেই ওদের মুকাবিলা করা। বদরের যুদ্ধে ছিলেন না এমন কতক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা মদীনা থেকে বের হব এবং উহুদ প্রান্তরে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদগণ যে ফযীলত ও সম্মান লাভ করেছেন তা লাভ করাই ছিল

তাঁদের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পীড়াপীড়ি করছিলেন। শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ পোশাকে সজ্জিত হলেন। এবার ওই সাহাবীগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন। তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মদীনাতেই অবস্থান করুন। আপনার সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত। তিনি বললেন, কোন নবী যদি যুদ্ধ পোশাক পরিধান করেন তবে শত্রুর বিরুদ্ধে ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ পোশাক খুলে ফেলা তাঁর জন্যে শোভনীয় নয়। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিন যুদ্ধ পোশাক পরিধান করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে বলেছিলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি একটি মযবুত লৌহবর্মে আমার হাত ঢুকিয়েছি। আমি তার ব্যাখ্যা করেছি যে, সেটি হল সুরক্ষিত মদীনা নগরী। আমি দেখেছি যে, আমি একটি বকরী পাল তাড়া করছি। বস্তুতঃ এর ব্যাখ্যা হচ্ছে শত্রু সেনাবাহিনী। আমি দেখেছি, আমার তরবারি যুলফিকারের ধারের মধ্যে ভাঙ্গা-চিহ্ন। আমি এর ব্যাখ্যা করেছি যে, তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হবে। আমি দেখেছি, একটি গরু জবাই করা হচ্ছে। বস্তুতঃ সকল কল্যাণ আল্লাহ্রই হাতে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা উক্ত হাদীছটি আবদুর রহমান ইব্ন আবূয যিনাদ সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন।

বায়হাকী (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামা - - - - আনাস (রা) থেকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার পেছনে কতকগুলো মেষ। আমার তরবারির ধার অংশে ভাঙ্গার চিহ্ন। আমি স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করেছি যে, আমি শত্রু পক্ষের সৈন্যদেরকে হত্যা করব। আর আমার তরবারির ধার ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাখ্যা হল, আমার বংশের কারো নিহত হওয়া। ওই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামযা (রা) শহীদ হন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রু পক্ষের পতাকাবাহী তালহাকে হত্যা করেন।

মূসা ইব্ন উকবা (র) বলেন, কুরায়শরা পুনরায় প্রস্তুতি গ্রহণ করল। তাদের অনুগত আরবের মুশরিকদেরকেও সাথে নিল। আবূ সুফিয়ান কুরায়শের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করল। এটি ছিল বদরের যুদ্ধের পরের বছর শাওয়াল মাসের ঘটনা, উহুদ পাহাড়ের মুখোমুখি বতনওয়াদীতে এসে তারা অবস্থান নিল। কতক মুসলমান বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে সম্মান মর্যাদা ও ছাওয়াব অর্জনে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাই শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্যে তাঁদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ ছিল। যাতে বদরী সাহাবীগণের ন্যায় তাঁরা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারেন। আবূ সুফিয়ান ও মুশরিকগণ উহুদ প্রান্তরে এসেছে শুনে ওই সাহাবীগণ আনন্দিত হলেন। তাঁরা বলেন, শত্রুর মুকাবিলা করার আমাদের আগ্রহ পূর্ণ করার জন্যে মহান আল্লাহ্ এ সুযোগ এনে দিয়েছেন।

জুমুআর রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি স্বপ্ন দেখলেন। সকালে সাহাবীদেরকে ডেকে তিনি বললেন, গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি গরু জবাই করা হচ্ছে। কল্যাণ আল্লাহ্র নিকট। আমি আরো দেখলাম আমার তরবারি যুলফিকার ধারের স্থানে ভেঙ্গে গিয়েছে। অন্য বর্ণনায় আছে তাতে ভাঙ্গার চিহ্ন দেখা গিয়েছে। এই স্বপ্ন দেখে আমি দুঃখ পেয়েছি, মূলতঃ এ দুটো বিপদের পূর্বাভাস, আমি আরো দেখেছি যে, একটি সুরক্ষিত লৌহ বর্মে আমি আমার হাত ঢুকিয়েছি এবং আমি একটি মেষ তাড়া করছি। স্বপ্নের কথা শোনার পর সাহাবা-ই কিরাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি নিজে ওই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছেন? তিনি বললেন, গরু

যবাইয়ের যে স্বপ্ন দেখেছি তা হল আমাদের পক্ষের এবং শত্রু পক্ষের কিছু লোক নিহত হবে। আর তরবারি ভাঙ্গার বিষয়টি আমার নিকট খুবই কষ্টদায়ক। কারো কারো মন্তব্য এই যে, তরবারি ভাঙ্গা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা দেখেছেন তা হল উহুদ দিবসে তাঁর মুখমণ্ডলে আপতিত আঘাত। সেদিন তাঁর চেহারা মুবারকে আঘাত করেছিল। তারা তাঁর দাঁত শহীদ করে দিয়েছিল। তাঁর ঠোঁট যখম করেছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস তাঁর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করেছিল, স্বপ্নে দেখা গরু যবাই এর ব্যাখ্যা হলো সেই দিনে শাহাদাত বরণকারী মুসলিমগণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, মেষ এর ব্যাখ্যা আমার মতে শত্রু পক্ষের সৈন্য। মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করবেন। মযবূত লৌহ বর্মের ব্যাখ্যা হল মদীনা নগরী। মুজাহিদদেরকে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা মদীনাতেই অবস্থান কর এবং নারী ও শিশুদেরকে দুর্গের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দাও। শত্রুরা যদি আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে তবে আমরা ওদের মুকাবিলা করব– যুদ্ধ করব আর দুর্গের মধ্যে থাকা লোকজন ওদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করবে। মদীনাবাসীগণ মদীনার গলিপথ ও রাস্তা গুলোকে ঘর বাড়ী বানিয়ে আরো সংকীর্ণ করে তুলেছিল। ফলে পুরো মদীনা নগরী দুর্গের ন্যায় হয়ে উঠেছিল। যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রস্তাব শুনে তারা বললেন, আমরা এমন একটি দিনের আকাংখায় ছিলাম। মুখোমুখি জিহাদের একটি দিন আমাদেরকে দেয়ার জন্যে আমরা আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করতাম। আল্লাহ্ তা'আলা আজ আমাদেরকে তেমন দিন দিয়েছেন এবং এর দূরত্বও কম। জনৈক আনসারী বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের বাড়ীর কাছে ওরা এসে পড়েছে। এখন যদি আমরা ওদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ না করি তবে আর কবে তা করব ? কতক লোক বলল, ওদের পশু-প্রাণীগুলো তো আমাদের ফসল খেয়ে দলিত মথিত করে দিচ্ছে। আমরা যদি ওই ফসল রক্ষা করতে না পারি তবে কি আর রক্ষা করব ? অন্য কতক লোক পূর্ববর্তীদের সমর্থনে কথা বললেন। তাঁদের একজন হযরত হামযা (রা)। তিনি বললেন, যে মহান আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর কসম করে বলছি আমরা ওদের মুকাবিলা করবই। বানূ সালিম গোত্রের নু'আয়ম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন ছালাবা বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সেই মহান সত্তার কসম, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কেমন করে জান্নাতে যাবে ? তিনি বললেন, কারণ আমি আল্লাহ্‌কে ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি এবং জিহাদের দিনে আমি ময়দান ছেড়ে পালাবনা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। সত্যি সত্যি সেদিন নুআয়ম (রা) শাহাদাত বরণ করেন। বহুলোক সেদিন বাইরে এসে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রস্তাবে তাঁরা সন্তুষ্ট হননি। তাঁর প্রস্তাব যদি তারা মেনে নিতেন তবে তা তাদের জন্য অনেক ভাল হত। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ফায়সালা-ই- প্রাধান্য পেল। বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তাব যারা দিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাঁরা জ্ঞাত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর নামায আদায় করছিলেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন। নসীহত করলেন। এবং সাধ্য মত জিহাদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। যথা নিয়মে খুতবা ও নামায শেষ করলেন। তারপর যুদ্ধ পোশাক আনয়নের নির্দেশ দিলেন। তিনি যুদ্ধ পোশাক

পরিধান করলেন। তারপর লোকজনকে যুদ্ধ অভিযানে বের হবার নির্দেশ দিলেন। এ অবস্থা দেখে বিচক্ষণ সাহাবিগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো আমাদেরকে মদীনায় অবস্থান করতে বলে-ছিলেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা সম্পর্কে তিনিই তো ভাল জানেন। ঊর্ধ্বাকাশ থেকে তাঁর নিকট ওহী আসে। শেষে তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি যেমনটি নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনি মদীনাতেই থাকুন, আমরাও তাই করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যুদ্ধ পোশাক পরিধান করা এবং যুদ্ধ অভিযানে বের হবার ঘোষণা দেয়ার পর যুদ্ধ না করে ফিরে আসা কোন নবীর জন্যে শোভনীয় নয়। আমি তো তোমাদেরকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম ; কিন্তু তোমরা অভিযানে বের হওয়া ব্যতীত কিছুতে রাজী হলে না। এখন তোমাদের দায়িত্ব হল তাকওয়া অবলম্বন করা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করা। আর তোমরা অপেক্ষায় থাক, আল্লাহ্ কী নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেলে তা পালন করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানগণ অভিযানে বের হলেন। বাদা'ই-এর পথে তাঁরা অগ্রসর হলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর অনুসারীগণকে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু ফেললেন। কিছুদূর গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল তার তিন শ অনুসারীকে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে। অবশিষ্ট সাত শ' জন নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হলেন। বায়হাকী (র) বলেন, যুদ্ধ ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের মতে এটিই প্রসিদ্ধ কথা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাত শ' জন মুজাহিদ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে যুহরী বলেন, প্রসিদ্ধ কথা হল শেষ পর্যন্ত চার শ' জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন। এটি বর্ণনা করেছেন ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান যুহরী থেকে। কেউ কেউ বলেছেন যে, সাত শ' জন মুজাহিদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অবশিষ্ট ছিলেন ইমাম যুহরী থেকে এমন একটি বর্ণনাও রয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মূসা ইব্ন উকবা বলেন, মুশরিকদের অশ্ববাহিনীর নেতৃত্ব ছিল খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের হাতে। তাদের সাথে ছিল একশ'টি অশ্ব। তাদের পতাকা ছিল উছমান ইব্ন তালহার হাতে। বর্ণনাকারী বলেন, মুসলমানদের নিকট একটি অশ্বও ছিলনা। তারপর তিনি বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন যার বিবরণ অচিরেই আসবে ইন্শাআল্লাহ্।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্বপ্নের কথা সাহাবিগণের নিকট প্রকাশ করলেন, তারপর তিনি বললেন, তোমরা যদি এ অভিমত দাও যে, তোমরা মদীনায় অবস্থান করবে এবং ওদেরকে ওদের স্থানে ছেড়ে দেবে। ওরা যদি ওদের স্থানে অবস্থান করে তাতে তারা একটি মন্দ স্থানে অবস্থান করবে। আর যদি তারা আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে তবে মদীনার ভেতরেই আমরা ওদের মুকাবিলা করব। মদীনা থেকে বেরিয়ে ওদের মুখোমুখি না হওয়ার প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে একমত পোষণ করেছিল আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল; কিন্তু কতক মুসলমান যারা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি এবং পরে ওই দিনই উহুদ ময়দানে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদেরকে শত্রুপক্ষের নিকট নিয়ে চলুন! তারা যেন এটা মনে না করে যে, আমরা সাহসহারা এবং দুর্বল হয়ে পড়েছি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! শত্রু পক্ষের নিকট যাবেন না, আল্লাহ্র

কসম, ইতিপূর্বে আমরা যখনই মদীনা থেকে বেরিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছি ততবারই পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আর যখনই শত্রুপক্ষ মদীনায় প্রবেশ করেছে তখনই আমরা বিজয় লাভ করেছি। সবাই এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করছিল।এক সময় তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন। তাঁর যুদ্ধ পোশাক পরিধান করলেন। সেদিন ছিল জুম'আর দিন জুম'আর নামায শেষে তিনি এসব করলেন। সেদিন বানূ নাহার গোত্রের জনৈক লোকের মৃত্যু হয়েছিল। তার নাম ছিল মালিক ইব্ন আমর। যুদ্ধ পোশাকে তিনি ওই ব্যক্তির জানাযা আদায় করলেন তারপর মুসলমানদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লোকজন লজ্জিত হল। তারা বলল হায়, আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে বের করে এনেছি এটিতো আমাদের মোটেই উচিত হয়নি। তিনি যখন তাদের সম্মুখে এলেন, তখন তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি চাইলে মদীনাতেই থাকুন। তিনি বললেন, যুদ্ধ পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ না করে ওই পোশাক খোলা কোন নবীর শান নয়। এক হাজার সাহাবী নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। ইব্ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনকার জন্যে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা)-কে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী শাওত নামক স্থানে আসার পর এক তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই দল ত্যাগ করল। সে বলল, হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের কথা শুনেছেন আর আমাদের কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাহলে কিসের জন্যে আমরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেব তা বুঝে আসছে না। তার সম্প্রদায়ের মুনাফিকগণ তাকে অনুসরণ করে ফিরে যায়। হযরত জাবির (রা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম সুলামী ওদের পিছু পিছু গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে থাকার জন্যে ওদেরকে ডেকে ডেকে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। শত্রুর মুখোমুখি হওয়া অবস্থায় তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়কে এবং তোমাদের নবীকে ছেড়ে যেয়োনা। মুনাফিকগণ বলল, আমরা যদি মনে করতাম যে, তোমরা সত্যিই জিহাদে যাচ্ছ তবে আমরা তোমাদের কথা মানতাম; কিন্তু জিহাদ সংঘটিত হবার কোন আলামতই আমরা দেখছি না। তাঁর অনুরোধ উপরোধে তারা যখন সাড়া দিলনা তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র শত্রুরা, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার রহমত থেকে সরিয়ে দিন! অতি সত্বর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে তোমাদের সাহায্য প্রার্থী হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। আমি বলি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে ওই মুনাফিকদের কথাই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ *

এবং মুনাফিকদেরকে জানবার জন্যে। এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল– আস, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলেছিল "যদি একে যুদ্ধ বলে জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীর নিকটতর ছিল।

যা তাদের অন্তরে নেই তারা তা মুখে বলে, তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত"। (৩-আলে ইমরান ঃ ১৬৭)। অর্থাৎ তারা যে বলেছে "যদি যুদ্ধ হবে জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম" এই বক্তব্যে তারা মিথ্যাবাদী। কারণ, যুদ্ধ যে সে সময়ে সংঘটিত হবে তা ছিল নিশ্চিত। তাতে কোন অস্পষ্টতা ও সন্দেহ ছিলনা। এই সকল মুনাফিক লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন ঃ

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا

তোমাদের হল কী যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দু' দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের জন্যে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। (৪-নিসা ঃ ৮৮)। এ মুনাফিকদের সম্বন্ধে সাহাবাগণ দু ধরণের অভিমত পাওয়া যায়। একদল বলে যে, আমরা এই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। অপর দল বলেন আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে।

যুহরী বলেন, উহুদের যুদ্ধের প্রাক্কালে আনসারগণ মদীনায় অবস্থান কারী মিত্রশক্তি ইয়াহূদীদের সাহায্য নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি চেয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ওদের সাহায্যে আমাদের প্রয়োজন নেই। উরওয়া ইব্ন মূসা ইব্ন উক্বা বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মুনাফিক ও তার সাথীগণ দলত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর বানূ সালিমা ও বানূ হারিছা গোত্রদ্বয় ও ভগ্ন হৃদয় হয়ে দল.ত্যাগ করার কথা ভেবেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অবিচল রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمَا اَنْ تَفْشَلاَ وَاللّٰهُ وَ لِيُّهُمَا وَ عَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ *

যখন তোমাদের মধ্যে দু' গোত্রের সাহস হারানোর উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ্ উভয়ের সহায়ক ছিলেন, আল্লাহ্র প্রতিই যেন মু'মিনগণ নির্ভর করে। (৩-আলে ইমরান ঃ ১২২)। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়াটাই ছিল আমাদের কাম্য। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا –আল্লাহ্ ওই দু' দলের সাহায্যকারী। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন, বানূ হারিছা গোত্রের পাথুরে অঞ্চল অতিক্রম করার সময় একটি ঘোড়া তার লেজ নাড়ল তা' জনৈক মুজাহিদের তরবারির বাঁটের সাথে লাগায় তরবারি খাপ থেকে খসে পড়ে। তরবারিধারী সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তরবারি আপাততঃ কোষবদ্ধ করে রাখ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আজ অচিরেই তরবারিগুলো খোলা হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, এমন কেউ আছে কি যে, আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত পথে শত্রুদের নিকট নিয়ে যাবে তবে একেবারে শত্রুদের মুখোমুখি নয়। বানূ হারিছা গোত্রের আবূ খায়ছামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি প্রস্তুত রয়েছি। এরপর তিনি

সূলুল্লাহ্ (সা)-কে পথ দেখিয়ে বানূ হারিছা গোত্রের শিলাভূমি ও ধন-সম্পদ ক্ষেত-ফসলের মধ্য য়ে নিয়ে চলল। যেতে যেতে তাঁরা মিরবা' ইব্‌ন কায়যী নামের জনৈক ব্যক্তির বাগানে গিয়ে ীছলেন। ওই লোকটি ছিল মুনাফিক এবং দৃষ্টিশক্তিহীন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের াগমন আঁচ করতে পেরে সে উঠে দাঁড়াল এবং মুজাহিদদেরকে লক্ষ্য করে ধুলো নিক্ষেপ করতে গল। সে বলছিল, তুমি যদি আল্লাহ্‌র রাসূল হও তবে আমার বাগানে প্রবেশে তোমার জন্যে নুমতি নেই। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, সে এক মুষ্টি ধুলো হাতে নিয়ে লছিল, আল্লাহ্‌র কসম, হে মুহাম্মাদ! আমি যদি নিশ্চিত হতে পারতাম যে, আমার নিক্ষিপ্ত মাটি মি ছাড়া অন্য কারো গায়ে পড়বে না তবে আমি শুধু তোমার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে এ ধুলো ক্ষেপ করতাম। তার এ উদ্ধত্য দেখে লোকজন দ্রুত তাকে হত্যা করার জন্যে এগিয়ে লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বললেন, না, ওকে মেরোনা। এই ব্যক্তিটি চোখ এবং অন্তর উভয় ক থেকেই অন্ধ। রসূলুল্লাহ্ (সা) বারণ করার পূর্বেই বানূ আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ ইব্‌ন য়দ মুনাফিকটির নিকট পৌঁছে যান এবং ধনুক দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন। তাতে তার থা যখম হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হয়ে অবস্থান নিলো। উহুদ প্রান্তরের উপত্যকায় সমতল মিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে অবস্থান নিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী ও তাঁর াছনের দিকে ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন যুদ্ধ শুরু করেন। কুরায়শগণ তাদের সশস্ত্র বাহন জন্তু গুলো ঘাস খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিল খালের ারে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে। ওই শস্যক্ষেত্রটি ছিল মুসলমানদের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপাততঃ যুদ্ধ াকে বারণ করার পর জনৈক আনসারী বলে উঠলেন, এ কেমন কথা বানূ কীলা গোত্রের ক্ষেত মারে পশু চরানো হচ্ছে অথচ আমরা তা তাড়াব না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। তখন তাঁর সাথে মুজাহিদের সংখ্যা ছিল সাত শ' ন। তীরন্দাজ বাহিনীর প্রধান রূপে বানূ আমার ইব্‌ন আওফ গোত্রের হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বায়র (রা)-কে মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন সাদা পোশাক পরিহিত। তীরন্দাজ বাহিনী ংখ্যায় ছিলেন পঞ্চাশ জন। তিনি বললেন, তীর নিক্ষেপ করে তোমরা শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী হিনীকে প্রতিরোধ করবে। তারা যেন আমাদের পেছনের দিক থেকে আসতে না পারে। যুদ্ধের লাফল আমাদের পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে তোমরা ওই গিরিপথে অবিচল থাকবে। কোন বস্থাতেই যেন আমরা পেছনের দিক থেকে ওদের দ্বারা আক্রান্ত না হই। সহীহ বুখারী ও মুসলিম ন্থে এ বিষয়ক হাদীছ রয়েছে। সে গুলোর উদ্ধৃতি অচিরেই আসবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুটো যুদ্ধ-বর্ম পরিধান করে মাঠে নেমেছিলেন। অর্থাৎ কটির উপর আরেকটি বর্ম তিনি পরেছিলেন। পতাকা দিয়েছিলেন মুস'আব ইব্‌ন উমায়রের তে। তিনি ছিলেন বানূ আবদিদ দার গোত্রের লোক।

আমি বলি, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে ফরত পাঠিয়েছিলেন। তাদের এ নাবালকত্বের কারণে তারা উহুদের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। াদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে আছে যে, াবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে অংশ নেয়ার অভিপ্রায়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)

-এর সম্মুখে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। পরবর্তীতে খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন আমার বয়স ১৫ বছর। এবার তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আরো যাঁরা উহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি পাননি তাঁদের মধ্যে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়দ, যায়দ ইব্ন ছাবিত, বারা ইব্ন আযিব, উসায়দ ইব্ন যুহায়র, আরাবা ইব্ন আওস ইব্ন কীযী। ইব্ন কুতায়বা ও সুহায়লী আরাবার নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে কবি শাম্মাখ বলেনঃ

اِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ - تَلَقَّاهَا عِرَابَةُ بِالْيَمِيْنِ

মর্যাদার ঝাণ্ডা যখনই উত্তোলিত হয়েছে, তখনই আরাবা সেটিকে তার দক্ষিণ হাতে ধারণ করেছে।

অনুমতি-বঞ্চিতদের মধ্যে ছিলেন ইব্ন সাঈদ ইব্ন খায়ছামাহ্। তাঁর কথাও উল্লেখ করেছেন সুহায়লী। খন্দক যুদ্ধের সময় তাঁরা সকলেই তাতে অংশ নেয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা) সামুরা ইব্ন জুনদুব এবং রাফি' ইব্ন খাদীজকেও ফেরত পাঠিয়ে দিলেন, তখন তাঁদের বয়স ছিল পনের বছর। বলা হল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাফি' তো ভাল তীরন্দায। ফলে তিনি রাফি'কে অনুমতি দিলেন। আবার বলা হল সামুরা তো কুস্তিতে রাফি'কে পরাস্ত করতে পারে। তিনি তখন সামুরাকেও যুদ্ধে অংশ নেয়ার অনুমতি দিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, অন্যদিকে কুরায়শরা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হল। তারা সংখ্যায় ছিল তিন হাজার। তাদের অশ্ব সংখ্যা ছিল দুই শ'। অশ্ব গুলোকে তারা দুপাশে সারিবদ্ধ করল। তারা তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্ব খালিদ ইব্ন ওলীদকে এবং বাম বাহুর নেতৃত্ব ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্লকে অর্পণ করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি তরবারি উঁচিয়ে ঘোষণা দিলেন, প্রকৃত হক আদায় করার সংকল্প নিয়ে এ তরবারিটি কে নিবে? অনেক মুজাহিদ তা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি তাদের কাউকেই তা দিলেন না। এবার এলেন বানূ সাইদাহ্ গোত্রের আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারাশা। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই তরবারির হক কী! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তা হল এটি বেঁকে না যাওয়া পর্যন্ত শত্রুর উপর অনবরত আঘাত হেনে যাওয়া। আবূ দুজানা (রা) বললেন, ওই হক আদায়ের সংকল্প নিয়ে আমি সেটি গ্রহণ করব ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি তরবারি খানা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ইব্ন ইসহাক বিচ্ছিন্ন সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ - - - - ছাবিত থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি তরবারি উঁচিয়ে বললেন, এই তরবারি নেয়ার মত কে আছে? কতক লোক তা নিতে আগ্রহী হল। তিনি তাঁদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, এটির হক আদায় করে গ্রহণ করার মত কে আছে? এবার সবাই চুপ হয়ে গেলেন। আবূ দুজানা সিমাক বললেন, আমি সেটির হক আদায়ের সংকল্প নিয়ে গ্রহণ করব। আবূ দুজানা তা হাতে নিলেন এবং সেটির আঘাতে বহু মুশরিকের মাথার খুলি উড়িয়ে দিলেন। ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীছ আবূ বকর সূত্রে আফ্ফান থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ দুজানা ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। যুদ্ধকালে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর একটি লাল পাগড়ী ছিল। যুদ্ধের সময় তিনি তা মাথায় বাঁধতেন। এটি ছিল তাঁর পরিচিতি চিহ্ন। এই পাগড়ী পরিধান করলেই বুঝা যেত যে, তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত থেকে তরবারিটি নিয়ে আবূ দুজানা তাঁর লাল পাগড়ি মাথায় বাঁধলেন। তারপর উভয় পক্ষের সারির মাঝখানে গিয়ে প্রচণ্ড বীরত্বের সাথে গর্ব প্রকাশ করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, জাফর ইব্ন আবদুল্লাহ্ - - - - বানূ সালামার গোত্রের জনৈক আনসারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবূ দুজানার ওই গর্ব প্রদর্শনের মহড়া দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটি এমন এক চলার ভঙ্গি সাধারণত যা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। তবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে তা' আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বানূ আবদুদ দার গোত্রের পতাকাবাহী লোকদের মধ্যে যুদ্ধ উন্মাদনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শত্রু সেনাপতি আবূ সুফিয়ান বলেছিল, হে আবদুদ দার গোত্রের লোকজন! বদর দিবসে আমাদের পতাকা তোমাদের দায়িত্বে ছিল। সেদিন আমরা যে গ্লানি ভোগ করেছি তা তোমরা দেখেছ। পতাকার উপর সৈনিকদের মনোবল ও সাহস নির্ভর করে। পতাকার পতন হলে সৈন্যদলের পতন হয়। এই যুদ্ধে তোমরা যদি পতাকা সমুন্নত রাখতে পার তবে ভাল। আর যদি তা না পার, তবে পতাকা আমাদের নিকট হস্তান্তর কর, আমরা ওই দায়িত্ব থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দেবো। এ কথা শুনে প্রতিশ্রুতি প্রদানের আঙ্গিকে তারা বলল, আমরা আমাদের পতাকা আপনার হাতে সোপর্দ করব ? আগামীকাল যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম সৈন্যদের মুখোমুখি হলে আপনি দেখবেন আমরা কেমনতর ভূমিকা পালনকারী। আবূ সুফিয়ানের ইচ্ছাও ছিল ওদের পক্ষ থেকে এরূপ সাহসিকতাপূর্ণ উত্তর শ্রবণ করা।

উহুদ দিবসে উভয় পক্ষের সৈনিকগণ মুখোমুখি হলে, হিন্দ বিন্ত উতবা তার সঙ্গিনীদেরকে নিয়ে মুশরিক পুরুষদের পেছনে দাঁড়িয়ে গেল এবং সকল মহিলা মিলে দফ বাজাতে লাগল। কুরায়শ যোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করে হিন্দ বাদ্যের তালে তালে আবৃত্তি করছিল ঃ

وَيْهًا بَنِى عَبْدِ الدَّارِ - وَيْهًا حُمَاةَ الْاَدْبَارِ - ضَرْبًا بِكُلِّ بَتَّارِ .

ওহে বানূ আবদুদ দার গোত্র! ওহে দেশ রক্ষাকারী সৈনিকগণ! প্রচণ্ডভাবে তরবারি চালিয়ে যাও।

اِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقْ - وَ نَفْرِشَ النَّمَارِقْ

তোমরা যদি এগিয়ে যাও সম্মুখপানে তবে আমরা তোমাদেরকে আলিঙ্গন করব এবং তোমাদের জন্যে ভালবাসার বিছানা পেতে দেব।

اَوْ تُدْبِرُوْا نُفَارِقْ - فِرَاقَ غَيْرَ وَامِقِ

আর তোমরা যদি পশ্চাতে ফিরে আস পালিয়ে আস তবে আমরা তোমাদেরকে চিরদিনের জন্যে পরিত্যাগ করব। কোন দিন আর তোমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করব না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদা বলেছেন, আবূ আমির ছিল আমর ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নু'মানের ক্রীতদাস। আমর ইব্‌ন সায়ফী বানূ যাবীআ গোত্রের লোক। আবূ আমির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করে ৫০ জন ক্রীতদাসসহ মক্কার পালিয়ে যায়। কারো কারো মতে মক্কাগামী ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল পনের। কুরায়শদেরকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে তার আপন সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হলে সকলে তার দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেউই তার বিরোধিতা করবে না। উহুদ দিবসে সর্বপ্রথম মুসলমানদের মুখোমুখি হয় ওই দেশত্যাগী ক্রীতদাস আবূ আমির। তার সাথে ছিল তার দলবল ও মক্কার কতক ক্রীতদাস। মদীনাবাসীদেরকে ডেকে ডেকে সে বলছিল! হে আওস সম্প্রদায়! আমি আবূ আমির। মুসলমানগণ বললেন, হে ফাসিক (পাপাচারী)। আল্লাহ্ তোর অকল্যাণ করুন! জাহেলী যুগে সে রাহিব বা যাজক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম দিয়েছিলেন ফাসিক পাপিষ্ঠ। মুসলমানদের উত্তর শুনে সে বলল হায়, আমার দেশ ত্যাগের পর আমার সম্প্রদায় এতটা মন্দ ও অকল্যাণে নিমজ্জিত হয়েছে! তারপর সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে। সে তাদের প্রতি পাথর ছুড়তে থাকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এর সাথে সাথেই উভয়পক্ষ মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যুদ্ধ উম্মাদনা শুরু হয়। আবূ দুজানা তরবারি চালাতে থাকেন। শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে তিনি তাদের একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, একাধিক আলিম আমাকে জানিয়েছেন যে, যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তরবারিটি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে না দিয়ে সেটি দিলেন আবূ দুজানাকে। তাতে আমার মনে কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি মনে মনে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফাত ভাই। আমি তাঁর ফুফু সাফিয়্যার পুত্র। আমি একজন কুরায়শী। আমি আবূ দুজানার পূর্বে তাঁর নিকট তরবারি চেয়ে আবেদন করি। অথচ তিনি আমাকে বাদ দিয়ে তাকেই তরবারি দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম, আমি অবশ্যই দেখব আবূ দুজানা কী ভূমিকা পালন করে ? অতঃপর আমি তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি একটি লাল পাগড়ী বের করলেন। সেটি মাথায় বাঁধলেন। তা দেখে আনসারীগণ বলে উঠলেন- এই যে, আবূ দুজানা, তিনি মৃত্যু পরওয়ানা পাগড়ী বের করেছেন। তাঁরা এরূপ বলছিলেন। ইতোমধ্যে আবূ দুজানা পাগড়ী মাথায় বাঁধলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে পড়লেন ঃ

أَنَا الَّذِيْ عَاهَدَنِيْ خَلِيْلِي – وَ نَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيْلِ

আমি সেই ব্যক্তি আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (সা) যাকে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করেছেন। খেজুর বীথিকার নিকট আমরা এখন রক্তের বন্যা বইয়ে দেব।

أَنْ لاَ أَقُوْمَ الدَّهْرَ فِيْ الْكَيُوْلِ – أَضْرِبْ بِسَيْفِ اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

তিনি আমার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, আমি যেন কখনো পেছনের সারিতে না থাকি। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের তরবারি দ্বারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে থাকি। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের তরবারি দ্বারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে থাকি।

উমাভী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনা প্রসংগে আবূ উবায়দ আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)- এরবারি হাতে যুদ্ধ করছিলেন। তখন একজন লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হয় এবং তরবারি খানা চায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি যদি তোমাকে তরবারি দিই তাহলে তুমি কি পেছনের সারিতে অবস্থান করে যুদ্ধ করবে ? সে ব্যক্তি বলল, জ্বী না, তা নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে একটি তরবারি দিলেন। সে ব্যক্তি তখন এ রণসঙ্গীত গেয়ে গেয়ে এগিয়ে গেল ঃ

اَنَا الَّذِیْ عَاهَدَ فِیْ خَلِیْلِی – اَنْ لاَ اَقُوْمَ الدَّهْرَ فِیْ الْکُیُوْلِ .

আমি এমন এক ব্যক্তি যে, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি যেন জীবনে কোনদিন পেছনের সারিতে থেকে যুদ্ধ না করি।

এই হাদীছটি শু'বা থেকেও বর্ণিত আছে। ইসরাঈলও এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা দু'জনে আবূ ইসহাক সূত্রে হিন্দ বিন্ত খালিদ থেকে কিংবা অন্য কারো সূত্রে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন।

الکُیُوْل। শব্দের অর্থ সারিগুলোর পেছনে। একাধিক বিজ্ঞজনের নিকট আমি এ ব্যাখ্যা শুনেছি। এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছে আমি এ শব্দটি পাইনি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, এরপর অগ্রসরমান আবূ দুজানা যাকেই সামনে পাচ্ছিলেন তাকেই হত্যা করছিলেন। মুশরিকদের দলে একজন লোক ছিল আহত ব্যক্তি পেলেই সে তার সেবা করছিল ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করছিল। ইতোমধ্যে আবূ দুজানা এবং ওই ব্যক্তি কাছাকাছি হয়ে গেল। যুবায়র (র) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছিলাম যেন এরা দুজনে সংঘর্ষ লেগে যায়। অবিলম্বে তারা দুজন মুখোমুখি হয়ে গেল এবং উভয়ে তরবারি পরিচালনা করল। মুশরিক লোকটি আবূ দুজানার উপর তরবারির আঘাত হানল। ঢাল দিয়ে আবূ দুজানা তা প্রতিহত করলেন। মুশরিক লোকটির তরবারি ভোঁতা হয়ে গেল। এবার আবূ দুজানা তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন।

এরপর আমি দেখলাম আবূ দুজানা তরবারি উঠালেন হিন্দ বিন্ত উতবার মাথা বরাবর। কিন্তু অবিলম্বে তরবারি সরিয়ে নিলেন। আমি বললাম, এর রহস্য কি তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। বায়হাকী (র) 'আদ দালাইল' গ্রন্থে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া সূত্রে তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবূ দুজানা বলেছেন যে, আমি একটি লোক দেখলাম যে মুশরিক সৈন্যদেরকে খুব সাহস দিচ্ছে এবং উত্তেজিত করছে। আমি তার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম। আমি যখন তার মাথার উপর তরবারি উঠালাম তখন সে অনুনয় বিনয় শুরু করল। তখন আমি দেখতে পেলাম যে সে একজন মহিলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারির সম্মানার্থে ওই মহিলাটির উপর তরবারির আঘাত করিনি।

মূসা ইব্‌ন উক্‌বা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এই তরবারিটি হস্তান্তরের প্রস্তাব করেছিলেন তখন উমর (রা)-ও তরবারি পাওয়ার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তরবারি দেননি। এরপর যুবায়র (রা)-তরবারিটি পাওয়ার আবেদন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেও তরবারিটি দেননি। এতে তাঁরা মনক্ষুণ্ন হয়েছিলেন, তিনি তৃতীয়বার প্রস্তাব করলেন।

এবার তরবারি পাওয়ার আবেদন জানালেন আবূ দুজানা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-তরবারিটি তাঁকেই দিলেন। আবূ দুজানা শেষ পর্যন্ত তরবারির হক আদায় করেছিলেন।

সীরাত-অভিজ্ঞদের ধারণা যে, কা'ব ইব্ন মালিক বলেছেন, আমি যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে ছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুশরিকদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ তখন আমি এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম জনৈক মুশরিক সৈন্য পূর্ণভাবে অস্ত্র সজ্জিত। সে দ্রুতবেগে মুসলমানদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে। সে বলছিল, পালাও ! পালাও!! যেমন যবেহ্ করার ভয়ে বকরী দল পালায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরো দেখতে পেলাম, একজন মুসলিম সৈনিক ওই মুশরিকের অপেক্ষায় আছে। সেও পূর্ণভাবে অস্ত্র সজ্জিত। আমি গিয়ে মুসলিম সৈনিকের পেছনে দাঁড়ালাম। আমি উভয় সৈনিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। আমি বুঝে নিলাম যে, শারিরীক ও অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে মুশরিকটি অধিকতর শক্তিশালী। আমি অপলক নেত্রে তাদের দুজনকে দেখছিলাম। এক সময় তারা দুজন মুখোমুখি হল। মুসলিম সৈনিকটি তরবারির আঘাত হানল মুশরিকের ঘাড় বরাবর। প্রচণ্ড আঘাতে তার তরবারি মুশরিকের ঘাড় ভেদ করে সোজা নিতম্ব অতিক্রম করে গেল। লোকটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে মাটিতে নেতিয়ে পড়ল। এবার মুসলিম সৈনিকটি তার মুখের পর্দা সরাল এবং বলল, হে কা'ব! কেমন দেখলেন ? আমি আবূ দুজানা।

হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদাতবরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত হামযা লড়াই করে যাচ্ছিলেন। এক সময় তিনি আরতাত ইব্ন শুরাহ্বীল ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মনাফ ইব্ন আবদুদ্দার কে হত্যা করলেন। আরতাত ছিল শত্রুপক্ষের অন্যতম পতাকাধারী। তিনি ওদের পতাকাবাহী উছমান ইব্ন আবূ তালহাকেও হত্যা করলেন। তখন উছমান ইব্ন তালহা বলছিল ঃ

إِنَّ عَلَى أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًّا - أَنْ نُخْضِبُوا الصَّعْدَةَ أَوْ تَنْدَقَّا

পতাকাবাহীর কর্তব্য হল বল্লমকে রক্তে রঞ্জিত করা অথবা নিজে টুকরা হয়ে যাওয়া। ইত্যবসরে হযরত হামযা (রা) তার উপর আক্রমণ চালালেন। এবং তাকে হত্যা করলেন। তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সিবা' ইব্ন আবদুল উয্যা গুবশানী। তার উপনাম ছিল আবূ নাইয়ার। তার উদ্দেশ্যে হযরত হামযা (রা) বললেন, হে খতনাকারিণী মহিলার ছেলে, এদিকে আয়। তার মা হল উম্মু আনসার। শুরায়ক ইব্ন আমর ইব্ন ওয়াহব ছাকাফীর আযাদকৃত ক্রীতদাসী। মক্কায় সে খাতনা পেশায় নিয়োজিত ছিল। দুজনে মুখোমুখি হল। হযরত হামযা তাকে আক্রমণ করে হত্যা করলেন। জুবায়র ইব্ন মুতইমের ক্রীতদাস ওয়াহ্শী বলে, আল্লাহ্র কসম, আমি দেখছিলাম হামযাকে তিনি তরবারি দ্বারা প্রতিপক্ষের লোকজনকে কেটেই যাচ্ছিলেন। তাঁকে ধুসর রঙের উটের ন্যায় দেখাচ্ছিল। আমার আগে সিবা' গিয়ে হামযার নিকট পৌঁছল। হামযা বললেন, হে খতনাকারিণীর ছেলে এদিকে আয়। হামযা তার উপর আক্রমণ করলেন। তবে সম্ভবত: তার মাথায় আঘাত করতে পারেননি। আমি আমার বর্শা তাক করলাম। সুনিশ্চিতভাবে লক্ষ্যস্থির করে আমি হামযার দিকে বর্শা ছুড়লাম। বর্শা গিয়ে পড়ল তাঁর নাভিমূলে। নাভি ভেদ করে দুপায়ের

মাঝখান দিয়ে সেটি বেরিয়ে এল। আমাকে আক্রমণ করার জন্যে তিনি আমার দিকে আসতে উদ্যত হলেন, কিন্তু তার পূর্বেই নিস্তেজ হয়ে গেলেন, এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমি একটু অপেক্ষা করলাম, তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর আমি তাঁর নিকট এলাম। আমার বর্শা খুলে নিলাম। তারপর স্বগোত্রীয় সৈনিকদের নিকট ফিরে গেলাম। আমার এর অতিরিক্ত কিছুর দরকার ছিল না।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন ফযল ইব্ন আইয়াশ ইব্ন রাবী'আ ইব্ন হারিছ বর্ণনা করেছেন, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার সূত্রে জা'ফর ইব্ন আমর ইব্ন উমাইয়া দিমারী থেকে। তিনি বলেছেন, আমি নিজে এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার একবার এক সফরে বের হয়েছিলাম। উবায়দুল্লাহ্ ছিল বানূ নাওফল ইব্ন আব্দ মানাফ গোত্রের লোক। তখন মুআবিয়া (রা)-এর শাসনকাল।যেতে যেতে আমরা হিম্স অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছলাম। জুবায়রের ক্রীতদাস ওয়াহ্শী ওখানেই অবস্থান করছিল। আমরা ওখানে পৌঁছার পর উবায়দুল্লাহ্ ইবন আদী আমাকে বলল, আমরা যদি ওয়াহ্শীর নিকট গিয়ে হযরত হামযার (রা) হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করি তাতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে ? আমি বললাম, তুমি যদি যাও, তবে আমিও যাব এবং তার কাছে ওই বিষয়ে জানতে চাইব। বস্তুতঃ ওয়াহ্শীর খোঁজে আমরা বের হলাম। লোকজনকে তার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলাম। একজন লোক আমাদেরকে বলল, তোমরা তাঁকে তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় পাবে। এমনও হতে পারে যে, মদের নেশা তাঁকে বুঁদ করে রেখেছে। যদি তোমরা তাঁকে এ অবস্থায় পাও যে তিনি চীৎকার করছেন তবে তোমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। অর্থাৎ তাঁর নিকট থেকে কাংখিত উত্তর পেতে পার। আর যদি এ অবস্থায় পাও যে, মদের সামান্য নেশা তাঁর মধ্যে রয়েছে তবে কিছু জিজ্ঞেস না করে তাঁকে ছেড়ে চলে আসবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যাত্রা করে তাঁর নিকট এসে পৌঁছলাম। তিনি তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনায় এক বিছানায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তখন বয়োবৃদ্ধ। বুগাছ পাখীর ন্যায় সাদা কালো মিশ্রিত গায়ের রং। তিনি ডেকে ডেকে বলছিলেন যে, তাঁর কোন অসুবিধা নেই। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি ওবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'আদীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আদী ইব্ন খিয়ার এর পুত্র ? ওবায়দুল্লাহ্ বলল, জ্বী হাঁ, তাই। ওয়াহ্শী বললেন, আল্লাহ্র কসম, তোমার দুধ মা সা'দিয়্যা তোমকে যূ-তুওয়া নামক স্থানে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি আর তোমাকে দেখিনি। আমি সেদিন তোমাকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তখন সে ছিল উটের উপর। আমি তোমার দু পাঁজর চেপে ধরে তোমাকে উটের পিঠে তুলে দিয়েছিলাম। তোমার পা দুটো তখন আমার নজরে পড়ে এরপরে আজ তুমি আমার নিকট এসেছ। আমি তোমার পা দুটো দেখেই তোমাকে সনাক্ত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা দুজনে তাঁর নিকট বসলাম। আমরা বললাম, আপনি হযরত হামযা (রা) কে কীভাবে হত্যা করেছিলেন তা জানতে এবং সে বিষয়ে আলোচনা করতে আমরা আপনার নিকট এসেছি। ওয়াহ্শী বললেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ঘটনাটি আমি তাঁকে যেভাবে জানিয়েছি তোমাদেরকেও সেভাবে জানাব। আমি জুবায়র ইব্ন মুতইম-এর গোলাম ছিলাম। তার চাচা তু'আয়মা ইব্ন 'আদী বদর যুদ্ধে নিহত হয়। কুরায়শরা

পরবর্তী বছর উহুদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তখন আমার মালিক জুবায়র আমাকে বলেছিলেন যে, তুমি যদি আমার নিহত চাচার প্রতিশোধ হিসেবে মুহাম্মাদের (সা) চাচা হামযাকে হত্যা করতে পার তবে তুমি মুক্তি পাবে। কুরায়শী সৈন্যদের সাথে আমি যাত্রা করি। আমি মূলতঃ হাবশী বংশোদ্ভুত লোক। হাবশী কৌশলে আমি বর্শা নিক্ষেপ করতে পারি যা খুব কমই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। উহুদ ময়দানে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। আমি হামযার খোঁজে বের হলাম। হঠাৎ আমি তাঁকে লোকজনের মাঝে দেখতে পেলাম। তিনি যেন একটি ধুসর বর্ণের উট। তরবারির আঘাতে শত্রুপক্ষের লোকজনকে কেটে কেটে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। কেউই তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারছে না। আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিলেন তিনি। একটি পাথর কিংবা বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম আমি। অপেক্ষা করছিলাম যাতে তিনি আমার নাগালের মধ্যে আসেন। ইতোমধ্যে সিবা' ইব্ন আবদুল উয্যা তাঁর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে হুংকার ছেড়ে হামযা বললেন,ওহে খতনাকারিণীর ছেলে। এদিকে আয়। অবিলম্বে হামযা তাকে আক্রমণ করলেন; কিন্তু তার মাথায় আঘাত করতে সক্ষম হলেন না।

ওয়াহ্শী বলেন, আমি আমার বর্শা তাক করলাম। নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য স্থির করে আমি বর্শা ছুঁড়লাম। বর্শা তাঁর নাভিমুলে গিয়ে পড়ল। নাভি ভেদ করে সেটি তার দুপায়ের মাঝখান ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে। তিনি আমাকে আক্রমণ করার জন্যে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে সক্ষম হননি। কিছুক্ষণ আমি অপেক্ষা করি। বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে থাকতে দিই। অবশেষে তিনি মারা যান। এরপর আমি তাঁর নিকট আসি এবং আমার বর্শাটি খুলে নেই। পরে আমি স্বগোত্রীয় সৈন্যদের সাথে মিলিত হই। সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করি। আমার অন্য কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। আমি তাঁকে হত্যা করেছিলাম যাতে আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি। যুদ্ধ শেষে মক্কায় আসার পর আমি মুক্তি লাভ করি, এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা জয় করেন তখন আমি তায়েফে পালিয়ে যাই। সেখানেই আমি অবস্থান করছিলাম। তায়েফের লোকজন যখন ইসলাম গ্রহণের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল তখন আমি সংকটাপন্ন হয়ে পড়লাম। আমার বসবাসের স্থান সংকুচিত হয়ে এল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম সিরিয়া কিংবা ইয়ামান কিংবা অন্য কোন দেশে চলে যাওয়ার। আমি এমন চিন্তাভাবনায় ছিলাম এমন সময় একজন লোক আমাকে বলল, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মাদ (সা) তো তাঁর দীন গ্রহণকারী এবং সত্যের সাক্ষ্যদানকারী কাউকে হত্যা করেন না। এ সংবাদ অবগত হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে যাত্রা করি। আমি মদীনায় তার নিকট পৌঁছি। তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে আমি সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছি এটা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতচকিত হয়ে পড়লেন। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কি ওয়াহ্শী ?" আমি বললাম জ্বী হাঁ, তাই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তবে আমার নিকট বস এবং হামযা (রা)-কে তুমি কীভাবে হত্যা করেছ তা আমার নিকট খুলে বল! আমি এখন তোমাদের নিকট যা বললাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটও ঠিক তাই বলেছিলাম। আমার বর্ণনা শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেছিলেন, তোমার মুখমণ্ডল তুমি আমার দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখবে। আমি যেন তোমার মুখমণ্ডল দেখতে না পাই। তখন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানেই থাকতেন সেখানে আমি মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতাম যাতে আমার চেহারা তাঁর নজরে না পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতি-

কাল পর্যন্ত আমি এরূপ করেছি। হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে ভণ্ড নবী-মিথ্যাবাদী মুসায়লামা -র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে মুসলমানগণ যখন ইয়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন আমিও তাদের সাথে যাত্রা করি। যে বর্শা দ্বারা আমি হযরত হামযা (রা)-কে হত্যা করেছিলাম ওই বর্শাটি আমি সঙ্গে নিই। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হওয়ার পর আমি মুসায়লামাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেতে পাই। তার হাতে ছিল তরবারি। আরো কিছু চিহ্ন ছিল যা দ্বারা আমি তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হই। তাকে আক্রমণ করার জন্যে আমি প্রস্তুত হই। অন্য দিক থেকে একজন আনসারী লোকও তার উপর আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়। আমাদের উভয়ের লক্ষ্য ছিল সে-ই। আমি আমার বর্শা তাক করলাম। নিশ্চিতভাবে লক্ষ্যস্থির করে আমি বর্শা নিক্ষেপ করলাম। বর্শা গিয়ে তাকে আঘাত করে। আনসারী লোকটিও তার উপর তরবারির আক্রমণ চালায়। আমাদের দুজনের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বস্তুত আমিই যদি তাকে হত্যা করে থাকি তবে একদিকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত হামযা (রা)-কে হত্যা করেছি আর জগতের নিকৃষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ মুসায়লামাকে হত্যা করেছি।

আমি মনে করি, আনসারী লোকটি ছিলেন আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন খারাশা। ইয়ামামার যুদ্ধে ওই বিবরণ আসবে। মুরতাদ ও ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পর্বে ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন যে, আনসারী লোকটি ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম মাযানী। সায়ফ ইব্ন আমর বলেন, ওই আনসারী লোক হলেন আদী ইব্ন সাহ্ল। বস্তুত: আদী ইব্ন সাহ্ল নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنِّىْ وَ وَحْشِيْهُمْ – قَتَلْتُ مُسَيْلَمَةً الْمُعْتَبِيْنَ .

তুমি কি জাননা যে, আমি এবং ওয়াহ্শী হত্যা করেছি অভিশাপগ্রস্ত মুসায়লামাকে।

وَ يَسْأَلُنِى النَّاسُ عَنْ قَتْلِهِ – فَقُلْتُ ضَرَبْتُ ، وَهٰذَا طَعْنٌ .

লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে, আমি কিভাবে তাকে হত্যা করেছি। তখন আমি বলি যে, আমি তাকে আঘাত করেছি। আর এটি হল সেই বর্শা।

প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, ওয়াহ্শীই প্রথম মুসায়লামাকে আঘাত করেন এবং আবূ দুজানা তার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানেন। এ বিষয়ে ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফযল - --- আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন আমি জনৈক চীৎকারকারীকে শুনেছি সে চীৎকার করে বলছিল যে, এক কালো ক্রীতদাস তাকে হত্যা করেছে। ইমাম বুখারী (র) হযরত হামযা (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ - - - - জা'ফর ইব্ন উমাইয়া দিসারী থেকে। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ারের সাথে আমি সফরে বের হয়েছিলাম। এরপর পূর্বোল্লিখিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ওই বর্ণনায় আছে যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার যখন ওয়াহ্শীর নিকট উপস্থিত হন তখন তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল পাগড়ীতে ঢাকা ছিল তাঁর দুটো চক্ষু আর দুখানা পা ব্যতীত অন্য কিছুই ওয়াহ্শীর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। এরপর ওয়াহ্শী তাঁকে যেভাবে চিনলেন তার বর্ণনা রয়েছে। এটি একটি গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিচক্ষণতা বটে। অনুরূপ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন মুজাযযায

Contents

মুদলিজী। হযরত যায়দ ও তার পুত্র উসামার (রা) দেহের রং ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মুজাযযায মুদলিজী উসামার (রা) পা দেখে বলেছিলেন যে, এ হচ্ছে যায়দের পুত্র।

ইমাম বুখারীর উদ্ধৃত বর্ণনায় আছে যে, ওয়াহ্‌শী বলেছেন, লোকজন যখন যুদ্ধের জন্যে সারিবদ্ধ হল তখন সিবা' ময়দানে বেরিয়ে আসে। সে বলল, আমার বিরুদ্ধে লড়াই করার কেউ আছ কি ? তখন হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বেরিয়ে এলেন। হুংকার ছেড়ে তিনি বললেন, ওহে সিবা', ওহে খৎনাকারীর পুত্র, তুই কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে চ্যালেঞ্জ করছিস ? একথা বলেই তিনি সিবা'কে আক্রমণ করলেন। সাথে সাথে সে অতীতের ইতিহাসে পরিণত হল। ওয়াহ্‌শী বলেন, হামযাকে তাক করে একটি পাথরের আড়ালে আমি লুকিয়ে রয়েছিলাম। তিনি আমার নিকটবর্তী হলেন। আমি তাঁকে লক্ষ্য করে, বর্শা ছুঁড়ি। বর্শাটি ঠিক তাঁর নাভিতে গিয়ে পড়ে। তারপর তা তার দু' নিতম্বের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে আসে। এই ছিল তাঁর অন্তিম অবস্থা। ওয়াহ্‌শী এও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর যখন ভণ্ড নবী মুসায়লামার আবির্ভাব ঘটল তখন আমি বললাম, সম্ভবত আমিই তাকে হত্যা করতে পারব যাতে করে হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করার দায় থেকে আমি মুক্ত হতে পারি। মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে যারা যাচ্ছিল আমি তাদের সাথী হলাম। এরপর যা হবার হল। আমি দেখতে পেলাম যে, এক ব্যক্তি একটি ভগ্ন প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার চুল এলোমেলো। দেখতে ধূসর উটের মত। তাকে লক্ষ্য করে আমি আমার বর্শা নিক্ষেপ করলাম। সেটি গিয়ে তার বুকভেদ করে তার দু' কাঁধের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একজন আনসারীও তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, নিজের তরবারি দিয়ে তিনি মুসায়লামার মাথায় আঘাত করেছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার বলেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন তখন জনৈকা ক্রীতদাসী ঘরের ছাদে উঠে বলছিল, হায় আমীরুল মু'মিনীন! তাঁর জন্যে দুঃখ হয়। একজন কালো ক্রীতদাস তাঁকে হত্যা করেছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমার নিকট বর্ণনা পৌঁছেছে যে, ওয়াহ্‌শী মদপানে অভ্যস্ত ছিলো। এ জন্যে তাকে সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলতেন যে, হযরত হামযার (রা) হত্যাকারীকে আল্লাহ্ ছাড়বেন না।

ওয়াহ্‌শী ইব্‌ন হারব আবূ দাসামা মতান্তরে আবূ হারব এর ওফাত হয় হিম্‌সে। তিনিই সর্বপ্রথম ইস্ত্রি করা পোশাক পরিধান করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আড়াল করে মুস'আব ইব্‌ন উমায়র যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হলেন। ইব্‌ন কামিয়া লায়ছী তাঁকে হত্যা করেছিল। সে মুস'আব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে ধারণা করেছিল। ফলে সে কুরায়শদের নিকট গিয়ে বলল, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি।

মূসা ইব্‌ন উক্‌বা তাঁর মাগাযী গ্রন্থে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উবাই ইব্‌ন খাল্‌ফ-ই হযরত মুসআব (রা)-কে হত্যা করেছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

১. বিশুদ্ধ উচ্চারণ হচ্ছে মুসায়লিমা।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) নিহত হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী ইব্ন আবী তালিবের হাতে পতাকা অর্পণ করেন। তবে ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেছেন। প্রথম থেকে-ই পতাকা ছিল হযরত আলীর হাতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দেখলেন যে, মুশরিকদের পতাকা বহন করছে আবদুদ্দার গোত্রের লোকেরা। তখন তিনি বললেন, প্রতিশ্রুতি পূরণের আমরাই ওদের চেয়ে অধিক তর হকদার। তখন তিনি আলী (রা)-এর হাত থেকে নিয়ে পতাকা মুসআব ইব্ন উমায়রের হাতে অর্পণ করলেন। হযরত মুস'আব শহীদ হওয়ার পর আবার পতাকা আলী (রা)-এর হাতে তুলে দেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত আলী (রা) এবং অপর কতক মুসলিম যোদ্ধা বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন, মাসলামা ইব্ন আল কামা আল-মুযিনী আমাকে বলেছেন যে, উহুদ প্রান্তরে যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারীদের পতাকার নীচে বসলেন। হযরত আলী (রা) বলে পাঠালেন যে, পতাকা এগিয়ে নিয়ে যাও। হযরত আলী পতাকা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি বলছিলেন আমি আবূল কাসাম কর্তনকারীর পিতা। তাঁর ঘোষণার উত্তরে মুশরিকদের পতাকা বহনকারী আবূ সা'দ ইব্ন আবূ তালহা বলল, হে আবূল কাসাম! দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। হযরত আলী (রা) বললেন, অবশ্যই। দুজন উভয় পক্ষের মধ্যখানে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। হযরত আলী (রা) তার উপর আক্রমণ করলেন। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাকে দ্বিখণ্ডিত না করেই তিনি ফিরে এলেন। কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওকে হত্যা না করে ফিরে এলেন কেন? তিনি জবাবে বলেন সে বিবস্ত্র হয়ে পড়ায় তার প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হয়। তবে বুঝে নিয়েছি যে তার মৃত্যু অবধারিত। এরকম একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন হযরত আলী (রা) সিফফীনের যুদ্ধেও। সেটি ছিল বুসর ইব্ন আবূ আরতাতের সঙ্গে। তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা) তার উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। সে তখন তাঁর সম্মুখে নিজের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে দেয়। হযরত আলী (রা) তাঁকে ছেড়ে চলে আসেন। আমর ইব্ন আস ও সিফফীনের যুদ্ধে একবার তেমনটি করেছিলেন। একদিন হযরত আলী (রা) আমরের উপর আক্রমণ করেছিলেন। তখন আমর নিজের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে দেন। হযরত আলী (রা) তাকে ছেড়ে ফিরে যান। এ সম্পর্কে হারিছ ইব্ন নযর বলেন ঃ

اَفِى كُلِّ يَوْمٍ فَارِسٌ غَيْرُ مُنْتَهٍ - وَعَوْرَتُهُ وَسْطَ الْعِجَاجَةِ بَادِيَهْ

তিনি প্রতিদিন এমন সব অশ্বারোহীর মুখোমুখি হন যারা নিজেদের সতর উন্মুক্ত করে রাখে।

يَكُفُّ لَهَا عَنْهُ عَلِيٌّ سِنَانَهُ - وَيَضْحَكُ مِنْهَا فِى الْخَلَاءِ مُعَاوِيَهْ

তা দেখে হযরত আলী তার উপর থেকে নিজের তরবারি ফিরিয়ে আনেন। আর তা দেখে নির্জনে হাসতে থাকেন মুআবিয়া (রা)।

ইউনুস উল্লেখ করেছেন ইব্ন ইসহাক থেকে যে মুশরিকদের পতাকা বহনকারী তালহা ইব্ন আবূ তালহা আবদারী সেদিন যুদ্ধ করার জন্যে ময়দানে হাযির হয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানাচ্ছিল। মুসলিম সৈন্যগণ তার নিকট থেকে সরে থাকছিলেন। তখন যুবায়র ইব্ন আওয়াম তার

মুকাবিলায় এগিয়ে গেলেন। তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এক সময় তিনি তার উটের উপর চড়ে বসেন। তিনি তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেন এবং নিজ তরবারি দিয়ে তাকে জবাই করে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যুবায়র (রা)-এর এ বীরত্বের প্রশংসা করে বললেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী ও সাহায্যকারী থাকে, আমার হাওয়ারী হল যুবায়র (রা)। তিনি আরো বললেন, আমি যখন দেখলাম মুসলিম সৈন্যগণ তালহা থেকে সরে থাকছে তখন যুবায়র যদি বেরিয়ে না আসত তবে আমি নিজেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সেদিন আবূ সা'দ ইব্ন আবূ তালহাকে হত্যা করেছিলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নেমেছিলেন আসিম ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবূ আফলাহ। তিনি নাফি' ইব্ন আবূ তালহা ও তার ভাই জিলাসকে হত্যা করেন। তাদের উভয়েই তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। সে তার মায়ের নিকট আসত এবং তার কোলে মাথা রাখত। তার মা বলত, বৎস! তোমাকে কে আঘাত করলো ? সে বলত মা, আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করার সময় আমি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, সে বলছিল, এটি গ্রহণ কর, আমি আবূ আফলাহ্ এর পুত্র। তখন তার মা মানত করেছিল যে, যদি কোনদিন সে আসিম (রা)-এর মাথা হাতে নিতে পারে তবে ওই মাথার খুলিতে শরাব পান করবে। হযরত আসিম (রা) ও আল্লাহ্র সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছিলেন যেন তিনি কোনদিন কোন মুশরিককে স্পর্শ না করেন এবং কোন মুশরিক ও তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে। এজন্যে "রাজী' দিবসের ঘটনায় কোন মুশরিকের স্পর্শ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর লাশকে রক্ষা করেছিলেন। রাজী' দিবসের ঘটনা অবিলম্বে বর্ণনা করা হবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হানযালা ইব্ন আবূ আমির মুখোমুখি হলেন আবূ সুফিয়ানের। হানযালার পিতা আবূ আমিরের নাম ছিল আমর। তাকে আব্দ আমর ইব্ন সায়ফীও বলা হত। জাহেলী যুগে সে রাহিব অর্থাৎ ধর্ম যাজক উপাধি পেয়েছিল। এটি হয়েছিল তার প্রচুর ইবাদত বন্দেগীর প্রেক্ষিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফাসিক তথা পাপাচারী নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। কারণ ইসলামী যুগে সে সত্য ও সত্যপন্থীদের অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতা করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে এবং ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে মদীনা ছেড়ে মক্কায় পালিয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য হানযালা হলেন ফেরেশতাদের গোসল প্রাপ্ত হানযালা। ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। ওই ঘটনা পরে উল্লেখ করা হবে। বস্তুতঃ হানযালা এবং আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব পরস্পর মুখোমুখি হলেন। হানযালা যখন আবূ সুফিয়ানকে পরাস্ত করছিলেন এবং তার বুকের উপর উঠে বসেন তখন শাদ্দাদ ইব্ন আওস ওরফে ইব্ন শাউব তাঁকে দেখে ফেলে এবং তাঁর উপর আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন "তোমাদের সাথী হানযালাকে এখন ফেরেশতাগণ গোসল দিচ্ছে, তার পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখ তো ব্যাপার কী ? তাঁর স্ত্রীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। ওয়াকিদী বলেন, তাঁর স্ত্রী হলেন জামীলা বিন্ত উবাই ইব্ন সালুল। মাত্র ওই রাতেই তিনি নববধুরূপে হানযালার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি জানালেন, হানযালার গোসল ফরয হয়েছিল। যুদ্ধের অহ্বান শুনে গোসল না করেই তিনি জিহাদে বেরিয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এজন্যেই ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দিয়েছেন।

মূসা ইব্‌ন উকবা উল্লেখ করেছেন যে ; হানযালা (রা)-এর পিতা তাঁর বুকে পদাঘাত করেছিল এবং বলেছিল, তুই দুটো অপরাধ করেছিস। এখানে আসতে আমি তোকে নিষেধ করেছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, তুইতো আত্মীয় বৎসল এবং পিতৃভক্ত ছিলি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ সম্পর্কে ইব্‌ন শাউব বলেছিল—

لَاحْمِيَنَّ صَاحِبِى وَنَفْسِىْ - بِطَعْنَةٍ مِثْلِ شُعَاعِ الشَّمْسِ

আমি অবশ্যই রক্ষা করব আমার সাথীকে এবং আমার নিজেকে সূর্য কিরণ তুল্য একটি বর্শা দ্বারা। ইব্‌ন শাউব বলেন ঃ

وَلَوْلَا دفاعِى يَا ابن حرب ومشهدى - لالفيت يوم النعف غير مجيب

হে ইব্‌ন হারব, আমি যদি প্রতিরোধ না করতাম এবং উপস্থিত না থাকতাম তবে তুমি যুদ্ধের দিন কাউকে তোমার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে পেতেনা।

এ প্রসংগে আবূ সুফিয়ান ও একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেছিল। আর হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত প্রত্যুত্তরে আরেকটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায় ও ফলাফল

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি তাঁর সাহায্য অবতীর্ণ করেন। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেন। মুসলমানগণ শত্রুপক্ষকে অবিরত হত্যা করতে থাকেন এবং ওদেরকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলেন। কাফিরদের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠে। ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আব্বাদ তাঁর পিতা আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র থেকে এবং তিনি যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ওই সময় হিন্‌দ্ বিন্‌ত উতবার নুপুরের দিকে আমার নজর পড়ে। সে এবং তার সঙ্গিনী কুরায়শী মহিলারা পায়ের কাপড় গুটিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। শত্রুপক্ষ তাদের মালপত্র ছেড়ে ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর আমাদের তীরন্দাজ বাহিনী ওদের মাল-পত্র সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের পশ্চাতের গিরিপথ তারা শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীর জন্যে অবারিত করে দেয়। ফলে ওরা পেছনের দিক থেকে এসে আমাদের উপর আক্রমণ চালায়। তখন জনৈক ঘোষক ঘোষণা দেয় যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন। এ অবস্থায় আমরা আবার পাল্টা আক্রমণ করলাম। ওরাও আক্রমণ করল। ওদের পতাকাবাহী নিহত হল। কিন্তু ওদের পক্ষের কেউই পতাকাটি তুলে নিতে এগিয়ে আসছিল না। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তির বরাতে ইব্‌ন ইসহাক যে, পতাকাটি দীর্ঘক্ষণ মাটিতে পড়েই ছিল। শেষে বনূ হারিছ গোত্রীয় উমরা বিন্‌ত আলকামা এসে তা তুলে নিল। সে পতাকাটি কুরায়শদের নিকট নিয়ে গেল। তারা পুনরায় সেটি দৃঢ়ভাবে উত্তোলন করল। ওদের ওই পতাকাটি ছিল বানূ আবূ তালহা গোত্রের হাবশী বালক সাওয়াবের হাতে। সে ছিল ওদের শেষ পতাকাবাহী। পতাকা নিয়েই সে যুদ্ধ করছিল এক সময় তার হাত দুটি কাটা গেল। তারপর সে উপুড় হয়ে বসে তার বুক ঘাড় দিয়ে পতাকাটি ধরে রাখে। শেষ পর্যন্ত পতাকা রক্ষায় প্রচেষ্টারত অবস্থায়ই নিহত হয়। সে তখন বলছিল, হে আল্লাহ্! আপনি কি আমার ওযর ও অক্ষমতা গ্রহণ করেছেন? এ প্রেক্ষিতে হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত বলেছেন ঃ

فَخَرْتُمْ بِاللِّوَاءِ وَشَرُّ فَخْرٍ - لِوَاءٍ حِيْنَ رُدَّ اِلَى صُوَابِ

পতাকা নিয়ে তোমরা গৌরব করে থাক। পতাকা বিষয়ে সবচেয়ে বেশী নিন্দনীয় ঘটনা ঘটল যখন সেটি সাওয়াব ক্রীতদাসের হাতে দেয়া হল।

جَعَلْتُمْ فَخْرَكُمْ فِيْهِ لِعَبْدٍ - وَ الْأَمَّ مَنْ يَطَأُ عُفْرَ التُّرَابِ

পতাকা বিষয়ক গৌরব তোমরা রেখে দিয়েছিলে একজন গোলাম ও একজন বাঁদীর জন্যে। সে মাটি মাড়িয়ে যায়।

ظَنَنْتُمْ وَالسَّفِيْهُ لَهُ ظُنُوْنٌ - وَمَا اَنْ ذَاكَ مِنْ اَمْرِ الصَّوَابِ

তোমরা ধারণা করেছিলে আর মুর্খ লোকেরা তো অনেক কিছুই অনুমান করে থাকে। কিন্তু তা তো যথার্থ ছিল।

بِاَنَّ جِلَادَنَا يَوْمَ الْتَقَيْنَا بِمَكَّةَ - بَيْعُكُمْ حُمْرَ الْعِيَابِ

আমাদের যোদ্ধারা যেদিন মক্কায় তোমাদের মুখোমুখি হবে সেদিন তোমাদেরকে তারা রক্তরঞ্জিত করবে না এ ধারণাটি ছিল ভ্রান্ত।

اُقِرُّ الْعَيْنَ اَنْ عُصِبَتْ يَدَاهُ - وَمَا اَنْ تُعْصَبَانِ عَلَى خِضَابِ

তার দুহাত রক্তাক্ত হওয়ার দৃশ্যে আমি চোখ জুড়িয়েছি। রক্তের খিযাব তো তাকে লাগাতেই হবে।

'আমরা বিন্ত আলকামা ভুলুণ্ঠিত পতাকা তুলে নিয়েছিল সে বিষয়েও হযরত হাস্সান (রা) একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। তাঁদের কতক শত্রুর আক্রমণে জখম হন। সে দিনটি ছিল মুসলমানদের জন্যে বিপদ ও পরীক্ষার দিন। কতক মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'আলা শহীদের মর্যাদা দান করেন। শেষ পর্যন্ত শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ে। তাঁর প্রতি তারা পাথর নিক্ষেপ করে। সেটি তাঁর মুখের এক পাশে আঘাত করে। তাঁর সম্মুখের একটি দাঁত শহীদ হয়। মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়। তাঁর ঠোঁট ফেটে যায়। আঘাতকারী হতভাগাটি ছিল উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস। হুমায়দ আত-তাবীল হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে যায়। তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়। তিনি রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন— "যে জাতি তাদের নবীর চেহারা রক্তাক্ত করে দেয় এ অপরাধে যে, তাদেরকে তিনি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেন ওই জাতি কী করে সফলতা লাভ করবে? এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ۔

আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন নাকি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এই বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ, তারা যালিম। (৩-আলে ইমরান ঃ ১২৮)।

ইব্‌ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন - - - - সুদ্দী সূত্রে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন কাসিয়া হারেছী ময়দানে উপস্থিত হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে একটি পাথর নিক্ষেপ করল। ফলে তার একটি সম্মুখের দাঁত শহীদ হল তাঁর নাক ফেটে গেল এবং পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। তিনি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন। তাঁর সাহাবীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ মদীনায় ফিরে গেলেন। কেউ কেউ পাহাড়ের উপর পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের ডেকে ডেকে বলছিলেন اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, এদিকে আমার নিকটে এসো। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, এদিকে আমার নিকট এসো! ৩০ জন মুজাহিদ তাঁর নিকট জমায়েত হলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগে আগে চলছিলেন। ইতিপূর্বে তালহা ও সাহ্ল ইব্‌ন হানীফ ছাড়া কেউই তাঁর পাশে ছিলনা। হযরত তালহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজ দেহদ্বারা আড়াল করে রেখেছিলেন। হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটি তীর এসে তাঁর হাতে বিদ্ধ হয়। ওই হাত অসাড় হয়ে যায়। উবাই ইব্‌ন খালাফ জুমাহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হয়। সে শপথ করেছিল যে, অবশ্যই সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন না, আমিই বরং তাকে হত্যা করব। তিনি বললেন, ওহে মিথ্যুক! তুই যাবি কোথায় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে আক্রমণ করলেন এবং লৌহ বর্মের ফাঁকে আঘাত করলেন। সে সামান্য যখমী হল। কিন্তু তার ব্যথায় জর্জরিত হয়ে সে ষাঁড়ের মত চীৎকার করতে লাগল। তার সাথীরা তাকে তুলে নিয়ে গেল। তারা বলল, তোমার দেহে তো তেমন কোন যখম নেই, তাহলে তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন ? সে বলল, মুহাম্মাদ (সা) তো বলেছেন যে, তিনি আমাকে অবশ্যই হত্যা করবেন। এক্ষণে যদি রাবীআ ও মুদার উভয় গোত্রও একত্রিত হত তবে মুহাম্মাদ (সা) তাদের সকলকে হত্যা করতেন। ওই সামান্য ক্ষতের পরিণতিতে একদিন কিংবা তারও কম সময়ের ব্যবধানে তার মৃত্যু হয়। লোকজনের মধ্যে গুজব রটে যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদ হয়ে গিয়েছেন। তখন পাহাড়ের উপরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সাহাবীগণ বললেন যে, আমরা যদি একজন দূত পেতাম তাহলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর মাধ্যমে আবূ সুফিয়ানের নিকট নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন পাঠাতাম। সে আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিত। তাঁরা আরো বললেন, হে লোকজন ! মুহাম্মাদ (সা) তো শহীদ হয়েছেন। মুশরিকরা তোমাদের নিকট এসে তোমাদেরকে হত্যা করার পূর্বে তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও। আনাস ইব্‌ন নযর বললেন, হে লোকজন! মুহাম্মাদ (সা) যদি শহীদ হয়েও থাকেন তবে মুহাম্মাদের (সা) প্রতিপালক তো নিহত হননি। সুতরাং মুহাম্মাদ (সা) যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছেন তোমরাও সে উদ্দেশ্য যুদ্ধ করে যাও। আনাস (রা) আরো বললেন, হে আল্লাহ্ ! ওরা যা বলেছে সে বিষয়ে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তারা যা করেছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এরপর তিনি তরবারি হাতে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে আহ্বান করতে করতে পাথরের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণকারীদের নিকট পৌঁছে গেলেন। তাঁকে চিনতে না পেরে জনৈক সাহাবী তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপের জন্যে ধনুকে তীর তাক করেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পেয়ে তাঁরা সকলে পরম আনন্দিত হন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর সাহাবীদের মধ্যে এখনও অনেক লোক আছেন যারা তাঁর নিরাপত্তা রক্ষা করতে সচেষ্ট রয়েছেন, তখন তিনি আনন্দিত হলেন। তাঁরা সবাই একত্রিত

হলেন। নিজেদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফিরে পেয়ে তাঁদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেল। এবার তাঁরা জয়–পরাজয় ও পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে আলোচনায় মশগুল হলেন, কারা শহীদ হয়েছেন তা নির্ণয় ও আলোচনা করতে লাগলেন। যারা বলেছিল যে "মুহাম্মাদ (সা) নিহত হয়েছে সুতরাং তোমরা নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট ফিরে যাও।" তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

মুহাম্মাদ একজন রাসূলমাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। (৩-আলে ইমরান ঃ ১৪৪)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথীদেরকে আক্রমণ করার জন্যে আবূ সুফিয়ান পাহাড়ে আরোহণ করল। তাকে দেখে মুসলমানগণ পূর্বেকার সকল দুঃখ বেদনা ভুলে প্রত্যাঘাতের জন্যে প্রস্তুত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওরা আমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। তিনি এই দু'আ পাঠ করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنْ تُقْتَلْ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ

হে আল্লাহ্ ! মুসলমানদের এই দল যদি নিহত হয় তবে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার কেউ থাকবে না। এবার তিনি সাহাবীগণকে যুদ্ধের জন্যে আহ্বান জানালেন। তাঁরা শত্রুপক্ষকে পাথর নিক্ষেপ করে পাহাড় থেকে নেমে যেতে বাধ্য করলেন। আবূ সুফিয়ান বলল, "হুবল দেবতার জয় হোক! হানযালার প্রতিশোধে হানযলাকে খুন করেছি, বদর দিবসের প্রতিশোধ উহুদ দিবসে নিয়েছি। এভাবে ইব্ন জারীর পূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এটি একটি গরীব পর্যায়ের (একক) বর্ণনা এতে অনেক অগ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

ইব্ন হিশাম বলেন, রুবায়হ্ ইবন আবদুর রহমান তাঁর পিতা, তাঁর দাদা আবূ সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উত্বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়েছিল এবং তাতে তাঁর সামনে নীচের সারির ডান দিকের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তাঁর নীচের ঠোঁট জখম হয়েছিল। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব (যুহরী) তাঁর কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন কামিয়া তাঁর মুখমণ্ডল যখম করে দিয়েছিল। তাঁর শিরস্ত্রাণের দুটো কড়া তাঁর কপালের পাশে ঢুকে গিয়েছিল, তিনি একটি গর্তে পড়ে যান। মুসলমানগণ যেন যুদ্ধ করার সময় গর্তে পড়ে যায় সেজন্যে আবূ আমির পূর্বেই ওইসব গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল। তখন হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরলেন। আবূ তালহা (রা) তাঁকে টেনে তুললেন। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, আবূ সাঈদের পিতা মালিক ইব্ন সিনান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারক থেকে রক্ত চুষে নিয়ে গিলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যার রক্তের সাথে আমার রক্ত মিশেছে জাহান্নামের আগুন কোন দিন তাকে স্পর্শ করবে না।

কাতাদা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালিম সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তুলে বসালেন এবং মুখমণ্ডলের রক্ত মুছে দিলেন। চেতনা ফিরে আসলে তিনি বলছিলেন, নিজেদের নবী যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ডাকেন আর এ অবস্থায় তারা নবীর প্রতি এ আচরণ করে সে সম্প্রদায় সফলতা অর্জন করবে কেমন করে ? এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

(لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَيءٌ (৩-আলে-ইমরান ঃ ১২৮)। ইব্‌ন জারীর এরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি একটি মুরসাল বর্ণনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা একটি আলাদা অধ্যায়ে আসবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার মতে ওই দিবসের প্রথমভাগে মুসলমানদের বিজয় হচ্ছিল। ঐ সময়ে তারা কাফিরদেরকে পরাস্ত করেই যাচ্ছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ .... وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ - اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَ تَلْوُنَ .... فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ ....

"আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিলে এবং কতক পরকাল চাচ্ছিলে। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্যে তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। স্মরণ কর, যখন তোমরা উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না। আর রাসূল তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে আহ্বান করছিলেন। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্যে দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত। (৩– আলে-ইমরান ঃ ১৫২-১৫৩)

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা উহুদ দিবসে আমাদেরকে যেমন সাহায্য করেছিলেন অন্য কোন সময় তেমনটি করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, তাতে আপত্তি উঠলে তিনি বললেন, যারা আমার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের ও আমার মাঝে মীমাংসাকারী হল আল্লাহ্‌র কিতাব। উহুদ দিবস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেছেন ঃ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ

আল্লাহ্ তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে ওদেরকে বিনাশ করছিলে। حَسٌّ শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, حَسٌّ অর্থ হত্যা করা। (حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ......... وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ) (৩–আলে ইমরান ঃ ১৫২) এটি দ্বারা গিরিপথে নিয়োজিত তীরন্দাজ বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) গিরিপথে তীরন্দাজদের নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমরা আমাদের পশ্চাৎদিক রক্ষা করবে। তোমরা যদি আমাদেরকে দেখ যে, আমরা সবাই নিহত হচ্ছি তবু তোমরা ঐ পথ ছেড়ে আমাদের সাহায্যের জন্যে আসবে না। আর যদি দেখ যে, আমরা বিজয়ী হয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ করছি তবু তোমরা আমাদের সাথে যোগ দিবে না। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন গনীমতের মাল সংগ্রহ করছিলেন এবং মুশরিকদের

জান মাল দখলকে যখন বৈধ ঘোষণা করলেন তখন গিরিপথে প্রহরারত তীরন্দাজগণ হুমড়ি খেয়ে নীচে নেমে এলেন। তারপর তারা শত্রু সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সাহাবীগণের সারিগুলো পরস্পর মিলে মিশে যায়। বর্ণনাকারী তাঁর দুহাতের আঙ্গুলগুলো একটির ফাঁকে আরেকটি ঢুকিয়ে দেখান যে, তাদের সারি এমনিভাবে সংলগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

তীরন্দাজগণ গিরিপথ খালি করে দেয়ায় শত্রু বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্যরা ঐ পথে এসে সে পশ্চাৎদিক থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে সাহাবিগণ একে অন্যকে চিনতে না পেয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করতে যাবেন। এভাবেই বহু মুসলমান নিহত হন। ঐ দিবসের প্রথম ভাগ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার সাহাবীগণের পক্ষে ছিল। ফলে তখন মুশরিকদের সাত মতান্তরে নয় জন পতাকাবাহী সৈন্য মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। পরবর্তীতে শত্রুদের আক্রমণে হতভম্ব হয়ে মুসলমানগণ পাহাড়ের দিকে ছুটতে থাকেন। কিন্তু যেখানে গুহা আছে বলে ধারণা ছিল সেখান পর্যন্ত তাঁরা পৌছতে পারেননি। এসময়ে শয়তান চীৎকার দিয়ে বলেছিল, "মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন।" এই ঘোষণার সত্যতার কেউ সন্দেহ করেননি। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ ঘোষণা সত্য বলে আমরা তাই বিশ্বাস করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই সা'দের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথা তুলেছেন। হাঁটার সময়ে তিনি একটু ঝুঁকে হাঁটতেন তা দেখে আমরা তাঁকে চিনে ফেলি। তাঁকে দেখে আমরা এত খুশী হলাম যে, আমরা আমাদের নিহত আহতদের কথা ভুলেই গেলাম। আমরা এমন হয়ে যাই যেন আমাদের কিছুই হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের দিকে উঠে এলেন। তিনি বলছিলেন "ঐ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র প্রবল গযব ও অসন্তুষ্টি কঠিনভাবে নেমে আসুক, যারা আল্লাহ্র রাসূলের মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত করেছে। আবার তিনি বললেন ঃ

'হে আল্লাহ্! ওরা যেন আমাদের উপর বিজয়ী হতে না পারে।' এসব বলতে বলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট এসে পৌঁছলেন। তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। তখন শোনা গেল যে, পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আবূ সুফিয়ান চীৎকার করে বলছে "হুবলের জয় হোক। হুবল দেবতার জয় হোক। আবূ কাবাশার পুত্র (রাসূলুল্লাহ্) কোথায় ? আবূ কুহাফার পুত্র (আবূ বকর ছিদ্দীক (রা) কোথায় ? খাত্তাবের পুত্র (উমর [রা] কোথায় ? উমর (রা) বললেন, আমরা কি ওর কথার জবাব দেবো না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ। আবূ সুফিয়ান বলল, হুবল দেবতার জয় হোক। জবাবে উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ও সুমহান। আবূ সুফিয়ান বলল, হে খাত্তাবের পুত্র! আজকের কর্মকান্ডে হুবলের চোখ জুড়িয়েছে। এখন তুমি পারলে তাকে অতিক্রম করে যাও। আবূ সুফিয়ান বলল, আবূ কাবাশার পুত্র কোথায় ? আবূ কুহাফার পুত্র কোথায় এবং খাত্তাবের পুত্র কোথায় ? উমর (রা) বললেন, এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা), এই আবূ বকর (রা) এবং এই যে, এখানে আমি উমর। আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের দিন হল বদর দিবসের প্রতিশোধের দিন। যুগ আবর্তনশীল। যুদ্ধ বালতির ন্যায় পালাক্রমে হাতবদল হয়। উমর (রা) বললেন, উভয় পক্ষে সমান সমান নয়। আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ থাকবে জান্নাতে আর তোমাদের নিহতরা থাকবে জাহান্নামে। আবূ সুফিয়ান বলল, তোমরা কি তাই বিশ্বাস কর, তবে তো আমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। এরপর আবূ সুফিয়ান বলল, তোমরা তোমাদের পক্ষে নিহত লোকদের মধ্যে কতক লোককে কর্তিত অঙ্গ

পাবে। আমরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কিন্তু ঐ রকম কাজ করার সিদ্ধান্ত দেইনি। এ সময় তার মধ্যে জাহিলিয়্যাতের অহমিকা জেগে উঠল। সে বলল, ঐ অঙ্গ কর্তনের যে ঘটনা ঘটেছে তাতে অবশ্য আমরা অসন্তুষ্টও নই। এই বর্ণনা করেন ইব্‌ন আবূ হাতিম। আরো মুসতাদরাক হাকিম এবং বায়হাকী (র)-এর আদ দালাইল গ্রন্থের। তারা বর্ণনা করেছেন, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদের বরাতে। এটি একটি গরীব পর্যায়ের বর্ণনা। এটি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মুরসাল বর্ণনাগুলোর একটি। এটির সমর্থনে অন্যান্য বর্ণনা রয়েছে। সাধ্যমত আমরা সেগুলো উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।
ইমাম বুখারী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা – বারা (রা)-এর বরাতে বলেন যে, বরাতে উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে অতিরিক্ত বলেছেন, উহুদের দিন আমরা সেনাপতি আব্দুল্লাহ তাঁর তীরন্দাজদের ঘাটি ত্যাগ করতে দেখে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো আমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা যেন এই স্থান ত্যাগ না করি। কিন্তু তাঁরা তাঁর কথা মানেননি। ফলে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ৭০ জন সাহাবী তাতে নিহত হন। আবূ সুফিয়ান তখন বেরিয়ে আসে এবং বলে, তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ (সা) আছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা তার কথার কোন উত্তর দিও না। সে বলল, তোমাদের মধ্যে কি আবূ কুহাফার পুত্র আছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কোন উত্তর দিবে না। সে বলল, তোমাদের মধ্যে কি খাত্তাবের পুত্র আছে ? কোন উত্তর না পেয়ে সে বলল, ওরা সবাই নিশ্চয়ই নিহত হয়েছে। জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত। হযরত উমর (রা) নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তোর কথা মিথ্যা, যাতে তুই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিস এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বহাল তবিয়তে রেখেছেন। আবূ সুফিয়ান বলল, হুবল দেবতার জয় হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওর কথার জবাব দাও ! সাহাবিগণ বললেন, কী জবাব দিব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা বল, "আল্লাহ্ সর্বোচ্চ আল্লাহ্ সুমহান"। আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের উয্‌যা আছে, তোমাদের উয্‌যা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওর কথার জবাব দাও। সাহাবাগণ (রা) বললেন, কী জবাব দিব ? তিনি বললেন যে, তোমরা বল "আল্লাহ্ আমাদের মাওলা ও প্রভু তোমাদের প্রভু নেই। আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের এই দিবস বদর দিবসের বদলা ও প্রতিশোধ, আর যুদ্ধ হল বালতির ন্যায় হাত বদলের ব্যাপার। তোমাদের নিহতদের মধ্যে তোমরা অঙ্গ-কর্তিত লোক খুঁজে পাবে। আমি কিন্তু তা করার নির্দেশ দিইনি। তবে আমি তাতে অখুশীও নই। এই হাদীছ ইমাম বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা।

ইমাম আহমদ ও মূসা - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে একথাও আছে : আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যগণ বললেন : হে সাথিগণ! গনীমতের মাল। তোমাদের সাথিগণ তো যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী। আর অপেক্ষা কিসের ? আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে কী বলে দিয়েছিলেন তা কি তোমরা ভুলে গিয়েছ ? তারা বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আমরা ওদের নিকট যাব এবং গনীমতের অংশ নিব। ওরা যখন গিরিপথ ছেড়ে ময়দানে নেমে এলেন তখন তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। যুদ্ধের মোড় পাল্টে গেল। তারা বিজয়ের পর এবার পরাজিত হলেন। এটি হচ্ছে (কুরআন বর্ণিত) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে পেছন থেকে ডাকা মাত্র ১২ জন ছাড়া কেউ সেখানে ছিলেন না। সেদিন আমাদের ৭০ জন লোক শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথিগণ বদর দিবসে

মুশরিকদের ১৪০ জন লোককে নিহত ও বন্দী করেছিলেন। তন্মধ্যে ৭০ জন নিহত হয়েছিল আর ৭০ জন বন্দী হয়েছিল।

তারপর এ রিওয়ায়াতেও পূর্বোল্লিখিত আবূ সুফিয়ান ও উমর (রা)-এর মধ্যকার বাক্য বিনিময়ের বর্ণনা রয়েছে। এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারী (র) যুহায়র ইব্ন মুআবিয়া থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করেছেন। ইসরাঈল সূত্রে আবূ ইসহাক থেকে তাঁর একটি দীর্ঘ বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ বলেন, আফফান - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ দিবসে মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়েছিল। এক পর্যায়ে তাঁর সাথে মাত্র ৭ জন আনসারী সাহাবী এবং একজন কুরায়শী সাহাবী ছিলেন। তিনি বললেন, কেউ যদি কাফির শত্রুদেরকে আমার নিকট থেকে সরিয়ে দিতে পারে তবে সে জান্নাতে আমার সাথী হতে পারবে। একথা শুনে একজন আনসারী সাহাবী এগিয়ে এলেন এবং কাফিরদেরকে সরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে যুদ্ধ শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হলেন। শত্রুগণ দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘিরে ফেলল। তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি ওদেরকে সরিয়ে দিবে সে জান্নাতে আমার সাথী হবে। এ ঘোষণা শুনে অন্য একজন সাহাবী এগিয়ে এলেন এবং যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এভাবে ৭ জন সাহাবীই শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার এ সাহাবীগণের প্রতি সুবিচার করা হয়নি।

মুসলিম (র) এই হাদীছ হুদবা ইব্ন খালিদ সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী তাঁর 'দালাইল' গ্রন্থে তাঁর সনদে উমারা ইব্ন গুয্রা সূত্রে আবূ যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাবির (রা) বলেছেন, উহুদ দিবসে মুসলিম সৈন্যগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মাত্র ১১জন আনসারী সাহাবী এবং তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ তাঁর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন পাহাড়ে আরোহণ করছিলেন। ইতোমধ্যে মুশরিকগণ তাঁদের কাছাকাছি এসে পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ওদেরকে প্রতিরোধ করার কি কেউ নেই ? হযরত তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে তালহা! তুমি যেমন আছ তেমন থাক। তখন একজন আনসারী সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আছি। এ কথা বলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ শুরু করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর অন্য সাথিগণ উপরের দিকে উঠে গেলেন। ইতোমধ্যে উক্ত আনসারী সাহাবী শহীদ হলেন এবং শত্রুগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তিনি বললেন, ওদেরকে প্রতিরোধ করার কি কেউ নেই ? হযরত তালহা (রা) পূর্বের ন্যায় বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন, তখন একজন আনসারী সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আছি। এ বলে তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার অবশিষ্ট সাহাবীগণ আরো উপরে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আনসারী সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একাধিকবার পূর্বের মত আহ্বান করলেন। হযরত তালহা (রা) তাঁর প্রস্তুতির কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিরত রাখলেন। অন্য একজন আনসারী সাহাবী অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি দিলেন। তাঁরা একের পর এক যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর সাথে তালহা (রা) ব্যতীত কেউই রইলেন না। শত্রুগণ এসে তাঁদের দুজনকে ঘিরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওদেরকে প্রতিরোধ করবে কে ? তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমি প্রতিরোধ করব। তাঁর পূর্বের সাহাবীগণের ন্যায় তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে গেল। তিনি বললেন আহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি যদি আহ না বলে বিস্মিল্লাহ বলতে তবে ফেরেশতাগণ তোমাকে আকাশে তুলে নিতেন। লোকজন তোমার দিকে তাকিয়ে দেখত। ওঁরা তোমাকে নিয়ে আসমান উঠে যেতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ের উপরে অবস্থানরত তাঁর অন্যান্য সাহাবীদের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা - - - - কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, আমি দেখেছি আবূ তালহা (রা)-এর হাত অবশ হয়ে রয়েছে। সে হাত দ্বারা তিনি উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করেছিলেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল।

- - - - আবূ উছমান নাহ্‌দী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে দিবস গুলোতে যুদ্ধ হয়েছে সেগুলোর একটিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাল্‌হা ও সা'দ (রা) ব্যতীত কেউ ছিলেন না। তাঁরা নিজেরা এটি বর্ণনা করেছেন।

হাসান ইব্‌ন আরাফা বলেন, - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ দিবসে তাঁর তীরের থলি থেকে আমাকে তীর বের করে দিয়েছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন আমার পিতা-মাতা তোমার জন্যে কুরবানী হোক! তুমি তীর ছুঁড়তে থাক। ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সূত্রে মারওয়ান থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

সহীহ বুখারী গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ সুত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন মালিক (আবূ ওয়াক্কাস) ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পিতা-মাতা দু'জন কুরবান হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন বলে আমি শুনিনি। উহুদ দিবসে আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন, হে সা'দ! তুমি তীর ছুঁড়তে থাকো। আমার পিতা-মাতা তোমার জন্যে কুরবানী হোন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সালিহ ইব্‌ন কায়সন সা'দ (রা)-এর পরিবারের জনৈক সদস্যের সূত্রে সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষায় তীর নিক্ষেপ করেছেন। সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি আমাকে তীরের যোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্যে কুরবানী হোক! তুমি তীর ছুড়তে থাকো। কখনো কখনো তিনি আমাকে ফলকবিহীন তীর দিয়েছেন আমি তা নিক্ষেপ করছিলাম।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর বরাতে বলেছেন, আমি উহুদের দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডানে ও বামে দু'জন লোক দেখেছিলাম তাদের পরিধানে ছিল সাদা পোশাক। তারা দুজনে এত প্রচন্ড যুদ্ধ করেছেন যে, এমন যুদ্ধ আমি তার আগেও দেখিনি পরেও দেখিনি। তিনি তাতে জিব্‌রাঈল ও মীকাঈল (আ)-কে বুঝিয়েছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আফ্‌ফান আমাকে জানিয়েছেন আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে যে, উহুদ দিবসে আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে অবস্থান নিয়ে তীর নিক্ষেপ করছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আড়াল করছিলেন। আবূ তালহা (রা) দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি যখন তীর নিক্ষেপ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা তুলে দেখতেন যে, তীরটি কোথায় গিয়ে পড়ছে। আর আবূ তালহা তখন তাঁর ঘাড় উচুঁ করে দিতেন এবং বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবানী হোন, শত্রুর নিক্ষিপ্ত কোন তীর যেন আপনার শরীরে না লাগে। আমার বক্ষ আপনার বক্ষের জন্য ঢাল স্বরূপ রইল। আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি শক্ত সামর্থ লোক বটে, যে কোন প্রয়োজনে আপনি আমাকে যে কোন স্থানে পাঠাতে পারেন এবং যে কোন কাজের নির্দেশ দিতে পারেন।

ইমাম বুখারী (রা) বলেন, আবূ আমার - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উহুদ দিবসে মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)কে রেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যান; কিন্তু আবূ তালহা (রা) তাঁর ঢাল নিয়ে প্রাচীর রূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি দ্রুত ও দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। সেদিন তার হাতে ২ থেকে ৩টি ধনুক ভেঙ্গে যায়। কোন সৈনিক তূণীর নিয়ে সেখান দিয়ে যেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন, তোমার তীরগুলো আবূ তালহা (রা)-কে দিয়ে দাও। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা উচিয়ে তাকাতেন এবং ময়দানের লোকজনের অবস্থা দেখতেন। তখন আবূ তালহা বলতেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবানী হোন, আপনি মাথা তুলবেন না নতুন শত্রুপক্ষের তীর আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ আপনার বক্ষের জন্য ঢালরূপে রইল, আমি আইশা (রা) ও উম্মু সুলায়মকে দেখেছিলাম সেদিন যে, তাঁরা পায়ের গোছার উপর কাপড় গুটিয়ে ছুটোছুটি করছেন যে, আমি তাদের পায়ের গোছা দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা পিঠে করে পানির মশক বহন করছিলেন এবং আহতদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। তারপর ফিরে যেতেন এবং পানি ভরে এনে পুনরায় পান করাতেন।

ওই দিন আবূ তালহা (রা)-এর হাত থেকে দুবার কিংবা তিনবার তরবারি পড়ে গিয়েছিল।

বুখারী (রা) আবূ তালহা (রা)-এর বরাতে বলেছেন, উহুদ দিবসে যারা তন্দ্রামগ্ন হয়েছিলেন আমি ছিলাম তাদের একজন। আমার হাত থেকে কয়েকবার তরবারি পড়ে গিয়েছিল। আমি সেটি উঠাই আবার সেটি পড়ে যায়। আবার উঠাই আবার পড়ে যায়। বুখারী (র) এভাবে সনদ বিহীনভাবে নিশ্চয়তা জ্ঞাপক ভাষায় এটি বর্ণনা করেছেন। কুরআন মজীদের আয়াত তাঁর বর্ণনা সমর্থন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ (ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ)

–এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। এবং একদল জাহেলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, আমাদের কি কোন অধিকার আছে ? বলুন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে। যা তারা আপনার নিকট প্রকাশ করে না তারা তাদের অন্তরে তা গোপন করে রাখে। আর বলে, এই ব্যাপারে আমাদের কোন ইখতিয়ার

থাকলে আমরা এই স্থানে নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা তোমাদের নিজ বাড়ীতে অবস্থান করতে তবু নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত; তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধ করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষ অবহিত।

যে দিন দুদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তাদের কোন কৃতকর্মের কারণেই শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ ও পরম সহনশীল। (৩- আলে ইমরান ঃ ১৫৪-১৫৫)।

বুখারী বলেন, আবদান - - - - উছমান ইব্ন মাওহিব সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফে এসেছিল। সে দেখতে পেল যে, কতক লোক বসে আছে। সে বলল, বসে থাকা লোকদের পরিচয় কী ? একজন উত্তর দিল, এরা কুরায়শ বংশের লোক। সে বলল, ওদের শায়খ কে ? উত্তর এল, ইব্ন উমার (রা)। সে ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব, আপনি উত্তর দিবেন তো ? এরপর প্রশ্ন আকারে সে বলল, আল্লাহ্র ঘরের কসম, আপনি কি জানেন যে, উহুদ দিবসে উছমান (রা) যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। এবার সে বলল, তাহলে আপনি এও জানেন যে, তিনি বদর দিবসে অনুপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধে অংশ নেননি ? ইব্ন উমার (রা) বললেন, হাঁ জানি। সে বলল, তিনি যে, বায়আত-ই-রিযওয়ান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না তা কি আপনি জানেন ? ইব্ন উমার (রা) বললেন, হাঁ, জানি বটে। ইব্ন উমার (রা)-এর উত্তর শুনে সে আনন্দে তকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠল। ইব্ন উমার (রা) তাকে বললেন, এদিকে আস! তুমি আমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ সেগুলো সম্পর্কে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা শুনাই। বস্তুতঃ হযরত উছমান (রা) উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমি আল্লাহ্কে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজে ওই দোষ ক্ষমা করে দিয়েছেন। বদর যুদ্ধে তিনি এজন্যে অনুপস্থিত ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি ছিলেন অসুস্থ। স্ত্রীর সেবার জন্যে ঘরে থাকার অনুমতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলেছিলেন একজন লোক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে যে ছাওয়াব পাবে তুমি ঘরে থেকেও সে ছাওয়াব এবং গনীমতের অংশও পাবে। আর বায়আত-ই -রিযওয়ানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন এজন্যে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন তাঁর নিজের প্রতিনিধিরূপে। মক্কা নগরীতে দ্বিতীয় কেউ যদি হযরত উছমান অপেক্ষা অধিক সন্মানযোগ্য হত তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে না পাঠিয়ে সেই লোকটিকেই পাঠাতেন। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকেই পাঠিয়েছিলেন। হযরত উছমান (রা) মক্কায় যাওয়ার পর বায়আত-ই -রিযওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, এটি উছমানের হাত। এরপর বাম হাতে ডান হাত রেখে বলেছিলেন এটি উছমানের (রা) পক্ষে শপথ! হে আগন্তুক, এ ব্যাখ্যা নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যাও। ইমাম বুখারী (র) এই হাদীছটি অন্য জায়গায় ও উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটি উদ্ধৃত করেছেন আবূ আওয়ানা সূত্রে উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাওহিব সূত্রে।

উমাবী বর্ণনা করেছেন, তাঁর মাগাযী গ্রন্থে ইব্ন ইসহাক থেকে। তিনি বলেছেন যে, ইয়াহয়া ইব্ন আব্বাদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, উহুদ দিবসে লোকজন তাঁকে ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ আওয়াস পাহাড়ের বিপরীতে অবস্থিত সুবাক্কায় গিয়ে উঠেছিল। উছমান ইব্ন আফফান এবং সা'দ ইব্ন উছমান আনসারী-গিয়ে উঠেছিলেন মদীনার নিকটবর্তী আওয়াস পাহাড়ের লাগোয়া জালআবে। তাঁরা সেখানে তিনদিন ছিলেন। তারপর ফিরে এসেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)এদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "তোমরা তো পাহাড় অতিক্রম করে মদীনার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে ছিলে।"

মোদ্দা কথা, বদর যুদ্ধে যা যা ঘটেছিল তার কিছু কিছু উহুদ যুদ্ধেও ঘটেছিল। যেমন যুদ্ধ চলাকালে তন্দ্রাভাব সৃষ্টি হওয়া। এটি হল আল্লাহ্র সাহায্য ও সহায়তার প্রেক্ষিতে অন্তরের প্রশান্তির নিদর্শন। এবং এই তন্দ্রাভাব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওই কলবগুলো ছিল তাঁর সৃষ্টিকর্তার প্রতিপূর্ণ নির্ভরশীল ও তাওয়াক্কুলকারী। বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত আল্লাহ্ তা'আলার বাণী إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ) (৮- আনফাল ঃ ১১)-এর ব্যাখ্যায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ......) - এরপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। (৩- আলে-ইমরান ঃ১৫৪)। অথার্ৎ ঈমানদারদের ওই তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ইবন মাসঊদ (রা) প্রমুখ জ্ঞান বিশারদগণ তা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, যুদ্ধের সময় তন্দ্রাভাব সৃষ্টি হওয়া ছিল ঈমানের নিদর্শন আর নামাযে তন্দ্রা সৃষ্টি হওয়া মুনাফিকীর পরিচায়ক। এজন্যেই উক্ত আয়াতে তন্দ্রা বিষয়ক আলোচনার পর বলা হয়েছে (وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ -আর একদল জাহেলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল।)

উহুদের যুদ্ধের সাথে বদরের যুদ্ধের আরেকটি সামঞ্জস্য এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরের যুদ্ধে যেমন আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেছিলেন উহুদের যুদ্ধেও তিনি আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি বলেছিলেন (إِنْ تَشَأْ لاَ تُعْبَدْ فِى الْأَرْضِ

-হে আল্লাহ্! আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে, দুনিয়াতে আপনার ইবাদত আর না হোক,তবে আর আপনার ইবাদত করা হবে না)। উহুদের যুদ্ধে তাঁর সাহায্য কামনা সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন যে, আবদুস সামাদ - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ দিবসে বলছিলেন ঃ

(اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اِنْ تَشَأْ لاَ تُعْبَدْ فِى الْأَرْضِ - হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান যে, দুনিয়াতে আপনার ইবাদত না হোক তবে তাই হবে)। ইমাম মুসলিম (র) হাজ্জাজ - - - - হাম্মাদ ইব্ন সালামা (রা) সূত্রে এটি উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিল যে, আমি যদি যুদ্ধে নিহত হই তবে আমার স্থান কোথায় হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার স্থান হবে জান্নাতে। একথা শুনে সেই ব্যক্তি তার হাতে থাকা খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে

যুদ্ধে শরীক হন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। মুসলিম (র) এবং নাসাঈ (র) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে। বদরের যুদ্ধ বিষয়ক আলোচনায় উল্লিখিত উমায়র ইব্ন হাম্মামের ঘটনার সাথে এই ঘটনার মিল রয়েছে।

উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহত হওয়া প্রসঙ্গ

বুখারী (র) "উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যখম হওয়া" প্রসঙ্গে লিখেন– ইসহাক ইব্ন নাসর - - - - আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰه عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوْا بِنَبِيِّه اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰه عَلَى رَجُل يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللّٰه فِى سَبِيْلِ اللّٰه -সেই জন সমষ্টির উপর আল্লাহ্র গযব কঠিনতর হোক যারা আল্লাহ্র নবীর সাথে এ আচরণ করেছে। একথা বলার সময় তিনি তাঁর সম্মুখে শহীদ হওয়া দাঁতের দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্র গযব কঠিনতর হোক সেই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্র পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে যাকে হত্যা করেছেন। মুসলিম (র) আব্দুর রায্যাক সূত্রে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তবে তার শেষাংশে রয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্র গযব তীব্রতর হোক।

ইমাম আহমদ বলেন, আফ্ফান - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ দিবসে তার পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন "সেই সম্প্রদায় কেমন করে সফলকাম হবে যারা তাদের নবীর মুখ যখম করে দিয়েছে এবং তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। একথা বলার সময় তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করছিলেন। ওই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٍ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ-

(৩– আলে-ইমরান ঃ ১২৮)। মুসলিম (র) কানবী সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালামা থেকে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) হুশায়ম - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখের একটি দাঁত শহীদ করে দেয়া হয় এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল যখম করে দেয়া হয়, তাঁর মুখণ্ডল বেয়ে রক্ত পড়ছিল। এ অবস্থায় তিনি বলছিলেন, যে নবী তাদেরকে আল্লাহ্র পথে ডাকছেন যারা সে নবীর প্রতি এ অমানবিক আচরণ করে তারা কেমন করে সফলকাম হবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি নাযিল করলেন (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ)

ইমাম বুখারী বলেন, কুতায়বা - - - - আবূ হাযিম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাহ্ল ইব্ন সা'দকে বলতে শুনেছেন যখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল। উত্তরে তিনি বলছিলেন যে, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষতস্থান কে ধুয়ে দিচ্ছিলেন, কে পানি ঢেলেছিলেন এবং তাঁকে কী চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল তাও আমি জানি। নবী কন্যা ফাতিমা ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছিলেন। ঢালে করে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন হযরত আলী (রা)। হযরত ফাতিমা যখন দেখলেন যে, পানিতে রক্ত ঝরা বন্ধ হচ্ছে না বরং তা বেড়েই চলেছে তখন তিনি এক

টুকরা চাটাই পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে ছাই লাগিয়ে দেন। তাতে রক্ত বন্ধ হল। সেদিন তাঁর সম্মুখের নীচের একটি দাঁত শহীদ হয়ে যায়। পবিত্র মুখমণ্ডল যখম হয়। শিরস্ত্রাণ ভেঙ্গে মাথায় ঢুকে যায়।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইব্‌নুল মুবারক - - - - হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ বকর (রা)-এর নিকট উহুদ দিবসের কথা আলোচনা করা হলে তিনি বলতেন, সেদিনের যতটুকু কল্যাণ ও ইতিবাচক দিক রয়েছে তার সবটাই তাল্‌হার প্রাপ্য। তারপর তিনি বলতেন, বিপর্যয়ের পর পুনরায় আমিই সর্বপ্রথম উহুদ ময়দানে ফিরে আসি। আমি দেখলাম, তখনও জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আড়ালে রেখে প্রচন্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে মনে বললাম, ওই লোকটি যেন তালহা-ই-হয়। তাহলে আমি যা থেকে বঞ্চিত হলাম ওই দুঃখ কিছুটা মোচন হবে। আমি মনে মনে বললাম, লোকটা যদি আমার স্বগোত্রের হয় তবে কতটা না ভাল হয়। তখন আমি আমার ও মুশরিকদের মধ্যখানে একজন লোককে দেখতে পেলাম যাকে আমি চিনতে পারছিলাম না। আমার অবস্থান তখন তার তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছাকাছি। ওই লোকটি খুব দ্রুত হাটছিল যা আমি পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি, তিনি আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহ্। আমরা দুজনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছি। তখন তার সামনের দাঁত শহীদ হয়ে গেছে মুখমণ্ডল ক্ষত বিক্ষত। শিরস্ত্রাণের দুটো কড়া তাঁর কপালের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তালহা (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমরা দুজনে তোমাদের এই সাথীকে বাঁচাও। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে তখন তালহা (রা) ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। সে দিকে তত খেয়াল না করে আমি তাঁর মুখমন্ডল থেকে শিরস্ত্রাণের কড়া খুলতে গেলাম।

আবূ উবায়দা আমাকে বললেন "দোহাই আল্লাহ্‌র, আপনি আমাকে ওই কড়া দুটি খোলার সুযোগ দিন। আমি সরে গিয়ে তাকে সুযোগ দিলাম। হাতে খুলতে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যথা পাবেন এ আশংকায় আবূ উবায়দা দাঁত দিয়ে তা খোলার চেষ্টা করলেন। দাঁতে কামড়ে তিনি কড়া খুলে আনলেন। সাথে সাথে তারও সম্মুখের একটি দাঁত ভেঙ্গে পড়ে গেল। আবূ বকর (রা) বলেন, তিনি যা করেছেন আমিও তা করে অপর কড়াটি খুলতে গেলাম, তিনি আমাকে পূর্বের মত কসম দিলেন। এরপর তিনি প্রথম বারের মত দ্বিতীয় কড়াটিও খুলে আনলেন। এক সাথে তার সম্মুখের আরেকটি দাঁত ভেঙ্গে পড়ে গেল। বস্তুতঃ ভাঙ্গা দাতের লোকদের মধ্যে আবূ উবায়দা ছিলেন সর্বাধিক সুদর্শন পুরুষ। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেবাযত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তুললাম। এরপর আমরা তালহা (রা)-এর নিকট এলাম। তখনও তিনি দুর্বল নিঃসঙ্গ। আমরা দেখলাম তীর, তরবারি ও বর্শার আঘাত মিলিয়ে তার দেহে ৭০-এর অধিক ক্ষতচিহ্ন। তার আঙ্গুলও কর্তিত। আমরা তাঁকেও সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তুললাম।

ওয়াকিদী বলেন, ইব্‌ন আবূ সাবুরা - - - - নাফি' ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈক মুহাজির ব্যক্তিকে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, "আমি উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। সেদিন আমি দেখলাম, চারিদিক থেকে তীর ছুটে আসছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিই ছিলেন তীরগুলোর লক্ষ্যস্থল। তবে তীরগুলো প্রতিহত করা হচ্ছিল। সেদিন আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব (যুহরীকে) বলতে শুনেছিলাম। "মুহাম্মাদ কোথায়

আমাকে দেখিয়ে দাও! মুহাম্মাদ জীবিত থাকলে আমার স্বস্তি নেই।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিন্তু তার নিকটেই একাকী ছিলেন। তাঁর সাথে কেউ ছিল না। কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অতিক্রম করে যায়। এজন্যে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া তাকে তিরস্কার করেছিল। আবদুল্লাহ্ বলেছিল, আল্লাহ্র কসম, আমি তাঁকে দেখিনি। আল্লাহ্র কসম ! তিনি আমাদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। আমরা চারজন তাঁকে হত্যা করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করে ময়দানে এসেছিলাম। কিন্তু আমরা তাঁর নিকটে ঘেঁষতে পারেনি। ওই সুযোগ পাইনি।[১]

ওয়াকিদী বলেন, আমার নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কপালে পাথর মেরেছিল ইব্ন কামিয়া। তাঁর ঠোঁটে পাথর মেরে তাঁর দাঁত শহীদ করেছিল উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস। ইতিপূর্বে ইব্ন ইসহাক থেকেও অনুরূপ মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে দাঁতটি ভেঙ্গে ছিল সেটি হল নীচের সারির মধ্যখানের ডান দিকের দাঁত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সালিহ্ ইব্ন কায়সান - - - - সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (আমার ভাই) উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে হত্যা করার জন্যে আমি যত উৎসাহী ছিলাম অন্য কারো ব্যাপারে ততটা ছিলাম না। তার দুশ্চরিত্রের কারণে আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে সে ঘৃণ্য ছিল তা নয়; বরং তাকে হত্যার জন্যে আমার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূলের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে তার উপর আল্লাহ্র ক্রোধ তীব্রতর হোক।"

আব্দুর রাযযাক বলেন, মা'মার - - - - মিকসাম সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের জন্যে বদ দু'আ করেছিলেন যখন সে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তিনি সে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যেন কাফির হিসেবে তার মৃত্যু হয় তা কামনা করেছিলেন এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। আবূ সুলায়মান জুযাযানী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান - - - - আবূ উমামা ইব্ন সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুরনো হাড় দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলের চিকিৎসা করেছিলেন। এটি একটি একক বর্ণনা। উমামী রচিত আল-মাগাযী গ্রন্থের "উহুদ যুদ্ধ" শিরোনামের মধ্যে আমি তা পেয়েছি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন কামিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আহত করে ফিরে যায় এবং চীৎকার করে বলে, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি। সেদিন আকাবার আযুব নামক শয়তান চীৎকার করে বলে উঠে, শুনে রেখো, মুহাম্মাদ নিহত। এতে মুসলমানগণ হত বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাদের অনেকেই একথা সত্য বলে বিশ্বাস করে ফেলেন এবং ইসলাম রক্ষায় শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এবং দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেপথে জীবন দিয়েছেন তাঁরাও সে পথে জীবন উৎসর্গ করবেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আনাস ইব্ন নাযর (রা) প্রমুখ। তাঁদের আলোচনা অবিলম্বে আসবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি নিহতও হতেন তবু তা মুসলমানদের জন্যে সাহস হারাবার কারণ হতে পারে না বলে আশ্বস্ত করে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

---

১. ঐ চার হতভাগা ছিল (১) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব, (২) উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, (৩) ইব্ন কামিয়া ও (৪) উবাই ইব্ন খালাফ। –সম্পাদক

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُوْلُ اَفَانْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ .... وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِيْنَ. –(মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ নন। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? কেউ যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেও তবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করবে না। বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না। তার মেয়াদ সুনির্ধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দিই এবং যে পরকালের পুরস্কার চাইবে তাকে তা থেকে দান করি এবং শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। এবং কত নবী যুদ্ধ করেছেন তাদের সাথে বহু আল্লাহ্‌ওয়ালা ছিল; আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। এ কথা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিল না– "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন আপনি ক্ষমা করুন এবং আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।" এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ্‌ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। আমি অবিলম্বে কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র শরীক করেছে যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি। জাহান্নাম তাদের আবাস। কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল যালিমদের। (৩- আলে-ইমরান ঃ ১৪৪-১৫১)। আমাদের তাফসীর গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত ছিদ্দিক-ই-আকবর (রা) প্রথম যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ হে লোক সকল! যারা মুহাম্মাদের (সা) ইবাদত করতে মুহাম্মাদ (সা) তো ইনতিকাল করেছেনই, আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তবে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব তাঁর মৃত্যু নেই, এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ .... عَلٰى اَعْقَابِكُمْ .

বর্ণনাকারী বলেন, এতে লোকজন সম্বিৎ ফিরে পেল। তারা যেন এ আয়াত ইতিপূর্বে কোন দিন শুনেনি। এবার সবাই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

বায়হাকী (র) তাঁর "দালাইল আন নুবুওয়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ দিবসে জনৈক মুহাজির ব্যক্তি একজন আনসারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আনসারী লোকটি ছিলেন রক্তাক্ত অবস্থায়। মুহাজির সহসা বললেন, তুমি কি জান যে, মুহাম্মাদ (সা) নিহত হয়েছেন? আনসারী বললেন ঃ মুহাম্মাদ (সা) যদি নিহত হন-ই তবে তিনি রিসালাতের বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এখন তোমরা তাঁর দীন রক্ষায় লড়াই চালিয়ে যাও।

এ প্রসংগে নাযিল হল (وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) আনসারী লোকটি সম্ভবত ছিলেন আনাস ইব্‌ন নাযর (রা)। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিকের চাচা।

ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াযীদ - - - - আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, চাচা বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম যে যুদ্ধ করলেন আমি তাতে অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে অন্য কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেন তবে আমি দেখিয়ে দেব যে আমি কী করতে পারি। এরপর উহুদ দিবসে এক সময় মুসলমানগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! এরা যা করেছে অর্থাৎ সাথীরা যা করেছে তার ব্যাপারে আমি আপনার দরবারে ওযর খাহী করছি। আর মুশরিক যা করেছে তার সাথে আমি আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। তারপর তিনি এগিয়ে গেলেন। উহুদের পাদদেশে (তাঁর) সা'দ (রা)-এর ইব্‌ন মুআয-এর সাথে দেখা হল সা'দ (রা) বললেন, আমি তোমার সাথে আছি। সা'দ (রা) আরো বলেছেন, সে আনাস ইব্‌ন নাযর যা করেছেন আমি তা করতে পারিনি। তার শরীরে ৮০-এর উপর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো ছিল তরবারি, বর্শা ও তীরের আঘাত। তার সম্পর্কে এবং তাঁর সাথীদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলে আমরা বলাবলি করতাম ঃ (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) "তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। (৩৩, আহযাব ঃ ২৩)। এই হাদীস তিরমিযী (র) থেকে এবং ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী মন্তব্য করেছেন যে, এটি হাসান। আমি বলি, যে এর সনদ ও মুসলিম (র)-এর শর্তে উত্তীর্ণ।

ইমাম আহমদ বলেন, বাহ্‌স ও হাশিম - - - - আনাস (রা)-এর বরাতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, তাতে অতিরিক্ত আছে ঃ এক পর্যায়ে তিনি সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর মুখোমুখি হলেন। আনাস (রা) তাঁকে বললেন, হে আবূ আমর ! কোথায় যাচ্ছেন ? বাহ্ চমৎকার আমি উহুদ পাহাড়ের দিক থেকে জান্নাতের সুবাস পাচ্ছি। এরপর তিনি লড়াই শুরু করলেন। অবশেষে শহীদ হলেন। তাঁর দেহে তরবারি, বর্শা ও তীরের আঘাত মিলিয়ে ৮০-এর উপরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। বর্ণনাকারী আনাস ইব্‌ন মালিক বলেন, তাঁর বোন আমার ফুফু রাবী' বিন্‌ত নাযর বলেছেন "একমাত্র আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখেই আমি আমার ভাইয়ের লাশ সনাক্ত করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً)

মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। (৩৩, আহযাব ঃ ২৩)। সাহাবা-ই-কিরাম মনে করতেন যে, এই আয়াত আনাস ইব্‌ন নাযর ও তাঁর সাথীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

মুসলিম (র) তিরমিযী ও নাসাঈ ও আবূ দাউদ ভিন্ন ভিন্ন সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এটি হাসান ও সহীহ্ হাদীছ বলে মন্তব্য করেছেন।

আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে। তিনি বলেছেন, উবায় ইব্‌ন

খাল্ফ জুমাহী মক্কায় অবস্থানকালে শপথ করে বলেছিল যে, সে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করবে। তার শপথের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবহিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বরং আমিই তাকে হত্যা করব ইনশাআল্লাহ্। উহুদ দিবসে উবাই লৌহ বর্মে আবৃত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়। সে বলছিল যে, "মুহাম্মাদ বেঁচে থাকলে আমার রক্ষা নেই।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে সে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। সামনে এগিয়ে আসেন হযরত মুসআব ইব্ন উমায়র (রা)। তিনি ছিলেন আবদুদদার গোত্রের লোক। তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু শত্রুর আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। উবাইর বর্মের ফাঁক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার বক্ষদেশ দেখতে পেলেন। বর্ম ও শিরস্ত্রাণের ফাঁক লক্ষ্য করে তিনি বর্শা নিক্ষেপ করলেন। সে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ওই আঘাতে তার রক্ত ক্ষরণ হয়নি। তার সঙ্গীরা এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তখন সে ষাঁড়ের মত চীৎকার করছিল। তারা বলল, তোমার হল কী? এতো সামান্য ক্ষত মাত্র। সে তখন তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি "আমি উবাইকে হত্যা করব" ওদেরকে স্মরণ করিয়ে দিল। তারপর সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আমি যতটুকু আঘাত পেয়েছি যুল মাজায অঞ্চলের সকলে মিলে যদি ততটুকু আঘাত পেত তবে তাদের সকলেরই মৃত্যু হত। তারপর উবাই মারা যায়। "ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্যে।" মূসা ইব্ন উক্বা তাঁর মাগাযী গ্রন্থে যুহরীর বরাতে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন পাহাড়ী পথে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন উবাই ইব্ন খালাফ তাঁকে দেখতে পায়। সে তখন বলছিল, মুহাম্মাদ বেঁচে থাকলে আমার রক্ষা নেই। সাহাবিগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের কেউ কি তাকে প্রতিহত করবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না তাকে বরং আসতে দাও। সে কাছাকাছি আসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হারিছ ইব্ন সাম্মাহ্ থেকে বর্শা চেয়ে নেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তখন আমরা উট গা ঝাড়া দিলে যেমন লোম উড়তে থাকে আমরা তেমনি তা থেকে দূরে সরে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সম্মুখে গেলেন এবং বর্শা দ্বারা তার ঘাড়ে আঘাত করলেন। এক আঘাতে সে ঘোড়া থেকে পড়ে গড়াগড়ি খেতে থাকে। ওয়াকিদী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিদী বলেন, যে ইব্ন উমার (রা) বলতেন, উবাই ইব্ন খালাফ-এর মৃত্যু হয় বাতন-ই-রাবিগ অঞ্চলে। তিনি আরো বলেছেন যে, রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন আমি বাতন-ই-রাবিগ এলাকায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ আমি দেখতে পাই যে, এক জায়গায় ভীষণভাবে আগুন জ্বলছে। তখন আমি ভয় পেয়ে যাই। তখন দেখি, ওই আগুন থেকে একটি লোক বের হচ্ছে। সে শিকলে বাঁধা। পিপাসায় সে হাঁপাচ্ছে। তখন একজন লোক বলছিল যে, একে পানি দেবেন না কারণ, সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে নিহত হয়েছে। সে উবাই ইব্ন খালাফ।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবদুর রাযযাক - - - - আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে লোককে আল্লাহ্র পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে হত্যা করেছেন তার প্রতি আল্লাহ্র ক্রোধ তীব্রতর হোক! বুখারী ভিন্ন সনদেও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বুখারী বলেন, আবূল ওয়ালীদ - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

আমার পিতা যখন শহীদ হন তখন আমি কাঁদতে থাকি। তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁর মুখ দেখতে থাকি। সাহাবীগণ (রা) আমাকে তা থেকে বারণ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারণ করেননি। তিনি বললেন, তার জন্যে কেঁদোনা অথবা তিনি বলেছেন যে, তার জন্যে কাঁদার কী আছে ? ফেরেশতাগণ তো সব সময় তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে তাকে উর্ধ্বাকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এখানে এই হাদীছটি সনদহীনভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে জানাযা অধ্যায়ে সনদসহ তা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম এবং নাসাঈ ও শু'বা থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

বুখারী বলেন, আবদান - - - - ইবরাহীম থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আওফের (রা) নিকট কিছু খাদ্য উপস্থিত করা হয়েছিল। তিনি তখন রোযা অবস্থায় ছিলেন। তিনি বললেন, মুসআব ইব্ন উমায়র শহীদ হয়েছেন। তিনি আমার চাইতে উত্তম ছিলেন। তাঁকে একটি মাত্র চাদরে কাফন দেয়া হয়েছিল। চাদরটি খাটো ছিল। চাদর দ্বারা তাঁর মাথা ঢাকলে পা দুটো বেরিয়ে যেত। আর পা ঢাকতে গেলে মাথা বের হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি এও বলেছিলেন যে, হামযা (রা) শহীদ হয়েছেন, তিনি আমার চাইতে উত্তম ছিলেন। তারপর দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা আমাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তাতে আমাদের আশংকা হচ্ছে আমাদের সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেই নগদ দিয়ে দেয়া হচ্ছে কি না ! তারপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এই হাদীছ বুখারী একা উদ্ধৃত করেছেন। বুখারী আহমদ ইব্ন ইউনুস - - - - খাব্বার ইব্ন আরত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হিজরত করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহ্র নিকট আমাদের প্রতিদান মঞ্জুর হয়েছে। এরপর আমাদের কেউ কেউ চলে গিয়েছে ওই প্রতিদানের কিছুই দুনিয়াতে ভোগ করেনি। তাদের মধ্যে আছেন মুসআব ইব্ন উমায়র। তিনি উহুদ দিবসে শহীদ হন। একটি চাদর ব্যতীত কিছু রেখে যাননি। কাফন হিসেবে ওই চাদরে পা ঢাকতে গেলে তাঁর মাথা বের হয়ে যেত আর মাথা ঢাকতে গেলে পা বের হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বললেন, চাদর দ্বারা তার মাথা ঢেকে দাও আর ইযখির ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দাও। বর্ণনাকারী খাব্বার (রা) আরো বলেন যে, আমাদের কতকের ফল পেকে গিয়েছে এখন সে তা ভোগ করছে। ইব্ন মাজাহ ব্যতীত অন্য সকলে এই হাদীছ আ'মাশ থেকে বিভিন্ন সনদে উদ্ধৃত করেছেন।

বুখারী বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ - - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, উহুদ দিবসে প্রথম দিকে মুশরিকরা পরাজিত হয়েছিল। তখন অভিশপ্ত ইবলীস চীৎকার দিয়ে বলে, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমাদেরকে তো পেছন থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে। ফলে মুসলমানদের সম্মুখ সারির লোকজন পেছনের দিকে ফিরে যায় এবং নিজেদেরই সম্মুখ সারি ও পেছনের সারি পরস্পরের উপর তরবারি চালাতে থাকে। হঠাৎ হুযায়ফ দেখতে পেলেন তাঁর পিতা ইয়ামানকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি চীৎকার করে বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তিনি তো আমার পিতা, তিনি আমার পিতা, কিন্তু তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি। শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। হুযায়ফা বললেন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। উরওয়া বলেন, আল্লাহ্র কসম ! মৃত্যু পর্যন্ত হুযায়ফা ওই দুঃখ ভুলতে পারেননি।

আমি বলি, হযরত হুযায়ফার পিতা ইয়ামান নিহত হওয়ার পটভূমি এই যে, ইয়ামান এবং ছাবিত ইব্ন ওয়াক্‌শ দুজনে মহিলাদের সাথে টিলার উপর অবস্থান করছিলেন। বার্ধক্য ও দুর্বলতার প্রেক্ষিতে তাঁরা ওখানে ছিলেন। তাঁরা বললেন, গাধার তৃষ্ণা (স্বল্প সময়) ব্যতীত আমাদের জীবনেরতো কিছু অবশিষ্ট নেই। একথা বলে তাঁরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। ঘটনাক্রমে তাঁরা বেরিয়েছিলেন মুশরিকদের নিকটস্থ পথে। ফলে মুশরিকরা ছাবিত (রা)-কে হত্যা করে। আর ভুলবশত মুসলমানগণ ইয়ামান (রা)-কে শহীদ করে ফেলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁর পিতার রক্তপণের দাবী ক্ষমা করে দেন। গ্রহণযোগ্য ওযরের কারণে ঘটনার সাথে জড়িত কাউকে তিনি দোষারূপ করেননি।

কাতাদা ইব্ন নু'মানের চোখ পুনঃস্থাপন

ইব্ন ইসহাক বলেন, সেদিন কাতাদা ইব্ন নু'মানের একটি চোখে আঘাত লেগেছিল। চোখটি স্থানচ্যুত হয়ে তাঁর মুখমণ্ডলে ঝুলে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাতে চোখটি যথাস্থানে বসিয়ে দেন। পরে দুই চোখের মধ্যে এটিই বেশী সুন্দর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে উঠে। হযরত জাবির (রা) থেকে হাদীছে বর্ণিত আছে যে, উহুদ দিবসে কাতাদা ইব্ন নু'মানের চোখে আঘাত লাগে। চোখটি তাঁর মুখের উপর ঝুলে পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেটি যথাস্থানে বসিয়ে দেন। পরে দুচোখের মধ্যে সেটিই সুন্দর ও প্রখর দৃষ্টির অধিকারী হয়। অন্য চোখ মাঝে মাঝে রোগগ্রস্ত হত; কিন্তু এটি কোন দিন রোগাক্রান্ত হত না।

দারাকুতনী স্বয়ং কাতাদার বরাতে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এতে তিনি বলেছেন, উহুদ দিবসে আমার দুচোখেই আঘাত লাগে। দুচোখ আমার গালের উপর ঝুলে পড়ে। এ অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসি। তিনি চোখ দুটো যথাস্থানে বসিয়ে দেন এবং একটু লালা লাগিয়ে দেন। ফলে দুটোই প্রখর দৃষ্টির অধিকারী হয়।

তবে তাঁর একটি চোখে আঘাত লাগার প্রথম বর্ণনাটি বিশুদ্ধতর। এজন্যেই উমার ইব্ন আবদুল আযিযের শাসনামলে কাতাদার পুত্র যখন তাঁর নিকট উপস্থিত হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, আপনি কে? উত্তরে ছন্দাকারে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَنَا اِبْنُ الَّذِىْ سَالَتْ عَلَى الْخَدِّ عَيْنُهُ ـ فَرُدَّتْ بِكَفِّ الْمُصْطَفٰى اَحْسَنَ الرَّدِّ

আমি সেই ব্যক্তির পুত্র যার চোখ ঝুলে তার গালের উপর পড়েছিল। এরপর মুস্তাফা (সা) স্বহস্তে সুন্দরভাবে সেটি যথাস্থানে তা পুনঃস্থাপন করেছিলেন।

فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ لاَوَّلِ اَمْرِهَا ـ فَيَا حُسْنَهَا عَيْنَا وَيَاحُسْنَ مَاخَدٌّ

এরপর সেটি হয়ে গেল তেমন যেমনটি ছিল ইতিপূর্বে। বাহ্ ! কী চমৎকার ওই চোখ! বাহ! কী চমৎকার ওই গন্ডদেশ।

তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয নিজেও কবিতার ছন্দে ঐ ঘটনার প্রশংসা করে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁকে মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন।

উহুদ যুদ্ধে উম্মে আমার প্রমুখের বীরত্ব প্রদর্শন

ইব্ন হিশাম বলেন, উম্মু আমারা নাসীবা বিন্ত কা'ব মাযিনী (রা) উহুদ দিবসে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রসংগে সাঈদ ইব্ন আবূ যায়দ আনসারী বলেন যে, উম্মু সা'দ বিন্ত সা'দ ইব্ন রাবী' বলতেন, আমি একদিন উম্মু আমারার নিকট গিয়ে বললাম, খালা! আপনার যুদ্ধ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, ওই দিন আমি সকালের দিকে বের হয়ে পড়ি। লোকজন কী করছে আমি তা দেখছিলাম। আমার সাথে একটি পানি ভর্তি মশক ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যাই। সেখানে তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন। তখন মুসলমানদের বিজয়ের পালা চলছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুসলমানগণ পরাজিত হলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে আশ্রয় নিলাম। আমি তাঁকে রক্ষার জন্যে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হই। তরবারি পরিচালনা করে এবং তীর নিক্ষেপ করে শত্রুদেরকে দূরে তাড়িয়ে দিই। এতে আমি যখম হই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর কাঁধে যখমের চিহ্ন দেখেছি। সেটি ছিল বৃত্তাকার গভীর গর্ত। কে এই আঘাত করেছিল তা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, ওই আঘাত করেছিল অভিশপ্ত ইব্ন কামিয়া। সাথিগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে চলে যাওয়ার পর সে এসে বলল, মুহাম্মাদ কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। সে বেঁচে থাকলে আমার রক্ষা নেই। আমি নিজে, মুস'আব ইব্ন উমায়র এবং অন্য কতক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন সে আমার উপর এই আক্রমণ চালায়, আমি তাকে পাল্টা কয়েকবার আক্রমণ করি; কিন্তু আল্লাহ্র সেই দুশমন দুটো লৌহ্বর্ম পরিহিত ছিল যার ফলে তার গায়ে আঘাত লাগেনি।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ দুজানা নিজে ঢাল স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যান। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে মুখ করে একটুখানি ঝুঁকে অবস্থান নেন। শত্রুর তীরগুলো তাঁর পিঠে এসে বিঁধতে থাকে। তাতে করে বহু তীর তার পিঠে বিদ্ধ হয়। ইব্ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এক পর্যায়ে ধনুকের মাথা দু'টি ভেঙ্গে যায়। কাতাদা ইব্ন নু'মান ওই ধনুক নিয়ে যান। সেটি তাঁর নিকটই থাকত।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বানূ আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের লোক কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান বলেছেন, আনাস ইব্ন মালিকের চাচা আনাস ইব্ন নাযর গিয়ে পৌঁছলেন উমর ইব্ন খাত্তাব ও তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ সহ কতক মুহাজির ও আনসার সাহাবীর নিকট। তাঁরা সকলে তখন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো নিহত হয়েছেন। তিনি বলেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবর্তমানে আপনাদের বেঁচে থাকার কী অর্থ? বরং উঠুন, যুদ্ধ করুন যে জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রাণ দিয়েছেন আপনারাও সে উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জন দিন। এরপর তিনি শত্রুদের মুখোমুখি হলেন। এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। তাঁর নাম অনুসারেই আনাস ইব্ন মালিকের নাম রাখা হয়। হুমায়দ আততাবীল আমাকে জানিয়েছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক বলেছেন, উহুদের দিবসে আমরা আনাস ইব্ন নাযরের দেহে ৭০টি আঘাত দেখেছি। একমাত্র তাঁর বোন ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। তাঁর হাতের আঙ্গুল দেখে তিনি তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন। ইব্ন

হিশাম বলেন, কেউ কেউ আমাকে জানিয়েছেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ সেদিন মুখে আঘাত পেয়েছিলেন। তাতে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাঁর দেহে কুড়িটির ও বেশী আঘাত লেগেছিল। তার কতক ছিল পায়ে। ফলে তিনি খুঁড়িয়ে চলতেন।

অধ্যায় ঃ ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিহত হয়েছেন এই গুজব রটনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সর্বপ্রথম সনাক্ত করেন কা'ব ইব্ন মালিক (রা)। যুহরী বলেছেন যে, এ প্রসংগে কা'ব ইব্ন মালিক বলেছেন, আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিরস্ত্রাণের নীচ দিয়ে তাঁর চোখ দু'টি থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। আমি উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠলাম, হে মুসলমানগণ! সুসংবাদ নিন, এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এখানে আছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশারায় আমাকে চুপ থাকতে বললেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিনতে পেরে তাঁকে ধরে উঠালেন। তিনি তাঁদের সাথে গিরিপথের দিকে রওয়ানা হলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উমার ইব্ন খাত্তাব (রা), আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা), যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা), হারিছ ইব্ন সাম্মাহ (রা) ও একজন মুসলমান তখন তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় উবাই ইব্ন খালাফ সেখানে হাযির হয়। ইব্ন ইসহাক বলেন, সালিহ ইব্ন কায়সান ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আওফ আমাকে জানিয়েছেন যে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উবাই ইব্ন খালাফের দেখা হলে সে বলত হে মুহাম্মাদ! আমার একটি তেজী ঘোড়া আছে। প্রতিদিন আমি সেটিকে প্রায় ৮ সের তাজা ঘাস খেতে দেই। ওই ঘোড়ায় চড়ে আমি তোমাকে হত্যা করব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বলতেন, বরং ইনশা-আল্লাহ্ আমি তোকে হত্যা করব। উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে সে কুরায়শদের নিকট ফিরে যায়। তার ঘাড়ে আঘাত লেগেছিল। সেটি খুব বড় ক্ষত ছিল না। সেখানে রক্ত জমাট বেঁধেছিল। তা প্রবাহিত হয়নি। সে তখন বলছিল, আল্লাহ্র কসম, মুহাম্মাদ (সা) তো আমাকে খুন করে ফেলেছে। তার সাথীরা বলল, আসলে এটি তোমার মনের ভয়। আল্লাহ্র কসম, তোমার আঘাত তো সামান্য মাত্র। সে বলেছিল, মক্কাতে মুহাম্মাদ আমাকে বলেছিল যে, সে আমাকে হত্যা করবে। এখন সে যদি আমার প্রতি থুথুও নিক্ষেপ করত তবু আমি মারা যেতাম। মক্কা ফেরার পথে সারিক নামক স্থানে আল্লাহ্র এ দুশমনের মৃত্যু হয়। ইব্ন ইসহাক বলেন, এ প্রসংগে হাস্সান ইব্ন ছাবিত নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

لَقَدْ وَرِثَ الضَّلَالَةَ عَنْ اَبِيْهِ – اُبَىْ يَوْمَ بَارَزَهُ الرَّسُوْلُ

সে তো তার পিতা উবাই থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ ভ্রষ্টতা পেয়েছে। সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার বিরুদ্ধে লড়াই করলেন।

اَتَيْتَ اِلَيْهِ تَحْمِلُ رَامَّ عَظِيْمٌ – وَتُوْعِدُهُ وَاَنْتَ بِهٖ جَهُوْلُ

একটি পুরনো হাড় হাতে নিয়ে তুমি তাঁর নিকট এসেছে। তুমি তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিলে। অথচ তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে তুমি নিতান্তই অজ্ঞ।

وَقَدْ قَتَلْتَ بَنُوْ النَّجَّارِ مِنْكُمْ – اُمَيَّةَ اِذْ يَغُوْثُ يَا عَقِيْلُ

বানূ নাজ্জার গোত্র তোমাদের থেকে উমাইয়াকে হত্যা করেছে। যখন সে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল আর বলছিল, হে আকীল !

وَتَبَّ ابْنَا رَبِيْعَةَ اِذْ اَطَاعَا – اَبَا جَهْلٍ لاُمُّهُمَا الْهَبُوْلُ

রাবী'আ এর দুপুত্রই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যখন তারা আবূ জাহ্লের আনুগত্য করেছে। ওদের মা তো ধ্বংসশীলা বটে।

وَاَقَلْتَ حَارِثُ لَمَّا شَغَلْنَا – بِاَسْرِ الْقَوْمِ اُسْرَتِهِ قَلِيْلُ

হে হারিছ ! তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কারণে যে, আমাদের সকলকে তোমরা যুদ্ধে ব্যস্ত রেখেছিলে। বস্তুত তার সম্প্রদায়ের লোকজন কমই।

হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) আরো বলেছেন ঃ

اَلاَ مَنْ مُبَلِّغٌ عَنِّىْ اُبَيًّا – فَقَدْ اُلْقِيْتَ فِىْ سُحُقِ السَّعِيْرِ

কে আছ, আমার পক্ষ থেকে উবাইকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দেবে যে, হে উবাই, তুমি তো জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

تُمَنِّىْ بِالضَّلاَلَةِ مِنْ بَعِيْدٍ – وَ تُقِيْمُ اِنْ قَدَرْتَ مَعَ النُّذُوْرِ

তুমি তো সত্য থেকে বহু দূরের ভ্রান্তি কামনা কর। তুমি যদি সক্ষম হও তবে এই সতকর্তকারীর মুকাবিলায় টিকে থাক।

تَمَنَّيْكَ الْاَمَانِىُّ مِنْ بَعِيْدٍ – وَ قَوْلُ الْكُفْرِ يَرْجِعُ فِىْ غُرُوْرٍ

তোমার সকল কামনা বাসনা তো মিথ্যা ও অসত্যকে ঘিরে আবর্তিত। কুফরী কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত প্রতারণায় পর্যবসিত হয়।

فَقَدْلاَ قَتْلَكَ طَعْنَةُ ذِىْ حِفَاظٍ – كَرِيْمُ الْبَيْتِ لَيْسَ بِذِىْ فُجُوْرٍ

প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধের অধিকারী নবী (সা)-এর বর্শা তোমাকে আঘাত করেছে। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। অশ্লীলতা তাঁকে স্পর্শ করেনি।

لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْاَحْيَاءِ طُرًّا ـ اِذَا تَابَتْ مُسَلِّمَاتُ الْاُمُوْرِ

সৎ গুণাবলী বিবেচনায় প্রশংসনীয় বিষয়গুলোর মূল্যায়নে তিনি সকল মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, গিরিপথের প্রবেশ মুখে যাবার পর আলী (রা) তাঁর ঢাল ভর্তি করে পানি নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা পান করতে গেলেন। কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ পেলেন। ফলে ওই

পানি পান করলেন না। সেটি দিয়ে রক্ত ধুয়ে নিলেন এবং মাথায় ঢাললেন। তিনি তখন বলছিলেন, "যারা নবীর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে তাদের উপর আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি কঠোর হোক!" এ বিষয়ে ইতিপূর্বে পর্যাপ্ত সংখ্যক সহীহ হাদীছ আমরা উল্লেখ করেছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গিরি সংকটে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে উল্লিখিত সাহাবীগণ ছিলেন। কুরায়শের একটি দল তাদেরকে লক্ষ্য করে উপরে উঠতে লাগল। ইব্‌ন হিশাম বলেন, ওই দলে খালিদ ইব্‌ন ওলীদও ছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন— হে আল্লাহ্ ! ওরা আমাদের নিকট পর্যন্তও যেন না আসতে পারে।

হযরত উমার (রা) ও কতক মুহাজির মুসলমান ওদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ওদেরকে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি পাথরে উঠতে প্রয়াস পেলেন। কিন্তু তাঁর পরিধানে দুটো লৌহবর্ম ছিল। ফলে তিনি পাথরের উপর উঠতে পারলেন না। এ অবস্থায় তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পিঠে উঠলেন। তালহা তাঁকে নিয়ে পাথরের উপরে উঠে এলেন। ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আব্বাদ - - - - যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সেদিন আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে তালহা যা করেছিলেন তার প্রেক্ষিতে তিনি বলছিলেন "তালহার জন্যে জান্নাত অবধারিত হয়ে গিয়েছে"।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আফরার আযাদকৃত গোলাম উমর বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শরীরে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় ওই দিন যুহরের নামায বসে বসে আদায় করেন। মুসলমানগণও বসে বসে নামায আদায় করেছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা বলেছেন, আমাদের মধ্যে জনৈক আগন্তুকের আগমন ঘটেছিল তার পরিচয় কারো নিকট জানা ছিল না। তাকে 'কুযমান' নামে ডাকা হচ্ছিল। তার সম্পর্কে আলোচনা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন " সে অবশ্যই জাহান্নামী"। উহুদ দিবসে মুসলমানদের সপক্ষে সে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। ৭/৮ জন মুশরিককে সে একাই হত্যা করে। সে খুব শক্তিশালী ছিল। এক পর্যায়ে শত্রু পক্ষের আঘাতে আঘাতে সে অচল হয়ে পড়ে। বানূ যফর গোত্রের এলাকায় তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সম্পর্কে মুসলমানগণ বলতে থাকেন যে, হে কুযমান, তুমি আজকে ভীষণ কষ্ট ভোগ করেছ। এর বিনিময়ে পুরস্কারের সুসংবাদ গ্রহণ কর! সে বলল, কেমন সুসংবাদ নেব, আমি তো লড়াই করেছি আমার সম্প্রদায়ের ইজ্জত রক্ষার্থে, তা নাহলে আমি আদৌ লড়াই করতাম না। এক পর্যায়ে তার ক্ষতস্থানে ভীষণ ব্যথা শুরু হয়। নিজের তূণ থেকে সে একটি তীর বের করে সেটি দ্বারা আত্মহত্যা করে। এ রকম একটি ঘটনা খায়বারের যুদ্ধেও ঘটেছিল, তার বিবরণ অবিলম্বে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রায্‌যাক - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খায়বারের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। ইসলাম গ্রহণের দাবীদার এক লোকের দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'এই লোকটি জাহান্নামী'। যুদ্ধ শুরু হল, লোকটি প্রচণ্ড লড়াই করছিল। এক পর্যায়ে সে আহত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানানো হল যে, যে ব্যক্তিকে আপনি জাহান্নামী বলেছিলেন সে তো প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছে আজ এবং আহত হয়ে মারা গেছে। তিনি বললেন, সে জাহান্নামীই বটে। তাঁর এ কথায় কারো

কারো সংশয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় খবর পাওয়া গেল যে ওই লোক মারা যায়নি। বরং ভীষণভাবে আহত অবস্থায় রয়েছে। ওই রাতে ক্ষত ও আঘাতের যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে সে আত্মহত্যা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা জানানো হলে তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবর, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশক্রমে তিনি ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না এবং পাপাচারী ব্যক্তি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এই দীনকে সাহায্য করবেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাদের সহীহ্ গ্রন্থে আবদুর রাযযাক সূত্রে এই হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, উহুদ যুদ্ধে নিহতদের একজন ছিলেন মুখায়রীক। সে বানূ ছা'লাবা ইব্ন গীতূন গোত্রের লোক ছিল। উহুদ দিবসে সে তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম, তোমরা তো জান যে, মুহাম্মাদ (সা)-কে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তারা বলল, আজ তো শনিবার। সে বলল, তোমাদের কোন শনিবার নেই। সে তার যুদ্ধ সরঞ্জাম ও তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং বলল, আমি যুদ্ধে নিহত হলে আমার সকল ধন-সম্পদ মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্যে হয়ে যাবে। তিনি ওই সম্পদে যা চান তাই করবেন। ভোরে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হয়, আমরা যা জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, মুখায়রীক হল শ্রেষ্ঠ ইয়াহূদী। সুহায়লী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখায়রীকের সম্পদগুলো ৭টি বাগান মদীনায় আল্লাহ্র পথে ওয়াকফ করে দেন। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব বলেন, এটি ছিল মদীনায় প্রথম ওয়াক্ফ সম্পত্তি। আবদুর আবদুর

ইব্ন ইসহাক বলেন, হুসায়ন ইব্ন আবদুর রহমান - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন যে, আপনারা আমাকে এমন একজন লোকের নাম বলুন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে অথচ এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েনি। লোকজন উত্তর প্রদানে অপারগ হয়ে বলত যে, আপনি বরং তার পরিচয় বলে দিন। তিনি বলতেন, সে হল আব্দ আশহাল গোত্রের আমর ইব্ন ছাবিত ইব্ন ওয়াকশ ওরফে উসায়রিম। হুসায়ন বলেন, আমি বলেছিলাম মাহমূদকে যে, উসায়রিম কেমন লোক ছিল। তিনি বললেন, তার সম্প্রদায়ের সাথে সেও ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাত। কিন্তু উহুদ দিবসে তার সুমতি হয়। সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তরবারি হাতে যুদ্ধ ময়দানে উপস্থিত হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যায় সে। এক পর্যায়ে সে আহত হয়। বানূ আবদুল আশহাল গোত্রের লোকেরা তাদের যুদ্ধের ময়দানে নিহত ব্যক্তিদের লাশ খুঁজছিল। হঠাৎ তারা উসায়রিমকে দেখতে পায়। তারা বলে এ যে, উসায়রিম। সে এখানে কেন এল ? আমরা তো তাকে বাড়ীতে রেখে এসেছি যে, সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন করেছিল। তারা বলল, হে আমর ! তুমি যুদ্ধের ময়দানে কেন এসেছে ? আপন সম্প্রদায়ের প্রতি বিরক্ত হেতু, না ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ? তিনি বললেন বরং আমি এসেছি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপর তরবারি হাতে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হয়েছি। এরপর আমি এমনকি আহত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি যা এখনও আমার দেহে বিদ্যমান আছে। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই তাদের চোখের সামনে তিনি শহীদ হন। তাঁর কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানানো হলে তিনি বললেন, সে জান্নাতী।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বানূ সালামা গোত্রের কতক শায়খ থেকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্‌ন জামূহ ছিলেন একান্ত খোঁড়া এক লোক। তাঁর ৪ পুত্র ছিলেন। তাঁরা সিংহের মত সাহসী। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে তাঁরা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করতেন। উহুদ দিবসে তাঁরা তাদের পিতা আমর ইব্‌ন জামূহকে ঘরে বসিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনাকে ওযরগ্রস্ত করেছেন। তখন আমর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললেন, আমার ছেলেরা এই যুক্তিতে আমাকে যুদ্ধ থেকে বারণ করতে চায়। অথচ আমি চাই আমার এই খোঁড়া পায়ে ভয় করে জান্নাতে প্রবেশ করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ওযরগ্রস্ত করেছেন, আপনার উপর জিহাদ বাধ্যতামূলক নয়। তাঁর পুত্রদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন যে, তোমরা তাঁকে জিহাদে যেতে বাধা দিওনা। কারণ, এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন। আমর ইব্‌ন জামূহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে জিহাদে বের হলেন এবং ওই উহুদ দিবসে যুদ্ধে শহীদ হলেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হিন্‌দ বিন্‌ত উতবা এবং তার সাথী মহিলারা সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের অঙ্গচ্ছেদ করতে শুরু করে। তারা তাদের নাক কান কাটতে লাগল। এক পর্যায়ে হিন্‌দ তার পায়ের মল নাকের দুল এবং গলার হার খুলে ওয়াহ্‌শীকে দিয়ে দেয় এবং মুসলমানদের নাক কান কেটে মালা ও মল বানিয়ে গলায় ও পায়ে পরিধান করে। হযরত হামযা (রা)-এর কলিজা কেটে এনে সে চিবাতে থাকে। কিন্তু গিলতে পারলো না। অগত্যা সে তা ফেলে দিল। মূসা ইব্‌ন উক্‌বা বলেন, হযরত হামযা (রা)-এর কলিজা কেটে এনেছিল ওয়াহ্‌শী। সেটি এনে সে হিন্‌দর হাতে তুলে দেয়। হিন্‌দে সেটি চিবাতে থাকে। কিন্তু গিলতে পারেনি। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর হিন্‌দ একটি উঁচু পাথরে উঠে এবং উচ্চস্বরে চীৎকার করে নিম্নের কবিতাগুলো আবৃত্তি করে ঃ

نَحْنُ جَزَيْنَكُمْ بِيَوْمِ بَدْرٍ - وَالْحَرْبُ بَعْدَ الْحَرْبِ ذَاتُ سُعْرٍ

আজ আমরা তোমাদের উপর বদর দিবসের প্রতিশোধ নিয়েছি। এক যুদ্ধের পর আরেক যুদ্ধ আরো তীব্র হয়।

مَا كَانَ لِى مِنْ عُقْبَةَ مِنْ صَبْرٍ - وَلاَ اَخِى وَعَمِّهِ وَبَكْرٍ

উতবা নিহত হবার পর আমার ধৈর্য ধারণ করার অবস্থা ছিল না। তদ্রূপ আমার ভাই, তার চাচা এবং বকরের হত্যাকাণ্ড আমাকে ভীষণ বিচলিত করেছিল।

شَفَيْتُ نَفْسِى وَقَضَيْتُ نَذْرِى - شَفَيْتَ وَحْشِى غَلِيْلَ صَدْرِى

এখন আমি শান্তি পেয়েছি। আমি আমার মানত পূর্ণ করেছি। হে ওয়াহশী ! তুমি আমার মনের বেদনার উপশম করে দিয়েছ।

فَشُكْرُ وَحْشِىٍّ عَلَىَّ عُمْرِىْ - حَتَّى تَرُمَّ اَعْظُمِىْ فِى قَبْرِىْ

ওয়াহশীর প্রতি আমার জীবনভর কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। যতক্ষণ না কবরের মধ্যে আমার হাড় নিশ্চিহ্ন হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হিন্দ বিনতে উতবার উপরোক্ত কবিতার প্রত্যুত্তরে হিন্দ বিন্‌ত উছাছা ইব্ন আব্বাছ ইব্ন মুত্তালিব নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

خَزِيْتِ فِى بَدْرٍ وَبَعْدَ بَدْرٍ - يَابْنَةَ وَقَّاعٍ عَظِيْمِ الْكُفْرِ

হে জঘন্য কাফিরের কন্যা, তুমি বদর দিবসেও অপমানিত হয়েছ বদর দিবসের পরেও অপমানিত হয়েছ।

صَبَّحَكِ اللّٰهُ غَدَاةَ الْفَجْرِ - مِ الْهَاشِمِيْنَ الطِّوَالَ الزُّهْرِ

উজ্জ্বল ভোর বেলায় আল্লাহ্ তা'আলা হাশিম বংশীয়দের পক্ষ থেকে তোমার জন্যে যেন প্রস্তুত করে দেন –

بِكُلِّ قُطَّاعٍ حُسَّامٍ يَفْرِىْ - حَمْزَةُ لَيْثِىْ وَعَلِىٌّ صَقْرِىْ

প্রতিটি তরবারি যা সুতীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন ও কর্তনশীল। মনে রেখ, হামযা (রা) আমার সিংহ এবং আলী (রা) আমার ঈগল।

اِذْ رَامَ شَيْبُ وَ اَبُوْكِ غَدْرِىْ - فَخَضَّبَا مِنْهُ ضَوَاحِىَ النَّحْرِ

তোমার পিতা আমার নিকট একজন বিশ্বাসঘাতক মাত্র। যুবক আলী হামযা (রা) যখন তাকে আক্রমণ করলেন তখন তাঁরা তার বক্ষে রক্তের কলপ লাগিয়ে দিলেন, তার বক্ষ রক্তে রঞ্জিত করে দিলেন।

وَ نَذْرُكِ السُّوْءُ فَشَرُّ نَذْرٍ

তোমার এই কদর্য মানত অত্যন্ত মন্দ ও অকল্যাণকর মানত। ইব্ন ইসহাক বলেন, তখন হুলায়স ইব্ন যিয়ান ছিল সম্মিলিত বাহিনীর নেতা। সে বানূ হারিছ ইব্ন আবদ মানাত গোত্রের লোক। সে আবূ সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আবূ সুফিয়ান তখন তার বর্শার ফলা দিয়ে হযরত হামযা (রা)-এর চোয়ালে খোঁচা মারছিল, গুঁতো দিচ্ছিল, আর বলছিল, হে আত্মীয়তা ছিন্নকারী এখন মজা বুঝ। এ অবস্থা দেখে হুলায়স বলল, হে কিনানা গোত্র! দেখ দেখ এই কুরায়শী নেতা তার চাচাত ভাইয়ের লাশের সাথে কেমন আচরণ করছে ! আবূ সুফিয়ান বলল, ধুত্তুরী এ ঘটনা প্রকাশ করোনা, কারণ, তা একটি ভুল পদক্ষেপ ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবূ সুফিয়ান যখন উহুদ প্রান্তরে ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল তখন সে পাহাড়ে উঠে চীৎকার করে বলল, আমি খুশী। যুদ্ধ হল বালতির ন্যায়। আজকের দিবস বদর দিবসের প্রতিশোধ। হুবল দেবতার জয় হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে বললেন, উঠে দাড়াও এবং ওর উত্তর দাও। এবং বল, আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ সুমহান। আমাদের শহীদগণ জান্নাতে যাবে। তোমাদের নিহতগণ জাহান্নামে যাবে। আবূ সুফিয়ান বলল, হে উমর এদিকে আসো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে বললেন, যান তার অবস্থা দেখে আসুন। উমর (রা) এগিয়ে এলেন, আবূ সুফিয়ান তাঁকে বলল, আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে

বলছি, হে উমর ! আমরা কি মুহাম্মাদ (সা)-কে মেরে ফেলেছি ? উমর (রা) বললেন, তা তো নয়ই তিনি বরং এখন তোমার বক্তব্য শুনছেন। সে বলল, আপনি আমার নিকট ইব্‌ন কামিয়া অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ও পুণ্যবান।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর আবূ সুফিয়ান ডেকে ডেকে বলল, তোমাদের নিহতদের অঙ্গহানি করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, তাতে আমি খুশীও নই, দুঃখিতও নই। আমরা অঙ্গ কর্তনের নির্দেশও দেইনি, তা নিষেধও করিনি। যাওয়ার প্রাক্কালে আবূ সুফিয়ান বলল, আগামী বছর আবার বদর প্রান্তরে শক্তি পরীক্ষার প্রতিশ্রুতি রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক সাহাবীকে বললেন, তুমি বলে দাও, হাঁ আমাদের আর তোমাদের মাঝে ওই প্রতিশ্রুতি রইল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি গিয়ে দেখ, কাফিরগণ কী করে এবং কী চায়। তারা যদি ঘোড়া বাদ দিয়ে উটে আরোহণ করে তাহলে বুঝবে যে, তারা মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। আর যদি দেখ যে, তারা উট বাদ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়েছে আর উটকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তবে তারা বুঝবে যে, তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেছে। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, তারা যদি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তবে আমরা তাদেরকে ধাওয়া করব এবং তাদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাব।

হযরত আলী (রা) বললেন, আমি ওদের পেছন পেছন গেলাম। আমি দেখছিলাম ওরা কী করছে। আমি দেখতে পেলাম যে, তারা ঘোড়া ছেড়ে উটের পিঠে আরোহণ করেছে এবং মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।

উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়াহ ফাযারী - - - - ইব্‌ন রিফা'আ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, উহুদ দিবসে মুসলমানদের আক্রমণের মুখে মুশরিকরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, সকলে প্রস্তত হও! আমি আমার প্রতিপালকের গুণ গান করব। সকলে তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলেন, তিনি বলতে লাগলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّه اَللّٰهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلاَ
هَادِىَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ وَلاَ مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ مَانِعَ لِمَا
اَعْطَيْتَ وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلاَ مُبْعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ
بَرَكَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَ رِزْقِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لاَ
يَحُوْلُ وَلاَ يَزُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ -
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا - اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا

اَلْاِيْمَانَ وَ زَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا - وَ كَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرِ وَ الْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ - اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ - اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ اِلٰهَ الْحَقِّ *

"হে আল্লাহ্ ! সকল প্রশংসা আপনার। হে আল্লাহ্ ! আপনি যা প্রসারিত করেন তা কেউ সংকুচিত করতে পারে না। আপনি যা সংকুচিত করেন, কেউ তা প্রসারিত করতে পারে না। আপনি যাকে গুমরাহ করেন, কেউ তাকে সৎপথ দেখাতে পারে না। আপনি যাকে সৎপথ দেখান, কেউ তাকে গুমরাহ্ করতে পারে না। আপনি যা দান করেন, কেউ তা রুখতে পারে না। আপনি যা আটক করে রাখেন কেউ তা দান করতে পারেনা। আপনি যা নিকটবর্তী করে দেন কেউ তা দুরে সরাতে পারে না। আপনি যা দুরে সরিয়ে দেন, কেউ তা কাছে আনতে পারেনা। হে আল্লাহ্! আপনার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও রিয্‌ক আমাদের জন্যে সম্প্রসারিত করে দিন! হে আল্লাহ্ আমি আপনার নিকট চিরস্থায়ী নে'মত কামনা করছি যা পরিবর্তন ও বিনাশ হয়না। হে আল্লাহ্ ! আমি ওই অভাবের দিবসের জন্যে আপনার নি'আমত কামনা করছি। ভয়ের দিবসের জন্যে কামনা করছি নিরাপত্তা। হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাদেরকে যা দান করেছেন তার অকল্যাণ থেকে এবং যা দান করে নি তার অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্ ! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন এবং আমাদের অন্তরে সেটিকে আকর্ষণীয় করে দিন; কুফরী পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট ঘৃণ্য করে দিন ; আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।

হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন মুসলমান অবস্থায়, জীবিত রাখবেন মুসলমান অবস্থায় এবং আমাদেরকে সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আমাদের লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত করবেন না। হে আল্লাহ্! কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন 'যারা আপনার রাসূলদেরকে অস্বীকার করে এবং আপনার পথ থেকে লোকদেরকে বাধা দেয়। আপনার আযাব ও শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত করে দিন। হে আল্লাহ্! সত্য মা'বূদ! কিতাব প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে যারা কুফরী করে আপনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিন। ইমাম নাসাঈ (র) এই হাদীি যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব - - - - রিফা'আ সূত্রে 'আল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

সা'দ ইব্ন রবী'র শাহাদত ও হযরত হামযার অঙ্গচ্ছেদ

ইব্ন ইসহাক বলেন,এক পর্যায়ে লোকজন নিজেদের নিহত ব্যক্তিদেরকে খুঁজতে শুরু করে। বানূ নাজ্জার গোত্রের মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান মাযিনী আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার পক্ষে কে গিয়ে সা'দ ইব্ন রাবী' এর খোঁজ নেবে সে কি জীবিত আছে নাকি মারা গেছে ? জনৈক আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যাব তাঁর খোঁজ

নিতে। তিনি খুঁজতে খুঁজতে সা'দ ইব্ন রাবী'কে নিহত ব্যক্তিদের মাঝে মুমূর্ষু অবস্থায় পেলেন। ঐ আনসারটি সা'দকে বললেন, আপনি জীবিত আছেন নাকি মারা গেছেন তা জানার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে পাঠিয়েছেন। সা'দ বললেন, আমি এখন বলতে গেলে মৃতদের দলে। আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমার সালাম বলবেন এবং বলবেন যে, সা'দ ইব্ন রাবী' আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন "উম্মতের পক্ষ থেকে নবীকে যে প্রতিদান প্রদান করা হয় আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদের পক্ষ থেকে তার সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।" আর আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনকে আমার সালাম বলবেন, আর তাদেরকে বলবেন যে, সা'দ ইব্ন রাবী' তোমাদের উদ্দেশ্যে বলেছে– তোমাদের চক্ষু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও সচল থাকা অবস্থায় কাফিরেরা যদি তোমাদের নবীর কাছে ঘেঁষতে পারে তাঁকে আক্রমণ করতে পারে, তবে আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের কোন ওযর-আপত্তি চলবে না। আনসারী বলেন, একথা বলতে বলতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এই সংবাদ জানাই।

আমি বলি, নিহত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যিনি সা'দ (রা)-কে খুঁজে বের করেছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা। মুহাম্মাদ ইব্ন উমর আল-ওয়াকিদী তাই বলেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, আনসারী লোকটি হযরত সা'দ (রা)-কে প্রথমে দু'বার ডেকেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি। শেষে তিনি যখন বললেন যে, আপনার খবর নেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে পাঠিয়েছেন তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন এবং উপরোক্ত কথাগুলো বললেন।

আল-ইসতী'আব গ্রন্থে শায়খ আবূ উমর বলেছেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-ই হযরত সা'দ (রা)-এর খোঁজ নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সা'দ ইব্ন রাবী' ছিলেন, আকাবার শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফের (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে হযরত হামযা (রা)-এর খোঁজে বের হয়েছিলেন। 'বাতন আল ওয়াদী'তে তিনি তাঁর লাশ খুঁজে পান। তাঁর পেট চিরে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছিল। তাঁর অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল, নাক ও কান দুটো কেটে ফেলা হয়েছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র আমাকে জানিয়েছেন যে, হযরত হামযা (রা)-এর এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, সাফিয়্যা দুঃখ পাবেন আর আমার পরবর্তীকালের জন্যে এটি যদি রেওয়াজে পরিণত হতে পারে এ আশঙ্কা না থাকলে আমি হামযা (রা)-এর লাশ এভাবেই ফেলে রাখতাম তিনি পশু পাখীর খোরাক হতেন। কোন স্থানে আল্লাহ্ যদি আমাকে কুরায়শদের বিরুদ্ধে বিজয় দেন তবে ওদের ৩০ জনের আমি অঙ্গচ্ছেদ করে দেব, নাক-কান কেটে দেব। হযরত হামযা (রা)-এর প্রতি এই অমানবিক আচরণের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুঃখ ও ক্রোধ লক্ষ্য করে উপস্থিত মুসলমানগণ বললেন, আল্লাহ্র কসম, কোনদিন যদি আল্লাহ্ তা'আলা ওদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করেন তবে আমরা ওদের এমন অঙ্গহানি-অঙ্গকর্তন করব যা কোন আরব কখনো করেনি। ইব্ন ইসহাক বলেন, বুরায়দা

ইব্ন সুফিয়ান ইব্ন ফারওয়া আসলামী - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَخَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ .

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্যে তা-ই উত্তম (১৬- নাহল ঃ ১২৬)।

আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদেরকে ক্ষমা করে দেন, ধৈর্য অবলম্বন করেন এবং শত্রুপক্ষের অঙ্গকর্তন নিষেধ করে দেন।

আমি বলি, এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে আর উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে মদীনায় হিজরতের তিন বছর পর। তাহলে উপরোক্ত মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত হয় কীভাবে ? আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হুমায়দ আততাবীল বর্ণনা করেছেন হাসান সূত্রে সামূরা থেকে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্থানেই অবস্থান করে তা ত্যাগ করেছেন। সেখানেই সাদকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অঙ্গকর্তন থেকে লোকজনকে বারণ করেছেন। ইব্ন হিশাম বলেন, হামযা (রা)-এর লাশের নিকট দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, আপনার মত আঘাত কোনদিন কেউ করেনি এবং এর চাইতে অধিক দুঃখজনক কোন স্থানে আমি কোনদিন দাঁড়াইনি। তারপর তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে বলে গেলেন, সাত আসমানে হামযা (রা)-এর পরিচয় এভাবে লেখা হয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র হামযা, আল্লাহ্র সিংহ এবং তাঁর রাসূলের সিংহ। ইব্ন হিশাম বলেন, হামযা (রা) এবং আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ দুজন ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধভাই। আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়াইবা তাঁদের তিনজনকে দুধ পান করিয়েছিলেন।

হযরত হামযা ও উহুদ যুদ্ধের শহীদগণের জানাযার নামায

ইব্ন ইসহাক বলেন, আস্থাভাজন জনৈক ব্যক্তি মিকসাম সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে হযরত হামযা (রা)-কে একটি চাদর দ্বারা কাফন পরানো হল, তিনি তাঁর জানাযা পড়ালেন। তাতে তিনি সাতবার তাকবীর বললেন। তারপর এক একজন শহীদ এনে তাঁর পাশে রাখা হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই শহীদের নামায আদায় করছিলেন সাথে হযরত হামযা (রা)-এর নামাযও হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত হযরত হামযা (রা)-এর জানাযার নামাযের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭২-এ, এটি একটি একক বর্ণনা এটির সনদ দুর্বল। সুহায়লী বলেন, দেশ বিদেশের কোন উল্লেখযোগ্য আলিম এই বক্তব্য সমর্থন করেননি। ইমাম আহমদ বলেন, আফ্ফান - -- - ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করলেন। তিনি বলেছেন, মুসলিম মহিলাগণ উহুদ দিবসে মুসলিম পুরুষদের পেছনে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা মুশরিকদের আক্রমণে আহত মুজাহিদদের সেবা শুশ্রূষা করছিলেন। আমি যদি তখন আল্লাহ্র কসম করে

বলতাম যে, আমাদের কেউই পার্থিব লাভের প্রত্যাশী নয় তবে আমার মনে হয় আমার শপথ মিথ্যা হতো না। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ .

তোমাদের কেউ ইহকাল কামনা করছিল আর কতক পরকাল কামনা করছিল। এরপর তিনি পরীক্ষা করার জন্যে তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। (৩-আলে-ইমরান ঃ ১৫২)। যখন কতিপয় সাহাবী নির্দেশ অমান্য করে স্থানত্যাগ করেন তখন মাত্র নয়জন লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ময়দানে অবস্থান করছিলেন। নয়জনের মধ্যে ৭ জন আনসারী এবং ২ জন কুরায়শী, তিনিসহ ছিলেন ১০ জন। শত্রুপক্ষ যখন তাঁর খুব নিকটবর্তী হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ওদেরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি সদয় হবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এভাবে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সাথিগণ একের পর এক প্রতিরোধ করতে করতে শহীদ হচ্ছিলেন। এভাবে নয়জনের মধ্যে সাতজনই শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথীদ্বয়কে বললেন, আমাদের সাথিগণের প্রতি ইনসাফ করা হয়নি। এ অবস্থায় আবূ সুফিয়ান এসে বলল হুবল দেবতার জয় হোক। রাসূলুল্লাহ্ সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন উত্তর দিতে এবং বলতে যে, আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ-সুমহান। মুসলমানগণ বললেন, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ সুমহান। আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের উয্যা আছে, তোমাদের উয্যা নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা উত্তর দাও যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নেই। আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ। একদিন তোমাদের একদিন আমাদের, একদিন আমরা দুঃখ পাই আর একদিন খুশী হই। তোমাদের হানযালা আমাদের হানযালার বদলা স্বরূপ। অমুক অমুকের বদলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, উভয় দল সমান নয়। আমাদের নিহত লোকজন মূলতঃ জীবিত তারা জীবিকা পাচ্ছে। আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করছে। আবূ সুফিয়ান বলল, লোকজনের মধ্যে কতক অঙ্গ কর্তিত আছে। তবে সেটা আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাজ নয়। আমি অঙ্গ কর্তনের নির্দেশও দিইনি তা থেকে বারণও করিনি। আমি তা পছন্দও করিনি অপছন্দও করিনি। তাতে আমি দুঃখিতও নই খুশীও নই।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকজন নিজেদের নিহতদের খোঁজে বের হল। হযরত হামযা (রা)-কে পাওয়া গেল যে, তাঁর পেট চিরে ফেলা হয়েছে। হিন্দ তাঁর কলিজা বের করে চিবিয়েছে। কিন্তু তা গিলতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সেকি তাঁর কলিজার কিছুটা খেতে পেরেছে ? লোকজন বলল, না খেতে পারেনি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হামযা (রা)-এর সামান্য অংশও জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা (রা)-কে সামনে রেখে জানাযা আদায় করলেন। এরপর একজন আনসারী শহীদকে উপস্থিত করা হল, তাঁর রাখা হল হামযা (রা)-এর পাশে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন। ওই আনসারীকে সরিয়ে নিয়ে অন্য এক আনসারী আনা হল। হামযা (রা)-এর লাশ ওখানেই থাকলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই আনসারী এবং হামযার (রা) জানাযা আদায় করলেন। ওই আনসারীকে সরিয়ে নেয়া হল। হামযা (রা)-কে ওখানে রাখা হল। সেদিন এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৭০ বার হযরত হামযা (রা)-এর জানাযার নামায পড়েছেন, এটি ইমাম আহমদের একক বর্ণনা। এই জনৈক

বর্ণনাকারী আতা ইব্ন সাইব সনদে থাকায় বর্ণনার সনদটি দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন। ইমাম বুখারীর বর্ণনাটি অধিকতর প্রামাণ্য। তিনি বর্ণনা করেছেন, কুতায়বা - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের শহীদগণের মধ্যে দুজন দুজন করে, এক কাপড়ের মধ্যে একত্রিত করছিলেন আর বলছিলেন, দুজনের মধ্যে কুরআন চর্চায় কে অগ্রগামী ছিলেন ? কোন একজন স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হলে তিনি তাঁকেই কবরে সম্মুখে রাখছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, আমি কিয়ামতের দিনে এদের পক্ষে সাক্ষ্য দেব। রক্তসহ তিনি ওদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের জানাযাও পড়া হয়নি। তাদেরকে গোসলও দেয়া হয়নি। এটি ইমাম বুখারীর একক বর্ণনা। সুনান সংকলনকারিগণ লায়ছ ইবন সা'দের বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যে, তিনি উহুদের শহীদগণ স্পষ্ট বলেছেন, কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেক ক্ষতস্থান থেকে অথবা তাদের রক্ত থেকে মিশ্ক এর ঘ্রাণ বের হতে থাকবে। তিনি শহীদদের জানাযার নামায পড়েননি। বর্ণিত আছে যে, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের কিছু দিন পূর্বে তিনি ওই শহীদদের জন্যে নামায আদায় করেছিলেন। এ প্রসংগে ইমাম বুখারী (রা) বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম - - - - উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আট বছর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের শহীদদের জন্য নামায আদায় করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন জীবিত ও মৃত লোকদের থেকে বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায়। তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের আগে যাত্রা করব। আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেব। তোমাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুত স্থান হল হাওয-ই-কাওছার। আমি এখান থেকে তা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা সকলে একযোগে শিরকে লিপ্ত হবে সে আশংকা আমি করি না। তবে আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়াদারীতে আকৃষ্ট হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই দেখা ছিল আমার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শেষ দেখা।

ইমাম বুখারী অন্য একস্থানে, ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (রা) এরূপ হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব থেকে। উমাভী বলেন, আমার পিতা - - - - হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদের যুদ্ধে যাবার পর সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা সাহরীর সময় পথে বের হয়ে পড়ি। ইতোমধ্যে ফজরের সময় হয়ে যায়। আমরা জনৈক পাথর বহনকারী লোককে দেখলাম সে দৌড়াচ্ছে আর বলছে ঃ لَبِّثْ قَلِيْلاً يَشْهَدِ الْهَيْجَا حَمَلْ --

হে হামল ইব্ন সা'দানা ! তুমি একটু অপেক্ষা কর, তারপর প্রচণ্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হও। পরে আমরা ভালভাবে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি হলেন উসায়দ ইব্ন হুযায়র। এরপর আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। হঠাৎ দেখলাম একটি উট এল। উটের পিঠে একজন মহিলা। দুপাশে দুটো বোঝা। হযরত আইশা (রা) বলেন, আমরা মহিলাটির নিকট গেলাম। তখন দেখতে পাই যে, তিনি আম্র ইব্ন জামূহ এর স্ত্রী। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সংবাদ কী ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করেছেন। কতক মু'মিন ব্যক্তিকে শহীদরূপে কবুল

করেছেন। এবং কাফিরদেরকে মনের জ্বালাসহ বিফল মনোরোথে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। মহিলাটি তার উটকে বসার নির্দেশ দিয়ে নিজে উট থেকে নেমে পড়লেন। আমরা তাঁর বোঝা দুটোর দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, এগুলো কী ? তিনি বললেন, একটি আমার স্বামীর লাশ আর একটি আমার ভাইয়ের লাশ।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সাফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব হযরত হামযার (রা) লাশ দেখতে আসেন। হযরত হামযা (রা) ছিলেন তার সহোদর ভাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পুত্র যুবায়র ইব্ন আওয়ামকে বললেন, তুমি তোমার মায়ের নিকট যাও। তাঁকে থামাও, যেন তাঁর ভাইয়ের হৃদয়বিদারক এই লাশের দৃশ্য তাঁকে দেখতে না হয়। যুবায়র তাঁর মাকে বললেন, আম্মা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আপনাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, কেন ? আমি তো জেনেছি যে, আমার ভাইয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে, তাতে কী ? তাতো হয়েছে আল্লাহ্র পথে! আমার জন্য অধিকতর খুশীর ব্যাপার আর কী হতে পারে ? আমি অবশ্যই ধৈর্যধারণ করব এবং ছওয়াবের আশায় থাকব ইন্শা-আল্লাহ্। যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে এই সংবাদ জানালেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন ঃ তাঁকে আসতে দাও! সাফিয়্যা (রা) এলেন। হামযা (রা)-কে দেখলেন। তাঁর জন্যে দু'আ করলেন, শোক প্রকাশ করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হামযা (রা)-কে দাফনের নির্দেশ দিলেন। তাঁকে এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাগ্নে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ ও তাঁর মা উমায়মা বিন্ত আবদুল মুত্তালিবকে দাফন করা হল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শের অঙ্গহানি করা হয়েছিল; কিন্তু বুক চিরে কলিজা বের করা হয়নি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শকে বলা হত আল্লাহ্র পথে নাক কান কর্তিত ব্যক্তি।

সা'দ (রা) বলেছেন, তিনি এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ দুজনে দু'আ করেছিলেন, তাঁদের দুজনের দু'আ-ই কবুল হয়েছিল। সা'দ (রা) দু'আ করেছিলেন যে, তিনি যেন কোন মুশরিক অশ্বারোহী সৈনিকের মুখোমুখি হন এবং তাকে হত্যা করে তার অস্ত্রশস্ত্র কব্জা করতে পারেন। বস্তুত তিনি তাই করতে পেরেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ (রা) দু'আ করেছিলেন যে, কোন অশ্বারোহী মুশরিক সৈন্য যেন তার সম্মুখে এসে পড়ে এবং আল্লাহ্র পথে ওই সৈন্য যেন তাঁকে হত্যা করে তাঁর নাক কেটে নেয়। তাঁর ক্ষেত্রে এরূপই ঘটেছিল।

যুবায়র ইব্ন বাক্কার উল্লেখ করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহশের তরবারি ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে একটি খেজুরের ডাল দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ (রা)-এর হাতে সেটি তরবারিতে পরিণত হয়েছিল। সেটি দ্বারা তিনি লড়াই করেছেন। পরে তাঁর কোন এক ওয়ারিশের ভাগে পড়া ওই তরবারি দু শ দিরহাম মূল্যে বিক্রি হয়। বদর দিবসে আক্কাশা (রা)-এর ক্ষেত্রেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'জন দু'জন-তিনজন তিনজন শহীদকে একই কবরে দাফন করেছেন। বরং একই কাফনে একত্রিত করেছেন দু'-তিনজন শহীদকে। জীবিত মুসলিম সৈনিকগণ প্রচণ্ড আহত হওয়ার কারণে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা কবর খনন করা

কষ্টকর ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অনুমতি দিয়েছিলেন। দুজনের মধ্যে যাঁর কুরআন জানা ছিল বেশী তাঁকে সম্মুখে রেখে অন্যজনকে পেছনে রেখেছেন। সাধারণতঃ পরস্পর সহচর ও সাথী ছিলেন এমন দুজন দুজন করে এক কবরে দাফন করেছিলেন। যেমন হযরত জাবিরের পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম এবং আমর ইব্ন জামূহ এই দু'জনকে এক কবরে রাখেন। কারণ, তাঁরা দুজনে পরস্পর বন্ধু ছিলেন। শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। বরং তাদের জখমও রক্তসহ তাঁদেরকে দাফন করা হয়। এ প্রসংগে ইব্ন ইসহাক যুহরী সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন শু'আয়র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদদেরকে দাফন করে ফিরে এসে বললেন, আমি ওদের পক্ষে সাক্ষী রইলাম। যারাই আল্লাহ্র পথে আহত হয় আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাদেরকে উপস্থিত করবেন এ অবস্থায় যে, তাদের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। ওই রক্তের রং হবে রক্তের ন্যায়; কিন্তু ঘ্রাণ হবে মিশ্কের ন্যায়। মূসা ইব্ন ইয়াসার শুনেছেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে তিনি বলছিলেন যে, আবুল কাসিম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহত হবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন অবস্থার পুনরুজ্জীতি করবেন যে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। রক্তের রং হবে রক্তের ন্যায় কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে মিশকের ন্যায়। এই হাদীছ অন্য সনদেও সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্ন আসিম - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ দিবসে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন শহীদদের দেহ থেকে লোহা ও চামড়া জাতীয় সব বস্তু খুলে নেয়া হয়। তিনি বলেছিলেন, ওদেরকে রক্ত ও পরনের জামা কাপড় সহ দাফন করে দাও! আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজা (র) এটি আলী ইব্ন আসিম থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সুনান-ই-আবূ দাউদ গ্রন্থে বলেছেন, কা'নবী - - - - হিশাম ইব্ন আমির থেকে সূত্রে বলেন, উহুদ দিবসে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমরা তো এখন আহত এবং ক্লান্ত, এখন আমাদেরকে কী নির্দেশ দেবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সবাই মিলে কবর খনন কর! কবর খনন করবে বড়বড় ও প্রশস্ত করে। তারপর দু-তিনজন করে এক কবরে দাফন করে দাও ! তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাকে সামনে রাখব? তিনি বললেন, যার কুরআন বেশী জানা আছে। ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীছ ছাদরী - - - - হিশাম ইব্ন আমির সূত্রেও উল্লেখ করেছেন। সেই বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা কবর খনন করবে গভীর করে। ইব্ন ইসহাক বলেন, কতক মুসলমান তাঁদের আত্মীয় শহীদদের লাশ মদীনায় নিয়ে গিয়ে ওখানে দাফন করেছিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা থেকে বারণ করেছেন এবং বলেছেন, ওরা যেখানে শহীদ হয়েছে সেখানেই তাদেরকে দাফন কর। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্ন ইসহাক - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বলেছেন, আমার আব্বা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। আমার বোনেরা আমাকে পাঠিয়েছিল একটি উট সহকারে এবং বলেছিল এই উট নিয়ে পিতার লাশের নিকট যাও এবং তাঁকে উঠিয়ে এনে মদীনায় বানূ সালিমা গোত্রের কবরস্থানে দাফন কর। হযরত জাবির বলেন, আমার কয়েকজন সাথী নিয়ে আমি আমার পিতার লাশের নিকট আসি। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবগত হলেন।

তিনি তখন উহুদ প্রান্তরে বসা ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার পিতাকে তাঁর ভাইদের সাথেই দাফন করা হবে। এরপর তাঁকে তাঁর শহীদ সাথীদের সাথেই উহুদ প্রান্তরে দাফন করা হল। ইমাম আহমদ একা এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধের কতক শহীদ ব্যক্তিকে ওখান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা দিল যে, শহীদদেরকে তাদের শাহাদাত বরণের স্থানে ফিরিয়ে আন। ইমাম আবূ দাঊদ এবং নাসাঈ (রা) এই হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন ছাওরী সূত্রে। ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজায় জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে মদীনা থেকে বের হলেন। আমার পিতা আবদুল্লাহ্ আমাকে বললেন, হে জাবির! তুমি মদীনায় অবস্থানকারীদের পর্যবেক্ষক রূপে মদীনায় থেকে গেলে তোমার অপরাধ হবেনা। সেখান থেকে তুমি জানতে পারবে আমাদের যুদ্ধের ফলাফল কী হবে। আমি যদি আমার মেয়েগুলোকে রেখে না যেতাম। তাহলে আমি এটাই চাইতাম যে, তুমি যুদ্ধ করে আমার সম্মুখে শহীদ হয়ে যাও। জাবির (রা) বলেন, আমি পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ আমার ফুফু আমার বাবা ও মামার লাশ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদেরকে তিনি উটের পিঠে করে মদীনায় নিয়ে এলেন আমাদের কবরস্থানে দাফন করার উদ্দেশ্যে। এমন সময় জনৈক ঘোষক আমাদের নিকট এলেন এই ঘোষণা নিয়ে যে, নবী করীম (সা) শহীদদেরকে উহুদ প্রান্তরে ফিরিয়ে নিতে এবং যেখানে তাঁরা শহীদ হয়েছেন সেখানে দাফন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা তাদেরকে ফিরিয়ে নিলাম এবং যেখানে শহীদ হয়েছেন সেখানেই তাদেরকে দাফন করলাম। মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের শাসনামলে একজন লোক আমার নিকট এসে বলল, হে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্! মু'আবিয়া (রা)-এর কর্মচারীরা আপনার পিতার কবরের কাছে মাটি খননের ফলে তাঁর দেহের কিছু অংশ বেরিয়ে পড়েছে। সংবাদ পেয়ে আমি সেখানে গেলাম। আমি আমার পিতাকে অবিকল তেমনটিই পেলাম যেমনটি তাঁকে দাফন করেছিলাম। তাঁর দেহে কোন রূপ পরিবর্তন আসেনি। শুধুমাত্র আঘাতজনিত চিহ্ন ছাড়া। এরপর জাবির (রা) তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ওই ঘটনা সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।

বায়হাকী - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উহুদের শহীদদের দাফন করার দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর ওই কবরস্থানের পাশ দিয়ে খাল খনন শুরু করা হয়। তখন আমাদেরকে ওখানে ডাকা হয়। আমরা সেখানে আমি। আমরা লাশগুলো বের করে আনি। ঘটনাক্রমে হযরত হামযা (রা)-এর পায়ে কোদালের আঘাত লাগে তাতে তাঁর পা থেকে রক্ত বের হতে থাকে। ইব্ন ইসহাক হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, আমরা তাঁদেরকে কবর থেকে বের করে আনি এ অবস্থায় যে, যেন মাত্র গতকালই তাঁদেরকে দাফন করা হয়েছিল। ওয়াকিদী বলেন, হযরত মুআবিয়া (রা) যখন খাল খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন তিনি একজন ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা প্রচার করলেন যে, উহুদ প্রান্তরে যাদের শহীদ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তারা যেন সেখানে হাযির থাকেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা তাঁদের কবর খুলে

ফেলি। আমি আমার পিতাকে পেলাম যেন তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁরই কবরে পেলাম তাঁর সাথী আমর ইব্ন জামূহকে। তাঁর হাত ছিল তাঁর ক্ষতস্থানের উপর। ক্ষতস্থান থেকে তার হাত সরিয়ে দেয়া হলে সেখান থেকে রক্ত বের হতে শুরু করে। কথিত আছে যে, তাঁদের কবর থেকে মিশ্কের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল। (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। এ ঘটনা ঘটেছিল তাঁদেরকে দাফন করার ছেচল্লিশ বছর পর।

ইমাম বুখারী (র) বলেন মুসাদ্দাদ - - - - জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, উহুদের যুদ্ধ যখন অত্যাসন্ন তখন রাতের বেলা আমার পিতা আমাকে ডেকেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছে যে সকল সাহাবী প্রথম ধাপে শহীদ হবেন আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকব। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত তোমার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাউকে রেখে যাচ্ছি না, আমার কিছু ঋণ আছে, তুমি সেগুলো শোধ করে দিও এবং তোমার বোনদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। পরদিন ভোরে তিনিই হলেন প্রথম শহীদ। তাঁর কবরে তাঁর সাথে অন্য একজনকে দাফন করি। তিনি অন্যের সাথে একই কবরে থাকবেন তাতে আমি স্বস্তি বোধ করছিলাম না। তাই ছয় মাস পর আমি তাঁকে ওই কবর থেকে বের করে ফেলি। তখনও আমি তাঁকে দেখতে পাই যে, আজই যেন তাঁকে দাফন করেছি। অবশ্য তাঁর কানে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে শু'বা - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন তাঁর পিতা শহীদ হন তখন তিনি বার বার পিতার মুখের কাপড় সরিয়ে কাঁদছিলেন। অন্যেরা তাঁকে বারণ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি তার জন্যে কাঁদ আর নাইবা কাঁদ ফেরেশতাগণ কিন্তু তাঁকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে তোমরা ওখান থেকে না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ছায়া দিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় আছে যে, হযরত জাবির (রা)-এর ফুফু কান্নাকাটি করছিলেন।

বায়হাকী (র) বলেন, আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাফিয ও আবূ বকর আহমদ - - - - আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জাবির (রা)-কে বলেছিলেন, হে জাবির! আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ দেবো না? জাবির (রা) বললেন, জী হাঁ, দিন. আল্লাহ্ ও আপনার সুসংবাদ প্রদান করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি জান, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পিতাকে জীবিত করে বলেছিলেন, হে আমার বান্দা, তুমি আমার নিকট যা ইচ্ছা চাও আমি তোমাকে তা দেব। তখন তোমার পিতা বলেছিলেন, হে মালিক! আমি আপনার পূর্ণ বন্দেগী করেছি, এখন আমার কামনা হল আপনি আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দিন যাতে করে আমি আপনার নবীর সাথী হয়ে জিহাদ করতে পারি এবং পুনরায় আপনার পথে শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আগে থেকেই আমার সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, এ অবস্থা থেকে কেউই পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে পারবে না।

বায়হাকী বলেন, আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন আবুল মা'রূফ - - - - জাবির (রা) সূত্রে বলেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন, ব্যাপার কি তোমাকে যে এত পেরেশান দেখা যাচ্ছে? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার আব্বা শহীদ হলেন আর রেখে গেলেন অনেক ঋণ ও বহু সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত কারো সাথে কথা বলেননি। কিন্তু তোমার পিতার সাথে কথা বলেছেন সরাসরি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার নিকট যা চাইবার চেয়ে নাও ! আমি তোমাকে তাই দেব। তোমার পিতা উত্তরে বললেন, হে প্রভু ! আমি চাই, আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন যাতে আমি আবার আপনার পথে শহীদ হতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার পক্ষ থেকে তো আগেই বলে দেয়া হয়েছে যে, কাউকেই পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানো হবে না। এরপর তোমার পিতা বললেন, হে প্রভু! তা'হলে আমাদের এই অবস্থার কথা আপনি দুনিয়াবাসীদেরকে জানিয়ে দিন! তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ *

যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করোনা; বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা জীবিকা পেয়ে থাকে। (৩- আলে-ইমরান ঃ ১৬৯)।

ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। তাতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেছিলেন, আমি তো চূড়ান্ত করেছি যে, ওদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হবে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াকূব - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুনেছি তাঁর সাহাবীদের কথা আলোচনা কালে তিনি বলতেন, আল্লাহ্র কসম, আমার সাহাবীদের সাথে পাহাড়ের পাদদেশে থেকে যাওয়াটা আমার নিকট বেশী পসন্দনীয় ছিল। এ হাদীছ ইমাম আহমদ একাই উদ্ধৃত করেছেন।

বায়হাকী আবদুল আ'লা - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন যে, উহুদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই পথেই শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন হযরত মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে থামলেন এবং তাঁর জন্যে দু'আ করলেন। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, ... مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ

মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা ওদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি, (৩৩-আহযাব ঃ ২৩)। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাক্ষী হবে। তোমরা তাদের নিকট যাবে এবং তাদের যিয়ারত করেন। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম ! কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ তাদেরকে সালাম দেবে তারা তার সালামের উত্তর দেবে। সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি গরীব বা একক বর্ণনা। উবায়দ ইব্ন উমায়র থেকে এটি মুরসাল ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বায়হাকী (র) মূসা ইব্ন ইয়াকূব - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শহীদদের কবরের নিকট আসতেন। পার্বত্য পথের পাদদেশে পৌঁছে

তিনি বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ--তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, পরকালীন বাসস্থান কতইনা উত্তম!) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে আবূ বকর (রা) তাই করতেন। তাঁর শাসনামলের পর হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে তিনিও তাই করতেন। হযরত উছমান (রা) তার শাসনামলে তাই করতেন।

ওয়াকিদী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি বছরই শহীদদের কবর যিয়ারত করতে যেতেন। গিরিপথের মুখে এসে তিনি বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ পরে আবূ বকর (রা) প্রতি বছর তাই করতেন। পরে হযরত উমর এবং উছমান (রা) ও প্রতি বছর এরূপ করতেন। হযরত ফাতিমা যাহ্‌রা (রা) উহুদের শহীদদের নিকট আসতেন। তিনি সেখানে কান্নাকাটি করতেন এবং তাঁদের জন্যে দু'আ করতেন। হযরত সা'দ (রা) তাঁর বন্ধুদের নিকট আসতেন এবং তাঁদেরকে বলতেন, তোমরা ওই লোকদেরকে সালাম দাওনা কেন যারা তোমাদের সালামের উত্তর দেয় ? বর্ণিত আছে যে, আবূ সাঈদ (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এবং উম্মু সালামা (রা) শহীদদের কবর যিয়ারত করতেন।

ইব্‌ন আবুদ্ দুনিয়া বলেছেন; ইবরাহীম - - - - আত্তাফ ইব্‌ন খালিদ বলেছেন যে, আমার খালা আমাকে বলেছেন যে, একদিন আমি সওয়ারীতে চড়ে শহীদদের কবরের নিকট উপস্থিত হই। অবশ্য তিনি নিয়মিত যিয়ারতে যেতেন। বস্তুত: ওই যাত্রায় তিনি হযরত হামযা (রা)-এর কবরের নিকট গেলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যা চাইলেন আমি সেই পরিমাণ দু'আ দরূদ পাঠ করলাম। ওই ময়দানে আমার ঘোড়ার লাগাম ধারণকারী বালকটি ছাড়া কোন লোক ছিলনা। দু'আ শেষে আমি হাত তুলে বললাম السلام عليكم। বর্ণনাকারী বললেন, আমি সালামের উত্তর শুনলাম। মাটির নীচ থেকে ওই উত্তর আসছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করেছেন তা যেমন আমার নিকট সুস্পষ্ট, ওই সালামটিও আমার নিকট তেমনি সুপরিচিত। ওই সালাম আমার নিকট রাত-দিনের ন্যায় সুস্পষ্ট। ওই সালাম শুনে আমার শরীরের লোমগুলো শিহরিত হয়ে উঠে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, উহুদ দিবসে তোমাদের ভাইগণ যখন শহীদ হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহগুলোকে সবুজ পাখীর পেটে স্থান করে দেন। ওই রূহগুলো ইচ্ছামত বেহেশতের ঝর্ণাগুলোতে অবতরণ করে, বেহেশতের ফল আহার করে এবং আরশের ছায়ায় স্থাপিত স্বর্ণের ঝুলন্ত ফানুসে ফিরে আসে। পবিত্র ও উন্নত খাদ্য-পানীয় ও বিশ্রামস্থল দেখে তারা বলেছিল, আমাদের এই শান-শওকত ও নি'আমত প্রাপ্তির কথা আমাদের ভাইদেরকে জানিয়ে দিবে কে ? কে ওদেরকে বলে দেবে যে, আমরা জীবিত আছি এবং জান্নাতে রিয্‌ক প্রাপ্ত হচ্ছি ? যাতে তারা যুদ্ধ থেকে না পালায় এবং জিহাদে অলসতা না করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমিই তোমাদের পক্ষ থেকে এই বার্তা ওদের নিকট পৌঁছিয়ে দেব। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করোনা। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। (৩-আলে-ইমরান ঃ ১৬৯)।

ইমাম মুসলিম ও বায়হাকী (র) উভয়ে আবূ মু'আবিয়া - - - - মাস্রূক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে আমি- وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, আমি এই বিষয়ে নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি বলেছেন, ওদের রূহ থাকবে সবুজ পাখীর পেটে, জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা তারা সেখানে ভ্রমণ করতে পারবে তারপর আরশের সাথে ঝুলানো ফানুসে এসে আশ্রয় নেবে। এমনি এক অবস্থায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ওদের দিকে মনোনিবেশ করবেন। তিনি বলবেন, তোমাদের যা কামনা বাসনা তা আমার নিকট চাও। ওরা বলবেন, হে প্রভু! আমাদের চাওয়ার তো কিছু নেই। আপনার দয়ায় আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা যেতে পারছি। আল্লাহ্ তা'আলা তিনবার তাদেরকে এরূপ বলবেন। তারা যখন দেখবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বার বার বলছেন, তখন তারা বলবে, হে প্রভু! আমরা চাই যে, আপনি আমাদের দেহে রূহ পুনস্থাপন করে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমরা পুনরায় আপনার পথে শহীদ হতে পারি, আল্লাহ্ তা'আলা যখন দেখবেন যে, তারা শুধু এটাই চাচ্ছে তখন তিনি তাঁদেরকে তাঁদের অবস্থায় রেখে দেবেন।

উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের সংখ্যা

মূসা ইব্ন উকবা বলেন, উহুদ যুদ্ধে মুহাজির ও আনসার মিলিয়ে মোট ৪৯ জন শহীদ হন। সহীহ্ বুখারীতে হযরত বারা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছে আছে যে, সেদিন ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হযরত আনাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে কাতাদা (র) বলেন যে, উহুদ যুদ্ধে আনসারগণের সত্তর জন, বি'র-ই-মাউনার ঘটনায় আনসারগণের সত্তর জন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে আনসারগণের সত্তর জন শহীদ হয়েছিলেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন উহুদ যুদ্ধে, বি'র-ই-মাউনার ঘটনায়, মাওতার যুদ্ধে এবং ইয়ামামার যুদ্ধে প্রতিবেশী প্রায় সত্তরজন করে আনসার সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন।

মালিক - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব থেকে বর্ণনা করেন যে, উহুদ যুদ্ধে এবং ইয়ামামার যুদ্ধে সত্তর জন করে আনসারী শহীদ হয়েছেন। আবূ উবায়দ এর নেতৃত্বে পরিচালিত সেতুর যুদ্ধের দিনেও সত্তর জন আনসারী শহীদ হয়েছিলেন। ইকরিমা, উরওয়া, যুহরী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক উহুদের শহীদগণের সংখ্যা সম্পর্কে এরূপই বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী তাঁদের বক্তব্য সমর্থন করে ঃ اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا। কী ব্যাপার ! যখন তোমাদের উপর মুসিবত এল তখন তোমরা বললে, এটি কোত্থেকে এল ? অথচ তোমরা তো ওদের উপর দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। (৩- আলে-ইমরান ঃ ১৬৫)।

এখানে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণিত যে, উহুদ দিবসে আনসারগণের মধ্য থেকে ৬৫ জন শহীদ হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এখানে আনসারগণের মধ্য থেকে "শব্দ না হয়ে" মুসলমানদের মধ্য থেকে

হবে। কারণ, পরবর্তীতে তিনি বলেছেন যে, ৬৫ জনের মধ্যে ৪ জন মুহাজির আর অবশিষ্টগণ আনসার ছিলেন। মুহাজির চারজন হলেন– হামযা (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ (রা), মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা) এবং শাম্মাস ইব্ন উছমান (রা)। গোত্রপরিচয়সহ তিনি আনসারী শহীদগণের নামও উল্লেখ করেছেন।

ইব্ন হিশাম শহীদগণের সংখ্যা আরো ৫ জন বাড়িয়ে বলেছেন। ফলে তাঁর বক্তব্যানুসারে শহীদ সংখ্যা মোট ৭০। ওই যুদ্ধে যে সকল মুশরিক নিহত হয়েছিল ইব্ন ইসহাক তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। ওদের সংখ্যা ছিল বাইশ। উরওয়া বলেন, উহুদ যুদ্ধের শহীদের সংখ্যা ৪৪ কিংবা ৪৭। মূসা ইব্ন উকবা বলেন, মুসলমান শহীদের সংখ্যা ৪৯ জন আর কাফির নিহত হয়েছিল ১৬ জন। উরওয়া (র)-এর মতে নিহত কাফিরের সংখ্যা ১৯।

ইব্ন ইসহাক বলেছেন, সেদিন কাফিরদের বাইশ জন নিহত হয়েছিল। শাফিঈ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনাকারী রবী' (র) বলেন যে, সেদিন শুধু একজন মুশরিক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। তার নাম আবূ আয্যা জুমাহী। সে বদর যুদ্ধেও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। তখন দয়া পরবশ হয়ে কোন মুক্তিপণ ছাড়াই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তবে শর্ত ছিল যে, সে কোনদিন, আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। শর্তভঙ্গ করে সে উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এদিন বন্দী হবার পর সে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ! আমার কন্যা সন্তানদের খাতিরে আমার প্রতি দয়া করুন। আমি অঙ্গীকার করছি যে, আর কোনদিন আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমাকে আর ছাড়ব না। তোমাকে এই সুযোগ দেবনা যে, তুমি মক্কায় গিয়ে দু পাঁজরে হাত বুলাবে আর বলবে "আমি দু' দুবার মুহাম্মাদকে ঠকিয়েছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল। কেউ কেউ বলেন যে, ওই দিনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ ঈমানদার মানুষ এক গর্ত থেকে দুবার দংশিত হয় না।

ইব্ন ইসহাক বলেন, উহুদ যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার পথে ফিরতি যাত্রা করলেন। পথে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় হামনা বিন্ত জাহাশের। লোকজন তাঁকে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শের শহীদ হওয়ার সংবাদ জানায়। তিনি ইন্না লিল্লাহ্ - - - - পাঠ করেন। এবং আপন ভাইয়ের জন্যে মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করেন। এরপর তাঁর মামা হামযা (রা)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ তাঁকে জানানো হয়। তিনি "ইন্না লিল্লাহ্ - - - - পাঠ করে তাঁর জন্যেও মাগফিরাতের দু'আ করলেন। এরপর তাঁকে তাঁর স্বামী মুস'আব ইব্ন উমায়রের (রা) শাহাদাত সংবাদ জানানো হল। এটি শুনে তিনি চীৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। এবং আহাজারি করতে থাকেন। ভাই ও মামার মৃত্যু সংবাদে মোটামুটি স্থিরতা এবং স্বামীর মৃত্যু সংবাদে তার চীৎকার ও আহাজারি দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ اِنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ مِنْهَا لَبِمَكَانٍ স্ত্রীর নিকট আপন স্বামীর গুরুত্ব অবশ্যই অত্যধিক।

ইব্ন মাজা উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্য়া - - - - হামনা বিন্ত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে বলা হয়েছিল তোমার ভাই শহীদ হয়েছেন, তিনি বলেছেন, رَحِمَهُ اللّٰهُ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করুন, আমরা আল্লাহ্রই মালিকানাধীন এবং তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর লোকজন তাঁকে বলেছিল

"তোমার স্বামী শহীদ হয়েছেন।" তখন তিনি আহাজারি করে বলেছিলেন, হায় কপাল! এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, স্ত্রীর নিকট আপন স্বামীর এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে যা অন্য কিছুর জন্যেই নেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল ওয়াহিদ - - - - সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বানূ দীনার গোত্রের এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলার স্বামী, ভাই ও পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে যুদ্ধ করতে করতে উহুদ ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন। ওদের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে শোনানোর পর তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেমন আছেন ? লোকজন বলল, হে অমুকের মা! আপনি যেমন কামনা করেছেন, আল্‌হামদু লিল্লাহ্ তিনি ভাল আছেন। তিনি বললেন, তাঁকে একটু দেখান, আমি তাঁকে এক নজর দেখে নিই! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইশারা করে তাঁকে দেখানো হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখে তিনি বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! كل مصيبة بعدك جلل আপনাকে সুস্থ দেখার পর সকল বিপদ আমার নিকট তুচ্ছ। ইব্ন হিশাম বলেন, جَلَل শব্দটি কম এবং বেশী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে শব্দটি 'কম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কবি ইমরা-উল কায়স বলেছেন ঃ

لَقَتْلُ بَنِى اَسَدٍ رَبَّهُمْ - اَلاَ كُلُّ شَئٍ خَلاَه جَلَلُ

বানূ আসাদ গোত্র তাদের রাজাকে হত্যা করেছে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। ওই রাজা ব্যতীত সব কিছুই গৌণ ও তুচ্ছ। এখানে جَلَل শব্দটি তুচ্ছ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় পৌঁছে তাঁর তরবারিটি ফাতেমা (রা)-এর হাতে সমর্পণ করলেন। তিনি বললেন, মা রে! তরবারির রক্তগুলো ধুয়ে ফেল, এটি আজ আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। হযরত আলী (রা) তাঁর তরবারিটি ফাতিমা (রা)-কে দিয়ে বললেন, রক্ত ধুয়ে ফেল, এটি আজ সত্যিই আমাকে সহযোগিতা করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আলী! আজ তুমি পূর্ণ যুদ্ধ করেছ বটে; তবে তোমার সাথী হয়ে সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ এবং আবূ দুজানাও পুরো মাত্রায় যুদ্ধ করেছেন।

মূসা ইব্ন উকবা অন্যত্র বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-এর রক্ত মাখা তরবারি দেখে বলেছিলেন, "আজ তুমি যুদ্ধের মত যুদ্ধ করেছ বটে, তবে আসিম ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবুল আফলাহ্, হারিছ ইব্ন সাম্মাহ্ ও সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফও খুব ভাল যুদ্ধ করেছে।

বায়হাকী (রা) বলেন, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ দিবসে হযরত আলী (রা) তাঁর তরবারি নিয়ে ফিরে এলেন, তরবারিটি বেঁকে গিয়েছিল। তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-কে বললেন, প্রশংসা যোগ্য এই তরবারিটি নাও, এটি আমাকে পরিতুষ্ট করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আজ তুমি তোমার তরবারি দ্বারা খুবই ভাল আঘাত করেছ বটে, তবে সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ, আবূ দুজানা, আসিম ইব্ন ছাবিত এবং হারিছ ইব্ন সাম্মাহ্ প্রমুখও ভাল লড়েছেন।

ইব্ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই তরবারিটির নাম ছিল যুলফিকার। তিনি আরো বলেন, কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আবূ নাজীহ সূত্রে যে, সেদিন জনৈক ঘোষক উহুদ

ময়দানে ঘোষণা দিয়েছিল যে, যুলফিকার ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন তরবারি নেই। ইব্ন ইসহাক বলেন, কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেছিলেন "আল্লাহ্ আমাদেরকে পূর্ণ বিজয় দানের পূর্বে মুশরিকগণ আমাদের আর এরূপ ক্ষতি করতে পারবে না।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বানূ আব্দ আশহাল গোত্রের পাশ দিয়ে গেলেন। উক্ত গোত্রের নিহত লোকদের শোকে অন্দর মহলে কান্নাকাটির শব্দ পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো, তিনি বললেন, "তবে হামযা (রা)-এর জন্যে কান্নাকাটি করার কেউ নেই। তার জন্যে শোক প্রকাশ করার, কান্নাকাটি করার কেউ নেই। সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুজায়র বানূ আব্দে আশ্হাল গোত্রের নিকট গিয়ে ওদের মহিলাদেরকে হযরত হামযা (রা)-এর জন্যে শোক প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন। হাকীম ইব্ন হাকীম - - - - বানূ আবদুল আশহাল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, হযরত হামযা (রা)-এর শোকে ওই মহিলাদের আহাজারি ও কান্নাকাটি শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁরা ছিলেন মসজিদ-ই-নববীর সম্মুখে। তিনি বলেন, এবার তোমরা ফিরে যাও! মহান আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় হোন! তোমরা তো নিজেরা এসে সহানুভূতি প্রকাশ করলে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত ব্যক্তির জন্যে বিলাপ ও চীৎকার করে কান্নাকাটি নিষিদ্ধ করেছেন, ইব্ন হিশামও এরূপ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার এই অংশটুকু বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত, তবে এটি মুরসাল পদ্ধতিতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) এই হাদীছটি পূর্ণ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, যায়দ ইব্ন হুবাব - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ প্রান্তর থেকে মদীনার দিকে এলেন। তখন নিজ নিজ স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে শহীদগণের স্ত্রীগণ কান্নাকাটি ও শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হায়! হামযার (রা) জন্যে কান্নার কেউ নেই। এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে তাঁকে সজাগ করা হল। তখনও মহিলাগণ কাঁদছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনে বললেন, এখন তো দেখছি ওরা হামযা (রা)-এর জন্যে কাঁদছে। এই বর্ণনাটি ইমাম মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। এ প্রসংগে ইব্ন মাজা (র) হারূন ইব্ন সাঈদ - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বানূ আবদুল আশহাল গোত্রের মহিলাদের নিকট গেলেন। তখন তারা উহুদ যুদ্ধে নিহত তাদের আত্মীয়দের শোকে কান্নাকাটি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হায়! হামযার (রা) জন্যে কান্নাকাটি করার কেউ নেই। এরপর আনসারী মহিলাগণ এসে হযরত হামযার জন্যে শোক প্রকাশ করে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। এবার তিনি বললেন, দুঃখ এই মহিলাদের জন্যে যাওয়ার পর এরা এখন ফিরে এল কেন ? ওরা যেন চলে যায় এবং আজ থেকে কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে কান্নাকাটি না করে।

মূসা ইব্ন উকবা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার গলিপথে প্রবেশের পর শুনতে পেলেন যে, ঘরে ঘরে মহল্লায় মহল্লায় কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী ? লোকজন বলল, এঁরা আনসারী মহিলা। তাঁদের ঘনিষ্ঠ লোকদের শহীদ হওয়ার কারণে তাঁরা

কান্নাকাটি করছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কিন্তু হামযার জন্যে কোন ক্রন্দনকারী নেই। তিনি হামযা (রা)-এর জন্যে ইস্‌তিগফারও করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বক্তব্য শুনেছিলেন হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয, সা'দ ইব্‌ন উবাদা, মু'আয ইব্‌ন জাবাল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একথা শুনে তাঁরা নিজেদের মহল্লায় যান এবং মদীনার সকল ক্রন্দনকারী মহিলাকে একত্রিত করেন। তাঁরা মহিলাদেরকে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামযা (রা)-এর জন্যে না কেঁদে তোমরা কোন শহীদের জন্যে কাঁদবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, মদীনায় হামযার জন্যে কাঁদার কেউ নেই। ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, ক্রন্দনকারী মহিলাদেরকে একত্রিত করেছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা। হযরত হামযা (রা)-এর জন্যে যখন মহিলাগণ কান্নাকাটি করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ব্যাপার কী ? আনসারগণ তাদের মহিলাদেরকে একত্রিত করেছেন বলে তাঁকে জানানো হল। তিনি আনসারদের জন্যে ইসতিগফার করলেন এবং তাঁদের প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি মূলত কথাটি এ উদ্দেশ্যে বলিনি, আর আমি এরূপ কান্নাকাটি পসন্দ করি না। বস্তুত তিনি এরূপ কান্নাকাটি নিষিদ্ধ করে দিলেন। ইব্‌ন লাহ্‌ইয়াহ্ আবুল আসওয়াদ সূত্রে উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মূসা ইব্‌ন উকবা বলেন, মুসলমানদের কান্নাকাটি ও শোক প্রকাশের এ সময়ে মুনাফিকরা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা মুসলমানদের দুঃখ ও হতাশা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে জোর প্রচেষ্টা চালায়। এ সময়ে ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতা প্রকাশ্য রূপ নেয়। মুনাফিকদের অপপ্রচার ও উত্তেজনা সৃষ্টির ফলে মদীনা ফুটন্ত কড়াইয়ের ন্যায় টগবগ করতে থাকে। ইয়াহূদীরা বলছিল যে, মুহাম্মাদ যদি নবী হতেন তবে শত্রুপক্ষ তার উপর জয়ী হতে পারতনা এবং তিনি এভাবে যখমপ্রাপ্ত ও বিপদগ্রস্ত হতেন না। বরং তিনি ক্ষমতালোভী (নাউযুবিল্লাহ্)। সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। মুনাফিকরা ইয়াহূদীদের মত উস্কানিমূলক প্রচারণা চালাচ্ছিল। তারা মুসলমানদেরকে বলতে লাগল যে, তোমরা যদি আমাদের অনুসরণ করে ফিরে আসতে তবে এই বিপদের সম্মুখীন হতেনা। এ প্রেক্ষাপটে অনুগত মুসলমানদের আনুগত্যের প্রশংসা, মুনাফিকদের অপকর্মের বিবরণ এবং শহীদ মুসলমানদের প্রতি সান্তনা স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ স্মরণ করুন ! যখন আপনি আপনার পরিজনবর্গের নিকট থেকে প্রত্যুষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্যে মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (৩- আলে-ইমরান ঃ ১২১)। তাফসীর গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আহত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবাগণের আবূ সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবন

উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা এবং সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের বিবরণ

দেয়ার পর মূসা ইব্ন উকবা বলেন যে, মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলল, আমি তো ওদের নিকট যাত্রা বিরতি করেছিলাম। আমি ওদেরকে শুনেছি যে, তারা একে অন্যকে দোষারোপ করছে এবং বলছে যে, তোমরা কিছুই করতে পারলে না। শত্রু-পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে নাগালে পেয়েও তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিলে ওদেরকে নির্মূল করলে না! ওদের নেতারা তো জীবিত রয়েছে। ওরা আবার তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে। এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে শত্রুর খোঁজে বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখনও সাহাবীগণ আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। তিনি আরো বললেন যে, যারা উহুদ ময়দানে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে শুধু তারাই ওই অভিযানে অংশ নিতে পারবে। মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলল, আমি আপনার সাথে যাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না, তা হবে না। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পেয়ে যখম ও আঘাত নিয়েই শত্রু অভিমুখে যাত্রা করলেন, এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন : اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ "যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকার্য করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্যে রয়েছে মহা পুরস্কার, (৩-আলে-ইমরান : ১৭২)।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত জাবির (রা)-এর পিতা তাঁর কন্যাদের দেখা শোনার জন্যে জাবির (রা)-কে মদীনায় থাকতে বলেছিলেন শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে যুদ্ধে না গিয়ে মদীনায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে শত্রুর পিছু ধাওয়া করে হামরা উল আসাদ নামকস্থান পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। ইব্ন লাহ্য়া'আ আবূ আসওয়াদ সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক তাঁর মাগাযী গ্রন্থে বলেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিনটি ছিল শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ শনিবার। পরের দিন, শাওয়ালের ১৬ তারিখ রবিবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে এক ঘোষক শত্রুপক্ষের পিছু ধাওয়া করার ঘোষণা দিল। এবং ঘোষক এই ঘোষণাও দিল যে, যারা গতকালের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আজ শুধু তারাই এ অভিযানে অংশ নিতে পারবেন। হযরত জাবির (রা) তাঁর ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করায় তিনি তাঁকে যাত্রার অনুমতি দিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই অভিযানে বের হয়েছিলেন মূলতঃ শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার করার জন্যে এবং এটা বুঝানোর জন্যে যে, এত আঘাতের পরও মুসলমানগণ দুর্বল ও হতোদ্যম হননি। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন ছাবিত বর্ণনা করেছেন, আইশা বিন্ত উছমান এর আযাদকৃত দাস আবূ ছাইব থেকে যে, বনী আব্দ আশহাল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, আমি এবং আমার এক ভাই দু'জনে উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আহত অবস্থায় আমরা ফিরে আসি। এরপর শত্রুর পিছু ধাওয়ার জন্যে যখন রাসূলুল্লাহ্

(সা) পুনরায় আহ্বান জানালেন তখন আমি আমার ভাইকে বললাম, সেও আমাকে বলল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে আরেকটি যুদ্ধ করা থেকে আমরা কি বঞ্চিত হব ? আল্লাহ্র কসম! আমাদের নিকট কোন সওয়ারী নেই যাতে চড়ে যুদ্ধে যাব, তদুপরি আমরা দুজনেই এখন আহত। তবু আমরা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অভিযানে বের হলাম। ভাইয়ের চেয়ে আমার আঘাত কিছুটা কম ছিল। হেঁটে হেঁটে ভাইটি একেবারেই অচল হয়ে গেলে আমি কিছুক্ষণ তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতাম। আবার কিছুক্ষণ সে পায়ে হেঁটে যেত। এভাবে মুসলমানগণ যেখানে গিয়ে থামলেন, আমরাও সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভিযানে বের হলেন এবং হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। সেটি ছিল মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। তিনি সোম, মঙ্গল ও বুধবার সেখানে অবস্থান করলেন। এরপর মদীনায় ফিরে এলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন, ওই অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার শাসনভার ন্যস্ত করেছিলেন ইব্ন উম্মি মাকতূমের হাতে। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বলেছেন, যে, তিহামা অঞ্চলের খুযায়মা গোত্রের লোকজন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিল। তিহামার কোন কিছুই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে গোপন রাখত না, খুযা'আ গোত্রের মা'বাদ ইব্ন আবূ মা'বাদ জুহানী নামক এক ব্যক্তি তখনও মুশরিক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামরা-উল আসাদ এ অবস্থান করার সময় সে ওখানে গিয়েছিল। সে সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথিগণ সহ আপনারা যেভাবে আহত ও বিপদগ্রস্ত হয়েছেন তাতে আমরা মর্মাহত। আল্লাহ্ আপনাদেরকে নিরাপদ রাখুন আমরা তা কামনা করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলাপ শেষ করে সে পথে বের হল হামরা উল আসাদ ছেড়ে যাবার উদ্দেশ্যে। রাওহা নামক স্থানে তার সাথে আবূ সুফিয়ান এবং তার সেনাবাহিনীর সাক্ষাত হয়। তারা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণকে পুনঃ আক্রমণ করার জন্যেও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল যে, মুহাম্মাদের গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় সাথীদেরকে আমরা নাগালের মধ্যে পেয়েও সমূলে উৎখাত করলাম না। তাদেরকে রেখে ফিরে এলাম এ কেমন হল ? ওদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট আছে আমরা পুনরায় তাদেরকে আক্রমণ করব এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে এ আপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করব। মা'বাদকে দেখে আবূ সুফিয়ান বলল, হে মা'বাদ, তোমার ছেড়ে আসা পথের অবস্থা কেমন ? সে বলল, আমি দেখে এলাম মুহাম্মাদকে। তিনি বিশাল এক বাহিনী নিয়ে আপনাদেরকে ধাওয়া করার জন্যে এগিয়ে আসছেন। তাঁর সাথে এত বিশাল বাহিনী ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। অগ্নি রূপ ধারণ করে এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় টান টান উত্তেজনা নিয়ে তারা আপনাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। উহুদ ময়দানে আসার পথে যারা ফিরে গিয়েছিল তারাও কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যোগ দিয়েছে। আপনাদের প্রতি তারা এত ক্ষ্যাপা ও ক্ষুব্ধ যা আমি কোন দিন দেখিনি। আবূ সুফিয়ান বলল, হায়, এ তুমি কী বলছ ? মা'বাদ বলল, আল্লাহ্র কসম, আমি একথা বলছি যে, আপনি যদি সম্মুখে অগ্রসর হন তবে অসংখ্য তাদের ঘোড়ার উঁচু উঁচু মাথা দেখতে পাবেন। আবূ সুফিয়ান বলল, আমরা প্রস্তুত হয়েছিলাম তাদেরকে নির্মূল করার জন্যে তাদের উপর পুনঃআক্রমণ করার জন্যে।

মা'বাদ বলল, আমি আপনাকে ওই কাজ থেকে বারণ করছি। সে আরো বলল যে, মুসলমানদের সমবেত বাহিনী দেখে আমি কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেছি। আবূ সুফিয়ান বলল, ওই পংক্তিগুলোতে তুমি কী বলেছ ? মা'বাদ বলল, তা এই ঃ

كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الْأَصْوَاتِ رَاحِلَتِىْ – اِذْ سَالَتِ الْاَرْضُ بِالْجُرْدِ الْاَبَابِيْلِ

ওদের প্রচণ্ড শব্দে আমার সওয়ারী ধরাশায়ী হবার উপক্রম হয়েছিল। যখন দেখা গেল যে, ওদের অসংখ্য অশ্বের পদচারণায় ভূমিতে অশ্বের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে।

تُرْدِىْ بِأُسْدٍ كِرَامٍ لاَ تَنَابِلَةٍ – عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلاَ مِيْلٍ مَحَازِيْلَ

ওরা হামলা করে সাহসী সিংহের ন্যায়। শত্রুর মুখোমুখি হলে দুর্বলও হয় না কোন দিকে পাশ কাটিয়েও যায় না।

فَظَلْتُ عَدْوًا اَظُنُّ الْاَرْضَ مَائِلَةً – لَمَّا سَمَوْا بِرَئِيْسٍ غَيْرِ مَخْذُوْلٍ

আমি তো দৌড়ে পালিয়ে এলাম। মনে হল পৃথিবীটা কাত হয়ে গিয়েছে। যখন তারা বরেণ্য এক নেতার পেছন পেছন চলছিল।

فَقُلْتُ وَيْلَ ابْنِ حَرْبٍ مِنْ لِقَائِكُمْ – اِذَا تَغَطْمَطَتِ الْبَطْحَاءُ بِالْجِيْلِ

আমি বললাম, তোমাদের মুখোমুখি হলে সুফিয়ান ইব্‌ন হারবের ধ্বংস অনিবার্য। যখন সাহসী সন্তানদের পদভাবে, পৃথিবী টালমাটাল।

اِنِّىْ نَذِيْرٌ لِاَهْلِ الْبَسْلِ ضَاحِيَةً – لِكُلِّ ذِىْ اِرْبَةٍ مِّنْهُمْ وَ مَعْقُوْلٍ

আজকের এই পূর্বাহ্নে আমি আরবের সাহসী লোকদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, আমি সতর্ক করে দিচ্ছি তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন তাদেরকে।

مِنْ جَيْشِ اَحْمَدَ لاَ وَحْشٍ قَنَابِلُهُ – وَلَيْسَ يُوْصَفُ مَا اَنْذَرْتُ بِالْقِيْلِ

আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আহমদ (সা)-এর সেনাদল সম্পর্কে, যার অস্ত্র শস্ত্র ভোঁতা নয়। আমি যে বিষয়ে সতর্ক করেছি তা কোন গাল গল্প বলা চলে না।

বর্ণনাকারী বলেন, মা'বাদের এই বর্ণনা আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদেরকে অগ্রসর হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে দিল। তার পাশ দিয়ে আবদুল কায়স গোত্রের কতক পথিক যাচ্ছিল। সে বলল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ? ওরা বলল, মদীনায় যাচ্ছি। সে জিজ্ঞেস করল কী উদ্দেশ্যে ? তারা বলল, খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সে বলল, তোমরা কি আমাদের একটি সংবাদ মুহাম্মাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারবে ? বিনিময়ে আমরা পরের দিন উকায মেলায় তোমাদের উটদেরকে প্রচুর শুকনা আঙ্গুর খেতে দেব। ওরা বলল, হাঁ, পারব। সে বলল, তবে এই সংবাদটি মুহাম্মাদ (সা)-কে পৌঁছাবে যে, আমরা তাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। তাদের যে কয়জন অবশিষ্ট আছে সকলকে আমরা সমূলে ধ্বংস করবো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামরা-উল আসাদে অবস্থান করছিলেন। পথিকগণ তাঁর নিকট আসে এবং আবূ সুফিয়ানের বার্তাটি তাঁকে পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ

الْوَكِيلُ। -আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক।" হাসান বসরী (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন আহমদ ইব্ন ইউনুস - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করে যে, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ কথাটি হযরত ইব্রাহীম (আ) বলেছিলেন যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মাদ (সা) এ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন যখন তাঁকে বলা হয়েছিল যে, শত্রুপক্ষ আপনাদের বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছে ওদেরকে ভয় করুন ! বস্তুতঃ এই বক্তব্য সাহাবীগণের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। তাঁরা বলেছিলেন حَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ এই বর্ণনা ইমাম বুখারী একাই উদ্ধৃত করেছেন।

ইমাম বুখারী (রা) বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম - - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ - -"যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে। (৩- আলে-ইমরান ঃ ১৭২)। আয়াত প্রসংগে তিনি উরওয়া (র)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ভাগ্নে! তোমার পূর্ব পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জন উল্লিখিত দলে ছিলেন। সে দু'জন হলেন যুবায়র (রা) ও আবূ বকর (রা)। উহুদ দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহত হলেন। মুশরিকগণ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশংকা করলেন যে, ওরা হয়ত ফিরে এসে পুনরায় আক্রমণ করতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করার জন্যে অভিযানে কে কে বের হবে ? ৭০ জন সাহাবী তাঁর সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবূ বকর (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা) ও ছিলেন। বুখারী হাদীছটি এভাবেই উদ্ধৃত করেছেন। মুসলিম (র) হিশাম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন সংক্ষিপ্ত আকারে। সাঈদ ইব্ন মনসূর এবং আবূ বকর হুমায়দী প্রমুখ সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মাজা (র) ও হাকিম (র) হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম এ বর্ণনা সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন যে, এটি সহীহ্ কিন্তু বুখারী ও মুসলিম এটি উদ্ধৃত করেননি। এ সনদটি একান্তই বিরল। মাগাযী বিশেষজ্ঞগণের প্রসিদ্ধ বর্ণনা আছে যে, "হামরা-উল আসাদ" অভিযানে উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সকলেই শরীক ছিলেন। সংখ্যায় তারা ছিলেন ৭০০ জন। ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ জন যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং অবশিষ্ট লোকজন হামরা-উল আসাদ অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন।

ইব্ন জারীর (র) আওফী সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিবসে আবূ সুফিয়ান যা করেছিল বার তারপরই আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। ফলে সে মক্কায় ফিরে যায়। উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল শাওয়াল মাসে। আরব ব্যবসায়িগণ প্রতি বছর যিলকাদ মাসে মদীনায় যেত এবং পথে বদর আস-সুগরা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করত। এবারও তারা উহুদ যুদ্ধের পর এ পথে আগমন করল। এই

যুদ্ধে মুসলমানগণ ভীষণ বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে পুনরায় নতুন অভিযানে বের হওয়ার আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, এখনি তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হবে এবং শত্রুদেরকে পরাজিত করে হজ্জ সম্পাদন করবে। অন্যথায় আগামী বছর ব্যতীত হজ্জ করা যাবে না, ইতোমধ্যে সেখানে শয়তান উপস্থিত হয় তার অনুসারীদেরকে সে নিহত হবার ভয় দেখাতে থাকে। সে বলে যে, শত্রুপক্ষ তোমাদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্য সমাবেশ করেছে। ফলে কতক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্মুখে অগ্রসর হতে অনীহা প্রকাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার সাথে যদি একজনও না যায়, তবু আমি একাই অগ্রসর হব। এরপর আবূ বকর (রা), উমর (রা), উছমান (রা), আলী (রা), তালহা (রা), যুবায়র (রা), সা'দ (রা), আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা), আবূ উবায়দা (রা), ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও হুযায়ফা (রা) সহ ৭০ জন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হল। তাঁরা আবূ সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবন করে। তাঁরা সাফরা নামক স্থানে এসে পৌছেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ .

এই আয়াতটি নাযিল হয়। এই বর্ণনাটি নিতান্ত গরীব পর্যায়ের।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবূ উবায়দা বলেছেন যে, উহুদ দিবসে আবূ সুফিয়ান যুদ্ধ শেষে ফিরে গিয়েছিল। তখনি পুনরায় মদীনায় আসার পরিকল্পনা করে সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া তাকে বলেছিল যে, তেমনটি করোনা। কারণ, মুসলমানগণ এখন ক্ষেপে আছে। আমার ভয় হচ্ছে যদি এ যাত্রায় তারা না পূর্বের চাইতে অধিক কার্যকর যুদ্ধ পরিচালনা করে, তোমরা বরং মক্কায় ফিরে যাও! ফলে তারা মক্কায় ফিরে গেল। হামরা-উল আসাদ গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাদের পুনঃ আক্রমণ প্রস্তুতির সংবাদ পেলেন তখন তিনি বললেন, একটি প্রকাণ্ড পাথর ওদের জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। ওরা যদি সে পথে অগ্রসর হত তবে ঐ পাথর চাপা পড়ে সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত।

ওই অভিযানে মদীনায় ফিরে আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মু'আবিয়া ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আবুল আ'স ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স-কে পাকড়াও করেন। সে ছিল আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নানা। আবদুল মালিকের মা ছিলেন মুআবিয়ার কন্যা আইশা। একই অভিযানে তিনি আবূ আয্‌যা জুমাহীকেও পাকড়াও করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আযযা জুমাহীকে বদর যুদ্ধে বন্দী করেছিলেন। তারপর দয়াবশত বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধে সে পুনরায় কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করতে আসে। এবার বন্দী হবার পর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমায় ক্ষমা করে দিন। তিনি বললেন, না, তা হবে না। মক্কায় ফিরে গিয়ে তুমি গালে হাত বুলিয়ে বলবে, আমি মুহাম্মাদ (সা)-কে দু দুবার ঠকিয়েছি, তোমাকে সে সুযোগ দেয়া হবে না। তিনি নির্দেশ দিয়ে বললেন, হে যুবায়র! ওর গর্দান উড়িয়ে দাও। যুবায়র (রা) তা কার্যকর করেন।

ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুসায়্যিব সূত্রে উদ্ধৃত বর্ণনায় যুবায়রের স্থলে আসিম ইব্‌ন ছাবিতের নাম রয়েছে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, হযরত উছমান (রা) মু'আবিয়া ইব্‌ন মুগীরার নিরাপত্তার দায়িত্ব

নিয়েছিলেন এই শর্তে যে, সে তিন দিনের বেশী মদীনায় থাকবে না। কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করে সে মদীনায় থেকে যায়। তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্ন হারিছাকে এবং আম্মার ইব্ন ইয়াসিরকে পাঠিয়ে বললেন, তোমরা অমুক স্থানে গিয়ে তাকে দেখতে পাবে। সেখানে তোমরা তাকে হত্যা করবে। তাঁরা দুজনে তাই করেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভিযান শেষে মদীনায় ফিরে গেলেন। যুহরী আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মদীনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। প্রতি জুমাবার সে ওখানে দাঁড়াত। তার ব্যক্তিত্ব এবং বংশ মর্যাদার দরুন সকলে তাকে সম্মান করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমাবারে খুতবা দেয়ার জন্যে বসলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াত এবং বলত, হে লোক সকল! এই যে, আপনাদের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। আপনারা তাঁকে সাহায্য ও সম্মান করবেন। তাঁর নির্দেশ পালন করবেন। এবং তাঁর আনুগত্য করবেন। এরপর সে বসে যেত। উহুদ দিবসে তার অপকর্মটি লোকজন ফেরার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে যখন মদীনায় ফিরে এলেন, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই জুমাবারে পূর্বের মত তার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিতে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ চারিদিক থেকে তার জামা কাপড় টেনে ধরেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র দুশমন ! তুমি বসে পড়, তুমি এই কাজের যোগ্য নও ! তুমি যে অপকর্ম করেছ তা তো করেছই। সে মানুষের ঘাড় টপকিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল এবং বলতে লাগল, আল্লাহ্র কসম, আমি যেন খারাপ কথা বলেছি, আমি তো দাঁড়িয়েছিলাম তার কাজ-কর্ম সমর্থন করতে, তাঁকে শক্তিশালী করতে। বেরিয়ে যাওয়ার পথে মসজিদের দরজায় কতক আনসারী সাহাবীর সাথে তার দেখা হয়। তারা বললেন, ব্যাপার কী ? কী হয়েছে ? সে বলল, আমি মুহাম্মাদের কাজ-কর্ম সমর্থনও তা শক্তিশালী করার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁর কতক সাহাবী এসে আমাকে টেনে নামিয়ে দিল এবং আমার সাথে কঠোর আচরণ করল। আমি যেন মন্দ কথা বলেছি, মূলত আমি দাঁড়িয়েছিলাম তাকে সমর্থন করতে, তাকে শক্তিশালী করতে। আনসারী সাহাবীগণ বললেন, সর্বনাশ, ফিরে চলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার জন্যে দু'আ করবেন। সে বলল, না, আমার জন্যে তিনি দু'আ করুন আমি তা চাইনা।

এরপর ইব্ন ইসহাক সূরা আলে ইমরানে উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কিত যে সব আয়াত রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ থেকে ৬০টি আয়াত উল্লেখ করেছেন (৩- আলে-ইমরান : ১২১-১৮০)।

ইব্ন ইসহাক এ আয়াতগুলো সম্পর্কে কিছু বক্তব্যও রেখেছেন। এ বিষয়ে আমরা তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহীদের জন্যে তাই যথেষ্ট। এরপর ইব্ন ইসহাক তাঁর নীতি অনুযায়ী উহুদের শহীদগণের নাম, পিতার নাম ও গোত্রের উল্লেখসহ পরিচয় ও সংখ্যা বর্ণনা করেছেন। এ প্রসংগে তিনি ৪ জন মুহাজির শহীদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন– হযরত হামযা (রা), মুসআব ইব্ন উমায়র (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ (র) ও শাম্মাস ইব্ন উসমান (রা)। তিনি এ প্রসংগে ৬১ জন আনসারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করে শহীদের সংখ্যা ৬৫ জন

পর্যন্ত পৌছান। ইব্‌ন হিশাম আরো ৫ জনের নাম যোগ করেছেন। ফলে ইব্‌ন হিশামের মতে শহীদ সাহাবীর সংখ্যা ছিল ৭০ জন। এরপর ইব্‌ন ইসহাক মুশরিকদের নিহতদের নাম উল্লেখ করেছেন। সংখ্যায় তারা ছিল বাইশ জন। তিনি ওদেরও গোত্র পরিচয় উল্লেখ করেছেন, আমি বলি, সেদিন আবূ আয্‌যা জুমাহী ছাড়া কোন মুশরিক বন্দী হয়নি। ইমাম শাফিঈ প্রমুখ তাই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যুবায়রকে মতান্তরে আসিম ইব্‌ন ছাবিতকে নির্দেশ দিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ এবং কাফিরদের উচ্চারিত পংক্তিমালা

এ প্রসংগে আমরা কাফিরদের কবিতাগুলোও উল্লেখ করব এজন্যে যে, তার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের দেয়া প্রত্যুত্তরমূলত কবিতাগুলো শুনতে ভাল লাগবে এবং বুঝতে সহজ হবে। উপরন্তু ওদের কবিতায় বর্ণিত অভিযোগসমূহের খণ্ডন নিশ্চিত হবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, উহুদ দিবসে যে সকল কাফির কবিতা আবৃত্তি করেছে তাদের একজন হল হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহব মাখযূমী। সে তখনো তার পিতৃবংশ কুরায়শী কাফিরদের ধর্মের অনুসারী। সে বলেছিল ঃ

مَا بَالُ هَمٍّ عُمَيْدٍ بَاتَ يَطْرُقُنِى - بَالْوُدِّ مِنْ هِنْدٍ اِذْ تَعْدُوْ عَوَادِيْهَا

গোত্রপতির কী হল যে, তিনি আমাকে রাতভর গাল-মন্দ করেছেন। হিন্দের সাথে আমার ভালবাসার কারণে।

بَاتَتْ تُعَاتِبُنِى هِنْدٌ وَ تَعْذِلُنِى - وَالْحَرْبُ قَدْ شَغَلَتْ عَنِّى مَوَالِيْهَا

অন্যদিকে হিন্দ ও আমাকে গালমন্দ করে রাত কাটিয়েছে। এবং সে আমাকে রাতভর ভর্ৎসনা করেছে। আর যুদ্ধ সে তো আমাকে সকল বন্ধুত্ব ও ভালবাসার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে।

مَهْلاً فَلاَ تَعْذِلِيْنِى اِنَّ مِنْ خُلُقِى - مَا قَدْ عَلِمْتِ وَمَا اَنْ لَسْتُ اُخْفِيْهَا

থাম, থাম হে হিনদ! তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করোনা। আমার চরিত্রের কথা তো তুমি জানই। আর আমার চরিত্রের কিছুই আমি গোপন রাখিনা।

مُسَاعِفٌ لِبَنِى كَعْبٍ بِمَا كُلِّفُوْا - حَمَّالُ عِبْءٍ وَّاَثْقَالِ اُعَانِيْهَا

আমি তো সহায়তাকারী পুরুষ বানূ কা'ব গোত্রের। তারা যে সমস্ত দায় ও বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছে সেগুলো পরিশোধ ও উত্তরণে আমি তো ওদেরকে সহযোগিতা করি।

وَقَدْ حَمَلْتُ سِلاَحِى فَوْقَ مُشْتَرِفٍ - سَاطٍ سَبُوْحٍ اِذَا يَجْرِى يُبَارِيْهَا

আমার অস্ত্রশস্ত্র আমি বোঝাই করেছি একটি বৃহদাকার ঘোড়ার পিঠে। আমার ঘোড়াটি দীর্ঘ পদক্ষেপকারী দ্রুতগামী, যখন সে চলতে শুরু করে তখন সেটি যেন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ঘোড়া।

كَاَنَّهُ اِذْ جَرَى عَيْرٌ بِفَدْفَدَةٍ - مُكَدَّمٌ - لاَحِقٌ بِالْعُوْنِ يَحْمِيْهَا

সেটি যখন চলতে শুরু করে তখন সেটিকে মনে হয় দুর্গম পথ অতিক্রমকারী কাফেলা। সেটি যেন প্রচণ্ড বেগে ধাবমান ঘোড়া, যেটি তার সাহায্যকারী কাফেলার সাথে মিলিত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়।

مِنْ اٰلِ اَعْوَجَ يَرْتَاحُ النَّدٰى لَهُ – كَجِذْعِ شَعْرَاءَ مُسْتَعْلٍ مَرَاقِيْهَا

এটি উৎকৃষ্ট প্রজাতি আওয়াজ প্রজাতির ঘোড়া, এটি যখন হনহন করে ছুটতে থাকে তখন তার কণ্ঠ থেকে মিষ্টি মধুর শব্দ বের হয়। এটি ঘন পত্র-পল্লব বিশিষ্ট শা'রা বৃক্ষের ডালের ন্যায়। কেশরগুলো উঁচু উঁচু ও ঝরঝরে।

اَعْدَدْتُهُ وَرِقَاقَ الْحَدِّ مُنْتَخِلاً – وَمَارِنًا لِخُطُوْبٍ قَدْ اُلاَقِيْهَا

আমি প্রস্তুত রেখেছি এই ঘোড়া, সুতীক্ষ্ণ দুধারী তলোয়ার এবং শক্ত-মজবুত বর্শা বিপদ মুকাবিলার জন্যে যদি আমি কোন বিপদের সম্মুখীন হই।

هٰذَا وَبَيْضَاءُ مِثْلَ النِّهْيِ مُحْكَمَةٌ – لَظَّتْ عَلَيَّ فَمَا تَبْدُوْ مَسَاوِيْهَا

এটি এবং সংরক্ষিত কঠিন মাটির ন্যায় মযবুত সফেদ তরবারি এগুলো আমাকে সাহস যুগিয়েছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল। এগুলোর সমকক্ষ আমি কিছুই দেখিনি।

سُقْنَا كِنَانَةَ مِنْ اَطْرَافِ ذِيْ يَمَنٍ – عَرَضَ الْبِلاَدِ عَلٰى مَا كَانَ يُزْجِيْهَا

আমরা ইয়ামানের প্রান্ত থেকে বনূ কিনানা শহর অতিক্রম করছিলাম।

قَالَتْ كِنَانَةُ اَنّٰى تَذْهَبُوْنَ بِنَا – قُلْنَا – اَلنَّخِيْلَ فَامُّوْهَا وَمَنْ فِيْهَا

কিনানা গোত্রের লোকজন বলল, আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? আমরা বললাম, তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি খেজুর বীথির দেশে। সুতরাং তোমরা ওই দেশ ও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা কর।

نَحْنُ الْفَوَارِسُ يَوْمَ الْجَرِّ مِنْ اُحُدٍ – هَابَتْ مَعَدٌّ فَقُلْنَا نَحْنُ نَاْتِيْهَا

আমরা অশ্বারোহী যোদ্ধা, আজকের উহুদ যুদ্ধের দিনে। যুদ্ধের জন্যে সা'দ গোত্র উড়ে এসেছে। আমরা বললাম আমরাও আসছি।

هَابُوْا ضِرَابًا وَطَعْنًا صَادِقًا خَذِمًا – مِمَّا يَرَوْنَ وَ قَدْ ضُمَّتْ قَوَاصِيْهَا

ওরা দ্রুতবেগে ছুটে এসেছে। ওদের মধ্যে আছে তরবারি পরিচালনায় দক্ষ যোদ্ধা, প্রতিপক্ষকে কেটে টুকরো টুকরো করতে পারে এমন বর্শা নিক্ষেপকারী, ওদের পথের দূরত্ব যেন হ্রাস করে দেয়া হয়েছে।

ثَمَّتَ رُحْنَا كَاَنَّا عَارِضٌ بَرِدٌ – وَقَامَ هَامُ بَنِي النَّجَّارِ يَبْكِيْهَا

এরপর আমরা যাত্রা করলাম। তখন আমরা যেন প্রচণ্ড ঠান্ডা মুকাবিলা করে যাচ্ছি। অন্য দিকে বনূ নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রস্তুত হল, কান্নার রোল সৃষ্টি করে।

كَاَنَّ هَامَهُمْ عِنْدَ الْوَغٰى فَلَقٌ ـ مِنْ قَيْضِ رُبْدٍ ـ نَفَتْهُ عَنْ اَدَاحِيْهَا

যুদ্ধের সময় ওদের শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধাগণ এমন হয়ে যায় যে, তাদের অশ্বদলের ক্ষুরের আঘাতে উড়তে থাকা ধুলি ঝড় তাদের আবাসস্থল থেকে ওদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়।

اَوْ حَنْظَلٌ ذَعْذَعَتْهُ الرِّيْحُ فِى غُصُنٍ - بَالٍ تَعَاوَرَهُ مِنْهَا سَوَافِيْهَا

অথবা তারা পুরানো বৃক্ষ ডালে তিক্ত মাকাল ফল বায়ুপ্রবাহে সেটি আন্দোলিত হয়। পাখীরা সেগুলো কুড়িয়ে খায়।

قَدْ نَبْذِلُ الْمَالَ سَحًّا لاَ حِسَابَ لَهُ - وَنَطْعَنُ الْخَيْلَ شَزْرًا فِى مَاقِيْهَا

আমরা মাল-সম্পদ ব্যয় করি দেদারসে অবিরত, বে-হিসাব। দ্রুতগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা ক্রোধান্বিত হয়ে অশ্ব পরিচালনা করি তার চোখে গুঁতো দিয়ে।

وَلَيْلَةٍ يَصْطَلِى بِالْفَرْثِ جَازِرُهَا - يَخْتَصُّ بِالنَّقْرَى الْمُثْرِيْنَ دَاعِيْهَا

বহু রাত আমাদের এমন কেটেছে যে, উট জবাইকারী ব্যক্তি শুষ্ক গোবর তথা ঘুঁটে জ্বালিয়ে দিয়েছে আলো দেখানোর জন্যে। আর মুসাফিরদেরকে এদিকে আহ্বান করার জন্যে আহ্বানকারী ব্যক্তি ঢাক-ঢোল পিটিয়েছে।

وَلَيْلَةٍ مِنْ جُمَادَى ذَاتِ اَنْدِيَةٍ - جَرْبًا جُمَادِيَةً قَدِبَتْ اَسْرِيْهَا

প্রচন্ড কুয়াশাময় জুমাদার বহু রাত্রি আমার এমন কেটেছে যে, আমি আমার অশ্ব নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছি।

لاَ يَنْبَحُ الْكَلْبُ فِيْهَا غَيْرَ وَاحِدَةٍ - مِنَ الْقَرِيْسِ وَلاَ تَسْرِىْ اَفَاعِيْهَا

এত ঠান্ডা ও শৈত্য প্রবাহের রাত ছিল যে, ঠান্ডার কারণে কোন কুকুর একবারের বেশী দু'বার ডাক ছাড়ত না, বড় বড় সাপগুলোও তেমন রাতে গর্ত থেকে বের হত না।

اَوْقَدْتُ فِيْهَا لِذِىْ الضَّرَّاءِ جَاحِمَةً - كَالْبَرْقِ ذَاكِيَةَ الْاَرْكَانِ اَحْمِيْهَا

ওই হিমশীতল রাতে আমি দীন-দুঃখী ও দুঃস্থ মানুষদের জন্যে লেলিহান শিখাময় আগুন জ্বালিয়েছি। ওই আগুন বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল। আমি ওই আগুনের উত্তাপ বৃদ্ধি করি।

اَوْرَثَنِى ذٰلِكُمْ عَمْرٌو وَوَالِدُهُ - مِنْ قَبْلِهِ كَانَ بِالْمُشْتَى يُغَالِيْهَا

দানশীলতার এই উদারতা আমাকে উত্তরাধিকার রূপে প্রদান করেছে আমর এবং তার পূর্বে তাঁর পিতা। মুশতা অঞ্চলে অবস্থানকালে তারা এরূপ করতেন।

كَانُوْا يُبَارُوْنَ اَنْوَاءَ النُّجُوْمِ فَمَا - دَنَتْ عَنِ السُّوْرَةِ الْعُلْيَا مَسَاعِيْهَا

তারা নক্ষত্ররাজির অবস্থান লক্ষ্য করে রাতে ভ্রমণ করতেন; কিন্তু তাদের এই সাধনা কখনো কঠিন বাধার নিকটবর্তী হয়নি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) উপরোক্ত পংক্তিমালার জবাব দেন। (কিন্তু ইব্‌ন হিশাম এটিকে কা'ব ইব্‌ন মালিক প্রমুখের বলে উল্লেখ করেছেন। তবে আমার মতে ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্য প্রসিদ্ধ।

سُقْتُمْ كِنَانَةَ جَهْلاً مِنْ سَفَاهَتِكُمْ - اِلَى الرَّسُوْلِ فَجُنْدُ اللّٰهِ مُخْزِيْهَا

তোমাদের বোকামি ও অজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে তোমরা কিনানা গোত্রের লোকজনকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছ। জেনে রেখ যে, আল্লাহ্‌র সৈন্যগণ ওই শত্রুপক্ষকে লাঞ্ছিত করবেনই।

اَوْرَدْتُمُوْهَا حِيَاضَ الْمَوْتِ ضَاحِيَةً ـ فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْقَتْلُ لاَ قِيْهَا

তোমরা তো ওদেরকে মৃত্যুকূপে ঠেলে দিয়েছ সকাল বেলায়; ওদের প্রতিশ্রুত স্থান জাহান্নাম আর হত্যা ওদেরকে পাকড়াও করবেই।

جَمَعْتُمُوْهُمْ اَحَا بِيْشَ بِلاَ حَسَبٍ ـ اَئِمَّةَ الْكُفْرِ غَرَّتْكُمْ طَوَاغِيْهَا

হে কাফির নেতৃবৃন্দ! তোমরা তো ওদেরকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছ, তোমাদের সত্যদ্রোহিতা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে।

اَلاَ اعْتَبَرْتُمْ بِخَيْلِ اللّٰهِ اِذْ قَتَلَتْ ـ اَهْلَ الْقَلِيْبِ وَمَنْ اَلْقَيْتَهُ فِيْهَا

বদর যুদ্ধে আল্লাহ্‌র সৈনিকগণ তোমাদের পক্ষের যাদেরকে হত্যা করেছে এবং তারপর আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করেছে আল্লাহ্‌র ওই সৈনিকদের থেকে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করনি?

كَمْ مِنْ اَسِيْرٍ فَكَكْنَاهُ بِلاَ ثَمَنٍ ـ وَجَزِّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيْهَا

তোমাদের বহু বন্দী লোককে আমরা মুক্তিপণ ছাড়া এবং চুল কেটে দেয়া ছাড়া মুক্ত করে দিয়েছি। আমরা ওদের প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণই করেছি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন যে, হুবায়রা ইব্‌ন আবূ ওয়াহ্‌ব মাখযূমীর কবিতার জবাব কা'ব ইব্‌ন মালিক এভাবে দিয়েছেন ঃ

اَلاَ هَلْ اَتَى غَسَّانَ عَنَّا وَدُوْنَهُمْ ـ مِنَ الْاَرْضِ خَرْقٌ سَيْرُهُ مُتَنَعْنِعُ

আমাদের পক্ষ থেকে কি গাসসান গোত্রের নিকট কোন আক্রমণ এসেছে? ওদের পেছনে তো রয়েছে উচু-নীচু বন্ধুর ভূমি যেখানে ভ্রমণ করা কষ্টকর বটে।

صَحَارٰى وَاَعْلاَمٌ كَاَنَّ قَتَامَهَا ـ مِنَ الْبُعْدِ نَقْعٌ هَامِدٌ مُتَقَطَّعُ

ওদের পেছনে রয়েছে ধুধু ময়দান ও পার্বত্য ভূমি। দূর থেকে ওখানকার বালিগুলোকে মনে হয় জলাশয়।

تَظَلُّ بِهِ الْبُزْلُ الْعَرَامِيْسُ رُزَّحًا ـ وَيَحْلُوْبِهِ غَيْثُ السِّنِيْنَ فَيَمْرَعُ

জংলী বকরীগুলো ওই শুষ্ক মরুভূমিতে বসবাস করে ক্ষীণকায় দুর্বল শরীরে। এরপর বৃষ্টি বর্ষণে সদ্য গজিয়ে উঠা ঘাস-পাতা খেয়ে সেগুলো মোটা তাজা হয়ে যায়।

بِهِ جِيَفُ الْحَسْرٰى يَلُوْحُ صَلِيْبُهَا ـ كَمَا لاَحَ كَتَانُ التُّجَارِ الْمُوَضَّعُ

বৃষ্টিতে সেখানে জন্মে মওসুমী ঘাস। ওই কচি ও সজীব ঘাসগুলো চকচক করে, যেমন চকচক করে, ব্যবসারী পণ্য কাতান।

بِهِ الْعِيْنُ وَالْآرَامُ يَمْشِيْنَ خِلْفَةً ـ وَبِيْضُ نَعَامٍ قَيْضُهُ يَتَقَلَّعُ

সেখানে রয়েছে নীলগাভী ও বন্য হরিণ, সেগুলো একটার পেছনে একটা নির্ভয়ে বিচরণ করে। সেখানে আছে উটপাখির ডিম যেগুলোর খোসা ভাঙ্গা ফাটা অবস্থায় রয়েছে।

مُجَالِدُنَا عَنْ دِيْنِنَا كُلُّ فَخْمَةٍ ـ مُذَرَّبَةٍ فِيْهَا الْقَوَانِسُ تَلْمَعُ

আমাদের ধর্মের পক্ষে প্রত্যুত্তর দেয়া স্পষ্টভাষী, বাগ্মী ব্যক্তিগণ, তাদের মাথায় থাকে শিরস্ত্রাণ যা ঝলমল করে।

وَكُلُّ صَمُوْتٍ فِي الصَّوَانِ كَأَنَّهَا ـ اِذَا لَبِسَتْ نَهْيٌ مِنَ الْمَاءِ مُتْرَعُ

এবং প্রতিধ্বনি করে কঠিন কঠোর পাথ গুলো, ওগুলোতে পানি মিশ্রিত হলে সেগুলো ভিজে পানি টেনে সিক্ত হয়ে উঠে।

وَلٰكِنْ بِبَدْرٍ سَائِلُوْا مَنْ لَقِيْتُمْ ـ مِنَ النَّاسِ وَالْاَنْبَاءُ بِالْغَيْبِ تَنْفَعُ

তবে বদর যুদ্ধের ঘটনায় ওরা বলাবলি করছিল যে, কাদের সাথে তোমরা মুকাবিলা করছিলে। গায়বী সংবাদ তো অবশ্যই কল্যাণ সাধন করে।

وَاِنَّا بِاَرْضِ الْخَوْفِ لَوْكَانَ اَهْلُهَا ـ سِوَانَا لَقَدْ اَجْلَوْا بِلَيْلٍ فَاَقْشَعُوْا

কোন দেশের অধিবাসিগণ যদি আমরা মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ হয় তবে সেটি আমাদের জন্যে ভয়ের স্থান বটে। কিন্তু মূলত আমাদের ভয়ে ওরা রাত কাটায়।

اِذَا جَاءَ مِنَّا رَاكِبٌ كَانَ قَوْلُهُ ـ اَعِدُّوْا لِمَا يُخْرِجِيْ اِبْنُ حَرْبٍ وَيَجْمَعُ

আমাদের ঘোড়া সওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এসে বলেছিল আপনারা প্রস্তুত হোন, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে তার মুকাবিলার জন্যে।

فَمَهْمَا يُهِمُّ النَّاسُ مِمَّا يَكِيْدُنَا ـ فَنَحْنُ لَهُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ اَوْسَعُ

যখন যে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। আমরা ওই ষড়যন্ত্র দমনে সবচেয়ে সিদ্ধহস্ত।

فَلَوْ غَيْرُنَا كَانَتْ جَمِيْعًا تَكِيْدُهُ ـ اَلْبَرِيَّةُ قَدْ اَعْطَوْا يَدًا وَتَوَزَّعُوْا

আমাদের বিরুদ্ধে সবাই মিলেও যদি কোন চক্রান্ত তৈরী করে তবু এটা ঠিক যে, তারা আত্মসমর্পণ করবেই এবং ক্ষতি স্বীকার করবে।

نُجَالِدُ لَا تَبْقَى عَلَيْنَا قَبِيْلَةٌ ـ مِنَ النَّاسِ اِلَّا اَنْ يَهَابُوْا وَيَفْظَعُوْا

আমরা পূর্ণ শক্তিতে মুকাবিলা করে যাব। অবশেষে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, প্রত্যেক গোত্র আমাদের ভয়ে তটস্থ ও অস্থির হয়ে থাকবে।

وَلَمَّا ابْتَنَوْا بِالْعِرْضِ قَالَ سَرَاتُنَا ـ عَلَامَ اِذَا لَمْ نَمْنَعِ الْعِرْضَ نَزْرَعُ

ওরা যখন আমাদের যযত নষ্ট করার চেষ্টা করেছে, তখন আমাদের নেতৃবর্গ বলেছেন যে, যদি যযতই রক্ষা করতে না পারি, তবে আমাদের সাধ্য সাধনায় কী লাভ ?

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ نَتَّبِعُ اَمْرَهٗ ـ اِذَا قَالَ فِيْنَا الْقَوْلَ لاَ نَتَطَلَّعُ

মনে রেখ, আমাদের মধ্যে আছেন আল্লাহ্র রাসূল (সা)– আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করি। তিনি যখন আমাদের মধ্যে কোন কথা বলেন, তখন আমরা তা থেকে এক চুলও বিচ্যুত হই না।

تَدَلَّى عَلَيْهِ الرُّوْحُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهٖ ـ يُنَزَّلُ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ وَيُرْفَعُ

তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট রূহ অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈল অবতীর্ণ হন। জিব্‌রাঈল আকাশ থেকে অবতীর্ণ হন এবং আবার আকাশে উঠে যান।

نُشَاوِرُهٗ فِيْمَا نُرِيْدُ وَقَصْرُنَا ـ اِذَا مَا اشْتَهٰى اِنَّا نُطِيْعُ وَنَسْمَعُ

আমরা আমাদের সকল কর্মে তার সাথে পরামর্শ করি, তিনি কোন কাজের আগ্রহ প্রকাশ করলে আমরা তা বাস্তবায়নে তাঁর নির্দেশ শুনি ও পালন করি।

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمَّا بَدَوْا لَنَا ـ ذَرُوْا عَنْكُمْ هَوْلَ الْمَنِيَّاتِ وَاطْمَعُوْا

প্রথম পর্যায়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা মৃত্যুর ভয় ত্যাগ করবে; বরং তা (শহীদী মৃত্যু) কামনা করবে।

وَكُوْنُوْا كَمَنْ يَّشْرِى الْحَيَاةَ تَقَرُّبًا ـ اِلٰى مَلِكٍ يُحْيَا لَدَيْهِ وَيُرْجَعُ

তোমরা বরং হয়ে যাবে এমন, যে ব্যক্তি তার জীবন বিক্রি করে মহান আল্লাহ্র নৈকট্যের উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্র নিকট জীবন পাবে এবং সেখানে ইচ্ছামত আসা-যাওয়া করবে।

وَلٰكِنْ خُذُوْا اَسْيَافَكُمْ وَتَوَكَّلُوْا ـ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ الْاَمْرَ لِلّٰهِ اَجْمَعُ

তোমরা বরং মযবুতভাবে তরবারি ধর। আর আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখ। নিশ্চয় সকল কর্ম আল্লাহ্র অধীন।

فَسِرْنَا اِلَيْهِمْ جَهْرَةً فِىْ رِحَالِهِمْ ـ ضُحَيًّا عَلَيْنَا الْبِيْضُ لاَ نَتَخَشَّعُ

এরপর আমরা সকাল বেলা প্রকাশ্যে শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাদের মাথার উপর চিকচিক করছিল তীক্ষ্ণ তরবারি, আমাদের মনে কোন ভয়ভীতি ছিল না।

بِمَلْمُوْمَةٍ فِيْهَا السَّنَوْرُ وَالْقَنَا ـ اِذَا ضَرَبُوْا اَقْدَامَهَا لاَ تَوَرَّعُ

সাথে ছিল লৌহ নির্মিত অস্ত্র ও বর্শা। কারো পায়ে আঘাত করলে তার আর রক্ষা নেই।

فَجِئْنَا اِلٰى مَوْجٍ مِّنَ الْبَحْرِ وَسْطُهٗ ـ اَحَابِيْشُ مِنْهُمْ حَاسِرٌ وَّمُقَنَّعُ

আমরা এসে পৌঁছলাম এক জনসমুদ্রে। ওখানে গিজগিজ করছিল শত্রুসৈন্য। ওদের কেউ শিরস্ত্রাণ পরিহিত কেউ খালি মাথায়।

ثَلاَثَةُ آلاَفٍ وَنَحْنُ نُصَيَّةٌ ـ ثَلاَثُ مِئِيْنَ اِنْ كَثُرْنَا فَارْبَعُ

ওরা ছিল তিন হাজার আর আমরা মাত্র তিনশ' আর খুব বেশী হলে আমাদের সংখ্যা চারশ' -এর মত হবে।

نُغَاوِرُهُمْ تَجْرِى الْمَنِيَّةُ بَيْنَنَا ـ نُشَارِعُهُمْ حَوْضَ الْمَنَايَا وَنَشْرَعُ

আমরা ওদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিলাম। আমাদের মাঝে মৃত্যু ও শাহাদাতের ঘটনা চলছিল। আমরা ওদেরকে মৃত্যুকূপে ঠেলে দিচ্ছিলাম। আমরাও মৃত্যুকূপে পতিত হচ্ছিলাম।

تَهَادٰى قِسِيُّ النَّبْعِ فِيْنَا وَفِيْهِمْ ـ وَمَا هُوَ اِلاَّ الْيَثْرَبِيُّ الْمُقَطَّعُ

তীর-ধনুক সমান তালে ব্যবহৃত হচ্ছিল আমাদের মধ্যে এবং ওদের মধ্যে। ওই তীর ছিল প্রচণ্ড ধারালো তীক্ষ্ণ ইয়াছরীবের তৈরী।

وَمَنْجُوْفَةٌ حَرَمِيَّةٌ صَاعِدِيَّةٌ ـ يُذَرُّ عَلَيْهَا السُّمُّ سَاعَةَ تُصْنَعُ

আরও তীর ছিল মক্কার তৈরী প্রশস্ত মাথা সায়েদীয়ার তৈরী। ওগুলো তৈরীর সময় তাতে বিষ মিশ্রিত করে দেয়া হয়েছিল।

تَصُوْبُ بِاَبْدَانِ الرِّجَالِ وَتَارَةً ـ تَمُرُّ بِاَعْرَاضِ الْبِصَارِ تُقَعْقِعُ

ওই তীর ও বর্শা কখনো কারো শরীরে গিয়ে আঘাত করছিল আবার কারো কারো চোখে গিয়ে পতিত হচ্ছিল।

وَخَيْلٌ تَرَاهَا بِالْفَضَاءِ كَاَنَّهَا ـ جَرَادُ صَبًا فِى قَرَّةٍ يَتَرَبَّعُ

সেখানে ছিল বহু অশ্ব। উন্মুক্ত প্রান্তরে ওগুলোকে মনে হচ্ছিল পঙ্গপাল। সমতল ভূমিতে সেগুলো চার পা স্থির রেখে নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল।

فَلَمَّا تَلاَقَيْنَا وَدَارَتْ بِنَا الرَّحَا ـ وَلَيْسَ لاَمْرٍ حَمَّهُ اللّٰهُ مُدْفِعُ

আমরা মুখোমুখি হলাম। যুদ্ধের চাকা আমাদেরকে নিয়ে ঘুরতে শুরু করল। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে রক্ষা করেন তাকে হটানোর শক্তি কারো নেই।

ضَرَبْنَاهُمْ حَتّٰى تَرَكْنَا سَرَاتَهُمْ ـ كَاَنَّهُمْ بِالْقَاعِ خُشُبٌ مُصَرَّعُ

আমরা ওদেরকে আক্রমণ করেছি – মেরেছি। অবশেষে তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে বদর প্রান্তরে ফেলে রেখে এসেছি। তারা ওই ময়দানে পড়ে রয়েছে মূলোৎপাটিত গাছের গুঁড়ির ন্যায়।

لَدُنْ غُدْوَةٍ حَتّٰى اِسْتَفَقْنَا عَشِيَّةً ـ كَاَنَ ذُكَانَا حَرُّ نَارٍ تَلَفَّعُ

আমরা ভোরবেলা থেকে আক্রমণ শুরু করেছি। সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে আমরা ঝামেলামুক্ত হয়েছি। তখন সূর্যকে মনে হচ্ছিল ঝলমলে চকচকে অগ্নিকুণ্ড।

وَرَاحُوْسِرَاعًا مُوجَعِيْنَ كَاَنَّهُمْ ـ جَهَامٌ هَرَاقَتْ مَاءَهُ الرِّيْحُ الْمُقْلِعُ

সন্ধ্যা বেলায় ওরাও দ্রুত ফিরে গিয়েছে ক্ষত-বিক্ষত দেহ ও বেদনাতুর মন নিয়ে, ওরা যেন শূন্য মেঘ, প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ যার সব পানি ঝরিয়ে দিয়েছে।

وَرُحْنَا وَأُخْرَانَا بِطَاءً كَأَنَّنَا ـ اُسُوْدٌ عَلَى لَحْمٍ بِبِيْشَةَ ضُلَّعٍ

আমরাও সন্ধ্যা বেলায় ফিরে গিয়েছি আমাদের শেষ লোকটিসহ। আমরা গিয়েছি ধীরে-সুস্থে হেলে-দুলে : আমরা যেন বীশাহ্ অঞ্চলের গোশত খাওয়া পরিতৃপ্ত সিংহকুল।

فَنِلْنَا وَنَالَ الْقَوْمُ مِنَّا وَرُبَّمَا ـ فَعَلْنَا وَلٰكِنَّمَا لَدَى اللّٰهُ اَوْسَعُ

আমরা ওদের বিরুদ্ধে সফলতা পেয়েছি। ওরাও আমাদের কিছু ক্ষতি করেছে। মাঝে মাঝে আমরা এরূপ করে থাকি তবে মহান আল্লাহ্র নিকট যে পুরস্কার রয়েছে তা প্রশস্ততর।

وَدَارَتْ رَحَانَا وَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ ـ وَقَدْ جَعَلُوْا كُلٌّ مِنَ الشَّرِّ يَشْبَعُ

আমাদের যুদ্ধের চাকা ঘুরেছে। ওরা ওদের যুদ্ধের চাকা ঘুরিয়েছে। ওরা অকল্যাণ পেয়ে তৃপ্ত হয়েছে।

وَنَحْنُ اُنَاسٌ لاَ نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً ـ عَلَى كُلِّ مَنْ يَحْمِى الذِّمَارَ وَيَمْنَعُ

আমরা এমন মানুষ যে, খুন ও নিহত হওয়াকে আমরা মানহানি মনে করি না। যারা দায়িত্বশীল অন্যের সুখ-দুঃখের যিম্মাদার তাদের উপর তো আঘাত আসবেই।

جِلاَدٌ عَلَى رَيْبِ الْحَوَادِثِ لاَ نَرَى ـ عَلَى هَالِكٍ عَيْنًا لَنَا الدَّهْرَ تَدْمَعُ

সকল বিপদাপদে আমরা ধৈর্যশীল অবিচল। কেউ মারা গেলে তার জন্যে চোখের পানি ফেলতে দেখি না কাউকে।

بَنُو الْحَرْبِ لاَ نَعْيَا بِشَيْءٍ نَقُوْلُهُ ـ وَلاَ نَحْنُ مِمَّا جَرَّتِ الْحَرْبُ نَجْزَعُ

আমরা যুদ্ধের সন্তান-যোদ্ধা, আমরা যা বলি তা করেই ছাড়ি। আর যুদ্ধ আমাদের জন্যে যে পরিস্থিতি তাই নিয়ে আসুক তাতে আমরা অস্থির হই না।

بَنُوْ الْحَرْبِ اِنْ نَظْفَرْ فَلَسْنَا بِفُحْشٍ ـ وَلاَ نَحْنُ مِمَّا اَظْفَارِنَا نَتَوَجَّعُ

আমরা যুদ্ধের সন্তান– যোদ্ধা, আমরা বিজয়ী হলে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হই না। আর বিজিত হলেও দুঃখিত হই না।

وَكُنَّا شِهَابًا يَتَّقِى النَّاسُ حَرَّهُ ـ وَيُفْرِجُ عَنْهُ مَنْ يَلِيْهِ وَيَسْفَعُ

আমরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যার তাপ থেকে শত্রুপক্ষ দূরে সরে যায় এবং যারা সেটির কাছে ঘেঁষে তা তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে কালো করে দেয়।

فَخَرْتَ عَلَيَّ يَابْنَ الزِّبَعْرَى وَقَدْ سَرٰى ـ لَكُمْ طَلَبٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ مُتْبِعِ

হে ইব্ন যাব'আরী! তুমি আমার বিরুদ্ধে দর্প প্রকাশ করেছো অথচ তোমাদেরকে পাকড়াও করার জন্যে ধাওয়াকারীরা শেষ রাতে যাত্রা করেছে।

فَسَلْ عَنْكَ فِى عَلْيَا مَعَدٍّ وَغَيْرِهَا ـ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَخْزٰى مَقَامًا وَّ اَشْنَعُ

সুতরাং তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস কর, সা'দের উচ্চভূমি প্রভৃতি স্থানে যে মানবকুলের সর্বাধিক লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত কে ?

وَمَنْ هُوَ لَمْ يَتْرُكِ الْحَرْبَ مَفْخَراً ـ وَمَنْ خَدُّهُ يَوْمَ الْكَرِيْهَةِ اَضْرَعُ

এবং কে এমন ব্যক্তি যুদ্ধ যার দর্পচূর্ণ করেনি এবং যুদ্ধের দিন কার চেহারা বিবর্ণ হয়নি।

شَدَدْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ وَالنَّصْرِ شِدَّةً ـ عَلَيْكُمْ وَاَطْرَافُ الْاَسِنَّةِ شَرَّعُ

আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করেছি প্রচন্ড আক্রমণ আল্লাহ্র শক্তি ও সাহায্য নিয়ে। আমাদের বর্শার ফলাগুলো তোমাদের দিকে তাক করেই হামলা করেছি।

تَكِرُّ الْقَنَا فِيْكُمْ كَاَنَّ فُرُوْعَهَا ـ عَزَالِى مَزَادٍ مَاؤُهَا يَتَهَزَّعُ

আমাদের তীরগুলো বারবার তোমাদের উপর গিয়ে পড়ছে, তীরের ফলাগুলো যেন শীতকালের হরিণ পাল। খুব দ্রুত পথ অতিক্রম করছে।

عَمِدْنَا اِلَى اَهْلِ اللِّوَاءِ وَمَنْ يَّطِرْ ـ بِذِكْرِ اللِّوَاءِ فَهُوَ فِى الْحَمْدِ اَسْرَعُ

আমরা অগ্রসর হয়েছি তোমাদের পতাকাবাহী সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এবং পতাকার কথা উল্লেখ করে যারা কবিতা আওড়াচ্ছিল তাদের উদ্দেশ্যে। তবে কবিতা নয় পতাকা হাতে আল্লাহ্র প্রশংসাই অধিকতর সংগত।

فَخَانُوْا وَقَدْ اَعْطَوْا يَدًا وَّ تَخَاذَلُوْا ـ اَبَى اللّٰهُ اِلاَّ اَمْرَهُ وَهُوَ اَصْنَعُ

আমাদের মুজাহিদগণ ওদের নিকট গিয়ে পৌঁছেছে। ইতোমধ্যে ওরা আমাদের সৈনিকদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ কার্যকর করেছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম-বিধায়ক।

ইব্ন ইসহাক বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী উহুদ দিবসে নিম্নের পংক্তিমালা উচ্চারণ করেছে। তখনো সে মুশরিক।

يَا غُرَابَ الْبَيْنِ اَسْمَعْتَ فَقُلْ ـ اِنَّمَا تَنْطِقُ شَيْئًا قَدْ فُعِلَ

ওহে কাক! তুমি কি শুনেছ ? তাহলে কিছু বল। তুমি তো শুধু তাই বল যা হয়ে গিয়েছে।

اِنَّ لِلْخَيْرِ وَالِلشَّرِّ مَدًى ـ وَكُلاًّ ذٰلِكَ وَجْهٌ وَقَبَلَ

নিশ্চয়ই কল্যাণ ও অকল্যাণ দুটোর জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে এবং দুটোর পক্ষেই গ্রহণযোগ্য যুক্তি রয়েছে।

وَالْعَطِيَّاتُ خِسَاسٌ بَيْنَهُمْ ـ وَسَوَاءٌ قَبْرُ مُثْرٍ وَمُقِلِ

ওদের মাঝে দান-দক্ষিণার ব্যাপারটি গৌণ ও তুচ্ছ। মূলত ধনী ও দরিদ্র উভয়ের কবর সমান সমান।

كُلُّ عَيْشٍ وَنَعِيْمٍ زَائِلٌ – وَبَنَاتُ الدَّهْرِ يَلْعَبْنَ بِكُلٍّ

সকল আরাম-আয়েশ ও সুখ শান্তি একদিন শেষ হবেই। যুগের মেয়েরা তথা কালচক্র সবাইকে নিয়ে খেলা করে।

اَبْلِغَا حَسَّانَ عَنِى اٰيَةً ـ فَقَرِيْضُ الشِّعْرِ يَشْفِىْ ذَا الْغُلَلِ

হাস্সানকে আমার পক্ষ থেকে একটি সংবাদ জানিয়ে দাও, যে কবিতা রচনা ও কাব্য প্রতিযোগিতা বিদ্বেষী মনে স্বস্তি প্রদান করে।

كَمْ تَرٰى بِالْجَرِّ مِنْ جُمْجُمَةٍ ـ وَاَكُفٍ قَدْ اُتِرَتْ وَرِجْلِ

তুমি তো দেখেছ বহু মাথার খুলি এবং হাত-পা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

وَسَرَابِيْلَ حَسَّانٍ سُرِيَتْ ـ عَنْ كُمَاةٍ اُهْلِكُوْا فِى الْمُنْتَزَلِ

হাস্সানের পাজামা খুলে গিয়েছে। ওরা সকলে তাদের অবতরণ ক্ষেত্রে নিহত হয়েছে।

كَمْ قَتَلْنَا مِنْ كَرِيْمٍ سَيِّدٍ ـ مَاجِدِ الْجَدَّيْنِ مِقْدَامٍ بَطَلٍ

আমরা হত্যা করেছি তোমাদের অভিজাত ও মর্যাদাবান বড় বড় কত নেতাকে। যারা পিতৃপক্ষ- মাতৃপক্ষ উভয় দিক থেকে মর্যাদাবান। অগ্রণী ও বীরযোদ্ধা।

صَادِقِ النَّجْدَةِ قَرْمٍ بَارِعٍ ـ غَيْرِ مُلْتَاثٍ لَدَى وَقْعِ الْاَسَلِ

তারা প্রকৃতই অভিজাত। যুবক এবং দানশীল, তীর নিক্ষেপের সময় অলসতাকারী নয়।

فَسَلِ الْمِهْرَاسِ مَاسَاكِنُهُ ـ بَيْنَ اَقْحَافٍ وَهَامٍ كَالْحَجَلِ

সুতরাং সাহাসী লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাও। তারা যেন মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে যুদ্ধের ময়দানে না থাকে।

لَيْتَ اَشْيَاخِىْ بِبَدْرٍ شَهِدُوْا ـ جَزْعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْاَسَلِ

হায়, বদর যুদ্ধে আমার যে সকল নেতৃবর্গ মারা গিয়েছেন ওরা যদি এখন উপস্থিত থাকতেন আর বর্শা নিক্ষেপের শিকার হয়ে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে তা দেখতে পেতেন!

حِيْنَ حَكَّتْ بِقُبَاءٍ بَرْكَهَا ـ وَاسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِى الْعَبْدِ الْاَشْهَلِ

কুবা পর্যন্ত পৌঁছে ওরা উট বসিয়ে দেয়। আব্দ আশহাল গোত্রে হত্যাকাণ্ড তীব্র রূপ ধারণ করেছে।

ثُمَّ خَفُّوْا عِنْدَ ذَاكُمْ رَقْصًا ـ رَقْصَ الْحِفَّانِ يَعْلُوْ فِى الْجَبَلِ

এরপর সেটিকে নাচাতে শুরু করল, উটপাখির বাচ্চার নাচনের ন্যায়। যখন সেটি নেচে নেচে পর্বতের উপরের দিক উঠে।

فَقَتَلْنَا الضِّعْفَ مِنْ اَشْرَافِهِمْ ـ وَعَدَلْنَا مَيْلَ بَدْرٍ فَاعْتَدَلَ

এরপর আমরা আমাদের নিহতের দ্বিগুণ সংখ্যক ওদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে হত্যা করলাম, আমরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিলাম। উভয় যুদ্ধের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনলাম। এরপর সমান সমান হয়ে গেল,

لا اَلُوْمُ النَّفْسَ الاَّ اَنَّنَا ـ لَوْ كَرَّرْنَا لَفَعَلْنَا الْمُفْتَعِلَ

আমি নিজেকে দোষারোপ করি না তবে কথা হল আমরা যদি প্রকৃত ও প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ করি, তাহলে ঘটনার মত ঘটনা ঘটাতে পারি।

بِسُيُوْفِ الْهِنْدِ تَعْلُوْهَا مَهُمْ ـ عَلَلاً تَعْلُوْهُمْ بَعْدَ نَهَلٍ

আমরা ঘটনা ঘটাই ভারতীয় তরবারি দ্বারা। সেগুলো শত্রুপক্ষের মাথার উপর চক্কর দিতে থাকে। প্রথমবারের পানীয় গ্রহণের পর দ্বিতীয় বারের পান করানোর ন্যায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) ইব্ন যাব'আরীর উপরোক্ত কবিতার জবাবে নিম্নের কবিতা উচ্চারণ করেন ঃ

ذَهَبَتْ بَابْنِ الزَّبْعَرِى وَقْعَةٌ ـ كَانَ مِنَّا الْفَضْلُ فِيْهَا لَوْ عَدَلَ

হে ইব্ন যাব'আরী এটি সত্য যে, একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তবে যথার্থ বিচারে তাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও জয় আমাদেরই।

وَلَقَدْ نِلْتُمْ وَنِلْنَا مِنْكُمْ ـ وَكَذَالِكَ الْحَرْبُ اَحْيَانًا دُوَلُ

তাতে তোমরা আমাদের ক্ষতি করেছ আমরাও তোমাদের ক্ষতি সাধন করেছি। মূলত যুদ্ধ সে রকমই বালতির ন্যায়। কখনো এই পক্ষের হাতে কখনো ওই পক্ষের হাতে।

نَضَعُ الاَسْيَافَ فِى اَكْتَافِكُمْ ـ حَيْثُ نَهْوِى عَلَلاً بَعْدَ نَهَلٍ

আমরা তোমাদের ঘাড়ের উপর তরবারি রাখি। যে স্থানে আঘাত করতে চাই করি। তোমাদেরকে প্রথম বারের পর পুনরায় পান করাই, বারবার আঘাত করি।

نُخْرِجُ الاَصْبَحَ مِنْ اَسْتَاهِكُمْ ـ كَسِلاَحِ النَّيْبِ يَأْكُلْنَ الْعَصَلَ

তোমাদের পশ্চাদ্দেশ থেকে আমরা তোমাদের মায়ের দুধ বের করে আনব। যেমন লোহার অস্ত্র ঘাসকে নির্মূল করে দেয়।

اِذْ تَوَلَّوْنَ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ـ هَرَبًا فِى الشِّعْبِ اَشْبَاهَ الرِّسَلِ

যখন তোমরা পায়ের গোড়ালিতে ভর করে পেছনের দিক যাচ্ছিলে পলায়ন করে। পাহাড়ী পথে পথে বন্য প্রাণীর পলায়নের ন্যায়,।

اِذْ شَدَدْنَا شَدَّةً صَادِقَةً ـ فَاَجَاْنَاكُمْ اِلَى سَفْحِ الْجَبَلِ

আমরা যখন তোমাদের উপর আক্রমণ করেছিলাম প্রচণ্ডভাবে। আমরা তোমাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম পাহাড়ের পাদদেশে। বাধ্য করেছিলাম পার্বত্য গুহায় লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাতে।

بِخَنَاطِيْلَ كَاَشْدَاقِ الْمَلاَ - مَنْ يُلاَقُوْهُ مِنَ النَّاسِ يَهِلُ

আমরা তোমাদেরকে তাড়া করেছিলাম বিরাট বিরাট কিরিচ ও চাপাতি নিয়ে সাঁড়াশির ন্যায়। যে কেউ এ গুলোর আওতায় পড়বে সে কাটা পড়বেই।

ضَاقَ عَنَّا الشَّعْبُ اِذْ نَجْزِعُهُ - وَمَلاْنَا الْفُرْطَ مِنْهُ وَالرَّجِلِ

আমাদের উপস্থিতিতে পাহাড়ী পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল। আমরা সেখানকার ছোট-বড় সকল পথ পূর্ণ করে দিয়েছিলাম উপস্থিতি দ্বারা।

بِرِجَالٍ لَسْتُمْ اَمْثَالَهُمْ - اَيَّدُوْا جِبْرَائِيْلَ نَصْرًا فَنَزَلَ

ওই পথ ভরতি হয়ে গিয়েছিল এমন সব লোক দ্বারা (ফেরেশতাদ্বারা) যে তোমরা ওদের সমান নও। জিব্রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। জিব্রাঈল (আ) নিজে সেদিন ওখানে অবতরণ করেছিলেন।

وَعَلَوْنَا يَوْمَ بَدْرٍ بِالتُّقَى - طَاعَةَ اللّٰهِ وَتَصْدِيْقِ الرُّسُلِ

আমরা বদর দিবসে বিজয়ী হয়েছি তাকওয়া ও খোদাভীতির মাধ্যমে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যে এবং রাসূলগণের সত্যায়নের মাধ্যমে।

وَقَتَلْنَا كُلَّ رَأْسٍ مِّنْهُمْ - وَقَتَلْنَا كُلَّ جَحْجَاحٍ رِفَلٍ

ওদের সকল নেতাকে আমরা হত্যা করেছি এবং ওদের সকল অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে আমরা খুন করেছি ।

وَتَرَكْنَا فِى قُرَيْشٍ عَوْرَةً - يَوْمَ بَدْرٍ وَاَحَادِيْثَ الْمَثَلِ

বদর দিবসে আমরা কুরায়শ বংশে পুরুষ রাখিনি শুধু মহিলাদেরকে অবশিষ্ট রেখেছি। আর সে দিন আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি।

وَرَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا شَاهِدًا - يَوْمَ بَدْرٍ وَالتَّنَابِيْلُ الْهُبَلِ

রাসূল মুহাম্মাদ (সা) সত্য নবী। বদর দিবসে তা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি হুবলসহ সকল মূর্তির প্রতি তীর নিক্ষেপকারী।

فِى قُرَيْشٍ مِّنْ جُمُوْعٍ جَمَعُوْا - مِثْلَ مَا يُجْمَعُ فِى الْخَصْبِ الْهُمَلِ

তিনি বদর যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর প্রতিপক্ষে ছিল কুরায়শ সম্প্রদায়। তারা সমাবেশ ঘটিয়েছিল তার বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ। যেমন একত্রিত হয় উর্বর জমিতে রাখালহীন উট।

نَحْنُ لاَ اَمْثَالُكُمْ وُلْدُ اَسْتِهَا - نَحْضُرُ الْبَأْسَ اِذَا الْبَأْسُ نَزَلَ

আমরা তো তোমাদের মত ভীতু কাপুরুষ নই। বরং যে কোন বিপদ ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমরা হাযির হই। যদি বিপদ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে শহীদান হযরত হামযা (রা) ও অন্যান্যদের প্রতি শোক প্রকাশ করে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে কা'ব (রা) বলেন ঃ

نَشَجْتَ وَهَلْ لَكَ مِنْ مُنْشِجٍ ۔ وَكُنْتَ مَتَى تُذَكَّرُ تَلْجَعُ

হে হামযা (রা)! আপনিতো অনেকের জন্যে কেঁদেছেন এখন আপনার জন্যে ক্রন্দনকারী কেউ আছে কি ? আপনি তো এমন ব্যক্তিত্ব যখনই আপনার সম্পর্কে আলোচনা হত আপনি সমুদ্রের সাথে তুলনীয় হতেন।

تَذْكُرُ قَوْمٍ اَتَانِي لَهُمْ ۔ اَحَادِيْثُ فِي الزَّمَنِ الْاَعْوَجِ

এমন এক সম্প্রদায়ের কথা আমার স্মরণে আসে যাদের বক্রযুগের (জাহেলী যুগের) আলোচনা আমার নিকট এসেছে।

فَقَلْبُكَ مِنْ ذِكْرِهِمْ خَافِقٌ ۔ مِنَ الشَّوْقِ وَالْحُزْنِ الْمُنْضِجِ

সুতরাং ওদের কথা স্মরণ হলে ওদের বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আপনার অন্তর স্পন্দিত ও শিহরিত হয় আনন্দে গৌরবে এবং গভীর দুঃখে।

وَقَتْلاَهُمْ فِي جِنَانِ النَّعِيْمِ ۔ كِرَامِ الْمَدَاخِلِ وَالْمَخْرَجِ

ওই সম্প্রদায়ের (মুসলিম সম্প্রদায়ের) শহীদগণের অবস্থান নি'আমতে ভরপুর জান্নাতে; যেখানে প্রবেশ স্থান ও বাহির হবার স্থান সমুন্নত।

بِمَا صَبَرُوا تَحْتَ ظِلِّ اللِّوَاءِ ۔ لِوَاءِ الرَّسُوْلِ بِذِي الْاَضْوَجِ

এই মর্যাদা তারা অর্জন করেছে এই জন্যে যে, তারা ধৈর্যের সাথে অবস্থান করেছিল পতাকার নীচে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পতাকার নীচে উপত্যকার কিনারায়।

غَدَاةً اَجَابَتْ بِاَسْيَافِهَا ۔ جَمِيْعًا بَنُوْا الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ

ওরা ধৈর্যের সাথে অবিচল থেকেছিলেন সেই ভোরে যখন আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় লোকজন তরবারি উঁচিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডাকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

وَاَشْيَاعُ اَحْمَدَ اِذْ شَايَعُوْا ۔ عَلَى الْحَقِّ ذِي النُّوْرِ وَالْمِنْهَجِ

ওরা আহমাদ মুস্তাফা (সা)-এর সহযোগী। তারা সত্য ও আলোকময় জীবন বিধানে তাঁর অনুসারী।

فَلَمَّا بَرِحُوْا يَضْرِبُوْنَ الْكُمَاةَ ۔ وَيَمْضُوْنَ فِي الْقَسْطَلِ الْمُرْهَجِ

যখন ভোর হল তখন তারা শত্রু পক্ষের মাথায় ও শিরস্ত্রাণে আঘাত করতে শুরু করল এবং মরু ধুলায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল।

كَذَالِكَ حَتَّى دَعَاهُمْ مَلِيْكٌ ۔ اِلَى جَنَّةٍ دَوْحَةِ الْمَوْلَجِ

এভাবে বিরামহীনভাবে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এক পর্যায়ে মহান মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ডাক দিলেন সুপ্রশস্ত-বিশাল বিস্তৃত জান্নাতের দিকে।

وَكُلُّهُمْ مَاتَ حُرَّ الْبَلاَءِ ۔ عَلَى مِلَّةِ اللهِ لَمْ يَحْرَجْ

ওদের সকলেই মৃত্যুবরণ করেছে বিপদের মুখে আল্লাহ্র মনোনীত মিল্লাতের উপর অবিচল থেকে সুতরাং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

كحَمْزَةٌ لَمَّا وَفَى صَادِقًا - بِذِى هِبَةٍ صَارِمٍ سَلْجَجِ

যেমন হযরত হামযা (রা)। তিনি পূর্ণ শক্তিতে একান্ত নিষ্ঠার সাথে যুদ্ধ করছিলেন একটি সুতীক্ষ্ণ ভীতিকর ধারালো তরবারি নিয়ে।

فَلاقَاهُ عَبْدُ بَنِي نَوْفَلٍ - يُبَرْبِرُ كَالْجَمَلِ الْاَدْعَجِ

অনন্তর বনূ নাওফাল গোত্রের এক ক্রীতদাস তার মুখোমুখি হল। সে উন্মাদ উটের ন্যায় গোঁ গোঁ শব্দ করছিল।

فَاَوْجَرَهُ حَرْبَةً كَالشِّهَابِ - تَلَهَّبُ فِي اللَّهَبِ الْمُوْهَجِ

সে হামযা (রা)-এর দেহে একটি ধারালো বর্শা ঢুকিয়ে দিল, যে বর্শাটি ছিল অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চকচকে ও ঝলমলে।

وَنُعْمَانُ فِي اَوْفَى بِمِيْثَاقِهِ - وَحَنْظَلَةُ الْخَيْرُ لَمْ يَحْنَجِ

এবং নু'মান, তিনি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন এবং কল্যাণময় হানযালা। তিনি বিচ্যুত হননি।

عَنِ الْحَقِّ حَتَّى غَدَتْ رُوْحُهُ - اِلَى مَنْزِلٍ فَاخِرِ الزِّبْرِجِ

তিনি বিচ্যুত হননি সত্য থেকে। এমতাবস্থায় তার রূহ পৌঁছে গেল গৌরবজনক স্থানে। মহামূল্য দ্রব্য সামগ্রীতে সজ্জিত জান্নাতে।

اُولٰئِكَ لاَ مَنْ ثَوَى مِنْكُمْ - مِنَ النَّارِ فِي الدَّرْكِ الْمُرْتَجِ

তারা ওই দলের লোক নয় যে দলে তোমরা রয়েছ। তোমাদের লোকগুলোর ঠিকানা তো চিরস্থায়ী আগুনে। জাহান্নামের অতল তলে।

ইবন ইসহাক বলেন, হযরত হামযা (রা) সহ উহুদ যুদ্ধের অন্যান্য শহীদদের প্রতি শোক প্রকাশ করতে গিয়ে হাস্সান ইবন ছাবিত (রা) নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। এটি মূলত : বদর দিবসে নিহত মুশরিকদের সম্পর্কে উমাইয়া ইবন আবূ সালতের কবিতার ছন্দে। ইবন হিশাম বলেছেন যে, কতক জ্ঞানী ব্যক্তি এই কবিতা হযরত হাস্সানের (রা) নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

يَاُمِّي قُوْمِي فَانْدُبِي بِسُحَيْرَةٍ شَجْوًا النَّوَائِحِ - كَالْحَامِلاَتِ الْوِقْرِ بِالثِّقْلِ الْمُلِحَّاتِ الدَّوَالِحِ

হে আমার মা ! উঠ উঠ, সাহরীর সময়ে জনম দুঃখিনীদের ক্রন্দনে সাড়া দাও, সান্ত্বনা দাও। ক্রন্দন করছে তারা যাদের সাথে দুঃখের বোঝা ; বেদনায় যাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত।

اَلْمُعْوِلاَتِ الْخَامِشَاتِ وُجُوْهَ حُرَّاتٍ صَحَائِحِ - وَكَاَنَّ سَيْلَ دُمُوْعِهَا الْاَنْصَابُ تُخْضَبُ بِالذَّبَائِحِ

ওরা আহাজারী করছে ওরা অভিজাত ভদ্র মহিলা, ক্ষোভে মুখমণ্ডলে খামচি দিচ্ছে। ওদের অশ্রু প্রবাহ যেন মূর্তির দেহে ঝরতে থাকা বলির পশুর রক্ত।

يَنْقَضْنَ اَشْعَارًا لَهُنَّ هُنَاكَ بَادِيَةَ الْمَسَائِحِ - وَكَاَنَّهَا اَذْنَابَ خَيْلٍ بِالضُّحٰى شَمْسٌ رَوَامِحُ

ওরা ওদের চাদর ফেলে দিয়ে চুল ছিঁড়ছে। তাদের এলোমেলো চুল যেন প্রাতঃকালীন ঘোড়ার লেজ।

مِنْ بَيْنِ مَشْرُوْرٍ وَمَجْزُوْرٍ يُذَعْذِعُ بِالْبَوَارِحِ - يَبْكِيْنَ شَجْوَ مُسَلَّبَاتٍ كَدَحَتْهِنَّ الْكَوَادِحُ

তারা ক্রন্দন করছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ এবং জবাই হয়ে যাওয়া সৈনিকদের জন্যে। চরম দুঃখ তাদেরকে অস্থির করে তুলেছে।

وَلَقَدْ اَصَابَ قُلُوْبَهَا مَجَلٌ لَهُ جَلَبٌ قَوَارِحِ - اِذْ اَقْصَدَ الْحَدْثَانِ مَنْ كُنَّا نُرَجِّى اِذْ نُشَابِحُ

তাদের হৃদয়ে ক্ষত ও ফোস্কা পড়েছে। তাতে ভীষণ ব্যথা, তাদের এই ব্যথা নওজোয়ানদের মৃত্যুর কারণে। ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহে আমরা যাদের উপর ভরসা করতাম।

اَصْحَابُ اُحُدٍ غَالَهُمْ دَهرٌ اَلمٍ لَهُ جَوَارِحُ - مَنْ كَانَ فَارِسُنَا وَحَامِيْنَا اِذَا بُعْثَ الْمُسَايِحُ

ওই ক্রন্দন উহুদের শহীদদের জন্যে। তারা যুগ যুগান্তরের বেদনা রেখে গিয়েছেন। অস্ত্রধারী সৈন্য প্রেরণের সময় ওরা ছিলেন আমাদের অশ্বারোহী ওরা ছিলেন আমাদের নিরাপত্তা রক্ষাকারী।

يَا حَمْزُ لَا وَاللّٰهِ لَا اَسْنَاكَ مَاصَرٌ اللِّقَائِحِ - لِمُنَاخِ اَيْتَامٍ وَاَضْيَافٍ وَاَرْمَلَةٍ تُلَامِحُ

হে হামযা (রা)! আমি আপনাকে ভুলব না, ইয়াতীম মান এবং বিধবাদের দুধ পানের জন্যে যতদিন দুধেল উষ্ট্রীর দুধ দোহন করা হবে ততদিন আমি আপনার কথা বিস্মৃত হব না।

وَلَمَّا يَنُوْبُ الدَّهْرُ فِيْ حَرْبٍ لِحَرْبٍ وَهِيَ لَاقِحٌ يَا فَارِسًا يَا مِدْرَهًا يَا حَمْزُ قَدْ كُنْتَ الْمُصَامِحُ

যুগ যুগ ধরে, যুদ্ধের পর যখন যুদ্ধ সংঘটিত হবে। হে অশ্বারোহী, হে নেতা! হে হামযা! আপনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে স্মরণীয় হবেন।

عَنَّا شَدِيْدَاتِ الْخُطُوْبِ اِذَا يَنُوْبُ لَهُنَّ فَادِحٌ - ذَكَّرْتَنِيْ يَا اَسَدَ الرَّسُوْلِ وَذَاكَ مِدْرَهُنَا الْمُنَافِحُ

আপনি তো আমাদের বিপদে ঠেকাতেন। আর পরবর্তীতে আমরা যখনই বিপদগ্রস্ত হব। হে রাসূলের (সা) সিংহ! আমি আপনাকে স্মরণ করব। আপনি আমাদের মোচন ত্রাণকর্তা নেতা।

عَنَّا وَكَانَ يُعَدُّ اِذْ عُدَّ الشَّرِيْفُوْنَ الْجَحَاجِحُ - يَعْلُوْ الْقُمَاقِمَ جَهْرَةً سَبْطُ الْيَدَيْنَ اَغَرُّ وَاضِحُ

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তালিকায় তিনি অন্তর্ভুক্ত। জন সমাগমের মধ্যেও তাঁর মাথা যাবত সবার উপরে। তিনি মহান দানশীল ও সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন।

لاَ طَائِشَ رَعِيْش وَلاَ ذُوْعِلَّةٍ بِالْحَمْلِ اٰنِحُ - بَحْرٌ فَلَيْسَ يَغِبُّ جَارًا مِنْهُ سَيْبُ اَوْ مَنَادِحُ

তিনি কোন ভয়ে ভীত নন, কম্পমান নন, আর কোন বোঝা বহনে অক্ষম নন। তিনি সমুদ্রের ন্যায় উদার, তাঁর প্রতিবেশী তাঁর ছোট এবং বড় আকারের দানশীলতা থেকে বঞ্চিত হয় না।

اَوْدى شَبَابٌ اَلَى الْحَفَائِظِ وَالثَّقِلِيُّوْنَ الْمُرَاجِحُ - الْمُطْعِمُوْنَ اِذَا الْمُشَاتِي مَا يَصْفِقُهُنَّ نَاضِحُ

এই যুবকগণ নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত থেকেছে এবং তারা অভাবীদেরকে আহার্য দান করত।

لَحْمَ الْجِلاَدِ وَفَوْقَهُ مِنْ شُحْمِهِ شَطَبٌ شَرَائِحُ - لِيُدَافِعُوْا عَنْ جَارِهِمْ مَا رَامَ ذُوْا الضِّغْنِ الْمُكَاشِحُ

তারা দান করেছে মোটা তাজা উটের গোশত এবং তার উপর চর্বির প্রলেপ, নিজেদের প্রতিবেশীদের সম্পর্কে শত্রু ও হিংসুকের যে অসৎ পরিকল্পনা নিয়েছিল তা প্রতিরোধ করার জন্যে।

لَهْفِي لِشُبَّانٍ رُزِئْنَاهُمْ كَاَنَّهُمُ الْمَصَابِحُ - شُمٌّ بَطَارِقَةٌ غَطَارِفَةٌ خَضَارِمَةٌ مُسَامِحُ

আমার দুঃখ ওই যুবকদের জন্যে। আমরা ওদের জন্যে শোক প্রকাশ করি। ওরা ছিল প্রদীপের ন্যায় ওরা ছিল নেতা, সেনাপতি অগ্রগামী ও দানশীল।

اَلْمُشْتَرُوْنَ الْحَمْدَ بِالْاَمْوَالِ اِنَّ الْحَمْدَ رَابِحٌ - وَالْجَامِزُوْنَ بِلُجْمِهِمْ يَوْمًا اِذَا مَا صَاحَ صَائِحٌ

ওরা ধন-সম্পদের বিনিময়ে হলেও প্রশংসা অর্জন করতো। নিশ্চয় প্রশংসা একটি লাভজনক ও কল্যাণময় ব্যাপার। যখনই কোন চীৎকারকারী চীৎকার করে, দুঃস্থ ব্যক্তি আহাজারী করে তারা তার ওই চীৎকার বন্ধের ব্যবস্থা করে।

مَنْ كَانَ يَرْمِى بِالنَّوَاقِرِ مِنْ زَمَانٍ غَيْرِ صَالِحٍ - مَا اَنْ تَزَالَ رِكَابُهُ يَرْسُمْنَ فِى غَبْرٍ صَحَاصِحُ

যারা প্রতিকূল সময়ে লক্ষ্য বস্তুতে তীর নিক্ষেপ করে যেত, তাদের সওয়ারী মরুভূমির মরুধূলিতে পদ চিহ্ন এঁকে যেত।

رَاحَتْ تُبَارِى وَهُوَ فِى رَكْبٍ صُدُوْرُهُمْ رَوَاشِحُ - حَتَّى تَثُوْبَ لَهُ الْمَعَالِىْ لَيْسَ مِنْ فَوْزِ السَّفَائِحُ

ওরা যুদ্ধ করছিল, সে ছিল এমন একদল সওয়ারীর মধ্যে যাদের বক্ষ ছিল ঘর্মাক্ত। শেষ পর্যন্ত সে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। এটি সহজলভ্য সাফল্য নয়।

يَا حَمْزَ قَدْ اَوْحَدْتَنِى كَالْعُوْدِ شَذَّبَهُ الْكَوَافِحُ - اَشْكُوْ اِلَيْكَ وَفَوْقَكَ التُّرَبُ الْمُكَوَّرُ وَالصَّفَائِحُ

হে হামযা ! আপনি আমাকে একাকী রেখে গেছেন সেই বৃক্ষডালের ন্যায় শত্রুগণ যার পত্রাকাগুলো ঝরিয়ে ফেলেছে। আমি আপনার নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করছি। অথচ আপনার উপর রয়েছে বৃত্তাকার মাটির স্তূপ।

مِنْ جَنْدَلٍ يُلْقِيْهِ فَوْقَكَ اِذْ اَجَادَ الضَّرْحَ ضَارِحُ - فِى وَاسِعٍ يَحْشُوْنَهُ بِالتُّرْبِ سَوَّتْهُ الْمَمَاسِحُ

একটি বিরাট পাথর আপনার উপর রেখেছে কবর খননকারী লোকেরা যখন কবর খনন করেছে সুপ্রশস্ত মাঠে মাটি দিয়ে তারা ওই কবর ভরাট করেছে।

فَعَزَاؤُنَا اِنَّا نَقُوْلُ وَقَوْلُنَا بَرْحٌ بَوَارِحُ - مَنْ كَانَ اَمْسٰى وَهُوَ عَمَّا اَوْقَعَ الْحَدَثَانُ جَانِحُ

আমাদের শোক হল আমরা বলছি যে, কালের আবর্তনে সংঘটিত ঘটনায় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

فَلْيَأْتِنَا فَلْتَبْكِ عَيْنَاهُ لِهَلْكَانَا النَّوَافِحُ - اَلْقَائِلِيْنَ الْفَاعِلِيْنَ ذَوِى السَّمَاحَةِ وَالْمَمَادِحُ

সুতরাং সবাই আসুক, আমাদের শহীদানের জন্যে ক্রন্দন করুক। আমাদের সেসব শহীদান যারা কথায় ও কাজের প্রশংসাযোগ্য ও দানশীল।

مَنْ لاَ يَزَالُ نَدَى يَدَيْهِ لَهُ طَوَالُ الدَّهْرِ مَائِحُ

যারা যুগ যুগ ধরে দুহাতে অঞ্জলি ভরে দান করে গিয়েছেন।

ইবন হিশাম বলেন যে, উপরোক্ত পংক্তিমালা হযরত হাস্সান (রা)-এর এটা অধিকাংশ জ্ঞানীজন স্বীকার করেন না।

ইব্ন ইসহাক বলেন যে, হযরত হামযা (রা) এবং অন্যান্য শহীদদের প্রতি শোক প্রকাশে হযরত কা'ব ইব্ন মালিক নিম্নের কবিতা বলেছেন ঃ

طَرَقَتْ هُمُوْمُكَ فَالرُّقَادُ مُسَهَّدٌ - وَجَزَعْتَ اَنْ سُلِخَ الشَّبَابُ الْاَغْيَدُ

তুমিতো চরম দুঃখে পতিত হয়েছ। ফলে তুমি নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছ। তুমি তো অস্থির হয়ে পড়েছ এজন্যে যে, তরতাজা নওজোয়ানগণ নিহত হয়েছেন।

وَدَعَتْ فُؤَادُكَ لِلْهَوٰى ضَمْرِيَّةٌ - فَهَوَاكَ غَوْرِىْ وَصَحْوُكَ مُنْجِدُ

এখন তোমার অন্তর উদাসীন। তোমার উদাসীনতা অন্ধকারময়। তোমার সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ।

فَدَعِ التَّمَادِى فِى الْغِوَايَةِ سَادِرًا - قَدْ كُنْتَ فِى طَلَبِ الْغِوَايَةِ تَفْنَدُ

সুতরাং বেপরোয়াভাবে গোমরাহীর অনুসরণ ত্যাগ কর। তুমিতো বোকার মত গোমরাহীর অনুসরণে মত্ত ছিলে।

وَلَقَدْ اَنٰى لَكَ اَنْ تَنَاهِىَ طَائِعًا - اَوْ تَسْتَفِيْقَ اِذَا نَهَاكَ الْمُرْشِدُ

এখন সময় এসেছে তোমার আনুগত্যে উৎকর্ষ অর্জনের, অথবা পথ-প্রদর্শক মুরশিদ যখন তোমাকে মন্দ কাজ থেকে বারণ করছেন তখন সচেতন হবার। গাফলতী ঘুম ভাঙ্গার।

وَلَقَدْ هُدِدْتَ لِفَقْدِ حَمْزَةَ هِدَّةً - ظَلَّتْ بَنَاتُ الْجَوْفِ مِنْهَا تَرْعَدُ

হামযা (রা)-কে হারিয়ে তুমি চরমভাবে ধাক্কা খেয়েছ শংকিত হয়েছ। তোমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে।

وَلَوْ اَنَّهُ فُجِعَتْ حِرَاءُ بِمِثْلِهِ - لَرَأَيْتَ رَأْسِىْ صَخْرِهَا يَتَبَدَّدُ

তাঁর তিরোধানে হেরা পর্বত যদি কম্পমান হত, প্রকাশ্যে বেদনা দেখাতে পারত, তবে তুমি দেখতে পেতে যে, পর্বতের পাথরের মাথাগুলো সব ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে।

قِرَامٌ تَمَكَّنَ فِى ذُوَابَتِهِ هَاشِمٍ - حَيْثُ النُّبُوَّةُ وَالنَّدٰى وَالسُّؤْدَدُ

তিনি জননেতা, তিনি সম্ভ্রান্ত। তিনি বনূ হাশিম গোত্রে উচ্চাসনে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। বনূ হাশিম গোত্র তো নবুওয়াত, দানশীলতা ও নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল।

وَالْعَاقِرُ الْكُوْمُ الْجِلَادُ اِذَا غَدَتْ - رِيْحٌ يَكَادُ الْمَاءُ مِنْهَا يَجْمَدُ

তিনি নেতা, গোত্রপতি, শক্তিমান, ভোরের বায়ু যখন পানিতে জমাট বাঁধা তখনও।

وَالتَّارِكُ الْقِرْنَ الْكُمِىَّ مُجَدَّلاً - يَوْمَ الْكَرِيْهَةِ وَالْقَنَا يَتَقَصَّدُ

শক্তিমান অস্ত্রধারী শত্রুকে তিনি পরাজিত করে ছাড়েন, অবলীলাক্রমে যুদ্ধের দিনে। তাঁর তীর ও বর্শা শত্রু খুঁজে বেড়ায়।

وَتَرَاهُ يَرْفُلُ فِى الْحَدِيْدِ كَاَنَّهُ - ذُوْ لِبْدَةٍ شَثْنُ الْبَرَاثِنِ اَرْبَدَ

তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ যে, লৌহ-বর্ম পরিধান করে তিনি বীরত্বের সাথে পায়চারি করছেন। সিংহের ফুলানো কেশর যেন তাঁর ঘাড়ে শোভা পাচ্ছে। তাঁর হাত যেন বাজপাখির নখর। প্রচন্ড ক্রোধে তাঁর চোখ-মুখ রক্তিম।

عَمُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَصَفِيُّهُ - وَرَدُ الْحِمَامِ فَطَابَ ذَاكَ الْمَوْرِدُ

তিনি নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর চাচা এবং তাঁর খাঁটি বন্ধু। তিনি মৃত্যু ঘাটে উপস্থিত। ওই ঘাট কতই না উত্তম !

وَاتَى الْمَنِيَّةَ مُعْلَمًا فِي أُسْرَةٍ - نَصَرُوا النَّبِيَّ وَمِنْهُمُ الْمُسْتَشْهَدُ

তিনি মৃত্যু ঘাটে উপস্থিত হয়েছেন এমন কতক লোকের দলে শামিল হয়ে যারা নবী (সা)-কে সাহায্য করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন শাহাদতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য ব্যক্তিবর্গ।

وَلَقَدْ اَخَالَ بِذَاكَ هِنْدًا بُشِّرَتْ - لَتُمِيتَ دَاخِلَ غُصَّةٍ لَاتَبْرُدُ

এটি দ্বারা তিনি হিনদের ক্ষোভ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি তার গলার কাঁটা হয়ে গিয়েছিলেন। যার ব্যথা প্রশমিত হচ্ছিল না।

مِمَّا صَبَحْنَا بِالْعَقَنْقَلِ قَوْمَهَا - يَوْمًا تَغَيَّبَ فِيهِ عَنْهَا الْاَسْعَدُ

সেদিন সকালে আমরা তার সম্প্রদায়ের মুখোমুখি হয়েছিলাম এক দূরবর্তী ময়দানে। সেদিন ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

وَبِبِئْرِ بَدْرٍ اِذْ يَرُدُّ وُجُوهَهُمْ - جِبْرِيلُ تَحْتَ لِوَائِنَا وَمُحَمَّدُ

সেদিন কাফির পক্ষের লোকদের চেহারা ওলট পালট করে দেয়া হয়েছিল বদরের কূপে। সেদিন আমাদের পতাকার নীচে জিব্‌রাঈল (আ) ছিলেন আর ছিলেন মুহাম্মাদ (সা)

حَتَّى رَاَيْتُ لَدَى النَّبِيِّ سَرَاتِهِمْ - قِسْمَيْنِ نَقْتُلُ مَنْ نَشَاءُ وَنَطْرُدُ

আমি তো সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুকাবিলায় ওদের নেতৃবৃন্দকে দেখেছি যে, ওরা দু'প্রকার হয়ে গিয়েছে। আমার যাকে ইচ্ছা হত্যা করছি আর যাকে ইচ্ছা তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম।

فَاَقَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمْ سَبْعُونَ عُتْبَةُ مِنْهُمْ وَالْاَسْوَدُ

এরপর ওদের সত্তর জনের স্থান হয়েছে বদরের নোংরা গর্তে। তাদের মধ্যে রয়েছে উতবা ও আসওয়াজ।

وَابْنُ الْمُغِيرَةِ قَدْ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً - فَوْقَ الْوَرِيدِ لَهَا رَشَاشٌ مُزْبِدٌ

এবং ওই নোংরা গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইবনুল মুগীরা। আমরা তাকে মেরেছি তার ঘাড়ের উপর প্রচন্ড মার।

وَاُمَيَّةُ الْجُمَحِيُّ قَوَّمَ مَيْلَهُ - عَضْبٌ بِاَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ مُهَنَّدٌ

এবং উমাইয়া জুমাহী, তার বাঁকা ঘাড় সোজা করে দিয়েছে একটি তরবারির আঘাত। তরবারিটি ছিল মুসলমানদের হাতে, ভারতীয় তরবারি।

فَاَتَاكَ فَلُّ الْمُشْرِكِيْنَ كَاَنَّهُمْ ـ وَالْخَيْلُ تَثْفَنُهُمْ نِعَامٌ شُرَّدٌ

এরপর পরাজিত মুশরিক সৈনিকরা আপনার নিকট এসেছে। তারা এবং তাদের অশ্বারোহীরা যেন পলায়নপর উটপাখি।

شَتَّانَ مَنْ هُوَ فِى جَهَنَّمَ ثَاوِيًا ـ اَبَدًا وَمَنْ هُوَ فِى الْجِنَانِ مُخَلَّدِ

যারা চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে বসবাস করবেন তাঁদের চেয়ে দূরে বহু দূরে থাকবে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে বসবাসকারিরা।

ইব্ন ইসহাক বলেছেন, হযরত হামযা (রা) ও উহুদ যুদ্ধের অন্যান্য শহীদের শাহাদত বরণে শোক প্রকাশ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন। ইব্ন হিশামের মতে এ পংক্তিগুলো আবু যায়দ কা'ব ইব্ন মালিকের। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

بَكَتْ عَيْنِىْ وَحَقَّ لَهَا بُكَاهَا ـ وَمَا يُغْنِى الْبُكَاءُ وَالْعَوِيْلُ

আমার দুচোখ কেঁদেছে। কান্না করা তার জন্যে সংগত বটে। মূলত ক্রন্দন ও আহাজারিতে এখনতো আর কোন লাভ হচ্ছে না।

عَلَى اَسَدِ الْاِلٰهِ غَدَاةَ قَالُوْا ـ اَحَمْزَةُ ذَاكُمُ الرَّجُلُ الْقَتِيْلُ

আমি কেঁদেছি আল্লাহ্র সিংহ হামযার (রা) জন্যে। যেদিন সকালে বলা হল এই কি হামযা ! তোমাদের নিহত ব্যক্তি !

أُصِيْبَ الْمُسْلِمُوْنَ بِهٖ جَمِيْعًا ـ هُنَاكَ وَقَدْ أُصِيْبَ بِهِ الرَّسُوْلُ

সেদিন সেখানে সকল মুসলমানই বিপদগ্রস্ত ও আহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও।

اَبَا يَعْلى لَكَ الاَرْكَانُ هُدَّتْ ـ وَاَنْتَ الْمَاجِدُ الْبَرُّ الْوَصُوْلُ

হে আবূ ইয়া'লা ! আপনার জন্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফের স্তম্ভগুলো কেঁদেছে। আপনি মর্যাদাবান, পুণ্যময় ও আত্মীয়বৎসল।

عَلَيْكَ سَلاَمُ رَبِّكَ فِى جِنَانٍ ـ مُخَالَطُهَا نَعِيْمٌ لاَ يَزُوْلُ

আপনার জন্যে জান্নাতে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে সালাম ও অভিনন্দন। সাথে রয়েছে জান্নাতের অবিনশ্বর নি'আমতসমূহ।

اَلاَ يَا هَاشِمَ الْاَخْيَارِ صَبْرًا ـ فَكُلُّ فِعَالِكُمْ حَسَنٌ جَمِيْلٌ

শুনে নিন হে ভাল মানুষদের ভাল মানুষ ! ধৈর্য সহকারে শুনুন ! আপনাদের সকল কাজ সুন্দর ও মহান।

رَسُوْلُ اللّٰهِ مُصْطَبِرٌ كَرِيْمٌ ـ بِاَمْرِ اللّٰهِ يَنْطِقُ اِذْ يَقُوْلُ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধৈর্যের অনুপম আদর্শ পরম দানশীল। তিনি যখন কথা বলেন, তা আল্লাহ্র বলে থাকেন।

أَلاَ مِنْ مُبَلِّغٍ عَنِّى لُؤَيًا - فَبَعْدَ الْيَوْمِ دَائِلَةٌ تَدُوْلُ

কেউ আছ কি আমার পক্ষ থেকে লুওয়াই গোত্রকে জানিয়ে দেবে যে, আজ থেকে পরবর্তী সময়ের জন্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই।

وَقَبْلَ الْيَوْمِ مَا عَرَفُوا وَذَاقُوْا - وَقَائِعَنَا بِهَا يَشْفِى الْغَلِيْلُ

আজ দিনের পূর্বে ওরা আমাদের সম্পর্কে যা জেনেছে এবং যা ভোগ করেছে তাতে রুগ্ন-হৃদয় ব্যক্তির জন্যে প্রতিষেধক ছিল।

نَسِيْتُمْ ضَرْبَنَا بِقَلِيْبِ بَدْرٍ - غَدَاةَ اَتَاكُمُ الْمَوْتُ الْعَجِيْلُ

বদর কূপে তোমাদের উপর আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণ ও আঘাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছ। সেই ভোর বেলার কথা যখন দ্রুত মৃত্যু তোমাদের গ্রাস করেছিল।

غَدَاةَ ثَوٰى اَبُوْ جَهْلٍ صَرِيْعًا - عَلَيْهِ الطَّيْرُ حَائِمَةٌ تَجُوْلُ

সেই গোত্রের কথা ভুলে গিয়েছ যখন আবূ জাহ্‌ল হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছিল বদর প্রান্তরে। পাখী (কাক- চিল ও শকুন)-গুলো তার উপর চক্কর দিচ্ছিল।

وَعُتْبَةُ وَابْنُهُ خَرَّا جَمِيْعًا - وَشَيْبَةُ عَضَّهُ السَّيْفُ الصَّقِيْلُ

উতবা এবং তার পুত্র দুজনে লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। আর শায়বা তীক্ষ্ণ ধার তরবারি তাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করেছিল!

وَمَتْرَكُنَا اُمَيَّةَ مُجْلَعِبًا - وَفِىْ حَيْزُوْمِهِ لَدِنٌ نَبِيْلٍ

তোমরা ভুলে গিয়েছ সেই কথা যে, উমাইয়াকে আমরা ভূলুণ্ঠিত করে ফেলে এসেছিলাম। অথচ তখনও তার বুকে বিদ্ধ ছিল তীর ও বর্শা।

وَهَامَ بَنِى رَبِيْعَةَ سَائِلُوْهَا - فَفِىْ اَسْيَافِنَا مِنْهَا فُلُوْلُ

বনূ রাবী'আ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে ওরা জিজ্ঞেস করে। বস্তুত আমাদের তরবারিতে রয়েছে ওদেরকে কর্তন করার চিহ্ন। কাটার ফলে তরবারি ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

اَلاَ يَا هِنْدُ فَابْكِى لاَ تَمَلِّى - فَاَنْتِ الْوَالِهُ الْعَبْرِىُّ الْهَبُوْلُ

শুনে নাও, হে হিন্দ! তুমি কেঁদেই যাও, তুমি দুঃখিনী তুমি অশ্রু বর্ষণকারিণী এবং তুমি উন্মাদ।

اَلاَ يَا هِنْدُ لاَ تَبْدِى شِمَاتًا - بِحَمْزَةَ اِنْ عِزَّكُمْ ذَلِيْلَ

শুনে নাও, হে হিন্দ! হযরত হামযাকে (রা) হত্যা করে তুমি খুশি হয়ো না, আনন্দ প্রকাশ করো না। কারণ, তোমাদের জয় হল মূলতঃ পরাজয়ই। তোমাদের ইজ্জত হল বেইজ্জতি ও লাঞ্ছনার নামান্তর।

ইব্‌ন ইসহাক (রা) বলেছেন, হযরত হামযা (র)-এর শাহাদতের পর তাঁর বোন সাফিয়্যা (রা)

বিন্ত আবদুল মুত্তালিব নিম্নের শোক গাঁথা আবৃত্তি করেন। সাফিয়্যা (রা) হলেন হযরত যুবায়র (রা)-এর মা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফু।

أَسَائِلَةٌ أَصْحَابَ أُحُدٍ مَخَافَةً - بَنَاتِ أَبِيْ مِنْ أَعْجَمٍ وَخَبِيْرٍ

আমার বাবার মেয়েরা কি ভয়ে ভয়ে উহুদ যুদ্ধের শহীদানদের কথা জিজ্ঞেস করছে ও জ্ঞাত-অজ্ঞাত সবাইকে।

فَقَالَ الْخَبِيْرُ إِنَّ حَمْزَةَ ثَوَى - وَزِيْرُ وَرَسُوْلِ اللّٰهِ خَيْرُ وَزِيْرِ

তখন যে ব্যক্তি ওয়াকিফহাল সে বলল যে, হামযা (রা) তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উযীর রূপে নিয়োগ পেয়েছেন।

دَعَاهُ إِلٰهُ الْحَقِّ ذُو الْعَرْشِ دَعْوَةً - إِلَى جَنَّةٍ يَحْيَا بِهَا وَسُرُوْرُ

সত্য নাযিলকারী মা'বূদ আরশের মালিক মা'বূদ তাকে ডেকেছেন জান্নাতের দিকে। তিনি সেখানে জীবিত থাকবেন এবং আনন্দে মগ্ন থাকবেন।

فَذٰلِكَ مَا كُنَّا نَرْجِيْ وَنَرْتَجِي - لِحَمْزَةَ يَوْمَ الْحَشْرِ خَيْرَ مَصِيْرِ

আমরা হযরত হামযা (রা)-এর জন্যে এটাই কামনা করেছিলাম যে, হাশর দিবসে তিনি সর্বোত্তম বাসস্থানের অধিকারী হবেন।

فَوَ اللّٰهِ لَا أَنْسَاكَ مَاهَبَّتِ الصَّبَا - بُكَاءً وَّحُزْنًا مَحْضَرِيْ وَمَسِيْرِيْ

আল্লাহ্র কসম! পূবাল হাওয়া যত দিন প্রবাহিত হবে ততদিন আমি তোমাকে ভুলব না। আমার নিজ দেশে এবং সফর অবস্থায় সর্বাবস্থায় আমি তোমার জন্যে কাঁদবো ও শোক প্রকাশ করবো।

عَلَى أَسَدِ اللّٰهِ الَّذِيْ كَانَ مِدْرَهًا - يَذُوْدُ عَنِ الْإِسْلَامِ كُلَّ كَفُوْرٍ

আমি কাঁদব এমন ব্যক্তির শোকে যিনি আল্লাহ্র সিংহ। যিনি নেতা। ইসলামের উপর আগত সকল কাফিরী আক্রমণ তিনি প্রতিহত করতেন।

فَيَالَيْتَ شِلْوِيْ عِنْدَ ذَاكَ وَأَعْظُمِيْ - لَدٰى أَضْبُعٍ تَعْتَادُنِيْ وَنُسُوْرٍ

হায় আমার দেহ ও হাঁড় যদি ওই ব্যক্তির নিকট থাকত যিনি প্রচণ্ড আক্রমণকারী ও বাজপাখী।

أَقُوْلُ وَقَدْ أَعْلَى النَّعِيُّ عَشِيْرَتِيْ - جَزَى اللّٰهُ خَيْرًا مِنْ أَخٍ وَنَصِيْرٍ

আমার প্রতিবেশীগণ তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছে আর আমি বলছি যে, আমার ওই ভাই ও সাহায্যকারীকে মহান আল্লাহ্ উত্তম পুরস্কার ও বিনিময় দান করুন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, শাম্মাস ইব্ন উছমানের স্ত্রী নু'আম তার স্বামী নিহত হবার প্রেক্ষিতে নিম্নের শোকগাঁথা আবৃত্তি করেছেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে।

يَا عَيْنُ جُوْدِيْ بِفَيْضٍ غَيْرِ إِبْأَسٍ - عَلَى كَرِيْمٍ مِنَ الْفِتْيَانِ الْبَأَّاسِ

হে আমার চক্ষু অঝোর ধারায় অশ্রু বর্ষণ কর। অশ্রুপাত বন্ধ করো না। কেঁদে যাও এমন এক সম্ভ্রান্ত যুবকের জন্যে যে ছিল সৌখিন পোশাক পরিধানকারী।

صَعْبُ الْبَدِيْهَةِ مَيْمُوْنُ نَقِيْبَتِهِ - حَمَّالُ اَلْوِيَةٍ رَكَّابُ اَفْرَاسٍ

তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী, বিচক্ষণ এবং তার চরিত্র ও স্বভাব বরকতময় প্রশংসার্হ। তিনি পতাকাবাহী অশ্বারোহী সৈনিক।

اَقُوْلُ لَمَّا اَتَى النَّاعِيْ لَهُ جَزْعًا - اَوْدَى الْجَوَادَ وَاَوْدَى الْمُطْعِمُ الْكَاسِيْ

তাঁর মৃত্যুর সংবাদদাতা যখন মৃত্যু সংবাদ জানাল তখন আমি অস্থির হয়ে বললাম, তাহলে একজন দানশীল ব্যক্তির মৃত্যু হল। একজন আহার্যদানকারী বস্ত্র প্রদানকারীর তিরোধান ঘটল।

وَقُلْتُ لَمَّا خَلَتْ مِنْهُ مَجَالِسُهُ - لاَ يُبْعِدُ اللّٰهُ مِنَّا قُرْبَ شَمَّاسٍ

তাঁর সাথে আমার উঠা বসা ও যখন শেষ হয়ে গেল তখন আমি বললাম, মহান আল্লাহ্ যেন শাম্মাসের সাথে আমাদের দূরত্ব ও ব্যবধান সৃষ্টি না করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেছেন, এই মর্সিয়া ও শোক গাঁথা শুনে তাঁর ভাই আবদুল হাকাম ইব্ন সাঈদ তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

اَقْنَى حَيَاءَكَ فِى سِتْرٍ وَفِى كَرَمٍ - فَاِنَّمَا كَانَ شَمَّاسٌ مِنَ النَّاسِ

সে তো তোমার ইজ্জত সম্মান বজায় রেখেছে সংবাদ রক্ষণ করেছে পর্দা ও আবরণের মাধ্যমে। কারণ সে নিজে ছিল অন্যতম লজ্জাশীল মানুষ।

لاَ تَقْتُلِى النَّفْسَ اِذْ حَانَتْ مَنِيَّتُهُ - فِى طَاعَةِ اللّٰهِ يَوْمَ الرَّوْعِ وَالْبَأْسِ

সে যখন আল্লাহ্র আনুগত্যে যুদ্ধ দিবসে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়েছে তখন তুমি তার শোকে বিরহে নিজেকে ধ্বংস করনি।

قَدْ كَانَ حَمْزَةُ لَيْثَ اللّٰهِ فَاصْطَبِرِى - فَذَاقَ يَوْمَئِذٍ مِنْ كَأْسِ شَمَّاسٍ

হযরত হামযা ছিলেন আল্লাহ্র সিংহ। সেদিন তিনি ও শাম্মামের পেয়ালা থেকে পানীয় পান করেছেন– তিনিও শহীদ হয়েছেন। সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর।

মুশরিকরা উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে যাবার পর আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিনদ বিন্ত উত্বা নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছিল ঃ

رَجَعْتُ وَفِى نَفْسِىْ بَلاَبِلُ جُمَّةٌ - وَقَدْ فَاتَنِى بَعْضُ الَّذِىْ كَانَ مُطْلَبِى

আমি উহুদ ময়দান থেকে ফিরে এসেছি বটে; কিন্তু এখনো আমার বহু দুঃখ ও আক্ষেপ, কারণ, আমার যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল তার সবটুকু পূর্ণ হয়নি।

مِنْ اَصْحَابِ بَدْرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ - بَنِى هَاشِمٍ مِنْهُمْ وَمِنْ اَهْلِ يَثْرِبَ

বদর যুদ্ধে কুরায়শ বংশের বনূ হাশিম গোত্র ও ইয়াছরিব অধিবাসীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল ওই সংঘর্ষ ও ক্ষয়ক্ষতির প্রতিশোধ তো নিতে পারেনি।

وَلٰكِنَّنِىْ قَدْنِلْتُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ ـ كَمَا كُنْتُ اَرْجُوْ فِى مَسِيْرِى وَمَرْكَبِى

তবে কিছু প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। আমার এখানে আগমনের যতটুকু আশা করেছিলাম তার পুরোটা অর্জিত হয়নি।

এ প্রসংগে ইব্ন ইসহাক আরো বহু কবিতা উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ হয়ে যাওয়া এবং বিরক্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় আমরা সেগুলো বাদ দিলাম। যা আমরা উল্লেখ করেছি তা-ই যথেষ্ট হবে। ইব্ন ইসহাক তাঁর গ্রন্থে যতগুলো কবিতা উল্লেখ করেছেন উমাভী তাঁর মাগাযী গ্রন্থে তার চেয়ে অধিক কবিতা উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিয়ম এটাই ছিল। তাঁর উল্লিখিত কবিতাগুলো থেকে হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর একটি কবিতা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি। উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত হাস্সান (রা) বলেছেন ঃ

طَاوَعُوْا الشَّيْطَانَ اِذْ اَخْزَاهُمْ ـ فَاسْتَبَانَ الْخِزْىُ فِيْهِمْ وَالْفَشَلُ

ওরা তো শয়তানের আনুগত্য করেছে। শয়তান তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। ফলে লাঞ্ছনা ও সাহসহীনতা তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

حِيْنَ صَاحُوْا صَيْحَةً وَاحِدَةً ـ مَعَ اَبِى سُفْيَانَ قَالُوْا اُعْلُ هُبَلَ

ওরা আবু সুফিয়ানের সাথে সমস্বরে যখন চীৎকার করেছিল তখন তারা বলেছিল, হুবল প্রতিমার জয় হোক।

فَاَجَبْنَاهُمْ جَمِيْعًا كُلُّنَا ـ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ

তখন আমরা সকলে সমস্বরে ওদের জবাব দিয়ে বলেছি "আমাদের দয়াময় প্রতিপালক সর্বোচ্চ সুমহান।

اَثْبُتُوْا تَسْتَعْمِلُوْهَا مُرَّةً ـ مِنْ حِيَاضِ الْمَوْتِ وَالْمَوْتُ نَهَلُ

দাঁড়াও, তোমরা অতি সত্বর মৃত্যু কূপ থেকে তিক্ত পানি পান করবে। মৃত্যু তো প্রথম বার পান করাই।

وَاعْلَمُوْا اَنَّا اِذَا مَا نَضِجَتْ ـ عَنْ خِيَالِ الْمَوْتِ قِدْرٌ تَشْتَعِلُ

জেনে রাখ যে, মৃত্যু ঘোড়ায় পাতিল ভর্তি করে, যখন তা ফুটানো হয় তখন ওই পাতিল টগবগ করে ফুটতে থাকে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরীর কবিতার উত্তরে হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) যে কবিতা বলেছিলেন উপরোক্ত পংক্তিগুলো ওই কবিতার অংশ বিশেষ।

অধ্যায় ঃ উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে শেষ কথা

তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ঘটনাবলী ও যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। ওই সব ঘটনার মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘটনা হল উহুদ-যুদ্ধের ঘটনা, এটি সংঘটিত হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের মধ্য ভাগে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

ঐ যুদ্ধে আবূ ইয়া'লা (রা) ও শহীদ হন। তাকে আবূ উমারাও বলা হতো। ওই যুদ্ধে আল্লাহর সিংহ এবং রাসূলের সিংহ উপাধিপ্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামযা (রা) শহীদ হন। হযরত হামযা (রা) এবং আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ দু'জনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ ভাই ছিলেন। আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়ায়বা তাঁদের তিনজনকে স্তন্যদান করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ দ্বারা তা প্রমাণিত। এই তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, হযরত হামযা (রা) যে দিন শহীদ হন সে দিন তাঁর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করেছিল। তিনি ছিলেন সাহসী বীর এবং প্রথম কাতারের সিদ্দীক। সেদিন তিনি সহ ৭০ জন সাহাবী (রা) শহীদ হন। ওই বছরই রাসূলের কন্যা হযরত উছমানের স্ত্রী রুকাইয়া (রা) ইনতিকাল করেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর হযরত উছমান (রা) রাসূল-কন্যা উম্মু কুলছুম (রা)-কে বিবাহ করেন। এই আক্দ সম্পন্ন হয় তৃতীয় হিজরী সনের রবীউল আওয়াল মাসে। তাদের বাসর সম্পন্ন হয় ওই বছর জুমাদাল উখ্রা মাসে। বিষয়টি ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

ইব্ন জারীর বলেছেন, তৃতীয় হিজরীতে আলী ও ফাতিমা (রা)-এর পুত্র হাসানের জন্ম হয়। ওই বছরই ফাতিমা (রা) হুসায়নকে গর্ভে ধারণ করেন।

হিজরী চতুর্থ সন

এ বছর মুহাররম মাসে আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদ আবূ তুলায়হা আসাদীর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরিত হয়। তাঁরা "কাতান" নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এ প্রসংগে ওয়াকিদী বলেন, উমার ইব্ন উছমান বর্ণনা করেছেন, সালামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন আবূ সালামা প্রমুখ থেকে। তাঁরা বলেছেন যে, হযরত আবূ সালামা উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে তিনি বাহুতে প্রচণ্ড আঘাত পান। এক মাস যাবত চিকিৎসা চলে। হিজরতের ৩৫ মাসের মাথায় মুহাররম মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ডেকে বললেন, এই অভিযান নিয়ে তুমি বের হও। আমি তোমাকে ওদের নেতা মনোনীত করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে পতাকা বেঁধে দেন। তিনি বললেন, নির্ধারিত মুজাহিদদেরকে নিয়ে তুমি যাত্রা কর। বনূ আসাদ গোত্রে পৌঁছে তোমরা ওদেরকে আক্রমণ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সালামা এবং তাঁর সাথীদেরকে তাকওয়া অবলম্বন ও সৎ কাজের উপদেশ দিলেন। ১৫০ জন মুজাহিদ নিয়ে আবূ সালামা "কাতানে" শিবির স্থাপন করেন। সেটি ছিল বনূ আসাদ গোত্রের একটি জলাশয়। ওখানে অবস্থান করছিল শত্রুপক্ষ খুওয়াইলিদের পুত্রদ্বয় তুলায়হা আসাদী এবং তার ভাই সালামা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বনূ আসাদ গোত্রের সকল মিত্র গোত্রকে একত্রিত করেছিল। ওদেরই একজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তুলায়হা ও তার ভাইয়ের নেতৃত্বে যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ তাঁকে জানায়। ওই লোকের সাথেই তিনি আবূ সালামার নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন।

মুসলিম বাহিনী ওখানে পৌঁছার পর শত্রুপক্ষ ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। তারা বহু ধন-সম্পদ ফেলে যায়। তার মধ্যে ছিল উট, বকরী ইত্যাদি। আবূ সালামা (রা) ও তাঁর সাথীগণ ওইসব ধন-সম্পদ দখল করে নেন। তাঁরা তিনজন ক্রীতদাসকে বন্দী করেন। শত্রুপক্ষ পালিয়ে যাওয়ার পর দলবলসহ আবূ সালামা (রা) মদীনার দিকে ফিরতি যাত্রা করেন। আসাদ গোত্রের যে ব্যক্তি গোপন সংবাদ জানিয়েছিল গনীমতের মাল থেকে প্রচুর পরিমাণ সম্পদ তাকেও দেওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য একটি ক্রীতদাস এবং বিধিমুতাবিক মোট সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রেখে দেওয়া হয়। অবশিষ্ট মালামাল অভিযানে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তারপর তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন।

উমর ইব্ন উছমান বলেন, আবদুল মালিক উমর ইব্ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে যে কাফির আমার পিতাকে যখম করেছিল সে ছিল আবূ উসামা জাশামী। প্রায় এক মাস যাবত আমার পিতা ওই যখমের চিকিৎসা করল। তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে কাতান এলাকায় প্রেরণ করেন। সময়টি ছিল ৪র্থ হিজরীর মুহাররাম মাস। সফর উপলক্ষে দশ দিনের অধিককাল তিনি মদীনার বাহিরে ছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তার ক্ষতস্থান আবার দগদগে হয়ে উঠে। অবশেষে জুমাদাল উলা মাসের তিনদিন অবশিষ্ট থাকতে তাঁর ইনতিকাল হয়। উমর ইব্ন আবূ সালামা বলেন, আমার পিতার মৃত্যুতে আমার মা যথারীতি ইদ্দত পালন করেন। ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালনের পর রাসূলুল্লাহ্-র সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। শাওয়াল মাসের শেষ দিকে তাঁদের বাসর হয়। এ প্রেক্ষিতে আমার মা বলতেন "শাওয়াল মাসে বিয়ে অনুষ্ঠান এবং বাসর উদযাপনে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিয়ে করেছেন শাওয়াল মাসে এবং ঐ মাসেই আমাদের বাসর হয়। বর্ণনাকারী বলেন, ৫৯ হিজরী সনের যিলকদ-মাসে উম্মু সালামা (রা)-এর ওফাত হয়। বায়হাকী (র) এটি বর্ণনা করেছেন। আমি বলি, ৪র্থ হিজরী সনের শেষের দিকের ঘটনাবলী উল্লেখ করার সময় শাওয়াল মাসে উম্মু সালামার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ এবং এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যেমন মায়ের বিয়েতে পুত্রের অভিভাবকত্ব, এ বিষয়ে উলামা-ই কিরামের মতভেদ ইত্যাদি উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্।

রাজী'র লোমহর্ষক ঘটনা

ওয়াকিদী বলেন, এই ঘটনাটি ঘটেছিল ৪র্থ হিজরী সনের সফর মাসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই জামাআতকে প্রেরণ করেছিলেন মক্কাবাসীদের প্রতি। রাজী' হল উছফান থেকে ৮ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত একটি কুয়ো। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইবরাহীম - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল গুপ্ত-চর পাঠিয়েছিলেন। তাদের নেতা মনোনীত করেছিলেন আসিম ইব্ন ছাবিতকে। আসিম ইব্ন ছাবিত ছিলেন আসিম ইব্ন উমার ইব্ন খাত্তাবের নানা। তাঁরা রওয়ানা করলেন। মক্কা ও উছফান-এর মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছার পর বদুযায়ল গোত্রের এক উপগোত্র বনূ লাহয়ান তাঁদের উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়। ফলে ঐ গোত্রের প্রায় একশ' তীরন্দাজ ব্যক্তি ঐ মুসলিম জামাআতকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়। তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে শত্রুপক্ষ অগ্রসর হয়। এক জায়গায় এসে তারা যাত্রা বিরতি করে। সেখানে তারা কতক খেজুর বীচি দেখতে পায়। তারা বলাবলি করতে লাগলো ওগুলো তো দেখছি মদীনার খেজুর। সফরের খাদ্য হিসেবে আসিম (রা) ও তাঁর সাথীরা সেগুলো সঙ্গে এনেছিলেন। দ্রুত বেগে তারা ঐ জামাআতের পশ্চাদ্ধাবন করে। তারা তাঁদের কাছে পৌঁছে গেল। আসিম ও তাঁর সাথিগণ উপায়ান্তর না দেখে ফদ ফদ নামক একটি উঁচু টিলায় উঠে যায়। শত্রুপক্ষ তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। ওরা বলল, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমরা যদি আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ কর। তবে আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। দলনেতা

আসিম (রা) বললেন, আমি কখনো কাফিরের হাতে আত্মসমর্পণ করব না। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সংকটপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবগত করিয়ে দিন। এরপর তাঁরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। দলনেতা আসিম (রা)সহ ৭ জন সাহাবী কাফিরদের হাতে নিহত হন। খুবায়ব, যায়দ ও অন্য একজন লোক বেঁচে গেলেন। তাঁরা কাফিরদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণ করেন। কাফিরেরা যখন সাহাবী তিনজনকে পূর্ণ কাবুতে পেয়ে গেল তখন তারা তাদের ধনুকের ছিলা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলে; তখন তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, এটি হচ্ছে প্রথম বিশ্বাস-ঘাতকতা। তিনি ওদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন। ওরা জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যেতে চায়। তিনি যেতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে শহীদ করে দেয়। যায়দ (রা) ও খুবায়ব (রা)-কে নিয়ে তারা যাত্রা করে। মক্কায় পৌঁছে তারা তাঁদের দু'জনকে বিক্রি করে দেয়। হারিছ ইব্‌ন আমিরের পুত্রেরা হযরত খুবায়ব (রা) কে কিনে নেয়। বদর দিবসে তিনি হারিছকে হত্যা করেছিলেন। বন্দী অবস্থায় খুবায়ব (রা) তাদের নিকট রইলেন। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল তখন হারিছের এক মহিলার নিকট থেকে তিনি ক্ষৌর কর্ম সম্পাদনের জন্যে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন। মহিলাটি তাকে একটি ক্ষুর দেয়। মহিলাটির অসতর্ক মহূর্তে তার এক শিশু পুত্র খুবায়বের (রা) কাছে পৌঁছে যায়। তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নেন। মহিলাটি বলে শিশুর এই অবস্থান দেখে আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি, খুবায়ব (রা) তা আঁচ করতে পারলেন। তখনও তাঁর হাতে ক্ষুর। তিনি বললেন, তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে, আমি ওকে খুন করব? আমি ইনশাআল্লাহ্ তা করব না। হারিছের কন্যা প্রায়ই বলত যে, খুবায়ব (রা)-এর চাইতে ভদ্র কোন বন্দী আমি কখনো দেখিনি। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি আঙ্গুর ছড়া থেকে আঙ্গুর খাচ্ছেন অথচ তখন মক্কায় আঙ্গুরের মওসুম ছিল না। তদুপরি তিনি লোহার শিকলে বাঁধা ছিলেন। নিশ্চয়ই ওই আঙ্গুর ছিল তাঁর জন্যে আল্লাহ্‌র পাঠানো বিশেষ রিয্‌ক স্বরূপ। হত্যার উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে যায়। তিনি বললেন, আমাকে দু' রাক'আত নামায আদায় করার সুযোগ দাও। পরে তিনি তাদের নিকট ফিরে এলেন। তিনি বললেন, তোমরা ধারণা করবে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে দীর্ঘ নামায আদায় করছি এরূপ আশংকা না থাকলে আমি নামায আরও দীর্ঘায়িত করতাম। নতুবা নিহত হওয়ার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায় করার রীতি সর্ব প্রথম তিনিই চালু করেন। তিনি বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا

হে আল্লাহ্! আপনি ওদেরকে জনে জনে গুণে রাখুন এবং ওদের প্রত্যেককে ধ্বংস করুন! তারপর তিনি বললেন ঃ

وَلَسْتُ اُبَالِى حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا - عَلَى اَىِّ شِقٍّ كَانَ فِى اللّٰهِ مَصْرَعِى

যখন মুসলিম অবস্থায় আমি নিহত হচ্ছি তখন আমার কোন পরোয়া নেই যে, কোন পাশে কাত থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু হলো।

وَذَالِكَ فِى ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَا - يُبَارِكْ عَلَى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

আমার মৃত্যুতো হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে। তিনি চাইলে আমার খণ্ড বিখণ্ড দেহের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় প্রতিটি সংযোগ স্থলে বরকত দিবেন। এরপর উকবা ইব্‌ন হারিছ তাঁর দিকে এগিয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করে। বর্ণিত আছে যে, কুরায়শের লোকেরা প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল যাতে তারা চিনতে পারে আসিমের (রা) শরীরের এমন কোন অংশ নিয়ে আসার জন্যে। কারণ, হযরত আসিম (রা) ওদের খ্যাতিমান এক নেতাকে বদর দিবসে হত্যা করেছিলেন। এখন তাঁর শরীরের অংশের অবমাননা করে তার প্রতিশোধ নেয়া ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর পবিত্র দেহকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা মেঘের ন্যায় এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। মৌমাছি গুলো চারিদিক থেকে তাঁকে ঘিরে রেখে ওদের হাত থেকে তাঁর দেহকে রক্ষা করে। তারা তাঁর দেহ স্পর্শ-ই করতে পারেনি।

বুখারী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন যে, খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করেছিল কাফির আবূ সারো'আ। আমি বলি, তার নাম উকবা। সে হারিছের পুত্র। অবশ্য পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। "দুধ পান" বিষয়ে তার বর্ণিত একটি হাদীছও রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আবূ সারো'আ আর উক্‌বা দুজন সহোদর ভাই ছিলেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন। বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মাগাযী অধ্যায়ে রাজী' এর ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এই ঘটনাটি তাওহীদ অধ্যায়ে এবং জিহাদ অধ্যায়ে যুহরী ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি ভাষ্য এই ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১০ জনের একটি গুপ্তচর দল প্রেরণ করেছিলেন। তাদের নেতা মনোনীত করেছিলেন আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আবূ আফলাহ্‌কে। অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বের ন্যায়। বর্ণনার কোন কোন অংশে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক, মূসা ইব্‌ন উক্‌বা এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র দ্বিমত পোষণ করেছেন। উভয় প্রকারের বর্ণনার মধ্যে কতটুকু তারতম্য ও ব্যবধান রয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্যে আমরা ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনাটিও উল্লেখ করব। কারণ, ইতিহাস বিষয়ে ইব্‌ন ইসহাক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যেমন ইমাম শাফিঈ (র) বলেছেন, মাগাযী বা যুদ্ধ শাস্ত্রে যে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের মুখাপেক্ষী।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন, আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদা আমাদের নিকট বলেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের পর আযল ও কারাহ গোত্রদ্বয়ের কতক লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে। তারা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনি আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে একদল লোক আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যারা আমাদেরকে দীনের জ্ঞান দান করবে, কুরআন শিক্ষা দেবেন এবং ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ছয়জন সাহাবী (রা)-কে তাদের সাথে প্রেরণ করলেন। তাঁরা হলেন– (১) মারছাদ ইব্‌ন আবূ মারছাদ গানাবী (রা), ইনি হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের মিত্র ছিলেন। ইব্‌ন ইসহাকের মতে ইনি ছিলেন দলনেতা। (২) খালিদ ইব্‌ন বুকায়র লাইছী (রা), তিনি বনূ আদী গোত্রের মিত্র। (৩) আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আবুল আফলাহ (রা)। ইনি বনূ আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের লোক ছিলেন। (৪) খুবায়ব ইব্‌ন আদী (রা), ইনি বনূ জাহ্‌জাবাঈ ইব্‌ন কালফা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের লোক ছিলেন। (৫) যায়দ ইব্‌ন দাছিন্না (রা), তিনি বনূ বিয়াদা ইব্‌ন

আমির গোত্রের লোক ছিলেন। (৬) আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক (রা), ইনি যাফর গোত্রের মিত্র ছিলেন। ইব্ন ইসহাক এরূপই বলেছেন যে, তাঁরা ছিলেন ছয় জন, মূসা ইব্ন উক্বা ও তাই বলেছেন, ইব্ন ইসহাক যে নামগুলো উল্লেখ করেছেন মূসা ইব্ন উকবাও সেগুলো উল্লেখ করেছেন। বুখারীর (র) মতানুসারে প্রতিনিধি দলে ছিলেন ১০ জন। তিনি আরো বলেছেন যে, তাদের দল নেতা ছিলেন আসিম ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবূল আফলাহ্। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আগত লোকদের সাথে যাত্রা করলেন এই প্রতিনিধি দল। তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন রাজী' এলাকায়। রাজী' হল হাদ'আ থেকে ফেরার পথে হিজায প্রান্তের একটি কূয়ো। হুযায়ল গোত্রের তত্ত্বাবধানে ছিল এ কূয়োটি। সেখানে পৌঁছার পর ঐ লোকজন বিশ্বাসঘাতকতা করে। মুসলিম জামাতটির উপর হামলা করার জন্যে তারা হুযায়ল গোত্রকে আহ্বান জানায়। কিন্তু তাদের হাতে তরবারি থাকায় স্থানীয় লোকজন সে সাহস করেনি। অথচ তারা ঐ জামাতকে ঘিরে রেখেছিল। মুসলমানগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে তরবারিগুলো হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান। তখন তারা বলে যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি। আমরা বরং এটি চেয়েছিলাম যে, আপনাদেরকে মক্কাবাসীর নিকট প্রেরণ করে বিনিময়ে কিছু আর্থিক সুবিধা আদায় করব। আপনাদের সাথে আমরা অঙ্গীকার করছি যে, আমরা আপনাদেরকে হত্যা করব না। হযরত মারছাদ (রা), খালিদ ইব্ন বুকায়র (রা) এবং আসিম ইব্ন ছাবিত (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, মুশরিকদের কোন অঙ্গীকার আমরা বিশ্বাস করব না এবং ওদের সাথে কোন চুক্তিতে আমরা আবদ্ধ হব না, এ প্রসংগে আসিম ইব্ন ছাবিত (রা) বললেন :

مَا عِلَّتِي وَأَنَا جَلْدٌ نَابِلٌ - وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتَرٌ عُنَابِلُ

আমার কোন ওযর ও দুর্বলতা নেই। আমি একজন শক্ত-সামর্থ তীরন্দাজ যুবক। আমার ধনুকে রয়েছে মযবূত ছিলা।

تَزِلُّ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ - اَلْمَوْتُ حَقٌّ وَالْحَيَاةُ بَاطِلُ

সেটির পিঠ থেকে তূনীর পড়ে যায়। মৃত্যু চির সত্য আর জীবন হল অসার।

وَكُلُّ مَا حَمَّ الْإِلٰهُ نَازِلٌ - بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ اِلَيْهِ آيِلُ

যা নাযিল হবে বলে আল্লাহ্ তা'আলা স্থির করেছেন, তা মানুষের উপর নাযিল হবেই। মানুষ সে দিকে আসবেই।

اِنْ لَمْ اُقَاتِلْكُمْ فَأُمِّىْ هَابِلُ

আমি যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করি তবে আমার মা অপ্রকৃতিস্থ বলে গণ্য হবেন।

হযরত আসিম (রা) আরো বলেন :

اَبُوْ سُلَيْمَانَ وَرِيْشُ الْمُقْعَدِ - وَضَالَّةٌ مِثْلُ الْجَحِيْمِ الْمُوْقَدِ

আবূ সুলায়মান সীমালংঘনকারী ও পথভ্রষ্ট যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।

اِذَا النَّوَاجِي افْتَرَشَتْ لَمْ اُرْعَدْ - وَمَجْنَأٌ مِنْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَجْرَدْ

শোক প্রকাশকারিণী মহিলাগণ যখন তাদের শয্যা পেতে কাঁদতে থাকে তখনও আমি কোন ভয় পাইনা; বরং ষাড়ের চামড়ায় তৈরী ঢাল নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হই।

আর আমি মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল, তিনি আরো বলেন, ঃ

اَبُوْ سُلَيْمَانَ وَمِثْلِى رَامَا - وَكَانَ قَوْمِى مَعْشَرًا كِرَامًا

আবূ সুলায়মান ও আমার দৃষ্টান্ত এই যে, আমরা দুজন তীরন্দাজ ও বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী। আর আমার গোত্র হল সম্মানিত গোত্র।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি লড়াই অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর সাথীদ্বয় শহীদ হন। তিনি নিহত হওয়ার পর হুযায়ল গোত্রের লোকেরা চেয়েছিল তাঁর মাথা কেটে নিয়ে মক্কী মহিলা সুলাফা বিনত সা'দ ইব্ন সুহায়লের নিকট বিক্রি করতে। কারণ, উহুদ দিবসে হযরত আসিম (রা) ওই মহিলার দু' পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। মহিলাটি মানত করেছিল যে, সে যদি কোন দিন আসিমের মাথার খুলি হাতে পায় তবে তাতে করে সে শরাব পান করবে। একদল মৌমাছি এসে হযরত আসিম (রা)-এর পবিত্র লাশ ঘিরে ফেলে এবং ওদের ইচ্ছা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে। নিরুপায় হয়ে তারা বলে যে, আপাতত থাকুক সন্ধ্যা হলে মৌমাছিগুলো নিজ নিজ মৌচাকে ফিরে যাবে। আমরা তখন তার মাথা কেটে নেব। সন্ধ্যাবেলা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে উপত্যকায় ঢল নামে এবং হযরত আসিমকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হযরত আসিম (রা) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁকে যেন কোন মুশরিক স্পর্শ করতে না পারে এবং তাকেও যেন কোন মুশরিককে স্পর্শ করতে না হয়। কেননা, মুশরিকরা নাপাক। মৌমাছি এসে হযরত আসিম (রা)-কে রক্ষা করেছে এই সংবাদ শুনে হযরত উমার (রা) বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে রক্ষা করে থাকেন। আসিম (রা) মানত করেছিলেন যে, কখনো তিনি কোন মুশরিককে স্পর্শ করবেন না এবং তাঁকেও যেন কোন মুশরিক জীবনে স্পর্শ করতে না পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা জীবন কালে যেমন আসিমকে মুশরিক লোকের স্পর্শ থেকে রক্ষা করেছেন মৃত্যুর পরও তেমন রক্ষা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত খুবায়ব (রা) যায়দ ইব্ন দাছিন্না এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক কিছুটা নম্রতা দেখালেন এবং জীবন বাঁচাতে চাইলেন। তাঁরা ওদের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। তারা তাদেরকে বন্দী করে ফেলল এবং মক্কায় নিয়ে বেঁচে দেয়ার জন্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল। মাররুয যাহ্রান পৌঁছার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন তারিক কৌশলে তাঁর হাত মুক্ত করে নিলেন। তারপর তার তরবারি হাতে নিয়ে শত্রুদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। তারা সকলে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। এরপর সকলে মিলে তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপে তারা তাঁকে হত্যা করল। তাঁর কবর মাররুয যাহ্রানে অবস্থিত।

তারা খুবায়ব ইব্ন আদী (রা) এবং যায়দ ইব্ন দাচ্ছিন্না (রা)-কে মক্কায় নিয়ে আসে। তারপর কুরায়শদের হাতে বন্দী দুজন হুযায়লী লোকের মুক্তির বিনিময়ে তাদেরকে কুরায়শদের হাতে তুলে দেয়। ইব্ন ইসহাক বলেন, হুজায়র ইব্ন আবূ ইহাব তামীমী হযরত খুবায়ব (রা)-কে কিনে নেয়। হুজায়র ছিল বনূ নাওফিল গোত্রের মিত্র। তার পিতা আবূ ইহাব হল হারিছ ইব্ন আমিরের

বৈপিত্রীয় ভাই। হুজায়র হযরত খুবায়ব (রা)-কে কিনেছিল উক্‌বা ইব্‌ন হারিছের নিকট হস্তান্তর করার জন্যে যাতে সে খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করে তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারে। যায়দ ইব্‌ন দাছিন্নাহ (রা)-কে ক্রয় করেছিল সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া। সে তাঁকে ক্রয় করেছিল তাঁকে হত্যা করে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে। হত্যার নির্দেশ দিয়ে সে তার ক্রীত-দাস নাসতাস কে যায়দ ইব্‌ন দাছিন্না সহকারে হারাম শরীফের বাহিরে তানঈম নামক স্থানে পাঠায়। সেখানে কতক কুরায়শী লোক একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারবও ছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি যায়দ ইব্‌ন দাছিন্না (রা)-কে সে বলেছিল "হে যায়দ! এখন তোমার যে অবস্থান মুহাম্মাদকে ধরে এনে সে অবস্থানে রেখে আমরা যদি তাঁকে হত্যা করি বিনিময়ে তোমাকে মুক্তি দিই, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে থাক তা কি তুমি পসন্দ করবে? হযরত যায়দ (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মাদ (সা) এখন যে অবস্থানে আছেন সেখানে যদি তাঁর পবিত্র দেহে একটি কাটার খোঁচা লাগে আর আমি আমার পরিবারের মধ্যে থাকব তা আমি কখনও পসন্দ করব না। আবূ সুফিয়ান বলল, মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীগণ তাকে যেমন দৃঢ়ভাবে ভালবাসে কোন মানুষ অন্যকে তেমন ভালবাসতে আমি দেখিনি। তারপর নাসতাম কাফির এসে তাঁকে হত্যা করে।

বর্ণনাকারী বলেন, খুবায়ব ইব্‌ন আদী (রা) সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ হুজায়র ইব্‌ন আবূ ইহাবের ক্রীতদাসী মাবিয়া থেকে বর্ণনা করেন, পরবর্তীতে মাবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। বস্তুত মাবিয়া বলেছেন যে, খুবায়ব (রা) বন্দী অবস্থায় আমার নিকট আমার গৃহে অবস্থান করছিলেন। একদিন হঠাৎ আমি তাঁর দিকে উঁকি মেরে দেখি। তার হাতে আঙ্গুরের থোকা। মানুষের মাথার মত বড় ছিল ওই আঙ্গুরগুলো। তিনি ওই থোকা থেকে আঙ্গুর খাচ্ছিলেন। তখন পৃথিবীর কোথাও আঙ্গুর পাওয়া যায় বলে আমার জানা ছিল না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ দুজনেই আমাকে জানিয়েছেন, যে মাবিয়া বলেছেন, খুবায়ব (রা)-এর মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসায় তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমাকে একটি ক্ষুর দাও। আমি যেন মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে পাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে পারি। মাবিয়া বলেন, এরপর ক্ষুর সহ ছোট্ট একটি বালককে আমি তাঁর নিকট পাঠাই এই বলে যে, তুমি ক্ষুরটি নিয়ে গৃহে আবদ্ধ লোকটির নিকট যাও। ক্ষুর নিয়ে বালকটি সেদিকে যাত্রা করার পরই আমার বোধ উদয় হল যে, আমি যা করলাম তাতে তো খুবায়বের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ তৈরী করে দিলাম। প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি বালকটিকে হত্যা করে ফেলতে পারেন। তাহলে ১ জন মুসলিমের প্রতিশোধরূপে ১জন কাফিরকে হত্যা করা হবে। বালকটি ক্ষুর নিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছার পর তিনি সেটি নিজ হাতে নিলেন এবং বললেন, হায়, তোমার মা যখন ক্ষুর সহ তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়েছে তখন সে কি ভয় পায়নি? এরপর তিনি শিশুটিকে বিদায় দিয়ে দিলেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, শিশুটি ছিল ওই মহিলারই পুত্র সন্তান। ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে, আসিম বলেছেন, এরপর কাফিরেরা হযরত খুবায়ব (রা)-কে নিয়ে বের হল তাঁকে শুলিতে চড়ানোর জন্যে। তারা "তানঈম" এসে পৌঁছল। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাকে দু' রাক'আত নামায আদায়ের অবকাশ দিতে রাযী হও তবে তাই কর। তারা বলল, ঠিক আছে তুমি নামায আদায়

করে নাও। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও পূর্ণতার সাথে দু' রাক'আত নামায আদায় করলেন। তারপর শত্রুদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা যদি এ সন্দেহ পোষণ না করতে যে, মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে আমি দীর্ঘক্ষণ নামায পড়ছি তবে আমি তা আরো দীর্ঘায়িত করতাম। হযরত খুবায়ব (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের জন্যে নিহত হওয়ার পূর্বে দু' রাকআত নামায আদায়ের সুন্নত প্রবর্তন করে গেলেন। এরপর তারা খুবায়ব (রা)-কে সংশ্লিষ্ট কাঠে চড়িয়ে মযবুতভাবে বেঁধে ফেলল। খুবায়ব এই দু'আ পাঠ করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا قَدْ بَلَّغْنَا رِسَالَةَ رَسُوْلِكَ فَبَلِّغْهُ الْغَدَاةَ مَايُصْنَعُ بِنَا

হে আল্লাহ্! আমরা আপনার রাসূলের রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়েছি। এখন আমাদেরকে নিয়ে যা যা করা হচ্ছে তার সংবাদ আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ভোরেই পৌঁছিয়ে দিন। তারপর তিনি বললেন (اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا -হে আল্লাহ্! ওদের সবাইকে আপনি গুণে নিন। তাদের সকলকে ধ্বংস করুন। ওদের কাউকেই অবশিষ্ট রাখবেন না।) এরপর তারা তাঁকে হত্যা করল।

মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান বলতেন "সেদিন আবূ সুফিয়ানের সাথে অন্যান্যসহ আমিও ছিলাম। আমি দেখেছি যে, হযরত খুবায়ব (রা)-এর বদ দু'আয় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমার পিতা আবূ সুফিয়ান আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছিলেন। তারা মনে করত যে, কারো জন্যে বদ দু'আ করা হলে সে যদি মাটিতে শুয়ে যায় বা কাত হয়ে পড়ে তবে ওই বদ দু'আ তার উপর থেকে টলে যায়।

মূসা ইব্ন উকবার মাগাযী গ্রন্থে আছে যে, হযরত খুবায়ব (রা) এবং যায়দ ইব্ন দাচ্ছিন্না (রা) নিহত হয়েছিলেন একই দিনে। যেদিন তাঁরা নিহত হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় অবস্থান করে তাঁদের আর্জি শুনতে পাচ্ছিলেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের দুজনের প্রতি সালাম। অথবা একথা বলেছিলেন, হে খুবায়ব! তোমার প্রতি সালাম। কুরায়শগণ খুবায়বকে হত্যা করে ফেলল" বর্ণিত আছে যে, শত্রুরা হযরত ইব্ন দাচ্ছিন্না (রা)-কে শুলিতে চড়িয়ে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল। তাদের উদ্দেশ্যে ছিল তিনি দীন ত্যাগ করুন, কুফরীতে ফিরে আসুন। কিন্তু তাতে তাঁর ঈমান ও আত্মনিবেদন আরো সুদৃঢ় হল।

উরওয়া এবং মূসা ইব্ন উক্বা উল্লেখ করেছেন যে, তারা হযরত খুবায়ব (রা)-কে শুলির কাঠের সাথে বেঁধে ডেকে ডেকে বলছিল, তুমি কি এটা চাও যে, তোমার স্থানে মুহাম্মাদ থাকুক, তুমি মুক্তি পাও ? তিনি বল্ছিলেন না, না, কখনো নয়। মহান আল্লাহ্র কসম! আমার মুক্তির বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পায়ে একটি কাঁটা বিধুক তাও আমি পসন্দ করি না। তাঁর উত্তর শুনে তারা সকলে হাসাহাসি করছিল। যায়দ ইব্ন দাচ্ছিন্না (রা) সম্পর্কেও ইব্ন ইসহাক এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মূসা ইব্ন উক্বা বলেন, লোকদের ধারণা যে, আমর ইব্ন উমাইয়া হযরত খুবায়ব (রা)-কে দাফন করেছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন আববাদ উক্বা ইব্ন হারিছ সূত্রে বলেছেন, উক্বা বলেছেন, আল্লাহ্র কসম! খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করা আমার জন্যে সম্ভব ছিল না। আমি

তখন একান্তই ছোট ছিলাম। কিন্তু বনূ আবদুদ্ দার গোত্রের আবূ মায়সারা একটি বর্শা নিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। এরপর সে আমার হাতে থাকা বর্শা এবং আমার হাত এক সাথে ধরে ওই বর্শা দ্বারা খুবায়ব (রা)-কে আঘাত করে। শেষ পর্যন্ত আঘাতে আঘাতে তার মৃত্যু হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমার জনৈক সাথী আমাকে বলেছেন যে, হযরত উমার (রা) সিরিয়ার একটি স্থানে প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন সাঈদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন হুযায়ম জুমাহীকে, কোন কোন সময় এমনও হত যে, লোকজনের সম্মুখেই তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন। হযরত উমারের (রা) নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করা হল যে, প্রশাসক সাঈদ ইব্‌ন আমির একজন অসুস্থ মানুষ। কোন এক কাজে সাঈদ (রা) এসেছিলেন খলীফা হযরত উমারের (রা) নিকট। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে সাঈদ! তোমার যে, এ অবস্থা হয় তা কী জন্যে ? সাঈদ বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! মূলত আমার মধ্যে কোন রোগ নেই। তবে হযরত খুবায়বকে হত্যা করার সময় যারা সেখানে উপস্থিত ছিল আমি তাদের একজন। তাঁর দু'আটি আমি নিজ কানেই শুনেছিলাম। সে থেকে কোন মজলিসে বসলে ওই বদ দু'আর কথা স্মরণ হলেই আমি বেহুশ হয়ে যাই। এরপর থেকে হযরত উমরের (রা) নিকট তাঁর মর্যাদা আরো বেড়ে যায়।

উমাভী - - - - ইব্‌ন ইসহাক সূত্রে বলেছেন যে, হযরত উামর (রা) বলেছিলেন, যদি কেউ তুলনাহীন ও অনন্য ব্যক্তিকে দেখতে চায় সে যেন সাঈদ ইব্‌ন আমির (রা)-কে দেখে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, হযরত খুবায়ব (রা) তাদের হাতে বন্দী ছিলেন। নিষিদ্ধ মাসগুলো শেষ হবার পর তারা তাঁকে হত্যা করে।

বায়হাকী (র) - - - - আমর ইব্‌ন উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা তাঁকে গুপ্তচর রূপে প্রেরণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, যে কাঠে বেঁধে হযরত খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করা হয়েছিল আমি চুপি চুপি ওখানে গেলাম। সেটিতে উঠলাম। ওদের পাহারাদারগণ আমাকে দেখে ফেলে নাকি ভয় পাচ্ছিলাম। আমি তাঁর বাধন খুলে দিলাম। তাঁর লাশ মাটিতে পড়ে গেল। আমিও লাফ দিয়ে নীচে পড়ে গেলাম। আমি একপাশে গিয়ে একটুখানি বসলাম। তারপর তাকিয়ে দেখি কিছুই নেই। খুবায়বের (রা) কোন চিহ্ন নেই। যেন মাটি তাকে গিলে ফেলেছে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত হযরত খুবায়রে (রা) লাশের এমনকি তার কোন হাড়ের সংবাদ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ইব্‌ন ইসহাক - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাজী'-এর ঘটনায় যারা শহীদ হলেন মুনাফিকরা তাঁদের সম্পর্কে কটুক্তি করে বলেছিল আহ্! এরা শুধু শুধু মারা গেল। না তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে থাকতে পারল, আর না তারা রাসূলের রিসালাতের বাণী পৌঁছাতে পারল। মুনাফিকদের এই আচরণ উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াত নাযিল করলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهُ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ -

মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে তার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু প্রচন্ড ঝগড়াটে। (২-বাকারা ঃ ২০৪)। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত মুসলিম দল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ ـ

মানুষের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (২-বাকারা ঃ ২০৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এই যুদ্ধে যে সব কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিল তার অন্যতম হল হযরত খুবায়ব (রা)-এর নিম্নোক্ত কবিতা, শত্রুপক্ষ যখন তাকে হত্যা করার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুত তখন তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। (ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ কবিতা খুবায়ব (রা)-এর একথা কেউ কেউ মানতে রাযী নন।)

لَقَدْ جَمَّعَ الْاَحْزَابُ ـ حَوْلِى وَاَلَّبُوْا قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْا كُلَّ مَجْمَعٍ

সকল দল আমার চারদিকে একত্রিত হয়েছে। তারা সবগুলো গোত্রকে ডেকে এনেছে এবং পরিপূর্ণভাবে জমায়েত হয়ে রয়েছে।

وَكُلُّهُمْ مُبْدِى الْعَدَاوَةَ جَاهِدٌ ـ عَلَىَّ لاَنِّى فِى وِثَاقٍ بِمُضْيَعِ

ওদের সকলে আমার প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করছে, আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কারণ, আমি এখন চামড়া কাটার যন্ত্রে আবদ্ধ।

وَقَدْ جَمَعُوْا اَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ـ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيْلٍ مُمَنَّعِ

তারা তাদের পুত্র কন্যা এবং স্ত্রীদেরকে একত্রিত করেছে। আমাকে একটি সুদীর্ঘ ও মযবুত কাঠের নিকট নিয়ে আসা হয়েছে।

اِلَى اللّٰهِ اَشْكُوْا غُرْبَتِى ثُمَّ كُرْبَتِى ـ وَمَا اَرْصَدَ الْاَعْدَاءُ لِى عِنْدَ مَصْرَعِى

আমার এই একাকীত্বের কথা, আমার এই দুঃখ-দুর্দশার কথা এবং আমার মৃত্যুর জন্যে শত্রু পক্ষ যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে এ বিষয়ে আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করছি।

فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِى عَلَى مَا يُرَادُ بِىْ ـ فَقَدْ بَضَعُوْا لَحْمِىْ وَقَدْ بَأْسَ مَطْمَعِى

হে আরশ অধিপতি! ওরা যা করতে চাইছে তার মুখে আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তাওফীক দান করুন। ওরা আমার গোশত কেটে ফেলেছে এখন আমার বাঁচার সকল আশা শেষ হয়ে গিয়েছে।

وَذٰلِكَ فِى ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَأْ ـ يُبَارِكْ عَلَى اَوْ صَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

আমার এই অবস্থা তো মহান আল্লাহ্‌র পথে। তিনি চাইলে আমার কর্তিত প্রতিটি অঙ্গের জোড়ায় জোড়ার বরকত প্রদান করবেন।

وَقَدْ خَيَّرُوْنِى الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُوْنَهُ - وَقَدْ هَمَلَتْ عَيْنَاىَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ

ওরা আমাকে কুফরী অবলম্বনের অন্যথায় মৃত্যুকে আলিঙ্গনের প্রস্তাব দিয়েছে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে নীরবে ও শান্তচিত্তে আমার দু চোখ অশ্রুপাত করছে।

وَمَابِىْ حَذَارُ الْمَوْتِ اِنِّى لَمَيِّتٌ - وَلٰكِنْ حَذَارِىْ جُحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ

মৃত্যুভয় আমার নেই। কারণ, আমার মৃত্যু হবে তা নিশ্চিত। তবে আমি ভয় করি সর্বগ্রাসী লেলিহান জাহান্নামের আগুনকে।

فَوَاللّٰهِ مَا اَرْجُوْ اِذَا مِتُّ مُسْلِمًا - عَلَى اَىِّ جَنْبٍ كَانَ فِى اللّٰهِ مَضْجَعِى

আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তখন আমার মৃত্যু কোন্ কাতে হচ্ছে তার ভাবনা কিসের ?

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا - وَلاَ جَزَعًا اِنِّى اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعِىْ

আমি শত্রুদের প্রতি বিনয় বা অস্থিরতা কিছুই প্রকাশ করছি না, কারণ, আমি নিশ্চিত যে, মহান আল্লাহ্‌র দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করছি।

এই কাসীদার দুটো পংক্তি সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে। যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে সে দুটো হল ঃ

فَلَسْتُ اُبَالِى حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا - عَلَى اَىِّ شِقٍّ كَانَ فِى اللّٰهِ مَصْرَعِىْ

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَاْ - يُبَارِكْ عَلَى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত খুবায়ব (রা)-এর প্রতি শোক প্রকাশ করে হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ পংক্তি

مَابَالَ عَيْنِكَ لاَ تَرْقَا مُدَامِعُهَا - سُحًّا عَلَى الصَّدْرِ مِثْلَ اللُّوْلُو الْفَلَقِ

তোমার চোখের কী হল ? অশ্রুপাত করছে না কেন ? বিক্ষিপ্ত মুক্তোর ন্যায় অশ্রু ঝরছে না কেন বুকের উপর ?

عَلَى خُبَيْبٍ فَتَى الْفِتْيَانِ قَدْ عَلِمُوْا - لاَفَشِلٍ حِيْنَ تَلْقَاهُ وَلاَ نَزِقِ

অশ্রু ঝরছেনা কেন খুবায়বের জন্যে ? তিনি তো এক নওজোয়ান, টগবগে যুবক। তাঁর সাক্ষাতে তারা জেনে ফেলেছে যে, তিনি কাপুরুষও নন, দুর্বলও নন।

فَاذْهَبْ خُبَيْبُ جَزَاكَ اللّٰهُ طَيِّبَةً - وَجَنَّةَ الْخُلْدِ عِنْدَ الْحُوْرِ فِى الرُّفُقِ

হে খুবায়ব ! তুমি চলে যাও। আল্লাহ্ তা'আলা বিনিময়ে তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিবেন এবং দিবেন চিরস্থায়ী জান্নাত যেখানে থাকবে বন্ধুদের মধ্যে হূর-গিলমান।

مَاذَا تَقُوْلُوْنَ اِنْ قَالَ نَبِيُّكُمْ - حِيْنَ الْمَلٰئِكَةُ الْاَبْرَارُ فِى الْاُفُقِ

তাঁর সম্পর্কে তোমরা আর কী বলবে, যেখানে তোমাদের নবী (সা) বলেছেন যে, তাঁর সম্মানে ফেরেশতাগণ চারিদিক থেকে তাঁর নিকটে এসে পৌঁছেছে।

فِيْمَ قَتَلْتُمْ شَهِيْدَ اللّٰهِ فِى رَجُلٍ طَاغٍ - قَدْاَوْعَثَ فِى الْبُلْدَانِ وَالرُّفُقِ

হে শত্রুপক্ষ! আল্লাহ্‌র পথে শহীদ এই লোকটির তোমরা কেন খুন করলে? তোমরা তাঁকে খুন করেছ এমন এক লোকের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে যে ছিল শহরে নগরে এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে একজন খোদাদ্রোহী ব্যক্তি।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমরা কবিতার কিছু কিছু অমার্জিত অংশ ছেড়ে দিয়েছি। বনূ লিহয়ান গোত্রের যারা রাজী' এর ঘটনায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল তাদের নিন্দায় হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত বলেন ঃ

اِنَّ سَرَّكَ الْغَدْرُ صِرْفًا لاَمِزَاجَ لَهُ - فَأْتِ الرَّجِيْعَ فَسَلْ عَنْ دَارِ لِحْيَانَ

তোমার অন্তর নিখাঁদ গাদ্দারীতে ভর্তি। (সেখানে প্রতিশ্রুতি পালনের লেশমাত্রও নেই) তুমি রাজী' অঞ্চলে যাও এবং লিহ্‌য়ান গোত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।

قَوْمٌ تَوَاصَوْا بِأَكْلِ الْجَارِ بَيْنَهُمْ - فَالْكَلْبُ وَالْقِرْدُ وَالْاِنْسَانُ مِثْلاَنِ

ওরা এমন এক সম্প্রদায় যে নিজেদের প্রতিবেশীকে খাওয়ার জন্যে একে অন্যকে ডেকে এনেছে। মূলতঃ কুকুর, বানর এবং ওই মানুষগুলো একই পর্যায়ের।

لَوْ يَنْطِقُ التَّيْسُ يَوْمًا قَامَ يَخْطِبُهُمْ - وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فِيْهِمْ وَذَا شَأْنِ

বন্য (পাঁঠা) যদি কখনো কথা বলতে পারত তবে সে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বক্তৃতা শুনাত এবং ওই ছাগল তাদের মধ্যে মর্যাদাবান ও সম্মান যোগ্য হত।

রাজী' অঞ্চলে প্রেরিত সাহাবা-ই-কিরামের (রা) প্রতি হুযায়ল ও লিহ্‌য়ান গোত্র যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার নিন্দায় হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

لَعَمْرِى لَقَدْ شَانَتْ هُذَيْلُ بْنَ مُدْرِكٍ - اَحَادِيْثُ كَانَتْ فِى خُبَيْبٍ وَّعَاصِمٍ

হযরত খুবায়ব ও আসিম (রা)-এর ব্যাপারে হুযায়ল গোত্র যে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তার আলোচনা ও ইতিহাস গোত্রপতি হুযায়ল ইব্‌ন মুদরিকের সুনাম ভুলুণ্ঠিত করে দিয়েছে ঃ

اَحَادِيْثُ لِحْيَانٍ صَلُوْا بِقَبِيْحِهَا - وَلِحْيَانُ جَرَّامُوْنَ شَرَّ الْجَرَائِمِ

লিহয়ান গোত্রের ঘটনা তাদেরকে নিকৃষ্ট ও হীনতর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। লিহয়ান গোত্রের লোকেরা অপরাধী জঘন্য অপরাধী।

اُنَاسٌ هُمُ مِنْ قَوْمِهِمْ فِى صَمِيْمِهِمْ - بِمَنْزِلَةِ الزَّمْعَانِ دُبْرِ الْقَوَادِمِ

যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তারা ওই গোত্রের প্রকৃত বীরদের তুলনায় খুব নীচ ও নিকৃষ্ট স্তরের লোক। অগ্রবর্তী ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মুকাবিলায় এরা একেবারেই পেছনের সারির লোক।

هُمْ غَدَرُوْا يَوْمَ الرَّجِيْعِ وَاَسْلَمَتْ - اَمَا نَتَهُمْ ذَاعِفَّةٍ وَّمَكَارِمِ

রাজী‘ দিবসে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার তত্বাবধানে থাকা পূতঃপবিত্র সম্ভ্রান্ত ও মহান চরিত্রের অধিকারী লোক গুলোকে তারা শত্রুর হাতে সমর্পণ করেছে।

رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ غَدْرًا وَلَمْ تَكُنْ - هُذَيْلُ تَوَقَّى مُنْكَرَاتِ الْمَحَارِمِ

ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে হস্তান্তরিত করে দিয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেরিত দূতদেরকে। হুযায়ল গোত্র মন্দ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করেনি।

فَسَوْفَ يَرَوْنَ النَّصْرَ يَوْمًا عَلَيْهِمْ - بِقَتْلِ الَّذِىْ تَحْمِيْهِ دُوْنَ الْحَرَائِمِ

অতিসত্বর তারা তাদের পরাজয় দেখতে পাবে। তারা পরাজিত হবে তাদের উপর অন্যরা জয়ী হবে। এজন্যে যে, তারা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে যার দেহ রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এসেছিল ভীমরুলের দল।

اَبَابِيْلُ دَبْرٍ شَمَّسَ دُوْنَ الْحَمْهِ - حَمَتَ لَحْمَ شَهَّادٍ عَظِيْمِ الْمُلَاحِمِ

বোলতা ও মৌমাছির একটি বিরাট দল। তারা তাঁর পবিত্র লাশের চারিদিকে সমবেত হয়েছিল। তারা রক্ষা করেছে এমন এক ব্যক্তির দেহকে যিনি ছিলেন সত্যের অন্যতম সাক্ষ্য দাতা যুদ্ধের প্রখ্যাত সেনাপতি।

لَعَلَّ هُذَيْلًا اَنْ يَرَوْا بِمُصَابِهِ - مَصَارِعَ قَتْلَى اَرْمُقَامًا لَمًا تَمِ

তাঁকে হত্যা করার কারণে নিশ্চয় হুযায়ল গোত্র তাদের জন্যে দেখতে পাবে তাদের হত্যাকান্ডের স্থান। যেখানে মরে পড়ে থাকবে তাদের লোকজন অথবা তারা দেখতে পাবে দুঃখজনক পরিণতি।

وَنُوْقِعُ فِيْهَا وَقْعَةً ذَاتَ صَوْلَةٍ - يُوَافِيْهَا الرُّكْبَانُ اَهْلَ الْمَوَاسِمِ

এই অপরাধের কারণে আমি তাদের উপর একটি প্রচণ্ড আক্রমণের আশা করছি। হজ্জ মওসূমের অশ্বারোহিগণ ওই আক্রমণের মাধ্যমে এই অপকর্মের সমুচিত জবাব দিবে।

بِاَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَهُ - رَأَى - رَأْىَ ذِىْ حَزْمٍ بِلِحْيَانَ عَالِمِ

মুসলমানদের এই দল তো ওখানে গিয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত তো একজন বুদ্ধিমান ও চতুর লোকের ন্যায় কাজ করেছেন। তিনি লিহয়ান গোত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

قَبِيْلَةٌ لَيْسَ الْوَفَاءُ يَهُمُّهُمْ - وَاِنْ ظُلِمُوْا لَمْ يَدْفَعُوْا كَفَّ ظَالِمِ

ওরা এমন এক গোত্রের লোক যারা প্রতিশ্রুতি পালনের কোন গুরুত্ব দেয় না। ফলে ওরা যখন নির্যাতিত হয় তখন তারা যালিমের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না।

اِذَا النَّاسُ حَلُّوْا بِالْفَضَاءِ رَأَيْتَهُمْ - بِمَجْرَى مَسِيْلِ الْمَاءِ بَيْنَ الْمَخَارِمِ

সব মানুষ সমতল ভূমিতে অবস্থান নিলে তুমি ওদেরকে দেখবে যে, ওরা খাড়া পর্বতের ঝর্ণা ধারায় অবস্থান করে পানির স্রোতের সাথে তলিয়ে যাচ্ছে।

مَحَلُّهُمْ دَارُ الْبَوَارِ وَرَأْيُهُمْ ـ اِذَا نَابَهُمْ اَمْرٌ كَرَأْيِ الْبَهَائِمِ

ওদের বাসস্থান হল ধ্বংসের আখড়া। সংকটময় মুহূর্তে তাদের মনোভাব ও অভিমত হয় জন্তু-জানোয়ারের মনোভাবের ন্যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, রাজী‘ এর ঘটনায় যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের প্রশংসা করে এবং কবিতায় তাঁদের নাম উল্লেখ করে হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

صَلَّى الْاِلٰهُ عَلَى الَّذِيْنَ تَتَابَعُوْا ـ يَوْمَ الرَّجِيْعِ فَاُكْرِمُوْا وَاُثِيْبُوْا

রাজী‘-এর ঘটনায় যারা নবী (সা)-এর নির্দেশ পালন করেছেন মহান আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি দয়া করুন। বস্তুতঃ তাঁরা সম্মানিত হয়েছেন এবং পুরস্কৃত হয়েছেন।

رَأْسُ السَّرِيَّةِ مَرْثَدٌ وَاَمِيْرُهُمْ ـ وَابْنُ الْبُكَيْرِ اِمَامُهُمْ وَخُبَيْبُ

ওই অভিযানের প্রধান ও আমীর ছিলেন মারছাদ (রা)। তাদের ইমাম ছিলেন ইব্‌ন বুকায়র (রা) ও খুবায়ব (রা)।

وَابْنُ لِطَارِقٍ وَابْنُ دَثِنَّةَ مِنْهُمْ ـ وَاَفَاهُ ثُمَّ حِمَامُهُ الْمَكْتُوْبُ

ইব্‌ন তারিক এবং ইব্‌ন দাছিন্না ওই দলে ছিলেন। নির্ধারিত মৃত্যু সেখানে তাঁকে পেয়ে বসে।

وَالْعَاصِمُ الْمَقْتُوْلُ عِنْدَ رَجِيْعِهِمْ ـ كَسَبَ الْمَعَالِيَ اِنَّهٗ لَكَسُوْبُ

ওই রাজী‘র ঘটনায় নিহত হয়েছেন আসিম (রা), তিনি বহু উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মর্যাদা অর্জনকারী।

مَنَعَ الْمُقَادَةَ اَنْ يَنَالُوْا ظَهْرَهٗ ـ حَتّٰى يُجَالِدَ اِنَّهٗ لَنَجِيْبُ

প্রতিশোধ গ্রহণকারীদেরকে তিনি তাঁর পিঠ স্পর্শ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তরবারি পরিচালনা করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এক অভিজাত পুরুষ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, উপরোক্ত কবিতা যে হযরত হাস্‌সান (রা)-এর অনেকেই তা স্বীকার করেন না।

আমর ইব্‌ন উমাইয়া দিমারীর (রা) অভিযান

ওয়াকিদী বলেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন জা‘ফর আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন আবূ আওফ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মক্কায় আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব কুরায়শী কতক লোককে ডেকে বলেছিল, এমন কেউ কি নেই যে কূট কৌশলে মুহাম্মাদকে হত্যা করতে পারে? মুহাম্মাদ তো স্বাভাবিক-ভাবে হাটে-বাজারে চলাফেরা করেন। তা হলে আমাদের প্রতিশোধ নেয়া হয়ে যেতো। জনৈক বেদুইন তার এ ঘোষণা শুনে তার বাড়ীতে এলো। সে তাকে বলল, আপনি যদি আমার পাথেয় ও প্রয়োজনীয় বাহনের ব্যবস্থা করেন তবে আমি মুহাম্মাদের উদ্দেশ্যে বের হব এবং কূট কৌশলে তাকে হত্যা করব। পথঘাট আমার নখ দর্পনে। আমার সাথে আছে শকুনের চঞ্চুর মত একটি খঞ্জর। আবূ সুফিয়ান বলল, তুমি আমাদের কাংখিত বন্ধু বটে। সে তাকে একটি উট এবং পর্যাপ্ত

পাথেয় দিয়ে বলল, তোমার ব্যাপারটি খুবই গোপন রাখবে। কারণ, আমার আশংকা আছে– যে কেউ এটা জানতে পারলে মুহাম্মাদকে জানিয়ে দেবে। বেদুইনটি বলল না, কেউই তা জানতে পারবে না, সওয়ারীতে চড়ে সে রাতের বেলা যাত্রা করল। পাঁচ দিন পথ চলার পর ষষ্ঠ দিনের ভোরবেলা সে গিয়ে পৌঁছে "যাহ্রুল হাই"[১] গোত্রের নিকট। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামাযের স্থানে এসে পৌঁছে। জনৈক লোক তাকে জানায় যে, তিনি তো বনূ আশহাল গোত্রের নিকট গিয়েছেন। আগন্তুক তার সওয়ারী চালায় ওই গোত্রের দিকে। সেখানে এসে সে সওয়ারী বেঁধে রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খোঁজে বের হয়। সে তাকে দেখতে পেলো। তিনি তখন মসজিদে সাহাবীদের সমাবেশে কথা বলছিলেন, সে সেখানে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দেখে ফেলেন। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, এর মতলব ভাল নয়। লোকটি বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্যে এসেছে। তার উদ্দেশ্যে পূরণে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। লোকটি দাঁড়াল এবং বলল, আবদুল মুত্তালিবের বংশধরটি কে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমিই আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে গোপনে কথার ভান করে তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ছিল। উসায়দ ইব্ন হুযায়র তাকে টেনে ধরেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে সরে দাঁড়াও। তিনি তার পায়জামার ভেতরের অংশ টেনে ধরতেই তার খঞ্জরটি বেরিয়ে পড়লো। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ তো দেখছি বিশ্বাসঘাতক! দুষ্কৃতিকারী। আরব বেদুইনটির মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে গেল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে প্রাণে রক্ষা করুন- আমাকে বাঁচান। উসায়দ ইব্ন হুযায়র তাকে জাপটে ধরলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সত্যি করে বল, তুমি কে ? এখানে এসেছ কোন্ উদ্দেশ্যে ? সত্য বললে তোমার লাভ হবে। আর যদি মিথ্যা বল তবে জেনে রেখ তোমার উদ্দেশ্য কি তা আমার অজানা নেই। বেদুইনটি বলল, সত্য বললে আমি কি নিরাপত্তা পাব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ তুমি নিরাপত্তা পাবে। আবূ সুফিয়ান তাকে যা বলেছে, যে জন্যে পাঠিয়েছে এবং তাকে যা যা পাথেয় ও উপহার দিয়েছে তার সবই সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে খুলে বলল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে তাকে উসায়দ ইব্ন হুযায়রের তত্ত্বাবধানে বন্দী করে রাখা হয়। পরের দিন ভোর বেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিলাম। এখন তোমার যেখানে যেতে মন চায় তুমি যেতে পার। তবে এর চাইতে তোমার জন্যে অধিক কল্যাণকর একটি পথ কি তুমি গ্রহণ করবে ? সে জিজ্ঞেস করল, সেটি কী ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং এ সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। সে বলল ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল।) হে মুহাম্মাদ (সা)! আমি তো মানুষের পাশ দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু যখনই আপনাকে দেখলাম আমার বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি লোপ পেয়ে গেল। আমি দুর্বল হয়ে গেলাম। পরক্ষণেই আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা আমার স্মরণ হল। তখনই

১. টীকা ঃ বায়যাবীতে শব্দটি হার্বা বলে উল্লিখিত হয়েছে।

আপনি আমার মতলবের কথা বলে দিলেন। অথচ অন্য কেউ আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিল না। আমি তখনই বুঝে নিয়েছি যে, আপনি সুরক্ষিত। আপনি সত্যের উপর আছেন। আর আবূ সুফিয়ান ও তার দলবল শয়তানের দল। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি মুচকি হাসছিলেন। কয়েকদিন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অবস্থান করে। এরপর তিনি তাকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি দেন। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার ছেড়ে পথে বের হয়।

এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্‌ন উমাইয়া দিমারী এবং সালামা ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন হুরায়সকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা দুজনে অভিযানে বের হও। তোমরা আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারবের নিকট যাবে এবং সুযোগ পেলে তাকে হত্যা করবে। আমর (রা) বলেন, আমি আর আমার সাথী দুজনে যাত্রা করি। ইয়াজিজ নামক প্রান্তরে এসে আমরা যাত্রা বিরতি করি এবং আমাদের উট বেঁধে রাখি। আমার সাথী আমাকে বলল, হে আমার! আপনি কেমন মনে করেন যে, এই সুযোগে আমরা মক্কায় গিয়ে সাতবার তাওয়াফ করি এবং দু'রাক'আত নামায আদায় করি। আমি বললাম, মক্কায় অধিবাসীদেরকে আমি তোমার চাইতে বেশী চিনি। সন্ধ্যা হলে তারা ঘাস-পাতা বিছিয়ে তার মধ্যে বসে থাকে। মিশ্রবর্ণের ঘোড়াকে চেনার চেয়েও আমি মক্কা শহর বেশী চিনি। আমার সাথী তার কথায় অটল থাকল। আমার কথা শুনল না। আমরা যাত্রা করে মক্কায় পৌঁছি। সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফের চারিদিকে তাওয়াফ করি। দু' রাকআত নামায আদায় করি। সেখান থেকে বের হবার পর আবূ সুফিয়ানের পুত্র মুআবিয়ার আমাদের সাথে দেখা হয়। আমাকে চিনে ফেলে। সে বলল, তোমার জন্য দুঃখ হয়, হে আমর ইব্‌ন উমাইয়া! মক্কাবাসীদের -কে উদ্দেশ করে আমাদের ব্যাপারে সে সর্তক করে দিল এবং বলল, আমরের মতলব ভাল নয়।

জাহেলী যুগে আমর বেপরোয়া ও লড়াকু প্রকৃতির ছিলেন। মু'আবিয়ার ডাক শুনে মক্কাবাসীরা বেরিয়ে এল এবং এক জায়গায় জড়ো হল। এদিকে ওদের অবস্থা দেখে আমর ও সালামা (রা) দুজনে পালিয়ে গেলেন। ওরা তাঁদের খোঁজে বের হল। পাহাড়ে পাহাড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। আমর বলেন, আমি দ্রুতবেগে একটি গুহায় ঢুকে পড়ে তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাই, ভোর পর্যন্ত আমি ওখানে ছিলাম। তারা সারা রাত পাহাড়ে আমাদেরকে খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট মদীনার পথ অজ্ঞাত রেখেছিলেন। পরদিন পূর্বাহ্নে উছমান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ তামীমী সেখানে ঘোড়ার জন্যে ঘাস সংগ্রহ করতে আসে। আমার সাথী সালামা ইব্‌ন আসলামকে আমি বললাম যে, উছমান যদি আমাদেরকে দেখতে পায় তবে সে মক্কাবাসীদেরকে আমাদের কথা জানিয়ে দিবে। এখনতো ওরা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। ঘাস সংগ্রহ করতে করতে উছমান আমাদের গুহার একেবার নিকটে চলে আসে। আমি গুহা থেকে বের হই এবং তার বুকে খঞ্জর বসিয়ে দেই। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং আর্তনাদ করতে থাকে। মক্কাবাসিগণ চারিদিকে চলে গিয়েছিল। তার চীৎকার শুনে সবাই সেখানে একত্রিত হল। আমি আমার গুহায় লুকিয়ে রইলাম। আমার সাথীকে বললাম, খবরদার, একটুও নড়াচড়া করবে না। ওরা সকলে উছমানের নিকট এল এবং তাকে আঘাত করেছে কে তা জিজ্ঞেস করল। সে বলল, আমাকে আঘাত করেছে আমর ইব্‌ন উমাইয়া দিনমারী। আবূ সুফিয়ান মন্তব্য করল যে, আমি আগেই বলেছি সে কোন ভাল মতলবে মক্কায় আসেনি। উছমানের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। তাই সে

আমাদের অবস্থান ওদেরকে জানাতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তারা আমাদের খোঁজে মনোযোগ দিতে পারেনি। ওরা তাকে তুলে নিয়ে গেল। ওই জায়গায় আমরা দু'রাত অবস্থান করি। আমাদেরকে খোঁজার চাঞ্চল্য যখন স্তিমিত হয়ে পড়ল তখন আমরা ওই গুহা ছেড়ে তানঈম গিয়ে পৌঁছলাম। আমার সাথী আমাকে বলল, আচ্ছা আমরা যদি হযরত খুবায়বের হত্যাকান্ডের স্থানে যাই এবং তাঁর শুলের কাষ্ঠ থেকে তাঁকে নামিয়ে আনি তাহলে কেমন হয়? আমি বললাম, খুবায়ব (রা) এখন কোথায়? সে বলল, তিনি তো শুলিবিদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। শত্রুপক্ষের প্রহরীগণ তাঁর লাশ পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, তুমি আমাকে একাকী যাওয়ার সুযোগ দাও! তুমি দূরে সরে থেকো। শত্রুপক্ষের আশংকা সৃষ্টি হলে তুমি তোমার উটে চড়ে সোজা মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে যাবে এবং আমাদের সকল সংবাদ তাকে অবহিত করবে। আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। কারণ, আমি মদীনার পথ ঘাট চিনি। আমি খুবায়বের (রা) লাশ খুঁজতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তা পেয়েও গেলাম। সুযোগ বুঝে তাঁকে পিঠে তুলে নিলাম। ২০ হাতের মত পথ চলার পর প্রহরীরা ঘুম থেকে জেগে গেল এবং আমার পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমাকে ধরার জন্যে এগুতে লাগল। কাঠসহ হযরত খুবায়বের (রা) লাশ আমি মাটিতে রেখে পায়ে মাটি টেনে তা ঢেকে দিলাম। তখন ওই কাঠ থেকে একটি শব্দ বের হয়েছিল। ওই শব্দ আমি এখনও ভুলতে পারি না। তাঁকে মাটি চাপা দিয়ে আমি সাফরার পথে অগ্রসর হলাম। ওরা আমার নাগাল পেতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। আমি জীবিত ছিলাম বটে; কিন্তু তখন আমার দেহে কোন অনুভূতি ছিল না। আমার সাথী সালামা ইব্ন আসলাম তাঁর উটে চড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে যায় এবং সকল সংবাদ তাঁকে অবহিত করে। আমি মদীনার পথে অগ্রসর হলাম, চলতে চলতে আমি এসে পৌঁছলাম যাজনান গোত্রের মরুদ্যানের নিকট। সেখানে আমি একটি গুহায় আশ্রয় নেই। আমার সাথে ছিল আমার ধনুক, তীর এবং খঞ্জর। আমি গুহায় ছিলাম। এমতাবস্থায় বানূ দায়ল ইব্ন বকর গোত্রের একজন দীর্ঘদেহী টেঁরা চোখা লোক তার ছাগপাল নিয়ে এগিয়ে এল। সে গুহায় মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে হে? আমি বললাম, আমি বানূ বকর গোত্রের লোক। সে বলল, আমিও বকর গোত্রের লোক। এরপর সে হেলান দিয়ে মনের সুখে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল :

فَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيًّا - وَلَسْتُ اَدِيْنُ دِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَا

আমি মুসলমান নই। যতদিন বেঁচে থাকি মুসলমান হবো না। আমি মুসলমানদের ধর্ম মানি না।

আমি মনে মনে বললাম, আমি তো তোমাকে খুন করব। সে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করলাম। আমি গুহা থেকে বেরিয়ে পথে নেমে এলাম। আমার সাথে কুরায়শদের প্রেরিত দু'জন গুপ্তচরের দেখা হয়। ওদের উদ্দেশ্যে আমি বললাম, তোমরা দুজনে আত্মসমর্পণ কর। ওদের একজন তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। আমি তৎক্ষণাৎ তীর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করলাম। এটি দেখে অন্যজন আত্মসমর্পণ করলো। আমি ভালভাবে তাকে বেঁধে নিলাম। তারপর তাকে নিয়ে রওয়ানা করলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে। আমি যখন মদীনায় এসে পৌঁছি তখন খেলাধুলায় মগ্ন আনসারী শিশুরা আমার নিকট উপস্থিত হয়। বয়স্ক লোকদেরকে

যখন তারা বলতে শুনল যে, "এই আমর" "এই আমর" তখন শিশুরা দৌড়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংবাদ জানালো। আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি ওই লোকটিকে। আমার ধনুকের ছিলা দ্বারা মযবুত করে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি বেঁধে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি হাসছেন। তারপর তিনি আমার জন্যে দু'আ করলেন। আমর (রা)-এর মদীনায় পৌঁছার তিনদিন পূর্বে সালামা ইব্ন আসলাম মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। বায়হাকী (র) এটি বর্ণনা করেছেন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আমর (রা) হযরত খুবায়ব (রা)-কে শুলি কাষ্ঠ থেকে নামানোর সাথে সাথে তাঁর শরীর কিংবা শরীরের কোন অংশ দেখতে পাননি। সম্ভবতঃ যে স্থানেই তাঁর পবিত্র দেহ পড়েছিল সেখানেই তাঁর দাফন হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক এই অভিযানের কথা উল্লেখ না করলেও ইব্ন হিশাম এই অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী যেমনটি বর্ণনা করেছেন, ইব্ন হিশামও তেমনটি করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় আছে যে, এই অভিযানে আমর ইব্ন উমাইয়ার (রা) সাথী ছিলেন জাব্বার ইব্ন সাখর। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে।

বি'র-ই-মাঊনার অভিযান

এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে। মাকহুল (র) এ বিষয়ে একটি একক মন্তব্য করেছেন যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল খন্দক যুদ্ধের পর। বুখারী (র) বলেন, আবূ মা'মার - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৭০ জন সাহাবী সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা কুর্রা বা কুরআন বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত ছিলেন। মাঊনা কুয়ো নামে একটি কূয়োর নিকট বনূ সুলায়ম গোত্রের রি'ল ও যাকওয়ান নামে দুই উপগোত্র তাঁদের উপর আক্রমণ করে। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা তো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা বের হয়েছি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বিশেষ কাজে। কাফিরেরা তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। তারা তাদেরকে হত্যা করলো। এ প্রেক্ষিতে একমাস যাবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের নামাযে কুনুত-ই-নাযিলা পাঠ করে তাদের জন্যে বদ দু'আ করেন। তখন থেকেই কুনূত পাঠের সূচনা হয়। ইতিপূর্বে আমরা কুনূত পাঠ করতাম না।

মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামা আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এরপর বুখারী (রা) বলেছেন, আব্দুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রি'ল, যাকওয়ান উসাইয়া এবং বনূ লিহ্য়ান গোত্রের লোকেরা তাদের শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য প্রার্থনা করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাহায্যার্থে ৭০ জন সাহাবী প্রেরণ করেন। আমরা তাদেরকে কিরআত বিশেষজ্ঞ বলে অভিহিত করতাম। সহজ সরল এই সাহাবীগণ দিনভর কাঠ সংগ্রহ করতেন জীবিকা অর্জনের জন্যে। আর সারারাত নামায আদায় করতেন। তাঁরা বি'র-ই-মাঊনা নামক কূয়োর নিকট পৌঁছার পর উল্লিখিত গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এই সাহাবীদলকে হত্যা করে। এই দুঃসংবাদ পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর নিকট। অপরাধী ও বিশ্বাসঘাতক আরব গোত্র রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা ও বনূ লিহ্য়ান গোত্রের জন্য বদ দু'আ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাস ব্যাপী ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ করেন। আনাস (রা) বলেন, ওই সাহাবীদের উপলক্ষ করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, আমরা তা পাঠ করতাম। পরবর্তীতে ওই আয়াতগুলো রহিত করে নেয়া হয়েছে। ওই আয়াত এই–

بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا اَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَارْضَانَا)

আমাদের সম্প্রদায়কে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট এসে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।)

এরপর বুখারী (রা) বলেছেন, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রেরিত ৭০ জনের মধ্যে উম্মু সুলায়মের ভাই হারামকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তখনকার মুশরিকদের নেতা ছিল আমির ইব্‌ন তুফায়ল। সে তার প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিল। সে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনি গ্রামাঞ্চলের নেতা থাকুন আর আমাকে শহর এলাকার নেতৃত্ব দিন। অথবা আমাকে আপনার খলীফা নিযুক্ত করুন যে, আপনার মৃত্যুর পর আমি আপনার খলীফা হবো অথবা আমি গাতফান গোত্রের হাজার হাজার লোক নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। তারপর "উম্মু ফুলান" নাম্নী এক মহিলার বাড়ীতে অবস্থানকালে সে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। তার ঘাড়ে বড় রকমের ফোঁড়া দেখা দেয়। সে বলেছিল, অমুক লোকের বংশধরের জনৈক মহিলার ঘরে আমি রোগাক্রান্ত হলাম। ঘাড়ে উটের কুঁজের মত ফোঁড়া দেখা দিল। তোমরা তাড়াতাড়ি আমার ঘোড়া এনে হাযির কর। আমি তাতে চড়ে এখান থেকে সরে যাই। ওই ঘোড়ার পিঠেই তার মৃত্যু হয়।

আলোচ্য অভিযানে উম্মু সুলায়মের ভাই হারাম, অন্য একজন খোঁড়া লোক এবং অমুক বংশের একজন লোক মোট তিনজন অগ্রসর হলেন। হারাম (রা) তাঁর দু'সাথীকে বললেন, আপনারা আমার কাছাকাছি থাকবেন। আমি ওদের নিকট যাব। ওরা যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয় তবে আপনারা আরো নিকটে অগ্রসর হবেন। পক্ষান্তরে যদি ওরা আমাকে খুন করে ফেলে তবে আপনারা নিজ দলের নিকট ফিরে আসবেন।

হারাম (রা) শত্রুপক্ষের নিকট গেলেন। তিনি ওদেরকে বললেন, তোমরা কি আমাকে নিরাপত্তা দেবে যাতে করে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাতে পারি। তিনি এ বিষয়ে ওদের সাথে আলাপ করছিলেন। ওরা জনৈক ব্যক্তিকে ইশারা করেছিল, সে পেছন দিক থেকে এসে হারাম (রা)-কে বর্শা দ্বারা আঘাত করে। বর্শায় তাঁর দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি বলে উঠলেন ঃ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

কা'বার প্রতিপালকের কসম, আমি সফলকাম হয়েছি। হারামের (রা) সাথী লোকটি এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নিজ সঙ্গীদের নিকট ফিরে এলেন। কিন্তু কাফির দল এসে তাদের সকলকে হত্যা করল। রক্ষা পেয়েছিলে শুধু খোঁড়া লোকটি। তিনি একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আত্মগোপন

করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছিলেন। পরে অবশ্য আয়াতগুলো মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। আয়াতগুলো এই–

انَّا لَقَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَاَرْضَانَا

আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রি'ল, যাকওয়ান, বনূ লিহয়ান ও উসাইয়া গোত্রসমূহের জন্যে বদ দু'আ করেন ৩০ দিন যাবত ফজরের নামাযে কুনূতে নাযিলা পাঠের মাধ্যমে। ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছিল।

বুখারী (র) বলেন, হিব্বান - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন, হারাম ইব্ন মিলহান যিনি হযরত আনাসের (রা) মামা ছিলেন। শত্রুপক্ষের তীরের আঘাতে আহত হলেন। বস্তুত বি'র-ই- মাঊনার ঘটনায় যখন তিনি আহত হলেন তখন তিনি ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নিয়ে মাথায় ও মুখে ছিঁটিয়ে উঠে বলেছিলেন "কা'বার মালিকের কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।"

বুখারী (র) বলেন, উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল - - - - হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন যে, বি'র-ই-মাঊনার ঘটনায় যখন সাহাবীগণ শহীদ হলেন এবং আমর ইব্ন উমাইয়া দিমারী বন্দী হলেন, তখন কাফির নেতা আমির ইব্ন তোফায়ল একজন নিহত ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, এই লোকটি কে ? উত্তরে আমর ইব্ন উমাইয়া বললেন, ইনি আমির ইব্ন ফুহায়রা। আমর ইব্ন তোফায়ল বলল, এই লোক নিহত হওয়ার পর আমি দেখেছি যে, তাকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এমনকি আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে, সে আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছে। তারপর তাকে পুনরায় পৃথিবীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপর তাদের মৃত্যুর সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানানো হল। তিনি সাহাবীদের মধ্যে ওই সংবাদ ছড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের সাথিগণ বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট এ বলে নিবেদন করেছিল যে, হে প্রভু। আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এ শুভ সংবাদটি আমাদের সাথীদেরকে জানিয়ে দিন। বস্তুত ওই শহীদদের অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত সাহাবীদেরকে জানিয়ে দিলেন। ওই দিন আসমা ইব্ন সালত-এর পুত্র উরওয়া শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে উরওয়া (রা) কে ওই নামে ডাকা হয়। সেদিন মুনযির ইব্ন আমর ও শহীদ হয়েছিলেন। পরে তাঁর নামে মুনযির (রা)-এর নাম রাখা হয়। এই বর্ণনাটি সহীহ্ বুখারীতে এরূপই উরওয়া (রা) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

বায়হাকী - - - - হযরত আইশা (রা) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হিজরতের হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং শেষ দিকে ততটুকু অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন যা ইমাম বুখারী এখানে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ওয়াকিদী (র) - - - - উরওয়া সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি এই ঘটনা, আমির ইব্ন যুহায়র-এর শাহাদত বরণ এবং তাঁকে আকাশে উঠানো হয়েছিল বলে আমির ইব্ন তোফায়লের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি আমির ইব্ন ফুহায়রাকে হত্যা

করেছিল তার নাম জাব্বার ইব্ন সালমা কিলাবী। সে বলেছে যে, সে যখন তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করে তখন তিনি বলেছিলেন ঃ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

কা'বা গৃহের মালিকের কসম, আমি সফলকাম হয়েছি। তারপর জাব্বার জিজ্ঞেস করেছিল যে, "আমি সফলকাম হয়েছি" দ্বারা আমির ইব্ন ফুহায়রা কি বুঝাতে চেয়েছিলেন ? সাহাবীগণ বললেন, তিনি বুঝিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে জান্নাত লাভে ধন্য হয়েছেন, জাব্বার বলল, হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই পরবর্তীতে জাব্বার ইব্ন সুলমা ইসলামে দীক্ষিত হয়।

মূসা ইব্ন উক্বা সংকলিত মাগাযী গ্রন্থে উরওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন আমির ইব্ন ফুহায়রার লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সকলের ধারণা যে, ফেরেশতাগণ তাঁর লাশ অন্তর্হিত করে ফেলেন। ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে ইউনুস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহুদ যুদ্ধের পর শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো, যিলকদ, যিলহাজ্জ এবং মুহাররম মাস মদীনায় অবস্থান করেছিলেন। এরপর উহুদ যুদ্ধের চার মাসের মাথায় সফর মাসে বি'র-ই-মাউনার অভিযানে সাহাবীদেরকে প্রেরণ করেন। আবূ ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, মুগীরা ইব্ন আবদুর রহমান এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর প্রমুখ থেকে। তাঁরা বলেছেন যে, আবূ বারা আমির ইব্ন মালিক মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। সে ইসলাম গ্রহণও করেনি আবার সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করেনি। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আপনার সাহাবীদের একটি দল নজ্দ অঞ্চলে প্রেরণ করতেন আর তারা ওদেরকে যদি আপনার প্রচারিত ধর্মের দাওয়াত দিত তবে আমার আশা যে, ওরা ইসলাম কবুল করত। আপনার ডাকে সাড়া দিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, নজদের লোকেরা আমার সাহাবীদের উপর আক্রমণ করতে পারে বলে আমি আশংকা করছি। আবূ বারা বলল, না-না আমি বরং আপনার সাহাবীদের নিরাপত্তা বিধান করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ সাঈদা গোত্রের মুনযির ইব্ন আমর সহ উচ্চ পর্যায়ের ৪০ জন সাহাবীর একটি দল প্রেরণ করলেন। মুনযিরকে আল মুআন্নিক লি-য়ামূত বা মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী বলা হতো। ওই দলে আরো যারা ছিলেন তাঁরা হলেন– হারিছ ইব্ন সাম্মাহ বনূ আদী গোত্রের, হারাম ইব্ন মিলহান-ইনি, উরওয়া ইব্ন আসমা ইব্ন সাল্ত সুলামী, নাফি' ইব্ন বুদায়ল ইব্ন ওয়ারকা খুযাঈ এবং আবূ বকর (রা)-এর আযাদকৃত দাস আমির ইব্ন ফুহায়রা (রা) প্রমুখ। তাঁরা রওয়ানা করলেন। বি'র-ই-মাউনা নামক কূয়োর নিকট গিয়ে তাঁরা যাত্রা বিরতি করলেন। এ স্থানটি ছিল বনূ আমির গোত্রের সমতল ভুমি এবং বনূ সুলায়ম গোত্রের মরুভূমি এর মধ্যবর্তী এলাকা। এ পর্যায়ে হারাম ইব্ন মিলহান বাহক মারফত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি চিঠি পাঠালেন সেখানকার কাফির নেতা আমির ইব্ন তোফায়লের নিকট। পত্র বাহক তার নিকট পৌঁছার সাথে সাথে সে তাকে হত্যা করে। পত্রে কী লেখা ছিল তা সে তাকিয়েও দেখেনি। তারপর সে বনূ আমির গোত্রের লোকজনকে আহ্বান জানায় সাহাবী দলের উপর আক্রমণ করার জন্যে। কিন্তু ওই গোত্রের লোকেরা তার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলেছিল, আবূ বারা' ওদেরকে নিরাপত্তা দানের যে অঙ্গীকার করেছেন আমরা তা লঙ্ঘন করতে পারব না। এদের পক্ষ থেকে

নিরাশ হয়ে আমির ইব্ন তোফায়ল বানূ সুলায়ম গোত্রের উসাইয়া, রি'ল, যাকওয়ান ও কারাহ্ শাখা গোত্রসমূহের লোকদেরকে আক্রমণের জন্যে আহ্বান জানায়। ওরা তার ডাকে সাড়া দেয়। তারা নেমে এসে সাহাবীদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অগত্যা সাহাবাগণ তরবারি ধারণ করেন এবং শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধ করতে করতে বনূ দীনার গোত্র কা'ব ইব্ন যায়দ ব্যতীত সকলেই শহীদ হয়ে যায়। শত্রুর আঘাতে কা'ব ইব্ন যায়দ মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। নিহতদের সারিতে তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছিলেন। মৃত মনে করে ওরা তাঁকে ফেলে চলে যায়। ফলে তিনি বেঁচে যান এবং খন্দক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আমর ইব্ন উমাইয়া দিমারী ও আমর ইব্ন আওফ গোত্রের জনৈক আনসারী ব্যক্তি সাহাবীদলের পক্ষে অবস্থা পর্যবেক্ষণে ছিলেন। সাহাবী দলের ভাগ্যে যা ঘটেছে তা তাঁরা জানতেন না। দূর থেকে হঠাৎ তাঁরা দেখেন যে, সাহাবীদলের অবস্থান ক্ষেত্রের উপর পাখী উড়ছে। তাতে তাঁরা বললেন যে, এই পাখীগুলোর নির্দিষ্ট একটা নিয়ম রয়েছে এবং নিশ্চয়ই ওখানে কিছু একটা ঘটেছে। অবস্থা জানার জন্যে তাঁরা দুজনে এগিয়ে এলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁদের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় নির্জীব পড়ে রয়েছেন। আর আক্রমণকারী শত্রুপক্ষ তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমির ইব্ন উমাইয়ার উদ্দেশ্যে আনসারীটি বললেন, এখন কী করা যায়? আমির বললেন, আমি মনে করি এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে সকল সংবাদ তাঁকে জানানো-ই ভাল হবে। আনসারী ব্যক্তি বললেন, যে স্থানে মুনযির ইব্ন আমর (রা) নিহত হয়েছেন সে স্থান থেকে সুস্থ দেহে জীবিত ফিরে যাওয়া এবং এই সব বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ বহন করা আমি ভাল মনে করি না। একথা বলে তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শহীদ হয়ে যান। আমির ইব্ন উমাইয়া দিমারী শত্রুর হাতে বন্দী হন। আমর ইব্ন উমাইয়া মুদার গোত্রের লোক ছিলেন বলে অবহিত হবার পর আমর ইব্ন তোফায়ল তাঁর মাথার চুল কেটে তাঁকে মুক্ত করে দেয়। কারণ, তার মায়ের মুদার গোত্রের একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার মানত ছিল। বস্তুত মুক্তি লাভের পর আমর ইব্ন উমাইয়া মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কানাত অঞ্চলের মধ্যবর্তী কারকারায় এক ছায়াময় স্থানে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে বনূ আমির গোত্রের দুজন লোকও ওই ছায়ায় বিশ্রাম নিতে আসে। আমির গোত্রের এই দুজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ এবং নিরাপত্তা প্রাপ্ত ছিল। আমর ইব্ন উমাইয়া (রা) তা জানতেন না। তাদের উপস্থিতির সময় তিনি তাদের বংশ ও গোত্র পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, তাঁরা আমির গোত্রের লোক। তিনি তাদেরকে সুযোগ দিলেন। তাঁরা ঘুমিয়ে পড়ল। আমির গোত্রের লোকেরা সাহাবী দলের উপর যে যুলুম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তার প্রতিশোধ হিসেবে একই গোত্রের এই দুজন লোক হত্যা করে তিনি তার প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফলে ঘুমের মধ্যে তিনি ওই দু'জনকে হত্যা করে ফেললেন। আমর ইব্ন উমাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে সকল সংবাদ তাঁকে জানান। তিনি আমির গোত্রের দুজন লোককে হত্যা করেছেন তাও তিনি জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তুমি যে দুজন লোককে হত্যা করেছ আমার তো তাদের রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এটি আবূ বারা এর কর্ম। আমি আগে থেকেই শংকিত ছিলাম। এই অভিযান প্রেরণে আমি আগ্রহী ছিলাম না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই মন্তব্য আবূ বারা-এর নিকট পৌঁছে যায়। আমির ইব্ন তোফায়ল

তার নিরাপত্তা চুক্তি নষ্ট করায় এবং তারই নিরাপত্তার দায় গ্রহণের প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ যে, করুণ পরিণতির সম্মুখীন হন তার জন্যে আবূ বারা মর্মাহত হন। আমির ইব্‌ন তোফায়ল কর্তৃক আবূ বারা-এর নিরাপত্তার দায় নষ্ট করার কথা উল্লেখ করে এবং এজন্যে আমিরের উপর প্রতিশোধ নিতে আবূ বারার ছেলেদেরকে উৎসাহিত করে হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত তার কবিতায় বলেন ঃ

بَنِىْ اُمِّى الْبَنِيْنَ اَلَمْ يَرُعْكُمْ ـ وَاَنْتُمْ مِنْ ذَوَائِبِ اَهْلِ نَجْدِ

হে উম্মুল বানীন এর বংশধররা! তোমরা তো নজদ-অধিবাসীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তোমাদেরকে কি বিচলিত করেনি।

تَهَكُّمُ عَامِرٍ بِاَبِىْ بَرَاءٍ ـ لِيُخْفِرَهٗ وَمَا خَطَاٌ كَعَمَدٍ

তোমাদেরকে কি বিচলিত করেনি আবূ বারা সম্পর্কে আমিরের অন্যায় পদক্ষেপ ? তার নিরাপত্তার দায় নষ্ট করার জন্যে। ভুল তো সজ্ঞানেকৃত কর্মের সমতুল্য হতে পারে না।

اَلَا اَبْلِغْ رَبِيْعَةَ ذَا الْمَسَاعِىْ – فَمَا اَحْدَثْتَ فِى الْحِدْثَانِ بَعْدِىْ

হে পথিক! উদ্যমী রাবী'আকে তুমি এ কথা জানিয়ে দাও যে, আমার পরে তুমি যুব সমাজের মাঝে কী অবদান রেখেছ ?

اَبُوْكَ اَبُو الْحَرْبِ اَبُوْ بَرَاءٍ – وَخَالُكَ مَاجِدُ حَكَمُ بْنُ سَعْدِ

তোমার পিতা তো যুদ্ধ-পারদর্শী, শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধা আবূ বারা। আর তোমার মামা হচ্ছেন অভিজাত ব্যক্তিত্ব হাকাম ইব্‌ন সা'দ।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, উম্মুল বানীন হল আবূ বারা এর মা। সে আমর ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন সা'সাআ' এর কন্যা। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাবী'আ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন মালিক একদিন আমর ইব্‌ন তোফায়লের উপর আক্রমণ চালায়। এক আঘাতে তাকে খুন করতে গিয়ে ভুলবশত তিনি আঘাত করে বসেন তার উরুতে। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। সে বলে এটি নিশ্চয়ই আবূ বারা-এর অপকর্ম। তার পক্ষে কেউ এ কাজ করেছে। আমির আহত অবস্থায় এও বলছিল যে, আমি যদি মারা যাই তবে আমার রক্তপণ পাবে আমার চাচা। অন্য কেউ যেন তা দাবী না করে। আর আমি যদি এ যাত্রায় বেঁচে যাই তবে কী সিদ্ধান্ত দেব তা পরে ভেবে দেখব।

মূসা ইব্‌ন উক্‌বা যুহরী সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। মূসা উল্লেখ করেছেন যে, ওই সাহাবীদলের দলপতি ছিলেন মুনযির ইব্‌ন আমর। কেউ বলেছেন যে, দলপতি ছিলেন মারছাদ ইব্‌ন আবূ মারছাদ।

ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, বি'র-ই-মাউনার ঘটনায় নিহত সাহাবীদের জন্যে শোক প্রকাশ করে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত কেঁদে কেঁদে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

عَلٰى قَتْلٰى مَعُوْنَةَ فَاسْتَهِلِّى - بِدَمْعِ الْعَيْنَ سَحًّا غَيْرَ نَزْرٍ

হে আমার চোখ! অশ্রু বিসর্জন করে শোক প্রকাশ কর বি'র-ই-মাউনার ঘটনায় নিহত সাহাবীদের জন্যে। অশ্রু ঝরাও প্রবল বেগে, একটুও কমতি করোনা।

عَلٰى خَيْلِ الرَّسُوْلِ غَدَاةَ لاَقُوا - وَلاَ قَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ بِقَدْرٍ

অশ্রু বিসর্জন দাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেরিত অশ্বারোহী বাহিনীর জন্যে যারা ভোরবেলায় শত্রুপক্ষের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আর তখনই তাদের জন্যে নির্ধারিত মৃত্যু তাদেরকে পেয়ে বসে।

اَصَابَهُمُ الْفَنَاءُ بِعَقْدِ قَوْمٍ - تَخَوَّنَ عَقْدُ حَبْلِهِمْ بِغَدْرٍ

এমন এক সম্প্রদায়ের কারণে তাঁদের উপর মৃত্যু নেমে আসে যারা সম্পাদিত চুক্তিকে ওয়াদা ভঙ্গের মাধ্যমে বিশ্বাস ঘাতকতায় পরিণত করেছে।

فَيَا لَهْفِى لِمُنْذِرٍ اِذْ تَوَلّٰى - وَاَعْنَقَ فِىْ مَنِيَّتِهٖ بِصَبْرٍ

আহ্! আমার দুঃখ হয়, মুনযিরের জন্যে। তিনি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ধৈর্যের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

وَكَائِنْ قَدْ اُصِيْبَ غَدَاةَ ذَاكُمْ - مِنْ اَبْيَضَ مَا جِدٍ مِنْ سِرِّ عَمْرٍو

আমার দুঃখ ওই দিন সকাল বেলার ঘটনার জন্যে। তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি সুদর্শন, শ্রদ্ধাভাজন এবং আমর (রা)-এর অন্তরঙ্গ।

বনূ নাযীরের যুদ্ধ

এ প্রসংগে সূরা হাশর নাযিল হয়।

সহীহ্ বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এই সূরাকে সূরা বনূ নাযীর নামে আখ্যায়িত করতেন। বুখারী (রা) যুহরী সূত্রে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে এবং উহুদ যুদ্ধের পূর্বে বনূ নাযীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ইব্ন আবূ হাতিম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে তাঁর পিতা - - - যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাম্বল ইব্ন ইসহাক - - - - যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। যুহরী বলেছেন যে, ২য় হিজরীর ১৭ই রমযান বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর বনূ নাযীর যুদ্ধ। তারপর তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তারপর ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বায়হাকী (র) বলেন যে, যুহরী বলতেন, বনূ নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয় উহুদ যুদ্ধের পূর্বে। অপর একদল ঐতিহাসিক বলেন যে, বনূ নাযীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় উহুদ যুদ্ধের এবং বি'র-ই- মাউনা অভিযানের পর।

আমি বলি, ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক তাই উল্লেখ করেছেন যে, বনূ নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে উহুদ যুদ্ধ ও বি'র-ই-মাউনা অভিযানের পর। কারণ, বি'র-ই-মাউনার ঘটনা, সেখান থেকে আমর ইব্ন উমাইয়া দিমারীর পালিয়ে আসা, আমর গোত্রের দুজন লোককে হত্যা করা

যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তা চুক্তি ছিল অথচ আমর ইব্‌ন উমাইয়ার তা জানা ছিল না, তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন "আমাকে তো ওদের রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে"। এ সব ঘটনা উল্লেখ করার পর ইব্‌ন ইসহাক বলেছেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীর গোত্রের নিকট গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমর ইব্‌ন উমাইয়া নিরাপত্তা চুক্তিপ্রাপ্ত আমির গোত্রের যে দু'জন লোককে হত্যা করেছে তাদের রক্তপণ পরিশোধে বনূ নাযীর গোত্রের সহায়তা কামনা করা। বনূ নাযীর ও বনূ আমির গোত্রের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীও নিরাপত্তা চুক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তারা আশ্বস্ত করল যে, আমরা ওই রক্তপণ পরিশোধে আপনাকে সাহায্য করব। এরপর তারা একান্তে মিলিত হল, এবং নিজেরা পরামর্শ করল যে, মুহাম্মাদ (সা)-কে হত্যা করার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর আমরা পাব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাদের একটি ঘরের দেয়ালের পাশে বসা ছিলেন। তারা বলল, কে আছে যে, ছাদে উঠে ওখান থেকে একটি পাথর ফেলে দিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে আমাদেরকে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবে? আমর ইব্‌ন জাহ্‌হাশ এগিয়ে এসে বলল, আমি এ জন্যে প্রস্তুত আছ। সে মতে পাথর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে সে ছাদে উঠে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনও সেখানে একদল সাহাবীসহ বসা ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা) উমর (রা) এবং আলী (রা)। ওদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসমানী সংবাদ এসে যায়। তিনি কাউকে কিছু না বলে উঠে পড়েন এবং মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে ফিরে না আসায় সাহাবীগণ তাঁর খোঁজে বের হন, মদীনার দিক থেকে আগত এক লোককে দেখে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা তাকে জিজ্ঞেস করে। সে ব্যক্তি বলেছিল যে, আমি তো তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। এ সংবাদ পেয়ে সাহাবীগণ সকলে মদীনায় ফিরে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সমবেত হলেন। তিনি ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তাঁদেরকে অবহিত করলেন।

ওয়াকিদী বলেন, এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামাকে এ বার্তাসহ বনূ নাযীর গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন যে, তারা যেন তাঁর নিকটস্থ এলাকা এবং তাঁর শহর ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে মুনাফিকরা ওদের নিকট এ সংবাদ পাঠায় যে, তারা যেন কোনক্রমেই ওই স্থান ত্যাগ না করে। ওখানে অবস্থান করার জন্যে তারা ইয়াহূদীদেরকে উৎসাহিত করে, এবং তাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেয়। মুনাফিকদের প্ররোচণার কারণে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ইয়াহূদী নেতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব আত্ম-অহমিকায় স্ফীত হয়ে উঠে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট খবর পাঠায় যে, তারা ওই স্থান ছেড়ে যাবে না। তারা এও জানায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি তারা প্রত্যাহার করেছে।

এ অবস্থায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্যে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেন। ওয়াকিদী বলেন, মুসলিম বাহিনী বনূ নাযীর গোত্রকে একাধারে পনের দিন অবরুদ্ধ করে রাখেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং যুদ্ধ যাত্রার নির্দেশ দিলেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, ওই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) (আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন উম্মি মাকতূম (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। এ ঘটনা ঘটেছিল রবীউল আওয়াল মাসে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুসলিম বাহিনী যাত্রা শুরু করে ওদের নিকট পৌঁছেন। তাঁরা ওদেরকে

ছয়দিন অবরুদ্ধ করে রাখেন। এ সময়ে মদ পান হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়। ইয়াহূদীরা তাদের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিম বাহিনীকে ওদের খেজুর বাগান কেটে ফেলার এবং তা পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। এ সব দেখে ওরা দুর্গের ভেতর থেকে ডেকে ডেকে বলে, হে মুহাম্মাদ (সা) ! আপনি তো ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিতে বারণ করেন, যে ব্যক্তি তা করে তাকে দোষারোপ করেন এখন দেখি আপনিই খেজুর বাগান কেটে ফেলছেন এবং তা পুড়িয়ে দিচ্ছেন, ব্যাপার কী ?

বর্ণনাকারী বলেন, বনূ আওফ গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই, ওয়াদি'আহ, মালিক, সুওয়াইদ ও দাইস সহ একদল লোক ইয়াহূদীদের নিকট এ বলে সংবাদ পাঠায় যে, তারা যেন ওখানে থেকে যায়। অন্যত্র না যায়। নিজ নিজ বাসস্থানে থেকে আত্মরক্ষা করে। তারা এ-ও বলে যে, আমরা তোমাদেরকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখব না। তোমরা যদি যুদ্ধের মুখোমুখি হও তবে আমরা তোমাদের সাথী হয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। তোমাদের যদি বহিষ্কার করা হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে এ অঞ্চল ত্যাগ করে বেরিয়ে যাব। অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালে ইয়াহূদীগণ প্রতিশ্রুত সাহায্যের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের অন্তরে ভীতিরও সঞ্চার করে দিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দেশ ত্যাগের সুযোগদানের অনুরোধ জানাল এবং এ আবেদন করল যেন তাদেরকে প্রাণে মারা না হয়। তারা প্রস্তাব পেশ করে যে, যাওয়ার সময় তারা উটের পিঠে যতটুকু মালামাল বহন করা যায় শুধু ততটুকু নিয়ে যাবে, তবে কোন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যাবে না।

আওফী বর্ণনা করেছেন ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের প্রতি তিনজনকে একটি করে উট বরাদ্দ করেছিলেন যে, ওরা পালাক্রমে ওই উঠের পিঠে মাল বহন করবে। বায়হাকী এটি বর্ণনা করেছেন। ইয়া'কূব ইব্ন মুহাম্মাদ - - - - মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বনূ নাযীর গোত্রের নিকট পাঠিয়েছিলেন এ নির্দেশ দিয়ে যে, ওরা যেন তিন দিনের মধ্যে দেশত্যাগ করে। বায়হাকী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, ওদের কিছু মেয়াদী ঋণ বিভিন্ন জনের কাছে পাওনা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ওগুলো ছেড়ে দাও এবং তাড়াতাড়ি দেশত্যাগ কর। অবশ্য এই বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, উটের পিঠে যে পরিমাণ বহন করা সম্ভব ছিল ওই পরিমাণ মালামাল নিয়েই তারা চলে যায়। তাদের কেউ কেউ নিজ গৃহের দরজার চৌকাঠ ভেঙ্গে উটের পিঠে তুলে নেয়। এরপর তাদের কিছু সংখ্যক খায়বারে এবং কিছু সংখ্যক সিরিয়ায় চলে যায়। যারা খায়বারে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সালাম ইব্ন আবুল হুকায়ক, কিনানা ইব্ন রাবী' ইব্ন আবূ হুকায়ক, হুয়াই ইব্ন আখতাব প্রমুখ। এরা খায়বরে গিয়ে পৌঁছলে সেখানকার অধিবাসীরা এদেরকে নেতারূপে বরণ করে নেয়। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর বলেছেন যে,সেখানকার মহিলা, শিশু সহ সর্বস্তরের লোকজন হাতি-ঘোড়া, ঢোল-তবলা, বাঁশী-গায়িকা সহকারে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। গৌরব ও অহংকার, আনন্দ ও খুশীতে ওরা সদ্যাগত ইয়াহূদী নেতাদেরকে যেভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল সে যুগে কোন ব্যক্তি ও গোত্রের প্রতি তেমন সম্বর্ধনা দেয়া হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, ওরা নিজেদের ধন-সম্পদ তথা খেজুর বাগান ও ফসলাদি

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে ছেড়ে যায়। সুতরাং এটি ছিল তাঁর একান্তই নিজ সম্পদ। নিজ ইচ্ছামত তিনি তা ব্যয় করার অধিকারী ছিলেন। তিনি ওই ধন-সম্পদ প্রথম স্তরের মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেন। আনসারদেরকে এ যাত্রায় কিছু দেননি। তবে সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ এবং আবূ দুজানা আনসারী ছিলেন ব্যতিক্রম। তারা দুজনে নিজনিজ অভাব ও দারিদ্র্যের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইতিপূর্বে জানিয়েছিলেন। সে প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে এ থেকে কিছুটা দান করেন। (কেউ কেউ এ দু'জনের সাথে হারিছ ইব্ন সাম্মাহ্-এর নামও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি বর্ণনা করেছেন সুহায়লী)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ নাযীর গোত্রের দু'জন লোক ব্যতীত কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি। ইসলাম গ্রহণকারী দু'জন হলেন ইয়ামীন ইব্ন উমায়র ইব্ন কা'ব এবং আবূ সা'দ ইব্ন ওয়াহব। ইয়ামীন হলেন আমর ইব্ন জাহ্হাশের চাচাত ভাই। তাঁরা নিজ নিজ ধন-সম্পদ নিজ দখলে রেখেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়ামীনের পরিবারের জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়ামীনকে বলেছিলেন, তোমার চাচাত ভাই আমর ইব্ন জাহ্হাশের পক্ষ থেকে আমি কেমন কষ্টের মুখোমুখি হচ্ছি এবং আমার সাথে সে কী আচরণ করছে তা কি তুমি দেখছ না? ইয়ামীন জনৈক লোককে কিন্তু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমর ইব্ন জাহ্হাশকে হত্যা করার জন্যে নিযুক্ত করেন। সে ঐ অভিশপ্ত ব্যক্তিটিকে হত্যা করল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ নাযীর গোত্রকে উপলক্ষ করে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ সূরা হাশর নাযিল করেন। ওদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে প্রতিশোধ নিলেন, কেমন শাস্তি দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কেমন করে বিজয়ী করলেন এবং তিনি ওদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিলেন তা সবই আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সূরাতে উল্লেখ করেছেন। এরপর ইব্ন ইসহাক উক্ত সূরার তাফসীর করেছেন। আমরা তাফসীর গ্রন্থে ওই সূরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ .... وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ --"আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবগুলোই আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, ওরা নির্বাসিত হবে এবং ওরা মনে করেছিল ওদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো আল্লাহ্র শাস্তি থেকে ওদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন একদিক হতে আসল যা ছিল ওদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাস সৃষ্টি করল। ওরা ধ্বংস করে ফেলল নিজেদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এমনকি মু'মিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুষ্মানরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ ওদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না নিলে ওদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন। পরকালে ওদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। তা এ জন্যে যে, ওরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। এবং কেউ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর। তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখেছ তা তো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে; তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন। উক্ত আয়াত

সমূহে মহান আল্লাহ্ নিজে নিজের পবিত্রতা ও মহিমার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, ঊর্ধ্বাকাশ ও পাতালে অবস্থানকারী তথা সকল সৃষ্টিকুল তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি অপ্রতিরোধ্য, পরাক্রমশালী। তিনি স্ব-রক্ষিত। তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বিনষ্টের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এবং যা বিধি বিধান জারী করেছেন তার সর্বক্ষেত্রেই তিনি প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রজ্ঞার অনন্য উদাহরণ যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ঈমানদার বান্দাদেরকে তাদের শত্রু ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। ইয়াহূদীরা তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার শরীআত প্রত্যাখ্যান করেছিল। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার যে প্রেক্ষাপট সেটি সৃষ্টিতেও মহান আল্লাহ্র হিকমতের পরিচয় পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ্র হিকমত ও প্রজ্ঞার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথিগণ ইয়াহূদীদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। সেখানে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ভয়-ভীতি জারী করে দেয়া হয়। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এক মাসের অতিক্রমযোগ্য দূরত্ব থেকে ভীতি সৃষ্টির ক্ষমতা দিয়ে সাহায্য করেছেন। এতদ্সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সশরীরে এবং সাহাবীগণকে নিয়ে ওদেরকে একাধারে ছয়দিন অবরোধ করে রাখেন। এর ফলে তাদের পক্ষ থেকে আক্রমণ আসার আশংকা পুরোপুরিই দূর হয়ে গেল। তারা উপায়ান্তর না দেখে সন্ধি সম্পাদনে বাধ্য হল জান বাঁচানোর জন্যে। তারা চুক্তি করল যে, এই শর্তে তারা প্রাণে রক্ষা পাবে যে, যাবার সময় শুধু ততটুকু মালামালই নিয়ে যাবে যতটুকু উটের পিঠে করে নেয়া সম্ভব। তবে কোন অস্ত্র শস্ত্র তারা নেবে না। এই চুক্তি তাদের জন্যে অবমাননাকর ও লাঞ্ছনাদায়ক বটে। এরপর তারা নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা শুরু করে। সুতরাং হে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, ওরা যদি নির্বাসনে না যেত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিবেশীত্ব ছেড়ে মদীনা ছেড়ে চলে না যেত তবে তারচেয়ে কঠিন শাস্তি অর্থাৎ দুনিয়াতে খুন ও হত্যার শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হত। পরকালীন শাস্তি নির্ধারিত যন্ত্রণাদায়ক আযাব তো থাকবেই।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ওদের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয়া এবং কতক খেজুর বৃক্ষ অক্ষত রাখার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, উৎকৃষ্ট খেজুর বৃক্ষের যেগুলো তোমরা কেটে ফেলেছ এবং যেগুলো দন্ডায়মান রেখেছ তার সবইতো আল্লাহ্র অনুমোদনক্রমে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ভাগ্য নির্ধারণ এবং নির্দেশ প্রণয়নের মাধ্যমে এ কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তাই এ কাজে তোমাদের কোন দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে তোমরা যা করেছ তা ফাসাদ বা বিশৃংখলার পর্যায়ে পড়ে না। দুষ্ট লোকেরা অবশ্য এটাকে ফাসাদ বলেই গণ্য করে। এটি ছিল বরং মুসলিম বাহিনীর শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং কাফিরদের লাঞ্ছনা ও অবমাননার নিদর্শন স্বরূপ।

বুখারী ও মুসলিম দু'জনে কুতায়বা - - - - ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীর গোত্রের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং কতগুলো গাছ কেটে ফেলেছেন। ওই বাগানের নাম ছিল বুয়ায়রা। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ -

"তোমরা যে খেজুর বৃক্ষগুলো কেটেছ এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ তাতো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে; তা এজন্যে যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।" (৫৯-হাশর ঃ ৫)

বুখারী জুওয়াইরিয়া ইব্‌ন আস্‌মা সূত্রে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীর গোত্রের এবং বুওয়াইরা খেজুর বাগান পুড়িয়ে দেন বা কেটে ফেলেছেন। এ প্রসংগে হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

وَهَانَ عَلَى سُرَاةِ بَنِى لُؤَىٍّ - حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

বুওয়ায়রা বাগান পুড়ে যাওয়া এবং বৃক্ষ গুলো ছাই হয়ে যাওয়াকে বনূ লুওয়াই গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিতান্ত হাল্কাভাবে গ্রহণ করেছে।

হযরত হাস্‌সানের উপরোক্ত কবিতার উত্তরে তৎকালীন কাফির নেতা আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ বলেছিল ঃ

اَدَامَ اللّٰهُ ذٰلِكَ مِنْ صَنِيْعٍ - وَحَرَّقَ فِى نَوَاحِيْهَا السَّعِيْرُ

আল্লাহ্ তা'আলা এই অপকর্ম দীর্ঘস্থায়ী রাখতেন এবং বুওয়ায়রা বাগানের আশে পাশের এলাকায় স্থায়ী জ্বালানো-পোড়ানোর ব্যবস্থা করবেন।

سَتَعْلَمُ اَيْنَامِنَّا بِشَرٍّ - وَتَعْلَمُ اَىُّ اَرْضِيْنَا نُضِيْرُ

অতি সত্বর তুমি জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কে রক্ষা পাবে এবং তুমি আরো জানতে পারবে আমাদের কোন্ অঞ্চলে আমরা ধ্বংস সৃষ্টি করি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ নাযীর গোত্রকে বহিষ্কার এবং কবি ইব্‌ন আশরনাযীর হত্যার কথা উল্লেখ করে কা'ব ইব্‌ন মালিক কবিতায় বলেন ঃ

لَقَدْ خَزِيَتْ بِغَدْرَتِهَا الْحَبُوْرُ - كَذٰلِكَ الدَّهْرُ ذُوْصَرْفٍ يَدُوْرُ

বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইয়াহূদী পণ্ডিতরা অপমানিত হয়েছে। যুগ এ রকমই পরিবর্তনশীল যা চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

وَ ذٰلِكَ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِرَبٍّ عَظِيْمٍ - اَمْرُهُ اَمْرٌ كَبِيْرٌ

তা এ জন্যে হল যে, তারা মহান প্রতিপালকের প্রতি কুফরী করেছে। তারা অমান্য করেছে তাঁর নির্দেশ। অথচ তাঁর নির্দেশ হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

وَقَدْ اُوْتُوْا مَعًا فَهْمًا وَعِلْمًا - وَجَاءَهُمْ مِنَ اللّٰهِ النَّذِيْرُ

অথচ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল বোধশক্তি ও জ্ঞান। আর তাদের নিকট এসেছিলেন মহান সতর্ককারী (মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)।

نَذِيْرٌ صَادِقٌ اَدّٰى كِتَابًا ـ وَاٰيَاتٍ مُبَيِّنَةٍ تُنِيْرُ

তাদের নিকট এসেছেন সত্যবাদী সতর্ককারী। তিনি পৌঁছিয়েছেন একটি কিতাব এবং সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ। এগুলো আলো ঝলমল দেদীপ্যমান।

فَقَالُوْا مَا اَتَيْتَ بِاَمْرٍ صِدْقٍ ـ وَاَنْتَ بِمُنْكَرٍ مِنَّا جَدِيْرُ

তারা তাঁকে বলেছিল, আপনি কোন সত্য বিষয় নিয়ে আসেননি। আমাদের পক্ষ থেকে আপনি প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই উপযুক্ত।

فَقَالَ بَلٰى لَقَدْ اَدَّيْتُ حَقًّا ـ يُصَدِّقُنِىْ بِهِ الْفَهْمُ الْخَبِيْرُ

তিনি বললেন, আমি বরং সত্য এবং হক বিষয়ই প্রচার করেছি– পৌছিয়ে দিয়েছি। ওয়াকিফহাল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ সর্ব অবগত মহান আমার সত্যায়ন করেন।

فَمَنْ يَّتَّبِعْهُ يُهْدَ لِكُلِّ رُشْدٍ ـ وَمَنْ يَكْفُرْبِهِ يَخْزَى الْكَفُوْرُ

যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে সে সকল প্রকারের হিদায়াত ও সত্য পথের দিশা পাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তবে কাফিরেরা তো লাঞ্ছিতই হবে।

فَلَمَّا اُشْرِبُوْا غَدْرًا وَّكُفْرًا ـ وَجَدَّبِهِمْ عَنِ الْحَقِّ النُّفُوْرُ

বিশ্বাসঘাতকতা ও কুফরী যখন তাদের স্বভাবে-প্রকৃতিতে মিশে গিয়েছে এবং সত্যচ্যুতি ও সত্য থেকে পলায়ন যখন তাদের স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ।

اَرَى اللّٰهُ النَّبِىَّ رَأْىَ صِدْقٍ ـ وَكَانَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لاَ يَجُوْرُ

তখন আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে সত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক প্রদান করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মীমাংসা করেন এমন মীমাংসা যাতে কোন প্রকারের যুলুম ও অবিচার থাকে না।

فَاَيَّدَهٗ وَسَلَّطَهٗ عَلَيْهِمْ ـ وَكَانَ نَصِيْرَهٗ نِعْمَ النَّصِيْرُ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করলেন এবং ওদের উপর বিজয়ী করলেন। আল্লাহ্ যাকে সাহায্য করেন সে অন্যতম উৎকৃষ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত।

فَغُوْدِرَ مِنْهُمْ كَعْبٌ صَرِيْعًا ـ فَذَلَّتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ

তাদের মধ্যে কা'ব ইব্ন আশরাফ জঘন্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এরপর তার মৃত্যুর পরে বনূ নাযীর গোত্র একেবারেই লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে।

عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ وَقَدْ عَلَتْهُ ـ بِاَيْدِيْنَا شُهَرَةٌ ذُكُوْرُ

তারা দু'হাত জোড় করে আত্মসমর্পণ করে। কা'ব-এর উপর আমাদের প্রসিদ্ধ বীর পুরুষগণ বিজয়ী হন।

بِاَمْرِ مُحَمَّدٍ اِذْ دَسَّ لَيْلاً ـ اِلَى كَعْبٍ اَخَا كَعْبٍ يَسِيْرُ

মুহাম্মাদ (সা)-এর নির্দেশে কা'ব-এর ভাই রাতের বেলা তার নিকট যায় (হত্যা করার জন্যে)।

فَمَاكَرَهُ فَانْزَلَهُ بِمكْرٍ ـ وَمَحْمُوْدُ اَخُوْ ثِقَةٍ جَبُوْرُ

সে তার সাথে কূট-কৌশল অবলম্বন করে। তাকে নীচে নামিয়ে আনে। তার সাথে ছিল সাহসী ও বিশ্বস্ত সাথী মাহমূদ।

فَتِلْكَ بَنُوْ النَّضِيْرِ بِدَارِ سُوْءٍ ـ اَبَارَهُمْ بِمَا اجْتَرَبُوْا الْمُبِيْرُ

এই বনূ নাযীর গোত্র অবস্থান গ্রহণ করছিল মন্দ অবস্থানে। তাদের অপরাধের কারণে ধ্বংসকারী তাদেরকে ধ্বংস করেছে।

غَدَاةَ اَتَاهُمْ فِى الزَّحْفِ رَهْوًا ـ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَهُوَ بِهِمْ بَصِيْرُ

একদিন সকাল বেলা। সশস্ত্র মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ধীর পদক্ষেপে তাদের নিকট উপস্থিত হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তাদের সকল কর্মকাণ্ড তাঁর গোচরীভূত ছিল।

وَغَسَّانُ الْحُمَاةُ مُؤَازِرُوْهُ ـ عَلَى الْاَعْدَاءِ وَهُوَ لَهُمْ وَزِيْرُ

সাহসী গাস্‌সান গোত্র শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সহযোগিতাকারী ছিল। (উপস্থিত হল তারাও) তারা ছিল গাস্‌সান গোত্রের পরামর্শদাতা।

فَقَالَ السِّلْمُ وَيْحَكُمْ فَصَدُّوْا ـ وَخَالَفَ اَمْرَهُمْ كَذِبٌ وَّزُوْرُ

তিনি গিয়ে বললেন, সাবধান! তোমরা আত্মসমর্পণ কর। কিন্তু তারা উল্টোপথ অনুসরণ করল। মিথ্যা ও অসারতা তাদের কর্মকাণ্ডকে ভুলপথে পরিচালিত করল।

فَذَاقُوْا غِبَّ اَمْرِهِمْ وَبَالاً ـ لِكُلِّ ثَلٰثَةٍ مِنْهُمْ بَعِيْرُ

ফলে তারা তাদেরকে ভুল পদক্ষেপের জন্যে খেসারত দিতে হল। বেরিয়ে গেল প্রতি তিনজনে একটি করে উট নিয়ে।

وَاَجْلَوْا عَامِدِيْنَ لِقَيْنُقَاعٍ ـ وَغُوْدِرَ مِنْهُمْ نَخْلٌ وَّدُوْرُ

তারা স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে গেল কায়নুকা গোত্রের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা রেখে গিয়েছিল খেজুর বাগান ও বহু ঘর-বাড়ী।

উপরোক্ত কবিতার প্রত্যুত্তরে সিমাল ইয়াহূদী যে কবিতা আবৃত্তি করেছিল ইব্‌ন ইসহাক তা উল্লেখ করেছিলেন। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে তা বাদ দিয়েছি। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে ইব্‌ন লুকায়ম আল-আবাসী নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে এটি কায়স ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন তারীক আশজাঈ-এর কবিতা।

اَهْلِى فِدَاءٌ لاِمْرِئٍ غَيْرِ هَالِكٍ ـ اَحَلَّ الْيَهُوْدَ بِالْحَسِيِّ الْمُزَنَّمِ

আমার পরিবার কুরবানী হউক এমন এক লোকের জন্যে যিনি ধ্বংস হবার নন। যিনি ইয়াহুদীদেরকে জোরপূর্বক অপরিচিত স্থানে যেতে বাধ্য করেছেন।

يَقِيْلُوْنَ فِى خَمْرِ الْعِضَاةِ وَبُدِلُوْا اُهَيْضِبَ عُوْدًا بِالْوَادِىِّ الْمُكَمَّمِ

ইয়াহূদীগণ এখন উঁচু-নীচু অমসৃণ পাথুরে অঞ্চলে শয়ন করে। আর ফলদার খেজুর গাছের পরিবর্তে তারা পেয়েছে কচি কচি খেজুরের চারা।

فَاِنْ يَكُ ظَنِّيْ صَادِقًا بِمُحَمَّدٍ ـ تَرَوْا خَيْلَةُ بَيْنَ الصَّلاَ وَيَرَمْرَمِ

মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে আমার যে ধারণা তা যদি সত্যি হয় তবে তোমরা দেখতে পাবে যে, তাঁর অশ্ববাহিনী সালা ও ইয়ারামরাম অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

يَؤُمُّ بِهَا عَمْرَو بْنَ بَهْثَةَ اِنَّهُمْ ـ عَدُوٌّ وَمَا حَتَّى صَدِيْقٌ كَمُجْرِمِ

ওই অশ্বারোহী দিয়ে তিনি আমর ইব্‌ন বাহছাহকে পরাজিত করবেন। ওরা তো শত্রু পক্ষ। বন্ধু গোত্র কখনো শত্রু ও অপরাধী গোত্রের ন্যায় হয় না।

عَلَيْهِنَّ اَبْطَالٌ مَسَاعِيْرُ فِي الْوَغٰى ـ يَهُزُّوْنَ اَطْرَافَ الْوَشِيْجِ الْمُقَوَّمِ

ওই অশ্বারোহীর নেতৃত্বে থাকবে সাহসী বীর পুরুষগণ, যারা যুদ্ধের ময়দানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করেন। শত্রুপক্ষের মযবূত ও কঠিন বর্শাগুলোকে তাঁরা অনায়াসে ভেঙ্গে খান খান করে ফেলেন।

وَكُلُّ رَقِيْقِ الشَّفْرَتَيْنِ مُهَنَّدُ ـ تُوْوُرِّثْنَ مِنْ اَزْمَانِ عَادٍ وَّجُرْهُمِ

ওই বীরদের হাতে থাকবে দুধার তীক্ষ্ণ ভারতীয় তরবারি। আ'দ ও জুরহুম গোত্র থেকে বংশ পরম্পরায় তারা ওগুলোর মালিক হয়েছে।

فَمَنْ مُبَلِّغٍ عَنِّى قُرَيْشًا رِسَالَةً ـ فَهَلْ بَعْدَهُمْ فِى الْمَجْدِ مِنْ مُتَكَرَّمِ

আমার পক্ষ থেকে কুরায়শদেরকে একটি বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার কেউ আছে কি ? আমি ওদেরকে বলি যে, ওদের জন্যে মর্যাদা ও সম্মানের আর কিছু কি অবশিষ্ট আছে ?

بِاَنَّ اَخَاهُمْ فَاعْلَمَنَّ مُحَمَّدًا ـ تَلِيْدُ النَّدٰى بَيْنَ الْحَجُوْنِ وَزَمْزَمِ

তারা জেনে রাখুক যে, তাদের ভাই মুহাম্মাদ (সা) তাঁর উছিলায় হাজূন ও যামযাম এলাকা বৃষ্টিস্নাত হয়ে উঠবে।

فَدِيْنُوْا لَهُ بِالْحَقِّ تَجَسَّمَ اُمُوْرُكُمْ ـ وَتَسْمُوْ مِنَ الدُّنْيَا اِلَى كُلِّ مُعْظَمِ

তোমরা যথার্থভাবে তাঁর অনুসরণ কর। তাহলে তোমাদের সকল কাজ কর্ম সু-সংগঠিত ও সুন্দর হবে। দুনিয়াতে সকল উচ্চ ও মর্যাদার স্থানে তোমরা আরোহণ করতে পারবে।

نَبِيٌّ تَلاَ فَتْهُ مِنَ اللّٰهِ رَحْمَةٌ ـ وَلاَ تَسْأَلُوْهُ اَمْرَ غَيْبٍ مُرَجَّمِ

তিনি এমন এক নবী যিনি সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত প্রাপ্ত হন। তবে কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো না।

فَقَدْ كَانَ فِى بَدْرٍ لَعَمْرِىْ عِبْرَةٌ ـ لَكُمْ يَا قُرَيْشُ وَالْقَلِيْبِ الْمُلَمَّمِ

হে কুরায়শ গোত্র ! তোমাদের জন্যে তো শিক্ষা রয়েছে বদর যুদ্ধের মধ্যে এবং গোলাকার কুয়োগুলোর মধ্যে।

غَدَاةَ اَتٰى فِى الْخَزْرَجِيَّةِ عَامِدًا ـ اِلَيْكُمْ مُطِيْعًا لِلْعَظِيْمِ الْمُكَرَّمِ

স্মরণ কর সেই সকালের কথা যখন তিনি এলেন খাযরাজ গোত্রে। তোমাদেরকে হিদায়াত করার উদ্দেশ্যে। মহান ও মর্যাদাবান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত হয়ে।

مُعَانًا بِرُوْحِ الْقُدْسِ عَدُوَّهُ ـ رَسُوْلاً مِنَ الرَّحْمٰنِ حَقًّا بِمُعْلَمِ

তিনি এলেন পবিত্র আত্মা জিবরাঈল (সা)-এর সহযোগিতা পুষ্ট হয়ে। শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে এবং বিভিন্ন নিদর্শনে সমুজ্জ্বল হয়ে দয়াময় আল্লাহ্র সত্য রাসূল রূপে।

رَسُوْلاً مِنَ الرَّحْمٰنِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ ـ فَلَمَّا اَنَا رَالْحَقُّ لَمْ يَتَلَعْثَمِ

তিনি এসেছেন দয়াময় আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে। আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করেন তিনি। সত্য যখন উদ্ভাসিত ও আলোকময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তখন সর্বত্র পৌঁছতে আর সময় লাগে না।

اَرٰى اَمْرَهُ يَزْدَادُ فِى كُلِّ مَوْطِنٍ ـ عُلُوًّا لِاَمْرٍ حَقَّهُ اللّٰهُ مُحْكَمِ

আমি মনে করি তাঁর বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত ও বর্ধিত হবে। মহান আল্লাহ্ যেটিকে হক ও সত্যরূপে প্রেরণ করেছেন সেটিকে বিজয়ী করার জন্যে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব এ প্রসংগে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। ইব্ন হিশাম বলেন, এটি অন্য কোন মুসলমানের কবিতা। এটিকে আলী (রা)-এর কবিতারূপে অভিহিত করেন এমন কাউকে আমি পাইনি।

عَرَفْتُ وَمَنْ يَعْتَدِلْ يَعْرِفْ – وَاَيْقَنْتُ حَقًّا وَلَمْ اَصْدِفْ

আমি উপলব্ধি করেছি। যে কেউ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখবে সেই উপলব্ধি করতে পারবে। আমি সত্যরূপে বিশ্বাস করেছি। আমি সত্যবিমুখ হইনি।

عَنْ الْكَلِمِ الْمُحْكَمِ اللاَّءِ مِنْ – لَدَى اللّٰهِ ذِىْ الرَّأْفَةِ الْاَرْاَفِ

আমি মযবূত ও সুদৃঢ় বাণীগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি। এগুলো তো এসেছে পরম দয়াময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।

رَسَائِلُ تُدَرَّسُ فِى الْمُؤْمِنِيْنَ – بِهِنَّ اِصْطَفٰى اَحْمَدُ الْمُصْطَفٰى

এগুলো আল্লাহ্র বাণী। মু'মিনদের মধ্যে এগুলো পাঠ ও আলোচনা করা হয়। এগুলো দিয়েই আহমদ (সা)-কে মনোনীত করা হয়েছে।

فَاَصْبَحَ اَحْمَدُ فِيْنَا عَزِيْزًا – عَزِيْزَ الْمُقَامَةِ وَالْمَوْقِفِ

তাই আহমদ (সা) আমাদের মধ্যে প্রিয় পাত্রে পরিণত হলেন। তিনি সকল স্থানে প্রিয় ও শক্তিমান ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত হলেন।

فَيَا اَيُّهَا الْمُوْعِدُوْهُ سَفَاهًا – وَلَمْ يَأْتِ جَوْرًا وَلَمْ يَعْنَفِ

সুতরাং হে লোক সকল! যারা তাঁকে ভয় দেখাতে চাও অজ্ঞতাবশত। অথচ তিনি কখনো কোন অন্যায় করেননি এবং কারো সাথে কঠোর আচরণ করেননি।

اَلَسْتُمْ تَخَافُوْنَ اَدْنَى الْعَذَابِ - وَمَا اٰمِنُ اللّٰهِ كَالاَ خَوْفِ

তোমরা কি ভয় কর না নিকটবর্তী আযাবকে। আল্লাহ্ যাকে নিরাপত্তা দেন সে তো ভয় প্রাপ্তের ন্যায় নয়।

وَاَنْ تُصْرَعُوْا تَحْتَ اَسْيَافِهٖ - كَمَصْرَعِ كَعْبٍ اَبِى الْاَشْرَفِ

তোমরা কি ভয় কর না যে, তোমরা তাঁর তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী হবে। যেমন ধরাশায়ী হয়েছে আবূ আশরাফ কা'ব।

غَدَاةَ رَاٰى اللّٰهُ طُغْيَانَهٗ - وَاَعْرَضَ كَالْجَمَلِ الْاَجْنَفِ

একদিন ভোরবেলা। আল্লাহ্ তা'আলা তার সত্যদ্রোহিতা দেখলেন। এও দেখলেন যে, সে অবাধ্য উটের ন্যায় সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

فَاَنْزَلَ جِبْرَائِيْلَ فِىْ قَتْلِهٖ - بِوَحْىٍ اِلٰى عَبْدِهٖ مُلْطَفِ

সুতরাং তাকে হত্যার আদেশ সহকারে তিনি জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করলেন তাঁর দরদী বান্দা মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট।

فَدَسَّ الرَّسُوْلُ رَسُوْلاً لَّهٗ - بِاَبْيَضَ ذِىْ هَبَّةٍ مُرْهَفِ

রাসূল মুহাম্মাদ (সা) রাতের অন্ধকারে গোপনে তাঁর এক দূত পাঠালেন স্বচ্ছ-সুতীক্ষ্ণ ও খাপ খোলা তলোয়ার সহ।

فَبَاتَتْ عَيُوْنٌ لَّهٗ مُعْوِلَاتٌ - مَتٰى يُنْعَ كَعْبٌ لَهَا تَذْرُفُ

তাঁর পক্ষ থেকে কতক গুপ্তচর সে রাতে রাত কাটিয়েছিল নিদ্রাহীনভাবে। তারা অপেক্ষায় ছিল কখন কা'বের মৃত্যু সংবাদ শোনা যাবে। কখন এই সংবাদে অশ্রু ঝরবে।

وَ قُلْنَ لِاَحْمَدَ ذَرْنَا قَلِيْلاً - فَاِنَّ مِنَ النُّوْحِ لَمْ نَشْتَفِ

ক্রন্দনকারিণীরা আহমদ (সা)-কে বললো, আমাদেরকে একটু অবকাশ দিন। এখনো আমরা যথেষ্ট মাতম করে সারিনি।

فَجَلَاهُمْ ثُمَّ قَالَ اِظْعَنُوْا - دُحُوْرًا عَلٰى رَغْمِ الْاَنَفِ

বস্তুত তিনি ওই ইয়াহূদীদেরকে দেশ ছাড়া করলেন। তারপর বললেন, তোমরা চলে যাও লাঞ্ছনা, অপমানসহ।

وَاَجْلَى النَّضِيْرَ اِلٰى غُرْبَةٍ - وَ كَانُوْا بِدَارٍ ذَوِىْ زُخْرُفٍ

তিনি বনূ নাযীর গোত্রকে বিতাড়িত করলেন এক অপরিচিত ও বিরান ভূমিতে। অথচ তারা ছিল এক সুসজ্জিত ও চমৎকার মহল্লায়।

اِلٰى اَذْرُعَاتٍ رِدَافًا وَهُمْ - عَلٰى كُلِّ ذِىْ دَبَرٍ اَعْجَفِ

তাদেরকে নির্বাসিত করে পাঠিয়ে দিলেন সিরিয়ার আযরু'আত নামক স্থানে। তারা একের পেছনে এক সারিবদ্ধভাবে যাচ্ছিল দুর্বল ও ক্ষীণকায় সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে।

সিমাল ইয়াহূদী এই কবিতার যে উত্তর দিয়েছিল আমরা তা উল্লেখ থেকে বিরত রইলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরায় ফায় তথা বিনা যুদ্ধে অর্জিত শত্রু সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। তিনি বনূ নাযীর গোত্রের সকল সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মালিকানাধীন বলে ঘোষণা দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে ওই সম্পদ ব্যয় করলেন। এ প্রসংগে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উমর (রা)-এর একটি হাদীছ রয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, বনূ নাযীর গোত্রের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদ ফায় তথা বিনা যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ রূপে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের মালিকানায় প্রদান করলেন। এটি অর্জনে মুসলমানগণ ঘোড়ায় বা উটে চড়ে যুদ্ধ করেননি। তাই এটি এককভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মালিকানায় ন্যস্ত হল। তিনি ওখান থেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের ভরণপোষণের অর্থ আলাদা করে রাখতেন। আর অবশিষ্ট সম্পদ ব্যয় করতেন জিহাদের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন সংগ্রহে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ফায়-এর বিধান বর্ণনা করে বলেন যে, তাতে মুহাজির ও আনসারদের এবং তাদের অনুসারিগণের হিস্যা রয়েছে আরো হিস্যা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের। যাতে এই সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করবে এবং যা থেকে বারণ করেন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।

ইমাম আহমদ বলেন, আরিম ও আফফান - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের প্রথম দিকে মদীনার লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজেদের মালামাল থেকে কতক খেজুর গাছ বা অন্য কিছু প্রদান করেছিলেন। তাঁর পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্যে। পরবর্তীতে বনূ কুরায়যা ও বনূ নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিজয় লাভ করলেন। অন্যদের দেয়া খেজুর গাছ ও অন্যান্য সম্পদ তিনি ফেরত দিতে শুরু করলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যা দিয়েছিল তা কিংবা তার কিছু অংশ ফেরত আনার জন্যে আমাকে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই মালামাল কিংবা আরো কিছু উম্মু আয়মানকে দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তা চাইলাম। তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমন সময় সেখানে উম্মু আয়মান এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমার গলায় কাপড়ে পেঁচিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, না-না, আল্লাহ্র কসম! ওই মালামাল আমি তোমাকে দেবনা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা তো আমাকেই দিয়ে দিয়েছেন। তিনি হয়ত এরকম আরো কিছু কথাবার্তা বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন। হে উম্মু আয়মান ! তোমাকে এটা এটা দিলাম। এটা এটা তোমার জন্যে। কিন্তু উম্মু আয়মান বলতেই থাকলেন, না না, এটা আমি ওকে দিব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন। এটা এটা তোমার জন্যে। কিন্তু উম্মু আয়মান আবারো বলছিলেন, আমি এটা ওকে দেব না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন, ওটা নয় বরং এটা এটা তোমার জন্যে। হযরত আনাস (রা) বলেন, এভাবে দিতে দিতে আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দশগুণ বা তার কাছাকাছি পরিমাণ সম্পদ দান করেছিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) প্রায় এ রকমই বর্ণনা করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের নিন্দা করেছেন যারা গোপনে গোপনে বনূ নাযীর গোত্রের লোকদেরকে প্ররোচণা দিয়েছিল। তারা ওদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কোন সাহায্যই তারা করেনি। বরং ইয়াহূদী গোত্র যখন সাহায্যের জন্যে অধিকতর মুখাপেক্ষী ছিল তখন তারা ওদেরকে হতাশ করেছে, লাঞ্ছনার পথে ঠেলে দিয়েছে এবং সাহায্যের অঙ্গীকার দিয়ে প্রতারণা করেছে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ - لَئِنْ اُخْرِجُوْا لاَ يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لاَ يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُوْنَ *

আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেননি ? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের সে সব সঙ্গীকে বলে তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না। যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুতঃ তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবেনা এবং ওরা আক্রান্ত হলে এরা ওদের সাহায্য করবে না। এরা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। (৫৯ হাশর ঃ ১১, ১২)।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ওই সূরাতে মুনাফিকদের কাপুরুষতা, মুর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর শয়তানের সাথে তাদের উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, শয়তান মানুষকে বলে কুফরী কর। অতঃপর সে যখন কুফরী করে শয়তান তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটিই যালিমদের কর্মফল।

আমর ইব্ন সু'দা আল কুরাযী-এর ঘটনা

আমর ইব্ন সু'দা আল কুরাযী বনূ নাযীর গোত্রের মহল্লায় গিয়েছিলেন। সেটি তখন ছিল জন-মানববিহীন বিরান এলাকা। সেখানে ডাকারও কেউ ছিল না উত্তর দেয়ারও কেউ ছিল না। অথচ বনূ নাযীর গোত্র ছিল বনূ কুরায়যার তুলনায় শক্তিশালী ও মর্যাদাবান। বনূ নাযীর গোত্রের এ পরাজয় ও দুঃখজনক পরিণতি আমর ইব্ন সু'দাকে ইসলাম গ্রহণে এবং তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর পরিচিতি প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে।

ওয়াকিদী বলেন, ইবরাহীম ইব্ন জা'ফর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনূ নাযীর গোত্র মদীনা থেকে নির্বাসিত হবার পর আমর ইব্ন সু'দা তাদের বাসস্থানে আসে এবং ঘুরে ঘুরে সেই বিধ্বস্ত বাড়ীঘর দেখতে থাকে। এই ধ্বংসস্তূপ নিয়ে সে চিন্তা-ভাবনা করে। এরপর সে বনূ কুরায়যা গোত্রের এলাকায় যায়। সে তাদেরকে তাদের উপাসনালয়ে সমবেত দেখতে পায়। সে

তাদের উপাসনালয়ের শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়। বনূ কুরায়যার সকল ইয়াহূদী সেখানে জমায়েত হয়। তাকে উদ্দেশ্য করে যুবায়র ইব্ন বাতা বলল, হে আবূ সাঈদ! এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন ? সে মূলত সব সময় উপাসনালয়ে থাকত। ইয়াহূদী ধর্মে সে একজন নামযাদা উপাসক ছিল। সে বলল, আমি আজ একটি বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় দেখেছি এবং সেখান থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমি আজ আমাদের ধর্মীয় ভাই বনূ নাযীর গোত্রের বাসস্থানগুলো দেখে আসলাম। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, শৌর্য বীর্যের অধিকারী ওই ইয়াহূদী ভাইদের ঘরবাড়ীগুলো আমি দেখলাম একেবারে বিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত। তারা তাদের ধন-সম্পদ রেখে চলে গিয়েছে। অন্যেরা তার মালিক হয়েছে। ওরা বেরিয়ে গিয়েছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে। আসমানী কিতাব তাওরাতের কসম! যে জাতির উপর এমন করুণ পরিণতি চাপিয়ে দেওয়া হয় তেমন জাতির আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। ইতোপূর্বে সম্ভ্রান্ত ইয়াহূদী ব্যক্তিত্ব কা'ব ইব্ন আশরনাযীর উপর লাঞ্ছনাকর পরিণতি এসেছে। ইয়াহূদীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইব্ন সুনায়না-এর উপরও দুঃখজনক পরিণতি নেমে এসেছে। বনূ কায়নুকা' গোত্রও লাঞ্ছনাকর পরিণামের মুখোমুখি হয়েছে। ওরা অত্যন্ত শক্তিমান ও সম্ভ্রান্ত ইয়াহূদী গোত্র ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) ওদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছেন। ওদের তো অস্ত্রশস্ত্রের কোন কমতি ছিল না। তা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (সা) তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। যে-ই মাথা বের করেছে তাকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আপোসে এসেছে উভয়পক্ষ। ইয়াছরিব থেকে তাদের বহিষ্কারের শর্ত মেনে নিয়ে তারা প্রাণে বেঁচে গেছে।

হে ইয়াহূদী গোত্র কুরায়যা সম্প্রদায়! যা দেখার তোমরাতো দেখেছ। এবার তোমরা আমার কথা মেনে নাও। চল সবাই গিয়ে মুহাম্মাদ (সা)-এর আনুগত্য অবলম্বন করি। আল্লাহ্র কসম! তোমরা তো অবশ্যই জ্ঞাত আছ যে, তিনি সত্য নবী। ইয়াহূদী পণ্ডিত ইব্ন হায়বানু আবূ উমায়র এবং ইব্ন হিরাশ আমাদেরকে তাঁর আগমন সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁর পরিচয় জানিয়েছেন। ওরা দু'জন ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁরা দু'জন তো আমাদেরকে মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকতে বলেছিলেন। এবং তাঁর আবির্ভাব হলে তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জন আমাদের নিকট এসেছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে। তাঁরা আমাদেরকে বলেছিলেন, মুহাম্মাদ (সা)-কে তাঁদের পক্ষ থেকে সালাম জানানোর জন্যে। এরপর তাঁরা দুজন ওই ধর্মমত নিয়ে মারা গেছেন। আমাদের পণ্ডিতগণ তাঁদেরকে দাফন করেছেন। আমর ইব্ন সু'দার বক্তব্য শুনে সবাই চুপ মেরে গেল। কেউই কোন কথা বলল না, এরপর সে তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলো এবং তাদেরকে যুদ্ধ গ্রেপ্তারী এবং দেশত্যাগের ভয় ভীতি দেখাল। এবার যুবায়র ইব্ন বাতা মুখ খুলল, সে বলল, আসমানী কিতাব তাওরাতের কসম! বাতার নিকট রক্ষিত মূসা এর উপর নাযিল কৃত তাওরাতে আমি মুহাম্মাদ (সা)-এর পরিচিতি ও গুণাবলী পাঠ করেছি। তবে আমরা "মাছানী" নামের যে তাওরাত তৈরী করেছি তাতে ওই সব বর্ণনা নেই। এবার কা'ব ইব্ন আসাদ তাকে বলল, তাহলে আপনি হে আবূ আবদুর রহমান ! ওই নবীর অনুসরণ করছেন না কেন ? সে বলল, নবীর অনুসরণে আমার বাঁধা তো হে কা'ব, আপনি নিজে। কা'ব বলল, তা কেমন করে ? তাওরাতের কসম! আমি তো কখনো আপনার এবং ওই নবীর মাঝখানে অন্তরায় হইনি। এবার যুবায়র বলল, হাঁ, ঠিক তাই।

আপনি হলেন আমাদের চুক্তি ও অঙ্গীকারে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি ওই নবীর অনুসরণ করলে আমরাও তাঁর অনুসরণ করব। আপনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে আমরাও প্রত্যাখ্যান করব। আমর ইব্‌ন সু'দা কা'ব-এর মুখোমুখি হল এবং ওদের উভয়ের আলোচনার জের ধরে বলল, হে কা'ব! ওই নবীর অনুসরণের ব্যাপারে আমার বক্তব্য তাই যা আপনি বলেছেন যে, "কারো অনুসরণকারী ও অনুষঙ্গী হতে আমার মন চায় না।" বায়হাকী (র) এটি বর্ণনা করেছেন।

বনূ লিহয়ান অভিমুখে অভিযান

বায়হাকী দালাইল গ্রন্থে এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক (রা) হিশাম সূত্রে যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধ এবং বনূ কুরায়যার যুদ্ধের পরবর্তী দ্বিতীয় বছরের জুমাদাল ঊলা মাসে এই অভিযান সংঘটিত হয়। এ বর্ণনাটি বায়হাকীর বর্ণনার চাইতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বায়হাকী বলেন, আবূ 'আবদুল্লাহ্ - - - - আহমদ ইব্‌ন আবদুল জাব্বার প্রমুখ বলেছেন, খুবায়ব (রা)ও তাঁর সাথিগণের শাহাদতের পর বনূ লিহ্য়ান গোত্র থেকে রক্তপণ উসূল করার দাবী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা থেকে বের হলেন। বাহ্যত তিনি সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, তিনি মূলত: বনূ লিহয়ানের গোত্রের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। বনূ লিহয়ানের হুযায়লের এলাকায় গিয়ে দেখতে পেলেন যে, ওরা আক্রমণের আশংকায় সতর্কতাস্বরূপ পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এখন আমরা যদি উছফান অঞ্চলে অবতরণ করি তাহলে কুরায়শরা মনে করবে যে, আমরা মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছি, তিনি ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে যাত্রা করলেন। উছফান অঞ্চলে এসে তিনি তাঁবু খাটালেন। দু'জন অশ্বারোহীকে তিনি প্রেরণ করলেন। তারা কুরা' আল-গামীম অঞ্চলে আসে। তারপর ফিরে যায়।

আবূ আইয়াশ যুরাকী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উছফান নামক স্থানে সালাতুল খাওফ বা ভয় কালীন নামায আদায় করেছিলেন। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবদুর রায্যাক - - - - ইব্‌ন আইয়াশ বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উছফান নামক স্থানে ছিলাম। মুশরিকরা সেখানে আমাদের মুখোমুখি হয়। ওদের নেতৃত্বে ছিল খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ। আমাদের আর কিবলার মধ্যস্থানে তারা অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করলেন। একই সাথে নামাযরত দেখে মুশরিকগণ বলাবলি করতে লাগলো তখন এমন একটা সময় ছিল যে, আমরা ওদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করলে ওদেরকে পরাজিত করে মালপত্র দখল করে নিতে পারতাম,তারা আরো বলল যে, একটু পরে ওদের অপর একটি নামাযের সময় আসবে যে নামায ওদের নিকট আপন প্রাণ এবং আপন পুত্রকন্যার চেয়েও প্রিয়। ওই নামাযে দাঁড়ালে আমরা ওদের উপর আক্রমণ করব। এই প্রেক্ষাপটে ভয়কালীন নামায সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত নিয়ে যোহর আর আছরের মাঝামাঝি সময়ে হযরত জিবরাঈল (আ) অবতীর্ণ হলেন। সে আয়াতটি হল, (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ...) এবং আপনি যখন ওদের মাঝে অবস্থান করবেন ও তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা শেষ হলে তারা যেন আপনাদের পেছনে অবস্থান করে, আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা আপনার

সাথে যেন সালাতে শরীক হয়। এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্পর্কে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও অথচ পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্‌র কাফিরদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৪-নিসা ঃ ১০২)। আসর নামাযের সময় হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে সকলে সশস্ত্র অবস্থায় থাকলেন। আমরা তাঁর পেছনে দু'সারিতে দাঁড়ালাম। তিনি রুকূ' করলেন আমরা সকলে তাঁর সাথে রুকূতে গেলাম। তিনি রুকূ' থেকে মাথা তুললেন। আমরা সকলে মাথা উঠালাম। তিনি ১ম সারিসহ সিজদায় গেলেন। ২য় সারি সিজদায় গেলনা। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। ১ম সারি সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ২য় সারি বসে ওদের জায়গায় সিজদা দিলেন। এবার ১ম সারি গেলেন ২য় সারিতে আর ২য় সারি গেল ১ম সারিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বিতীয় রাক'আতের জন্যে রুকূতে গেলেন। উভয় সারি রুকূতে গেল। তিনি রুকূ থেকে মাথা তুললেন সকলে মাথা তুললেন। এরপর এখনকার ১ম সারি সহ তিনি সিজদায় গেলেন। ২য় সারি দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ১ম সারি সিজদা থেকে উঠে বসল। এবার ২য় সারি বসে সিজদাবনত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভয়কালীন নামায বা সালাতুল খাওফ দু'বার পড়েছেন, একবার উছফান অঞ্চলে, আরেকবার বনূ সুলায়ম গোত্রে।

ইমাম আহমদ (র) জুনদার - - - - মানসূর থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ (র) ও নাসায়ী নিজ নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছের সনদদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ তবে, তাঁরা এটি উদ্ধৃত করেননি। তবে মুসলিম (র) আবূ খায়ছামাহ - - - - জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে জুহায়না সম্প্রদায়ের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জামাতের সাথে যুহরের নামায আদায় করেন। এ অবস্থায় কাফিরগণ বলেছিল, আমরা যদি ওই সময়টুকুতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম তাহলে ওদেরকে ছত্রভঙ্গ ও পরাজিত করে দিতে পারতাম। তাদের কথোপকথন জিবরাঈল (আ) এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা আমাদেরকে অবগত করলেন। তিনি বললেন যে, মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিল যে, অবিলম্বে মুসলমানদের নিকট আরেকটি নামাযের সময়, উপস্থিত হবে যে নামায ওদের কাছে নিজ নিজ সন্তান-সন্ততিদের চাইতেও বেশী প্রিয়। এরপর হাদীছের অবশিষ্ট অংশ পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী বলেন, হিশাম বর্ণনা করেছেন আবূ যুবায়র এর বরাতে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক খেজুর বাগানে সাহাবীগণকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁদের উপর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। তারপর নিজেরাই বলাবলি করে যে, এ বেলা থাকুক মুসলমানদের আরেকটি নামায আছে এই নামাযের পর। সেটি তাদের নিকট নিজেদের সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। ওই নামাযের সময় আমরা হামলা করব। হযরত জিবরাঈল (আ) অবতীর্ণ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

নিকট তা অবহিত করলেন। ফলে তিনি সাহাবীগণকে দু'সারিতে দাঁড় করিয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। তিনি দাঁড়ালেন সবার সামনে। তার সম্মুখ দিকে শত্রু দল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকবীর-ই তাহরিমা বললেন, সবাই তকবীর বললেন। তিনি রুকূ করলেন সবাই রুকূতে গেলেন। তিনি সিজদায় গেলেন তাঁর সাথে সিজদায় গেল শুধু প্রথম সারি। দ্বিতীয় সারির লোকজন দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রথম সারি সিজদা থেকে উঠার পর তারা পাহারায় থাকল, ২য় সারি সিজদায় গেল। এরপর স্থান বদল করে ১ম সারি গেল ২য় সারির স্থানে আর ২য় সারি গেল ১ম সারির স্থানে। সবাই এক সাথে তাকবীর বলল। সবাই এক সাথে রুকূ করল। এরপর এখনকার ১ম সারি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সিজদায় গেল আর ২য় সারি দাঁড়িয়ে রইল। সিজদারত সারি সিজদা শেষে মাথা উঠানোর পর ২য় সারি সিজদায় গেল। বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে হিশাম সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীস উল্লেখ করে এর (সালাতুল খওফের) দলীল পেশ করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সফরে গিয়ে দাজনান ও উছফান স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁবু খাটালেন। মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, মুসলমানদের এমন একটি নামায আছে যা তাদের নিকট নিজেদের সন্তানাদি ও তাদের কুমারী কন্যাদের চাইতেও প্রিয়তর। সেটি হল আসরের নামায। তোমরা প্রস্তুত থাক। ওদের নামাযের সময় একযোগে আক্রমণ চালাবে। এই পরিস্থিতিতে হযরত জিবরাঈল (আ) এলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট। তিনি সাহাবীগণকে দুভাগে ভাগ করিয়ে নামায আদায়ের নির্দেশ দিলেন। এক সারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করবেন। অপর সারি পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে। ওরা থাকবে পূর্ণ সতর্ক এবং সাথে থাকবে অস্ত্রশস্ত্র। ১ম দলের এক রাক'আত শেষে হবার পর ২য় দল নামাযে এসে দাঁড়াবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে। ১ম দল চলে যাবে ২য় দলের স্থানে এবং পূর্ণ সতর্কতা গ্রহণ ও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকবে। তাহলে প্রত্যেক দলের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এক রাক'আত করে আদায় করা হবে আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হবে দু'রাক'আত। (পরে প্রত্যেক দল নিজেরা এক রাক'আত করে আদায় করে মোট দু'রাক'আত পূর্ণ করবে)। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) এই হাদীছ আবদুস সামাদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিরমিযী (রা) বলেছেন, এটি হাসান এবং সহীহ হাদীছ।

আমি বলি, বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রা) যদি উক্ত ঘটনায় উপস্থিত থেকে থাকেন তবে বলতে হবে যে, এই ঘটনাটি ঘটেছে খায়বার যুদ্ধের পর। নতুবা এটি সাহাবী থেকে বর্ণিত মুরসাল হাদীছ। জমহুর তথা অধিকাংশ উলামা-ই-কিরামের মতে এ প্রকারের মুরসাল বর্ণনা দোষাবহ নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইমাম মুসলিমের উদ্ধৃত হযরত জাবির (রা)-এর হাদীছে এবং আবূ দাঊদ তায়ালিসীর উদ্ধৃত হাদীছে উছফান অঞ্চলের কথাও নেই খালিদ ইব্ন ওলীদের কথাও নেই। তবে স্পষ্ট বুঝা যায় ঘটনা অভিন্ন। তবে বিচার্য বিষয় হল, উছফানের অভিযান খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে পরিচালিত হয়েছে না কি পরে পরিচালিত হয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখ আলিমগণ বলেছেন যে, সালাতুল খাওফ এর বিধান এসেছে খন্দকের যুদ্ধের পরে। কারণ, খন্দক যুদ্ধের দিন মুজাহিদগণ যুদ্ধের প্রচণ্ডতার কারণে নির্ধারিত ওয়াক্তের পরে নামায আদায় করেছেন।

তখন সালাতুল খাওফের বিধান থাকলে তাঁরা খন্দকের যুদ্ধের দিন নামায বিলম্বিত না করে সালাতুল খাওফের নিয়মে নামায আদায় করতেন। এ জন্যে কতক যুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাসবিদ বলেছেন যে, বনূ লিহয়ান যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উছফান অঞ্চলে ভয়কালীন নামায আদায় করেছেন ওই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বনূ কুরায়যা যুদ্ধের পর।

ওয়াকিদী আপন সনদে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন যে যাত্রায় ওই যাত্রায় উছফান অঞ্চলে আমি তাঁর মুখোমুখি হই। এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিই। তিনি আমাদের মুখোমুখি হয়ে সাহাবীদেরকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন। পরের নামাযে আমরা তাঁর উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অবহিত করে দেন। ফলে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করেন সালাতুল খাওফ এর বিধান অনুযায়ী।

আমি বলি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরা আদায়ের নিয়্যতে হুদায়বিয়া পৌঁছেছিলেন যার সূত্রে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা ছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে খন্দকের যুদ্ধ ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধের পর, এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে। অন্যদিকে আবূ আইয়াশ যুরাকীর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ভয়কালীন নামায সম্পর্কিত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে বনূ লিহয়ান অভিযানে উছফান যুদ্ধের দিবসে। এবং এদিনের ভয়কালীন নামায-ই ইতিহাসের প্রথম ভয়কালীন নামায। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। সালাতুল খাওফ-এর নিয়ম কানুন ও এতদ্সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা আমরা ইন্শা আল্লাহ্ "কিতাবুল আহকামুল কাবীর" গ্রন্থে উল্লেখ করব। সকল নির্ভরতা আল্লাহ্র উপর।

যাতুর রিকা' অভিযান

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ নাযীর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রবিউল আউয়াল, রবিউছ ছানী এবং জুমাদাল উলা মাসের কয়েক দিন মদীনায় অবস্থান করেন। তারপর নজদ অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। গাতফান গোত্রের বনূ মুহারিব ও বনূ ছা'লাবা উপগোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যেই তিনি এ অভিযানে বের হয়েছিলেন। এ সময়ে মদীনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে যান হযরত আবূ যারর গিফারী (রা)-কে। ইব্ন হিশাম বলেন, কারো কারো মতে, তখন উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে পথ চলতে চলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক খেজুর বাগানে এসে শিবির স্থাপন করেন। এই যুদ্ধ যাতুর রিকা' নামে পরিচিত। এই নামের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ইব্ন হিশাম বলেন, মুজাহিদগণ টুকরো টুকরো কাপড় জোড়া দিয়ে তাঁদের পতাকা তৈরী করেছিলেন বলে ওই যুদ্ধ যাতুর "রিকা' জোড়া তালি বিশিষ্ট যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ বলেন, ওখানে যাতুর রিকা' নামে একটি গাছ ছিল বলে সেটি যাতুর রিকা' যুদ্ধ নামে পরিচিত হয়েছে। ওয়াকিদী বলেন, ওখানে একটি পাহাড় ছিল। সেটির কিছু অংশ ছিল লাল কিছু অংশ কাল এবং কিছু অংশ ছিল সাদা। বিভিন্ন রংয়ের সমন্বিত রূপ ছিল বলে পাহাড়টির নাম ছিল যাতুর

রিকা'। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর হাদীছে আছে যে, ওই অভিযানে প্রচণ্ড তাপ ও গরমের কারণে মুজাহিদগণ পায়ে কাপড়ের টুকরা ও পট্টি বেঁধেছিলেন বলে ওই যুদ্ধকে যাতুর রিকা' বলা হয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলিম বাহিনী ওই স্থানে গিয়ে গাতফান গোত্রীয় শত্রুদের মুখোমুখি হয়। পরস্পর একে অন্যের উপর আক্রমণ করার উপক্রম হয়। তবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। উভয় পক্ষ একে অন্যকে ভয় পেয়েছিল। ওখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন।

ইব্ন হিশাম (র) সালাতুল খাওফ এর হাদীছটি আবদুল ওয়ারিছ - - - - জাবির (রা) থেকে এবং আবদুল ওয়ারিছ - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এই হাদীছে নজদের যুদ্ধ কিংবা যাতুর রিকা' যুদ্ধ কোনটাই উল্লেখ করেননি। তেমনি এই ঘটনার সময়-স্থান কিছুই উল্লেখ করেননি। অবশ্য গাতফান গোত্রের বনূ মুহারিব ও বনূ ছা'লাবাকে শায়েস্তা করার জন্যে পরিচালিত যাতুর রিকা' যুদ্ধ যদি খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলা হয় তবে তা প্রশ্নাতীত নয়। বুখারী বলেছেন যে, যাতুর রিকা' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে খায়বার যুদ্ধের পর। তিনি এভাবে দলীল পেশ করেছেন যে, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ওই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন। অথচ আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হযরত জা'ফর ও অন্যান্যদের সাথে মদীনায় এসে উপস্থিত হন খায়বার যুদ্ধের সময়ে। অনুরূপ একটি দলীল হল হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীছ। তিনি বলেছেন নজ্দ অঞ্চলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। এছাড়া যাতুর রিকা যুদ্ধ যে খন্দক যুদ্ধের পরে হয়েছে তার একটি দলীল হযরত ইব্ন উমার ও এর হাদীছ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে যুদ্ধ করার প্রথম অনুমতি দেন খায়বারের যুদ্ধে। ইব্ন উমার (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে নজ্দের যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এ প্রসংগে তিনি সালাতুল খাওফের ঘটনা বর্ণনা করেন। ওয়াকিদী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৪০০ কিংবা ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে ৫ম হিজরীর মুহাররম মাসের ১০ তারিখ শনিবার রাতে যাতুর রিকা'-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্য আলোচনা সাপেক্ষ। সালাতুল খাওফ খন্দকের যুদ্ধের পর বিধিবদ্ধ হয়েছে শুধু এটুকু বলে উপরোক্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। কারণ, খন্দকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রসিদ্ধ মতানুসারে ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে। কেউ বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধ হয়েছিলেন ৪র্থ হিজরী সনে। এই ব্যাখ্যানুসারে ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীছের প্রশ্নের সমাধা হয়; কিন্তু আবূ মূসা (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীছ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হয় না।

গাওরাছ ইব্ন হারিছের ঘটনা

যাতুর রিকা' যুদ্ধ প্রসংগে ইব্ন ইসহাক বলেন, আমর ইব্ন উবায়দ - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। বনূ মুহারিব গোত্রের এক লোক তার নাম ছিল গাওরাছ। সে তার স্বীয় সম্প্রদায় গাতফান ও মুহারিব গোত্রকে বলেছিল আমি কি তোমাদের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (সা)-কে হত্যা করব ? ওরা বলল, হাঁ, তুমি তাই করবে, তবে কীভাবে তুমি তা করবে ? সে বলল, আমি কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাকে হত্যা করব। বর্ণনাকারী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

একটি গাছের ছায়ায় বসা ছিলেন। তাঁর তরবারিটি ছিল তাঁর কোলে। সে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমি কি আপনার তরবারিটি দেখতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ, দেখতে পার। সে তরবারিটি হাতে নিল এবং সেটি নাড়া চাড়া করতে লাগল। আল্লাহ্ তাকে অপদস্ত করলেন। সে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আপনি কি এখন আমাকে ভয় পান না ? তিনি বললেন, না। আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি না। সে বলল, আশ্চর্য, আমার হাতে তরবারি রয়েছে তবু আপনি আমাকে ভয় করছেন না। তিনি বললেন, না, মোটেই ভয় পাচ্ছি না। মহান আল্লাহ্ তোমার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। এরপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারি তাঁকে ফেরত দেয়। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسِطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ *

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে চেয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তাদের হাত সংযত করেছিলেন এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। আর মু'মিনদের আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা বাঞ্ছনীয় (৫ মায়িদা ঃ ১১)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান আমাকে জানিয়েছেন যে, উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল বনূ নাযীর গোত্রের আমর ইব্ন জাহ্হাশ ও তার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা উপলক্ষে। এভাবে ইব্ন ইসহাক গাওরাছের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন গোমরাহ ফিরকাহ্ কাদরিয়্যাহ্ সম্প্রদায়ের নেতা আমর ইব্ন উবায়দ কাদারী থেকে। হাদীছে মিথ্যাচারের অভিযোগে সে অভিযুক্ত না হলেও যেহেতু সে একটি বিদআতের অনুসরণকারী এবং মানুষকে সেদিকে আহ্বানকারী সেহেতু তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করা উচিত নয়। অবশ্য আলোচ্য হাদীছ তার নিকট থেকে বর্ণনা হওয়া ছাড়াও অন্যান্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে এই হাদীছ রয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, হাফিয বায়হাকী (র) বিভিন্ন স্থান থেকে এই হাদীছের একাধিক সনদ উল্লেখ করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে এটি বর্ণিত হয়েছে যুহরী - - - - জাবির (রা) সূত্রে। হযরত জাবির (রা) বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে নজদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরার পথে তাঁর খুবই তন্দ্রা পায়। স্থানটি ছিল বড় বড় কাঁটা বিশিষ্ট বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। সাহাবা-ই-কিরাম বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত ছিলেন। তাঁর তরবারি ঝুলানো ছিল ওই গাছের সাথে। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে ডাকছেন। আমরা তাঁর নিকট এলাম। সেখানে দেখতে পেলাম একজন আরব বেদুঈন বসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এই বেদুঈন লোক আমার তরবারিটি কোষমুক্ত করেছিল। আমি ছিলাম ঘুমন্ত। ঘুম থেকে জেগে দেখি তার হাতে আমার খাপমুক্ত তরবারি, সে আমাকে লক্ষ্য করে বললো, আমার হাত থেকে এখন আপনাকে কে রক্ষা করবে ? আমি বললাম, "রক্ষা করবেন আল্লাহ্।" সে আবার বলল, আপনাকে রক্ষা করবে কে ? আমি বললাম, রক্ষা করবেন আল্লাহ্। এবার সে তরবারিটি খাপবদ্ধ করে বসে পড়ে। সে এত গুরুতর অপরাধ করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে কোন শাস্তি দেননি।

মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা - - - - জাবির (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সফরে বের হলাম, যাতুর রিকা' নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম আমরা। আমাদের নিয়ম ছিল যে, কোন ছায়াময় বৃক্ষ পেলে সেটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে ছেড়ে দিতাম। তিনি ওই ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। এই যাত্রায় তিনি ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত হয় জনৈক মুশরিক ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারিটি গাছের সাথে ঝুলানো ছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরবারিটি হাতে তুলে নিয়ে কোষমুক্ত করে এবং ওই খোলা তরবারি উঁচিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলে, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, না। ভয় পাচ্ছি না। সে বলল, আমার হাত থেকে এখন আপনাকে কে রক্ষা করবে ? তিনি বললেন, আমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহ্। এমতাবস্থায় সাহাবীগণ এসে তাকে ধমক দেন এবং সে কোষবদ্ধ করে তরবারিটি ঝুলিয়ে রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নামাযের আযান দেওয়া হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এরপর তাঁরা পেছনে সরে গেলেন। অপর দল এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে জামাতে শরীক হলেন। তিনি এ দলকে সাথে নিয়ে দু রাকা'আত আদায় করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ৪ রাকআত পূর্ণ হল আর প্রত্যেক দলের হল ২ রাকআত ২ রাকআত করে। ইমাম বুখারী (র) জোরালো শব্দ ব্যবহার করে এই হাদীছ সনদ বিহীনভাবে আবান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

বুখারী বলেন, মুসাদ্দাদ - - - - আবূ আওয়ানা থেকে বর্ণিত যে, ওই মুশরিক ব্যক্তির নাম ছিল গাওরাছ ইব্ন হারিছ। বায়হাকী (র) আবূ আওয়ানাহ্ - - - - জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এক খেজুর বাগান অঞ্চলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহারিব ও গাতফান গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। শত্রুপক্ষ কৌশলে ও প্রতারণা করে মুসলমানদেরকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়, গাওরাছ ইব্ন হারিছ নামে তাদের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসে হাতে তরবারি নিয়ে। সে বলল, আমার হাত থেকে এখন আপনাকে রক্ষা করবেন কে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমাকে রক্ষা করবেন আল্লাহ্। একথা শুনে তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, এবার আমার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবে কে ? সে বলল, "আপনি সর্বোত্তম তরবারি ধারণকারী হোন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই ? সে বলল, না। তবে আমি অঙ্গীকার করছি যে, আমি কখনও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না এবং যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমি তাদের দলে থাকব না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ছেড়ে দিলেন। সে ফিরে গেল তার সাথীদের নিকট। সে বলল, আমি এখন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির নিকট থেকে এসেছি। এরপর বর্ণনাকারী যাতুর রিকা' অঞ্চলে সালাতুল খাওফ আদায়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় দলকে সাথে নিয়ে দু রাকআত করে নামায আদায় করেছেন। ফলে ওদের হল দু'রাকআত করে আর তাঁর হল চার রাকআত।

বায়হাকী (র) যাতুর রিকা' অঞ্চলে সালাতুল খাওফ আদায়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন সালিহ্ ইব্ন খাওয়াত ইব্ন জুবায়র সূত্রে সাহ্ল ইব্ন আবূ হাছামাহ থেকে। তিনি সালিম সূত্রে তাঁর পিতা

থেকে বর্ণিত নজদ অঞ্চলে সালাতুল খাওফ আদায় সম্পর্কিত যুহরীর হাদীছটিও উল্লেখ করেছেন। এগুলো আলোচনার উপযুক্ত স্থান হল "কিতাবুল আহকাম" আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ অভিযানে এক সাহাবীর ইবাদতে একাগ্রতা ও একটি পাখী ডাকার ঘটনা

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার চাচা সাদাকা ইব্ন ইয়াসার - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথী হয়ে যাতুর রিকা' অভিযানে বের হলাম। 'যাতুর রিকা' অঞ্চলটি ছিল প্রচুর খেজুর বৃক্ষ বিশিষ্ট। জনৈক সাহাবী এক মুশরিকের স্ত্রীকে বন্দী করেন। অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করলেন তখন ওই মুশরিক ব্যক্তি বাড়ী আসে। মহিলাটিকে বন্দী করার সময় সে বাড়ী ছিলনা। বাড়ীতে এসে সে তার স্ত্রী বন্দী হবার ঘটনা শুনতে পায়। সে শপথ করে বলে যে, ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবে সে মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে কারো না কারো রক্তপাত ঘটাবে। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক জায়গায় এসে শিবির স্থাপন করেন। সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন "কে আছ আজ রাতে আমাদেরকে পাহারা দিবে?" সাথে সাথে একজন মুহাজির ও একজন আনসারী সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা পাহারা দেব। তিনি নির্দেশ দিয়ে বললেন, তবে তোমরা গিরিপথের প্রবেশ দ্বারে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ কর। সাহাবী দুজন ছিলেন আম্মার ইব্ন ইয়াসির ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্র। গিরিপথের প্রবেশ দ্বারে গিয়ে আনসারী সাহাবী তার মুহাজির ভাইটিকে বললেন, আপনি রাতের কোন্ অংশে বিশ্রামের সুযোগ নেবেন আর আমি দায়িত্ব পালনকরব? মুহাজির সাহাবী তখন বললেন, রাতের প্রথম অংশে আপনি আমাকে বিশ্রামের সুযোগ দেবেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আনসারী সাহাবী নামাযে দাঁড়ালেন। উক্ত মুশরিক ব্যক্তি সেখানে এসে পৌঁছে। নামাযরত সাহাবী দেখে সে বুঝে নিয়েছিল যে এ ব্যক্তি পাহারাদার। সে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। তীর তাঁর গায়ে বিদ্ধ হয়। তিনি দেহ থেকে তীরটি খুলে ফেলে দেন এবং নামাযেই দাঁড়িয়ে থাকেন। ওই ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় বার তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি সাহাবীর দেহে বিদ্ধ হয়। এবারও তিনি তীর খুলে পাশে রেখে দিলেন এবং যথারীতি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে থাকলেন। মুশরিক ব্যক্তিটি তাঁকে লক্ষ্য করে তৃতীয় বার তীর নিক্ষেপ করল। সেটি তাঁর শরীরে বিদ্ধ হল। এবারও তিনি তীরটি খুলে পাশে রেখে দেন। এবং নিয়ম মাফিক রুকূ সিজদা করে নামায শেষ করেন। তারপর তাঁর সাথী আনসারী সাহাবীকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, উঠুন, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের দুজনকে কথা বলতে দেখে মুশরিক ব্যক্তি ধারণা করে যে, তাঁরা তাকে ধরার জন্যে পরামর্শ করছেন। সে দ্রুত পালিয়ে যায়। যখন আনসারী সাহাবী দেখলেন যে, মুহাজির সাহাবীর দেহ থেকে রক্ত ঝরছে। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাকে প্রথম তীর বিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ঘুম থেকে জাগাননি কেন? মুহাজির সাহাবী বললেন, আমি একটি বিশেষ সূরা পাঠ করছিলাম। সূরাটি শেষ না করে তিলাওয়াত ছেড়ে দিতে আমার মন চায়নি। কিন্তু সে যখন বার বার তীর নিক্ষেপ করছিল তখন আমি রুকূ সিজদার মাধ্যমে নামায শেষ করি। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে গিরিপথ পাহারার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা পালনে ত্রুটি হবার আশংকা না থাকলে আমি নামায পড়েই যেতাম

এবং সূরাটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিলাওয়াতে ক্ষান্ত দিতাম না। তাতে আমার মৃত্যু হলেও কোন পরোয়া ছিলনা। ইব্ন ইসহাক তাঁর মাগাযী গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ এই হাদীছ আবূ তাওবা - - - - ইব্ন ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিদী আবদুল্লাহ্ উমারী - - - - খাওয়াত সূত্রে সালাতুল খাওফের দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছে বর্ণনাকারী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই অভিযানে শত্রুপক্ষের বহু মহিলাকে বন্দী করেন। বন্দী মহিলাদের মধ্যে জনৈকা সুন্দরী দাসী ছিল। তার স্বামী তাকে খুব ভালবাসত। স্ত্রীর বন্দীর সংবাদ শুনে সে শপথ করে বলেছিল সে মুহাম্মাদ (সা)-কে খুঁজে বের করবে এবং ওদের কারো না কারো রক্ত প্রবাহিত না করে অথবা নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার না করে সে ঘরে ফিরবে না। এর পরের বর্ণনা মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের বর্ণনার অনুরূপ।

ওয়াকিদী বলেন, হযরত জাবির (রা) বলতেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। জনৈক সাহাবী একটি পাখীর ছানা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিকে তাকিয়েছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ছানাটির বাবা-মা অথবা তাদের কোন একটি সেখানে উড়ে এসে সংশ্লিষ্ট সাহাবীর হাতে এসে বসে পড়ে। এ ঘটনায় উপস্থিত সাহাবীগণ বিস্মিত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, পাখীটির অবস্থা দেখে তোমরা অবাক হচ্ছ ? তোমরা তার ছানাটি নিয়ে এসেছ আর সন্তান বাৎসল্যের কারণে পাখীটি নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমাদের সম্মুখে লুটিয়ে পড়েছেন। জেনে নাও, আল্লাহ্র কসম করে বলছি– এই ছানাটির প্রতি পাখীটির মমতা যতটুকু তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভু ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলার দয়া তার চাইতে বহুগুণ বেশী।

হযরত জাবির (রা)-এর উটের ঘটনা

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, ওয়াহ্ব ইব্ন কায়সান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যাতুর রিকা' অভিযানে বের হই। আমি বের হয়েছিলাম আমার একটি দুর্বল উটের পিঠে চড়ে। অভিযান শেষে ফেরার পথে আমার সাথী-সঙ্গীরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। আর আমি দুর্বল উটের কারণে বার বার পিছিয়ে পড়ছিলাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) পেছনে থেকে অগ্রসর হয়ে আমার নিকট পৌঁছে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন, জাবির ! ব্যাপার কী ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার এই উট আমাকে পেছনে ফেলে রেখেছে। তিনি বললেন, উটটিকে বসাও। জাবির (রা) বলেন, আমি আমার উটটিকে বসালাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর বাহন থামালেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার হাতের ছড়িটি আমাকে দাও অথবা একটি গাছের ডাল ভেঙ্গে এনে আমাকে দাও। আমি তাই করলাম। তিনি সেটি দ্বারা উটকে কয়েকটি খোঁচা মারলেন। তারপর আমাকে বললেন, এবার তুমি উটের পিঠে উঠে বস। আমি উটের পিঠে উঠলাম। উটটি চলতে শুরু করল। যে মহান সত্তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটের সাথে সাথে তখনই আমার উটটিও চলতে থাকে। আমি চলতে চলতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলাপ করছিলাম। তিনি বললেন, হে জাবির! তুমি কি এই উট আমার কাছে বিক্রি করবে ? আমি বললাম, জ্বী না বিক্রি করব না; বরং সেটি আপনাকে উপঢৌকন স্বরূপ

দিয়ে দেব। তিনি বললেন, না দান নয়; বরং সেটি আমার নিকট বেচে দাও। এবার আমি বললাম, তবে মূল্য নির্ধারণ করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে এক দিরহামের বিনিময়ে আমি উটটি গ্রহণ করলাম। আমি বললাম, না ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তাহলে আমি ঠকে যাব। তিনি বললেন, তবে দু দিরহামে ? আমি বললাম, না তাও নয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনবরত দাম বৃদ্ধি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, এক উকিয়ার তথা (চল্লিশ দিরহামের) বিনিময়ে। আমি বললাম, তাতে কি আপনি খুশী ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি খুশী। আমি বললাম, তবে এই উটের মালিক হলেন আপনি। তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি বললেন, হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি জিজ্ঞেস করলেন কুমারী বিয়ে না কি বিবাহিতা ? আমি বললাম, বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন ? তাহলে তুমি ওর সাথে আনন্দ করতে সে তোমাকে নিয়ে আনন্দ করত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার আব্বাজান উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি ৭টি কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছেন। তাই আমি একজন বয়স্কা মহিলা বিয়ে করেছি যাতে সে ওদেরকে দেখা শোনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটি তুমি ইনশাআল্লাহ্ ঠিক কাজটি করেছ। আমরা যখন সিরার নামক স্থানে পৌঁছব তখন আমি উট যবাই করার নির্দেশ দেব। সেখানে উট যবাই হবে এবং একদিন সেখানে আমরা থাকবো। ওই দিন আমরা ওখানে থাকব। তোমার স্ত্রী আমাদের আগমন সংবাদ শুনলে তার গদিগুলো ঝেড়ে নেবে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের তো কোন গদি নেই। তিনি বলেন, এখন না থাকলেও তখন থাকবে। আর তুমি যখন স্ত্রীর নিকট যাবে তখন বুদ্ধিমত্তার সাথে বিবেচনা সম্মত কাজ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সহ আমরা "সিরার" নামক স্থানে এলাম, তিনি উট যবাই করার নির্দেশ দিলেন। উট যবাহ করা হল। আমরা সেদিন ওখানে থাকলাম। সন্ধ্যাবেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আমরা সকলে মদীনায় প্রবেশ করলাম। বাড়ী গিয়ে আমার স্ত্রীকে আমি সব খুলে বলি, সে বলল, ঠিক আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ শিরোধার্য। সকাল বেলা আমি উটটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। তাঁর দরজায় গিয়ে আমি উটটিকে বসিয়ে দিই। তারপর নিজে মসজিদে গিয়ে তাঁর কাছেই বসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুজরা থেকে বের হয়ে উটটি দেখতে পান। তিনি বললেন, এটি কার উট ? ব্যাপার কী ? লোকজন বলল, এটি জাবিরের উট। তিনি নিয়ে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, জাবির কোথায় ? আমাকে ডাকা হল। তারপর তিনি আমাকে বললেন, ভাতিজা! তুমি তোমার উটটি ধর এবং নিয়ে যাও। এটি তোমারই থাকবে। এরপর তিনি হযরত বিলাল (রা)-কে ডেকে বললেন, যাও, জাবিরকে এক উকিয়া (৪০ দিরহাম) দিয়ে দাও। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি বিলালের সাথে গেলাম। তিনি আমাকে এক উকিয়া দিলেন বরং কিছুটা বেশী দিলেন। আল্লাহ্র কসম! সেটি আমার নিকট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমার পরিবারের মধ্যে মুদ্রাটির একটি আলাদা মর্যাদা ছিল। অবশেষে 'হাররা' দিবসের বিশৃংখলায় সেটি হারিয়ে যায়। ইমাম বুখারী (র) এই হাদীছ উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার আমরী - - - - জাবির (রা) সূত্রে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

সুহায়লী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জাবির (রা)-কে তাঁর পিতা সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন এই হাদীছে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন যে, আল্লাহ্

তা'আলা জাবির (রা)-এর পিতা আবদুল্লাহ্কে শহীদ হওয়ার পর জীবিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তুমি তোমার আকাংখা ব্যক্ত কর। এ জন্যে যে, তিনি ছিলেন শহীদ। শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্যে এর বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে এবং নিহত হয়। তাওরাত ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে রয়েছে ? তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্যে আনন্দ কর এবং সেটিই মহা সাফল্য। (৯-সূরা তাওবা ঃ ১১১) অন্য এক বাণীতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে আরো অধিক পুরস্কারের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ -

যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্যে আছে কল্যাণ এবং আরো অধিক। (১০- ইউনুস ঃ ২৬)। এরপর তিনি তাদেরকে মাল ও মূল্য অর্থাৎ উভয় বিনিময় প্রদান করেছেন। তিনি তাদের থেকে ক্রয় করা রূহগুলো তাদের নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা বরং জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিকাপ্রাপ্ত। (৩- আলে ইমরান ঃ ১৬৯)।

মানুষের জন্যে রূহ হল বাহনের ন্যায়। উমর ইব্ন আবদুল আযীয তাই বলেছেন। সুহায়লী বলেন, এ জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাবির (রা) থেকে উটটি ক্রয় করেছিলেন সেটি ছিল তাঁর বাহন। এরপর উট ও দিলেন, মূল্যও দিলেন এবং কিছুটা অতিরিক্তও দিলেন, এ ঘটনার মধ্যে তাঁর পিতা সম্পর্কে দেয়া সুসংবাদের বাস্তব প্রতিফলন দেখা গেল। সুহায়লী এখানে যে মন্তব্য করেছেন তা অবশ্য খুবই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এবং অভূতপূর্ব চিন্তাধারা। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

বায়হাকী (র) তাঁর দালাইল গ্রন্থে এই যুদ্ধের অধ্যায়ে উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা শিরোনাম তৈরী করেছেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধে জাবির (রা)-এর উটকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রকাশিত বরকত ও নিদর্শনসমূহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ। হযরত জাবির (রা) থেকে এই হাদীছ বিভিন্ন সনদে এবং বিভিন্ন পাঠে বর্ণিত হয়েছে। উটের মূল্য এবং নির্ধারিত শর্ত বিষয়ে হাদীছটিতে বিভিন্ন প্রকারের মতভেদ রয়েছে। অবশ্য এগুলো নিয়ে বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ লেখার স্থান হল বিধি-বিধান অধ্যায়ের ক্রয়-বিক্রয় পর্ব। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কোন বর্ণনায় আছে যে, এ ঘটনা এই যুদ্ধে ঘটেছে আবার কোন বর্ণনায় আছে যে, অন্য যুদ্ধে ঘটেছে। একই ঘটনা বার বার ঘটেছে তার সম্ভাবনা একান্তই ক্ষীণ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ

এটি ছিল সেই প্রতিশ্রুতি যুদ্ধ উহুদ থেকে ফেরার পথে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'যাতুর রিকা' অভিযান শেষে মদীনায় ফিরে এলেন। জুমাদাল উলা মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো, জুমাদাল উখরা মাস এবং রজব মাস তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। আবূ সুফিয়ানের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুদ্ধ মুকাবিলার জন্যে তিনি বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন শা'বান মাসে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ অভিযানকালে মদীনার দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল আবদুল্লাহ্ (রা) ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূলকে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করেন এবং আবূ সুফিয়ানের আগমন অপেক্ষায় ৮ দিন সেখানে অবস্থান করেন। মক্কাবাসীদেরকে নিয়ে আবূ সুফিয়ান যুদ্ধের জন্যে বের হয়। যাহরানের এক পাশে মাজিন্না নামক স্থানে এসে তারা শিবির স্থাপন করে। কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা উছফান পর্যন্ত এসেছিল। তারপর সে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে সে বলল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! স্বচ্ছলতার বছর ছাড়া যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। বরং যে বছর তৃপ্তি সহকারে পশুপালকে ঘাসপাতা খাওয়াতে পারবে এবং তোমরা ইচ্ছামত দুধ পান করতে পারবে সে বছরই যুদ্ধ করা ভাল হবে। এই বছরটি বড় দুর্ভিক্ষের। আমি এখন ফিরে যাচ্ছি তোমরাও ফিরে যাও। ফলে কুরায়শরা ফিরে গেল। ফিরে যাওয়া সেনাদলকে মক্কাবাসিগণ উপহাস করে "ছাতুবাহিনী" নামে ডাকত। আর বলত যে, তোমরা তো ছাতু খেয়ে খেয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলে।

এক পর্যায়ে মাখশা ইব্‌ন আমর দিমারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। ওয়াদ্দান যুদ্ধের সময় সে বানু দিমারা গোত্রের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে কি আপনি এখানে এসেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওহে বানু দিমারা গোত্রের লোক আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি। তোমাকে এও জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমাদের সাথে আমাদের যে চুক্তি ছিল ইচ্ছা করলে তোমরা তা প্রত্যাহার করে নিতে পার। আর তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। সে বলল, না হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্র কসম! ওই চুক্তি প্রত্যাহারের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে আসেন। ফিরতি পথে কোন ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার সম্মুখীন হননি।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুসলমানগণ আবূ সুফিয়ানের অপেক্ষায় থাকা এবং সৈন্যবাহিনী সহ আবূ সুফিয়ানের ফিরে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবূ যায়দ আমাকে জানিয়েছেন যে, নিম্নের কবিতাটি আসলে কা'ব ইব্‌ন মালিকের। কবি বলেন ঃ

وَعَدْنَا اَبَا سُفْيَانَ بَدْرًا فَلَمْ نَجِدْ لِمِيْعَادِهِ صِدْقًا وَمَا كَانَ وَافِيًا

আমরা আবূ সুফিয়ানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বদর প্রান্তরে উপস্থিত হবার। কিন্তু আমরা তার প্রতিশ্রুতির সত্যতা পাইনি। সে প্রতিশ্রুতি পালনকারী ছিল না।

فَأُقْسِمُ لَوْ لاَ قَيْتَنَا فَلَقِيْتَنَا ـ لاَبْتَ ذَمِيْمًا وَافْتَقَدْتَ الْمَوَالِيَا

আমি কসম করে বলছি, তুমি যদি আমাদের মুখোমুখি হতে তবে অবশ্যই মুখোমুখি হতে উপযুক্ত প্রতিপক্ষের। তখন তুমি ফিরে যেতে মন্দ ও করুণ অবস্থায় আর হারিয়ে ফেলতে তোমার সাহায্য সহযোগিতাকারী যোদ্ধাদেরকে।

تَرَكْنَا بِهِ اَوْصَالَ عُقْبَةَ وَابْنَهُ ـ وَعُمْرًا اَبَا جَهْلٍ تَرَكْنَاهُ ثَاوِيًا

আমরা বদর প্রান্তরে রেখে গিয়েছিলাম (প্রথম বদর যুদ্ধে) উতবা ও তার পুত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমরা সেখানে আরো রেখে এসেছি উমর তথা আবূ জাহলের গলিত দেহ।

عَصَيْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اُفٍّ لِدِيْنِكُمْ ـ وَاَمْرِكُمْ السَّيِّئِ الَّذِى كَانَ غَاوِيَا

তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্য হয়েছ। ধিক তোমাদের ধর্মের জন্যে, ধিক তোমাদের ভ্রান্ত ও মন্দ কর্মকান্ডের জন্যে।

فَانِّى وَاِنْ عَنَّفْتُمُوْنِى لَقَائِلٌ ـ فِدًى لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ اَهْلِىْ وَمَالِيَا

তোমরা আমার প্রতি বিরূপ আচরণ করলেও আমি নিশ্চিতভাবে বলি যে, আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে নিবেদিত।

اَطَعْنَاهُ لَمْ نَعْدِلْهُ فِيْنَا بِغَيْرِهِ ـ شِهَابًا لَنَا فِى ظُلْمَةِ لِلَّيْلِ هَادِيًا

আমরা তাঁর আনুগত্য করেছি। তাঁকে আমরা আমাদের কারো সমান মনে করি না। তিনি বরং অনন্য। তিনি আমাদের পথ-নির্দেশক। তিনি আমাদের জন্যে অন্ধকার রাতের আলোক -বর্তিকা।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এ প্রসংগে হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) কবিতায় বলেন ঃ

دَعُوْا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْ حَالَ دُوْنَهَا ـ جِلاَدٌ كَافْوَاهِ الْمَخَاضِ الْاَوَارِكِ

ওরা ছেড়ে দিয়েছে সিরিয়ার শস্যক্ষেতসমূহ। সেগুলোর বিপরীতে রয়েছে বিস্তৃত শিলাভূমি যেন প্রসূতি উষ্ট্রীর মুখ।

بِاَيْدِى رِجَالٍ هَاجَرُوْا نَحْوَرَبِّهِمْ ـ وَاَنْصَارُهُ حَقًّا وَاَيْدِى الْمَلاَئِكَ

এমন সব লোকের হাতে ছেড়েছে যারা হিজরত করেছে তাদের প্রতিপালকের দিকে। তারা প্রকৃতই তাঁর সাহায্যকারী এবং তারা ছেড়েছে ফেরেশতাদের হাতে।

اِذَا سَلَكَتْ لِلْغَوْرِ مِنْ بَطْنِ عَالِجٍ ـ فَقُوْلاَ لَهَا لَيْسَ الطَّرِيْقُ هُنَالِكَ

তারা যখন মরুভূমির বালুচর হয়ে নিম্নাঞ্চলের দিকে যাত্রা করবে তখন তাদেরকে বলে দিও যে, পথ সে দিকে নয়।

اَقَمْنَا عَلَى الرَّسِّ النُّزُوْعِ ثَمَانِيَا ـ بِاَرْعَنَ جَرَّارٍ عَرِيْضَ الْمُبَارِكِ

আমরা রাস্ পাহাড়ে অবস্থান করেছি আট দিন। সাহসী সেনা দল নিয়ে। সাথে ছিল বড় বড় উট- ঘোড়া।

بِكُلِّ كُمَيْتٍ جَوْزُهُ نِصْفُهُ خَلْقِهِ - وَقُبٌّ طِوَالٍ مُشْرِفَاتِ الْحَوَادِثِ

আমাদের সাথে ছিল লাল-কালো মিশ্রিত রংগের ঘোড়া সে গুলোর অর্ধেক দেহ জুড়ে ছিল রসদ পত্র। সাথে ছিল লম্বা লম্বা তরবারি বড় বড় ছুরি।

تَرَى الْعَرْفَجَ الْعَامِيَّ تَذْرِيْ أُصُوْلَهُ - مَنَاسِمُ أَخْفَافِ الْمَطِيِّ الرَّوَاتِكِ

তুমি দেখতে পাবে গলির স্তূপে, বালি পথে ধীরে চলা উষ্ট্র পালের পদচিহ্ন।

فَإِنْ نَلْقَ فِي تَطْوَافِنَا وَالْتِمَاسِنَا - فُرَاتَ بْنَ حَيَانٍ يَكُنْ رَهْنُ هُنَالِكَ

আমাদের যাত্রাপথে ও শত্রু অন্বেষণের সময়ে যদি ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ানের সাথে দেখা হয়ে যায় তবে যেখানে দেখা হবে সেখানেই সে বন্দীত্ব বরণ করবে।

وَإِنْ تَلْقَ قَيْسَ بْنَ امْرِءِ الْقَيْسِ - يَزِدْ فِي سَوَادِ كَوْنِهِ كَوْنُ حَالِكَ

আর যদি ইমরাউল কায়সের পুত্র কায়সের সাথে সাক্ষাত হয় তবে তার দেহের কালো রং আরো কালো হয়ে যাবে। তার দুশ্চিন্তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

فَأَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّيْ رِسَالَةً - فَإِنَّكَ مِنْ غُرِّ الرِّجَالِ الصَّعَالِكِ

সুতরাং আবূ সুফিয়ানকে আমার পক্ষ থেকে একটি বার্তা পৌঁছিয়ে দাও যে, তুমি হলে প্রসিদ্ধ একজন মিসকীন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব উপরোক্ত কবিতার জবাব দিয়েছিল। অবশ্য এ ব্যক্তি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

أَحَسَّانُ يَا ابْنَ أَكِلَةِ الْغُفَا - وَجَدِّكَ نَغْتَالُ الْخَرُوْقَ كَذٰلِكَ

ওহে হাস্‌সান! হে কাঁচা খেজুর ভক্ষণকারী মহিলার সন্তান! তোমার দাদার কসম, আমরা এভাবেই বোকাদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকি।

خَرَجْنَا وَمَا تَنْجُوْ هَالْيَعَافِيْرُ بَيْنَنَا - وَلَوْ وَالَتْ مِنَّا بِشَدٍّ مَدَارِكِ

আমরাও অভিযানে বের হয়েছিলাম। আমাদের মুখোমুখি হলে আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তোমাদের মত হরিণ গুলো একটাও প্রাণে রক্ষা পেতে না।

إِذَا مَا انْبَعَثْنَا مِنْ مُنَاخٍ حَسِبْتَهُ - مُدْمِنُ أَهْلِ الْمَوْسِمِ الْمُتَعَارِكُ

আমরা যদি বিশ্রামস্থল থেকে উটগুলো তুলতাম তাহলে তুমি বুঝতে যে আমরা প্রচন্ড যোদ্ধা, মওসুমে সমবেত সকল লোককে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতাম।

أَقَمْتَ عَلَى الرَّسِّ النَّزُوْعِ تُرِيْدُنَا - وَتَتْرُكُنَا فِي النَّخْلِ عِنْدَ الْمَدَارِكِ

তুমি রাস্ পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছিলে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। অপরদিকে তুমি যদি আমাদেরকে খুঁজে পেতে তাহলে খেজুর বাগানে আমাদেরকে রেখে তোমরা পালিয়ে যেতে।

عَلَى الزَّرْعِ تَمْشِيْ خَيْلُنَا وَرِكَابُنَا - فَمَا وَطِئَتْ الصَّقْنَةُ بِالدَّكَادِكِ

আমাদের অশ্ব এবং উটেরদল ফসলাদি পদদলিত করে চলাচল করে। ওগুলো কোন কঠিন পাথুরে ভূমি মাড়ায় না।

اَقَمْنَا ثَلاَ ثًا بَيْنَ سِلْعٍ وَفَارِعٍ - بِجُرْدِ الْجِيَادِ وَالْمَطِىِّ الرَّوَايِكِ

আমরাও অভিযানে বেরিয়ে তিনদিন অবস্থান করেছিলাম সালাওফারি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের সাথে ছিল হাল্কা পশমের অশ্বদল আর ভারী পায়ে চলাচলকারী উষ্ট্রপাল।

حَسِبْتُمْ جِلاَدَ الْقَوْمِ عِنْدَ فَنَائِكُمْ - كَمَا خَذَكُمْ بِالْعَيْنِ اَرْطَالَ اَنِكَ

তোমাদের ধ্বংস যখন নিকটবর্তী ছিল তখন তোমরা নিজেদেরকে খুব শক্তিশালী মনে করেছিলে। যেমন দুর্বল ও অসুস্থ যুবককে তোমরা শক্তিশালী মনে করে থাক।

فَلاَ تَبْعَثِ الْخَيْلَ الْجِيَادَ وَقُلْ لَهَا - عَلَى نَحْوِ قَوْلِ الْمُعْصَمِ الْمُتَمَاسِكِ

সুতরাং হাল্কা পশম বিশিষ্ট অশ্বগুলোকে প্রেরণ করোনা; বরং শক্তি অর্জনকারী মুসিম যেমন বলেছে তুমিও ওগুলোকে তেমনটি বলে দাও।

سَعِدْتُمْ بِهَا وَغَيْرُكُمْ كَانَّ اَهْلَهَا - فَوَارِسُ مِنْ اَبْنَاءِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ

তাতে তোমরা ভাল থাকবে এবং অন্যরাও ভাল থাকবে। ওই অশ্বারোহীদেরকে মনে হচ্ছে ফিহ্‌র ইব্‌ন মালিকের বংশধর অশ্বারোহী।

فَاِنَّكَ لاَ فِىْ هِجْرَةٍ اَنْ ذَكَرْتَهَا - وَلاَ حُرُمَاتِ دِيْنِهَا اَنْتَ نَاسِكُ

তুমি যে হিজরতের কথা বলেছ তুমি তো ওই হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত নও। আর তুমি দীনেরও অনুসারী নও।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, অন্তমিলের বৈপরীত্যের কারণে আমরা কতক পংক্তি বাদ দিয়েছি।

মূসা ইব্‌ন উকবা যুহরী ও ইব্‌ন লাহিয়া উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে গণহারে উপস্থিত হবার ডাক দিয়েছিলেন আবূ সুফিয়ানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাকে মুকাবিলার লক্ষ্যে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হবার জন্যে। মুনাফিকরা লোকজনকে যুদ্ধে যেতে নিরুৎসাহিত করেছিল। তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুদেরকে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বদর প্রান্তরের দিকে যাত্রা করেন। তাঁদের সাথে ছিল ব্যবসায়িক পুঁজি তাঁরা বলাবলি করছিল, আবূ সুফিয়ানকে উপস্থিত পেলে আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আর তাকে না পেলে এ পুঁজি দিয়ে বদর অঞ্চলের মওসুমী মালপত্র কিনে আনব। এরপর মূসা ইব্‌ন উকবা ইব্‌ন ইসহাকের ন্যায় আবূ সুফিয়ানের মাজিন্না উপস্থিতি, সেখান থেকে তার প্রত্যাবর্তন, দিমারীর কথাবার্তা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে চুক্তি প্রত্যাহারের প্রস্তাব এবং তার তা প্রত্যাখ্যান বিষয়ক ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছেন।

ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায় ১৫০০ সাহাবী নিয়ে বদর অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। মদীনার শাসনভার দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-কে। তিনি যাত্রা করেছিলেন ৪র্থ হিজরী সনের যুল কা'দা মাসের প্রথম দিকে। বিশুদ্ধ অভিমত হল ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্য যে, ৪র্থ

হিজরী সনের শা'বান মাসে তিনি এ অভিযানে বের হয়েছিলেন। ইব্ন ইসহাক ও মূসা ইব্ন উকবা এ ব্যাপারে একমত যে, অভিযান পরিচালিত হয়েছিল শা'বান মাসে। তবে ইব্ন ইসহাক বলেছেন, ৪র্থ হিজরী সনের শা'বান মাস, মূসা ইব্ন উকবা বলেছেন, ৩য় হিজরীর শা'বান মাস। তৃতীয় হিজরী বলাটা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, এই যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল উহুদ যুদ্ধ শেষে। আর উহুদ যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩য় হিজরী সনে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

ওয়াকিদী বলেন, তাঁরা সেখানে বদর বাণিজ্য মেলার প্রাক্কালে ৮ দিন অবস্থান করেন। এরপর তাঁরা ফিরে আসেন। ওই ব্যবসায় তাঁরা ১ দিরহামে ২ দিরহাম হারে মুনাফা অর্জন করেন। অন্যরা বলেছেন যে, তাঁরা ফিরে এলেন আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া অর্জন করে। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ -

তারপর তারা আল্লাহ্র নিয়'মত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল। কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি। আল্লাহ্ যাতে রাযী তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (৩-আলে ইমরান ঃ ১৭৪)।

৪র্থ হিজরীর অন্যান্য ঘটনা

ইব্ন জারীর বলেন, এ বছরের জুমাদাল ঊলা মাসে হযরত উছমান ইব্ন আফফান-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ মারা যান। আবদুল্লাহ্ ছিলেন রাসূল তনয়া রুকাইয়ার সন্তান। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জানাযায় ইমামত করেন। পিতা হযরত উছমান তাঁর কবরে নেমেছিলেন, ওই বছরেই জুমাদাল ঊলা মাসে ইনতিকাল করেন আবূ সালামা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল আসাদ ইব্ন হিলাল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযূম কুরাশী মাখযূমী। আবূ সালামার মায়ের নাম ছিল বাররা, ইনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফু। অন্যদিকে আবূ সালামা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ ভাই। আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়াইবা তাঁদের দুজনকে দুধ পান করিয়েছিলেন, আবূ সালামা, আবূ উবায়দা, উসমান ইব্ন আফ্ফান ও আরকাম ইব্ন আবূ আরকাম (রা) তাঁরা সকলে প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁরা সকলে একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবূ সালামা এবং তার স্ত্রী উম্মু সালামা দু'জনেই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। এরপর মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। আবিসিনিয়ায় অবস্থান কালে তাঁদের একাধিক সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। তারপর আবূ সালামা (রা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) ও পরবর্তীকালে হিজরত করেন। উম্মু সালামা যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন। এই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মুসীবত ও বিপদাপদের সময়" ইন্নালিল্লাহ্ .... পাঠ করা সম্পর্কে তাঁর একটি হাদীছ রয়েছে। "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উম্মু সালামার বিবাহ" সংক্রান্ত আলোচনায় হাদীছটি আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

ইব্ন জারীর বলেন, ৪র্থ হিজরীর শা'বান মাসের কয়েক রাত অতিবাহিত হবার পর এক রাতে হযরত ফাতিমা (রা)-এর গর্ভে হযরত আলীর (রা) পুত্র ইমাম হুসায়ন (রা)-এর জন্ম হয়। এ বছর রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়নাব বিন্ত খুযায়মাকে বিবাহ করেন। যায়নাবের বংশ লতিকা এরূপ। যায়নাব বিনত খুযায়মা ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন হিলাল ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'আ আল হিলালিয়্যা। আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার আলী ইব্ন আবদুল আযীয সূত্রে বলেন যে, যায়নাব ছিলেন হযরত মায়মূনা বিন্ত হারিছ এর বোন। পরে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এ বর্ণনা একান্তই বিরল, অন্য কেউই এ রকম বর্ণনা করেছেন বলে আমি দেখিনি। ইনি গরীব-দুঃখীদের প্রচুর দান করা, এবং তাদের প্রতি সীমাহীন মমত্ববোধ ও কল্যাণ সাধনের প্রেক্ষিতে উম্মুল মাসাকীন বা মিসকীনদের মা নামে খ্যাত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ের মাহর ধার্য হয়েছিল সাড়ে বার উকিয়া ৫০০ শ' দিরহাম। তাঁদের বাসর হয় রমযান মাসেই। এর পূর্বে যায়নাব (রা) তুফায়ল ইব্ন হারিছের স্ত্রী ছিলেন। তুফায়েল তাঁকে তালাক দেন।

আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার আলী ইব্ন আবদুল আযীয জুরজানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তুফায়লের পর তার ভাই উবায়দা ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফ যায়নাবকে বিয়ে করেন। উসদুল গাবাহ" গ্রন্থে ইবনুল আছীর-এর বর্ণনা মতে যায়নাব (রা)-এর পূর্ব স্বামীর নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। আবূ উমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশাতেই যে যায়নাব (রা) ইনতিকাল করেছিলেন তাতে কোন দ্বিমত নেই। কেউ কেউ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ২ কিংবা ৩ মাসের দাম্পত্য জীবন শেষে তাঁর ইনতিকাল হয়।

ওয়াকিদী বলেন, এ বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মু সালামা (রা)-কে বিবাহ করেন। উম্মু সালামা (রা)-এর পিতার নাম ছিল আবূ উমাইয়া। আমি বলি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে উম্মু সালমা (রা) ছিলেন আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদের স্ত্রী। উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে জন্ম নেয়া সকল সন্তানের পিতা হলেন আবূ সালামা। আবূ সালামা উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ওই যুদ্ধে তিনি আহত হন। দীর্ঘ এক মাসের চিকিৎসা শেষে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। এরপর অন্য একটি অভিযানে তিনি অংশ নেন। ওই অভিযানে প্রচুর ধন-সম্পদ ও উৎকৃষ্ট দ্রবাদি গনীমতের মালরূপে পান। এরপর তিনি ১৭ দিন জীবিত ছিলেন। তারপর ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং তাতে তিনি মারা যান। ৪র্থ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের তিনদিন বাকী থাকতে তাঁর ইনতিকাল হয়। শাওয়াল মাসে উম্মু সালামা (রা)-এর ইদ্দত শেষ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে হযরত উমার (রা)-কে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠান। হযরত উমর (রা) একাধিকবার তাঁর নিকট গমন করেন। উম্মু সালামা তাঁর নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি একজন আত্ম অভিমানী মহিলা, তদুপরি তিনি বিপদগ্রস্ত। অর্থাৎ তিনি একাধিক সন্তান-সন্ততির মা। ওদের দেখাশুনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি হতে পারে। এ ছাড়াও বাচ্চাদের খাবার সংগ্রহের জন্যে তাঁকে কাজকর্ম করতে হবে। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, বাচ্চাদের ব্যাপারটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ন্যস্ত। অর্থাৎ ওদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আপনার উপর থাকবে না। আর আত্ম অভিমানের কথা বলছেন ? সেজন্যে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন আল্লাহ্ তা দূর করে দিবেন। এরপর তিনি বিয়েতে সম্মতি দিলেন। হযরত উমর (রা)-কে তিনি সর্বশেষ যে কথাটি বলেছেন তা হল "উঠুন প্রিয়নবীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন।" অর্থাৎ আমি বিয়েতে রাযী। আমি এর অনুমতি দিলাম। এ বক্তব্যের সূত্র ধরে কোন কোন আলিম বলেছেন যে, উম্মু সালামা তাঁর পুত্র উমর ইব্ন আবূ সালামাকে একথাটি বলেছিলেন অথচ উমর ইব্ন আবূ সালামা তখন ছিলেন বালক মাত্র। এমন বয়সের যে, বিবাহের অভিভাবক হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়ে আমি একটি পৃথক পুস্তিকা রচনা করেছি। সেখানে সঠিক ও সত্য অভিমতটি আমি প্রতিষ্ঠা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। তবে এই বিয়েতে উম্মু সালামা (রা)-এর অভিভাবক হয়েছিল তাঁর বড় ছেলে সালামা ইব্ন আবূ সালামা। এটি শুদ্ধ হল এজন্যে যে, সালামার পিতা আবূ সালামা ছিলেন তাঁর সময়ের সালামার চাচাত ভাই। সুতরাং এরূপ পুত্র তার মাতার অভিভাবকত্ব লাভ করবে যদি সেই পুত্র পুত্রত্ব ব্যতীত অন্য কোন কারণে ওই অধিকার লাভ থাকার এই বিষয়ে সকল ইমাম একমত। তদ্রূপ পুত্র যদি মুক্তি দানকারী কিংবা বিচারক হয়। পক্ষান্তরে পুত্র যদি পুত্রত্ব ব্যতীত

অন্য কোন দিক হতে এই অধিকার লাভ না করে তাহলে ইমাম শাফিঈ এর মতে সে অভিভাবক হতে পারবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও আহমদ (র) বলেন, শুধু পুত্রত্বের কারণেও পুত্র মায়ের বিয়েতে অভিভাবক হতে পারবে। এ বিষয়ে আলোচনার স্থান এটা নয়। আহকাম আল কাবীর গ্রন্থের বিবাহ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইউনুস উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন আবূ সালামা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার থেকে আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে একটি কথা শুনেছি। তাতে আমি খুবই খুশী হয়েছি। তিনি বলেছেন, "কোন মুসলমানের উপর বিপদ এলে ওই বিপদের সময় সে যদি পাঠ করে :

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ আমরা আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন এবং আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব।" এর পর বলে, اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا "হে আল্লাহ্! আমার এই বিপদ থেকে আমাকে মুক্তি দিন এবং এর পরিবর্তে আমাকে ততোধিক কল্যাণ দান করুন।" তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্যে তাই তাকে করবেন।

উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি ও দু'আটি মুখস্থ করে রেখেছিলাম। যখন আমার স্বামী আবূ সালামার (রা.) মৃত্যু হয় তখন আমি ইন্না লিল্লাহ পাঠ করি এবং এই দুআ করি اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا পরে আমি নিজেই নিজের মনে বলেছি" আবূ সালামা অপেক্ষা ভাল মানুষ আমি আর কোথায় পাব ? আমার ইদ্দত যখন শেষ হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি তখন একটি চামড়া শোধন করছিলাম। হাত ধোয়ার পাতা দিয়ে আমি হাত ধুয়ে নিলাম। আমি তাঁকে ভিতরে আসতে বললাম। ভেতরে গাছের ছাল এবং উপরে চামড়া দিয়ে তৈরী একটি গদী তাঁর জন্যে বিছিয়ে দিলাম। তিনি সেটির উপর বসলেন এবং আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হবার পর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার আগ্রহের কমতি নেই, কিন্তু কথা হল, আমি একজন ভীষণ আত্ম অভিমানী মহিলা। আমার ভয় হচ্ছে এজন্যে যে, নাজানি আমার পক্ষ থেকে আপনি এমন কোন আচরণের সম্মুখীন হন যার কারণে মহান আল্লাহ্ আমাকে শাস্তি দিবেন। আর আমি তো ইতোমধ্যে বার্ধক্যের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছি। তদুপরি আমার রয়েছে অনেক ছেলে মেয়ে (যাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়।) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি আত্ম অভিমানের যে কথা বলেছ, আল্লাহ্ তা'আলা তা দূর করে দিবেন। তুমি বার্ধক্যের কথা বলেছ, আমিও তো সে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি। আর পোষ্য ছেলে-মেয়ের কথা যা বলেছ সে ক্ষেত্রে তোমার পোষ্য যে সে তো আমারই পোষ্য। এবার উম্মু সালামা (রা) বললেন, তবে আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে সোর্পদ করলাম। এরপর উম্মু সালামা আপন মনে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আবূ সালামার উত্তম বিকল্পরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মঞ্জুর করেছেন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) উক্ত হাদীছ হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা - - - - আবূ সালামা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেছেন, এটি একক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীছ। ইমাম নাসাঈ (র) ছাবিত আবূ সালামা সূত্রেও এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইব্‌ন মাজা এই হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বাহ্ - - - - উমার ইব্‌ন আবী সালামা থেকে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিশ্রুত বদর প্রান্তরে উপস্থিত হবার পর যথাসময়ে মদীনায় ফিরে গেলেন। এরপর তিনি যিলহজ্জ মাসের শেষ পর্যন্ত মদীনাতেই অবস্থান করেন। এ বছরও মুশরিকগণ হজ্জের তত্ত্বাবধানে ছিল। ওয়াকিদী বলেন, ৪র্থ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কে ইয়াহূদীদের কিতাব পাঠ শিখে নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি বলি, বিশুদ্ধ সনদে যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, মাত্র পনের দিনে আমি তা শিখে নিই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হিজরী ৫ম সন

দূমাতুল জানদাল যুদ্ধ ঃ রবীউল আওয়াল মাসে

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দূমাতুল জানদাল[১] যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন ৫ম হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে। তখন মদীনার শাসনভার দিয়েছিলেন সিবা' ইব্‌ন উরফুতা গিফারীর হাতে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, দূমাতুল জানদাল পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে আসেন। পথে কোন প্রকারের সংঘর্ষ কিংবা কোন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হননি। তারপর বছরের অবশিষ্ট সময়টুকু তিনি মদীনাতেই অতিবাহিত করেন। ইব্‌ন ইসহাক এরূপই বলেছেন।

ওয়াকিদী আপন সনদে তাঁর শায়খদের থেকে তাঁরা একদল প্রাচীন ও জ্ঞানীজন থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিরিয়ার উপকণ্ঠে যাবার ইচ্ছা করেছিলেন। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, এরূপ করতে পারলে রোমান সম্রাট কায়সার ভয় পেয়ে যাবে। তাঁকে আরো জানানো হয় যে, দূমাতুল জানদাল এলাকায় বড় একটি দল রয়েছে যারা ওই পথে যাতায়াতকারী পথিকদেরকে খুবই নির্যাতন করে থাকে।

সেখানে একটি বড় বাজারও ছিল। দুমাবাসীরা মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনাও করেছিল। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে আহ্বান জানালেন। প্রায় ১০০০ সাহাবী নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। তাঁরা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন আর রাতের বেলা সম্মুখে অগ্রসর হতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিল মাযকূর নামক খুবই চৌকস একজন পথ প্রদর্শক। দূমাতুল জানদালের কাছাকাছি পৌঁছে সে বনূ তামীম গোত্রের পশু পালগুলো মুসলমানদের দেখিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথীগণ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ওই পশু পাল ও রাখালদের উপর হামলা করেন। কতক রাখাল পালিয়ে যায়, আর কতক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। দূমাতুল জানদালের অধিবাসীদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওই এলাকায় গিয়ে পৌঁছে ওদের কাউকেই ওখানে পাননি। সেখানে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেখান থেকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আশে পাশে প্রেরণ করেন। তারপর তাঁরা মদীনার দিকে ফেরত যাত্রা করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) ওদের এক ব্যক্তিকে ধরে ফেলেন। তিনি তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

---

১. অভিধানবিদগণ দূমা এবং হাদীছবিদগণ দাওমা বলে থাকেন। দ্র. আল-বিদায়া (পাদটীকা)

তাকে তার সাথীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে যে, ওরা সবাই পূর্বের দিন এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন, সে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরে এলেন।

ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দূমাতুল জানদাল অভিযানে বেরিয়েছিলেন ৫ম হিজরীর রবীউল আখের মাসে। ওয়াকিদী এও বলেন যে, ওই মাসেই সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মা ইনতিকাল করেন। তখন সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথেই ছিলেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী তাঁর জামি' গ্রন্থে বলেছেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'দ (রা)-এর মা যখন মারা যান তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ছিলেন না। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মরহুমার জন্যে নামায আদায় করেন। মৃত্যুর একমাস পর তিনি এই নামায আদায় করেন। এটি একটি উত্তম মুরসাল পদ্ধতির হাদীছ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই যুদ্ধ উপলক্ষে প্রায় একমাস বা ততোধিক সময় মদীনায় অনুপস্থিত ছিলেন। যেমনটি ওয়াকিদী বলেছেন।

খন্দক বা আহযাবের যুদ্ধ

এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবের প্রথম দিকের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا ...... وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا -

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে– তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল এবং মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যধি তারা বলছিল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। এবং ওদের একদল বলেছিল "হে ইয়াছরিববাসী। এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল এবং ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, আমাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত। অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে ওদেরকে বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচিত করত তারা অবশ্য তা-ই করে বসত, তারা তাতে কাল বিলম্ব করত না। এরাতো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সাথে অংগীকার করেছিল যে, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, পালাবে না। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে। বলুন, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং

সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। বলে দিন, কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে। যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন কে তোমাদের ক্ষতি করবে? ওরা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে "আমাদের সংগে এস।" ওরা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়– তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত যখন বিপদ আসে তখন আপনি দেখবেন মৃত্যু ভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে ওরা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন ওরা ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। ওরা ঈমান আনে নাই, এজন্যে আল্লাহ্ ওদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষে তা সহজ। ওরা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন ওরা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। ওরা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও ওরা যুদ্ধ অল্পই করত। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল ওরা বলে উঠল, এটি তো তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে। ওদের কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে, তারা তাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। কারণ, আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন। সত্যবাদিতার জন্যে এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ওদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। কিতাবীদের মধ্যে যারা ওদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা ওদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে করছ বন্দী, এবং তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন ওদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যা তোমরা এখনও পদানত করনি, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৩-আহযাব ঃ ৯-২৭।)

উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। এখানে আমরা সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ্।

খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে। ইব্ন ইসহাক, উরওয়া ইব্ন যুবায়র, কাতাদা, বায়হাকী এবং প্রাচীন ও আধুনিক যুগের বহু উলামা-ই-কিরাম এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। মূসা ইব্ন উক্‌বা যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) মূসা ইব্ন দাউদের বরাতে ইমাম মালিক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, বায়হাকী (র) বলেন, মূলত

এখানে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তাঁরা ৪র্থ হিজরী বলে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে হিজরী ৪র্থ বছর পূর্ণ হবার পর এবং ৫ম বছর পূর্ণ হবার পূর্বে।

এটা নিশ্চিত যে, উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মুশরিকরা পরবর্তী বছর পুনরায় বদর প্রান্তরে যুদ্ধের আগাম ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিল। সেই মুতাবিক রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে ৪র্থ হিজরীর শা'বান মাসে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হন। আর দুর্ভিক্ষের বাহানা দিয়ে আবূ সুফিয়ান তার কুরায়শী বাহিনী নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়। এ পরিস্থিতিতে মাত্র দু' মাস পর তাদের মদীনা আক্রমণ করা সম্ভব ছিলনা। ফলে এটি নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, পরবর্তী বছরের অর্থাৎ ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে তারা মদীনা আক্রমণের জন্যে এসেছিল।

যুহরী স্পষ্ট বলেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দু' বছর পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে কারো দ্বিমত নেই যে, উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৩য় হিজরী সনের শাওয়াল মাসে। অবশ্য কেউ কেউ বলে থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পরবর্তী মুহাররম মাস থেকে হিজরী সন গণনা শুরু হয়। তাঁরা হিজরতের বছরের রবীউল আওয়াল হতে যিলহজ্জ মাস পর্যন্ত এই মাসগুলোকে গণনায় আনয়ন করেন না। বায়হাকী এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইয়াকূব ইব্ন সুফিয়ান ফাসাবী এই মতের সমর্থক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে ১ম হিজরীতে, উহুদ ২য় হিজরীতে, বদর-ই ছানী তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে এবং খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৪র্থ হিজরী সনে। ১ম হিজরীর মাস গুলো বাদ দিয়ে হিজরী সন গণনা করাটা জমহুর তথা অধিকাংশ ইমামের ঐক্যবদ্ধ অভিমতের বিরোধী। কারণ, এটা সুপ্রসিদ্ধ যে, হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হিজরতের ১লা মুহাররম কে হিজরী বর্ষপঞ্জির প্রথম দিবস হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। অন্যদিকে ইমাম মালিক (র) হিজরতের বছরের রবীউল আওয়াল মাস থেকে হিজরী সনের সূচনা বলে মত প্রকাশ করেছেন। ফলে হিজরী সনের সূচনা সম্পর্কে তিনটি অভিমত বিদ্যমান। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বিশুদ্ধ মত হলো– জমহুরের অভিমত যে, উহুদ যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে এবং খন্দকের যুদ্ধ ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। তবে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উবায়দুল্লাহ্ সূত্রে নাফি' থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৪ বছর। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পেশ করলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। খন্দকের যুদ্ধের সময় আমি নিজেকে তাঁর নিকট পেশ করি। তখন আমার বয়স ১৫ বছর। তিনি এবার আমাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন। ইব্ন উমর (রা)-এর এ বক্তব্য সম্পর্কে উলামা-ই-কিরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসংগে বায়হাকী বলেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিবসে তিনি যখন নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পেশ করেছেন তখন তাঁর চৌদ্দতম বছর মাত্র শুরু হয়েছিল। আর খন্দকের যুদ্ধের দিবসে যখন তিনি নিজেকে পেশ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার শেষ পর্যায়ে ছিল।

আমি বলি, এমন ব্যাখ্যাও দেয়া যায় যে, খন্দকের যুদ্ধের দিনে তিনি যখন নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পেশ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণতঃ ১৫ বছর পূর্ণ হলে বালকদেরকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেয়া হত। ১৫ বছরের অধিক হবার জন্যে

অনুমতি আটকে থাকত না। এ জন্যে নাফি' যখন এই হাদীছ উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নিকট পাঠান তখন এই মন্তব্য করেছিলেন যে, নাবালক ও সাবালকের মধ্যে সীমা নির্ধারণকারী মানদণ্ড হল এটি। তারপর তিনি এই হাদীছ ও এই মন্তব্য সব জায়গায় পৌঁছিয়ে দেন। জমহুর তথা অধিকাংশ আলিম এটাকেই নির্ভরযোগ্য অভিমত বলে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক ও প্রমুখ খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা এভাবেই উল্লেখ করেছেন। ইব্ন ইসহাক বলেছেন, তারপর কথা হল ৫ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসেই খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ প্রসংগে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক থেকে। আরো বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কুরাযী, যুহরী, আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর প্রমুখ। তাঁদের কেউ এমন তথ্য বর্ণনা করেছেন য অন্যের বর্ণনায় নেই। তবে তাঁরা সকলে বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের পটভূমি এই যে, ইয়াহূদী নেতা সালাম ইব্ন আবুল হুকায়ক নযরী, হুয়াই ইব্ন আখতাব, কিনানা ইব্ন রাবী' ইব্ন আবুল হুকায়ক, হাওযা ইব্ন কায়স ওয়াইলী এবং আবূ আম্মার ওয়াইলীর নেতৃত্বে বনূ নযীর ও বনূ ওয়াইল গোত্রের কতিপয় লোক মিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে একটি জোট বাঁধে। তারা একসময় মক্কায় কুরায়শদের নিকট উপস্থিত হয়। তারা কুরায়শীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানায়। তারা আশ্বাস দিয়ে বলে যে, মুহাম্মাদ (সা)-কে সমূলে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমরা তোমাদের সাথে থাকবই। কুরায়শী লোকেরা তাদেরকে বলল, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায় ! আমরা এবং মুহাম্মাদ (সা) যে বিষয়ে মতভেদ করছি তা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেকার কিতাবের তোমরা অনুসারী এবং তোমরা তখনও জ্ঞানবান ছিলে, আচ্ছা তোমরাই বল, আমাদের ধর্ম ভাল, না কি মুহাম্মাদের (সা) ধর্ম ? ইয়াহূদী জোটের লোকেরা বলল, তোমাদের ধর্মই বরং তার ধর্মের চাইতে উত্তম। তোমরাই সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, এ সকল ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلاَءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلاً - اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا *

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল ? তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যে বিশ্বাস করে। তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, এদেরই পথ মু'মিনদের চেয়ে প্রকৃষ্টতর। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। এবং আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন আপনি তার জন্যে কখনো কোন সাহায্যকারী পাবেন না। (৪- নিসা ৫১-৫২)।

তাদের উত্তর শুনে কুরায়শরা মহা খুশী। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তাবে সানন্দে রাযী হয়ে গেল। তারা সকলে একমত হল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল। এরপর ইয়াহূদী দল গাতফান গোত্রের নিকট যায়। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে প্ররোচিত করে। নিজেরা এই যুদ্ধে অংশ নেবে বলে প্রতিশ্রুতি তারা গাতফানীদেরকে দেয়। কুরায়শরা যে যুদ্ধে শরীক হবে সে সংবাদও তারা জানাল। গাতফানীরা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করল।

যথা সময়ে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরায়শরা উয়ায়না ইব্ন হিসান ইব্ন হুযায়ফা ইব্ন বদর -এর নেতৃত্বে গাতফানীরা ও ফাযারীরা, হারিছ ইব্ন আওফ ইব্ন আবূ হারিছা মুররী-এর নেতৃত্বে বনূ মুররা গোত্রের লোকজন এবং মিস'আর ইব্ন রুখায়লা ইব্ন নুওয়ায়রা-এর নেতৃত্বে আশজাঈ গোত্রের লোকেরা যুদ্ধের জন্যে বের হয়। ওদের আগমন ও পরিকল্পিত যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার সীমানায় পরিখা (খন্দক) খননের নির্দেশ দিলেন। ইব্ন হিশাম বলেন, পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন হযরত সালমান ফারেসী (রা)।

তাবারী ও সুহায়লী বলেন, যুদ্ধে সর্ব প্রথম পরিখা খনন করেছিল, মনুচেহ্র ইব্ন ঈরাজ ইব্ন আফরীদূন। সে ছিল মূসা (আ)-এর যুগের লোক। ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলমানদেরকে এ ছাওয়াবের কাজে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও পরিখা খননে অংশ নেন। মুসলিম সৈন্যগণ তাঁর সাথে পরিখা খনন করেন। মুনাফিকদের একটি দল শারিরীক দুর্বলতার অজুহাতে এ কাজ থেকে বিরত থাকে। তাদের কতক আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি ও অবগতি ব্যতিরেকে চুপিসারে পালিয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করে বলেন ঃ

তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসূলের সাথে সামষ্টিক ব্যাপারে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সরে পড়েনা। যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব, তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্যে আপনার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা আপনি অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না, তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তারা সতর্ক থাকুক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। জেনে রেখো, আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। তোমরা যাতে ব্যাপৃত তিনি তা জানেন, যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তারা যা করত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (২৪- নূর ঃ ৬২-৬৪)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলিম সৈন্যগণ পরিখা খনন করতে লেগে গেলেন এবং উত্তমভাবে তা সম্পন্ন করলেন। জনৈক মুসলমানকে উপলক্ষ করে তাঁরা কবিতা ও আবৃত্তি করেছিলেন। লোকটির নাম ছিল জুআঈল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নামকরণ করেন আমর। তখন মুসলমানগণ নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

سَمَّاهُ مِنْ بَعْدِ جُعَيْلٍ عَمْرًا - وَكَانَ لِلْبَائِسِ يَوْمً ظَهْرًا

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নাম রাখলেন আমর। প্রথমে তার নাম ছিল জুআঈল। এক সময় সে ফকীর মিসকীন ও অভাবীদের সাহায্যকারী ছিল।

কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে তাঁরা যখন আমরান উচ্চারণ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাদের সাথে আমরান উচ্চারণ করতেন। তাঁরা যখন যাহ্রান" উচ্চারণ করতেন তখন তিনিও "যাহ্রান" উচ্চারণ করতেন।

বুখারী (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ - - - - আনাস (রা) সূত্রে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা এলাকায় গমন করলেন। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন যে, শীতকালের ভোর বেলায় আনসার ও মুহাজিরগণ পরিখা খনন করছেন। তাঁদের পক্ষ হয়ে কাজ করে দেয়ার মত কোন দাস তাঁদের ছিল না। তাঁদের দুঃখ কষ্ট ও ক্ষুধা দেখে তিনি দু'আ করে বললেন,

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ – فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

হে আল্লাহ্ ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আর জবাবে তাঁরা বললেন ঃ

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ..... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

আমরা মুহাম্মাদ (সা)-এর হাতে বায়'আত করেছি এবং অঙ্গীকার করেছি যে, যতদিন বেঁচে থাকব জিহাদ করেই যাব।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে শু'বা - - - - আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম মুসলিম (র) হাম্মাদ - - - - আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, আবূ মা'মার - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মদীনার সীমানায় আনসার ও মুহাজিরগণ পরিখা খনন করছিলেন, নিজেদের পিঠে করে তারা মাটি বহন করছিলেন, এবং এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ঃ

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ..... عَلَى الْاِسْلَامِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

আমরা মুহাম্মাদ (সা)-এর হাতে বায়'আত করেছি এ বিষয়ে যে, যতদিন বেঁচে থাকি ইসলামের পথে অবিচল ও অটল থাকব।

তাদের কবিতার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ – فَبَارِكْ فِيْ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

বর্ণনাকারী বলেন, পরিখা খননের এই কষ্টময় সময়ে তাঁদের খাদ্য হিসেবে আজলা ভরে যব আনা হতো আর দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি মিশিয়ে তা দিয়ে তাঁদের জন্যে খাদ্য তৈরী করা হত। সেই স্বল্প পরিমাণ খাদ্য তাঁদের সম্মুখে রাখা হত। অথচ তাঁরা সকলে তখন অভুক্ত তদুপরি ওই খাদ্য গলায় আটকে যেত এবং তা দুর্গন্ধময়ও ছিল।

বুখারী বলেন, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ -- - - সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। মুসলিম মুজাহিদগণ পরিখা খনন করছিল। আমরা কাঁধে বয়ে মাটি সরাচ্ছিলাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ اِلَّا عَيْشَ الْاٰخِرَةِ – فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ

ইমাম মুসলিম (রা) কা'নবী সূত্রে আবদুল আযীয থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

বুখারী বলেছেন, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে খন্দক যুদ্ধে মাটি সরিয়েছেন। তাতে তাঁর পবিত্র পেটও ধূলায়িত হয়ে পড়ে। তিনি তখন নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ঃ

وَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَاهْتَدَيْنَا – وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র দয়া না থাকলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। আমরা সাদকাও করতাম না। নামাযও পড়তাম না।

فَاَنْزِلَنَّ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا – وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا

হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করুন এবং আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হব, তখন আমাদেরকে সুদৃঢ় ও অবিচল রাখুন ঃ

اِنَّ الْاُولٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا – اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

হে আল্লাহ্ ! শত্রুরা আমাদের প্রতি সীমালংঘন করেছে। ওরা যখনই কোন ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে তখনই আমরা তা প্রতিরোধ করি। প্রত্যাখ্যান করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) اَبَيْنَا শব্দ উচ্চারণ করার সময় উচ্চস্বরে اَبَيْنَا ـ اَبَيْنَا বলছিলেন। মুসলিম (র) ও শু'বা সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

এরপর ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, আহমদ ইব্ন উছমান প্রমুখ এবং বারা (রা) থেকে, বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খনন করেছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি পরিখার মাটিগুলো অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে এমন হল যে, মাটির আবরণে তাঁর পবিত্র পেটের চামড়া ঢেকে গেল। তাঁর শরীরে প্রচুর লোম ছিল। আমি শুনেছি, তিনি মাটি বহন করেছিলেন আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা বিরচিত এই কবিতা পাঠ করছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ـ وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ـ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَ قَيْنَا

اِنَّ الْاُولٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ـ وَاِنْ اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

বায়হাকী (র) তাঁর দালাইল গ্রন্থে বলেছেন, আলী ইব্ন আহমদ - - - - সালমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খননে অংশ গ্রহণ করেন এবং তখন তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেছেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِهٖ هُدِيْنَا ـ وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِيْنَا

আরম্ভ করছি আল্লাহ্র নামে। তাঁর দয়ায় আমরা হিদায়াত পেয়েছি। আমরা যদি তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতাম তবে নিঃসন্দেহে আমরা হতভাগ্য হয়ে যেতাম।

يَا حَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّ دِيْنًا

আহ! কতই না ভাল প্রভু! আহ! কতই না ভাল দীন। এই সনদের এটি একক বর্ণনা। ইমাম আহমদ বলেন, সুলায়মান - - - - হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। মুজাহিদগণ পরিখা খনন করছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ - فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

হে আল্লাহ্! পরকালের কল্যাণ ব্যতীত প্রকৃত কোন কল্যাণ নেই। আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে পরিশুদ্ধ করে দিন। বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে এ হাদীছটি গুনদার সূত্রে শু'বা থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, পরিখা খননকালে এমন কতক ঘটনা ঘটেছে বলে আমার নিকট হাদীছ পৌঁছেছে যে ঘটনাগুলোর মধ্যে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সে ঘটনা গুলোতে প্রমাণ রয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যায়নের এবং তাঁর নুবুওয়াতের যথার্থতার। উপস্থিত মুসলমানগণ ওহী সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন। তার একটি এই– হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একটি পরিখা খনন করার সময় তাঁরা একটি কঠিন শিলা খন্ডের মুখোমুখি হন। কোন কুঠার ও শাবল দ্বারা তা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। তাঁরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানালেন। তিনি এক পাত্র পানি আনতে বললেন। তিনি ওই পানিতে তাঁর পবিত্র মুখের থু থু মিশিয়ে তারপর দু'আ করলেন। তারপর ওই পাথরে পানিটুকু ছিটিয়ে দিলেন। সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা বলল যে, যে মহান সত্তা তাঁকে সত্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, ওইপাথর একেবারেই নরম হয়ে গেল। এমনকি তা বালুর ঢিবিতে পরিণত হল। তারপর আর কোন কুঠার কিংবা বেলচার আঘাত ব্যর্থ হয়নি। ইব্ন ইসহাক এভাবে হযরত জাবির (রা) থেকে সনদ ছাড়া এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

বুখারী (র) বলেছেন, খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্য়া আয়মান সূত্রে বলেছেন যে, তিনি বলেন, আমি হযরত জাবির (রা)-এর নিকট এসেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন যে, খন্দক যুদ্ধের দিনে আমরা পরিখা খনন করছিলাম। আমাদের সামনে পড়ল একটি কঠিন শিলাখণ্ড। লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে ঘটনা জানাল। তিনি বললেন, আমি নিজে ওই পরিখাতে নামব। তিনি উঠলেন। তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। তিনদিন আমরা কোন খাবার খেতে পাইনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাবল হাতে নিলেন। তারপর ওই শিলাখণ্ডে আঘাত করলেন। সেটি বালির ঢিবি বালির স্তুপের ন্যায় হয়ে গেলে। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করলাম যে, আমাকে একটু বাড়ী যাবার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। বাড়ী গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এতই ক্ষুধার্ত ও করুণ অবস্থায় দেখে এসেছি যে, আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলাম না। তোমার নিকট কি কোন খাদ্য দ্রব্য আছে ? সে বলল, আমার নিকট সামান্য যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। আমি ওটি যবাই করলাম। সে যবগুলো পিষে নিল। আমরা পাতিলে গোশত ঢেলে রান্না চড়িয়ে দিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এলাম। তখন আটাগুলো পৃথক করার খামীরের পর্যায়ে ছিল এবং

চুলার উপর পাতিলের গোশত রান্না হয়ে আসছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বাড়ীতে সামান্য খাবার আছে। আপনি চলুন। সাথে এক দু'জন লোক নেয়া যায়। তিনি বললেন, খাদ্যের পরিমাণ কতটুকু? আমি পরিমাণ বললাম, তিনি বললেন, ভাল, ভাল, তাতো অনেক বেশী। তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, আমি না আসা পর্যন্ত যেন চুলা থেকে পাতিল না নামায় আর তন্দুর থেকে রুটি বের না করে। এদিকে তিনি সবাইকে বললেন, চল, সকলে আস। তাতে মুহাজির এবং আনসার উপস্থিত সবাই যাত্রা করলেন। হযরত জাবির (রা) তাঁর স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললেন, হায় কপাল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসার, মুহাজির এবং তাদের সাথে যারা আছে সবাইকে নিয়ে যাত্রা করেছেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন? আমি বললাম, হাঁ জিজ্ঞেস করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সকলে সুশৃংখলভাবে ভেতরে প্রবেশ কর। কোন প্রকারের হুড়োহুড়ি না হয়। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে রুটি ভেঙ্গে তাতে গোশত দিয়ে এক একজন করে দিতে লাগলেন। একেক বার নেয়ার পর তিনি পাতিল ও চুলো ঢেকে রাখছিলেন। এভাবে দিচ্ছিলেন আর ঢেকে রাখছিলেন। রুটি ভেঙ্গে দিতে দিতে এবং গোশতের পাতিল থেকে গোশত তুলে দিতে দিতে একে একে সকলের তৃপ্তি সহকারে খাওয়া হয়ে গেল। তবু কিছু খাবার অবশিষ্ট রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাবির (রা)-এর স্ত্রীকে বললেন, এটা তুমি খাও এবং অন্যকে উপহার হিসেবে দাও। কারণ, আশে পাশের লোকজন অভুক্ত আছে। এই বর্ণনা ইমাম বুখারী (র) একাই উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) উকী' - - - - জাবির (রা) সূত্রে কঠিন শিলাখণ্ড এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র পেটে পাথর বাঁধার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী (র) দালাইল গ্রন্থে হাকিম - - - - জাবির (রা) সূত্রে কঠিন শিলাখণ্ড এবং খাদ্য তৈরীরও পরিবেশনের ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর বর্ণনাটি ইমাম বুখারী (র)-এর বর্ণনা অপেক্ষা দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ। ওই বর্ণনায় আছে যে, খাবারের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সকল মুসলমানকে বললেন, সবাই জাবির (রা)-এর বাড়ী চল। সবাই যাত্রা করলেন। জাবির (রা) বলেন, আমি তাতে এত বেশী লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। আমি মনে মনে বললাম, হায়! আমার এক সা (৩.৫ সের প্রায়) যব ও একটি ছোট্ট বকরীর বাচ্চার তৈরী খাবারের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিরাট জামাত নিয়ে আসছেন। আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, এবার তোমার লজ্জা পাওয়ার পালা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খন্দক যুদ্ধে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে তোমার বাড়ীতে আসছেন। স্ত্রী বলল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি আপনাকে খাদ্যের পরিমাণ জিজ্ঞেস করেছেন? আমি বললাম, হাঁ, জিজ্ঞেস করেছেন। সে বলল, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমরা তো আমাদের নিকট যা আছে তা জানিয়ে দিয়েছি। তার কথায় আমার প্রচন্ড দুশ্চিন্তার অবসান হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ী এলেন। আমার স্ত্রীকে বললেন, তুমি রুটি গোশতের ব্যাপারটি আমার হাতে ছেড়ে দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে আর পাতিল থেকে গোশত তুলে তুলে দিচ্ছিলেন। রুটি নেয়ার পর চুলা এবং গোশত নেয়ার পর পাতিল ঢেকে রাখছিলেন। তিনি এভাবে সবাইকে খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। এক পর্যায়ে সবারই তৃপ্তির সাথে খাওয়া শেষ হল। চুলা ও পাতিলে শুরুতে যা খাবার ছিল এখন তার চাইতে আরো বেশী অবশিষ্ট থাকল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাবির (রা)-এর স্ত্রীকে বললেন, এবার তুমি

নিজে খাও এবং প্রতিবেশীদেরকে হাদিয়া স্বরূপ দাও। সে দিন পূর্ণ দিবস সে নিজে খেয়েছে এবং প্রতিবেশীদেরকে দান করেছে।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা - - - - হযরত জাবির সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সেটি আরো দীর্ঘ ওই হাদীছের শেষ দিকে আছে যে, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত মুজাহিদদের সংখ্যা ৮০০; অথচ তিনি বলেছেন ৩০০। ইউনুস ইব্ন বুকায়র - - - - জাবির (রা) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি খাবার সম্পর্কিত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। তিনি উদ্ধৃত করেছেন যে, উপস্থিত লোকজনের সংখ্যা ছিল ৩০০।

এরপর ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, আমর ইব্ন আলী - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বলেছেন, পরিখা যখন খনন করা হচ্ছিল তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষুধার আলামত দেখতে পাই। আমি আমার স্ত্রীর নিকট ফিরে আসি। আমি তাকে বলি "তোমার নিকট কি কোন খাবার আছে? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় রেখে এসেছি। সে আমাকে একটি থলে বের করে দিল। তার মধ্যে ছিল এক সা' (৩.৫ সের প্রায়) যব। আর আমাদের একটি ছোট্ট বকরী ছিল। আমি বকরীটি যবাই করে দিলাম। সে যবগুলো পিষে আটা বানিয়ে নিল। সে তার কাজ শেষ করল, আমি আমার কাজ শেষ করলাম। বকরীর গোশত কেটে আমি পাতিলে রাখলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। স্ত্রী বলল, দেখুন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাথে যারা আছেন সবাইকে এনে আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এলাম। তাঁর কানে কানে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের এক সা পরিমাণ যব ছিল। সেগুলো আমরা পিষেছি। ছোট্ট একটা বকরী ছিল। সেটি যবাই করেছি। আপনি অল্প কয়েকজন লোক নিয়ে মেহেরবানী করে আসুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চস্বরে সবাইকে ডেকে বললেন, হে খন্দকে উপস্থিত লোকজন! জাবির (রা) তোমাদের জন্যে খাবার তৈরী করেছে। সুতরাং তোমরা সকলে চল। তিনি আমাকে বললেন যে, আমি না আসা পর্যন্ত তোমরা চুলার উপর থেকে পাতিল নামাবে না এবং খামার দিয়ে রুটি বানাবে না।

আমি আমার বাড়ীতে এলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজন নিয়ে এসে পৌঁছলেন। আমি আমার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হলাম। সে আমাকে দোষারূপ করে বলল, আপনি কী করলেন? আমি বললাম, তুমি যেভাবে বলতে বলেছিলে আমি সেভাবেই বলেছি। সে আটাগুলো বের করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার মধ্যে পবিত্র মুখের লালা মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর গোশতের পাতিলে লালা মিশিয়ে বরকতের দু'আ করলেন। তারপর বললেন, রুটি বানাতে পারদর্শী একজন লোক ডেকে আন। সে তোমার সাথে রুটি বানাবে। আর তুমি পাতিল থেকে পেয়ালা ভর্তি করে গোশ্ত পরিবেশন করবে। পাতিল কিন্তু চুলা থেকে নামাবে না। তাঁরা ছিলেন ১০০০ জন, জাবির (রা) বলেন, আমি কসম করে বলছি তাঁরা সকলেই খেয়েছিলেন। সবাই চলে যাওয়ার পরও ওই পাতিলে পূর্বের মতই গোশত টগবগ করছিল। আর আমাদের আটাও তেমনি থাকল, যেমনটি পূর্বে ছিল।

ইমাম মুসলিম (রা) এই হাদীছ হাজ্জাজ ইব্ন শাইর সূত্রে আবূ আসিম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এই হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে কোন কোন বিষয়ে তিনি

একক বর্ণনাকারী হয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সাঈদ ইব্ন মীনা হাদীছ বর্ণনা করেছেন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে অংশ নিয়ে পরিখা খনন করছিলাম। আমার একটি ছোট্ট ক্ষীণকায় বকরী ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি এটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে একটু খাবার তৈরী করতে পারতাম তবে ভালই হত। আমি আমার স্ত্রীকে নির্দেশ দিলাম। সে আমাদের জন্যে কিছু যব পিষে নিল। তা দিয়ে আমাদের জন্যে রুটি তৈরী করল। আমি বকরীটি যবাই করলাম। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ভাজা করে নিল। সন্ধ্যা হয়ে এল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ী ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। জাবির (রা) বলেন, তখন আমরা দিনভর পরিখা খনন করতাম। আর সন্ধ্যা হলে বাড়ী ফিরে যেতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমাদের ছোট্ট একটি বকরী ছিল, আমরা সেটি দিয়ে আপনার জন্যে একটু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। সাথে যবের অল্প কয়টা রুটিরও ব্যবস্থা রয়েছে। আমি আশা করছি যে, আপনি আমার সাথে আমাদের বাড়ী যাবেন। জাবির (রা) বলেন, আমি মনে করেছিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) একাই আমার সঙ্গে আসবেন। কিন্তু আমি যখন তাঁকে একথা বললাম, তখন তিনি বললেন, হাঁ, যাব এবং তিনি জনৈক ঘোষককে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে চীৎকার করে ঘোষণা দিচ্ছিল যে, আপনারা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর বাড়ী চলুন। জাবির (রা) বলেন, আমি তখন "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এলেন। তাঁর সাথে সকলেই এলেন। তিনি বসলেন। আমরা খাবারগুলো তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলাম। তিনি বরকতের দুআ করলেন। বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করলেন। তারপর নিজে খেলেন এবং লোকজনকে খাবার দিতে লাগলেন। একদলের খাওয়া শেষ হলে তারা চলে যাচ্ছিল। অপর দল আসছিল। অবশেষে খন্দক যুদ্ধে যারাই উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই খাওয়া দাওয়া করে বিদায় নিলেন।

এটি অবাক ব্যাপার যে, ইমাম আহমদ (র) এটি সাঈদ ইব্ন মীনা - - - - জাবির (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, সাঈদ ইব্ন মীনা বলেছেন যে, তিনি হাদীছ শুনেছেন যে, বাশীর ইব্ন সাদের কন্যা যিনি নু'মান ইব্ন বাশীরের বোন ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার মা আমরাহ্ বিন্ত রাওয়াহা। আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে দুমুঠো খেজুর দিয়ে বললেন, প্রিয় কন্যা ! তুমি এগুলো নিয়ে তোমার বাবা ও মামা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার নিকট যাও। এগুলো দিয়ে তাঁরা খাবারের কাজ সেরে নিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ওগুলো নিই এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার দেখা হয়। আমি আমার বাবা ও মামাকে খুঁজছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এই যে, ছোট্ট মেয়ে, এদিকে আস, তোমার সাথে কী ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এটি খেজুর, আমার মা এগুলো পাঠিয়েছেন আমার পিতা বাশীর ইব্ন সা'দ এবং আমার মামা আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার জন্যে। তাঁরা এগুলো দিয়ে নাশতা সেরে নিবেন। তিনি বললেন, এগুলো আমাকে দাও। আমি তাঁর পবিত্র হাতের দু তালুতে তা ঢেলে দিলাম। তাতে তাঁর আজলা ভরেনি। তিনি একটি কাপড় আনতে নির্দেশ দিলেন। কাপড়টি বিছানো হল। তারপর তিনি কাপড়ের উপর খেজুরগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। সেগুলো কাপড়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। তারপর জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, খন্দকের যুদ্ধে উপস্থিত সকলকে ডেকে বল যেন সবাই নাশতা খেতে আসে। সবাই তাঁর নিকট সমবেত হলেন। সকলে

ওই কাপড়ের উপর থেকে খেতে শুরু করেন। আর ওই খেজুর গুড়ার পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যায়। আর তখনও কাপড় থেকে খেজুরের টুকরো ঝরে ঝরে পড়ছিল। ইব্ন ইসহাক এরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে এটির সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। হাফিয বায়হাকী আপন সনদে এরূপ বর্ণনা করেছেন। অতিরিক্ত কিছু বলেননি।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সালমান ফারসী (রা)-এর বরাতে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, পরিখা এলাকার এক পাশে আমি একটি পরিখা খনন করছিলাম। আমার সামনে পড়ল একটি সুকঠিন পাথর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাছেই ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, আমি শাবল মারছি আর ওই পাথরটি আমার জন্যে অত্যন্ত শক্ত ঠেকছে, তখন তিনি নেমে এলেন এবং আমার হাত থেকে শাবল নিয়ে ওই পাথরে প্রচণ্ড এক আঘাত হানলেন। তাতে শাবলের নীচে থেকে বিজলীয় ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হয়। তিনি পুনরায় শাবল মারলেন। পুনরায় আলো চমকাল। তিনি তৃতীয়বার আঘাত করলেন। তৃতীয়বার আলো চমকাল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার বাপ-মা আপনার জন্যে কুরবান হোন, আপনি শাবল মারছিলেন আর আপনার শাবলের নীচে আলো চমকাচ্ছিল, ওই আলো কিসের ? তিনি বললেন, হে সালমান! তুমি কি ওই আলো দেখতে পেয়েছ ? আমি বললাম, জী হাঁ, দেখেছি। তিনি বললেন, প্রথমবারে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়ামান রাজ্যের দরজা আমার জন্যে খুলে দিয়েছেন। ২য় বারে সিরিয়া রাজ্যের ও পশ্চিমা রাজ্যের দরজা আমার জন্যে খুলে দিয়েছেন। তৃতীয় বারে আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্যে পূর্বদেশীয় রাজ্যসমূহের দরজা খুলে দিয়েছেন।

বায়হাকী (র) বলেছেন যে, ইব্ন ইসহাক যা বলেছেন মূসা ইব্ন উকবা তার মাগাযী গ্রন্থে তা-ই উল্লেখ করেছেন। আবূ আসওয়াদ এটি বর্ণনা করেছেন উরওয়া থেকে। এরপর বায়হাকীও (র) মুহাম্মাদ ইব্ন ইউনুস কুদায়মী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে এই হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। ইব্ন জারীর এই হাদীছ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও গুনদার –।

আমর ইব্ন আওফ মুযানী সূত্রে। ওই হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি দশজনের জন্যে ৪০ হাত করে পরিখা খননের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মুহাজিরগণ ও আনসারগণ হযরত সালমান (রা)-কে তাঁদের নিজ নিজ দলভুক্ত বলে দাবী করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফায়সালা দিয়ে বলেন, সালমান আমাদের আহলে বায়তভুক্ত। আমর ইব্ন আওফ (রা) বলেন, আমি সালমান, হুযায়ফা, নু'মান ইব্ন মুকাররিন এবং ছয়জন আনসারী মিলে ৪০ হাত খননের দায়িত্ব পাই। আমরা পরিখা খনন করছিলাম। প্রথম স্তরের পর আমরা যখন দ্বিতীয় স্তরে খনন করতে শুরু করি তখন একটি সাদা চকচকে পাথর আমাদের সামনে পড়ে। সেটিতে আঘাত করাতে আমাদের শাবল ভেঙ্গে যায়। ওটি ভেদ করে যাওয়া আমাদের জন্যে দুষ্কর হয়ে পড়ে। হযরত সালমান (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যান। তিনি তখন একটি তুর্কী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাঁকে ঘটনা জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এসে সালমান (রা)-এর হাত থেকে শাবলটি নিয়ে ঐ পাথর খণ্ডে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলেন। পাথরটি ভেঙ্গে গেল এবং

আঘাতের সাথে পাথর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মদীনার দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল আলোকিত করে ফেলল। ওই আলো যেন অন্ধকার রাতের প্রদীপ্ত প্রদীপ। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিজয়ের তাকবীর ধ্বনি দিলেন। মুসলমানগণও তাকবীর দিয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বিতীয় বার আঘাত হানলেন। তারপর তৃতীয়বার। প্রত্যেকবারই অনুরূপ ঘটলো। সালমান ও মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওই আলোর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, প্রথম আলোতে আমার নিকট স্পষ্ট দেখা দিয়েছিল হীরা রাজ্যের প্রাসাদ গুলো এবং পারস্যের শহরগুলো। ওগুলো কুকুরের দাঁতের মত দেখাচ্ছিল। জিবরাঈল (আ) আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মত ওই অঞ্চল জয় করবে। দ্বিতীয়বার আমার নিকট রোম সাম্রাজ্যের লাল লাল প্রাসাদগুলো উদ্ভাসিত হয়েছিল। সেগুলো মনে হচ্ছিল কুকুরের দাঁতের ন্যায়। জিবরাঈল (আ) আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মত ওই এলাকাও জয় করবে। তৃতীয়বারের আলোতে আমি দেখেছিলাম, সান'আ রাজ্যের প্রাসাদগুলো। সেগুলোও কুকুরের দাঁতের মত মনে হচ্ছিল। জিবরাঈল (আ) আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মত ওই অঞ্চলও জয় করবে। সুতরাং সুসংবাদ গ্রহণ কর, খুশী হও। এতে মুসলমানগণ পরম খুশী হন এবং তাঁরা বলে উঠেন, "আলহাম্দু লিল্লাহ্" এটি সত্য প্রতিশ্রুতি।

বর্ণনাকারী বলেন, সম্মিলিত শক্তিপক্ষ যখন কাছাকাছি এসে পৌছল তখন ঈমানদারগণ বলল ঃ

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا -

এটিতো তা-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তখন মুনাফিকগণ বলেছিল "তাঁর কাণ্ড দেখ, ইয়াছরিবে অবস্থান করে তিনি বলছেন যে, তিনি হীরা রাজ্যের রাজ-প্রাসাদ ও পারস্য সাম্রাজ্যের শহরগুলো দেখছেন আর ওইগুলো তোমরা জয় করবে। অথচ তোমরা এখন আত্মরক্ষার জন্যে খন্দক খুঁড়ছ। বাইরে বের হয়ে মুকাবিলার সাহস পাচ্ছ না।" ওদের এই বিরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا -

মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল" আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। (৩৩- আহযাব ঃ ১২)

এটি একটি গরীব পর্যায়ের বর্ণনা।

হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী বলেন, হারূন ইব্ন মালূল - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন। মদীনার সীমানায় পরিখা খনন করা হচ্ছিল, সংশ্লিষ্ট খননকারিগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা একটি

পাথর পেয়েছি যে, আমরা তা ভাঙ্গতে পারছি না ওই জায়গায় খনন করতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম, সেখানে এসে তিনি শাবল হাতে নিলেন। তিনি শাবল দ্বারা পাথরে সজোরে আঘাত করলেন এবং তাকবীর বলে উঠলেন। আমি তখন এমন একটি ভাঙ্গার শব্দ শুনলাম যা অতীতে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হল। তিনি দ্বিতীয় বার আঘাত করলেন এবং তাকবীর বললেন। আমি এমন এক ভাঙ্গার শব্দ শুনলাম যা অতীতে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, রোমক সাম্রাজ্য বিজিত হল। তিনি তৃতীয়বার আঘাত হানলেন এবং তাকবীর বললেন। আমি এমন একটি ভাঙ্গার শব্দ শুনলাম যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হিম্‌য়ার গোত্রকে আমাদের সাহায্যকারী হিসেবে মঞ্জুর করেছেন। অবশ্য এই সনদের বিবেচনায় এটিও একটি গরীব বা একক বর্ণনা। এ সনদের একজন রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আনউম আফ্রিকীর মধ্যে দুর্বলতা আছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাবারানী আরো বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সশরীরে পরিখা খননে অংশ নিয়েছিলেন। সাহাবীগণ তখন ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা কি আমাকে এমন একজন লোকের কথা বলে দিতে পার যে আমাদের জন্যে সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে? এক ব্যক্তি বলল, জ্বী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! পারব। তিনি বললেন, তবে তুমি আগে আগে যাও আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। যেতে যেতে তাঁরা এক লোকের বাড়ী উঠলেন। লোকটি তখনও তার জন্যে নির্ধারিত অংশের পরিখা খননে নিয়োজিত ছিল। তার স্ত্রী সংবাদ পাঠালেন যে, বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ এনেছেন, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। তিনি দ্রুত বেগে হেঁটে বাড়ী পৌঁছলেন। তিনি বললেন, তার একটি ছাগী আছে, ওই ছাগীর সাথে একটি বাচ্চা আছে। তিনি ছাগীটি যবাই করতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন। ছাগী নয় বরং তার বাচ্চাটিই যবাই কর। বাচ্চাটি যবাই করা হল। মহিলাটি তার আটা খুঁজে বের করে খামীর বানিয়ে রুটি তৈরী করলেন এদিকে গোশতও রান্না হয়ে এসেছিল। তিনি পেয়ালা ভরে গোশত ও রুটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে হাযির করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাটিতে আঙ্গুল রেখে বললেন, بِسْمِ اللّٰه اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهَا আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আপনি এর মধ্যে বরকত দান করুন! তিনি বললেন, এবার সকলে খেতে শুরু কর, সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন, এবং নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন। দেখা গেল যে, সবাই মিলে খাবারের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ খেতে পেরেছেন। দুই-তৃতীয়াংশ খাবার অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ওই বাড়ীওয়ালার সাথে যে দশজন খনন কাজ করছিল তিনি তাদেরকে দ্রুত পাঠিয়ে বললেন এবার তোমরা যাও এবং আরো দশজন এখানে পাঠিয়ে দাও। তারা গেলেন এবং নতুন দশজনকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরাও এসে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) উঠলেন এবং বাড়ীওয়ালার ও তার পরিবার-পরিজনের জন্যে দু'আ করলেন। তারপর তিনি পরিখার নিকট ফিরে গেলেন।

এবার তিনি বললেন চল, আমরা সালমানের (রা) নিকট যাই। সালমানের (রা) সম্মুখে একটি

বিরাট পাথর পড়েছিল যা তিনি ভাঙ্গতে পারছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমাকে সুযোগ দাও, আমি প্রথম আঘাত করি। তিনি "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে সেটিতে আঘাত করলেন। সেটির এক-তৃতীয়াংশ ফেটে গেল। তিনি বললেন "আল্লাহু আকবার", কাবা গৃহের মালিকের কসম, এ যে সিরিয়া সাম্রাজ্যের প্রাসাদগুলো। তিনি আবার আঘাত করলেন। এবার আরো একটু অংশ খসে গেল, তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, কা'বা গৃহের মালিকের কসম! এ যে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রাসাদগুলো। তখন মুনাফিকগণ ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল, আমরা জান বাঁচানোর জন্যে পরিখা খনন করছি আর উনি আমাদেরকে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

হাফিয বায়হাকী বলেছেন, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদান - - - - বারা ইব্ন আযিব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন। তখন একটি পরিখার মধ্যে আমাদের সম্মুখে একটি বড় ও কঠিন পাথর এসে পড়ল, শাবল তার মধ্যে কোন কাজ করতে পারছিল না। সংশ্লিষ্ট লোকজন সংবাদটি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানান। তিনি পাথরটির দিকে তাকালেন এবং কোদাল হাতে নিয়ে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তাতে আঘাত করলেন। সে আঘাতে এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আক্‌বার সিরিয়ার চাবিগুচ্ছ আমাকে দেয়া হল। আল্লাহ্‌র কসম, আমি অবশ্যই সেখানকার লাল লাল প্রাসাদগুলো আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। তিনি পাথরে দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন। এবার অপর তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার পারস্য সাম্রাজ্যের চাবিগুলো আমাকে দেওয়া হল। আল্লাহ্‌র কসম, আমি মাদায়েনের সাদা সাদা প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি। তিনি তৃতীয় আঘাত হানলেন পাথরের উপর এবং বিস্‌মিল্লাহ্ বললেন। তাতে পাথরের অবশিষ্ট অংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার ইয়ামান রাজ্যের চাবিগুলো আমাকে দেওয়া হল। আল্লাহ্‌র কসম, আমি এখন এই স্থান থেকে সানআ নগরীর ফটকগুলো দেখতে পাচ্ছি। এই হাদীছ ও গারীব তথা একক বর্ণনাকারীর বর্ণনা। মায়মূন ইব্ন উসতা এটি একা বর্ণনা করেছেন। তিনি বসরা নগরীর লোক। বারা এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেছেন, ঈসা ইব্ন ইউনুস জনৈক সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন তখন পরিখা খননকারীদের সম্মুখে একটি পাথর এসে পড়ল। তাতে খনন কার্য বন্ধ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে শাবল হাতে নিলেন। তাঁর চাদরটি পরিখার এক পার্শ্বে রাখলেন। তারপর বললেন ঃ (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَّمُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ – সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)। তিনি স্বহস্তে পাথরে আঘাত করলেন। পাথরের এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। হযরত সালমান ফারসী (রা) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঘাতের সাথে বিদ্যুচ্ছটার মত চমকাচ্ছিল। তিনি দ্বিতীয় বার আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এবার পাথরটির আরেক

তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। আঘাতের সাথে আলো জ্বলে উঠেছিল। হযরত সালমান (রা) তা দেখছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃতীয়বার আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لاَّمُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এবার অবশিষ্ট তৃতীয়াংশও ভেঙ্গে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা থেকে উঠে এলেন। তিনি তাঁর চাদর তুলে নিলেন এবং বসলেন। হযরত সালমান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি দেখেছি, আপনি যতবারই আঘাত করেছেন ততবারই বিদ্যুতের মত আলো জ্বলে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সালমান! তুমি কি তা দেখেছ ? তিনি বললেন জ্বী হাঁ, যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আমি তা দেখেছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি যখন প্রথমবার আঘাত করি তখন পারস্যের কিসরার মাদায়েন ও আশেপাশে বহু শহর আমার নিকট তুলে ধরা হয়েছিল। আমি স্বচক্ষে সেগুলো দেখেছি। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! দু'আ করুন, আল্লাহ্ যেন ওইগুলোর উপর আমাদেরকে বিজয়ী করে দেন। আমরা যেন ধন-সম্পদ গনীমতের মাল রূপে পেতে পারি এবং নিজ হাতে ওদের শহর নগর পদদলিত করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে দু'আ করলেন। তিনি বললেন, আমি যখন দ্বিতীয়বার আঘাত করি তখন রোমক সম্রাট কায়সারের রাজধানী এবং তার আশেপাশে অবস্থিত শহরগুলো আমার নিকট তুলে ধরা হয়। আমি স্বচক্ষে ওইগুলো দেখেছি। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। তিনি যেন ওইগুলো আমাদের করায়ত্ত করে দেন। আমরা যেন ওদের ধন-সম্পদ ও ছেলে মেয়েদেরকে গনীমতের মালরূপে পেতে পারি এবং ওদের নগর শহরগুলি পদানত করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন। তিনি বললেন, আমি যখন তৃতীয় আঘাত করলাম, তখন আবিসিনিয়া ও তার আশে পাশের জনপদগুলো আমার নিকট তুলে ধরা হয়। আমি স্বচক্ষে সেগুলো দেখতে পাই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যত দিন আবিসিনিয়ার লোকেরা তোমাদেরকে উত্যক্ত না করে তোমরাও ততদিন তাদেরকে উত্যক্ত করবে না। আর তুর্কীরা যতদিন তোমাদেরকে আক্রমণ না করে তোমরাও ততদিন তাদেরকে আক্রমণ করবে না। নাসাঈ (র) এভাবে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। —আবূ দাঊদ

নাসাঈকে উদ্ধৃত করে শেষের অংশটুকু বর্ণনা করেছেন।

এরপর ইব্ন ইসহাক বলেছেন, বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি আমার নিকট আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা), উছমান (রা) ও তাঁদের পরে যখনই এসব শহর বিজিত হত তখন আবূ হুরায়রা বলতেন, তোমরা যত সুযোগ পাও জয় করে নাও, আবূ হুরায়রা-এর প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম, তোমরা যত শহর জয় করেছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত শহর জয় করবে তার সবগুলোর চাবি পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা)-কে দিয়ে দিয়েছেন। এ সনদটি বিচ্ছিন্ন, তবে অন্যত্র তা পূর্ণ সনদসহ হয়ে বর্ণিত হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, হাজ্জাজ - - - - হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন আমি প্রেরিত হয়েছি

"স্বল্প ভাষায় অধিক মর্ম প্রকাশের ক্ষমতা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং গাম্ভীর্য দ্বারা আমি সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছি, একদিন আমি ঘুমন্ত ছিলাম তখন পৃথিবীর সকল সম্পদের চাবি এনে আমার হাতে দেয়া হয়। বুখারী একা এই হাদীছটি ইয়াহ্য়া ইব্ন বুকায়র ও সা'দ ইব্ন উফায়র সূত্রে লায়ছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ওই বর্ণনায় আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় নিয়েছেন আর তোমরা ওই সম্পদটি সংগ্রহ করছ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন "গাম্ভীর্য দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আমি "জাওয়ামিউল কালিম" তথা স্বল্প শব্দে অধিক মর্ম প্রকাশের শক্তি পেয়েছি, সমগ্র ভূজগত আমার জন্যে মসজিদ স্বরূপ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। আমি একদিন ঘুমন্ত ছিলাম, তখন পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের চাবি আমার নিকট উপস্থিত করা হয় এবং আমার হাতে তা তুলে দেওয়া হয়। ইমাম মুসলিমের শর্ত মুতাবিক এই হাদীছের সনদ খুব মযবুত হলেও অন্যান্যরা তা উদ্ধৃত করেননি। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন "বর্তমান (রোম কায়সার সম্রাটের) পতন হলে এরূপ কায়সার আর হবে না। বর্তমান কিসরার পতন হলে (এরূপ) কিসরা আর হবে না। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, ওই সাম্রাজ্যগুলোর ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে তোমরা ব্যয় করবে।" সহীহ্ হাদীছে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ اُمَّتِىْ مَازَوٰى لِىْ مِنْهَا -আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলসমূহ সংকুচিত করে আমার নিকট উপস্থিত করেছিলেন। যেই সীমা পর্যন্ত আমার নিকট উপস্থিত করা হয়েছে আমার উম্মতের রাজত্ব ওই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ও প্রসারিত হবে।

অধ্যায় ঃ ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিখা খনন শেষ করলেন। মক্কার দিক থেকে কুরায়শরা এসে রূমা অঞ্চলে জুরুফ ও যুগাবাহ্ এর মাঝামাঝি মুজতামা' আল আস্ইয়াল নামক স্থানে অবস্থান নেয়। তাদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। তাদের সাথে ছিল অস্ত্র-শস্ত্র, বাহন ও অন্যান্য সনদপত্র। বানূ কিনানা ও তিহামাবাসী কতক লোকও সাথে ছিল। গাতফান ও নাজদের লোকজন এসে অবস্থান নেয় উহুদের দিকে যামরে নাকমায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও মুসলিম সেনাবাহিনী বের হলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। সালা পাহাড়কে পেছনে রেখে তাঁরা অবস্থান নিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে তাঁর সৈন্যদলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন। শত্রু সৈন্য ও মুসলমানদের মাঝখানে রইল খন্দক। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে শিশু ও মহিলাদেরকে একটি টিলার উপরে অবস্থিত দুর্গে নিয়ে রাখা হয়। ইব্ন হিশাম বলেন, মদীনার শাসনভার তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মি মাকতুমের হাতে ন্যস্ত ছিল। আমি বলি, নিম্নের আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا) –যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে– তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত

হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। (৩৩- আহযাব ঃ ১০)।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, উছমান ইব্ন আবূ শায়বা - - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, إِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন এ ঘটনা ঘটেছিল খন্দকের যুদ্ধের দিনে।

মূসা ইব্ন উক্বা বলেন, সম্মিলিত শত্রু বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে অবতরণের পর বনূ কুরায়যা গোত্র নিজেদের দুর্গের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হুয়াই ইব্ন আখতাব নাযীরী এগিয়ে গেল। সে কুরায়যা গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কা'ব ইব্ন আসাদ কুরাযীর নিকট গিয়ে পৌঁছল। হুয়াই ইব্ন আখতাবের আগমন সংবাদ শুনে কা'ব ইব্ন আসাদ দুর্গের দরজা ভালভাবে বন্ধ করে দিল যাতে সে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে এবং তার সাথে সাক্ষাত না হয়। হুয়াই দরযায় গিয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল, কিন্তু কা'ব তাকে অনুমতি দিল না। হুয়াই ডেকে ডেকে বলল, দুর্ভোগ তোমার হে কা'ব! আমি এসেছি দরযা খুলে দাও। কা'ব বলল, হে হুয়াই! দুর্ভোগ তোমার তুমি একজন অপয়া লোক। আমি মুহাম্মাদের (সা) সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। এখন আমি ওই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারব না, আমি তার পক্ষ থেকে চুক্তি রক্ষা ও সততা ছাড়া অন্য কিছু পাইনি। হুয়াই বলে ধুত্তরী, তুমি দরজা খোল, আমি তোমার সাথে কথা বলব। কা'ব বলল, না আমি দরজা খুলব না। হুয়াই বলল, বুঝেছি, আমি ভেতরে ঢুকে তোমার খাবারে ভাগ বসাব এ ভয়ে তুমি আমার জন্যে দরজা বন্ধ করে রেখেছ। এতে কা'বের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে এবং সে দরজা খুলে দেয়। হুয়াই বলল, হে কা'ব! আমি তোমার নিকট একটি বিরাট ও বিরল সম্মান ও অতল সাগরের সন্ধান নিয়ে এসেছি। সে বলল, তা আবার কী ? হুয়াই বলল, কুরায়শের সকল নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে আমি সাথে নিয়ে এসেছি। ওদেরকে রূমা অঞ্চলের "মুজতামা আল আসয়াল" নামক স্থানে রেখেছি। আমি গাতফান গোত্রের লোকজনকে ওদের নেতাকর্মীসহ নিয়ে এসেছি। ওদেরকে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে নাকমা-তে রেখেছি। ওরা সকলে আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা) ও তার সাথীদেরকে নির্মূল না করে কেউ ফিরে যাবে না। কা'ব বলল, তুমি আমার নিকট খুশীর খবর আননি; বরং এনেছ অপমান ও লাঞ্ছনার খবর। তুমি আমার নিকট নিয়ে এসেছ এমন মেঘমালা যা পানি শূন্য। যা শুধু বজ্রপাত করে ও বিদ্যুৎ চমকায়; কিন্তু তার মধ্যে কোন পানি নেই। হে হুয়াই ! তুমি আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। কারণ, আমি মুহাম্মাদের (সা) পক্ষ থেকে কোনদিন চুক্তি ভঙ্গের কোন উদ্যোগ দেখিনি, তিনি সততার সাথে বরং চুক্তি ও অঙ্গীকার পালন করে চলেছেন। এ বিষয়ে আমর ইব্ন সা'দ কুরাযীও কথা বলেছিল। সে খুব উত্তম কথা বলেছিল বলে মূসা ইব্ন উকবা উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ওদের চুক্তি ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে তখন বলেছিল, তোমরা যদি মুহাম্মাদ (সা)-কে সাহায্য করতে না চাও তবে তাঁকে ছেড়ে দাও। তিনি নিজে নিজেরটা বুঝবেন। কিন্তু তোমরা তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য করতে যেয়োনা।

ইব্ন ইসহাক বলেন, হুয়াই ইব্ন আখতাব নাছোড়বান্দা। সে কা'ব কে ধরেছে তো ধরেছেই আর ছাড়ছে না। আকাশ পাতাল অনেক বুঝাতে বুঝাতে শেষ পর্যন্ত কা'ব চুক্তিভঙ্গ করতে রাজয এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে রাযী হয়ে গেল। তবে একটা শর্ত ছিল যে, এ ব্যাপারে হুয়াই ইব্ন আখতাব অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে যে, মুহাম্মাদ (সা)-কে পরাজিত করতে না পেরে যদি কুরায়শ ও গাতফান গোত্র ফিরে যায় তাহলে সে বনূ কুরায়যা গোত্রের দূর্গে ঢুকে পড়বে এবং ওদের যে পরিণতি হবে সে-ও ওই পরিণতি ভোগ করবে। তখন কা'ব ইব্ন আসাদ তার ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে যে চুক্তি ছিল তা বাতিলের ঘোষণা দিল।

মূসা ইব্ন উক্‌বা বলেন, কা'ব ইব্ন আসাদ ও বনূ কুরায়যার লোকজন হুয়াই ইব্ন আখতাবকে নির্দেশ দিল কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের কতক লোককে বন্ধক রাখতে। ওরা বনূ কুরায়যার নিকট আবদ্ধ থাকবে যাতে মুহাম্মাদ (সা)-কে পরাজিত না করে ওরা ফিরে গেলে বনূ কুরায়যার গোত্র অত্যাচারিত না হয়। তারা বলল যে, ওদের ৯০ জন সম্ভ্রান্ত লোক বন্ধক হিসেবে থাকবে। হুয়াই ইব্ন আখতাব এ বিষয়ে কুরায়শী ও গাতফানীদেরকে রাযী করাল।

এ পর্যায়ে বনূ কুরায়যার লোকেরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল এবং চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলল। তবে সা'নার পুত্রত্রয় আসাদ, উসায়দ ও ছা'লাবা ইয়াহূদীদের পক্ষ ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চলে যায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াহূদীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং অন্যান্য মুসলমানদের নিকট পৌঁছে যায়। তিনি আওস প্রধান সা'দ ইব্ন মুআয এবং খাযরাজ গোত্র প্রধান সাদ ইব্ন উবাদা (রা)-কে সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে পাঠালেন। তাদের সাথে ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা ও খাওয়াত ইব্ন জুবায়র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা ওই সম্প্রদায়ের নিকট যাও। তারপর দেখ, আমরা যা শুনেছি তা সত্য কিনা। যদি ওই ঘটনা সত্য হয়, তবে সাংকেতিক শব্দ দ্বারা পরিস্থিতি আমাকে জানাবে। মুসলমানদের আম মজলিসে তা ঘোষণা করবে না। আর যদি ওরা চুক্তি বহাল রাখে তবে মুসলমানদের আম মজলিশে তা প্রকাশ করতে পার। তাঁরা গেলেন ওদের নিকট। তাঁরা ওদের দূর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাদেরকে চুক্তি নবায়ন ও পুনঃচুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানালেন। তারা বলল, হায় এখন ? অথচ আমাদের একটি ডানা ভেঙ্গে গেছে। অর্থাৎ বানূ নাযীর গোত্র বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্কে কটুক্তিও করে। সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা) ওদেরকে গাল মন্দ করতে লাগলেন। তারা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। হযরত সা'দ হইল মু'আয বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমরা ঝগড়া করতে আসিনি। এখন আমাদের যে পরিস্থিতি তা গাল-মন্দের চেয়েও গুরুতর। এবার সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) ওদেরকে ডেকে বললেন, হে বনূ কুরায়যা গোত্র! তোমাদের মাঝে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে কী চুক্তি ছিল তা তোমাদের জানা আছে। ওই চুক্তি ভঙ্গ করলে বনূ নাযীরের ন্যায় কিংবা তদপেক্ষা কঠিন পরিণতি তোমাদের হতে পারে বলে আমি আশংকা করছি। তারা তখন তার প্রতি অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করে। তিনি বললেন, শালীন ভাষা ব্যবহার করাটাই তোমাদের জন্যে উত্তম ছিল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ওরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কটুক্তি করেছিল। তারা বলেছিল,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার কে ? মুহাম্মাদ ও আমাদের মধ্যে কোন চুক্তি নেই। সা'দ ইব্ন মু'আয তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন। ওরাও তাকে পাল্টা ভর্ৎসনা করল। সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী প্রকৃতির লোক। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, থাক থাক গাল মন্দের দরকার নেই। এখন আমাদের আর ওদের মধ্যকার পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর। হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয, সা'দ ইব্ন উবাদাহ্ এবং তাদের সাথে যারা ছিলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এলেন। তাঁরা তাঁকে সালাম জানিয়ে সাংকেতিক ভাষায় বললেন, "আযল ও কারাহ গোত্র"। অর্থাৎ আযল ও কারাহ গোত্রদ্বয় যেমন বিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত খুবায়ব (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেছিল এরাও তেমনি বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিয়েছে। তাদের বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন "আল্লাহু আকবার" হে মুসলিমগণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর।

মূসা ইব্ন উকবা বলেন, বনূ কুরায়যা গোত্রের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপড়ে মাথা ঢেকে শুয়ে পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি এ অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে শায়িত দেখে লোকজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও শংকিত হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পারল যে, বনূ কুরায়যার ব্যাপারে ভাল সংবাদ আসেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা তুললেন এবং বললেন, সকলে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

ভোরবেলা উভয় পক্ষ মুখোমুখি হল। তীর ও পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটল। রাবী সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لاَ تُعْبَدُ

"হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রার্থনা জানাচ্ছি। হে আল্লাহ্! আপনি যদি চান যে, আপনার ইবাদত করা হবে না। তবে তাই হবে।" ইব্ন ইসহাক বলেন, এ সময়ে এক দারুণ পরীক্ষা উপস্থিত হয়। লোকজনের মনে প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার হয়। শত্রু পক্ষ এগিয়ে আসে তাদের উর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল থেকে। ঈমানদারগণের মনে নানাবিধ ধারণা সৃষ্টি হয়। আর মুনাফিকরা প্রকাশ্যে মুনাফিকী কথাবার্তা শুরু করে দেয়। আমর ইব্ন আওফ গোত্রের মুআত্তাব ইব্ন কুশায়র বলে উঠে, মুহাম্মাদ তো আমাদেরকে রোমক ও পারস্য সম্রাটের ধন-সম্পদ ভোগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ আমাদের সঙ্গীরা এখন পায়খানায় যাওয়ার নিরাপত্তাও পাচ্ছেন না। আওস ইব্ন কায়সী বলেছিল "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের বাড়ীঘর শত্রু পক্ষের সম্মুখে অরক্ষিত। ওদের অনেকেই এরূপ কথা বলে। সুতরাং হে রাসূল! আমাদেরকে আমাদের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিন। আমাদের বাড়ী তো মদীনার বাইরে অবস্থিত। আমি বলি, আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতে ওদের কথাই বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلاَّ غُرُوْرًا - وَاِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا *

মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি তারা বলছিল। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়। এবং ওদের একদল বলেছিল, হে ইয়াছরিববাসী। এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। তোমরা ফিরে চল, এবং ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত। অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। (৩৩- আহযাব ঃ ১২, ১৩)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিলেন। আর মুশরিকরা তাকে ২৩ দিনের অধিক প্রায় এক মাস সময় অবরোধ করে রাখে। এত দিনে উভয় পক্ষে তীর নিক্ষেপ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ হয়নি। বিপদ খুব কঠিন দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাতফান গোত্রের দুনেতা উয়ায়না ইব্ন হিসন এবং হারিছ ইব্ন আওফের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন যে, ওরা যদি ওদের সাথীদেরকে নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে যায় তবে তাদেরকে মদীনায় উৎপাদিত মোট খেজুরের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও গাতফানী নেতাদের মাঝে চুক্তি বিষয়ক আলাপ আলোচনা চলছিল। চুক্তিপত্র লিখা হয়ে গিয়েছিল। তবে স্বাক্ষর ও সত্যায়ন তখনো হয়ে সারেনি। ইত্যবসরে বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শের জন্যে তিনি সা'দ ইব্ন মুআয ও সাদ ইব্ন উবাদা (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ঘটনা জানালেন। এবং এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি কি আপনার ব্যক্তিগত পসন্দের সিদ্ধান্ত ? তাহলে আমরা অবশ্যই তা মেনে নিব। অথবা এটি কি আল্লাহ্র নির্দেশ ? তাহলেও আমরা অবশ্যই এটি মেনে নেব। অথবা এটি কি আমাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আপনি করতে যাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটি বরং তোমাদের স্বার্থেই আমি করতে চাচ্ছি। আমি এজন্যে এটি করতে চাচ্ছি যে, আমি দেখছি আরবদের সকলে একজোট হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ করছে, একই ধনুক থেকে তারা তীর ছুঁড়ছে তোমাদের প্রতি এবং চারিদিক থেকে ওরা ঘিরে ফেলেছে তোমাদেরকে। আমি চাচ্ছি যে, এ কৌশলের মাধ্যমে ওদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে ওদেরকে দুর্বল করে দিই। সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এমন এক সময় ছিল যখন আমরা এবং ওরা সকলে শিরকবাদী ছিলাম। মূর্তিপূজারী ছিলাম। আমরা তখন আল্লাহ্র ইবাদত করতাম না আল্লাহ্কে চিনতাম না। তখন তারা ক্রয় কিংবা আমাদের পক্ষ থেকে আতিথ্য ব্যতীত আমাদের একটা খেজুরের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেনি। আর এখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন। আপনার উপস্থিতি ও তাঁর দয়ায় আমাদেরকে মহিমান্বিত করেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এখন কি আমরা আমাদের মাল-সম্পদ ওদের হাতে তুলে দেব ? এমন চুক্তির আমাদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্র কসম! আমরা ওদেরকে কিছুই দেব না। শুধু উচিয়ে ধরব তরবারি যতক্ষণ না মহান আল্লাহ্ আমাদের আর ওদের মাঝে ফায়সালা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ঠিক আছে তুমি যা চাচ্ছো তাই হবে। হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয চুক্তি পত্রটি হাতে নিয়ে সকল লিখা মুছে ফেললেন। তারপর বললেন, এবার ব্যাটারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণ অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন। বড় কোন সংঘর্ষ তখনও হয়নি। হঠাৎ কুরায়শের কতক অশ্বারোহী সাহসী যোদ্ধা বনূ আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের আমর ইব্ন আবদে উদ, ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহল, হুরায়রা ইব্ন আবূ ওয়াহব মাখযূমী, দিরার ইব্ন খাত্তাব ইব্ন মিরদাস প্রমুখ সম্মুখ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। তারা তাদের অশ্ব দলে চেপে বসল এবং বনূ কিনানা গোত্রের অবস্থান ক্ষেত্রে গিয়ে বলল, হে বনূ কিনানা গোত্র! যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। আজই তোমরা বুঝতে পারবে অশ্বারোহী যোদ্ধা কাকে বলে। এরপর তারা বীরত্বের সাথে ঘোড়া হাকিয়ে পরিখার নিকট পৌঁছে। পরিখা দেখতে পেয়ে তারা বলল, হায় আল্লাহ্! এ যে, এক নতুন ফন্দী দেখছি। আরবরা তো এমন কৌশল কোনদিন অবলম্বন করেনি। প্রশস্ত পরিখা অতিক্রমে অপারগ হয়ে তারা এমন স্থান খুঁজতে লাগল যেখানে পরিখার প্রশস্ততা কম। খন্দক ও সালা পাহাড়ের মধ্যবর্তী এরূপ একটি স্থানে তারা গিয়ে পৌঁছে। ঘোড়া হাকিয়ে তারা পরিখা পারও হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে তাদের অশ্বগুলো পরিখা ও গিরিপথের মধ্যখানে লাফাতে থাকে। এদিকে কয়েকজন মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে বেরিয়ে এলেন হযরত আলী (রা)। যে পথে শত্রু পক্ষ পরিখা পার হয়েছিল তাঁরা সেখানে এলেন। শত্রুপক্ষের অশ্বারোহিরা বীরত্বের সাথে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। শত্রুপক্ষের আমর ইব্ন আব্দ উদ্দ বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। এই যখমের জন্যেই সে উহুদ যুদ্ধে সে অংশ নিতে পারেনি। তাই খন্দক যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোর জন্যে পতাকা হাতে বের হয়। অশ্বারোহী সঙ্গিগণ সহ পরিখা পার হয়ে সে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে বলে, কে আছ যে, আমার সাথে লড়াই করতে আসবে? তার মুকাবিলায় বেরিয়ে আসলেন হযরত আলী (রা)। তিনি বললেন, হে আমর! তুমি তো আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিলে যে, কোন কুরায়শী লোক যদি তোমাকে দুটো প্রস্তাব দেয় তুমি দুটোর যে কোন একটি মেনে নিবে। সে বলল, হ্যাঁ তাইতো। হযরত আলী বললেন, তবে আমি তোমাকে আল্লাহ্র পথে, তাঁর রাসূলের পথে এবং ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আমর বলল, না ও সবের আমার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আলী (রা) বললেন, তবে আমি তোমাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানাচ্ছি। সে বলল, ভাতিজা আল্লাহ্র কসম, তোমার মত যুবককে হত্যা করতে আমি পসন্দ করি না। হযরত আলী (রা) বললেন, আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করতে খুবই আগ্রহী। একথা শুনে আমর রেগে যায় এবং ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। আপন তরবারিতে সে নিজের ঘোড়ার পা কেটে দিয়ে তার মুখে আঘাত করে। এরপর হযরত আলীর (রা) সম্মুখে উপস্থিত হয়। উভয়ে তরবারি পরিচালনা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রা) ওকে হত্যা করেন। তার সাথী অশ্বারোহিগণ পরাজয় বরণ করে, পরিখা পার হয়ে পালিয়ে যায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এ প্রসংগে হযরত আলী (রা) নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

نَصرَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَهَةِ رَأْيِهِ - وَنَصَرْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوَابٍ

সে সাহায্য করেছে পাথরের মূর্তির। এটি ছিল তার মূর্খতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আমি সাহায্য করেছি মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতিপালকের। আমি অনুসরণ করেছি সঠিক পথের।

فَصَدَرْتُ حِينَ تَرَكْتُهُ مُنْجَدِلاً - كَالْجَذْعِ بَيْنَ دَكَادِكٍ وَرَوَابِى

তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আমি যখন ফিরে আসি তখন তাকে মনে হয়েছিল বালুস্তুপ ও পাহাড়ী টিলার মাঝখানে সে একটি কর্তিত বৃক্ষ-কাণ্ড।

وَعَفَفْتُ عَنْ اَثْوَابِهِ وَلَوْاَنَّنِى - كُنْتُ الْمُقَطَّرَ بَزَّنِى اَثْوَابِىْ

আমি তার কাপড়-চোপড় ও অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে এসেছি। আমি যদি কাতারী জামা পরিধান করতে চাইতাম তবে তা পারতাম। কিন্তু আমার কাপড়ই আমার জন্যে যথেষ্ট।

لاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ خَاذِلَ دِيْنِهِ - وَنَبِيِّهِ يَا مَعْشَرَا الْاَحْزَابِ

হে সম্মিলিত শত্রু-বাহিনী। কখনো মনে করোনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনকে এবং তাঁর নবীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কবিতা বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সন্দেহ করেন যে, এটি আলী (রা)-এর কবিতা কিনা। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আমরের করুণ অবস্থা দেখে ইকরামা সেদিন বর্শা ফেলে পালিয়ে বেঁচেছিল। এ প্রসংগে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

فَرَّ وَالْقَى لَنَا رُمْحَهُ - لَعَلَّكَ عِكْرَمِ لَمْ تَفْعَلِ

আমাদের জন্যে বর্শা ফেলে রেখে সে পালিয়ে গিয়েছে। তুমি যদি বীর পুরুষ হতে তবে এরূপ করতে পারতে না।

وَوَلَّيْتَ تَعْدُوْ كَعَدْوِ الظَّلِيْمِ - مَا اَنْ يَحُوْرَ مِنَ الْمَعْدَلِ

তুমি তো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছ। যেমন উটপাখী তার স্থান থেকে পালায়।

وَلَمْ تَلْوِ ظَهْرَكَ مُسْتَأْنِسًا - كَانَ قَفَاكَ قَفَا فَرْعَلِ

বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি লাভের আশায় তুমি পিছনে ফিরে তাকাওনি তোমার ঘাড় যেন ছিল ভল্লুকের ঘাড়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, فَرَاعِلْ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভল্লুক ছানা।

হাফিয বায়হাকী তার দালাইল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইব্‌ন ইসহাক থেকে যে, আমর ইব্‌ন আব্‌দ উদ্দ লৌহ বর্মে মুখ ঢেকে উপস্থিত হয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে। সে হাঁক ছেড়ে বলল, কে আছ যে, আমার সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে ? হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি চেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি আছি ওর বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে যে আমর, তুমি বসে পড় ! আমর আবার হাঁক ছেড়ে বলল, এমন কোন বীর পুরুষ কি নেই যে আমার সাথে লড়াই করতে পারবে ? সে মুসলমানদেরকে বিদ্রুপ করতে লাগল এবং বলল, তোমাদের ওই জান্নাত কোথায় যা সম্পর্কে তোমরা বলে থাক যে, তোমাদের কেউ নিহত হলে ওই জান্নাতে প্রবেশ করবে ? তোমরা কোন পুরুষকে আমার সাথে লড়তে পাঠাচ্ছনা কেন ? হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি বসে পড়। আমর তৃতীয়বার হাঁক ছেড়ে বলল ঃ

وَلَقَدْ بَحَحْتُ مِنَ النِّدَاءِ - لِجَمْعِهِمْ هَلْ مِنْ مُبَارِزِ

আমি তো ওদের সকলকে উদ্দেশ্য করে ডাক ছেড়ে বলেছি, তোমাদের মধ্যে লড়াই করার কেউ আছে কি ?

وَوَقَفْتُ اِذْ جَبُنَ الْمُشَجِّعُ - مَوْقِفَ الْقُرْنِ الْمُنَاجِزِ

আমি তো আমার অবস্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বীর পুরুষের মত যখন সাহসী বীর পুরুষ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

وَلِذَاكَ اَنِّى لَمْ اَزَلْ - مُسْرِعًا قَبْلَ الْهَزَاهِزِ

তা এজন্যে যে, তরবারি পরিচালনার পূর্বেই আমি শত্রুকে ঘায়েল করতে অভ্যস্ত।

اِنَّ الشُّجَاعَةَ فِى الْفَتٰى - وَالْجُوْدَ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِزِ

নিঃসন্দেহে যুবকের মধ্যে বীরত্ব-সাহসিকতা ও দানশীলতা থাকা তার জন্যে সর্বোত্তম সম্পদ।

বর্ণনাকারী বলেন, এবারও হযরত আলী (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওযে আমর! হযরত আলী (রা) বললেন, সে আমর হলেও আমি তার মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন আমরের দিকে এবং বললেন ঃ

وَلَا تَعْجَلَنْ فَقَدْ اَتَاكَ - مُجِيْبُ صَوْتِكَ غَيْرُ عَاجِزِ

ওহে, তুমি অত তাড়াহুড়া করো না। তোমার হাঁক-ডাকের উপযুক্ত জবাব দানকারী তোমার সম্মুখে এসে পড়েছে। এই ব্যক্তি অক্ষম ও দুর্বল নয়।

وَفِى نِيَّةٍ وَّ بَصِيْرَةٍ - وَالصِّدْقُ مَنْجٰى كُلِّ فَائِزٍ

উদ্দেশ্য ও দূরদৃষ্টিতে মোটেই অক্ষম নয়। তদুপরি সত্য হল সকল সফলতার চাবিকাঠি।

اِنِّى لَاَرْجُوْ اَنْ اُقِيْمَ عَلَيْكَ نَائِحَةَ الْجَنَائِزِ

আমি আশা করছি যে, আমি তোমার সবদেহের উপর বিলাপকারিণীর ব্যবস্থা করব।

مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلَاءَ - يَبْقٰى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ

এমন এক তরবারির আঘাতে আমি তোমার মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দিব যে আঘাত প্রচণ্ড কর্তন শক্তি সম্পন্ন। প্রত্যেক যুদ্ধের সময় ওই আঘাতের কথা মানুষ স্মরণ করবে।

হযরত আলী (রা)-এর রণ-হুংকার শুনে আমর বলল, "তুমি কে ?" তিনি বললেন, "আমি আলী" সে বলল, আব্দ মানাফের পুত্র আলী ? তিনি বললেন, না, আমি আবূ তালিবের পুত্র আলী। সে বলল, "ভাতিজা! তোমার তো অনেক চাচা আছে যারা তোমার চেয়ে বয়স্ক ওদের কাউকে পাঠাও, আমিতো তোমার মত বাচ্চা ছেলের রক্ত প্রবাহিত করতে চাই না।" হযরত আলী (রা) তার উদ্দেশ্যে বললেন, তবে আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার রক্ত প্রবাহিত করাকে অপসন্দ করি না। এ কথায় আমর রেগে অগ্নিশর্মা হল। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। তার তরবারি কোষমুক্ত করে উঁচিয়ে ধরল। সেটি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এরপর রাগে গরগর করতে করতে সে অগ্রসর হল হযরত আলী (রা)-এর দিকে। হযরত আলী (রা) আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে ঢাল প্রস্তুত রেখে এগিয়ে গেলেন। আমর আক্রমণ করল হযরত আলী (রা)-এর ঢালের উপর। ঢাল কেটে তরবারি বের হয়ে তা গিয়ে লাগল হযরত আলী (রা)-এর মাথায়। তাঁর মাথা যখম হয়ে

গেল। হযরত আলী (রা) পাল্টা আক্রমণ করেন আমরের ঘাড়ের শিরায়। অমনি সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকবীরধ্বনি শুনলেন। তাতে আমরা বুঝে নিলাম যে, আলী (রা) তাকে হত্যা করেছেন। তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ

أَعَلِيٌّ تَقْتَحِمُ الْفَوَارِسُ هٰكَذَا - عَنِّيْ وَعَنْهُمْ أَخِّرُوْا أَصْحَابِيْ

ওহে আলী! এভাবে তুমি শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী যোদ্ধাদেরকে তাড়িয়ে দিবে আমার নিকট থেকে এবং মুসলমানদের নিকট থেকে। তুমি আমার সাথীদেরকে ওদের আক্রমণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

اَلْيَوْمَ يَمْنَعُنِي الْفِرَارَ حَفِيْظَتِيْ - وَمُصَمِّمٌ فِي الرَّأْسِ لَيْسَ بِنَابِيْ

আমার আত্মমর্যাদাবোধ আজ আমাকে পিছু হটতে বারণ করছে, আমি তরবারির তীক্ষ্ণ আঘাত করি মাথায়। মুখে নয়। তিনি আরো বললেন ঃ

عَبَدَ الْحِجَارَةَ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيِهِ - وَعَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوَابِ

সে তার বিবেক ও বিবেচনার ভ্রান্তি ও বোকামীর কারণে পাথর পূজা তথা মূর্তি পূজা করেছে। আর আমি সত্য ও সরল পথের অনুসরণে মুহাম্মাদের (সা) প্রতিপালক মহান আল্লাহ্র ইবাদত করেছি। - - - শেষ পর্যন্ত। এবার আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর চোখে মুখে তখন আনন্দের দ্যুতি। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, আরে, ওর যুদ্ধের লৌহবর্ম খুলে নিয়ে এলে না কেন ? তার বর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট বর্ম তো সমগ্র আরবে আর নেই। আলী (রা) বললেন, আমি তাকে আঘাত করেছি। সে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছে। তার ভাতিজা সম্বোধনের কারণে যুদ্ধে বর্ম খুলে নিয়ে তাকে বিবস্ত্র করতে আমি লজ্জাবোধ করেছি। অবশেষে আমরের সাথী অশ্বারোহীরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়।

বায়হাকী ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আলী (রা) শত্রুনেতা আমরের কণ্ঠনালীর গোড়াতে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করেন যে তা তার মূত্রনালী ভেদ করে যায়। ফলে সে পরিখার মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব পাঠায় যে, তারা ১০,০০০ দিরহামের বিনিময়ে আমরের লাশ কিনে নিবে। তিনি জবাবে বলেন যে, ওর লাশ তোমরা এমনিতেই নিয়ে যাও। আমরা লাশ বিক্রি করে মূল্য খাই না।

ইমাম আহমদ বলেন, নাসর ইব্ন বাব ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মুসলমানগণ খন্দকের যুদ্ধ দিবসে জনৈক মুশরিককে হত্যা করেন। ওরা লোকটির লাশের বিনিময়ে অর্থ-সম্পদ দিতে চায়। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ওর লাশ ওদেরকে এমনিতেই দিয়ে দাও। কারণ নাপাক লাশের বিনিময় ও মুক্তিপণও নাপাক। তিনি এজন্যে মুশরিকদের নিকট থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করেননি।

বায়হাকী এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, হাম্মাদ ইব্ন সালামা ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে তাদের বিনিময় মূল্য ১০,০০০ স্থলে ১২,০০০ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ প্রসঙ্গে বললেন, ওর লাশের মধ্যেও আমাদের কোন কল্যাণ নেই, ওর লাশের মূল্যের মধ্যেও আমাদের কোন কল্যাণ নেই।

তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ছাওরী ইব্ন আব্বাস সূত্রে। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, এটি গরীব পর্যায়ের বর্ণনা। মূসা ইব্ন উক্বা উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকরা নাওফল ইব্ন আবদুল্লাহ্ মাখযুমীর নিহত হওয়ার পর লাশ ফেরত চেয়েছিল। আর মুক্তিপণ দেয়ার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন" اِنَّهُ خَبِيْثٌ خَبِيْثُ الدِّيَةِ فَلَعَنَهُ اللّٰهُ وَلَعَنَ دِيَتَهُ -সেতো খাবীছ নাপাক। তার মুক্তিপণও নাপাক। তার উপর আল্লাহ্র লা'নত। তার মুক্তিপণের উপরও আল্লাহ্র লা'নত। ওর মুক্তিপণে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। ওকে দাফন করতে আমরা তোমাদেরকে বাধা দেবনা।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ইসহাক থেকে, তিনি বলেছেন যে, নাওফল ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগীরা মাখযুমী মাঠে এসে মুসলিম পক্ষকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানায়। তাকে মুকাবিলার জন্যে এগিয়ে আসেন যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)। তিনি প্রচণ্ড আঘাত হানেন তার উপর। এক আঘাতে তিনি তাকে দু'টুকরো করে ফেলেন। তাতে তাঁর তরবারির ধার নষ্ট হয়ে যায়। তিনি নিম্নের পংক্তি উচ্চারণ করতে করতে তাঁবুতে ফিরে আসেন ঃ

اِنِّى امْرُؤٌ اَحْمِىْ وَاحْتَمِىْ - عَنِ النَّبِىِّ الْمُصْطَفٰى الْاُمِّىِّ

আমি এমন এক লোক যে, আমি নিজেকে রক্ষা করি শত্রুর আক্রমণ থেকে এবং উম্মী নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)-কে আক্রমণ থেকে রক্ষা করি।

ইব্ন জারীর উল্লেখ করেছেন যে, নাওফল যখন পরিখার মধ্যে পড়ে ছুটোছুটি শুরু করে, তখন মুসলমানগণ তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তখন সে বলতে থাকে যে, হে আরব সম্প্রদায়! আমাকে এভাবে লাঞ্ছনার সাথে মেরো না; বরং একটু সম্মানের মৃত্যু দাও। তখন হযরত আলী পরিখার মধ্যে নেমে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। মুশরিকরা মুক্তিপণের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তার লাশ ফেরত চায়। ওদের নিকট থেকে কিছু নিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অস্বীকার করেন এবং ওদেরকে ওই লাশ নিয়ে যাবার সুযোগ প্রদান করেন। এই বর্ণনাটিও গরীব।

বায়হাকী (র) হাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিবসে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল টিলার উপর অবস্থিত দুর্গে শিশু ও মহিলাদের দেখা শোনা করার। আমার সহযোগী ছিলেন উমার ইব্ন সালামা বাহিরে কী ঘটছে তা দেখার জন্যে আমি ও উমার ইব্ন আবূ সালামা পালাক্রমে ঘাড় নীচু করে তাকে উপরের পিঠে উঠে বাহিরে তাকিয়ে দেখতাম। আমি সেদিন বাইরে আমার বাবাকে দেখেছি যে, তিনি একবার এদিকে এসে হামলা করছেন আবার ওদিকে গিয়ে হামলা করছেন। আর যখন কেউ কিছু উচিঁয়ে ধরতো তখনই তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছছেন। সন্ধ্যায় আমার বাবা দুর্গের মধ্যে আমাদের নিকট আসলে আমি বললাম, বাবা! আজ আপনি যা যা করেছেন আমি তা দেখেছি। তিনি বললেন, প্রিয়পুত্র। তুমি কি সত্যিই তা দেখেছ ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ"। তিনি বললেন, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্যে কুরবান হোন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আবূ লায়লা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহ্‌ল আনসারী আমাকে জানিয়েছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) খন্দক দিবসে বনূ হারিছার দুর্গে ছিলেন। ওই দুর্গটি ছিল মদীনার সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ। সা'দ ইব্‌ন মু'আযের (রা) মা ও তাঁর সাথে দুর্গে ছিলেন। হযরত আইশা (রা) বলেন, তখনও পর্দার বিধান নাযিল হয়নি। হযরত সা'দ সেখানে এসেছিলেন। তার পরিধানে ছিল একটি খাটো লৌহ বর্ম। তাঁর পুরোটা হাতই বর্মের বাহিরে ছিল। তাঁর হাতে ছিল বর্শা। তিনি বার বার জামা টানছিলেন আর বলছিলেন ঃ

لَبِّثْ قَلِيْلاً يَشْهَدِ الْهَيْجَا جَمَلْ - لاَ بَأْسَ بِالْمَوْتِ اِذَا حَانَ الْاَجَلُ

হে জামাল! অপেক্ষা কর খুব অল্প সময়। তারপর যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হও। কারণ, মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু বরণে কোন দোষ নেই।

তখন তাঁর মা তাঁকে বললেন, বৎস! তুমি তাড়াতাড়ি যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যাও। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো দেরী করে ফেলেছ। হযরত আইশা বলেন, তখন আমি সা'দের মা কে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, সা'দের বর্মটি যদি আরেকটু বড় হত তবে আমি খুশী হতাম। সা'দের মা বললেন, আমি তো ভয় পাচ্ছি না জানি ওই খোলা অংশে এসে শত্রুর তীর বিদ্ধ হয় নাকি। ঠিক তাই হল। হযরত সাদ (রা) তীর বিদ্ধ হলেন। তীরের আঘাতে তাঁর হাতের রগ কেটে গেল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা আমাকে জানিয়েছেন যে, হায়্যান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আরাকাহ্ তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছিল। সে ছিল বনূ আমির ইব্‌ন লুওয়াই গোত্রের লোক। হযরত সা'দ (রা) তীর বিদ্ধ হবার পর ইব্‌ন আরাকা বলেছিল, নাও এটি আমার পক্ষ থেকে তোমার উপহার। চিনে নাও আমি আরাকাহ-এর পুত্র। হযরত সা'দ (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোর চেহারাকে জাহান্নামের আগুনে ঘর্মাক্ত করুন। তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ্! কুরায়শের সাথে মুসলমানদের যদি আরো যুদ্ধ আপনি অবশিষ্ট রেখে থাকেন তবে ওই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্যে আপনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। কারণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে কুরায়শ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি আমার বেশী পসন্দনীয়। যেহেতু তারা আপনার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। হে আল্লাহ্! আর যদি আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে যুদ্ধ শেষ করে দিয়ে থাকেন তবে এই যখম দ্বারা যেন আমাকে শহীদ হিসেবে মঞ্জুর করে নেন। অবশ্য বনূ কুরায়যার উপযুক্ত শাস্তি দেখে আমার চোখ জুড়ানোর পূর্বে আমার মৃত্যু দিবেন না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন হযরত সাদ (রা)-কে তীরে আক্রান্ত করেছে আবূ উসামা জাশামী, সে ছিল বনূ মাখযুম গোত্রের মিত্র। এ উপলক্ষে ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহ্‌লকে উদ্দেশ্য করে আবূ উসামা নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

اَعِكْرَمُ هَلاَّ لُمْتَنِيْ اِذْ تَقُوْلُ لِيْ - فِدَاكَ بِاطَامِ الْمَدِيْنَةِ خَالِدُ

اَلَسْتُ الَّذِىْ اَلْزَمْتُ سَعْدًا مَرِيْشَةً ـ لَهَا بَيْنَ اِثْنَاءِ الْمُرَافِقِ عَانِدُ

قَضٰى نَحْبَهُ مِنْهَا سَعِيْدٌ فَاَعْوَلَتْ ـ عَلَيْهِ مَعَ الشُّمْطِ الْعَذَارٰى النَّوَاهِدِ

وَاَنْتَ الَّذِىْ وَاَنَعْتَ عَنْهُ وَقَدْدَعَا ـ عَبِيْدَةُ جَمْعًا مِنْهُمْ اِذْ يُكَابِدُ

عَلٰى حِيْنَ مَاهُمْ جَائِرٌ عَنْ طَرِيْقِهِ ـ وَاٰخَرُ مَرْعُوْبٌ عَنِ الْقَصْدِ قَاصِنٌ

অর্থাৎ হে ইকরামা, যখন তুমি আমাকে বলছিলে মদীনার টিলাসমূহ চিরকালের জন্য তোমার জন্যে উৎসর্গীকৃত হোক, তখন তুমি কি আমাকে ভর্ৎসনা করনি ?

আমিই কি সেই ব্যক্তি নই যে সা'দকে কনুইয়ের মধ্যভাগে তীরবিদ্ধ করে প্রবহমান রক্ত ঝরিয়েছি। তাতে সা'দের জীবনাবসান হয় তারপর উঠতি বয়সের যুবতীরা ছিন্ন বসনে তার জন্যে বিলাপ করেছে।

তুমিই সেই ব্যক্তি যে তার পক্ষ হয়ে প্রতিরোধ করেছিল। আর উবায়দা ঐ কষ্টের মুহূর্তে তার দলবলকে সাহায্যার্থে আহ্বান জানিয়েছিল।

যখন লোকসব তার কাছ থেকে দূরে সরে পড়ে এবং অন্যরাও কাছে ঘেষতে সাহস পাচ্ছিল না।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মূলত কে তীর নিক্ষেপ করেছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন হিশাম বলেন, কথিত আছে যে, হযরত সা'দ (রা)-কে তীর মেরে যখম করেছিল খাফাজা ইব্ন আসিম ইব্ন হিব্বান। আমি বলি, মহান আল্লাহ্ বনূ কুরায়যা গোত্র সম্পর্কে হযরত সা'দ (রা) এর দু'আ কবূল করেছিলেন। ওদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চোখ জুড়িয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্ পরম দয়ায় ওদের জন্যে তাকেই ফায়সালা দানের ক্ষমতা দান করেন এবং এ দাবীটা তারাই উত্থাপন করেছিল। এ বিষয়ে বিবরণ পরবর্তীতে আসবে। হযরত সা'দ (রা) রায় ঘোষণা করলেন যে, বনূ কুরায়যা গোত্রের যুদ্ধক্ষম সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং তাদের শিশুদেরকে বন্দী করে রাখা হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে সা'দ ! তুমি তো সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ্র দেয়া ফায়সালার অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করেছ।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তাঁর পিতা আব্বাদ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সাফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব ফারি' দুর্গে অবস্থান করছিলেন। ওই দুর্গে হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) ও ছিলেন। সাফিয়্যা বলেন, ওই দুর্গে নারী ও শিশুসহ আমাদের সাথে হযরত হাস্সান (রা) ছিলেন। জনৈক ইয়াহূদী আমাদের দুর্গের নিকট এসে ঘোরাঘুরি শুরু করে। ওদিকে বনূ কুরায়যার ইয়াহূদী গোত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময়ে ওই গোত্রের আক্রমণ থেকে আমাদের দুর্গস্থিত লোকদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলিম সেনাবাহিনী মূল যুদ্ধ ক্ষেত্রে সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি প্রতিরোধ সৃষ্টিতে নিয়োজিত ছিলেন। ওখান থেকে এদিকে

আসার কোন সুযোগ ছিল না তাদের। তখনই জনৈক ইয়াহূদী আগমন করে আমাদের দুর্গের নিকট। আমি হাস্‌সান (রা)-কে ডেকে বললাম, হাসসান। ওই যে, ইয়াহূদীকে দেখছ, সে আমাদের দুর্গের চারিদিকে ঘুরছে। আমি আশংকা করছি যে, আমাদের এখানে আশ্রয় নেয়া মহিলা ও শিশুদের কথা সে ইয়াহূদীদেরকে জানিয়ে দেবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তার সাহাবীগণতো যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যস্ত। আপনি নীচে নামুন এবং এই ইয়াহূদীকে হত্যা করুন। হাস্‌সান বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি জানেন যে, আমি ওই কাজের যোগ্য নই। সাফিয়্যা (রা) বলেন, তিনি যখন এ কথা বললেন, তখন আমি দেখলাম যে, তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তখন আমি কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে নিলাম। তারপর একটি লাঠি হাতে দুর্গ থেকে নেমে এসে ওই ইয়াহূদীকে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলাম। তাতেই তার মৃত্যু হয়। তাকে হত্যা করে আমি দুর্গে ফিরে আসি। হাস্‌সান (রা)-কে বলি, এবার যান ওর অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের পোশাক খুলে আনুন। ও পুরুষ হওয়াতে আমি তা খুলে আনিনি। হাস্‌সান (রা) বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা, ওর অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাকের আমার কোন প্রয়োজন নেই।[১]

মূসা ইব্‌ন উক্‌বা বলেন, মুশরিকরা ঘিরে রেখেছিল মুসলমানদেরকে। ওদের সৈন্যরা সশস্ত্র পাহারায় রেখেছিল মুসলমানদেরকে। প্রায় বিশদিন অবরোধ করে রাখার পর মুশরিক সৈন্য একযোগে সকল দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে। ওদের প্রতি সতর্ক মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার কারণে নামাযীদের নামাযে সন্দেহ হয়ে যেত যে নামায পূর্ণভাবে আদায় হয়েছে কি না। শত্রুপক্ষ একযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাঁবুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সেটি ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী বাহিনী, সেদিন পূর্ণ দিন মুসলমানগণ ওদেরকে প্রতিরোধের জন্যে যুদ্ধ করেন। ঠিক আসর নামাযের সময় শত্রুপক্ষ কাছাকাছি এসে পৌঁছে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সহ সাহাবীগণের কেউই যথা সময়ে আসরের নামায আদায় করতে পারেন নি। রাতের বেলা শত্রু সৈন্য ফিরে যায়। হাদীছ বিশারদগণ বলেন যে, এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ "ওরা আমাদেরকে আসর নামায আদায়ে বাধা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ওদের পেট ও অন্তর আগুনে পূর্ণ করে দিন। এক বর্ণনায় আছে যে, আরো বলেছিলেন এবং ওদের কবরগুলো আগুনে পূর্ণ করে দিন।

কষ্ট যখন বৃদ্ধি পেল তখন বহুলোক মুনাফিকী প্রদর্শন করতে লাগল এবং বিভিন্ন অশালীন কথাবার্তা বলতে লাগল। মুসলমানদের এই দুঃখ-কষ্ট দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে সুসংবাদ দিতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ "যে মহান প্রভুর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম ! এই বালা-মুসীবত অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা দূর করবেন। আমি অবশ্যই আশা রাখি যে, আমি নিরাপদে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করব এবং এও আশা রাখি যে, আমার হাতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা গৃহের চাবি প্রদান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা রোমান ও পারস্য সম্রাটকে ধ্বংস করবেন। আর তাদের ধন-সম্পদ তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে।

বুখারী বলেন, ইসহাক হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) খন্দক যুদ্ধের দিবসে বলেছিলেন "আল্লাহ্ তা'আলা ওদের গৃহসমূহ ও কবরসমূহ আগুনে পূর্ণ করে দিন। যেমন

১. টীকা ঃ সুহায়লী এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যদি তা বিশুদ্ধ হয়েও থাকে তবে হয়তো সেদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইব্‌ন আবদুল বার এ বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। (দ্র. মূলগ্রন্থ পাদটীকা)

তারা আমাদেরকে আসরের নামায আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে। এ অবস্থায়ই সূর্য ডুবে যায়।" অন্যান্য ইমামগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন মাজাহ্ এটি বর্ণনা করেছেন হিশাম ইব্ন হাস্সান আলী (রা) সূত্রে। মুসলিম ও তিরমিযী সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা আলী (রা) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) বলেন, এটি হাসান ও সহীহ্ হাদীছ।

বুখারী (র) বলেছেন, মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর হযরত উমর (রা) কুরায়শদেরকে গালমন্দ শুরু করেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সূর্য প্রায় ডুবছে আমি কিন্তু এখনও আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমিও ওই নামায আদায় করতে পারিনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-সহ আমরা বুতহান অঞ্চলে গেলাম। তিনি উযূ করলেন। আমরাও উযূ করলাম। তারপর তিনি সূর্যাস্তের পর আসরের নামায পড়লেন এবং আসরের পর মাগরিব আদায় করলেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর সূত্রে আবূ সালামা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুস সামাদ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন। একটুও অবসর পাননি। এ অবস্থাতেই আসরের ওয়াক্ত চলে যায়। তখন তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! যারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বাধা দিল আপনি ওদের ঘরগুলোকে আগুনে পূর্ণ করে দিন এবং ওদের কবরগুলোকে আগুনে পূর্ণ করে দিন। ইমাম আহমদ এরূপ একক বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এটি হিলাল ইব্ন খাব্বাব আবাদী কূফী এর বর্ণনা। তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী। তিরমিযী ও অন্যান্যগণ তার বর্ণনা বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

এই সকল হাদীছ দ্বারা একদল আলিম প্রমাণ করেন যে, মধ্যবর্তী নামায হল আসরের নামায। এ সব হাদীছ দ্বারা তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কাযী মাওয়ারদী বলেছেন যে, এটাই ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত। কারণ, এই হাদীছগুলো বিশুদ্ধ সহীহ্। এবিষয়টি আমরা (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ) তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। (২ বাকারা ঃ ২৩৮)। আয়াতের ব্যাখ্যায় দলীল প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে একদল এ মত গ্রহণ করেছেন যে, যুদ্ধ বিগ্রহের উযরের কারণে আসরের নামায নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্বিত করা বৈধ। এটি ইমাম মাকহুল ও আওযাঈ-এর অভিমত। ইমাম বুখারী এই শিরোনামে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছ দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন। আরো একটি দলীল পেশ করেছেন যে, বনূ কুরায়যা যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংশ্লিষ্ট সবাইকে বনূ কুরায়যা গোত্রের এলাকায় যাবার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন" لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ। কেউ যেন বনূ কুরায়যা গোত্রের নিকট না পৌঁছে আসরের নামায আদায় না করে।" এ নির্দেশের পর সেদিন কতক লোক সময়মত পথেই আসরের নামায পড়ে নিয়েছিলেন আর কতক বনূ কুরায়যাদের এলাকায় গিয়ে সূর্যাস্তের পর আসরের নামায আদায়

করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয় দলের কাউকেই দোষারোপ করেননি। এ বিষয়ে দলীল স্বরূপ ইমাম বুখারী (র) সাহাবীগণের আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাহল হযরত উমরের যুগে ২০ হিজরীতে মুসলিম সৈন্যগণ শত্রুদের তুস্তার" দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। ওই সৈন্য দলে অনেক সাহাবা ও তাবিঈ ছিলেন। দুর্গ জয় নিকটবর্তী হওয়া এবং লড়াই বিদ্যমান থাকার কারণে তারা সেদিন ফজরের নামায সূর্যোদয়ের পরে আদায় করেছিলেন।

অপর একদল আলিম বলেন, এ দলে ইমাম শাফিঈ (র) এবং জমহুর আলিমরাও বলেছেন যে, খন্দক দিবসের এই নিয়ম পরবর্তীকালে সালাত আল খাওফ ভয়কালীন নামাযের বিধান নাযিল হওয়ায় রহিত হয়ে গিয়েছে। খন্দক দিবসে ভয়কালীন নামাযের বিধান ছিল না বলে তাঁরা নামায বিলম্বিত করেছিলেন। অবশ্য, এ ব্যাপারটি জটিলতামুক্ত নয়। কারণ, ইব্ন ইসহাক বলেছেন যে, একদল উলামার মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভয়কালীন নামায আদায় করেছেন উছফান অভিযান কালে। আর মাগাযী ঘটনা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ইব্ন ইসহাক বলেছেন যে, উছফান অভিযান পরিচালিত হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের পূর্বে। তদ্রুপ যাতুর-রিকা' অভিযানও পরিচালিত হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের পূর্বে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, খন্দক যুদ্ধের দিনে নামায বিলম্বিত হয়েছিল ভুলবশত যেমন সহীহ্ মুসলিমের কোন কোন ভাষ্যকার তা বলেছেন এ ব্যাখ্যাও জটিলতা মুক্ত নয়। কারণ, নামাযের প্রতি সাহাবা-ই-কিরামের প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সেখানে উপস্থিত সকলেই নামাযের কথা ভুলে যাবেন তা কল্পনাই করা যায় না। তা ছাড়াও বর্ণিত আছে যে, সেদিন তাঁরা যোহর, আসর ও মাগরিব তিন ওয়াক্ত নামায বিলম্বিত করেছিলেন এবং ইশার সময়ে সবগুলো নামায আদায় করেছিলেন। আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা) এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ও হাজ্জাজ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খন্দক দিবসে আমরা বাধা প্রাপ্ত হই। এভাবে রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আমরা ঝামেলামুক্ত হই। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا

যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী, (৩৩- আহযাব ঃ ২৫)। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাল (রা)-কে ডেকে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ইকামত দিলেন। সকলে যোহরের নামায আদায় করলেন যেমন আদায় করতেন ঠিক সময়ে, তারপর আসরের জন্যে ইকামত দিলেন। আসরের নামায অনুরূপ আদায় করলেন। তারপর মাগরিবের জন্যে ইকামত দিলেন। নিয়মমত মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তারপর ইশার নামাযের ইকামত দিলেন এবং যথা নিয়মে ইশার নামায আদায় করলেন। এটি ছিল সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বলেন, এটি ভয়কালীন নামাযের বিধান সম্পর্কে فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

ইমাম নাসাঈ (র) ফাল্লাস - - - - ইব্ন আবূ যি'ব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মুশরিকরা খন্দক যুদ্ধের দিনে আমাদেরকে যুহরের নামায থেকে বিরত রাখে। এভাবে সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। এভাবে তিনি পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ বলেন, হুশায়ম - - - -

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, মুশরিকরা খন্দক যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চার ওয়াক্ত নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখে। এভাবে রাতের কিছু অংশও অতিবাহিত হয়ে যায়। এরপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেন। বিলাল (রা) আযান দিলেন। তারপর ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহরের নামায আদায় করলেন। তারপর বিলাল (রা) ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসরের নামায আদায় করলেন। তারপর বিলাল (রা) ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তারপর হযরত বিলাল (রা) ইকামত দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার নামায আদায় করলেন।

হাফিয আবূ বকর বায্যার বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন মা'মার - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খন্দক যুদ্ধের দিন যোহর আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায়ে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এরপর তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল (রা) আযান ও ইকামত দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুহরের নামায আদায় করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেন। তিনি আযান ও ইকামত দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসরের নামায আদায় করেন। তিনি বিলাল (রা)-কে আবার নির্দেশ দেন। বিলাল (রা) আযান ও ইকামত দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাগরিবের নামায আদায় করেন। তারপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেন। বিলাল (রা) আযান ও ইকামত দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার নামায আদায় করেন। তারপর তিনি বললেন ঃ مَا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ فِى هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ "তোমরা ব্যতীত জমিনের বুকে অন্য কোন সম্প্রদায় নেই যারা এই সময়ে আল্লাহ্র যিকর করে, আল্লাহ্কে স্মরণ করে।" বায্যার একাই এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে,এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি আমি পাইনি। কেউ কেউ এই হাদীছ আবদুল করীম- -- - আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

খন্দকের যুদ্ধে সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করে।, তিনি বলেন, আমরা খন্দকের দিবসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা কি এক্ষণে কোন দু'আ পাঠ করব ? আমাদের প্রাণ তো এখন কণ্ঠাগত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ এই দু'আ পাঠ কর اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا হে আল্লাহ্! আমাদের দোষত্রুটি গোপন রাখুন আর আমাদের ভয়-ভীতি ও অশান্তি দূর করে শান্তি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করে শত্রুদের মুখ মলিন করে দিলেন। ইব্ন আবী হাতিম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে তাঁর পিতা - - - - আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে এই হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। এটাই সঠিক।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসায়ন - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মিলিত বাহিনীর অবস্থান ক্ষেত্রের নিকটস্থ মসজিদে এলেন। তিনি তাঁর চাদর খুলে রাখলেন এবং দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। তখন তিনি ওখানে নামায পড়েননি। এরপর তিনি আবার সেখানে এলেন এবং ওদের জন্যে বদ দু'আ করলেন। তারপর সেখানে নামায পড়লেন।

সহীহ্ বুখারীও সহীহ্ মুসলিমে ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে এই বলে

দু'আ করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ "হে আল্লাহ্ ! কিতাব নাযিলকারী দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, ওই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে দিন। হে আল্লাহ্ ! ওদেরকে পরাজিত করে দিন এবং ওদের অবস্থান নড়বড়ে করে দিন। অপর এক বর্ণনায় আছে- اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ "হে আল্লাহ্ ! ওদেরকে পরাজিত করে দিন এবং ওদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন, কুতায়বা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে। তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কালিমা পাঠ করতেন لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَعَزَّ جُنْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَغَلَبَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهٗ -আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক্‌ক। তাঁর বাহিনীকে তিনি বিজয়ী করেছেন। তাঁর বান্দাকে তিনি সাহায্য করেছেন। তিনি একাই সম্মিলিত শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তিনি ব্যতীত চিরস্থায়ী কিছুই নেই।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ সেই করুণ ও বিপদসংকুল অবস্থায় ছিলেন। যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন করীমে উল্লেখ করেছেন। কারণ, শত্রু পক্ষ তাদের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। তদুপরি ওরা উর্ধ্বাঞ্চল নিম্নাঞ্চল সকল দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর নুয়াইম ইব্‌ন মাসঊদ আসেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট। নুয়াইম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার সম্প্রদায়ের লোকজন কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানেনা। সুতরাং আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ দিন। আমি তা করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমাদের পক্ষে তুমি একা। সুতরাং ওদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করতে আমাদের পক্ষে তুমি যা সম্ভব তা কর। কারণ, যুদ্ধ হল কৌশল। অনুমতি পেয়ে নুয়াইম যাত্রা করলেন। তিনি এলেন বনূ কুরায়যা গোত্রের নিকট। জাহিলী যুগে ওদের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তিনি বললেন, হে বনূ কুরায়যা গোত্র! তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্বের ব্যাপার তো তোমরা জান। আমার মাঝে আর তোমাদের মাঝে যে বিশেষ সম্পর্ক তাও তো তোমরা অবগত আছ। তারা বলল, হাঁ,তাই আপনি সত্য বলেছেন। আপনি আমাদের নিকট কোন সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি নন। তিনি ওদেরকে বললেন, কুরায়শ আর গাতফান গোত্র তো তোমাদের মত নয়। এই শহর তোমাদের শহর। এখানে তোমাদের ধন-সম্পদ রয়েছে স্ত্রীপুত্র রয়েছে। তোমরা এ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে, কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের লোকদের বিষয়টি তোমাদের চেয়ে আলাদা। ওরা মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। তোমরাও এই লক্ষ্যে ওদেরকে সহযোগিতা করছ। ওদের শহর, ওদের স্ত্রীপুত্র এবং ওদের ধন-সম্পদ কিন্তু অন্যত্র। এখানে নয়। সুতরাং ওদের অবস্থা আর তোমাদের অবস্থা সমান নয়। ওরা বিজয় দেখলে তা ভোগ করবে আর অন্যথা হলে তারা নিজেদের শহরে চলে যাবে এবং তোমাদেরকে এমন এক লোকের নিকট ছেড়ে যাবে যে তোমাদের শহর মদীনাতেই বসবাস করে। তোমরা তখন একাকী ও নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। ওই ব্যক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার সামর্থ তোমাদের থাকবে না। সুতরাং ওই দুই গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে যিম্মীরূপে না রেখে তোমরা ওদের সমর্থনে যুদ্ধে বের হবে না। ওই যিম্মায় থাকা সম্ভ্রান্ত লোকজন

তোমাদের সাথে থাকবে জামানত হিসেবে। যতক্ষণ না তোমরা বিজয় লাভ কর। ওরা বলল, চমৎকার আপনি তো খুব ভাল কথা বলেছেন। এরপর তিনি বের হলেন। এসে উঠলেন কুরায়শ গোত্রের নিকট। আবূ সুফিয়ান ও তার সাথীদেরকে তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি আমার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং মুহাম্মাদের প্রতি আমার সম্পর্কহীনতার কথা তো তোমাদের অজানা নেই। আমার নিকট একটি গোপন সংবাদ এসেছে। সেটি তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া আমি দায়িত্ব মনে করেছি। তবে এই সংবাদ আমার তরফ থেকে জেনেছ তা গোপন রাখতে হবে। ওরা বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। তিনি বললেন, তবে জেনে রেখো যে, মুহাম্মাদের (সা) সাথে ইয়াহূদীদের যে চুক্তি ছিল তারা সে চুক্তি ভঙ্গ করে যে অপরাধ করেছে তার জন্যে তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে। ওরা মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছে যে, আমাদের কৃতকর্মের জন্যে আমরা অনুতপ্ত। এখন আমরা যদি কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের নামকরা ও সম্ভ্রান্ত কতক লোক ধরে এনে আপনার হাতে তুলে দিই আর আপনি তাদেরকে হত্যা করেন এবং এরপর আমরা আপনার সাথে মিলিত হয়ে ওদের অবশিষ্ট সবাইকে সমূলে উৎখাত করে দেই, এই প্রস্তাবে হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনি কি রাযী আছেন ? উত্তরে মুহাম্মাদ (সা) সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, হাঁ এই প্রস্তাবে আমি রাযী। নাঈম বললেন, হে কুরায়শী লোকজন! বনূ কুরায়যার লোকজন যদি তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে যিম্মী রাখার জন্যে ওখানে নিয়ে যেতে চায় তবে সাবধান, তোমরা একজন লোককেও ওখানে পাঠাবে না।

এরপর তিনি গেলেন গাতফান গোত্রের নিকট। ওদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন, হে গাতফান গোত্র! তোমরা আমার স্ববংশীয় লোক এবং আমার আপন জন। তোমরা আমার সর্বাধিক প্রিয়জন। তোমরা আমাকে সন্দেহ করবে আমি তা মনে করি না। ওরা বলল, বটে, আপনি সত্য বলেছেন, আপনি আমাদের নিকট কোন সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি নন। তিনি বললেন, তবে আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি এ খবরটি যে আমি দিয়েছি তা গোপন রাখতে হবে। এরপর তিনি কুরায়শদেরকে যা বলেছিলেন ওদেরকেও তা বললেন। কুরায়শদেরকে যেমন সতর্ক করেছিলেন এদেরকেও তেমনি সতর্ক করে দিলেন।

৫ম হিজরী শাওয়াল মাসের শনিবার দিনে আল্লাহ্র সাহায্য মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্যে নেমে এল। এভাবে যে আবূ সুফিয়ান ও গাতফানী নেতারা ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্লের নেতৃত্বে কুরায়শী ও গাতফানী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল পাঠায় বনূ কুরায়যা গোত্রের নিকট। ওরা গিয়ে বনূ কুরায়যার লোকদেরকে বলেছিল যে, আমরা এখানে স্থায়ী থাকার মত অবস্থানে নেই। আমাদের গাধা-ঘোড়া ও গরু ছাগল সব শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। যাতে আমরা মুহাম্মাদ (সা)-কে পরাস্ত করে, এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারি। উত্তরে বনূ কুরায়যা বলল, আজ শনিবার। শনিবারে আমরা কোন কাজই করিনা, আমাদের কেউ কেউ শনিবারে কাজ করে বিপদগ্রস্ত হয়েছে তাও তোমাদের অজানা নেই। উপরন্তু তোমাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে আমাদের নিকট যিম্মী না রাখলে আমরা তোমাদের সাথী হয়ে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। তোমাদের লোকগুলো আমাদের হাতে থাকবে জামানত স্বরূপ, যতক্ষণ না আমরা মুহাম্মাদ (সা)-এর বিরুদ্ধে বিজয়ী হই। কারণ, আমরা আশংকা করছি যে, যুদ্ধে যদি তোমরা পরাজিত হও। এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের কারণে তোমরা নিজেদের পরিবার

-পরিজন ও মালামাল নিয়ে তোমাদের শহরেই চলে যাও। আর আমাদের একা এমন এক লোকের কাছে রেখে যাও যে, ওর সাথে টিকে থাকার ক্ষমতা আমাদের ও নেই। তখন আমাদের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে।

বনূ কুরায়যার উত্তর নিয়ে প্রতিনিধিদল ফিরে আসে। বিস্তারিত শুনে কুরায়শী ও গাতফানীরা বলল যে, আল্লাহ্র কসম, নুয়াইম ইব্ন মাসঊদ যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। প্রত্যুত্তরে তারা বনূ কুরায়যার নিকট সংবাদ পাঠাল যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের একজন লোকও তোমাদের নিকট পাঠাব না। তোমরা যদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যুদ্ধে অংশ নিতে চাও তবে এসে অংশ নাও। কুরায়শীদের বক্তব্য বনূ কুরায়যার লোকজন অবগত হবার পর তারা বলল যে, নুয়াইম ইব্ন মাসঊদ বলেছেন তা তো পুরোপুরি সত্য। ওদের ইচ্ছা হল, তোমাদেরকে সাথে নিয়ে ওরা যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাবনা দেখলে ওরা তা ভোগ করবে। অন্যথায় নিজেদের শহরের দিকে দৌঁড়ে পালাবে, আর তোমাদেরকে তোমাদের শহরে ওই লোকের হাতে ছেড়ে যাবে। সুতরাং কুরায়শ ও গাতফান গোত্রকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা তোমাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করব না, যতক্ষণ না তোমাদের লোকজন আমাদের নিকট যিম্মী স্বরূপ রাখ। ওরাও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। মহান আল্লাহ্ উভয় দলের মধ্যে পরস্পর অবিশ্বাস সৃষ্টি করে তাদের লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করে দিলেন। উপরন্তু শীতকালীন প্রচন্ড শীতের রাতে ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করলেন। তাতে তাদের পাতিল ডেকচি উল্টে গেল এবং থালা-বাসন দূরে বহুদুরে উড়ে গেল। মূসা ইব্ন উকবা নুয়াইম ইব্ন মাসঊদ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন ইব্ন ইসহাকের এই বর্ণনা তার চাইতে উত্তম। বায়হাকী মূসা ইব্ন উক্‌বা সূত্রে তাঁর দালাইল গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। ওই বর্ণনার মূল কথা হল– নুয়ায়ম ইব্ন মাসঊদ যা শুনতেন তা প্রচার ও প্রকাশ করে দিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন ইশার সময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে ডেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ওহে! এদিকে এস! তিনি এলেন। তিনি বললেন, তুমি কি দেখে এসেছ। ওদিকের খবর কী ? তিনি বললেন, কুরায়শ ও গাতফানের লোকেরা বনূ কুরায়যার নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছে যে, তারা যেন ওদের সাথে মিলে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়। বনূ কুরায়যার লোকেরা বন্ধক চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জামানত স্বরূপ সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে বন্ধক রাখার শর্তে তারা হুয়াই ইব্ন আখতাবের প্ররোচনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) নুয়াইমকে বললেন, আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলব তা তুমি কারো নিকট প্রকাশ করো না। তিনি বললেন, বনূ কুরায়যা গোত্র আমার নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছে যে, ওদের মিত্র বনূ নযীর গোত্রকে যদি মদীনায় এনে ওদের বাড়ী-ঘর ও ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দিই তাহলে তারা আমার সাথে মীমাংসায় পৌঁছবে।একথা শুনে নুয়াইম ইব্ন মাসঊদ গেলেন গাতফান গোত্রের নিকট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ও বলেছিলেন যে, اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ وَعَسٰى اَنْ يَصْنَعَ اللّٰهُ لَنَا –যুদ্ধ হল কৌশল মাত্র। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কল্যাণের কোন একটি ব্যবস্থা করে দেবেন। নুয়াইম এলেন গাতফান ও কুরায়শ গোত্রের লোকজনের নিকট এবং তাদেরকে বানূ কুরায়যার মীমাংসা প্রস্তাবের কথা জানালেন। তারা অবিলম্বে বনূ কুরায়যার নিকট ইকরামার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়ে। ঘটনাক্রমে

সেদিন ছিল শনিবার। তাই ইয়াহূদীগণ শনিবারের দোহাই দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকার করে। তারপর তারা আবার মানুষ বন্ধক চায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা উভয় পক্ষের মধ্যে সন্দেহ ও বিরোধ সৃষ্টি করে দেন। আমি বলি যে, সম্ভবত বনূ কুরায়যা গোত্র চেষ্টা-সাধনার পর ও কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের সাথে সমঝোতায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মীমাংসার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল যে, বনূ নযীর গোত্রকে মদীনায় ফিরিয়ে আনলে তারা তাঁর সাথে একটি মীমাংসায় পৌঁছবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, শত্রুপক্ষের ঐক্যের ফাটল ধরার সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছে। তখন শত্রুপক্ষ রাতের বেলা কী করছে তা দেখে আসার জন্যে তিনি হযরত হুযায়ফাকে পাঠালেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কুরাযী থেকে। তিনি বলেন, কূফার একজন লোক হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-কে বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছেন এবং তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন ? হুযায়ফা (রা) বললেন, হাঁ, হে ভাতিজা ! সে লোকটি বলল, তবে আপনারা তখন কী করতেন তা আমাদেরকে জানান। হুযায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম, তখন আমরা সাধ্যমত পরিশ্রম করতাম। লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পেতাম তবে আমরা তাঁকে মাটিতে পা ফেলতে দিতাম না কাঁধে নিয়ে রাখতাম। হুযায়ফা (রা) বললেন, ভাতিজা, শোন, একটি ঘটনা তোমাকে বলি। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খন্দক যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলাম। রাতের কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন "কে আছ এই মুহূর্তে শত্রুপক্ষের নিকট গিয়ে ওদের অবস্থা দেখে ফিরে আসবে এবং বিনিময়ে আমি দু'আ করি সে আমার জান্নাতের সাথী হবে। খবর জেনে ফিরে আসার শর্ত লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রচণ্ড ক্ষুধা, অসহ্য ঠাণ্ডা ও ভয়-ভীতির কারণে কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। কেউ যখন প্রস্তুত হল না তখন তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন। সুনির্দিষ্টভাবে আমাকে ডাক দেয়ায় আমার না উঠে উপায় ছিল না। তিনি আমাকে বললেন, হে হুযায়ফা ! তুমি যাও, শত্রুপক্ষের ভেতরে প্রবেশ কর, তারপর দেখে নাও ওরা কী করছে। আমার নিকট ফিরে আসার পূর্বে এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না। হুযায়ফা বলেন, আমি গেলাম। ওদের দলের মধ্যে ঢুকে গেলাম। ঝঞ্ঝা বায়ু ও আল্লাহ্র প্রেরিত প্রাকৃতিক শক্তি তখন সেখানে যা করার করছিল তাদের ডেকচি-পাতিল, আগুন ও তাঁবু কিছুই স্থির থাকছিল না। সব উপড়ে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা। তখন আবূ সুফিয়ান দাঁড়িয়ে বলল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! প্রত্যেকেই নিজের পাশের লোকের পরিচয় জেনে নাও এবং তার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। হুযায়ফা (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি আমার পাশের লোকটিকে[১] বললাম, তুমি কে হে ? সে বলল, আমি অমুকের পুত্র অমুক।

হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে ফিরে চললাম। তাঁর নিকট যখন এসে পৌঁছি তখন তিনি তাঁর এক সহধর্মিণীর নক্শী চাদর গায়ে নামায পড়ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে আমাকে তাঁর পদদ্বয়ের নিকট চাদরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললেন এবং

---

১. টীকা ঃ ঘটনাচক্রে তখন তার ডানে বায়ে মুআবিয়া ও আমর ইবনুল আস অবস্থান করছিলেন। – দ্র. পাদটীকা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া পৃ ৩. (শেষাংশ) শারহে মাওয়াহিল লাদুন্নিয়া এর বরাতে।

চাদরের এক মাথা আমার উপর ছড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি রুকূ করলেন, সিজদা করলেন। আমি তখনও তাঁর চাদরের মধ্যে, তাঁর সালাম ফিরানোর পর আমি তাঁকে শত্রুপক্ষের অবস্থান জানালাম। এদিকে কুরায়শদের মক্কা যাত্রার কথা গাতফান গোত্রের লোকেরা জানতে পায়। ফলে তারাও অবিলম্বে নিজেদের দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এ সনদটি বিচ্ছিন্ন।

ইমাম মুসলিম (রা) এই হাদীছ তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন আমাশ - - - - ইয়াযীদ তায়মী থেকে। তিনি বলেছিলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর পাশে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পেতাম তবে তাঁর সাথী হয়ে জিহাদ করতাম এবং যে কোন বিপদ হাসিমুখে বরণ করে নিতাম। তখন হুযায়ফা (রা) ওকে পূর্ব বর্ণিত ঘটনাটি আনুপূর্বিক বললেন। তুমি কি তাই করতে ? তবে তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এ কাজের জন্য তিন তিনবার আহ্বান করার পর তাকে নাম ধরে আহ্বান করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে।

হুযায়ফা (রা) ঐ প্রসঙ্গে তাতে বাড়তি বলেন, আমি রওয়ানা করলাম। আমি হাঁটছিলাম এমনভাবে যে, আমি যেন গোসল খানার উষ্ণতা অনুভব করছিলাম। অর্থাৎ প্রচণ্ড শীতের সামান্য ও আমি অনুভব করিনি। তিনি আরও বলেন ঃ আমি ওদের নিকট পৌঁছে যাই। সেখানে দেখি আবূ সুফিয়ান আগুনের দিকে পিঠ করে আগুন পোহাচ্ছে। আমি আমার ধনুকে তীর সাজিয়ে ফেলি এবং তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হই। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ আমার স্মরণে আসে যে, "আমার তরফে ওদের কাউকে ভয় পাইয়ে দিয়োনা যেন। আমি থেমে যাই। কিন্তু যদি তখন তীর নিক্ষেপ করতাম তবে আমি নিশ্চিত যে, তা লক্ষ্য ভেদ করতো। আমি ওখান থেকে ফিরে এলাম যেন গোসল খানার উষ্ণতার মধ্যে হাঁটছি। আমি এসে পৌঁছি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে আসার পথে আমি আবার ঠাণ্ডা অনুভব করি। শত্রুপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে আমি তাঁকে অবহিত করি। তিনি যে জুব্বা পরিধান করে নামায পড়ছিলেন তার অতিরিক্ত অংশ দ্বারা তিনি আমার শরীর ঢেকে দিলেন। সকাল পর্যন্ত আমি বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি। ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডেকে বললেন, হে ঘুম কাতুরে ব্যক্তি উঠ!

হাকিম এবং হাফিয বায়হাকী তার দালাইল গ্রন্থে এ হাদীছটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন ইকরামা ইব্‌ন আম্মার - - - - আব্দুল আযীয সূত্রে। আব্দুল আযীয হলেন হুযায়ফা (রা)-এর ভাতিজা। তিনি বলেন, একদিন হুযায়ফা (রা) তাঁর সহচরদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহে উপস্থিত থাকার কথা বর্ণনা করছিলেন। তাঁর সহচরগণ বললেন,

---

(দ্রঃ) এরপর আবূ সুফিয়ান বলল, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র কসম, এখন তোমরা সুস্থির অবস্থানে নেই। রসদ পত্র, পশু-প্রাণী, খাদ্য দ্রব্য সব এখন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ওই দিকে বানূ কুরায়যা গোত্র আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। ওদের সম্পর্কে আমরা যে সংবাদ পেয়েছি তা দুঃখজনক। প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ুতে আমাদের এখন কী যে অবস্থা তাতো সকলেই দেখতে পাচ্ছ। ঝড়ের আঘাতে আমাদের হাড়ি পাতিল স্থির থাকে না আগুন নিভে যাচ্ছে এবং আমাদের বাসস্থান তাঁবু কিছুই টিকে থাকছে না। সুতরাং সবাই মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু কর। আমি চললাম। একথা বলে সে পাশেই বাঁধা উটের পিঠে সওয়ার হল। পিঠে উঠেই সে চাবুক মারল পিঠে তিন পায়ে লাফিয়ে ছুটতে লাগল সেটি। পূর্ণ গতিতে উটটি যাত্রা করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার অঙ্গীকার ছিল যে, তাঁর নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন ঘটনা ঘটাবনা। এই অঙ্গীকার না থাকলে আমি অনায়াসে তীর নিক্ষেপে আবূ সুফিয়ানকে হত্যা করতে পারতাম।

"আল্লাহ্র কসম, আমরা যদি ওই সময় থাকতাম তবে এমন এমন উল্লেখযোগ্য কাজ করতাম। হুযায়ফা (রা) বললেন, ওই রকম অবস্থান কামনা করোনা। শোন আমরা খন্দকের যুদ্ধে রাত্রিবেলা ওখানে ছিলাম। আমরা সকলে সারিবদ্ধভাবে বসা আছি। আবূ সুফয়ান ও তার বাহিনী অবস্থান করছে আমাদের উপরের দিকে। আর বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা আমাদের নীচের দিকে। ওরা আমাদের নারী ও শিশুদের উপর আক্রমণ করে কিনা আমরা সেই আশংকায় ছিলাম। ওই রাতের চেয়ে অধিক ঠাণ্ডা, অন্ধকারও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাত আমাদের জীবনে আর আসেনি। বাতাসের শব্দে বজ্রের নিনাদ। চারিদিকে অথৈ অন্ধকার। আমাদের কেউ নিজের আঙ্গুলটি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিল না। মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছিল। তারা বলছিল, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে ওগুলো অরক্ষিত ছিল না। যে-ই অনুমতি চাচ্ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেই অনুমতি দিয়ে দিচ্ছিলেন। আর মুনাফিকরা অনুমতি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কৌশলে সরে পড়ছিল। আমরা প্রায় তিনশ জনের মত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যক্তিগতভাবে একে একে আমাদের সবার নিকট এলেন। এক পর্যায়ে তিনি আমার নিকট এলেন। আমার নিকট শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার কোন ঢাল ও ছিল না আর ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার কোন জামা কাপড়ও ছিল না। আমার স্ত্রীর একটি ছোট্ট চাদর আমার কাছে ছিল বটে। সেটি আমার হাঁটুর নীচে পৌঁছতো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট এলেন। তখন আমি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম। তিনি বললেন, এ লোকটি কে ? আমি বললাম, আমি হুযায়ফা। তিনি বললেন, হুযায়ফা! তুমি যে একেবার মাটির সাথে মিশে আছ ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দাঁড়াতে চাইনা বলে তা করেছি। এরপর আমি দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, শত্রু শিবিরে একটি অবাক ঘটনা ঘটবে– তুমি গিয়ে ওই সংবাদ নিয়ে আমার নিকট ফিরে আসবে। হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি তখন ছিলাম সর্বাধিক ভীতি গ্রস্ত ও ঠাণ্ডায় আক্রান্ত মানুষ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালনের জন্যে আমি বের হলাম। তিনি আমার জন্যে দু'আ করে বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ হে আল্লাহ্ ! ওকে হিফাযত করুন তার সামনের দিক থেকে, পেছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং তার উপরের দিক ও নীচের দিক থেকে। হুযায়ফা বলেন, আল্লাহ্র কসম, তখন থেকে আমার মধ্যে কোন ভীতি বা ঠাণ্ডাকাতর ভাব আসেনি।

তিনি বলেন, আমি যখন যাত্রা করলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে হুযায়ফা ! আমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি শত্রু-শিবিরে কোন ঘটনা ঘটাবে না। হুয়ায়ফা বলেন, আমি বের হলাম। শত্রু সৈন্যদের কাছাকাছি এসে দেখলাম ওদের ওখানে আগুন জ্বলছে। আগুনের আলোতে আমি জনৈক হৃষ্টপুষ্ট এবং কালো বর্ণের একজন লোককে দেখতে পেলাম। সে আগুন পোহাচ্ছিল এবং কোমরে গরম হাত বুলাচ্ছিল। আর বলছিল, যাত্রা কর। যাত্রা কর। ইতিপূর্বে আমি আবূ সুফয়ানকে চিনতাম না। আমি আমার তুনীর থেকে একটি তীর বের করে ধনুকে যোজন করি। আগুনের আলোতে ওকে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে আমি ওই লোকের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ আমার স্মরণ হল। তিনি বলেছিলেন আমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন ঘটনা ঘটাবে না। আমি থেমে গেলাম। তীর পুনরায় তুনীতে ভরে নিলাম। এরপর আমি দুঃসাহসী হয়ে উঠলাম। যেতে যেতে শত্রু সেনাদের ভেতরে ঢুকে

গেলাম। আমার পাশের লোকটি ছিল বনূ আমির গোত্রের লোক। তারা ডাকাডাকি করে বলছিল, হে আমির গোত্রের লোকেরা! ফিরে চল। ফিরে চল। এখানে আর থাকা যাবে না। শত্রু সৈন্যের ওখানে শুরু হল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ূ। ঝড়ের দাপটে ওরা এক বিঘতও সম্মুখে অগ্রসর হতে পারছিল না। আল্লাহ্র কসম! ওদের তাঁবুতে ও বিছানায় আমি পাথরের শব্দ শুনছিলাম, ঝড়ের আঘাতে ওই পাথরগুলো উড়ে এসে ওদের তাঁবুতে পড়ছিল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসার জন্যে ফিরতি যাত্রা করি। অর্ধপথ অতিক্রম করার পর আমার সাথে সাক্ষাত হয় পাগড়ী পরিহিত প্রায় ২০ জন অশ্বারোহী ব্যক্তির। তারা আমাকে বলল, তোমার সাথী অর্থাৎ নবী করীম (সা)-কে জানিয়ে দিবে যে, তাঁর পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন।

হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি তাঁর চাদর গায়ে নামায পড়ছিলেন। আমি ওখানে পৌঁছার সাথে সাথে আমার শীতের অনুভূতি ফিরে আসে এবং আমি অসুস্থ বোধ করতে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযে ছিলেন। তিনি আমাকে হাতে ইশারা করলেন। আমি তাঁর খুব কাছে গেলাম। তাঁর চাদরের এক অংশ তিনি আমার উপর ছেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, কোন বড় সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি নামাযে মনোনিবেশ করতেন। আমি শত্রু পক্ষের খবর তাকে জানাই যে, আমি দেখে এসেছি ওরা সকলে চলে যাচ্ছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসংগে নাযিল হয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ .... وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ـ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ূ এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল এবং মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয় এবং ওদের একদল বলেছিল, হে ইয়াছরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল, এবং ওদের একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিল, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্যে। যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে ওদেরকে বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচিত করত তারা অবশ্যই তা-ই করত। ওরা তাতে কাল বিলম্ব করত না। এরা তো পূর্বেই আল্লাহ্র সাথে অংগীকার করেছিল যে, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র সাথে কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে। বলুন, তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে। বলুন,কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমংগল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদের অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন কে তোমাদের ক্ষতি করবে ? ওরা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই

জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃ-বর্গকে বলে-"আমাদের সাথে আস" ওরা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়। তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতা বশত। যখন বিপদ আসে তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে মুর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টিয়ে ওরা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন ওরা ধনের লালসায় তোমাদের -কে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। ওরা ঈমান আনেনি।এজন্যে আল্লাহ্ ওদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষে তা সহজ। ওরা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে তখন ওরা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। ওরা তোমাদের সংগে অবস্থান করলেও ওরা যুদ্ধ অল্পই করত। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল ওরা বলে উঠল, এতো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে সত্যই বলেছিলেন, আর তাতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অংগীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করেনি। কারণ, আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদিতার জন্যে এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ওদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। কিতাবীদের মধ্যে যারা ওদেরকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। এখন তোমরা ওদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে করছ বন্দী। এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন ওদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যা তোমরা এখনও পদানত করনি। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৩, আহযাব ঃ ৯-২৭)। "কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধ ও ব্যর্থ মনোরথ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিয়ে দিয়েছেন" অর্থাৎ প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ূ, ফিরিশতা এবং অন্যান্য উপায়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। "মু'মিনদের জন্যে যুদ্ধে আল্লাহ্ই যথেষ্ট" অর্থাৎ মু'মিনদের যুদ্ধ করতে হয়নি, শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়নি; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরত ও শক্তিতে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে এ বিষয়ে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বাক্য পাঠ করতেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلاَ شَىْءَ بَعْدَهُ *

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বিজয় দান করেছেন। তিনি একাই সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তিনি ব্যতীত কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ - মু'মিনদের জন্যে যুদ্ধে আল্লাহ্ই যথেষ্ট) আয়াতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানদের মাঝে ও মক্কার মুশরিকদের মাঝে যুদ্ধাবস্থা শেষ হয়ে গিয়েছে। মুশরিকদের পক্ষ থেকে আক্রমণের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে তাই ঘটেছে। খন্দকের যুদ্ধ থেকে পালানোর পর কুরায়শ সম্প্রদায় আর কোন সময় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে পারেনি। যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে পারেনি। এ প্রসংগে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধে উপস্থিত কুরায়শ বাহিনী খন্দক যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ لَنْ تَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ এই বছরের পর কুরায়শরা আর কখনও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে না যুদ্ধ আক্রমণ করবে না; বরং তোমারই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আক্রমণ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুতঃ এরপর কুরায়শরা আর কোনদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে আসেনি। বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এমন হতে হতে এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয় করিয়েছিলেন। এটি ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া - - - - সুলায়মান ইব্ন সারদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এখন আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে না। ইমাম বুখারী (র) ইসমাঈল ও সুফিয়ান ছাওরী - - - - সুলায়মান ইব্ন সারদ সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, খন্দকের যুদ্ধে বনূ আব্দ আশহাল গোত্রের তিনজন লোক শহীদ হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন– সাদ ইব্ন মু'আয (রা) তাঁর শাহাদত বরণের বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। আনাস ইব্ন আওফ ইব্ন আতীক ইব্ন আমর এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাহল। এছাড়া আরো যারা শহীদ হয়েছিলেন তারা হলেন– তুফায়ল ইব্ন নু'মান, ছা'লাবা ইব্ন গানামা - তাঁরা দু'জন জুশ্ম গোত্রের লোক এবং কা'ব ইব্ন যায়দ আল নাজ্জারী একটি অজ্ঞাতনামা তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ওই যুদ্ধে মুশরিক পক্ষে নিহত হয় তিনজন। তারা হল মুনাব্বিহ ইব্ন উছমান ইব্ন উবায়দ ইব্ন সাববাক ইব্ন আবদুদ্দার। সে তীরের আঘাতে আহত হয়েছিল এবং মক্কায় পৌঁছে মারা যায়। নাওফল ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগীরা। সে ঘোড়াসহ পরিখার মধ্যে নেমে পড়েছিল। তারপর সেখানে ছুটোছুটি করছিল। সেখানেই সে নিহত হয়। তার লাশের বিনিময়ে মোটা অংকের অর্থ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল মুশরিক পক্ষ। এ বিষয়টি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। মুশরিকদের তৃতীয় নিহত ব্যক্তি হল আমর ইব্ন আব্দ উদ্দ আমিরী। হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাকে হত্যা করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জেনেছি যে, যুহরী বলেছেন, ওই দিন হযরত আলী (রা) আমর ইব্ন আব্দ উদ্দ এবং তারপুত্র হাস্ল ইব্ন আমর দু'জনকেই হত্যা করেছিলেন। ইব্ন হিশাম বলেন, কেউ বলেছেন, ওর নাম আমর ইব্ন আব্দ উদ্দ আর কেউ বলেছেন আমর ইব্ন আব্দ।

গায্ওয়া বনূ কুরায়যা

ইসলামের দুশমনদের কুফরী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং খন্দকের যুদ্ধে কাফির দলের সঙ্গে সহযোগিতা সহমর্মিতার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরকালের কঠোর শাস্তি ছাড়াও দুনিয়ার জীবনেই মর্মন্তুদ শাস্তিতে নিপতিত করেছেন। কাফির দলের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা কোন কাজেই আসেনি। বরং তারা আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোষানলে পতিত হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষয়-ক্ষতি ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَرَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ـ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ـ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ ـ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاسِرُوْنَ فَرِيْقًا وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ ـ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا *

আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান। পরাক্রমশালী। কিতাবীদের মধ্যে যারা ওদেরকে সাহায্য করছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ আর কতককে করছ বন্দী। আর তিনি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে অধিকারী করেছেন তাদের ভূমি ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ এবং এমন ভূমির, যাতে তোমরা এখনও পদার্পন করনি। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৩-আহ্যাব ঃ ২৫-২৭)।

বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল - - - - আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ-জিহাদ এবং হজ্জ ও উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করে এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ

لا اله الا الله وحده لاَ شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون ـ صدق الله وعده ونصر عبده وهذم الاحزاب وعده ـ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, তিনিই প্রশংসার মালিক। তিনি সমস্ত কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী তাওবাকারী, রবের ইবাদতকারী ও সিজদাকারী এবং তাঁরই প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যুষে খন্দক যুদ্ধ থেকে

মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আর মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলেন। ইমাম যুহ্‌রী (রা-এর বর্ণনামতে যুহরের সময় হযরত জিবরাঈল (আ) রেশমী বস্ত্রের পাগড়ি পড়ে খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এলেন। খচ্চরটির পিঠে একটি মোটা রেশমী চাদর বিছানো ছিল। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি হাতিয়ার খুলে ফেলেছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইতিবাচক জবাব দিলে জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, ফেরেশতারাতো এখনো অস্ত্র খুলেননি। আর আমি ফিরে এসেছি কাফির সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য। হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হতে। আর আমিও তাদের দিকে ধাবিত হওয়ার মনস্থ করেছি। আমি তাদের অভ্যন্তরে ফাটল ধরাবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন ঘোষককে লোকজনের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করার নির্দেশ দান করেন ঃ যে এ ঘোষণা শুনছে এবং অনুগত রয়েছে এমন ব্যক্তিরা যেন বনূ কুরায়যার জনপদে না পৌঁছে আসরের সালাত আদায় না করে। ইবন হিশামের বর্ণনা মতে (এ সময়) রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূমকে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আর ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা সূত্রে হযরত আইশা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে অস্ত্র খুলে গোসল করার সাথে সাথে জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর নিকট আগমন করে বললেন– আপনি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন ? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এখনো অস্ত্র খুলিনি। আপনি ওদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ুন! তিনি জানতে চাইলেন, কোন্ দিকে ? জিব্‌রাইল (আ) বললেন, এদিকে। একথা বলে তিনি বনূ কুরায়যার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তখন নবী করীম (সা) বের হয়ে পড়লেন। ইমাম আহমদ (র) হাসান ও আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহযাব যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে গোসল করার জন্য গোসল খানায় প্রবেশ করলে তাঁর নিকট হযরত জিব্‌রাঈল (আ) আগমন করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে আমি জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখতে পাই যে, তাঁর মাথায় ধুলাবালি লেগে আছে। তখন তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনারা কি অস্ত্র খুলে রেখেছেন ? আমরাতো এখনো অস্ত্র খুলিনি। আপনি দ্রুত বনূ কুরায়যা অভিমুখে রওয়ানা করুন।

ইমাম বুখারী (র) মূসা, জারীর - - - -আনাস ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ কুরায়যা অভিমুখে রওয়ানা করেন তখন বনূ গনম এর গলিতে জিব্‌রাঈল (আ)-এর সওয়ারীর (চলাচলের ফলে উত্থিত) ধূলাবালি যেন আমি নিজ চক্ষে অবলোকন করছি। অতঃপর ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আহযাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বনূ কুরায়যার এলাকায় না পৌঁছে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। পথে কারো কারো আসরের সালাতের সময় হয়ে যায়। তখন কেউ কেউ বললেন, আমরা বনূ কুরায়যায় জনপদে না পৌঁছে আসরের সালাত আদায় করবো না। আবার কেউ কেউ বললো, বরং আমরা সালাত আদায় করে নেবো। আমরা সালাত আদায় না করি এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল না, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলোচনা করা হলে তিনি কারো ক্ষেত্রেই অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করলেন না। মুসলিম (র) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসমা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী হাফিয আবূ আবদুল্লাহ কাযী আবূ বকর আহ্‌মদ ইব্‌ন হাসান-এর সূত্র উল্লেখ করেন ঃ আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন

মালিক তাঁর চাচা উবায়দুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহযাব এর অনুসন্ধান শেষে ফিরে এসে লৌহ বর্ম খুলে ফেলে গোসল করলে হযরত জিব্‌রাঈল (আ) এসে বললেন ঃ আপনি তো দেখছি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়েছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনি লৌহ বর্ম খুলে ফেলেছেন। আমরা তো এখনো তা খুলিনি, বর্ণনাকারী বলেন যে, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যস্ত হয়ে উঠেন এবং সকলকে এ মর্মে তাগিদ দেন যে, তারা যেন বনূ কুরায়যার জনপদে পৌঁছেই আসরের সালাত আদায় করেন। রাবী বলেন যে, সকলেই অস্ত্র ধারণ করেন এবং বনূ কুরায়যার জনপদে পৌঁছার পূর্বেই সূর্য অস্তমিত হয়। সূর্যাস্ত কালে লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাদের একদল বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে তাকীদ করেছেন যে, আমরা যেন বনূ কুরায়যার জনপদে না পৌঁছে আসরের সালাত আদায় না করি। তাই আমরা তার তাকীদ অনুযায়ী কাজ করেছি। সুতরাং নামায আদায় না করায় আমাদের কোন গুনাহ্ হবে না। সাওয়াবের আশায় একদল সালাত আদায় করেন আর অপর দল সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায আদায়ে ক্ষান্ত থাকেন। সুতরাং তারা সাওয়াবের আশায় বনূ কুরায়যার জনপদে পৌঁছে সালাত আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দু'দলের কাউকেই ভর্ৎসনা করেননি। বায়হাকী (র) আবদুল্লাহ্ আল-উমরী সূত্রে - - - - আইশার বরাতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাছে ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আগমন করে তাঁকে সালাম দিলে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। আমিও রাসূল (সা)-এর সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাই। দেখতে পাই যে, তিনি (আগন্তুক ব্যক্তি) দিহ্ইয়া আল-কালবী। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, ইনি জিব্‌রাঈল (আ)। বনূ কুরায়যা অভিমুখে যাত্রা করার জন্যে তিনি আমাকে বলে গেলেন। জিব্‌রাঈল (আ) বললেন, আপনারা তো অস্ত্র খুলে ফেলেছেন। কিন্তু আমরা এখনো অস্ত্র খুলিনি। মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করে আমরা হাম্‌রাউল আসাদ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আর এটা সে সময়ের কথা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর সাহাবীগণকে বলেন যে, আমি তোমাদেরকে জোর নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা বনূ কুরায়যার জনপদে না পৌঁছে আসরের সালাত আদায় করবে না। তাঁরা সেখানে পৌঁছার পূর্বেই সূর্য অস্ত যায়। তখন একদল বললো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এটা অভিপ্রেত ছিল না যে, তোমরা নামায ত্যাগ করবে; কাজেই তোমরা পথেই (সময়মত) নামায আদায় করে নাও। অপর দল বলে, আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশের উপর কঠোরভাবে অটল রয়েছি। কাজেই আমাদের কোন গুনাহ হবে না। তাই ছাওয়াব লাভের আশায় একদল সালাত আদায় করেন আর সাওয়াবের প্রত্যাশায় অপর দল সালাত আদায়ে বিরত থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দুদলের কোন দলের প্রতিই কঠোরতা দেখাননি। আল্লাহ্‌র নবী বের হয়ে বনূ কুরায়যার এক দল লোকের সমাবেশের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে জিজ্ঞেস করলেন এর মধ্যে তোমাদের নিকট দিয়ে কেউ কি অতিক্রম করেছে ? তারা বললো, একটা খচ্চরে চড়ে দিহ্ইয়া কালবী এ দিক দিয়ে গিয়েছেন। খচ্চরটির পিঠে একটা রেশমী চাদর বিছানো ছিল। তিনি বললেন, ইনি ছিলেন জিব্‌রাঈল (আ)। বনূ কুরায়যাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন। নবী করীম (সা) তাদেরকে অবরোধ করে ফেললেন এবং সাহাবীগণকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন তাঁকে ঘিরে শত্রু থেকে আড়াল করে রাখেন। যাতে তিনি নিজেই তাদের কথা শুনতে পান। নবী করীম (সা) তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে শূকর আর বানরের সমগোত্রীয়রা!

২৯ —

তারা বললো ঃ হে আবুল কাসিম! তুমি তো কোন দিন অশ্লীল ভাষী ছিলে না। মুসলমানরা বনূ কুরায়যাকে অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা হযরত সা'দ ইব্ন মু'আযকে সালিশ মানতে রাযী হল। তিনি ছিলেন বনূ কুরায়যার মিত্র। সা'দ ইব্ন মু'আয্ (রা) তাদের ব্যাপারে রায় দেন যে, তাদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক আর নারী এবং শিশুদেরকে বন্দী করা হোক। আইশা (রা) প্রমুখ থেকে বিভিন্ন উত্তম সনদে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

আসরের নামায আদায়ের ব্যাপারে কাদের মত সঠিক ছিল। এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সর্বসম্মত অভিমত এইযে, উভয় পক্ষই ছাওয়াব এবং মাগফিরাত পাবেন। তাদের মধ্যে কোন পক্ষই ভর্ৎসনীয় নন।

তবে একদল আলিম বলেন যে, সে দিন যারা নির্ধারিত সময়ের পর বনূ কুরায়যার জনপদে গিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন তারাই সঠিক কাজটি করেছিলেন। কারণ, সে দিন নামায বিলম্বিত করার নির্দেশ ছিল একটা বিশেষ নির্দেশ। কাজেই শরীআত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করার সাধারণ নির্দেশের উপর এ বিশেষ নির্দেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন হায্ম যাহিরী কিতাবুল সীরাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ মহান আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন যে, আমরা সেখানে উপস্থিত থাকলে বনূ কুরায়যার জনপদে উপস্থিত না হয়ে সালাত আদায় করতাম না। কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হলেও আমরা তাই করতাম। তাঁর এ উক্তি শরীঅতের বাহ্যিক নির্দেশের উপর আমল করার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে অপর একদল আলিম বলেন ঃ যথা সময়ে যারা সালাত আদায় করেছিলেন তারাই সঠিক কাজটি করেছিলেন। কারণ, তারা বুঝেছেন যে, এ নির্দেশের তাৎপর্য হচ্ছে বনূ কুরায়যার জনপদে তাড়াতাড়ি পৌঁছা ; সালাত বিলম্বিত করা এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল না। ওয়াক্তের শুরুতে সালাত আদায় করা উত্তম– বাহ্যিক এ প্রমাণের দাবী অনুযায়ী তাঁরা আমল করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাউকেই ভর্ৎসনা করেননি এবং পুনরায় সালাত আদায়ের নির্দেশও দেননি। যেন সেদিন সালাত আদায়ের ওয়াক্তই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য যারা সালাত বিলম্বিত করেছিলেন তারা যা বুঝেছিলেন তদনুযায়ী আমল করেছেন। এ কারণে তাঁরা ক্ষমার্হ বিবেচিত হয়েছেন। বিলম্বিত করার জন্যে বড় জোর তাদেরকে নামাযের কাযা আদায় করার নির্দেশ দেয়া যেতো। আর তাঁরা যথারীতি তা করেছেনও। অবশ্য যুদ্ধের ওযরে যিনি সালাত বিলম্বিত করাকে জাইয বলেন, যেমনটি ইমাম বুখারী (র) বুঝেছেন এবং ইতোপূর্বে উল্লিখিত হযরত ইব্ন উমরের হাদীছ দ্বারা তিনি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, নামায বিলম্বিত করা আর ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দেয় না, আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) কে পতাকাসহ অগ্রে প্রেরণ করেন এবং কিছু লোক তাঁর সাথে সাথে গমন করেন। আর মূসা ইব্ন উক্বা তাঁর মাগাজী গ্রন্থে ইমাম যুহ্রীর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুযায়ী রাসূলে করীম (সা) গোসল খানায় সবেমাত্র মাথার একাংশের চুল আঁচড়িয়েছেন। এমন সময় জিব্রাঈল (আ) লৌহবর্ম সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার চড়ে মসজিদের দরজার কাছে জানাযার নামায আদায়ের স্থানে

হাযির হলে রাসূল করীম (সা) তার দিকে এগিয়ে যান। এ সময় জিব্রাঈল (আ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন ? রাসূলে করীম (সা) বললেন, হাঁ। জিব্রাঈল (আ) বললেন, তবে আমরাতো আপনার নিকট শত্রু আগমন করার পর এখনও অস্ত্র খুলিনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করা পর্যন্ত আমি তো শত্রুর সন্ধানে রত ছিলাম। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর চেহারায় ধুলাবালির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এ সময় জিব্রাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে বলেন, আল্লাহ্তো আপনাকে বনূ কুরায়যার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার সঙ্গী ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আমি তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা তাদের দুর্গে কম্পন সৃষ্টি করবো। আপনি লোকজন নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়ুন। জিব্রাঈল (আ)-এর পিছু পিছু রাসূলে করীম (সা) বের হয়ে পড়লেন। তিনি বনূ গনমের একটা সমাবেশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। সেখানে তাঁরা রাসূল করীম (সা)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। রাসূল করীম (সা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মাত্র কোন অশ্বারোহী এদিক দিয়ে অতিক্রম করেছে কি ? তারা বলে, সাদা ঘোড়ায় চড়ে দিহ্ইয়া কালবী আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছেন। তার নীচে ছিল নকশী করা রেশমী চাদর। ঐতিহাসিকগণ বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) এ সময় বলেছেন যে, ইনি ছিলেন জিব্রাঈল (আ)। রাসূল করীম (সা) জিব্রাইল (আ)-কে দিহ্ইয়া কালবীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে অভিহিত করতেন। রাসূল করীম (সা) বললেন, তোমরা বনূ কুরায়যার জনপদে গিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেখানে আসরের সালাত আদায় করবে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় মুসলমানরা উঠে দাঁড়ালেন এবং বনূ কুরায়যা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লেন। তখন তারা একে অপরকে বলেন, তোমরা কি জাননা যে, রাসূল করীম (সা) তোমাদেরকে বনূ কুরায়যার জনপদে পৌঁছে সালাত আদায় করতে বলেছেন ? অন্যরা বললেন, সালাততো যথা সময় আদায় করতে হয়। একদল সালাত আদায় করলেন, অপর দল সালাত বিলম্বিত করলেন। এমন কি বনূ কুরায়যার জনপদে পৌঁছে সূর্যাস্তের পর তারা আসরের সালাত আদায় করলেন। একদল তাড়াতাড়ি আর অপর দল বিলম্বিত করে সালাত আদায়ের কথা রাসূল করীম (সা)-কে জানালে তিনি এদের কোন দলকেই নিন্দা করেননি।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব রাসূল করীম (সা)-কে এগিয়ে আসতে দেখে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ফিরে যান, ইয়াহূদীদের জন্য আপনার পক্ষে আল্লাহ্ যথেষ্ট। আলী (রা) রাসূল করীম (সা) এবং তাঁর সহধর্মিনিগণের সম্পর্কে তাদের মুখে কটুক্তি শুনেন। কিন্তু তা রাসূল করীম (সা) শুনুন এটা তিনি পসন্দ করলেন না। রাসূল করীম (সা) বললেন, তুমি আমাকে ফিরে যেতে বলছ কেন ? ইয়াহূদী বনূ কুরায়যার মুখ থেকে তিনি যা শুনেছিলেন তা তিনি তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখলেন। তখন রাসূল করীম (সা) বললেন, আমার মনে হয়, তুমি আমার সম্পর্কে তাদের মুখে কষ্টদায়ক কোন কথা শুনেছ। তা যেতে দাও। কারণ, আল্লাহ্র দুশমনরা আমাকে দেখলে তুমি যা শুনেছ, তার কিছুই বলবেনা।

রাসূল করীম (সা) ইয়াহূদীদের দুর্গে পৌঁছে তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে তাদেরকে শুনিয়ে বললেন, আর এরা ছিল দুর্গের চূড়ায় হে ইয়াহূদী সমাজ ! হে বানরের

গোষ্ঠী! এখন জবাব দাও। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের উপর লাঞ্ছনা নেমে এসেছে। একদল মুসলিম বাহিনী নিয়ে রাসূল করীম (সা) ইয়াহূদীদেরকে ১০ দিনের বেশী সময় অবরোধ করে রাখলেন। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব উপস্থিত হয়ে বনূ কুরায়যার দুর্গে আটকা পড়ে। মহান আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করলেন। এই অবরোধ তাদের কাছে দুর্বিষহ ঠেকে। এসময় তারা আনসারদের মিত্র আবূ লবাবা ইব্‌ন আবদুল মুনযিরকে চিৎকার করে ডাক দেয়। তখন আবূ লুবাবা বলেন, রাসূল (সা)-এর অনুমতি ছাড়া আমি তাদের কাছে যাব না। তখন রাসূল করীম (সা) তাকে বলেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম। আবূ লুবাবা তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা তাঁকে ঘিরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ঃ হে আবূ লুবাবা। তুমি কী মনে কর আর আমাদেরকে কী করতে বল ? কারণ, আমাদেরতো লড়াই করার মত ক্ষমতা নেই। তখন আবূ লুবাবা হাতের আঙ্গুল দ্বারা গলার দিকে ইঙ্গিত করে বুঝান যে, হত্যাই তাদের জন্যে অবধারিত। আবূ লুবাবা ফিরে এসে লজ্জিত হন এবং মনে করেন যে, তিনি গুরুতর অন্যায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি অন্তর থেকে খালিস তাওবা না করা পর্যন্ত রাসূল করীম (সা)-এর চেহারা মুবারকের দিকে তাকাবো না। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমার এই আন্তরিক তাওবা জানবেন। তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং মসজিদের একটা খাম্বার সাথে নিজেকে বেঁধে রাখেন। ঐতিহাসিকরা ধারণা করেন যে, তিনি প্রায় ২০ দিন এভাবে খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। আবূ লুবাবাকে অনুপস্থিত দেখে রাসূল করীম (সা) বললেন, আবূ লুবাবা কি মিত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এখনো ফিরে আসেনি ? আবূ লুবাবা যা করেছেন তা তাকে জানান হলে তিনি বললেন ঃ আমার এখান থেকে যাওয়ার পর সে ফ্যাসাদে পড়েছে। সে আমার নিকট উপস্থিত হলে আমি তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত চাইতাম। যখন এ কাজটা সে করেই এসেছে তখন তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত আমি তাকে তার স্থান থেকে সরাবো না। ইব্‌ন লাহিয়ার আবুল আসওয়াদ সূত্রে উরওয়ার বরাতে এরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাঁর মাগাযী গ্রন্থে যুহরী সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার একটা কূপের নিকট অবস্থান করেন। এ কূপটি 'আন্না কূপ' নামে পরিচিত ছিল। এখানে তিনি বনূ কুরায়যাকে ২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। এ অবরোধে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। হুয়াই ইব্‌ন আখতাবও তাদের সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করেছিল যখন কুরায়শ ও গাতফান গোত্রের লোকেরা তাদের নিকট থেকে ফিরে গিয়েছিল। হুয়াই এসেছিল কা'ব ইব্‌ন আসাদকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে। যখন বনূ কুরায়যার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, রাসূল করীম (সা) তাদের সঙ্গে লড়াই না করে ফিরে যাবেন না, তখন কা'ব ইব্‌ন আসাদ বলল, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমাদের যে দশা হয়েছে তাতো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমি তোমাদের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব রাখছি। এর মধ্য থেকে তোমরা যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার। তারা বললো ঃ প্রস্তাবগুলো কী ? সে বললো– (১) আমরা এ ব্যক্তির আনুগত্য করবো এবং তাঁকে সত্য বলে মেনে নেবো। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই প্রেরিত নবী। তোমরা তোমাদের গ্রন্থে যার

পরিচয় দেখতে পাও, ইনি হলেন সে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে তোমরা নিজেদের জীবন, সম্পদ, সন্তান এবং নারীদের নিরাপত্তা লাভ করতে পার। একথা শুনে তারা বলে উঠলো ঃ আমরা কখনো তাওরাতের বিধান ত্যাগ করবোনা, এবং তার পরিবর্তে অন্য কোন বিধান মেনেও নেবো না।

(২) কা'ব বলল ঃ তোমরা এটা মেনে নিতে অস্বীকার করলে এসো, আমরা আমাদের সন্তান আর নারীদেরকে হত্যা করি এবং উন্মুক্ত তরবারি হাতে মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। পেছনে কোন বোঝা রেখে যাবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আর মুহাম্মাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। ধ্বংসই যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে তা হলে আমরা এমনভাবে ধ্বংস হব যে, আমাদের পেছনে কোন বংশধর ছেড়ে যাবো না, যাদের জন্য আমাদের আশংকা থাকবে। আর যদি আমরা জয়ী হই তাহলে জীবনের শপথ করে বলছি, তাহলে নিশ্চিত আমরা নতুনভাবে নারী এবং সন্তান লাভ করবো। একথা শুনে তারা বলে উঠলো-- আমরা কি এ অসহায়দেরকে অকারণে হত্যা করবো ? এরপর জীবনের স্বাদ বলে কী আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে ?

(৩) কা'ব বলল ঃ তোমরা যদি এটাও মেনে নিতে অস্বীকার কর তবে আজকের রাত তো শনিবার রাত। হয়তো মুহাম্মাদ আর তার সঙ্গীরা এ রাতে আমাদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন। চলো, আমরা হামলা চালাই, মুহাম্মাদ এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর হয়তো আমরা অতর্কিত হামলা চালাতে সক্ষম হবো। তারা বললো, আমরা কি শনিবার দিনের অবমাননা করবো ? এদিনে আমরা কি এমন কাণ্ড করবো, যা ইতিপূর্বে যে ব্যক্তিই করেছে তার অবয়ব বিকৃতি ঘটেছে বলে তুমি নিজেও জানো। তখন সে বলল, তোমাদের কোন ব্যক্তির মায়ের পেট থেকে জন্মের পর সে এমন বোকার মতো কখনো রাত্রি যাপন করেনি। তারপর তারা রাসূল করীম (সা)-এর নিকট এ মর্মে বার্তা প্রেরণ করেন যে, বনূ আমর ইব্ন আওফের আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযিরকে আপনি আমাদের নিকট প্রেরণ করুন। বনূ কুরায়যা ছিল আওস গোত্রের মিত্র পক্ষ। তারা বললোঃ আমরা তার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবো। নবী করীম (সা) তাঁকে প্রেরণ করলেন। তাঁকে দেখে লোকেরা দণ্ডায়মান হলো। তাঁকে দেখেই নারী এবং শিশুরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এতে আবূ লূবাবার অন্তর বিগলিত হয়। তারা বলে, হে আবূ লুবাবা! তুমি কি মনে কর, আমরা কি মুহাম্মাদের নির্দেশ মতো দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবো ? আবূ লুবাবা বললেন, হাঁ। তিনি তাঁর হাতের দ্বারা গলার দিকে ইঙ্গিত করে বুঝালেন, যে তাদের জবাই হতে হবে। আবূ লূবাবা বলেনঃ যে আমার স্থান ত্যাগের পূর্বেই আমি বুঝতে পারি যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলা এবং তার রাসূলের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি। তারপর আবূ লুবাবা রাসূল করীম (সা)-এর নিকট আগমন না করে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে মসজিদের একটা খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলেন। তিনি বললেন, আমি যা করেছি সে জন্যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমি এ স্থান ত্যাগ করবো না। তিনি অঙ্গীকার করেন যে, আমি কখনো বনূ কুরায়যার জনপদে পা রাখবো না এবং সে জনপদে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি তাতে কখনো বিচরণ করবো না।

ইব্ন হিশাম, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

(سورة الانفال : ٢٧ ـ ٢٨)

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমরা পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমরা জেনে রাখবে যে, তোমাদের ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততিতো এক পরীক্ষা মাত্র এবং আল্লাহ্রই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। (আনফাল ঃ ২৭-২৮)।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ তিনি ৬ রাত পর্যন্ত খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিলেন। এ সময় নামাযের ওয়াক্ত হলে তাঁর স্ত্রী উপস্থিত হয়ে বন্ধন খুলে দিতেন। তিনি উযূ করে নামায আদায় করে পুনরায় নিজেকে বেঁধে ফেলতেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ্ তাঁর তাওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করলেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

আর অপর কতক লোক নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এক সৎ কর্মের সাথে অসৎ কর্ম মিশ্রিত করেছে। আল্লাহ্ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (৯- তাওবা ঃ ১০২)। পক্ষান্তরে মূসা ইব্ন উক্বা বলেন যে, তিনি খুঁটির সঙ্গে ২০ দিন বাঁধা ছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল করীম (সা)-এর উপর আবূ লুবাবার তাওবা কবূলের আয়াত নাযিল করেন রাতের শেষ প্রহরে। এ সময় রাসূল করীম (সা) হযরত উম্মে সালামার ঘরে ছিলেন। আয়াতটি নাযিল হলে নবী করীম (সা) মুচকি হাসতে লাগলেন। উম্মে সালামা (রা)-এর কারণ জিজ্ঞেস করলে নবী করীম (সা) তাঁকে জানান যে, মহান আল্লাহ্ আবূ লুবাবার তাওবা কবূল করেছেন। তিনি আবূ লুবাবাকে এ সুসংবাদ দানের জন্য রাসূল করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি চাইলে রাসূল (সা) তাঁকে অনুমতি দান করেন। উম্মে সালামা বের হয়ে আবূ লুবাবাকে এ সংবাদ দান করলে লোকেরাও ছুটে আসে সুসংবাদ দানের জন্য। লোকেরা তাকে বন্ধন মুক্ত করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! রাসূল করীম (সা) ছাড়া আর কেউই আমাকে বন্ধন মুক্ত করবেন না। রাসূল করীম (সা) ফজরের সালাতের জন্য বের হয়ে তাঁকে বন্ধন মুক্ত করলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোন এবং তাঁকে প্রসন্ন রাখুন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সা'লাবা ইব্ন সা'ইয়াহ ও উসায়দ ইব্ন সা'ইয়া এবং আসাদ ইব্ন উবায়দ এরা বনূ কুরায়যা বা বনূ নযীরের লোক ছিলেন না; বরং এরা ছিলেন বনূ হুহালের অন্তর্ভুক্ত। এদের বংশধারা আরো উপরে পৌঁছেছে। এরা ছিলেন ওদের জ্ঞাতি ভাই। রাসূল করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে যে রাত্রে বনূ কুরায়যাকে দুর্গ থেকে বের করা হয় সে রাত্রে এরা ইসলাম গ্রহণ

করেন। একই রাত্রে আমর ইব্ন সু'দা আল কুরাযীও দুর্গ থেকে বের হন। ইনি রাসূল করীম (সা)-এর পাহারাদারদের নিকট দিয়ে গমনকালে তারা জিজ্ঞেস করলেন-কে ? এ পাহারাদারদের নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা। তিনি জবাবে বলেন, আমর ইব্ন সু'দা আর ইনি বনূ কুরায়যার সঙ্গে যোগ দিয়ে রাসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাযী হননি। তিনি বলেছিলেন। لَا اَغْدِرُ بِمُحَمَّدٍ اَبَدًا আমি কখনো মুহাম্মাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবোনা। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা তাকে চিনতে পেরে বললেন ঃ

"হে আল্লাহ্! সম্মানিত ব্যক্তিদের পদস্খলন ক্ষমা করা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।" মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা তাকে চলে যেতে অনুমতি দিলেন। তিনি সোজা গিয়ে মসজিদে নব্বীতে উঠেন এবং সেখানে রাত্রিযাপন করেন। পর দিন তিনি সেখান থেকে বের হন; কিন্তু তারপর তিনি সেখান থেকে কোথায় যে গেলেন অদ্যাবধি তা জানা যায়নি। তার সম্পর্কে রাসূল করীম (সা)-কে অব্যাহতি করা হলে তিনি বলেন ঃ

ذاك رجل نجاه الله بوفائه

এ এমন ব্যক্তি যার বিশ্বস্ততার কারণে আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ কোন কোন লোকের ধারণা, বনূ কুরায়যার যে সব লোককে রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ইনিও ছিলেন। ভোরে তার রশি পড়ে থাকতে দেখা যায়; কিন্তু তিনি কোথায় গেলেন তা জানা যায়নি। তখন নবী করীম (সা) তার সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি করেন। ঘটনা কি ঘটেছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক আরো বলেন ঃ সকালে নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে বনূ কুরায়যা দুর্গের অভ্যন্তর থেকে বের হলে আওস গোত্রের লোকেরা এগিয়ে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরা আমাদের মিত্র পক্ষ; খায্‌রাজরা নয়। আমাদের খায্‌রাজী ভাইদের মিত্রদের সম্পর্কে আপনি পূর্বে যা করেছেন, করেছেন। অর্থাৎ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। মানে, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই এর আবেদনক্রমে বনূ কায়নুকাকে যেমন ক্ষমা করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক আরো উল্লেখ করেন যে, আওস গোত্রের লোকেরা রাসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে কথা বললে উনি বললেন ঃ

يا معشر الاوس الا ترضون فيهم رجل منكم

হে আওস সম্প্রদায়! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যকার একজনই ফায়সালা করবেন ? তারা বললো, জ্বী হাঁ, নিশ্চয়ই। রাসূল করীম (সা) এ সিদ্ধান্তের ভার অর্পণ করেন সা'দ ইব্ন মু'আয এর উপর। রাসূল করীম (সা) হযরত সা'দকে মসজিদে নববী সংলগ্ন একটা তাঁবুতে থাকতে দেন। এটি ছিল রুফায়দা নাম্নী আসলাম গোত্রের এক মহিলার তাঁবু। আর এ মহিলা আহত ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রূষা করতেন। রাসূল করীম (সা) সা'দকে বনূ কুরায়যার বিচারক নিযুক্ত করলে আওস গোত্রের লোকেরা তাঁর নিকট এসে তাঁকে গাধায় সওয়ার করে রাসূল করীম (সা)-এর দরবারে নিয়ে যান। আর তিনি ছিলেন একজন হৃষ্টপুষ্ট সুদর্শন পুরুষ। গাধার পৃষ্ঠে তাঁরা তাঁর জন্য একটা চামড়ার গদি বিছিয়ে দেন। তাঁরা তাঁকে বলেন ঃ হে

আবূ আমর! আপনার মিত্রদের সাথে সদয় ব্যবহার করবেন। কারণ, তাদের সঙ্গে সদাচার করার জন্যই রাসূল করীম (সা) আপনাকে তাদের বিচারক মনোনীত করেছেন। তারা হযরত সা'দকে পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ

تَدَاَنَ لِسَعْدٍ اَنْ لاَّ تَأْخُذَهُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ *

সা'দের জন্য সময় এসেছে যে, সে আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করবে না। একথা শুনে তাঁর গোত্রের কিছু লোক, যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরা বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের নিকট এবং সেখানে সা'দের প্রবেশের পূর্বেই বনূ কুরায়যার মৃত্যুর শোকবার্তা পৌঁছিয়ে দেন। হযরত সা'দ (রা) রাসূল করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ

قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ

তোমরা তোমাদের নেতার উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াও। কুরায়শী মুহাজিররা বলেন, একথা দ্বারা রাসূল করীম (সা) আনসারদেরকে সম্বোধন করেছিলেন। আর আনসারগণ বলেন যে, রাসূল করীম (সা) সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তা বলেছিলেন। তাঁরা সকলেই হযরত সা'দের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ান। তখন তাঁরা বলেন ঃ হে আবূ আমর ! রাসূল করীম (সা) আপনার মিত্রদের ব্যাপারে আপনাকে সালিশ মনোনীত করেছেন যাতে করে আপনি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করতে পারেন। তখন হযরত সা'দ বলেন ঃ আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তোমাদেরকে মেনে চলতে হবে। তাদের ব্যাপারে আমি যে নির্দেশ দেবো, তাই কি হবে চূড়ান্ত ফায়সালা ? তারা বললেন, হাঁ। হযরত সা'দ বললেন, আর যিনি এ দিকে রয়েছেন ? সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মানার্থে তিনি তার নাম নিলেন না। রাসূল করীম (সা) বললেন, হাঁ। তখন হযরত সা'দ বললাম, তাদের ব্যাপারে আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে, তাদের সম্পদ বন্টন করা হবে এবং শিশু আর নারীদেরকে বন্দী করা হবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আসিম ইব্ন উমর - - - - আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস লাইছী সূত্রে বলেন, রাসূল করীম (সা) হযরত সা'দকে বললেন ঃ

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ لِحُكْمِ اللّٰهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ اَرْقَعَةٍ *

"সপ্ত আসমান থেকে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী তুমি তাদের মধ্যে ফায়সালা করেছ। ইব্ন হিশাম বলেন, একজন আস্থাভাজন আলিম আমাকে বলেন যে, মুসলমানরা যখন বনূ কুরায়যাকে অবরোধ করে রাখে তখন হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং যুবায়র ইবনুল আওয়াম সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলেন ঃ হে ঈমানের বলে বলীয়ান বাহিনী! আল্লাহ্র কসম, বীর হামযা যা আস্বাদন করেছেন, আমিও তা আস্বাদন করবো; অথবা আমি দুর্গ জয় করে তাতে প্রবেশ করবো। তখন অবরুদ্ধরা বলে উঠে সা'দ ইব্ন মু'আয এর ফায়সালা সাপেক্ষে আমরা (দুর্গের ভেতর থেকে) বেরিয়ে আসছি।

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর - - - - আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে বলেন। হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয এর ফায়সালা সাপেক্ষে বনূ কুরায়যা গোত্র দুর্গ থেকে অবতরণ করলে রাসূল করীম

(সা) হযরত সা'দ-এর নিকট দূত প্রেরণ করেন। তিনি গাধায় আরোহণ করে আগমন করেন। তিনি মসজিদের নিকটবর্তী হলে নবী করীম (সা) বললেন ঃ قوموا لسيدكم اوخيركم তোমাদের নেতা বা উত্তম ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তোমরা উঠে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন ঃ এরা তোমার ফায়সালা সাপেক্ষে দুর্গ থেকে বের হয়ে এসেছে। হযরত সা'দ বললেন, তাদের মধ্যে যারা যোদ্ধা আমরা তাদেরকে হত্যা করবো আর তাদের সন্তানদেরকে আমরা বন্দী করবো। রাবী বলেন, তখন রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ قضيت بحكم الله তুমি আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ফায়সালা করেছ। কোন কোন বর্ণনায় بحكم الملك অর্থাৎ বাদশাহের নির্দেশ অনুযায়ী উল্লেখ রয়েছে। আবার কোন কোন বর্ণনায় কেবল ملك বা বাদশাহ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) শু'বা সূত্রে বিভিন্ন সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) হাজীন - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয তীর নিক্ষেপে আহত হলে লোকেরা তাঁর বাহুর রগ (اكحل) কেটে ফেলে এবং রাসূল করীম (সা) তাতে আগুন দ্বারা দাগান। এতে তাঁর হাত ফুলে গিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে রাসূল (সা) পুনরায় দাগান। এবারও হাত ফুলে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। হযরত সা'দ এ অবস্থা দেখে দু'আ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسِى حَتّٰى تَقَرَّ عَيْنِى مِنْ بَنِى قُرَيْضَةَ *

"হে আল্লাহ্ ! বনূ কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল হওয়ার পূর্বে তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না। তখন রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং হযরত সা'দের নির্দেশে বনূ কুরায়যা দুর্গ থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর এক ফোঁটা রক্তও নির্গত হয়নি। রাসূল করীম (সা) তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করলে তিনি নির্দেশ দেন যে, বনূ কুরায়যার পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে আর মুসলমানরা তাদের সেবা গ্রহণ করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

"তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী যথার্থ নির্দেশ দান করলে। যাদেরকে হত্যা করা হয়, সংখ্যায় তারা ছিল ৪শ' তারপর আবার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং এতেই তাঁর ইনতিকাল হয়। তিরমিযী ও নাসাঈ উভয়েই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন কুতায়বা সূত্রে লায়ছ থেকে এবং তিরমিযী (র) হাদীছটিকে হাসান সহীহ বলে অভিহিত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) ইব্ন নুমাইর - - - - হযরত আইশা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (সা) খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে অস্ত্র খুলে গোসল করলে তাঁর নিকট হযরত জিব্রাঈল (আ) আগমন করেন। তাঁর মাথা তখনো ধূলাবালি ধূসরিত। তিনি বললেন, আপনি অস্ত্র খুলে রেখেছেন ? আল্লাহ্র কসম! আমিতো এখনো অস্ত্র খুলিনি। আপনি তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ুন। রাসূল করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিকে ? জিব্রাঈল (আ) বললেন, এদিকে। একথা বলে তিনি বনূ কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন রাসূল করীম (সা) তাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। হিশাম বলেন, আমার পিতা আমাকে জানান যে, বনূ কুরায়যার ইয়াহূদীরা রাসূল করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে। তিনি তাদের ব্যাপারে সা'দ (রা)-কে সালিশ মনোনীত করেন। তখন হযরত সা'দ বলেন যে, তাদের ব্যাপারে আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে,

তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং অর্থ-সম্পদ বণ্টন করা হবে। হিশাম বলেন যে, আমার পিতা আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (সা) তখন বলেছিলেন তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী ফায়সালা করেছ।

ইমাম বুখারী (র) যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্য়া - - - - আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খন্দক যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ তীরবিদ্ধ হন। কুরায়শের হিব্বান ইব্ন আরাকা নামক জনৈক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করলে তা তাঁর বাহুর রগে বিদ্ধ হয়। নিকট থেকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য রাসূল করীম (সা) মসজিদে একটা তাঁবু স্থাপন করেন। রাসূল করীম (সা) খন্দক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে অস্ত্র খুলে গোসল করলে মাথা থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁর নিকট আগমন করেন। তিনি বললেন, আপনি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন ; আল্লাহ্র কসম, আমি এখনো অস্ত্র খুলিনি। আপনি তাদের উদ্দেশ্যে বের হোন। নবী করীম (সা) জানতে চাইলেন, কোন্ দিকে ? তিনি বনূ কুরায়যার দিকে ইঙ্গিত করলেন। রাসূল করীম (সা) বনূ কুরায়যা অভিমুখে গমণ করলে তারা রাসূল করীম (সা)-এর নির্দেশক্রমে (দুর্গ থেকে) বের হয়। অতঃপর তিনি হযরত সা'দের প্রতি ফায়সালার ভার অর্পণ করেন। তিনি বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এ নির্দেশ দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, নারী আর শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ বিলি বণ্টন করা হবে।

হিশাম বলেন, হযরত আইশা সূত্রে আমার পিতা আমাকে জানান যে, হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয আহত অবস্থায় দু'আ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ্! যে জাতি তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাঁকে দেশান্তরিত করেছে, তাদের তুলনায় এমন কেউ নেই, তোমার নিমিত্ত যার বিরুদ্ধে জিহাদ করা আমার নিকট বেশী প্রিয়। হে আল্লাহ্! আমি মনে করি যে, তুমি তাদের এবং আমাদের মধ্যে যুদ্ধকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছ। কুরায়শের যুদ্ধের কিছু অংশও যদি অবশিষ্ট থাকে তবে সে জন্য তুমি আমাকে জীবিত রাখবে, যাতে আমি কেবল তোমারই উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। আর যদি তুমি যুদ্ধের পালা শেষ করে দিয়ে থাক তাহলে তুমি আমার আঘাত অব্যাহত রেখে তাতেই আমার শাহাদত নসীব কর।

তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্তের প্রবাহ অব্যাহত থাকে। তা আর থামলো না। মসজিদে বনূ গিফারের একটা তাঁবু ছিল, রক্ত সে পর্যন্ত গড়ায়। তারা বলে, হে তাঁবু বাসীরা ! তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিকে এটা কী আসছে ? হঠাৎ দেখা গেল যে, সা'দের আঘাত থেকে রক্ত উথলে উঠছে। এতেই তাঁর ইনতিকাল হয়। ইমাম মুসলিম (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র সূত্রে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

আমি বলি ঃ বনূ কুরায়যার ব্যাপারে প্রথম ফায়সালার পূর্বে হযরত সা'দ এ দু'আটি করেছিলেন। এ কারণেই এ দু'আয় তিনি বলেছিলেন, বনূ কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল হওয়ার পূর্বে তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করেন। হযরত সা'দ যখন বনূ কুরায়যার ব্যাপারে ফায়সালা জারী করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার চক্ষু শীতল করেন। তখন তিনি পুনরায় এ দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আঘাতকেই তাঁর শাহাদাতের

কারণ হিসাবে গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট রাখুন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে শীঘ্রই আলোচনা আসছে, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আহমদ (র) অন্য সূত্রে হযরত আইশা থেকে হাদীছটি বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। তাতে তিনি য়াযীদ - - - - হযরত আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খন্দক যুদ্ধের দিন লোকজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি বের হই। আমি পেছন থেকে মাটির ধপধপ আওয়ায শুনতে পাই। হঠাৎ দেখি, সা'দ ইব্ন মু'আয এবং তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর ভাতিজা হারিস ইব্ন আওস। তিনি ঢাল ধারণ করে চলছেন। হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি মাটিতে বসে পড়ি। এ সময় হযরত সা'দ অতিক্রম করেন। তাঁর গায়ে ছিল লোহার বর্ম। লৌহ বর্ম থেকে তার দেহের পার্শ্বদেশ বেরিয়ে পড়েছিল। আমি তার দেহের খোলা অংশ দেখে ভয় পাই। হযরত আইশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ ছিলেন দীর্ঘ দেহী সুপুরুষ। তিনি এ কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হলেন ঃ

لبثت قليلا يدرك الهيجا جمل - ما احسن الموت اذا حان الاجل

একটু থামো, উট যুদ্ধের নাগাল পাবে। মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তা কতইনা চমৎকার।

হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ আমি দাঁড়ালাম এবং একটা বাগানে প্রবেশ করলাম। সেখানে ছিলেন একদল মুসলমান। তাদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে শিরস্ত্রাণধারী এক ব্যক্তিও ছিল। উমর (রা) বললেন, আপনি কেন এখানে এসেছেন। আপনি তো দুর্দান্ত সাহসী দেখছি। বিপদ যে ঘটবে না এ ব্যাপারে আপনি কেমন করে নিশ্চিন্ত হলেন ? অন্য কিছুওতো যুক্ত হতে পারতো ? এভাবে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। এতে শেষ পর্যন্ত আমার আকাঙ্ক্ষা জাগে যদি সে মুহূর্তে মাটি ফেটে যেত এবং আমি তাতে প্রবেশ করতাম। শিরস্ত্রাণধারী লোকটি শিরস্ত্রাণ সরালে দেখতে পাই যে, তিনি হলেন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্। তিনি বললেন, হে উমর! আশ্চর্য, অদ্যাবধি আপনি অনেক বাড়াবাড়ি করেছেন। আশ্রয় আর পলায়নতো কেবল আল্লাহ্রই দিকে।

হযরত আইশা (রা) আরও বলেন ঃ ইবনুল আরাকা নামক কুরায়শের জনৈক ব্যক্তি হযরত সা'দের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। লোকটি বলেছিল এটা লও ! আমি আরাকার পুত্র। তীর তার দেহের এক পাশের রগে বিদ্ধ হয় এবং এতে রগটি ছিড়ে যায়। তখন হযরত সা'দ আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে বলেন ঃ

হে আল্লাহ্ ! বনূ কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়ো না। হযরত আইশা বলেন, জাহিলী যুগে বনূ কুরায়যা ছিল হযরত সা'দের মিত্র। তিনি বলেন, তাঁর আঘাত শুকিয়ে যায় এবং আল্লাহ মুশরিকদের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করেন। আর যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী।

আবূ সুফিয়ান এবং সঙ্গীরা তিহামায় গিয়ে পৌঁছে। আর উয়ায়না ইব্ন বদর এবং তার সঙ্গীরা নাজদে গিয়ে পৌঁছে। বনূ কুরায়যা প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের দুর্গে আশ্রয় নেয়। আর রাসূল

করীম (সা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত সা'দের জন্য মসজিদে চামড়ার একটা তাঁবু প্রস্তুত করার জন্য রাসূল করীম (সা) নির্দেশ দান করেন। হযরত আইশা (রা) আরো বলেন ঃ জিব্রাঈল (আ) আগমন করেন। তখন তার সম্মুখে দাঁতে ধুলা লেগেছিল। তিনি বললেন ঃ আপনি কি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন ? আল্লাহ্র কসম! ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র খোলেননি। বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ুন এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করুন। এরপর রাসূল করীম (সা) বর্ম পরিধান করেন এবং লোকজনকে বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দান করেন। তিনি বনূ গনমের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। আর এরা ছিল মসজিদের আশপাশের প্রতিবেশী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছে। লোকেরা বললো, দিহ্ইয়া কালবী। আর তাঁর দাড়ি দাঁত এবং চেহারা ছিল হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর সাথে সা'দৃশ্যপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের নিকট আগমন করেন এবং ২৫ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন। অবরোধ যখন তীব্র হয় এবং ওদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছে, তখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালা সাপেক্ষে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসো। তারা এ ব্যাপারে আবূ লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযির এর পরামর্শ চাইলে তিনি ইঙ্গিতে বুঝান যে, জবাই হতে হবে। তারা বলে, সা'দ ইব্ন মু'আয-এর ফায়সালা সাপেক্ষে আমরা বের হবো। তখন রাসূল করীম (সা) বললেন, তোমরা সা'দ ইব্ন মু'আয-এর ফায়সালা সাপেক্ষে বের হও। সা'দ ইব্ন মু'আযকে গাধায় সওয়ার করে আনা হয়। এর পালানোর গদি ছিল খেজুরের ছাল ভর্তি। এর উপরে তাকে আরোহণ করানো হয় এবং তাঁর চারপাশে লোকজনের ভিড় লেগে যায়। তারা বলে, হে আবূ আম্র! এরা তোমার মিত্র ও বন্ধু। এখন তারা বিপদগ্রস্ত। তাদের যে দুর্গতি, তাতো তোমার অজানা নেই। তিনি তাদের কথার কোন উত্তর দিচ্ছিলেন না এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করছিলেন না। তাদের বাড়ী ঘরের নিকট এসে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এখন আমার জন্য সময় উপস্থিত হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করবো না।

হযরত আইশা (রা) বলেন, আবূ সাঈদ বলেছেন ঃ হযরত সা'দ উপস্থিত হলে রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ

قوموا الى سيدكم فانزلوه

তোমরা তোমাদের সাইয়েদের (নেতার) প্রতি দাঁড়াও এবং তাকে নামাও। এসময় হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমাদের সাইয়েদ তথা মাওলাতো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। রাসূল করীম (সা) বললেন, তাকে গাধার পিঠ থেকে নামাও। তখন তারা তাকে নামালেন। রাসূল করীম (সা) বললেন, তুমি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দাও। তখন হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিচ্ছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, সন্তানদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ বন্টন করা হবে। তখন রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী ফায়সালা করেছ। এরপর হযরত সা'দ দু'আ করলেন।

হে আল্লাহ্ ! কুরায়শের যুদ্ধের কোন অংশ যদি তুমি অবশিষ্ট রাখ তোমার নবীর জন্য তবে তুমি সেজন্য আমাকেও বাঁচিয়ে রেখো, আর যদি তুমি তাদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে থাক তাহলে আমাকে তোমার সান্নিধ্যে তুলে নাও।

হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ তাঁর যখমের ঘা শুকিয়ে গিয়েছিল। সামান্য পরিমাণ বাকী ছিল। তারপর আবার আঘাতের স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করে। এ অবস্থায় তিনি রাসূল করীম (সা) নির্মিত তাঁবুতে ফিরে আসেন। হযরত আইশা (রা) বলেন, মৃত্যুকালে তার কাছে উপস্থিত ছিলেন হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমর (রা)। তিনি আরো বলেন, মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবন যে পবিত্র সত্তার হাতে তাঁর শপথ ! আমি আবূ বকর ও উমর (রা)-এর ক্রন্দনের মধ্যে পার্থক্য করেছি। এ সময় আমি আমার হুজরায় ছিলাম। আর তারা ছিলেন যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ رحماء بينهم পরস্পরে দয়ার্দ্র।

আলকামা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন। (এমন সময়) রাসূল করীম (সা)-কেমন করতেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ তাঁর চক্ষু কারো জন্য অশ্রু ঝরাতো না ; তবে এমন ক্ষেত্রে তিনি দাড়িতে হাত বুলাতেন।

এ হাদীছটির সনদ উত্তম এবং এজন্য বিভিন্ন সূত্রের অনেক প্রমাণও রয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে হযরত সাদের দু'দফা দু'আ করার। একবার বনূ কুরায়যার ব্যাপারে তাঁর ফায়সালা করার পূর্বে এবং একবার এরপরে। আমরা ইতিপূর্বেও একথা উল্লেখ করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। এ কাহিনীর আলোচনা শেষ করার পর তাঁর মৃত্যুর ঘটনা, দাফনের বৃত্তান্ত এবং তাঁর ফযীলত ও মর্যাদার বিষয় উল্লেখ করব।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ তারপর রাসূল করীম (সা) তাদেরকে দুর্গ থেকে বের করে মদীনায় বনূ নাজ্জারের জনৈকা মহিলার বাড়ীতে আটক রাখেন। আমি বলি ঃ সে মহিলার বংশ পরিচয় হলো নাসীবা বিনতুল হারিস ইব্ন কুরয ইব্ন হাবীব ইব্ন আব্দ শামস। এ মহিলাটি ছিল মুসায়লামা কায্যাবের স্ত্রী। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন কুরায়য তাকে বিবাহ করেন। অতঃপর রাসূল করীম (সা) মদীনার বাজারের পথে বের হন এবং সেখানে কয়েকটি পরিখা খনন করান। এবং সেখানেই তাদের হত্যা করা হয়। এক এক করে তাদেরকে তাঁর নিকট হাযির করা হয়। এদের মধ্যে আল্লাহ্র দুশমন হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং বনূ কুরায়যার সর্দার কা'ব ইব্ন আসাদও ছিল। যাদেরকে হত্যা করা হয় তাদের সংখ্যা ছিল ৬ শ' বা সাত শ'। যারা অধিক সংখ্যা বলেন, তাদের মতে এ সংখ্যা ছিল ৮/৯ শ'র মাঝামাঝি।

আমি বলি, ইতিপূর্বে আবুয যুবায়র সূত্রে জাবির বর্ণিত হাদীসে এদের সংখ্যা চারশ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূল করীম (সা)-এর দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, হে কা'ব! আমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে বলে তুমি মনে কর ? সর্বত্রই কি তোমরা নির্বোধ থাকবে ? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, আহ্বানকারী আস্ছে না, আর তোমাদের মধ্যে যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে আর ফিরে আসছেনা। আল্লাহ্র কসম, তাতো কেবল হত্যা। এ অবস্থা অব্যাহত ছিল তাদের হত্যা কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অবশেষে হুয়াই ইব্ন আখতাবকে হাযির করা হয়। তার গায়ে ছিল নক্শী চাদর। চাদরটি সে চতুর্দিক থেকে কয়েক আঙ্গুল পরিমাণ করে ছিঁড়ে রেখেছিল, যাতে করে কেউ তা গনীমত রূপে ব্যবহার করতে

না পারে। একটি রশি দিয়ে তার হাত দুটি গর্দান পর্যন্ত উঠিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাসূল করীম (সা)-এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সে বলে উঠে ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আপনার প্রতি বৈরিতা পোষণের জন্যে আমি মোটেই অনুতপ্ত নই। অবশ্য আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন সেই লাঞ্ছিত হয়। তারপর লোকজনের দিকে মুখ করে সে বলে ঃ হে লোকসকল! আল্লাহ্‌র নির্দেশের ব্যাপারে কোন দুঃখ নেই। তাতো ভাগ্যলিপি আর মহা হত্যাকান্ড। যা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন বনী ইস্রাঈলদের জন্য। একথা বলার পর সে বসে পড়লে তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে কবি জাবাল ইব্‌ন জাওয়াল সা'লাবী বলেন ঃ

لَعَمْرُكَ مَالَامَ ابْنُ اَخْطَبَ نَفْسَهُ ـ وَلٰكِنَّهُ مَنْ يَخْذِلُ اللّٰهُ يُخْذَلُ *

তোমার জীবনের শপথ, হুয়াই নিজেকে তিরস্কার করেনি। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন সেই হয় লাঞ্ছিত।

لَجَاهَدَ حَتّٰى اَبْلَغَ النَّفْسَ عُذْرَهَا ـ (وَقَلْقَل) يَبْغِى الْعِزَّ كُلَّ مُقَلْقَلِ *

সে পুরোপুরি চেষ্টা চালিয়েছেন, এমন কি সে তাতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। আর মর্যাদার সন্ধানে চেষ্টা চালিয়েছে পুরোপুরি।

ইব্‌ন ইসহাক যুবায়র ইব্‌ন বাতার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বয়োবৃদ্ধ এ লোকটি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বুয়াস যুদ্ধে এ ব্যক্তি ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাম এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিল। আর তার মাথার সম্মুখ ভাগের চুল কেটে দিয়েছিল। এ দিনটিতে তিনি তাকে প্রতিদান দিবার ইচ্ছা করেন এবং তিনি যুবায়রের নিকট আগমন করে বলেন ঃ হে আবূ আবদুর রহমান। তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ? সে জবাবে বললো, আমার মতো মানুষ আপনার মতো মানুষকে ভুলতে পারে? তখন ছাবিত তাকে বললেন ঃ আমি আজ তোমার অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে চাই। তিনি বললেন ঃ মহান ব্যক্তিই মহান ব্যক্তিকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অতঃপর ছাবিত রাসূল করীম (সা)-এর নিকট গমন করে তার কাছে অব্যাহতি চাইলে তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। এরপর ছাবিত তাঁর কাছে গিয়ে তাকে তার মুক্তির সংবাদ জানান। তিনি বললেন ঃ বৃদ্ধ লোক, না আছে পরিবার, না আছে সন্তান, এমন জীবন নিয়ে সে কী করবে? তারপর ছাবিত রাসূল করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে তার স্ত্রী এবং সন্তানের জন্য মুক্তি চাইলে রাসূল করীম (সা) তাদেরকেও মুক্তি দান করলেন। এরপর তিনি যুবায়র-এর নিকট উপস্থিত হলে সে বললো, হিজাযে একটা পরিবার অর্থ-সম্পদ ছাড়া কিভাবে বেঁচে থাকবে? তখন ছাবিত রাসূল করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে যুবায়র ইব্‌ন বাতার ধন-সম্পদ ফেরত দানের আবেদন জানালে রাসূল করীম (সা) তাও মঞ্জুর করেন। ছাবিত ফিরে গিয়ে তাকে এ সংবাদ দিলে সে বললো ঃ হে ছাবিত! যে লোকটির চেহারা ছিল চীনা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ, যার মধ্য দিয়ে কা'ব ইব্‌ন আসাদের পরিবারের রমণীদের মুখ দেখা যেতো, তার খবর কি? তিনি বললেন ঃ সেতো নিহত বৃদ্ধটি। তখন বললো ঃ গ্রাম আর শহর সব অঞ্চলের নেতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব, তিনি কী করলেন? বললাম, সে ও নিহত হয়েছে। সে বললো ঃ আমরা যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি হলে যিনি আমাদের অগ্রবর্তী থাকতেন, আর আমরা পলায়ন করলে যিনি আমাদের সহায়তা করতেন, সেই ইযাল ইব্‌ন শামওয়ালের খবর কি? তিনি

বললেন, সেও নিহত হয়েছে। বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করলেন, তাহ্লে বনূ কা'ব ইব্ন কুরায়যা এবং বনূ আমর্ ইব্ন কুরায়যার কী খবর ? ছাবিত বললেন ঃ তারা সকলেই বিদায় নিয়েছেন সকলেই নিহত হয়েছেন। বৃদ্ধটি তখন বলে উঠলো, হে ছাবিত! তোমার প্রতি আমার যে অনুগ্রহ, তার দোহাই দিয়ে বলছি। আমাকে আমার লোকজনের সঙ্গে মিলিত করে দাও। আল্লাহ্র কসম! এদের পরে বেঁচে থাকায় আর কোন মঙ্গল নেই। বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া আমিতো আর একটুও ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনা। ছাবিত তাকে আগে ঠেলে দিলে তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করা হয়। বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, জাহান্নামের আগুনেই তাদের মিলন হবে। সর্বদা সেখানে তারা বাস করবে।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ বনূ কুরায়যার মধ্যে যেসব যুবকের গোফ-দাঁড়ি গজিয়েছিল রাসূল করীম (সা) তাদের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দান করেছিলেন তিনি শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ - - - - আতিয়া আল-কারযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, বনূ কুরায়যার মধ্যে যাদের গোফঁ-দাড়ি গজিয়েছে তাদের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দান করেন। তখন আমি বালক ছিলাম। তারা দেখলো যে, আমার গোঁফ-দাঁড়ি গজায়নি, তাই তারা আমাকে অব্যাহতি দেয়। চারটি 'সুনান' গ্রন্থের ইমামগণও আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র সূত্রে আতিয়া আল-কারযীর বরাতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেসব আলিমরা বলেন যে, লজ্জাস্থানের চারিপার্শ্বের লোম গযানো বালিগ হওয়ার প্রমাণ, তারা এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন। ইমাম শাফিঈ (র)-এর দুটি উক্তির মধ্যে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী এটাই হলো সাবালকত্বের প্রমাণ। কোন কোন আলিম যিম্মী শিশুদের মধ্যে পার্থক্য করেন। তাঁদের মতে, শিশুদের ক্ষেত্রে এটা বালিগ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হবে, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, এ দ্বারা মুসলমানদের বিব্রত হওয়ার কারণ ঘটবে।

ইব্ন ইসহাক আইউব ইব্ন আব্দুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সালমা বিনত কায়স যাকে উম্মুল মুনযির বলে ডাকা হতো তিনি রাসূল করীম (সা)-এর নিকট রিফায়া ইব্ন শামওয়ালকে মুক্ত করার জন্য আবেদন জানালে তিনি তা মঞ্জুর করেন। এ সময় তিনি বালিগ ছিলেন। আর রিফায়া আগে থেকেই তাদেরকে জানতেন। সালমা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রিফায়ার ধারণা যে, সে অচিরেই নামায আদায় করবে এবং উটের গোশত খাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে সম্মতি দিয়ে রিফায়াকে মুক্ত করে দেন। ইব্ন ইসহাক মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর - - - - আইশা (রা) সূত্রে বলেন, বনূ কুরায়যার মধ্যে কেবল একজন নারীকে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, যে মহিলা আমার সাথে কথা বলছিল প্রাণ খুলে হাসছিল। আর এমন সময় রাসূল করীম (সা)-এর নির্দেশে তাদের পুরুষদেরকে বাজারে হত্যা করা হচ্ছিল। এ সময় হঠাৎ তার নাম ধরে ডাকা হয় হে অমুকের কন্যা। সে বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি যে নারী। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, তোমার কী হয়েছে ? সে বললো, আমি একটি ঘটনা ঘটিয়েছি বলে আমাকে হত্যা করা হবে। হযরত আইশা (রা) বলেন, তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হল। আইশা (রা) প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ্র কসম! তার এ আশ্চর্য ঘটনাটি আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। সে ছিল হাসিখুশী রমণী; অথচ সে জানতো যে, তাকে হত্যা করা হবে। অনুরূপ ইমাম আহমদ (র) ও ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, এ মহিলাটি খাল্লাদ ইব্ন সুওরায়দ

-কে যাতায় নিক্ষেপে হত্যা করেছিল। একারণে রাসূল করীম (সা) তাকে হত্যা করেন। ইব্ন ইসহাক অন্যত্র এ মহিলার নাম উল্লেখ করেছেন নাবাতা বলে। সে ছিল হাকাম আল-কুরযীর স্ত্রী।

ইব্ন ইসহাক আরো বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) খুমুস তথা এক পঞ্চমাংশ বের করার পর বনূ কুরায়যার সম্পদ, নারী এবং সন্তানদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি অশ্বারোহীর জন্য তিন অংশ– দু' অংশ অশ্বের আর একাংশ অশ্বারোহীর এবং একাংশ করে পদাতিকের দান করেন। তখন অশ্ব ছিল ৩৬ টি। ইব্ন ইসহাক বলেন, এই প্রথম বারের মতো গনীমতের মালে দুই অংশ দান ও খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ সংরক্ষণের রীতি প্রবর্তিত হয়।

ইব্ন ইসহাক আরো বলেন, রাসূল করীম (সা) বনূ কুরায়যার বন্দীদেরকে সাযা দিয়ে সাঈদ ইব্ন যায়দকে নাজ্দে প্রেরণ করে তার বিনিময়ে অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করেন। রাসূল করীম (সা) বনূ কুরায়যার নারীদের মধ্যে রায়হানা বিন্ত আম্র ইব্ন খানাকাকে নিজের জন্য পসন্দ করেন। এ মহিলাটি ছিলেন বনূ আম্র ইব্ন কুরায়যা গোত্রের। তিনি আমৃত্যু রাসূল করীম (সা)-এর মালিকানাধীন ছিলেন। রাসূল করীম (সা) তার কাছে ইসলাম পেশ করলে তিনি প্রথমে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল করীম (সা) অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাকে মুক্ত করে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ্র সুবিধার কথা বিবেচনা করে একজন দাসীরূপে থাকাই পসন্দ করেন। রাসূল করীম (সা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর কাছেই ছিলেন। তারপর ইব্ন ইসহাক খন্দক যুদ্ধের কাহিনী প্রসঙ্গে সূরা আহযাবের প্রথম দিকের আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেন। সূরা আহযাবের তাফসীরে এ বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আর সন্তুষ্টি আল্লাহ্র জন্য।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন মুসলমানদের মধ্যে খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন আম্র আল-খায্রাজী শাহাদত বরণ করেন। এক মহিলা তার প্রতি যাতা নিক্ষেপ করলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পান। মুসলমানরা মনে করেন যে, রাসূল করীম (সা) বলেছেন ঃ হযরত খাল্লাদের জন্য রয়েছে দু'জন শহীদের পুরস্কার। আমি বলি ঃ প্রস্তর নিক্ষেপকারী মহিলা ছাড়া বনূ কুরায়যার মধ্যে অন্য কোন নারীকে হত্যা করা হয়নি। এ ঘটনা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ কুরায়যার অবরোধকালে আবূ সিনান ইব্ন মিহসান ইব্ন হুরসান ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ইনি ছিলেন বনূ আসা'দ ইব্ন খুযায়মার লোক। আজও সেখানেই তাঁর কবর রয়েছে।

হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর ইনতিকাল

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিশপ্ত হিব্বান ইব্ন আরিকা সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তা তাঁর বাহুর প্রধান শিরায় বিদ্ধ হয়। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগুন দাগালে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। এসময় সা'দ (রা) আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করেন যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং বনূ কুরায়যার মধ্যেকার চুক্তিসমূহ তারা ভঙ্গ করে এবং রাসূলুল্লাহ্র বিরুদ্ধে মুশরিক দলের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সম্মিলিত কাফির বাহিনী যখন দূরে চলে যায় এবং বনূ কুরায়যা কালিমা লিপ্ত বদনে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষয়ক্ষতিসহ নিজেদের আবাসস্থলে

ফিরে আসে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনূ কুরায়যাকে অবরোধ করার জন্য রাসূল করীম (সা) তাদের অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। রাসূল করীম (সা) ঘেরাও করে (তাদের জীবন) সংকীর্ণ করে তুললে রাসূল করীম (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে সম্মত হয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী রাসূল করীম (সা) তাদের ব্যাপারে যে নির্দেশ দান করবেন। তারা তা মেনে নিতে রাযী হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করার দায়িত্ব আওস গোত্রপতি হযরত সা'দের উপর ন্যস্ত করেন। কারণ, জাহিলী যুগে আওস গোত্র ছিল বনূ কুরায়যার মিত্র পক্ষ। এতে বনূ কুরায়যাও সম্মত হয়। আবার কারো কারো মতে হযরত সা'দকে সালিশ নিযুক্ত করার জন্যে তারাই প্রস্তাব দিয়েছিল। কারণ, তারা তাঁর পক্ষ থেকে দয়াও অনুগ্রহের আশা পোষণ করতো। কারণ, তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা ও সত্যবাদীতার আলোকে তারা এমনটি মনে করতো না যে, তিনি তাদেরকে শুকর আর বানরের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করবেন।

সা'দ (রা) মসজিদে নববীতে একটা তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিকট পয়গাম প্রেরণ করলে অসুস্থতার কারণে তাকে গাধায় সওয়ার করে আনা হয়। আর গাধার পৃষ্ঠের পালান ছিল নরম গদি বিশিষ্ট। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাঁবুর নিকটবর্তী হলে তিনি উপস্থিত লোকজনকে তাঁর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়ার নির্দেশ দেন। কারো কারো মতে, তাঁর এই দণ্ডায়মান হওয়া ছিল অসুস্থতার কারণে; আবার কারো কারো মতে এটা ছিল বিবাদীদের দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। যাতে তাঁর নির্দেশ তাদের কাছে অধিকতর কার্যকর হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) যখন বনূ নযীরের ব্যাপারে হত্যা এবং বন্দী করার হুকুম জারী করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চক্ষু শীতল এবং অন্তর প্রশান্ত করেন এবং তিনি মসজিদে নব্বীতে তাঁর খীমায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে তিনি ফিরে আসেন, তখন তিনি শাহাদত কামনা করে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন। আল্লাহ্ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এরপর তাঁর ক্ষতস্থান থেকে পুনরায় রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এর ফলেই তাঁর ইনতিকাল হয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ কুরায়যার বিষয়টি নিষ্পন্ন হলে সা'দ ইব্ন মু'আয এর আঘাত থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং এর ফলে তিনি শাহাদতের মৃত্যু বরণ করেন।

ইব্ন ইসহাক মু'আয ইব্ন রিফা'আ আয্-যারকীর সূত্রে নির্ভরযোগ্য রাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, রাত্রিকালে হযরত সা'দ ইনতিকাল করলে জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম মাথায় রেশমী পাগড়ি পড়ে আগমন করে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ ! এ মৃত ব্যক্তি কে ? যার জন্য আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং আরশ প্রকম্পিত হয়েছে ? তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাদর টানতে টানতে হযরত সা'দের দিকে দ্রুত গমন করে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি তুষ্ট থাকুন। আর হাফিয বায়হাকী (র) তাঁর দালাইল গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন ঃ জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে বলেন ঃ মৃত্যুবরণকারী এ নেক্‌কার ব্যক্তিটি কে ? যার জন্য আসমানের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং যার জন্য আরশ প্রকম্পিত হয়েছে ? তিনি বলেন,

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে হযরত সা'দ (রা)-এর লাশ দেখতে পান। রাবী বলেন, তাঁর দাফনের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কবরের পাশে বসেন। সেখানে বসে তিনি দুবার সুবহানাল্লাহ্' বললে (উপস্থিত) লোকজনও সুবহানাল্লাহ্ বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বললে উপস্থিত লোকজনও আল্লাহু আকবার' বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

عجبت لهذا العبد الصالح شددعليه فى قبره حتى كان هذا حين فرج له

এ নেক্‌কার ব্যক্তিটির জন্য আমি সত্যিই বিস্মিত। কবরে তার প্রতিও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত করা হলে আমি তাকবীর ধ্বনি দেই।

ইমাম আহমাদ এবং ইমাম নাসাঈ (র) ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ প্রমুখ সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'দ (রা)-এর মৃত্যুর দিন তাঁর দাফনকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

এ নেক্‌কার লোকটির জন্য অবাক হতে হয় ; যার জন্য দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার আরশ প্রকম্পিত হয় এবং আসমানের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত হয়। তার জন্যে কবর সংকীর্ণ করার পর আল্লাহ্ তাকে প্রশস্ত করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক মু'আয ইব্‌ন রিফাআ - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন।

সা'দ (রা)-কে যখন দাফন করা হয়, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি সুব্‌হানাল্লাহ্ বল্‌লে লোকেরাও তাঁর সঙ্গে সুব্‌হানাল্লাহ্ বলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বললে লোকেরাও তাঁর সাথে আল্লাহু আকবার বলেন। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কী কারণে সুবহানাল্লাহ্ বললেন ? জবাবে তিনি বললেন, এ নেক্‌কার লোকটির জন্য কবর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দেন। ইমাম আহমদ (র) হযরত সা'দের পুত্র ইব্‌রাহীম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ হাদীছের বক্তব্য হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। যাতে তিনি বলেন ঃ

اِنَّ لِلْقَبْرِ ضَمَّةً وَلَوْ كَانَ اَحَدٌ مِّنْهَا نَاجِيًا لَكَانَ سَعْدُ بْنِ مُعَاذٍ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ অর্থাৎ কবর একবার চাপ দিবে, যদি কোন ব্যক্তি এ থেকে নিষ্কৃতি পেতো তা হলে সা'দ ইব্‌ন মু'আয তা অবশ্যই পেতেন। ইমাম আহমদ (র) ইয়াহ্‌য়া সূত্রে - - - - হযরত আইশা (রা) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ لِلْقَبْرِ ضُغْطَةً وَلَوْكَانَ اَحَدٌ نَاجِيًا مِّنْهَا لَنَجَا سَعْدُ بْنِ مُعَاذٍ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কবরের চাপ আছে; তা থেকে কেউ রক্ষা পেলে সা'দ ইব্‌ন মু'আয রক্ষা পেতেন। এ হাদীছটি বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থদ্বয় বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। তবে ইমাম আহমদ (র) হাদীছটি গুন্দার - - - - আইশা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। হাফিয বায্‌যার নাফি' সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা)-এর বরাতেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাফিয বায্‌যার আবদুল আলা সূত্রে - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

সা'দ ইব্ন মু'আয যে দিন ইনতিকাল করেন সেদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা পৃথিবীতের অবতরণ করেছিলেন যারা ইতিপূর্বে কোনদিন যমীনে অবতরণ করেননি। কবর তাঁকে এক দফা চাপ দেয়। এ হাদীছটি বর্ণনা করে রাবী নাফি' কাঁদতে শুরু করেন। এটি একটি উত্তম সনদ ; তবে বায্যার বলেন যে, উবায়দুল্লাহ্র মাধ্যমে নাফি' সূত্রে অন্যরাও মুরসালরূপে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তারপর বায্যার সুলায়মান ইব্ন সাইফ - - - - ইব্ন উমর সূত্রে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

সা'দ ইব্ন মু'আয-এর মৃত্যুতের ৭০ হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেন; যারা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কোনদিন পদার্পণ করেননি। দাফনকালে তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ্! কবরের আযাব আর চাপ থেকে কেউ মুক্তি পেলে তা পেতেন সা'দ ইব্ন মু'আয। হাফিয বায্যার ইসমাঈল ইব্ন হাফ্স - - - - ইব্ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সা'দের সঙ্গে আল্লাহ্র সাক্ষাতের আগ্রহে (আল্লাহ্র) আরশ স্পন্দিত হয়। বলা হয় যে, এখানে আরশ অর্থ আসন। কুরআন মজীদে (হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে) বলা হয়েছে যে, ورفع ابويه على العرش (তিনি তার পিতামাতাকে আরশে তোলেন (১২-ইউসুফ ঃ আয়াত ১০০) এখানেও আরশ অর্থ আসন, রাবী বলেন যে, এতে আসনের স্তম্ভগুলো আলগা হয়ে যায়। রাবী ইব্ন উমর (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দের কবরে প্রবেশ করে কিছু সময় সেখানে কাটান। তিনি কবর থেকে রেরিয়ে আসলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বিলম্বের হেতু কি ? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

কবরে সা'দকে প্রচণ্ড চাপ দেয়া হয়। আমি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলে তার কবর প্রশস্ত করা হয়। হাফিয বায্যার বলেন, এ হাদীছের সনদে আতা ইবনুস সাইব একক রাবী। আমি বলি, তার সম্পর্কে অনেক সমালোচনা রয়েছে। ইমাম বায়হাকী (র) কবরে হযরত সা'দের উপর চাপের বর্ণনা উল্লেখ করার পর এটিকে গরীব তথা অপ্রসিদ্ধ বর্ণনা বলে মন্তব্য করেছেন। এতে তিনি হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্র বরাতে আবুল আব্বাস - - - - উমাইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ হযরত সা'দের পরিবারের কোন সদস্যকে জিজ্ঞেস করেন– এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন উক্তি আপনাদের নিকট পৌঁছেছে কি ? তাঁরা বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ كَانَ يَقْصُرُ فِى بَعْضَ الطُّهُوْرِ مِنَ الْبَوْلِ ـ

তিনি প্রস্রাব শেষে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা করতেন। ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না - - - - জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

اِهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ *

সা'দ ইব্ন মু'আযের মৃত্যুতে আরশ প্রকম্পিত হয়েছে। আ'মাশ সূত্রে জাবির (রা) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তখন জনৈক ব্যক্তি জাবির (রা)-কে প্রশ্ন করে– তবে যে বারা' ইব্ন আযিব বলেছেন ঃ اهتز السرير আসন প্রকম্পিত হয়েছে। জবাবে জাবির (রা) বললেন, এ দুই সম্প্রদায় (অর্থাৎ আওস এবং খায্রাজ)-এর মধ্যে রেষারেষি ছিল। আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছি, সা'দ ইব্ন মু'আয এর মৃত্যুতে দয়াময় (আল্লাহ্)-এর আরশ কেঁপে উঠেছে। ইমাম মুসলিম এবং ইব্ন মাজা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রায্যাক সূত্রে ইব্ন জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্কে বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি, এ সময় সা'দ ইব্ন মু'আযের লাশ তাদের সম্মুখে ছিল। সা'দ ইব্ন মু'আযের লাশের জন্য দয়াময় আল্লাহ্র আরশ প্রকম্পিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) আব্দ ইব্ন হুমায়দ সূত্রে এবং ইমাম তিরমিযী (র) মাহমূদ ইব্ন গায়লান সূত্রে আর উভয়ে আবদুর রায্যাক সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র) ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে আবূ নায্রার বরাতে বর্ণনা করেন যে, আমি আবূ সাঈদকে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, সা'দ ইব্ন মু'আয-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠে। ইমাম নাসাঈ (র) ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম সূত্রে ইয়াহ্য়ার বরাতে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র) আবদুল ওয়াহহাব সূত্রে - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে এ মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) ও ভিন্ন সূত্রে আবদুল ওয়াহ্হাবের বরাতে হাদীছটি বর্ণনা করেন। বায়হাকী (রা মু'তামির ইব্ন সুলায়মান হাসান বসরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন মু'আয এর রূহের আগমনের আনন্দে দয়াময় আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠে। হাফিয বায্যার (র) যুহায়র ইব্ন মুহাম্মাদ - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সা'দের লাশ বহন করে আনা হলে বনূ কুরায়যার তাঁর ফয়সালার জন্যে অসন্তুষ্ট মুনাফিকরা বলে উঠে, কতইনা হালকা তার লাশ, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, না, বরং ফেরেশতাগণ তাঁর লাশ বহন করছেন। হাদীছটির সনদ উত্তম।

বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন বায্যার - - - - আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি বারা ইব্ন আযিবকে বলতে শুনেছি ঃ

اُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَمْشُوْنَهَا وَ يَعْجِبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هٰذِهِ ؟ لِمَنَادِيْلُ سَعْدُ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِّنْهَا اَوْ اَلْيَنُ *

বারা' ইব্ন আযিব বলেন, নবী করীম (সা)-এর দরবারে একটা রেশমী এক জোড়া কাপড় উপহার স্বরূপ এলে লোকজন তা স্পর্শ করে এবং তার মসৃণতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এটা কোমল দেখে তোমরা বিস্মিত বোধ করছ ? সা'দ ইব্ন মু'আযের রুমাল এর চেয়েও উত্তম এবং কোমল। অতঃপর তিনি বলেন, কাতাদা এবং যুহরী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমরা আনাস (রা)-কে নবী করীম (সা) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করতে শুনেছি। ইমাম আহমদ (র) আবদুল ওয়াহ্হাব - - - - আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, দুমার উকায়দির নবী করীম (সা)-এর দরবারে একটা জুব্বা হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন, আর এটা ছিল রেশম ব্যবহার হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুব্বাটি পরিধান করলে লোকেরা বিস্মিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, জান্নাতে সা'দের রুমাল এর চাইতে সুন্দর।

হাদীছটির সনদ বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী হলেও মুহাদ্দিসগণ হাদীছটি বর্ণনা করেননি। তবে ইমাম বুখারী সা'দবিহীনভাবে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ - - - -

সা'দ ইব্‌ন মু'আয-এর পৌত্র ওয়াকিদ ইব্‌ন আমর আর তিনি ছিলেন অতিশয় সুদর্শন ও দীর্ঘকায় ব্যক্তি। বলেন ঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট গমন করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? আমি বললাম, আমি ওয়াকিদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মু'আয। তিনি বললেন, তুমি তো সা'দের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্যশীল, এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদলেন এবং বললেন, সা'দের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক! তিনি ছিলেন বিশালবপু এবং দীর্ঘকায় ব্যক্তি। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দূমার (শাসক) উকায়দির-এর নিকট একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমীপে স্বর্ণ খচিত একটা রেশমী জুব্বা প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুব্বাটি পরে মিম্বরে আরোহণ করে কোন কথা না বলে বসে পড়েন। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসেন। লোকেরা জুব্বাটি স্পর্শ করে এবং দেখতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এতে তোমরা অবাক হচ্ছ ? জান্নাতে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের রুমাল তোমরা যা দেখছ, তার চেয়ে অনেক সুন্দর। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর-এর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীছটিকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) সা'আদ ইব্‌ন মু'আয এর মৃত্যুতে আরশ আন্দোলিত হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বলেন যে, এ সম্পর্কে জনৈক আনসারী ব্যক্তি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

وما اهتز عرش الله من موت هالك   سمعنا به الا لسعد ابى عمرو

কোন মৃত্যু পথযাত্রীর জন্য আল্লাহ্‌র আরশ কম্পন ধরেনি, যা আমরা শ্রবণ করেছি। একমাত্র ব্যতিক্রম আবূ আম্‌র সা'দ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হযরত সা'দের লাশ বহনকালে তাঁর মা অর্থাৎ কুবায়শা (মতান্তরে কাবশা) বিন্‌ত রাফি' ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা আলমুদরিয়া আল-খাযয়াজিয়া বলেন ঃ

وَيْلُ اُمِّ سَعْدٍ سَعْدًا حَرَامَةً وَحَدًّا
وَسَوْدُوْا وَ مَجْدً وَفَارِسًا سَعْدًا
سَدْبِهٖ سَدًا يَقُدُّهَا مَا قَدًا

দুঃখ হয় সা'দের জন্য সা'দ জননীর
কর্তন আর বাঁধার কারণে।
নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব আর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে
পরিপূর্ণ অশ্বারোহণের কারণে।
তার কারণে হয় সংযম আর সংবরণ,
সে কর্তন আর চূর্ণ করে মস্তক।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, (সা'দ জননীর মুখে এ শোকগাথা শ্রবণ করে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ كل نائحة تكذب الا نائحة سعد بن معاذ সা'দ ইব্‌ন মু'আযের জন্য বিলাপকারিণী ছাড়া সকল বিলাপকারিণীই মিছামিছি প্রশংসা করে বিলাপ করে।

আমি বলি, আহযাব যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রায় ২৫ দিন পর হযরত সা'দ (রা)-এর মৃত্যু হয়। কারণ, সম্মিলিত কাফির বাহিনীর আগমন ঘটে হিজরী পঞ্চম সালে, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারা প্রায় একমাস অবস্থান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ বনূ কুরায়যার অবরোধের উদ্দেশ্যে বের হন এবং ২৫ দিন তা অব্যাহত রাখেন। হযরত সা'দের ফায়সালা সাপেক্ষে তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। এর স্বল্পকাল পর তিনি ইনতিকাল করেন। তাই তাঁর মৃত্যুর ঘটনা হিজরী ৫ম সালে যিলকদ মাসের শেষ দিকে বা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিকে ঘটে থাকবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এরূপই বলেছেন। তাঁর মতে, বনূ কুরায়যার উপর বিজয় লাভের ঘটনা ঘটে যিলকদের শেষ এবং যিলহজ্জ মাসের শুরুতে। তিনি আরো বলেন যে; এ বছর মুশরিকরাই হজ্জের তত্ত্বাবধানে ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত সা'দের ইনতিকালে হাস্সান ইব্ন ছাবিত নিম্নোক্ত শোকগাথা রচনা করেন ঃ

لقد (سجمت) من دمع عينى عبرة — وحق لعينى ان تفيض على سعد

قتيل ثوى فى معرك فجعت بـه — عيون ذوارى الدمع دائمة الوجد

علـى ملـة الرحمـن وارث جنـة — مع الشهداء وفدها اكرم الوفد

فان تك قـد وعـدتنا و تـركتنا — وامسيت فى غبراء مظلمة اللحد

فانت الذى يا سعـد ابت بمشهـد — كريم واثواب المكارم والمجد

بحكمـك فى حيى قريظة بالذى — قضى الله فيهم ما قضيت على عمد

فوافـق حكـم الله حكمك فيهـم — ولم تعف اذ ذكرت ما كان من عهد

فان كان ريب الدهر امضاك فى (الاولى) شروا هذه الدنيا بجنّاتها الخلد

فنعـم مصير الصادقين اذا دعوا — الى اللّه يوما للوجاهة والقصد -

মর্মার্থ ঃ আমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে, আর সা'দের জন্য অশ্রু বর্ষণ করা তার জন্য সমীচীন হয়েছে।

যুদ্ধের ময়দানে তিনি নিহত হয়েছেন তার জন্য চোখসমূহ অশ্রুসিক্ত সদা অশ্রুপাত করছে।

তিনি জীবন দান করেছেন দয়াময়ের দীনের জন্যে। তিনি শহীদদের সঙ্গে জান্নাতের ওয়ারিছ হয়েছেন। আর জান্নাতী দলের প্রতিনিধিই তো সবচেয়ে সম্মানিত প্রতিনিধি।

যদিও তুমি আমাদেরকে ছেড়ে গিয়েছ, ত্যাগ করেছ এবং আশ্রয় নিয়েছ অন্ধকার কবর কুঠরীতে।

হে সা'দ ! তুমিতো আশ্রয় নিয়েছ উত্তম শাহাদত হয়েছে। উত্তম তুমি সত্যিই প্রশংসার্হ।

বনূ কুরায়যা গোত্র সম্পর্কে তোমার ফায়সালা অনুযায়ী। আর তোমার নির্দেশ ছিল আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে। আস্থার সঙ্গে তুমি ফায়সালা দান করেছ।

তাদের ব্যাপারে তোমার ফায়সালা ছিল আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী। তোমাকে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করালে তুমি তাদের ক্ষমা করনি। কালের প্রবাহ তোমাকে তাদের মাঝে নিয়ে গেছে বটে;

তারা ক্রয় করে নিয়েছে চিরন্তন জান্নাতের পরিবর্তে এই দুনিয়া জীবনকে। কতই না চমৎকার নেক্‌কারদের প্রত্যাবর্তন স্থল, যখন একদিন তাদেরকে ডাকা হবে আল্লাহ্‌র দিকে মর্যাদার সাথে।

খন্দক ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতাগুচ্ছ

ইমাম বুখারী (র) হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল - - - - বারা ইব্‌ন আঙিব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলে করীমকে হযরত হাস্‌সানকে লক্ষ্য করে একথা বলতে শুনেছেন ঃ

তুমি তাদের নিন্দা কর, জিব্‌রাঈলও এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আছেন। বুখারী বলেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহমান - - - - বারা ইব্‌ন আযিব সূত্রে বর্ণনা করেন, বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন নবী করীম (সা) হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতকে বলেন ঃ তুমি মুশরিকদের নিন্দা কর। কারণ, জিব্‌রাঈল (আ) এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আছেন। বুখারী, মুসলিম এবং নাসাঈ বিভিন্ন সূত্রে কোন রকম বৃদ্ধি করা ছাড়া হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, বনূ মুহারিব ইব্‌ন ফিহ্‌র গোত্রীয় যিরার ইবনুল খাত্তাব ইব্‌ন মিরদাস খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলেন, আমার মতে তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতার ছন্দে বলেন ঃ

ومشفقة تظن بنا الظنونا — وقد قدنا عرندسة طحونا

كان ذهاءها احد اذا ما — بدت اركانه للنا ظرينا

ترى الابدان فيها مسبغات — على الابطال واليب الحصينا

وجردا كالقداح مسومات — نؤم بها الغواة الخاطئينا

كانهم اذا صالوا وصلنا — بباب الخندقين مصافحونا

اناسٌ لا نرى فيهم رشيدا — وقد قالوا السنا راشدينا

فاحجرناهم شهراكريتًا — وكنا فوقهم كالقاهرينا

نراوحهم و نغدوا كل يوم — عليهم فى السلاح مدججينا

بايدينا صوارم مرهفات — نقدبها المفارق والشئونا

كان و ميضهن معرِّيات — اذا لاحت بايدى مصلتينا

وميض (عقيقة) لمعت بليل — ترى فيها الحقائق مستبينا

فلولا خندق كانوا لديه — لدمرنا عليهم اجمعينا

ولكن حال دونهم وكانوا — به من خوفنا متعوِّذينا

فان نرحل فانا قد تركنا — لدى ا بياتكم سعدا رهينا

اذا جن الظلام سمعت نوحا — على سعد يرجعن الحنينا

وسوف نزوركم عما قريب — كما ذرناكم متوازرينا

بجمع من كنانه غير عزل — كاسد الغاب اذ حمت العرينا

মর্মার্থ ঃ অনেক দয়ালু আছেন, যারা আমাদের ব্যাপারে নানা ধারণা পোষণ করেন, আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি দর্প চূর্ণকারী বাহিনীকে।

দর্শকদের সম্মুখে তার সদস্যরা উপস্থিত হলে তাদেরকে উহুদ পাহাড়সম মনে হতো।

তুমি তাদের দেহগুলোকে বর্ম আচ্ছাদিত দেখতে পাবে, মযবুত বর্ম আর উত্তম অশ্ব ও তীর-ধনুকে সজ্জিত। আমরা তাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করি যেন তারা বিভ্রান্ত অপরাধী।

যখন তারা হামলা চালায় আর আমরাও হামলা চালাই, তখন তারা যেন পরিখার স্থানে আমাদের সঙ্গে মুকাবিলা করছিল। তারা এমন মানুষ যাদের মধ্যে আমরা একজন ও সদ্বুদ্ধি পরিচালিত ব্যক্তি দেখতে পাই না। অথচ তারা বলে থাকে, আমরা কি নেক্কার নই ? আমরা এক মাস তাদেরকে অবরোধ করে রাখি, আর আমরা ছিলাম তাদের উপর প্রতাপশালী।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা আমরা তাদের উপর হামলা চালাতাম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অবিরাম ধারায়। আমাদের হাতে থাকতো তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি। এ গুলোর দ্বারা আমরা কর্তন করতাম তাদের সিথিস্থল আর মাথার খুলিসমূহ। নাঙ্গা তরবারি যখন রাত্রিকালে ঝলসে উঠে তা ছিল যেন কোষমুক্ত তলোওয়ারের চাকচিক্যসম। তাতে তুমি আকীক পাথরের উজ্জলতা দেখতে পাবে।

পরিখা যদি না থাকতো এবং তারা সেখানে না থাকতো তবে আমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিতাম।

কিন্তু তাদের মধ্যস্থলে অন্তরায় হয় পরিখা এবং তারা আমাদের ভয়ে তার আশ্রয় নিত।

আমরা বিদায় নিলে তাতে কি ? আমরা তোমাদের গৃহের নিকট সা'দকে রেখে এসেছি 'বন্ধক' হিসাবে।

আঁধার ঘনীভূত হলে তুমি বিলাপকারিণীদেরকে সা'দের জন্য বিলাপ করছে, শুনতে পাবে।

অচিরেই আমরা আবার ফিরে আসবো যেমন আমরা তোমাদের কাছে এসেছিলাম পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে, আমরা আসবো বনূ কিনানার একদল সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে বনের সিংহের মতো যে নিজের বিচরণস্থল সংরক্ষণ করে থাকে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, বনূ সালিমা গোত্রীয় কা'ব ইব্ন মালিক (রা) তার জবাবে বলেন ঃ

وسائلـــة تسائـل ما لقيـــنا ولو شهدت رأتنا صابرينا

صبرنا لانـــرى لله عـــــدلا على ما نابنا متوكلينا

وكان لنا النبى و زير صـــدق به نعلو البرية اجمعينا

نقـاتل معشرا ظلموا وعقـوا وكانوا بالعداوة مرصدينا

نعالجهـم اذا نهضـوا الينا بضرب يعجل المتسرعينا

ترانا فى (فضافض) (سابغات) كغدران الملا متربلينا

وفى ايما ننا بيض خفاف بها تشفى مراح الشاغبينا

بباب الخندقين كان اسدا شوابكهن يحمين العرينا

فــوارسـنـا اذا بـكـروا وراحـوا   على الاعداء (شو سا) معلمينا

لنـنــصـر احمــدا والله حتـــى   نكون عباد صدق مخلصينا

ويـعلم اهل مكــة حيـن ساروا   واحزاب اتوا متحزبينا

بـان اللّه لـيــس لـــه شـريــك   وان الله مولى المؤمنينا

فـامـا تقـتـلوا سعــــدا سفاها   فان الله خير القادرينا

سيـــدخلـــه جنـاتا طيـــبـات   تكون مقامة للصالحينا

كمـا قـــد ودّكـــم فـــلا شـريـدا   بغيضكم خزايا خائبينا

خـزايـا لـــم تـنـالوا ثــم خيرا   وكدتم ان تكونوا دامرينا

بـريـــح عاصف هبت عليكـم   فكنتم تحتها متكمهينا

অনেক নারী জানতে চায়, কী বিপদ পতিত হয়েছে আমাদের উপর। তুমি উপস্থিত হলে সেসব বিপদে আমাদেরকে ধৈর্যশীল দেখতে পেতে। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে আমরা সবর করেছি আমাদের উপর আপতিত বিপদে। কারণ, আমরা তো দেখি না আল্লাহ্‌র কোন বিকল্প।

নবী ছিলেন আমাদের জন্য সত্যিকার সহায়ক। তাঁকে কেন্দ্র করেই তো আমরা হয়েছি সকল সৃষ্টির সেরা।

আমরা লড়াই করি এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা যুলুম আর নাফরমানী করে। শত্রুতায় তারা আমাদেরকে লক্ষ্য বস্তু মনে করে। তারা আমাদের দিকে ছুটে এলে আমরা তাদের সমুচিত শিক্ষা দেই। আমরা এমন আঘাত হানি, যা ত্বরাকারী হানাদারদেরকে দ্রুত ঠেলে দেয় মৃত্যুর মুখে। তুমি আমাদেরকে দেখতে পাবে পরিপূর্ণ বর্মসমূহের অভ্যন্তরে যা বিস্তীর্ণ পুকুরের ন্যায় প্রশস্ত।

আমাদের দক্ষিণ হস্তে রয়েছে হালকা শুভ্র তলোয়ার, যা দ্বারা আমরা প্রতিবিধান করি অনিষ্টকারীদের তৎপরতায়, পরিখার মুখে যেন সিংহ দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের পানজা সিংহের বাসস্থল সংরক্ষণ করে।

আমাদের অশ্বারোহীদল সকাল-সন্ধ্যা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শত্রুদলের উপর হামলা চালায়,

যেন আমরা সাহায্য করি আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর যাতে আমরা পরিণত হই আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দায়। মক্কাবাসী এবং শত্রুদল, যারা ঐক্যবদ্ধ দল রূপে বেরিয়ে এসেছে, তারা যাতে জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই, এবং তিনিই মু'মিনদের অভিভাবক।

তোমরা যদি মূর্খতাবশতঃ সা'দকে হত্যা করে থাকো। তবে মনে রাখবে যে, আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। (তিনি এর বদলা নেবেন)।

অবিলম্বে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন উত্তম উদ্যানে যা হবে পুণ্যবানদের আবাসস্থল।

যেমন তিনি তোমাদেরকে ফেরত পাঠিয়েছেন তোমাদের ক্রোধ ব্যর্থতাসহ অপদস্থ করে। এমনই অপদস্থ যে, সেখানে কল্যাণ থেকে তোমরা হবে বঞ্চিত। তখন তোমরা ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিলে। ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা যা আপতিত হয় তোমাদের উপর। তোমরা তার নিচে হয়ে পড়েছিলে দৃষ্টিহীন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে, খন্দকের দিন সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনুয্ যা'বরী আস্ সাহ্‌মী বলেন, (অবশ্য আমি বলি যে, এটা তাঁর ইসলামগ্রহণের পূর্বের রচনা)।

حى الديار محا معارف رسمها طول البلى وتراوح الاحقاب

فكانما كتب اليهود رسومها الا الكنيف ومعاقدو معقد الاطناب

قفرا كانك لم تكن تلهوبها فى نعمة باوانس اتراب

فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلّة خلق المقام يباب

واذكر بلاء معشروا شكرهم ساروا باجمعهم من الانصاب

انصاب مكة عامدين ليثرب فى ذى غيا طل جحفل جبجاب

يدع الحرون مناهجا معلومة فى كل نشرظاهر و شهعب

فيها الجياد شوارب مجنوبة قب البطون واحق الاقراب

من كل سلهبة واجرد سلهب كالسيد بادر غفلة الرقاب

جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخرُ قائد الاحزاب

قرمان كالبدرين اصبح فيهما غيث الفقيرو معقل الهرّاب

حتى اذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل مجرّب قضَّاب

شهرا وعشرا قاهرين محمدا صحابه فى الحرب خير صحاب

نادوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا تكون بها مع الخياب

لولا الخنادق غاروا من جمعهم قتلى لطير سغب وذئاب

মর্মার্থ : অভিবাদন জ্ঞাপন কর তুমি সেসব নিবাসকে, কালের প্রবাহ আর ঘোর আপদ যার চিহ্ন মুছে ফেলেছে।

যেন ইয়াহূদীরা এঁকেছে তার চিহ্ন আর নকলামালা উষ্ট্রের আবাসস্থল আর তাঁবুর খুঁটি বাদ দিয়ে।

পরিণত করেছে বিরান ময়দানে যেন কখনো তুমি, তাতে আনন্দ বিহার করনি সমবয়সী বন্ধুদেরকে নিয়ে।

বাদ দাও অতীত দিনের স্মৃতির কথা, তাতো করেছে সে স্থানকে একেবারেই জনমানবশূন্য বিরান।

স্মরণ কর, তুমি সমকালীনদের নিবাসের কথা আর জ্ঞাপন কর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। কারণ, তারা সকলেই এসেছে তীর্থস্থান থেকে।

মক্কাভূমি থেকে তারা ছুটে এসেছে ইয়াছরিব অভিমুখে, গভীর অন্ধকার রজনীতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সামন্ত নিয়ে।

পরিচিত পথ বাদ দিয়ে তারা এসেছে চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে ও গিরিপথ ধরে।

তাতে রয়েছে উত্তম উৎকৃষ্ট অশ্ব যেগুলোকে চালিত করা হচ্ছিল একই সঙ্গে।

এমন সব অশ্ব ক্ষীণ যেগুলোর উদর আর গতি যেগুলোর দ্রুত। - - - -

এক বাহিনীতে ছুটে চলে উয়ায়না তার পতাকা নিয়ে, আর আবূ সুফিয়ান ছিলেন বাহিনী নেতা রূপে।

এরা দুজন যেন দুই পূর্ণ চন্দ্র। এরা দুজনে পরিণত হয়েছে অভাবী আর পলাতকদের আশ্রয় স্থলে।

তারা উপস্থিত হন মদীনায় এবং ব্যবহার করেন পরীক্ষিত তীক্ষ্ণধার তরবারি।

এক মাস দশ দিন পর্যন্ত ওরা দাপট বিস্তার করে রেখেছিলেন মুহাম্মাদের উপরে, আর তার সাহাবীরা ছিলেন লড়াইয়ের উত্তম সাথী।

তারা ঘোষণা দেয় প্রস্থানের ঐ ভোরে যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা ব্যর্থ লোকদের কাছাকাছি পাঠিয়ে পৌঁছে গেছি।

পারিখা না হলে তারা সবাই নিহত হতো, আর ক্ষুধার্ত পাখি নেকড়ের খোরাকে পরিণত হতো।

ইব্ন ইসহাক বলেন যে, এর জবাবে হাস্সান ইবন ছাবিত বলেন ঃ

هل رسم دارسة المقام يباب ... متكلم لمحاور بجواب

قفرعفا رهم السحاب رسومه ... وهبوب كل مطلة مرباب

ولقد رأيت بها الحلول يزينهم ... بيض الوجوه ثواقب الاحساب -

فدع الديار وذكر كل خريدة ... بيضاء انسة الحديث كعاب

واشك الهموم الى الاله وما ترى ... من معشر ظلموا الرسول غضاب

سارو باجمعهم اليه والبوا ... اهل القرى وبوا دى الاعراب

جيش عيينة وابن حرب فيهم ... متخمطون بحلبة الاحزاب

حتى اذا وردوا المدية ورتجوا ... قتل الرسول ومغنم الاسلاب

وغدوا علينا قادرين بايدهم ... ردوا بغيظهم على الاعقاب

بهبوب معصفة تفرق جمعهم ... وجنود ربك سيد الارباب

فكفى الاله المومنين قتالهم ... واثابهم فى الاجر خير ثواب

من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم ... تنزيل نصر مليكنا الوهاب

واقر عين محمد وصحابه ... واذل كُلَّ مكذب مرتاب

عاتي الفؤاد موقع ذى ريبة　　فى الكفر ليس بطاهر الاثواب

علق الشفاء بقلبه ففؤاده　　فى الكفر اخرهذه الاحقاب

এটা কি বিরান প্রান্তরের বিলীয়মান চিহ্ন ? যা দিয়ে যাচ্ছে প্রশ্নকারীর জবাব।

এমনই বিরান সে প্রান্তর যে, মুষলধারার ক্রমাগত বৃষ্টি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তার সকল চিহ্ন।

আমি সেখানে দেখতে পেয়েছি উজ্জ্বল চেহারার রমণীদেরকে যাদের বংশ উন্নত, যারা ছিল আসরের শোভা।

ছেড়ে দাও তুমি সেসব ললনাদের আলোচনা, যাদের চেহারা সমুজ্জ্বল আর যাদের বচন মধুর।

দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ কর তুমি আল্লাহ্‌র নিকট, সেসব ক্রুদ্ধ ব্যক্তির, যারা যুলুম করেছে রাসূলের উপর।

তারা ছুটে যায় তার দিকে সম্মিলিতভাবে এবং জড়ো করে শহরবাসী আর মরুচারী বেদুঈনদের।

তাদের মধ্যে রয়েছে উয়ায়না আর আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারবের বাহিনী। ভীষণ ক্রুদ্ধ তারা সদল বলে।

শেষ পর্যন্ত তারা উপস্থিত হয় মদীনায় এবং তারা প্রয়াস পায় রাসূলকে হত্যার এবং গনীমত লাভের।

তারা প্রত্যুষে চড়াও হয় আমাদের উপর; কিন্তু তাদেরকে পেছন বাম হটিয়ে দেয়া হয় তাদের ক্ষোভসহ। বিতাড়িত করা হয় তাদেরকে ঝঞ্ঝা বায়ূ দ্বারা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাহিনী দ্বারা।

এবং ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয় তাদের দলকে।

মু'মিনদের যুদ্ধের জন্য আল্লাহ্‌ইতো যথেষ্ট, আর তিনি তাদেরকে দান করেন উত্তম প্রতিদান।

তাদের নিরাশ হওয়ার পর, তিনি ছিন্ন করে দেন তাদের দলকে।

এটা ছিল আমাদের মহান দাতা আল্লাহ্‌র সাহায। আর শীতল করেন তিনি মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবীদের চোখ।

আর লাঞ্ছিত করেন সকল সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সংশয়বাদীকে।

যাদের হৃদয়সমূহ চরম বিদ্বেষী ও কুফরীর সংশয়ে ডুবে রয়েছে।

যাদের পরিধেয় নয় পরিচ্ছন্ন। দুর্ভাগ্য তাদের অন্তরে আসন গেড়ে বসেছে।

কুফরী কালের শেষ প্রবাহ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

ইবন্ ইসহাক বলেন, কা'ব ইব্‌ন মালিকও তার জবাবে বলেন ঃ

ابقى لنا حدث الحروب بقية　　من خير (نخلة) ربنا الوهاب

بيضاء مشرفة الذرى (ومعاطنا)　　حم الجزوع غزيرة الاحلاب

(كاللوب) يبذل جمها وحفيلها　　للجاروا بن العم والمنتاب

ونزائعا مثل السراج نمى بها   علف الشعير وجزة المقضاب

عرى الشوى منها واردف نحضها   جرد المتون وسائر الآراب

قودا تراح الى الصباح اذا غدت   فعل الضراء تراح للكلاب

وتحوط سائمة الديار وتارة   تردى العدى وتشوب بالاسلاب

حوش الوحوش مطارة عند الوغى   عبس اللقاء مبينة الانجاب

علفت على دعة فصارت بدنا   دخس البضيع خفيفة الاقصاب

يغدون بالزغف المضاعف شكه   وبمترصات فى الثقاف ثياب

وصوارم نزع الصياقل علبها   وبكل اروع ماجد الانساب

يصل اليمين بمادن متقارب   وكلت وقيعته الى خباب

واغر ازرق فى القناة كانه   فى طخية الظلماء ضوء شهاب

وكتيبة ينفى القران (قتير ها)   وترد حد قواحز النشاب

جأوى ململمة كأن رماحها   فى كل مجمعة صريمة غاب

تأوى الى ظل اللواء كانه   فى صعدة الخطِّى فئ عقاب

اعيت ابا كرب واعيت تُبَّعًا   وابت بسالتها على الاعراب

ومواعظ من ربنا نهدى بها   بلسان ازهر طيِّبُ الاثواب

عرضت علينا فاشتهينا ذكرها   من بعد ما عرضت على الاحزاب

حكما يراها المجرمون بزعمهم   حرجا ويفهمها ذو والالباب

جاءت سخينة كى تغالب ربها   فليغلبن مغالب الغلاب

উক্ত কবিতায় তিনি যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা দেওয়ার পর বলেন ঃ

যুদ্ধের ঘটনা আমাদের জন্য অবশিষ্ট রেখেছে আমাদের পালনকর্তা মহান দাতার উত্তম দান। সুউচ্চ প্রাসাদ আর ফলদায়ক ফলের বাগানসমূহ।

.... আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ আর হিদায়াত পূত—পবিত্র যবান পবিত্র বংশের ব্যক্তির মাধ্যমে।

তা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। আর আমরা পসন্দ করি তার চর্চা-আলোচনা আহযাবের ঘটনার পর, যা ঘটেছিল।

কুরায়শ আর সম্মিলিত বহিনীর কাফিরদের প্রতি।

এমন সব জ্ঞানের কথা, অপরাধীরা যাকে নিজেদের ধারণা মতে অকল্যাণকর মনে করে।

কিন্তু বুদ্ধিমানরা অনুধাবন করেন তার সঠিক মর্ম। কুরায়শরা এসেছে,

আপন প্রভুর উপর বিজয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে; কিন্তু যে ব্যক্তি বিজয়ীর উপর জয়ী হতে চায়,

তাকে তো বরণ করতে হয় চরম পরাজয়।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আস্থাভাজন এক ব্যক্তি - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবায়র সূত্রে বলেন যে, এ কবিতাটি শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

হে কা'ব ! তোমার এ কবিতার জন্য আল্লাহ্ তোমার প্রশংসা করেছেন। আমি বলি, এ কবিতায় যে কুরায়শদেরকে 'সাহীনা' বলে অভিহিত করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে– আরবরা তাদেরকে এ নামেই অভিহিত করতো। তাদের গরম খাবারের জন্য, য' সাধারণতঃ অন্যান্য মরুচারীরা আহার করতে পেতোনা। আল্লাহ্ই ভাল জনেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কা'ব ইবন মালিক আরো আবৃত্তি করেন ঃ

من سره ضرب يمعمع بعضه ... بعضا كمعمعة الاباء المحرق

فيأت مأسدة نسن سيوفها ... بين المذاد وبين جذع الخندق

ذربوا بضرب المعلمين واسلموا ... مهجات انفسهم لرب المشرق

فى عصبة نصر الاله نبيه ... بهم و كان بعبده ذا مرفق

فى كل سابغة تخط فضولها ... كالنهى هبت ريحه المتر قرق

بيضاء محكمة كأن قتيرها ... حدق الجنادب ذاسك موثق

جدلاء يحفزها نجاد مهند ... صافى الحديدة صارم ذى رونق

تلكم مع التقوى تكون لباسنا ... يوم الهياج وكل ساعة مصدق

تصل السيوف اذا قصرن بخطونا ... قدمًا ونلحقها اذا لم تلحق

فترى الجماجم ضاحيا هاماتها ... بله الاكف كانها لم تخلق

نلقى العدو بفخمة ملمومة ... تنفى الجموع كقصد رأس المشرق

ونعد للاعداء كل مقلص ... ورد ومحجول القوائم ابلق

تردى بفرسان كان كما تهم ... عند الهياج اسود طل ملثق

صدقٍ يعاطون الكماة محتوفهم ... تحت العماية بالوشيج المزهق

امر الاله بربطها لعدوه ... فى الحرب ان اللّه خير موفق

لتكون غيظا للعدو وحيِّطا ... للدار ان دلفت خيول النزق

ويعيننا اللّه العزيز بقوة ... منه وصدق الصبرساعة نلتقى

ونطيع امرنبينا ونجيبه ... واذا دعا لكريهة لم نسبق

ومتى ينادى للشدائد نأتها — ومتى نرى الحومات فيها نعنق

من يتبع قول النبى فانه — فينا مطاع الامر حق مصدق

فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا — ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق

ان الذين يكذبون محمدا — كفروا وضلوا عن سبيل المتقى

আনন্দ দান করে যে ব্যক্তিকে প্রচণ্ড যুদ্ধের নিনাদ, যেন তা পাত্রে আগুন লাগার শব্দ আরকি !

তারা যেন হাযির হয় আমাদের কর্মক্ষেত্রে, যে তার তলোয়ারে শান দেয় মামাম আর খন্দকের মধ্যবর্তী স্থানে।

যারা অভ্যস্ত নামকরা বীর হত্যায়, যারা নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছে দিগন্তের প্রভুর উদ্দেশ্যে।

আল্লাহ্ সাহায্য করেছেন তাঁর নবীকে এ দল দ্বারা, আর তিনিতো তাঁর বান্দার প্রতি অত্যন্ত সদয়।

আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই বিশাল বাহিনী নিয়ে, যা তাড়িয়ে দেয় বিশাল বাহিনীকে প্রাচ্যের পর্বত চূড়া জয় করার মতো !

দুশমনের তরে আমরা প্রস্তুত রাখি দীর্ঘ দেহী অশ্ব, যা গোলাবের মতো লাল; আর সাদা কাল মিশ্রিত বর্ণের।

তা ছুটে নিয়ে যায় অশ্বারোহীকে, তীব্র গতিতে,

কারণ, বীর–বাহাদুর যুদ্ধের দিন ভোর বেলা কুয়াশা জনিত কাদামাটিতে যেন সিংহ আর কি !

তারা সত্যিকার বিশ্বস্ত, ধুলোর তলে, বর্শা নিয়ে বীর–বাহাদুর ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করায়।

যুদ্ধের জন্যে সে সব অশ্বকে আল্লাহ্ তৈয়ার রাখার হুকুম করেছেন, আর আল্লাহতো হলেন সর্বোত্তম তাওফীক দাতা।

যাতে তারা উত্তেজিত করে তোলে দুশমনকে,

আর সুরক্ষিত করে নেয় নিজেদের আবাসস্থলকে, ফলে তেড়ে আসে শক্ত সমর্থ অশ্বরাজি।

আর দুশমনের মুকাবিলা কালে আল্লাহ আমাদের

সাহায্য করেন তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত শক্তি আর ধৈর্য দ্বারা। কারণ, তিনিতো মহা শক্তিধর।

আমরা মান্য করি আমাদের নবীর নির্দেশ আর

সাড়া দেই তাঁর আহ্বানে, কষ্ট সাধ্য কাজের তরে। তিনি আহ্বান জানালে আমরা পশ্চাৎপদ হইনা।

যুদ্ধকালে তিনি যখন ডাক দেন আমরা তাতে সাড়া দেই, আমরা তুমুল যুদ্ধের সময় ছুটে যাই সেখানে।

নবীর বাণী মেনে চলে যেজন (সেতো পরম পুণ্যবান)।

কারণ, তিনিতো আমাদের মধ্যে মান্যবর, তিনিই তো নেতা, আর তিনিই তো সত্য!

এভাবে তিনি আমাদের সাহায্য করেন, প্রকাশ করেন আমাদের মান-মর্যাদা,

আর তা অর্জন করায় তিনি দয়া করে আমাদেরকে সাহায্য করেন।

যারা অস্বীকার করে (নবী) মুহাম্মাদ (সা)-কে ;
তারাতো কুফরী করেছে আর দূরে সরে গেছে মুত্তাকীদের পথ থেকে।
ইব্‌ন ইসহাক কা'ব ইব্‌ন মালিকের আরো কবিতা উল্লেখ করেন ঃ

لقد علم الاحزاب حين تألّبوا   علينا وراموا ديننا ما نوادع

اضاميم من قيس بن غيلان اصفقت   وخندق لم يدروا بما هو واقع

يذودوننا عن ديننا ونذودهم   عن الكفر والرحمن راد وسامع

اذا غايظونا في مقام اعاننا   على غيظهم نصر من اللّه واسع

وذلك حفظ اللّه فينا وفضله   علينا ومن لم يحفظ اللّه ضائع

هدانا لدين الحق واختاره لنا   ولله فوق الصانعين صانع

মর্মার্থ ঃ শত্রুদলের লোকেরা জানতে পেরেছে যখন তারা আমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে এবং আমাদের দীনকে লক্ষ্য স্থলে পরিণত করেছে।

যা আমরা বিসর্জন দেবো না। কায়েস ইব্‌ন গায়লান এর দল আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তালি বাজিয়েছে; কিন্তু খন্দক দেখতে পেয়ে কি ঘটতে যাচ্ছে তা তারা ঠাহর করে উঠতে পারেনি।

তারা আমাদেরকে বাঁধা দেয় আমাদের দীন থেকে, আর আমরা তাদেরকে বাঁধা দেই কুফ্‌রী থেকে; আর দয়াময় আল্লাহতো দ্রষ্টা এবং শ্রোতা।

তারা যখন কোন স্থানে আমাদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে তখন আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে আমাদেরকে সাহায্য করেন।

আমাদের জন্য এটা আল্লাহ্‌র হিফাযত ও দয়া আর আল্লাহ্ যাকে হিফাযত করেন না, তার ধ্বংসতো অনিবার্য।

আল্লাহ্ আমাদেরকে সত্য দীনের প্রতি হিদায়াত করেছেন, এবং তা আমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন।

আর আল্লাহতো হলেন সকল কর্তার শ্রেষ্ঠ কর্তা।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, এ পংক্তিগুলো তার একটি দীর্ঘ কাসীদার অন্তর্ভুক্ত। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ কুরায়যার যুদ্ধ প্রসঙ্গে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন ঃ

لقد لقيت قريظة ما ساءها   وما وجدت لذل من نصير

اصابهم بلاء كان فيه   سوى ما قد اصاب بني النضير

غداة اتاهم يهوى اليهم   رسول اللّه كالقصر المنير

له خيل مجنبة تغادى   بفرسان عليها كالصقور

تـركناهـم وما ظفـرو ابشئ　　دماءهم عليها كالعبير

فهم صرعى تحوم الطير فيهم　　كذاك يدانُ ذوالعند الفجور

فانذر مثلها نصحا قريشا　　من الرحمن ان قبلب نذيرى

বনূ কুরায়যা তার শব্দ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে লাঞ্ছনাকালে তারা পায়নি কোন সাহায্যকারী।

বনূ নযীরের আপদ ছাড়া আরো আপদ তাদের উপর আপতিত হয়েছে।

প্রত্যুষে রাসূল (সা) তাদের নিকট আগমন করেন। তিনি ছিলেন উজ্জ্বল চাঁদের মত।

তাঁর সাথে অশ্বরাজি যারা অশ্বারোহীকে নিয়ে ছুটে যায় ঈগল পাখির মতো।

আমরা তাদেরকে ছেড়ে এসেছি এমন অবস্থায় যে, তারা কোন ব্যাপারেই সফল হয়নি।

সেখানে তাদের প্রচুর রক্ত ঝরে যায়। তারা ছিল মরাশায়ী পাখি উড়ছিল তাদের উপর, হঠকারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এভাবেই পাপের শাস্তি পায়।

এমন উপদেশ দ্বারা কুরায়শকে তুমি সতর্ক কর, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যদি সে গ্রহণ করে আমার উপদেশ।

বনূ কুরায়যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন ইসহাক হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত আরো একটি কবিতা উল্লেখ করেন :

تعاقد معشر نصروا قريشا　　وليس لهم ببلدتهم نصير

هم اوتو الكتاب فضيعوه　　وهم غمى من التوراة بور

كفرتم بالقرأن وقد اتيتم　　بتصديق الذى قال النذير

فهان على سراة بنى لؤى　　حريق بالبويرة مستطير

কুরায়শের সাহায্যার্থে তারা চুক্তিবদ্ধ হয়। তাদের শহরে তাদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী।

তাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল ; কিন্তু তারা তা বিনাশ করেছে তাওরাতের ব্যাপারে তারাতো চরম অন্ধ।

তোমরা কুরআন অস্বীকার করছ, অথচ তোমরাতো স্বীকার করেছিল সতর্ককারী রাসূলের বাণী মেনে নেয়ার কথা।

তাইতো লাঞ্ছিত হয়েছে বনূ লুয়াইর নেতাদের বুয়াইরার খেজুর বাগানে অগ্নিশাস্তির মাধ্যমে।

আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব এর জবাবে বলেন :

ادام اللّٰه ذلك من صنيع　　وحرق فى طوائفها السعير

ستعلم اينا منها بنزه　　وتعلم اى ارضينا تضير

فلو كان النخيل بها ركابا　　لقالوالامقام لكم فسيروا

এহেন কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ স্থায়ী করুন এবং তাদের দলের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করুন।

অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কে তা থেকে দূরে ; আরো জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কোন পথের ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

খেজুর বাগানে যদি থাকতো অশ্বারোহী তবে তারা বলতো তোমাদের জন্যে কোন স্থান নেই, সুতরাং তোমরা চলে যাও।

আমি বলি, আবূ সুফিয়ান ইবনুল হারিছ ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে এ কবিতা রচনা করেন। এ কবিতার কিছু অংশ সহীহ্ বুখারীতে উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইব্ন ইসহাক জাবাল ইব্ন জাওয়াল সা'লাবীর কবিতার সে জবাব হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত দিয়েছিলেন তাও উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তা বাদ দিয়েছি। হযরত সা'দ ইব্ন মুআয্ এবং বনূ কুরায়যার যুদ্ধের অন্য যারা শাহাদত বরণ করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে হসাগান ইব্ন ছাবিত রচিত নিম্নের কবিতাগুলো ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন ঃ

الا يا لقومى هل لما حم دافع — وهل ما مضى من صالح العيش راجع

تذكرت عصرا قدمضى فتهافتت — بنات الحشا وانهل منى المدامع

صبابــــةٌ وجد ذكرتنى اخوة — وقتلى مضى فيها طفيل ورافع

وسعد فاضحوا فى الجنان واوحشت — منازلهم فالارض منهم بلاقع

وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم — ظلال المنايا والسيوف اللوامع

دعا فاجابوه بحق وكلهم — مطيع له فى كل امر وسامع

فما نكلوا حتى توالوجماعة — ولايقطع الاجال الا المصارع

لا نهم يرجون منه شفاعة — اذا لم يكن الا النبيّون شافع

فذالك يا خير العباد بلاؤنا — اجابتنا له والموت ناقع

لنا القدم الاولى اليك وخلفنا — لاولنا فى ملة اللّه تابع

ونعلم ان الملك للّه وحده — وان قضاء الله لابد واقع

হে মোর জাতির লোকেরা, শোন, কপালের লিখন কি কেউ খণ্ডন করতে পারে ? পারে কি কেউ সুখের দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে ?

অতীত দিনের কথা আমি স্মরণ করেছি ফলে ডুবে যায় মন আর চক্ষু থেকে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুমালা।

দুঃখের ঘনঘটা আমাকে স্মরণ করায় বন্ধু আর শহীদদের স্মৃতি, যারা গত হয়েছে।

তাদের মধ্যে তুফায়েল আর রাফে'ও ছিল। ছিল সা'দও, তারাতো জান্নাত লাভ করেছে আর তাদের ভূমিতো বিরান পড়ে আছে।

বদর যুদ্ধের দিন তারা বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে রাসূল (সা)-এর সঙ্গে। আর তাদের মাথার উপরে ঝুলছিল মৃত্যুর ছায়া আর উজ্জ্বল তরবারী।

রাসূল তাদেরকে আদেশ করেন আর তারা সাড়া দেন, সত্যের ডাকে, প্রতিটি ব্যাপারে তাঁরা সকলেই ছিলেন রাসূলের অনুগত এবং বাধ্য।

ভয়ে তারা ফিরে যায়নি, শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের দলে মিশে যায়, আর নির্ধারিত আয়ুকে কেবল মৃত্যুই কর্তন করতে পারে।

কারণ, তারা নবীজির শাফাআতের আশা পোষণ করে, যখন নবীরা ছাড়া আর কোন সুপারিশকারী থাকবেন না।

তাই হে আল্লাহ্র নেক বান্দারা ! এটাই ছিল আমাদের পরীক্ষা আর আমরা সাড়া দেই আল্লাহ্ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আমাদেরকে মেনে নিতে হবে আল্লাহ্র হুকুম, আর মৃত্যুতো অবধারিত।

তোমার পানেই আমাদের প্রথম পদক্ষেপ, আর আমাদের পশ্চাতে রয়েছে আল্লাহ্র দীনের তরে আমাদের অনুগমনকারীরা।

আমরা জানি যে, রাজত্ব কর্তৃত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্র, আর আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত অবশ্যই কার্যকরী হবে। আবদুল্লাহ্ আবদুল্লাহ্

আবূ রাফি' ইয়াহূদীর হত্যার ঘটনা

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ খন্দক যুদ্ধে এবং বনূ কুরায়যার ঘটনার পর আবূ রাফি' সালাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ক ছিল রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে যারা সম্মিলিত বাহিনীকে একত্র করে তাদের অন্যতম। ওহুদ যুদ্ধের পূর্বে আওস গোত্রের লোকেরা কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যা করে। তখন খায্‌রাজ গোত্রের লোকেরা সালাম ইব্‌ন আবুল হুকায়ককে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করে। সে অবস্থান করছিল খায়বরে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে অনুমতি দান করেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যুহরীর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর নিমিত্ত এমন ব্যবস্থা করে দেন যে, আনসারদের দুটি গোত্রই আওস এবং খায্‌রাজ রাসূল (সা)-এর সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতো, আওস গোত্র কোন কার্য সাধন করলে খায্‌রাজ গোত্রের লোকেরা বলতো ঃ আল্লাহ্র কসম! এরা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমাদের চেয়ে অগ্রগামী না হয়ে যায়। ওদের মত কিছু একটা না করা পর্যন্ত তারা থামতো না। আর বনূ খায্‌রাজের কোন ব্যক্তি ভাল কিছু করলে আওস গোত্রের লোকেরা অনুরূপ করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো।

ইব্‌ন ইসহাক (র) আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের অপরাধে আওস গোত্রের লোকেরা কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যা করলে খায্‌রাজ গোত্রের লোকেরা বলে— আল্লাহ্র শপথ, তারা কখনো আমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কোন লোক কা'ব ইব্‌ন আশরাফের মতো রাসূল (সা)-এর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে, সে বিষয়ে তারা ভাবতে থাকে। এ প্রসঙ্গে তারা খায়বরে অবস্থানরত ইব্‌ন আবুল হুকায়ক সম্পর্কে আলোচনা করে। তাকে হত্যা করার জন্য তাঁরা রাসূল (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি

অনুমতি দান করেন। তদনুযায়ী খায্‌রাজ গোত্রের বনূ সালিমা শাখা থেকে পাঁচ জন লোক বেরিয়ে পড়েন। এরা হলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক, মাস্‌উদ ইব্‌ন সিনান, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস; আবূ কাতাদা হারিছ ইব্‌ন রিব্‌ঈ এবং আসলাম গোত্র থেকে তাদের মিত্র খিযাঈ ইব্‌ন আসলামী। এরা হত্যার উদ্দেশ্যে বর্হিগত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীককে দল নেতা নিযুক্ত করে কোন নারী এবং শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। তারা যথারীতি বর্হিগত হন এবং খায়বরে পদার্পন করে রাত্রি বেলা ইব্‌ন আবুল হুকায়কের বাড়ীর চৌহদ্দীতে পৌছে সেখানকার বাসিন্দাদের গমনাগমনের পথ বন্ধ করে দেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন যে, সে ছিল তার ঘরের উপর তলায়। উপরে আরোহণের খেজুর গাছ নির্মিত সিড়ি ছিল। তারা সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে অনুমতি চাইলে তার স্ত্রী বের হয়ে জিজ্ঞাসা করে। কে তোমরা ? তাঁরা বলেন ঃ আমরা আরবের কতিপয় লোক। আমরা এসেছি খাদ্যের খোঁজে। সে বললো ঃ এই তো তোমাদের সাহেব, ভেতরে প্রবেশ করে তার কাছে যাও। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলে গোলযোগের আশংকায় সে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ তা লক্ষ্য করে তার স্ত্রী চিৎকার জুড়ে দেয়। আমরা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বিছানায় তার জীবন-লীলা সাঙ্গ করি। আমরা তরবারির আঘাতে তাকে বধ করেছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, রাত্রির অন্ধকারে কেবল তার শুভ্র দেহ পরিলক্ষিত হচ্ছিল তা যেন ছিল সাদা রঙ্গের কিব্‌তী চাদর। তিনি বলেন, তার স্ত্রী চিৎকার জুড়ে দিল। আমাদের কোন ব্যক্তি তলোয়ার উঁচিয়ে তাব দিকে ছুটে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিষেধের কথা স্মরণ করে সে হাত গুটিয়ে নেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিষেধ বাণী না থাকলে আমরা রাত্রিকালেই তার কাজও সারা করতাম। তিনি বলেন ঃ আমরা তরবারি দ্বারা তার উপর হামলা চালাবার পর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস তার উদরে তরবারি স্থাপন করে তা বিদীর্ণ করে ফেলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন ব্যস হয়েছে। ব্যস হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, আমরা বেরিয়ে নিচে নেমে আসি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক ছিলেন ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সিঁড়ি থেকে পড়ে যান এবং এতে এতে মারাত্মক আঘাত পান। আমরা তাঁকে বয়ে নিয়ে পানির একটা নালায় প্রবেশ করি। তারা আগুন প্রজ্জ্বলিত করে চারিদিকে হন্যে হয়ে আমাদেরকে খুঁজতে থাকে। তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। তারা যখন ফিরে যায় তখন তার প্রাণ যায় যায় দশা। তিনি বলেন, তখন আমরা বললাম, আমরা কি করে জানবো যে, আল্লাহ্‌র দুশমন মারা গেছে ? তখন আমাদের মধ্যে একজন বললো, আমি যাচ্ছি, পরিস্থিতি যাচাই করে তোমাদেরকে অবহিত করবো। তিনি বলেন, লোকটি গিয়ে লোকজনের সাথে মিশে যায় এবং ফিরে এসে জানায় যে, আমি তার স্ত্রী এবং আরো কিছু লোককে তার আশে পাশে দেখতে পাই। এরা সকলেই ছিল ইয়াহুদী। তার স্ত্রীর হাতে একটি বাতি ছিল। সে নিহত ব্যক্তির চেহারার দিকে তাকিয়ে সমবেত লোকজনকে বলছিলঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি। তারপর আমি নিজের ধারণাকে মিথ্যা ঠাউরে মনে মনে বলি ঃ ইব্‌ন আতীক এখানে গামা থেকে কেমন করে আসবে ? তারপর সে অগ্রসর হয়ে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে- য়াহূদীদের উপাস্যের শপথ, সে নিহত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার নিজের জন্য এর চেয়ে শ্রুতিমধুর কোন কথা শুনিনি। তিনি বলেন, এরপর তিনি আমাদের নিকট আগমন করে আমাদেরকে সংবাদ দিলে আমরা আমাদের সঙ্গীকে বয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সাক্ষাৎ করতে যাই এবং আল্লাহ্‌র

দুশমনকে হত্যার সুসংবাদ তাঁকে দেই। তাকে হত্যা কে করেছে এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং আমাদের প্রত্যেকেই তাকে হত্যা করার দাবী করে। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমার নিকট তোমাদের তলোয়ার নিয়ে এসো। আমরা তরবারি হাযির করলে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইসের তলোয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি দেখছি এর তরবারিটিই তাকে হত্যা করেছে আর তাতে আহার্যের চিহ্ন রয়েছে। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, এ প্রসঙ্গে হাস্সান ইব্ন ছাবিত নিম্নের কবিতা রচনা করেন ঃ

لله درعصابة لا قيتهم — يا ابن الحقيق وانت يا ابن الاشرف

يسرون بالبيض الخفاف اليكم — مرحا كاسد فى عرين مغرف

حتى اتوكم فى محل بلادكم — فسقوكم حتفا ببيض ذفف

مستبصرين لنصر دين نبيهم — مستصغرين لكل امر مجحف

হে হুকায়কের পুত্র! ওহে আশরফের পুত্র! সাবাস সে দলকে যাদের দেখা তোমরা পেয়েছো।
তারাতো তোমাদের কাছে গিয়েছিল রাতের বেলা হালকা তরবারি নিয়ে দর্পভরে।
গভীর বনের সিংহের মতো; শেষ পর্যন্ত তারা আগমন করে তোমাদের দেশের চৌহদ্দীতে,
আর তীক্ষ্ণধার তলোয়ার দ্বারা সাঙ্গ করে তোমাদের জীবন লীলা।
নবীর দীনকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে, যেকোন ভয়ংকর আঘাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) এ রকমই উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী ইসহাক ইব্ন নসর - - - - বারা ইব্ন আযিব সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

আবূ রাফি' য়াহূদীকে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছোট্ট একটি দলকে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক রাতের বেলা তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন। ইমাম বুখারী (র) ইউসুফ ইব্ন মূসা - - - - বারা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

ইমাম বুখারী (র) ইউসুফ ইব্ন মূসা - - - - বারা' সূত্রে বলেন ; রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতিপয় আনসারী ব্যক্তিকে আবূ রাফি' য়াহূদীর প্রতি প্রেরণ করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আতিক (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। এ লোকটি রাসূল (সা)-কে কষ্ট দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদেরকে প্ররোচিত করতো, হিজাযের একটি দুর্গে সে অবস্থান করতো, তারা যখন দুর্গের নিকট পৌঁছেন। তখন সূর্য অস্ত গিয়েছে এবং লোকজন তাদের পশুপাল নিয়ে বাড়ী ফিরেছে। আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি যাচ্ছি, দারোয়ানকে কৌশলে ভুলিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার উপায় বের করা যায় কিনা দেখি। তিনি এগিয়ে যান এবং দরজার কাছে গিয়ে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেন যেন তিনি প্রস্রাব করার জন্য বসেছেন। ইতোমধ্যে লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করে আর দারোয়ান চিৎকার করে বলে ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ কর। কারণ, আমি দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, তাই আমি ভেতরে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে থাকি। সকলে ভেতরে প্রবেশ করলে সে দরজা বন্ধ করে চাবিগুলো এক স্থানে ঝুলিয়ে রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি উঠে দাঁড়াই এবং চাবিগুলো নিয়ে দরজা খুলি। আর আবূ রাফি'র বাড়ীতে রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো এবং সে বাস করতো

উপর তলায়। আসরের লোকজন বিদায় নিলে আমি উপরে আরোহণ করি এবং একটা একটা করে দরজা খোলামাত্র ভেতর থেকে বন্ধ করতে থাকি। আমি মনে মনে বলিঃ লোকজন আমার ব্যাপারে জানতে পারলেও তারা আমার নিকট পৌঁছার পূর্বেই, আমি তাকে হত্যা করে ফেলবো।

অবশেষে আমি তার কাছে পৌঁছে গেলাম, সেছিল একটা অন্ধকার গৃহে স্বজন পরিবেষ্টিত। আমি জানতাম না গৃহের কোথায় সে আছে। আমি আবূ রাফি'কে তার নাম ধরে ডাক দিলাম। সে জিজ্ঞাসা করলো, কে ? আমি আওয়ায শুনেই সেদিকে ছুটে যাই এবং তলোয়ার দ্বারা তাকে আঘাত করি। আমি ছিলাম বিচলিত। আমার আঘাতে কোন কাজ হলোনা। সে চিৎকার দিলে আমি ঘর থেকে বের হলাম। কিছুক্ষণ বাইরে অবস্থান করে আমি পুনরায় ভেতরে প্রবেশ করি। আমি বললাম ঃ আবূ রাফি'! এটা কিসের আওয়ায! সে বললো ঃ তোমার মায়ের জন্য দুর্ভোগ, এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তরবারি দিয়ে আমাকে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, আমি তাকে সজোরে আঘাত করি, কিন্তু তাতেও সে মারা যায়নি। এরপর আমি তরবারী ফলা তার পেটে স্থাপন করি, যা পিঠ পর্যন্ত ভেদ করে যায়। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি তাকে হত্যা করতে পেরেছি। এরপর আমি এক এক করে সবগুলো দরজা খুলে কক্ষের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছি। আমি সিঁড়িতে পা স্থাপন করি। আমি ধারণা করলাম যে, আমি শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছি। চাঁদনী রাতে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাই এবং এর ফলে আমার পায়ের নলা ভেঙ্গে যায়। আমি পাগড়ি দিয়ে পা বেঁধে নেই। আমি হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়িতে পৌঁছে সেখানে বসে পড়ি। আমি মনে মনে বলি, তার হত্যা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে আজ রাতে বের হবোনা। ভোরে মোরগ ডাক দিলে মৃত্যু সংবাদ দানকারী দেয়ালে আরোহণ করে ঘোষণা দেয় যে, আমি হিজাযবাসীদের সাহায্যকারী আবূ রাফি' মারা যাওয়ার কথা ঘোষণা করছি, এ কথা শুনে আমি আমার বন্ধুদের নিকট গিয়ে তাদেরকে বলি, রক্ষা পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ রাফি'কে ধ্বংস করেছেন। আমি নবী (সা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে গোটা ইতিবৃত্ত অবহিত করলে তিনি বলেন, তোমার পা বাড়াও। আমি পা বাড়ালে তিনি তাতে হাত বুলান। এতে আমার মনে হলো যেন পায়ে কোন কষ্টই ছিল না।

ইমাম বুখারী (র) আহমদ ইব্‌ন উসমান। আবূ ইসহাক সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। এতে বলা হয়েছে ঃ

ইমাম বুখারী (র) বারা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদল লোকসহ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উতবা এবং আবদুল্লাহ ইবন আতীককে আবূ রাফি'-এর প্রতি প্রেরণ করেন। তাঁরা অগ্রসর হয়ে দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক তাদেরকে বললেনঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবো। তদনুযায়ী আমি ভেতরে প্রবেশ করার ফন্দি আঁটি। এ সময় তাদের একটা গাধা খোয়া যায়। তারা আলো নিয়ে গাধার খোঁজে বের হয়। আমার আশংকা হলো, তারা আমাকে চিনে ফেলতে পারে। তাই আমি মস্তক আবৃত করে বসে পড়ি, যেন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বসেছি, আর কি! তখন দারোয়ান বললো ঃ যে ভেতরে প্রবেশ করতে চায়, প্রবেশ করুক। দরজা বন্ধ করার আগেই তাকে প্রবেশ করতে হবে। তাই আমি ভেতরে প্রবেশ করে দুর্গের দরজার নিকটে গাধার

আস্তাবলে লুকিয়ে থাকি। দুর্গের লোকেরা আবূ রাফি',এর নিকটে আহার করে এবং রাতের কিছু সময় অবধি গল্পগুজব করে। তারপর তারা নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়। যখন কোলাহল থেমে গেল এবং আমি কোন সাড়াশব্দ শুনতে পেলাম না তখন আমি বের হলাম। তিনি বলেন, আমি দারোয়ানকে কোথায় সে দুর্গের চাবি রেখেছে তা লক্ষ্য করি। আমি সেখান থেকে চাবি নিয়ে দুর্গের দরজা খুলি। আমি মনে মনে বলি। কেউ আমাকে দেখে ফেললে আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়বো। এরপর গৃহের দরজার দিকে এগিয়ে বাইরে থেকে তা বন্ধ করে দেবো। এরপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আমি আবূ রাফি' এর কাছে পৌঁছি। অন্ধকার গৃহ, বাতি নিবে গেছে। লোকটি কোথায়, তা আমি ঠাহর করতে পারছিলাম না। আমি তার নাম ধরে ডাক দিলাম, হে আবূ রাফি! সে বলে, কে ? আমি আওয়াযের দিকে এগিয়ে যাই এবং তাকে আঘাত করি। কিন্তু আঘাতে কোন কাজ হলো না। সে চিৎকার করে। ব্যর্থ চিৎকার। তারপর আমি তার শুভার্থী সেজে তার কাছে যাই। আমি বলি, আবূ রাফি'! তোমার কী হয়েছে ? আমি তখন আওয়ায বদলে ফেলি। সে বলে, না, তোমার জন্য আমাকে অবাক হতে হয়। তোমার মায়ের জন্য ধ্বংস। এক ব্যক্তি আমার গৃহে প্রবেশ করে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। তিনি বলেন, পুনরায় আমি তার দিকে এগিয়ে যাই। পুনরায় তার উপর আঘাত হানি। কিন্তু এবারও আঘাতে কোন কাজ হলো না সে চিৎকার জুড়ে দেয় এবং তার পরিবারের লোকজন জেগে উঠে। তারপর আমি কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে শুভার্থীর মতো এগিয়ে যাই। দেখি, সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আমি তার পেটের উপর অস্ত্র স্থাপন করি এবং তার উপর প্রচন্ড চাপ দেই। যাতে তার পৃষ্ঠদেশের হাঁড়ের আওয়ায শুনতে পাই। এরপর আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ি এবং নিচে নামার উদ্দেশ্যে সিঁড়ির কাছে গমন করি। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙ্গে যায়। আমি পা বেঁধে খোড়াতে খোড়াতে আমার বন্ধুদের কাছে আসি এবং তাদেরকে বলি ঃ তোমরা যাও এবং নবী করীম (সা)-কে সুসংবাদ দাও। আমিতো মৃত্যুর সংবাদ না শোনা পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবো। প্রত্যুষে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণাকারী প্রাচীরে আরোহণ করে বলে ঃ আমি আবূ রাফি' এর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছি। তিনি বলেন, সাথে সাথে আমি উঠে দাঁড়াই এবং রওয়ানা হয়ে পড়ি। এ সময় আমার পায়ে কোন ব্যথা ছিলনা। আমার বন্ধুরা রাসূল করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছার পূর্বেই আমি পথিমধ্যেই তাদেরকে গিয়ে ধরতে সমর্থ হই আর আামি রাসূল করীম (সা)-কে এ সুসংবাদ দান করি।

এসব বিস্তারিত বিবরণ দানের ক্ষেত্রে সিহাহ্ সিত্তাহ্ তথা ৬টি বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে ইমাম বুখারী (র) একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ইমাম যুহরী (র) উবাই ইব্ন কা'ব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (সা) যখন মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁরা আগমন করেন। রাসূল করীম (সা) বলে উঠলেন ঃ افلحت الوجوه। চেহারাগুলো সফল হয়েছে। অর্থাৎ তারা সফলকাম হয়ে ফিরে এসেছে। তিনি বললেন ঃ افلح وجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم হে আল্লাহ্র নবী (সা)! আপনার চেহারা সফল হোক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তাকে হত্যা করেছ ? তারা বললেন, জ্বী হাঁ। তিনি বললেন, আমার কাছে তরবারি নিয়ে এসো। তিনি কোষ থেকে তরবারি বের করে দেখালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ। এ হলো তরবারি ধারে তার আহার্যের চিহ্ন রয়েছে।

আমি বলি, হতে পারে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আতীক যখন সিঁড়ি থেকে পড়ে যান তখন তাঁর পায়ের জোড়া স্থানচ্যুত হয়, গোড়ালি ভেঙ্গে যায় এবং পায়েও মোচড় লাগে; কিন্তু যখন তা বেঁধে দেয়া হয় তখন ব্যথা দূর হয়ে যায় এবং চলাচলে আর কোন কষ্ট অবশিষ্ট থাকেনি। কারণ, ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক এবং অতি স্পষ্ট। তিনি যখন হাঁটা-চলার অভিপ্রায় করেন তখন এজন্য তাঁকে সাহায্য করা হয়। কারণ, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে কল্যাণকর জিহাদ। তারপর তিনি যখন রাসূল করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছেন এবং তিনি স্বস্থি ফিরে পান তখন পুনরায় ব্যথা ফিরে আসে এবং তিনি পা ছড়িয়ে দিলে রাসূল করীম (সা) তাতে হাত বুলিয়ে দেন। ফলে অসুবিধা দূর হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে এমন ব্যথাও আর অবশিষ্ট ছিল না। এভাবে উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন। মূসা ইব্‌ন উক্‌বা তদীয় 'মাগাযী' গ্রন্থে ইব্‌ন ইসহাক অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং ইব্‌রাহীম ও আবূ উবায়দের মতো তিনিও তাদের এ অভিযানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করেছেন।

খালিদ ইব্‌ন সুফিয়ান হুযালনী হত্যার ঘটনা

হাফিয বায়হাকী (র) দালাইল গ্রন্থে আবূ রাফি'-এর হত্যার ঘটনা উল্লেখ করার পর ইমাম আহমদ (র)-এর বরাতে ইয়াকূব - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস তদীয় পিতা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

রাসূল করীম (সা) আমাকে ডেকে বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, খালিদ ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন নাবীহ্ হুযালী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য লোকজনকে সমবেত করেছে। এখন সে উরানা' নামক স্থানে অবস্থান করছে। তুমি সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা কর। তিনি নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য তার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন, যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। তিনি বললেন, তুমি যখন তাকে দেখবে, তখন লক্ষ্য করবে যে, সে কম্পন ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে। তিনি বলেন, আমি তলওয়ার কোষবদ্ধ করে উরানায় তার কাছে গিয়ে পৌঁছি। তখন ছিল আসরের নামাযের সময়। রাসূল (সা) তার কম্পনের যে বর্ণনা দেন, আমি তাকে তেমনটিই পেলাম। তখন সে স্ত্রীদেরকে নিয়ে বাসস্থানের সন্ধানে ছুটাছুটি করছিল। আমি তার দিকে এগিয়ে যাই। আমার আশংকা হয় যে, আমার এবং তার মধ্যে ধস্তাধস্তি হতে পারে। যা আমাকে যথাসময়ে সালাত আদায় থেকে বিরত রাখতে পারে। তাই আমি তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে ইশারায় সালাত আদায় করলাম। মাথার ইশারায় আমি রুকূ সিজদা আদায় করছিলাম। আমি তার কাছে পৌঁছলে সে জিজ্ঞেস করলো কে ? আমি বললাম, আমি একজন আরব। এ ব্যক্তির উপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে আপনার লোকজন সমবেত করার কথা শুনতে পেয়ে এ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে এসেছি। সে বললো, হ্যাঁ, আমিতো সে চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছি। আমি কিছু দূর তার সঙ্গে অগ্রসর হই। সুযোগ বুঝে আমি তরবারি চালিয়ে তাকে হত্যা করি এবং তার স্ত্রীদেরকে সেখানে ফেলে রেখে বেরিয়ে আসি। তার স্ত্রীরা তার জন্য বিলাপ করছিল। আমি রাসূল করীম (সা)-এর নিকট এগিয়ে গেলে আমাকে দেখে তিনি বলেন ঃ افلح الوجه। চেহারা এতো দেখছি সফল হোক। কর্ম সিদ্ধ হয়েছেত ? তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেন, সত্য বলছ ? এরপর রাসূলুল্লাহ্ আমার পাশে দাঁড়ালেন এবং

আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন। আমার হাতে একটা লাঠি দিয়ে বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস! এটি তোমার কাছে রাখবে। তিনি বলেন, লাঠিটি নিয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত হলে লোকজন জিজ্ঞেস করে, এ লাঠির ব্যাপারটি কি ? আমি বললাম ঃ রাসূল (সা) আমাকে এটি দিয়ে বলেছেন যে, এটি তোমার কাছে রাখবে। তারা বললো ঃ তুমি কি রাসূল করীম (সা)-এর কাছে ফিরে গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে না ? তিনি বলেন, আমি রাসূল করীম (সা)-এর নিকট ফিরে গিয়ে আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে কেন এটি দিয়েছেন ? তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন এ লাঠি তোমার আর আমার মধ্যে নিদর্শন হবে, সেদিন খুব কম লোকই এমন সৌভাগ্য লাভ করবে। যারা এরূপ লাঠির উপর ভর করে আসবে। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ এ লাঠিটি আমৃত্যু তাঁর তরবারির সঙ্গে রাখেন। এটি কাফনের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং একই সাথে দুটিই দাফন করা হয়। ইমাম আহমদ (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবূ দাঊদ (র) আবূ মা'মার - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমাইস তদীয় পিতার সূত্রে অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে হাকিম বায়হাকী (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। উপরন্তু উরওয়া ইব্ন যুবায়র এবং মূসা ইব্ন উকবাও তদীয় 'মাগাযী' গ্রন্থে মুরসালভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন হিশামের বর্ণনা মতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস খালিদ ইব্ন সুফিয়ানের হত্যা সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

تـركت ابن ثـور كالحـوار و حولـه نـوائح تفرى كل جيب معدد

تناولتـه والظعـن خلفي وخلفـه بابيض من ماء الحديد المهند

عجوم اهـم الـدار عيـن كأنـه شهاب غضى من ملهب متوقد

اقـول لـه والسيف يعجـم رأسـه انـا ابن انيس فارس غير قعدد

انا ابـن الذى لم ينزل الدهر قدره رجيب فناء الدار غير مزند

وقلت لـه خـذها بضربـة ماجـد خفيف على دين النبى محمد

وكنـت اذا هـم النبى بكافـر سبقت اليه باللسان وباليد

আমি ইব্ন ছাওরকে উষ্ট্রী শাবকের ন্যায় পতিত ছেড়ে এসেছি, আর তার চার পাশে বিলাপরতা নারীরা বস্ত্র বিদীর্ণ করছিল!

আমি তার উপর হামলা চালাই হিন্দুস্তানী চকচকে তরবারি দ্বারা, তার আর আমার পশ্চাতে ছিল রমণীকুল।

আমি তাকে বলছিলাম যখন তরবারি তার মস্তক চূর্ণ করছিল, আমি হলাম উনাইস তনয়, অশ্বারোহী কুলীন বংশের সন্তান।

আমি এমন লোকের সন্তান, যাকে মর্যাদা দানে কালের প্রবাহ কোন কার্পণ্য করেনি, আমি প্রশস্ত আঙ্গিনা বিশিষ্ট ঘরের সন্তান আমি নই কৃপণ।

আমি তাকে বললাম, মর্যাদাবানের আঘাত গ্রহণ কর।
যে নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দীনের জন্য সদা প্রস্তুত।
নবী যখন কোন কাফিরকে হত্যার সংকল্প করেন;
তখন আমি আর যবান তথা কাজেও কথায় তার দিকে এগিয়ে যাই।

আমি বলি, আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস ইব্ন হারাম আবূ ইয়াহ্ইয়া আল-জুহানী ছিলেন মহান মর্যাদার অধিকারী মশহুর সাহাবী। যেসব সাহাবী আকাবার বায়আত, উহুদ খন্দক ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী ৮০ হিজরীতে সিরিয়ায় তিনি ইনতিকাল করেন। অবশ্য কারো কারো মতে তিনি ৫৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। আলী ইব্ন যুবায়র এবং খলীফা ইব্ন খাইয়্যাত পূর্বোক্ত আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস আবূ ইয়াহ্ইয়া এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস আবূ ঈসা আনসারীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আর এই আবূ ঈসা আনসারী সেই সাহাবী যিনি রাসূল (সা) থেকে এ মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (সা) উহুদ যুদ্ধের দিন একটি পাত্রে পানি আনতে বলেন। তিনি পাত্রের মুখ খুলে পানি পান করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) এবং ইমাম তিরমিযী (র) হাদীছটি আবদুল্লাহ্ আল উমরী সূত্রে ঈসা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস তদীয় পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইমাম তিরমিযীর মতে এ হাদীছের সনদ বিশুদ্ধ নয় এবং আবদুল্লাহ্ আল-উমরী স্মৃতি শক্তির দিক থেকে একজন দুর্বল রাবী।

হাবশা অধিপতি নাজাশীর সঙ্গে আমর ইবনুল আসের ঘটনা

আবূ রাফি' ইয়াহূদীর হত্যার ঘটনার পর মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আমর ইব্ন আস এর যবানীতে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করি তখন আমি কুরাইশের কতিপয় সমমনা ব্যক্তিকে সমবেত করে বললাম, আল্লাহ্র শপথ, তোমরা জানলে, মুহাম্মাদের অনাকাঙ্খিত উন্নতি লাভ করছে। আর এ ব্যাপারে আমি একটা বিষয় স্থির করেছি: সে বিষয়ে তোমাদের মতামত কী ? তারা জানতে চাইলো; 'তুমি কী স্থির করেছ ? তিনি বললেন যে, আমরা নাজাশীর কাছে গিয়ে সেখানে অবস্থান করবো, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের জাতির উপর জয়লাভ করলে আমরা নাজাশীর নিকটেই থেকে যাবো। আর আমাদের জন্য মুহাম্মাদের অধীনে থাকার চেয়ে নাজাশীর অধীনে থাকা অধিকতর প্রিয় ; আর যদি আমাদের জাতি জয়ী হয় তবেতো সকলেই জানবে যে, আমরা কারা। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষ থেকে আমাদের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ হবেনা। একথা শুনে সকলেই বলে উঠলো; এটা হলো একটা কথার মত কথা। আমি বললাম ঃ তাহলে নাজাশীকে উপঢৌকন সামগ্রী সংগ্রহ কর। আমাদের দেশ থেকে সবচেয়ে প্রিয় যে বস্তুটা উপহার হিসাবে দেয়া যায়, তা হলো চামড়া, আমরা তাঁর জন্য অনেক চামড়া সংগ্রহ করলাম। আমরা এসব উপহার সামগ্রী নিয়ে যখন তাঁর দরবারে পৌছি যেমন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমর ইব্ন উমাইয়া দিসারী। রাসূল (সা) জা'ফর এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে একে নাজাশীর দরবারে প্রেরণ করেন। তিনি দরবারে প্রবেশ করে বেরিয়ে গেলে আমি আমার সঙ্গীদের বললাম ঃ এ হচ্ছেন আমর ইব্ন উমাইয়া। আমি যদি নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার নিকট চেয়ে নেই। আর তিনি তাকে আমার হাতে অর্পণ করেন তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।

আর আমি এ কাজ করলে কুরায়শরা দেখতে পাবে যে, আমি মুহাম্মাদের দূতকে হত্যা করে তাদের পক্ষ থেকেই কাজ করেছি। তিনি বলেন, আমি নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে সিজ্‌দা করি, যেমন আমি ইতিপূর্বে করতাম, নাজাশী আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জানতে চাইলেন, তোমার দেশ থেকে আমার জন্য কি কোন উপহার সামগ্রী এনেছ? আমি বললাম ঃ জাঁহাপনা! এনেছি বটে। উপহার সামগ্রী হিসাবে আপনার জন্যে অনেক চামড়া নিয়ে এসেছি। আমি কাছে গিয়ে তা উপস্থাপন করলে তিনি তা খুব পসন্দ করেন. এরপর আমি আরয করলাম, জাঁহাপনা! আমি এইমাত্র দেখতে পেলাম যে, জনৈক ব্যক্তি আপনার দরবার থেকে বেরিয়ে গেল। সে লোকটি এমন এক ব্যক্তির দূত, যে আমাদের দুশমন। আপনি তাকে আমার হাতে ন্যস্ত করুন, আমি অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। কারণ, সে আমাদের গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তিদেরকে আহত ও নিহত করেছে। তিনি বলেন, এতে নাজাশী ক্ষুব্ধ হন এবং নিজ হস্তে আমার নাকে আঘাত করেন। এমন সজোরে আঘাত করেন, যাতে আমার ধারণা জন্মে যে, হয়তো আমার নাক ভেঙ্গে গেছে। এতে আমার মনের এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, মাটি ফেটে গেলে আমি তাতে প্রবেশ করতাম। অতঃপর আমি বললাম, জাহাঁপনা! আমি যদি জানতাম যে, একথা আপনার পছন্দ হবেনা তাহলে আমি এমন আবদার করতাম না, তারপর নাজাশী বললেন ঃ তুমি কি এমন ব্যক্তির দূতকে হত্যা করার জন্য আমার নিকট দাবী জানাচ্ছ, যার কাছে এমন ফেরেস্তা আগমন করেন, যিনি আগমন করতেন মূসা (আ)-এর নিকট? আমি বললাম, জাহাঁপনা, সত্যিই কি তিনি এমন মর্যাদাবান? নাজাশী বললেন, হে আম্‌র! দুঃখ তোমার জন্য, আমার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর। কারণ, আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি অবশ্যই সত্যের উপর রয়েছেন। প্রতিপক্ষের উপর তিনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন, যেমন মূসা ইব্‌ন ইমরান বিজয়ী হয়েছিলেন ফিরাউন এবং তার বাহিনীর উপর। আমি আরয করলাম, আপনি কি তার জন্য আমার নিকট থেকে ইসলামের জন্য বায়য়াত গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি হস্ত প্রসারিত করলে আমি তার হাতে ইসলামের উপর বায়য়াত করলাম, আমি বের হয়ে বন্ধুদের নিকট আসলাম। তখন আমার পূর্ব মত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি বন্ধুদের নিকট আমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখি। এবং ইসলাম গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়ি। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মক্কা থেকে আগমন করছিলেন আর এটা মক্কা বিজয়ের পূর্বের কথা। আমি বললাম, হে আবূ সুলায়মান! কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, পথতো স্পষ্ট হয়ে গেছে, তিনিতো আল্লাহ্‌র নবী (সা) আর আমিতো যাচ্ছি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। তাহলে আর কতকাল ইতস্তত করে কাটাবো? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম, আমিওতো এসেছি ইসলাম গ্রহণ করার জন্যই। তাই আমরা মদীনায় নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। আমার পূর্বেই খালিদ ইব্‌ন ওলীদ এগিয়ে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি বায়আত করলে আমি নিকটে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাব অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন এ শর্তে আমি আপনার নিকট বায়আত করছি। ভবিষ্যৎ গুনাহের কথা আমি বলছিনা। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ হে আমর! তুমি বায়আত কর; কারণ, ইসলাম অতীত পাপ মোচন করে, আর হিজরত অতীত পাপ মোচন করে। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বায়আত করে চলে আসি। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আমার আস্থাভাজন এমন রাবী আমাকে জানিয়েছেন,

উছমান ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন আবূ তালহা তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং দুইজন যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাদের সঙ্গে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন ; এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবুয্ যাবআরী সাহ্মী নিম্নোক্ত বয়েত আবৃত্তি করেন ঃ

انشـــد عثمان بن طلحـــة خلفـــنا ومـلقى نـعال القوم عند المقبل

ومـا عقـــد الابـــاء من كـل حلفـة وما خالد من مثلها بمحلل

امفـتاح بيت غيـر بيتك تبتغـــى وما تبتغى من بيت مجد موئل

فـــلاتأ منـــن خالـــدا بعـــد هـــذه وعثمان جاءا بالدهيم المعضل

উসমান ইব্‌ন তালহাকে আমি কসম দিচ্ছি ; বৃক্ষ প্রস্তরের নিকট লোকদের জুতা খুলে রাখার স্থানের।

আর আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছেন আর খালিদ এমন হালককে উপেক্ষা করার পাত্র নন।

তুমি কি চাও সে ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘরের চাবি ? আর তুমি চাওনা মর্যাদার গৃহ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল ?

এরপর খালিদের ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত হবেনা, আর উসমান নিয়ে এসেছে এক মহা আপদ !

আমি বলি, এরা হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন, আর এটা এজন্য যে, খালিদ ইব্‌ন ওলীদ তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি, বরং মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। পরে সে বিষয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পরবর্তীতে বর্ণনা করাই সমীচীন ছিল; কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করলাম ইব্‌ন ইসহাকের অনুসরণে। কারণ, নাজাশীর নিকট আম্‌র ইবনুল আসের প্রথম দফা গমনের ঘটনা খন্দক যুদ্ধের পরবর্তীকালের। এটা স্পষ্ট যে, তিনি গমন করে থাকবেন হিজরী পঞ্চম সালের খন্দক যুদ্ধ পরবর্তী অবশিষ্ট দিনগুলোতে। মহান আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

উম্মে হাবীবার সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর বিবাহ

বায়হাকী (র) খন্দক যুদ্ধের ঘটনার পর কাল্‌বী সূত্রে ইব্‌ন আব্বাসের বরাতে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

عَسٰى اللّٰهُ اَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الممتحنه : ٧)

যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে; সম্ভবত আল্লাহ্ এবং তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন, আল্লাহ, মহা শক্তির অধিকারী, এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬০, মুমতাহানা ঃ ৭)

প্রসঙ্গে বলেন যে, এখানে উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানের সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর বিবাহের কথা বলা হয়েছে। এর ফলে উম্মে হাবীবা মু'মিনীন কূলের জননীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হন

আর মু'আবিয়া হয়ে যান মু'মিনদের মামা।[১] তারপর বায়হাকী (র) আবূ আবদুল্লাহ্ আল হাকিম - - - - উম্মে হাবীবা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহাশের স্ত্রী। ইনি হিজরত করে নাজাশীর নিকট গমন করেন এবং সেখানে ইনতিকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করেন তখন তিনি হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় ছিলেন এবং বাদশাহ নাজাশী এ বিবাহ পড়ান এবং তাঁর মহরানা সাব্যস্ত করা হয় চার হাজার দিরহাম। শুরাহবিল ইব্ন হাসানার সঙ্গে তাঁকে নবী করীম (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করা হয় আর বাদশাহ নাজাশী নিজের পক্ষ থেকে এ বিবাহের মহরানা পরিশোধ করেন। রাসূল করীম (সা) এজন্য কোন কিছু প্রেরণ করেননি; বায়হাকী (র) আরও বলেন যে, নবী করীম (সা) সহধর্মিণী গণের প্রত্যেকের মহরানা ছিল চারশ দিরহাম। আমি বলি যে, বিশুদ্ধ কথা এই যে, নবী করীম (সা) এর সহধর্মিণীগণের মহরানা ছিল সাড়ে বার উকিয়া আর এক উকিয়া ছিল চল্লিশ দিরহামের সমান আর এটা পাঁচশ' দিরহামের সমপরিমাণ ছিল। এরপর বায়হাকী (র) ইব্ন লাহিয়া - - - - উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ খৃস্টান থাকাকালে হাবশায় মারা যাওয়ার পর তারা স্ত্রী উম্মে হাবীবাকে রাসূল করীম (সা) বিবাহ কালে উছমান ইব্ন আফ্ফান এ বিবাহ পড়ান। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন!

আমি বলি, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশের খৃস্টধর্ম গ্রহণের বিষয়টা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর এটা এভাবে হয় যে, মুসলমানরা হাবশায় হিজরত করলে শয়তান তার পদস্খলণ ঘটায় এবং খৃস্টধর্মকে তার দৃষ্টিতে শোভন করে তোলে ফলে সে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং আমৃত্যু খৃস্টানই থাকে। এ ব্যক্তি এ বলে মুসলমানদেরকে ভর্ৎসনা করতো যে, আমরাতো আলোর সন্ধান লাভ করেছি; আর তোমরা আলোর খোঁজে হাবুডুবু খাচ্ছ। হাবশায় হিজরত অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশম্পাত। অবশ্য উছমান ইব্ন আফফান বিবাহ পড়ান বলে ওরওয়ার উক্তি রীতিমতো বিস্ময়কর। কারণ, উছমান (রা) ইতিপূর্বেই মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং হিজরত কালে স্ত্রী রোকায়্যাও তার সঙ্গে ছিলেন। ইতিপূর্বে তাও আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহই ভাল জানেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে ইউনুস যা বর্ণনা করেছেন। তা-ই বিশুদ্ধ কথা। তিনি বলেন যে, উম্মে হাবীবার চাচাতো ভাই খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস ছিলেন তার বিবাহের ওলী। আমি বলি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক সূত্রে ইউনুসের বর্ণনা মতে নাজাশী বাদশাহ আসহামা নাজাশী ছিলেন বিবাহ কবূল করার ক্ষেত্রে রাসূল করীম (সা)-এর উকীল। আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসাইন সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (সা) আম্র ইব্ন উমাইয়্যা দিমারীকে নাজাশীর দরবারে প্রেরণ করেন এবং তিনি উম্মে হাবীবা বিন্ত আবূ সুফিয়ানকে বিবাহ দেন এবং তার পক্ষ থেকে চারশ' দীনার মহর পরিশোধ করেন।

সুরাইয়া ইব্ন বাক্কার মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান - - - - উম্মে হাবীবা বিনত আবূ সুফিয়ান সূত্রে

১. টীকা- এরূপ সম্পর্ক শুধু উম্মুল মু'মিনীনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের ভাই বোন বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। বায়হাকীর বরাতে কুরতুবী এরূপই উল্লেখ করেছেন। (মূল গ্রন্থের পাদটীকা দ্র.)

বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাবশা ভূমিতে ছিলাম, নাজাশী বাদশাহের দূত এবং সেবিকা 'আবরাহা' আমার কাছে না আসা পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। 'আবরাহা' এসে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে আমি তাকে অনুমতি দেই। সেবিকাটি বললো ঃ নাজাশী বাদশাহ জানাচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট এ মর্মে পত্র লিখেছেন যেন আমি তোমাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেই। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণ দানে সন্তুষ্ট করুন। এছাড়া সে একথাও বলেন যে, আপনি আমার বিবাহের উকীল নির্ধারণ করুন। তিনি বলেন, খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস এর নিকট লোক প্রেরণ করে আমি তাকে বিবাহের উকীল মনোনীত করি এবং এ সুসংবাদ দানের জন্য আমি সেবিকা আব্রাহাকে রূপার ২টা কাঁকন আমার পায়ের দুটি রূপার মল এবং আমার পায়ের আঙ্গুলসমূহের রূপার আংটিগুলো দান করি। আমাকে প্রদত্ত তার সুসংবাদ দানে আনন্দিত হলে আমি এসব দান করি। সন্ধ্যায় নাজাশী জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব এবং সেখানে অবস্থানরত মুসলমানদেরকে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দান করেন। নাজাশী বাদশাহ বিবাহের খুতবা পাঠ করেন ঃ

الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانه الذى بشربه عيسى بن مريم اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب ان ازوجه ام حبيبة بنت ابى سفيان واجبت الى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصدقها اربعماة دينار -

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি একমাত্র রাজাধিরাজ অতিশয় পূত-পবিত্র, নিরাপত্তা দাতা ও মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রতাপের অধিকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল এবং ঈসা ইব্ন মারইয়াম তারই আগমনের সুসংবাদ দান করেছেন। তারপর রাসূল করীম (সা) তাঁর সঙ্গে উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানকে বিবাহ দেয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি রাসূল করীম (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি এবং তাঁর বিবাহের মহর হিসাবে চারশ দীনার পরিশোধ করেছি। এ সময় তিনি দীনারগুলো সকলের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তারপর খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস খুতবা পাঠ করেন ঃ

الحمد لله احمده واستغفره واشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله ولوكره المشركون -

আলহামদু লিল্লাহ্! সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ্। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। হিদায়াত আর সত্য দীন সহকারে তাঁকে প্রেরণ করেছেন, যাতে সমস্ত দীনের উপর একে বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা পসন্দ করে না। এরপর তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি উম্মে হাবীবা বিন্‌ত আবূ

সুফিয়ানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে বরকতে ধন্য করুন। নাজাশী দীনারগুলো খালিদ ইব্‌ন সাঈদের হাতে অর্পণ করলে তিনি সেগুলো হস্তগত করেন। তারপর বলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়ে সকলে উঠে দাঁড়ালে তিনি বলেন ঃ

দয়া করে আপনারা সকলে একটু বসুন। কারণ, বিবাহের পর খাবার আয়োজন করা নবীগণের সুন্নাত। এরপর খাবার নিয়ে আসার জন্য বলা হলে আহার শেষে সকলে প্রস্থান করেন। আমি বলি যে, আমর ইব্‌ন আস আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়্যাকে যে নাজাশীর দরবার থেকে বের হতে দেখেন, সম্ভবত তা ছিল খন্দক যুদ্ধের পর উম্মে হাবীবার বিবাহকে কেন্দ্র করে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অবশ্য বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মান্দাহ্ রাসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে উম্মে হাবীবার ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন। আর উম্মে সালামার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ ৪র্থ হিজরীর ঘটনা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আমি বলি, এমত পোষণ করেন খলীফা ও আবূ উবায়দুল্লাহ্ মা'মার ইবনুল মুসানা ও ইবনুল বারকী। আর উম্মে হাবীবার বিবাহ সংঘটিত হয় হিজরী ৬ষ্ঠ সনে। কারো কারো মতে হিজরী ৭ম সনে। বায়হাকী (র) বলেন, এটাই অধিক এবং যুক্তিযুক্ত।

আমি বলি, ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ৪র্থ হিজরীর শেষের দিকে উম্মে সালামার (রা) সঙ্গে রাসূল করীম (সা)-এর বিবাহ সংঘটিত হয়। অবশ্য উম্মে হাবীবার সঙ্গে রাসূল করীম (সা)-এর বিবাহ-এর পূর্বে বা এর পরও সংঘটিত হতে পারে। খন্দক যুদ্ধের পর এ বিবাহ সংঘটিত হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আম্‌র ইব্‌ন আস আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়্যা দিমারীকে নাজাশীর দরবারে দেখতে পেয়েছিলেন। তা উম্মে হাবীবার বিবাহ প্রসঙ্গের ঘটনা। আল্লাহ্ ভাল জানেন। অবশ্য হাফিয ইবনুল আসীর (র) উসদুল গাবা' গ্রন্থে কাতাদা সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, উম্মে হাবীবা হাবশা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর রাসূল করীম (সা) তাঁর কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠান এবং তাঁকে বিবাহ করেন। আবার কারো কারো মতে রাসূল করীম (সা) মক্কা বিজয় শেষে তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ করার পর উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করেন। মুসলিম শরীফে ইকরামা ইব্‌ন আম্মার আল ইয়ামানী ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছটিকে এ মতের সমর্থকরা প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেন। এ হাদীছে উল্লেখ আছে যে, আবূ সুফিয়ান নবী করীম (সা)-এর নিকট বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনটি বিষয় আমাকে দান করুন। রাসূল করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে। তখন আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমাকে মুসলিম বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করুন, যাতে আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি যেমনটি ইতিপূর্বে আমি কাফির দলের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছি। রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ ঠিক আছে। তিনি বললেন, মু'আবিয়াকে 'কাতিব' নিয়োজিত করুন। রাসূল করীম (সা) বললেন, ঠিক আছে। তিনি বললেন, আমার কাছে আছে আরবের সেরা সুন্দরী রমণী আমার কন্যা উম্মে হাবীবা। আমি তাকে আপনার কাছে বিবাহ দিতে চাই। - - - - পূর্ণ হাদীছ।

ইবনুল আছীর (র) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা ইমাম মুসলিমের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে আবূ সুফিয়ান শপথ নবায়নের জন্য তাঁর কন্যা উম্মে হাবীবার গৃহে গমন করলে তিনি নবী করীম (সা)-এর বিছানা গুটিয়ে নিলে আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমার

জানা নেই তোমার এ কর্ম আমাকে ঘৃণা করে করেছ, না কি আমার শ্রেষ্ঠত্ব আর ভালবাসার কারণে। তখন এর জবাবে উম্মে হাবীবা বলেছিলেন ঃ بلى هذا فراش رسول الله وانت رجل مشرك বরং এটা রাসূল করীম (সা)-এর বিছানা, আর আপনি মুশরিক। জবাবে আবূ সুফিয়ান বলেছিলেন ঃ

আল্লাহ্র কসম, হে তনয়া মোর, আমার (নিকট থেকে আসার) পর তোমাকে দেখছি মন্দ স্পর্শ করেছে। ইব্ন হাযম এর মতে এ বর্ণনাটি একটা জাল বর্ণনা। ইকরিমা ইব্ন আম্মার এর রচয়িতা। অবশ্য ইব্ন হায্মের এমতের সমর্থন আর কেউই করেননি। অন্যদের মতে আবূ সুফিয়ান বিবাহ নবায়ন করতে চেয়েছিলেন মাত্র। কারণ, পিতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ তাঁর অপমান হয়। আবার কারো কারো মতে, আবূ সুফিয়ান বিশ্বাস করে নেন যে, তার ইসলাম গ্রহণের ফলে কন্যার বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে। এ ব্যাখ্যাগুলোর সবগুলিই দুর্বল। তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, আবূ সুফিয়ান তাঁর অপর এক কন্যাকে রাসূল করীম (সা)-এর নিকট বিবাহ দেয়ার অভিপ্রায় করেছিলেন। কারণ, তিনি এটাকে নিজের জন্য মর্যাদার কাজ মনে করতেন। এ ব্যাপারে তিনি উম্মে হাবীবার সাহায্যও চেয়েছিলেন যেমনটি বুখারী মুসলিমে বর্ণিত আছে। অবশ্য তাকে উম্মে হাবীবা নামকরণ করা বর্ণনাকারীর ভ্রম মাত্র। আমি এ প্রসঙ্গে এক একক বর্ণনার উল্লেখ করেছি। আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম বলেন, হিজরী ৪৪ সানে উম্মে হাবীবা ইনতিকাল করেন। আর আবূ বকর ইব্ন আবূ খায়সামা বলেন, মু'আবিয়ার এক বছর পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন। হিজরী ৬০ সনের রজব মাসে মু'আবিয়া ইনতিকাল করেন।

যয়নব বিন্ত জাহাশ এর সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর বিবাহ

তাঁর বংশধারা এরকম উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিন্ত জাহাশ ইব্ন রিয়াব ইব্ন ইয়াসির ইব্ন সুব্রা ইব্ন মুররা ইব্ন কাবীর ইব্ন গানম ইব্ন দুদান ইব্ন আসাদ ইব্ন খুযায়মা আল আসাদিয়া। তাঁর মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রাসূল করীম (সা)-এর ফুফু উমায়মা। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন রাসূল করীম (সা)-এর আযাদ করা গোলাম যায়দ ইব্ন হারিছার বিবাহ বন্ধনে। কাতাদা ওয়াকিদী এবং কোন কোন মদীনাবাসীর মতে রাসূল করীম (সা) হিজরী ৫ম সনে তাকে বিবাহ করেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, তা ছিল যিলকাদ মাসে। হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, বনূ কুরায়যা যুদ্ধের পর রাসূল করীম (সা) তাঁকে বিবাহ করেন। পক্ষান্তরে খলীফা ইব্ন খাইয়্যাত, আবূ উবায়দা মা'মার ইবনুল মুসান্না এবং ইব্ন মান্দাহ বলেন যে, রাসূল করীম (সা) হিজরী তৃতীয় সনে যয়নব বিন্ত জাহাশকে বিবাহ করেন, প্রথম উক্তিটি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ। ইব্ন জারীর তাবারীসহ একাধিক ঐতিহাসিক এ মত সমর্থন করেন। একাধিক মুফাস্সির ফকীহ এবং ঐতিহাসিক নবী করীম (সা) কর্তৃক তাঁকে বিবাহ করার সম্পর্কে একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রা) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন, অজ্ঞ মূর্খরা যাতে এর কদর্থ না করতে পারে সে কারণে আমরা এখানে ইচ্ছা করেই তা উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকলাম।

মহান আল্লাহ্ তাঁর মহাগ্রন্থে বলেন ঃ

واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك . . . . . .

وكان أمر الله قدرا مقدورا–

স্মরণ কর, আল্লাহ্ যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলছিলে– তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করছেন, তুমি লোক ভয় করছ; অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। এরপর যায়দ যখন তার (যয়নবের) সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো। তখন আমি তোমাকে তার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম। যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেসব নারীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। আল্লাহ মু'মিনের জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন, তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত। (৩৩- আহযাব ঃ ৩৭-৩৮)

এ সম্পর্কে আমরা তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করছি। এখানে الذى انعم الله عليه অর্থাৎ যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। অর্থ রাসূল করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দ ইব্‌ন হারিসা। ইসলাম দ্বারা আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর রাসূল করীম (সা) তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে মুক্ত করে এবং তাঁর কাছে আপন ফুফাতো বোন যয়নব বিন্‌ত জাহাশকে বিবাহ দিয়ে মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান বলেন ঃ যায়দ ইব্‌ন হারিছা যয়নব বিন্‌ত জাহাশকে মোহরানা হিসাবে ১০ দীনার ৬০ দিরহাম, ১টা দোপাট্টা, একটি বড় চাদর, একটি জামা এবং ৬০ মুদ খেজুর দান করেন। যয়নব যায়দের কাছে প্রায় এক বছর বা এক বছরের কিছু বেশী সময় অবস্থান করেন, তারপর তাদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, স্বামী রাসূল করীম (সা)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে এলে রাসূল করীম (সা) তাঁকে বললেন ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ বলেন, وتخفى فى نفسك ما الله مبديه আর তুমি অন্তরে যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করতে চান। আলী ইব্‌ন হুসাইন যয়নুল আবেদীন ও সুদ্দী বলেন ঃ আল্লাহ্ জানতেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর অন্যতম স্ত্রী হবেন। এটাই ছিল নবী করীম (সা)-এর অন্তরে। অতীত মনীষীদের অনেকে এখানে অনেক অদ্ভুত কথাবার্তা বলেছেন, এগুলো প্রশ্নাতীত নয়। সেসব আমরা পরিহার করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها

(যায়দ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম।) এটা এভাবে যে, যায়দ তাকে তালাক দিলেন, তাঁর তালাকের ইদ্দত পূর্ণ হলে রাসূল করীম (সা) যথারীতি নিজে তাঁকে বিবাহ করার পয়গাম পাঠান এবং তিনি নিজেই যয়নবকে বিবাহ করেন। আর যিনি এ বিবাহ সম্পন্ন করিয়ে দেন তিনি হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন নিজেই। সহীহ বুখারীতে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে এ মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে। হাদীছে উল্লেখ আছে ঃ

যে তোমাদেরকে বিবাহ দিয়েছেন তোমাদের পরিবারের লোকজন অভিভাবকরা, আর আমার বিবাহ সম্পন্ন করেছেন মহান আল্লাহ্ সপ্ত আকাশের উপরে যয়নব বিনত জাহাশ নবী করীম (সা)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের উপর গৌরব করে একথা বলতেন। ঈসা ইব্‌ন তুহমান সূত্রে আনাস (রা)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

كانت زينب تفخر على نساء النبى صلى الله عليه وتقول : انكحنى الله من السماء -

যয়নব নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের উপর গৌরব করে বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান থেকে আমার বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাঁর প্রসঙ্গেই পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ -

"হে মু'মিনগণ ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করবে না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে প্রবেশ করবে এবং ভোজন শেষে দাঁড়িয়ে পড়বে; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। (৩৩-আহযাব ঃ ৫৩)

ইমাম বায়হাকী (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়দ - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। যায়দ যয়নব সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে এলে রাসূল করীম (সা) তাঁকে বলেন, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক বজায় রাখ। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) আদৌ কোন কিছু গোপন করে থাকলে অবশ্যই তিনি এ আয়াতটি গোপন করতেন। যয়নব তো নবী করীম (সা)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণের উপর গৌরব করে বলতেন ঃ তোমাদের অভিভাবকরা তোমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন, আর মহান আল্লাহ্ সপ্ত আসমানের উপর থেকে আমার বিবাহ সম্পন্ন করেছেন। এরপর তিনি বলেন ঃ

ইমাম বুখারী (র) আহমদ - - - - হাম্মাদ ইব্ন যায়দ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাকী (র) আফফান - - - - আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। যায়দ (রা) যয়নবের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূল করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলে নবী করীম (সা) তাকে বললেন ঃ স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখ। তখন নাযিল হয় وتخفى فى نفسك ما الله مبديه। তুমি অন্তরে এমন বিষয় গোপন রাখছ যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। অতঃপর ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহীম - - - - শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেন। আমি তিনটি বিষয় আপনার নিকট পেশ করছি, আপনার স্ত্রীদের মধ্যে কেউ আপনার নিকট এমন তিনটি বিষয় উপস্থাপন করতে পারে না। আমার এবং আপনার দাদা এক অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব। কারণ, তিনি নবী করীম (সা)-এর পিতার পিতা, আর যয়নবের মা উমাইমার পিতা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। আর মহান আল্লাহ্ আসমানে আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ সম্পন্ন করে দিয়েছেন। এ বিবাহ সম্পন্ন করার কাজে দূতের ভূমিকা পালন করেছেন ফেরেশতা জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম, ইমাম আহমদ (র) হাশিম - - - - আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ "যয়নবের ইদ্দত সমাপ্ত হলে নবী করীম (সা) যায়দকে বলেন ঃ তুমি যয়নবের নিকট গিয়ে আমার কথা আলোচনা কর। তিনি তাঁর কাছে গেলেন; এসময় যয়নব

আটা খামীর করছিলেন। যায়দ (রা) বলেন, তাঁকে দেখে আমার অন্তরে তার মহত্ত্বের ছাপ মুদ্রিত হয়। আমি তাঁর দিকে তাকাতে পারি না ; তবে যেহেতু রাসূল করীম (সা) তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। তাই আমি তাঁর দিকে পিঠ দিয়ে পেছনে ফিরে আসি এবং বলি ঃ যয়নব, সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার কথা স্মরণ করে রাসূল করীম (সা) আমাকে প্রেরণ করেছেন। তিনি বললেন ঃ মহান রবের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি কোন কাজ করি না। এরপর তিনি নামাযের স্থানের দিকে গমন করলে কুরআন মজীদ নাযিল হল এবং রাসূল করীম (সা) আগমন করে অনুমতি না নিয়েই ভেতরে প্রবেশ করলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) যয়নবের সাথে বাসর সম্পন্ন করলে আমরা সেখানে ওলীমা উপলক্ষে গোশ্‌তরুটি আহার করি। কিছু লোক বের হয়ে যায় এবং কিছু লোক বসে বসে কথা বলতে থাকে। এরা খাবারের পর গল্প করছিল। রাসূল করীম (সা) বের হলেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি এক এক করে স্ত্রীগণের হুজরায় গমন করে সালাম জানালে তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নববধুকে কেমন পেলেন? আমার স্মরণ নেই এ সময় আমি তাঁকে খবর দিয়েছি আর লোকজন বের হয়ে গেছে, না অন্য কেউ। তাঁকে এ খবর দিয়েছিল। রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ তিনি গৃহে প্রবেশ করলে আমিও তার সঙ্গে প্রবেশ করি। তখন তিনি আমার এবং তার মধ্যস্থলে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। এ সময় পর্দার আয়াত নাযিল হলে لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ -এর বিধান অনুমতি লোকদেরকে অবহিত করেন। ইমাম মুসলিম (র) এবং ইমাম নাসাঈ (র) সুলায়মান ইব্‌ন মুগীরা সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

যয়নবের ওলীমা উপলক্ষে পর্দার বিধান নাযিল হয়

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ইয্যত আবরু রক্ষার উদ্দেশ্যে যয়নব বিন্‌ত জাহাশের বিবাহের ভোজ উপলক্ষে পর্দার বিধান নাযিল হয় উমর ইবনুল খাত্তাবের অভিপ্রায় অনুযায়ী। ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাক্কাশী - - - - আনাস (রা) ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

যয়নব বিন্‌ত জাহাশের বিবাহ উপলক্ষে রাসূল করীম (সা) লোকজনকে নিমন্ত্রণ করেন। লোকেরা খাওয়া দাওয়া শেষে বসে গল্প জুড়ে দেয়। রাসূল করীম (সা) দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হলেও লোকেরা উঠে দাঁড়ালেন না। এ অবস্থা দেখে তিনি দাঁড়ালেন, তাঁকে দাঁড়াতে দেখে যে কেউ কেউ দাঁড়ালেন; কিন্তু তিনজনের এটা ক্ষুদ্র দল বসেই থাকল। রাসূল করীম (সা) ভেতরে প্রবেশ করার জন্য আগমন করেন, তখনো তাঁরা বসে আছেন। এরপর তাঁরা উঠে প্রস্থান করেন। আমি এসে তাঁদের চলে যাওয়ার কথা নবী করীম (সা)-কে জানাই। তখন তিনি এসে গৃহে প্রবেশ করলে আমিও প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হই। তখন তিনি তাঁর এবং আমার মধ্যখানে পর্দা ঝুলিয়ে দেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ---------

ইমাম বুখারী (র) অন্যত্র এবং ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সূত্রে মু'তামির থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) আইউব - - - - আনাস (রা) থেকেও এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) আবূ মা'মার - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ যয়নব বিনত জাহাশের সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর বিবাহ উপলক্ষে গোশ্‌তরুটি দ্বারা ভোজের আয়োজন করা হয়। লোকজনকে ডেকে আনার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়। একদল আসেন এবং আহার করে চলে যান, আবার অন্য দল আসেন আর আহার করে চলে যান। আমি লোক-জনকে ডাকতে থাকি। শেষ পর্যন্ত ডাকার জন্য কাউকে না পেয়ে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! ডাকার জন্য আমি আর কাউকে পাচ্ছিনা। তিনি বললেন ঃ খাদ্য তুলে নাও। তখনো তিনজনের একটা দল গৃহে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। নবী করীম (সা) বের হয়ে আইশা (রা)-এর হুজরায় উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হে আহলি বায়ত! তিনি জবাবে বললেন ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বরকত মণ্ডিত করুন। আপনার নববধূকে কেমন পেলেন ? আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন।এভাবে প্রত্যেক স্ত্রীর হুজরায় গমন করে তাঁদের প্রতি সালাম

দিলেন এবং আইশা (রা)-এর হুজরায় গিয়ে যেমন বলেন অন্যদের হুজরায় গিয়েও তেমনি বললেন এবং তাঁরাও আইশা (রা)-এর মতোই জবাব দিলেন। এরপর নবী করীম (সা) ফিরে আসেন, তখনো তিনজনের দলটি গৃহে কথাবার্তায় রত ছিল। আর নবী করীম (সা) ছিলেন ভীষণ লাজুক প্রকৃতির। তিনি আইশা (রা)-এর হুজরার উদ্দেশ্যে গমন করেন। এরপর আমি অথবা অন্য কেউ তাঁকে বললো যে, লোকজন চলে গেছে। তখন তিনিও বের হলেন। তিনি এক পা গৃহের দরজার চৌকাঠের ভেতরে দিয়েছেন অপর পা তখনো বাইরে। এ সময় তিনি আমার এবং তার মধ্যস্থলে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন এবং পর্দার আয়াতও নাযিল হয়। ইমাম বুখারী (র) এককভাবে এ সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুকাইর - - - - ইব্ন আনাস সূত্রেও হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে ৩ ব্যক্তির স্থলে ২ ব্যক্তির উল্লেখ আছে। মহান আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ ইব্রাহীম ইব্ন তুহমান - - - -আনাস (রা) সূত্রেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আবূ হাতিম - - - - আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। এভাবে রাসূল করীম (সা) তাঁর কোন এক স্ত্রীর জন্য ভোজের আয়োজন করেন। এ উপলক্ষে উম্মে সুলায়ম (ঘি এবং খেজুর সংযোগে প্রস্তুতকৃত এক প্রকার সুস্বাদু আহার্য (হায়স) প্রস্তুত করেন। তা একটা পাত্রে ঢেলে আমাকে দিয়ে বলেন, রাসূল করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বলবে যে, আমাদের পক্ষ থেকে তার জন্য এটা মামুলী হাদিয়া মাত্র।আমি তা নিয়ে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি উম্মে সুলায়ম আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। সালাম দিয়ে বলেছেন, এটি আপনার জন্য সামান্য হাদীয়া। আনাস বলেন, তখন লোকজন খুব অনটনে ছিল। তিনি সেটির দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ঘরের এক কোণে রেখে দাও। এরপর আমাকে ডেকে বললেন ঃ অমুক অমুক ব্যক্তিকে ডেকে আন। এসময় তিনি অনেক ব্যক্তির নাম ধরে বললেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাকেই দাওয়াত দেবে। আমি ফিরে এসে দেখি যয়নবের ঘর, সুফ্ফা এবং হুজরাসমূহ সবই লোকে লোকারণ্য। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আবূ উসমান! তাদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বললেন ঃ তিনশর কিছু বেশী হবে। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) আমাকে বললেন, খাবার নিয়ে এসো। আমি নিয়ে এলে তিনি তাতে হাত রাখেন দুআ করেন এবং বলেন, মাশআল্লাহ্! তিনি বললেন, দশজন দশজন কারে বৃত্তাকারে বসবে, বিসমিল্লাহ্ বলে প্রত্যেকে নিজের পাশ থেকে আহার করবে। তাঁরা বিসমিল্লাহ্ বলে আহার করা শুরু করেন এবং সকলেই আহার করলে তিনি আমাকে বললেন, খাদ্য তুলে রাখ। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি এসে পাত্রটি উঠিয়ে নিলাম, তখন আমি পাত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম না যে, যখন আমি স্থাপন করি তখন খাদ্য বেশী ছিল, না যখন তুলে রাখি তখন ?

রাবী বলেন, কিছু লোক সকলে চলে যাওয়ার পরও রাসূল (সা)-এর গৃহে বসে বসে গল্প করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নববধূ দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে রয়েছিলেন। তাঁদের দীর্ঘ আলাপ চারিতায় রাসূল (সা) বিব্রত বোধ করেন। আর তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী লজ্জাশীল। রাসূলের কষ্ট হচ্ছে এটা লোকেরা বুঝতে পারলে তারাও কষ্ট পেতেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে দাঁড়ান, হুজরাবাসী স্ত্রীদেরকে সালাম জানান। রাসূলুল্লাহ্ এসে গেছেন এটা

দেখতে পেয়ে তারা বুঝতে পারেন যে, ব্যাপারটা রাসূলের নিকট কষ্টকর ঠেকেছে। তাঁরা তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়েন। তখন রাসূল করীম (সা) উপস্থিত হয়ে পর্দা টানিয়ে দেন এবং গৃহে প্রবেশ করেন। আমি তখন হুজরায়। রাসূল (সা) স্বল্প সময় হুজরায় অবস্থান করেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন নাযিল করেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে রাসূল করীম (সা) বেরিয়ে আসেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ .... كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (الاحزاب : ٥٣)

আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) সকলের আগে এ আয়াতগুলো আমাকে পাঠ করে শুনান এবং কালের বিবেচনায় আমিই এ আয়াতগুলোর সর্বপ্রথম শ্রোতা। মুসলিম (র), তিরমিযী (র) এবং নাসাঈ (র) এরা সকলেই সুলায়মান সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী (র) হাদীছটিকে হাসান-সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন। অনুরূপভাবে মুসলিম ও ভিন্ন সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র), তিরমিযী (র) এবং নাসাঈ (র) ও বিভিন্ন সূত্রে আবুল বাশার আহমাসী কূফীর বরাতে আনাস (রা) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইব্ন আবূ হাতিম আবূ নায্রা আল-আবদীর বরাতে আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) আম্র ইব্ন সাঈদ সূত্রে এবং ইমাম যুহরী (র) আনাস (রা) সূত্রেও অনুরূপভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আমি বলি, যয়নব বিনত জাহাশ (রা) ছিলেন সর্বপ্রথম হিজরতকারিণী নারীগণের অন্যতম এবং তিনি প্রচুর দান খয়রাত করতেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল বার্রা, নবী করীম (সা) তাঁর নামকরণ করেন যয়নব। তার কুনিয়াত বা উপনাম ছিল উম্মুল হিকাম অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধির জননী। তাঁর সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকা (রা) মন্তব্য করেন ঃ

ما رأيت امرأة قط خيرا فى الدين من زينب واتقى لله واصدق حديثا واوصل لرّحيم واعظم امانة وصدقة ـ

দীনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষে, তাকওয়ায়, সত্য ভাষণে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং আমানতদারী ও দান খয়রাতের ক্ষেত্রে যয়নব বিন্ত জাহাশের চেয়ে উত্তম কোন রমণী আমি কখনো দেখিনি। বিশুদ্ধ গ্রন্থদ্বয় অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমে প্রমাণিত হয়েছে এবং ইফ্ক তথা অপবাদ আরোপের ঘটনা সম্পর্ক হাদীছে আসছে যে, আইশা (রা) বলেন ঃ

রাসূল করীম (সা) আমার সম্পর্কে যয়নবকে জিজ্ঞাসা করেন। অথচ নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। আল্লাহ্ ভীতির কারণে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করেছেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিতো আমার চক্ষু কর্ণ হিফাযত করছি। তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুইতো আমার জানা নেই।

আর মুসলিম (ইব্ন হাজ্জাজ) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে মাহমুদ ইব্ন গায়লান - - - - আইশা সূত্রে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার হস্ত সবচেয়ে দরাজ সে সকলের আগে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তিনি বলেন, আমরা মেপে দেখতাম, আমাদের মধ্যে কার হাত সবচেয়ে বেশী লম্বা। তিনি আগে বলেন ঃ যয়নবের হাত ছিল সবচেয়ে লম্বা। কারণ, তিনি নিজ হাতে কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন। ইমাম মুসলিম (র) এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

ওয়াকিদী প্রমুখ সীরাত, মাগাযী ও ইতিহাস গ্রন্থকার বলেন ঃ যয়নব বিন্‌ত জাহাশ হিজরী ২০ সালে ইনতিকাল করেন। আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তার জানাযার নামাযে ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। আর তিনি হলেন সর্বপ্রথম মহিলা যার জন্য প্রথম জানাযায় খাটিয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

হিজরী ৬ষ্ঠ সনের ঘটনাবলী

বায়হাকী (র) বলেন ঃ বলা হয়ে থাকে যে, এ বছর মুহাররম মাসে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামার নেতৃত্বে নাজ্‌দ অভিমুখে একটা বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এ অভিযানে তাঁরা ছুমামা ইব্‌ন উছাল ইয়ামানীকে বন্দী করে আনেন। আমি বলি, কিন্তু ইব্‌ন ইসহাক (র) সাঈদ মাকবুরী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিও এ বাহিনীতে শরীক ছিলেন। অথচ তিনি হিজরত করেন খায়বর বিজয়ের পর (হিজরী ৭ সালে) সুতরাং এটা পরের ঘটনা হতে পারে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। এটা এমন এক বছর যে বছরের প্রথম দিকে বনূ লিহইয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। আর বনূ কুরায়যাকে পরাজিত করার ঘটনা ঘটে যিলকাদের শেষ এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিকে। আর এ হজ্জ মুশরিকদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ হিজরী পঞ্চম সালে, ইতিপূর্বেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিলহজ্জ মুহাররম, সফর এবং রবিউল আউয়াল এবং রবিউছ ছানী মাস মদীনায় অবস্থান করেন এবং বনূ কুরায়যার অভিযানের ৬ মাসের মাথায় বনূ লিহয়ান অভিমুখে অভিযানে বের হন। তিনি রাজী' এর শহীদ খুবায়র এবং তার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বের হন। বাহ্যিকভাবে তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি শাম দেশের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছেন, যাতে অকস্মাৎ তাদের উপর হামলা চালাতে পারেন, ইব্‌ন হিশাম বলেন, তিনি ইব্‌ন উম্মে মাকতুমকে মদীনার প্রশাসকের দায়িত্বে নিযুক্ত করে যান। মোট কথা, নবী করীম (সা) তাঁদের আবাসস্থলের দিকে অগ্রসর হলে তারা পালিয়ে পাহাড়ের শীর্ষে গিয়ে নিজেদের সুরক্ষা করে। এরপর রাসূল করীম (সা) উছফানের দিকে গমন করেন। সেখানে একদল মুশরিকের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হন এবং সেখানে সালাতুল খাওফ আদায় করেন। চতুর্থ হিজরী সনের ঘটনাবলীতে যুদ্ধ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর বায়হাকী (র) ও এ ঘটনা সেখানেই আলোচনা করেছেন। তবে ইব্‌ন ইসহাক (র) যা উল্লেখ করেছেন, তা-ই বেশী যুক্তিযুক্ত। আর তা হলো এই যে, এ ঘটনাটি খন্দক যুদ্ধের পরের আর এটা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সা) বনূ লিহ্ইয়ানের দিনে সেখানে সালাতুন খাওফ আদায় করেন। তাই সে আলোচনা সেখানে হওয়াই বিধেয়। মাগাযীর ইমাম (মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক)-এর অনুসরণ অনুসরণেই এটা হওয়া উচিৎ। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ

من ارادا المغازى فهو عيال على محمد بن اسحاق

যে ব্যক্তি মাগাযী তথা যুদ্ধ বিগ্রহ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। বনূ লিহ্ইয়ান যুদ্ধ সম্পর্কে কা'ব ইব্‌ন্ মালিক (রা) বলেনঃ

لوان بنى لحيان كانوا تناظرو -

لقوا عصبا فى دارهم ذات مصدق -

لقوا سرعانا يملا السربروعه -

امام طحون كالمجزة فيلق -

ولكنهم كانوا (وبارا) تتبعت -

شعاب جحاز غيرذى متنفق -

বনূ লিহইয়ান যদি অপেক্ষা করতো
তাহলে তারা নিজেদের অঞ্চলে সত্যপন্থী
দলের সঙ্গে সংঘাতে প্রবৃত্ত হতো।
অনতিবিলম্বে তারা এমন দলের সঙ্গে
সংঘাতে প্রবৃত্ত হতো, যাতে অন্তর হতো ভীত।
ধ্বংস কর দলের সম্মুখে, যাদের তরবারি
চাকচিক্য নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল।
কিন্তু তারাতো ছিল যেন জঙ্গলের বিড়াল,
মানুষ দেখে যারা গর্তে আশ্রয় নেয়।

যূকারাদের যুদ্ধ

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ এরপর রাসূল করীম (সা) মদীনায় পদার্পণ করেন এবং মাত্র কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত উয়াইনা ইব্‌ন হিসন ফাযারীর নেতৃত্বে একটা বাহিনী 'গাবা' নামক স্থানে নবী করীম (সা)-এর দুধেল উষ্ট্রীর উপর হামলা চালায়। তথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে রাখাল রূপে বনূ গিফারের জনৈক ব্যক্তি সস্ত্রীক বসবাস করতো। হামলাকারীরা পুরুষটিকে হত্যা করে এবং উষ্ট্রীগুলোর সঙ্গে তার স্ত্রীকে নিয়ে যায়। ইব্‌ন ইসহাক (র) আসিম ইব্‌ন উমর - - - - আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্‌ন আম্‌র ইবনুল আক্‌ওয়া' আসলামী এ হামলা সম্পর্কে সর্ব প্রথম জানতে পান। তীর-ধনুক নিয়ে তিনি গাবার দিকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে ছিল তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহর ভৃত্যও একটি ঘোড়া। ঘোড়া তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ছানিয়াতুল ওদা' পৌঁছলে কাফিরদের কিছু অশ্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। সানা' পর্বতের এক কিনারায় পৌঁছে তিনি চিৎকার করে বলেন, وَاصَبَاحًا - হে সাবধান ! তারপর তিনি হামলাকারীদের পেছনে ছুটে যান, তিনি ছিলেন নেকড়ের ন্যায় দ্রুতগামী। তিনি তাদেরকে নাগালে পেয়ে যান। আর তীর দ্বারা তাদেরকে আঘাত করতে করতে আবৃত্তি করেন ঃ

خذها وانا ابن الا كوع

اليوم يوم الرضع

তাদের পাকড়াও কর আর আমি হলাম আকওয়া তনয়,

আর আজকের দিনটা হলো নীচ প্রকৃতির লোকদের বিনাসের দিন।

অশ্ববাহিনী তাঁর দিকে ছুটে এলে তিনি পিছিয়ে যেতেন। সুযোগ পেলে তিনি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতেন এবং তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুনরায় পূর্বোক্ত পংক্তি আবৃত্তি করবেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, তাদের কেউ একজন বলে উঠে; সে কি সারা দিন ধরে আমাদের উপর হামলা চালাবেন ? ইব্ন ইসহাক বলেনঃ ইবনুল আকওয়া এর আহ্বান শুনে রাসূল করীম (সা) মদীনায় বিপদ সংকেত দেন ঃ বিপদ! বিপদ!! তা শুনে মুসলিম ঘোড়সওয়াররা তাঁর নিকট চলে আসেন। সর্ব প্রথম রাসূলের কাছে পৌঁছেন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ। তারপর আব্বাদ ইব্ন বিশ্র, সা'দ ইব্ন যায়দ এবং উসায়দ ইব্ন যহীর। তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ আছে– আরো পৌঁছেন উক্কাশা ইব্ন মিহসান, বনূ আসাদের মুহারিয ইব্ন নায্লা, বনূ সালমার আবূ কাবাহা হারিছ ইব্ন রিব্ঈ এবং বনূ সুরাইকের আবূ আয়্যাশ উবায়দ ইব্ন যায়দ ইব্ন সামিত। তিনি আরো বলেন, রাসূল করীম (স্য)-এর সমীপে তাঁরা একত্র হলে সা'দ ইব্ন যায়দকে তিনি তাদের আমীর নিযুক্ত করে বললেন ঃ দুশমনের খোঁজে বের হও; আমিও সদলবলে তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবো।

বনী যুরায়কের একাধিক ব্যক্তি থেকে আমি জানতে পাই যে নবী করীম (সা) আবূ আয়্যাশকে বলেছিলেন ঃ হে আবূ আয়্যাশ! তুমি যদি তোমার ঘোড়াটি তোমার চাইতে দক্ষ অশ্বারোহীকে দান করতে! আর সে দুশমনের পেছনে ছুটতো (তাহলে কতইনা ভাল হতো)। আবূ আয়্যাশ বলেন; তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সবচেয়ে দক্ষ ঘোড়সওয়ার। এরপর আমি ঘোড়া ছুটালাম। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি ৪০ গজও এগুতে পারিনি ঘোড়া আমাকে নিচে ফেলে দেয়। এতে আমি বিস্মিত হই। বনূ যুরায়কের কিছু লোক মনে করে যে, রাসূল করীম (সা) আবূ আয়্যাশের ঘোড়াটা মু'আয ইব্ন মাইদ অথবা আইস ইব্ন মাইস ইব্ন কায়স ইব্ন খালদাকে দিয়েছিলেন। আর ইনি ছিলেন অষ্টম ঘোড়সওয়ার। আবার কেউ কেউ সালামা ইব্ন আক্ওয়াকে অষ্টম ঘোড়সওয়ার মনে করেন এবং বলেন যে, অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে যাকে ফেলে দেয়, সে উসায়দ ইব্ন যহীর। আসল ব্যাপার কি আর কে অষ্টম ছিলেন তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি বলেন, ঐ দিন সালামা ইবনুল আকওয়া ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন না। তিনি পদব্রজে ছুটে গিয়েই দুশমনের সঙ্গে মিলিত হন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ঘোড়সওয়াররা বের হলেন। এবং ছুটে গিয়ে দুশমনের নাগাল পেলেন। আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা সূত্রে তিনি বলেন যে, সর্ব প্রথম যে ঘোড় সওয়ার ছুটে গিয়ে দুশমনের সঙ্গে মিলিত হন তিনি ছিলেন মুহরিম ইব্ন নায্লা। আর তাকে আখরাম নামে অভিহিত করা হতো অথবা তাকে কুমায়র বলা হতো। যে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি গমন করেন, তা ছিল মাহমূদ ইব্ন মাস্লামার। আর এই ঘোড়াকে বলা হতো যুল লুম্মা। মুহ্রিম দুশমনের কাছে পৌঁছে তাদেরকে বললেন ঃ হে বনূ লুকায়্যার লোকেরা! তোমরা অপেক্ষা কর; পেছন দিক থেকে মুহাজির আনসাররা এসে তোমাদের সাথে মিলিত হোন। ইব্ন ইসহাক বলেন, একথা শোনার পর দুশমনদের একজন হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে। আর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়, তাকে পাকড়াও করা যায়নি। নিহত ব্যক্তির ঘোড়াটি ছুটে যায় এবং বনূ আবদুল আশহালের বাগানে গিয়ে থামে। এটাই ছিল মদীনায় তাদের আস্তাবল। ইব্ন ইসহাক বলেন, সে

দিন মুসলমানদের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেউ নিহত হননি। অবশ্য ইব্ন হিশাম বলেন যে, একাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, সেদিন তার সঙ্গে ওয়াক্কাস ইব্ন মুজযান মুহলাজীও নিহত হন। ইব্ন ইসহাক আবদুল্লাহ্ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক সূত্রে বলেন যে, মুহরিয উক্কাশা ইব্ন মিহসানের ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, যাকে বলা হতো 'জানাহ'। মুহরিয নিহত হন এবং জামাহ নামক ঘোড়াটি ছিনতাই করা হয়। আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আরো বলেন যে, ঘোড় সওয়ার দুশমনের সঙ্গে মিলিত হলে আবূ কাতাদা হাবীব ইব্ন উয়াইনাকে হত্যা করে তাকে চাদর দ্বারা ঢেকে রাখেন এবং এরপর লোকজনের সঙ্গে যোগ দেন। তারপর রাসূল করীম (সা) মুসলমানদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। ইব্ন হিশাম বলেন যে, ঐ সময় রাসূল করীম (সা) ইব্ন উম্মে মাকতুমকে মদীনায় প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এ সময় লোকজন হাবীবকে আবূ কাতাদার চাদরে আবৃত দেখে ইন্নালিল্লাহ পাঠ করেন। তারা বলেন, আবূ কাতাদা নিহত হয়েছেন। তখন রাসূল করীম (সা) বললেন না, সে আবূ কাতাদা নয়, বরং সেতো আবূ কাতাদার হাতে নিহত ব্যক্তি। আবূ কাতাদা তার উপর চাদর স্থাপন করেছে, যাতে জানা যায় যে, সেই তার হত্যাকারী। তিনি আরো বলেন যে, উক্কাশা ইব্ন মিহছান আওবার এবং তার পুত্র আম্রকে একই উষ্ট্রের উপর সওয়ার পান এবং উভয়কে তীর নিক্ষেপে বধ করেন। তারা তাদের কিছু উট নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। তিনি আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ চলতে চলতে যিকারাদ এর একটা পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সাহাবীগণও তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়ে মিলিত হন। তিনি সেখানে এক দিন এক রাত অবস্থান করেন। সালামা ইবনুল আকওয়া' তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আমাকে একশ'জন লোক সাথে দিয়ে পাঠান তবে আমি বাকী উটগুলোও নিয়ে আসতে পারতাম। আর ঘাড়ে ধরে ওদের লোকদেরকেও ধরে আনতাম। আমার কাছে যে বর্ণনা এসেছে সে মতে তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ

এখন তারা গাতফান গোত্রে পৌঁছে গেছে এবং তাদের মেহমানদারী করা হচ্ছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করেন এবং প্রতি একশজন লোকের মধ্যে অনেকগুলো উট বন্টন করেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান শেষে মদীনার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

তিনি আরো বলেন যে, গিফার গোত্রের এক নারী রাসূল করীম (সা)-এর উটনীতে আরোহণ করে মদীনায় আগমন করে। সেই মহিলাটি রাসূল (সা) কে এই খবরটি দেন। মহিলাটি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মানত করছি যে, আল্লাহ আমাকে নাজাত দিলে মানে নিরাপদে পৌঁছালে আমি উটনীটি যবাই করবো। মহিলার কথা শুনে রাসূলে মাকবূল (সা) হেসে বললেন ঃ তুমি উটনীটিকে কতইনা নিকৃষ্ট প্রতিদান দিলে। কারণ, আল্লাহ্ তোমাকে তার উপর সওয়ার করান এবং তার সাহায্যে তোমাকে নাজাত দিলেন, আর এত সবের পর তুমি তাকে জবাই করার মানত করলে ? জেনে রেখো, আল্লাহর নাফরমানীতে কোন মানত নেই। তুমি যে জিনিসের মালিক নও, সে ব্যাপারেও মানত করার অবকাশ নেই। সেটিতো আমার উটনী। আল্লাহ্র বরকত নিয়ে তুমি স্বজনদের মধ্যে ফিরে যাও! ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ এ ব্যাপারে আবূ যুবায়র মাক্কী সূত্রে হাসান বসরীর বরাতে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইব্ন ইসহাক (র) সনদসহ কাহিনীটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) হুদায়বিয়ার পরে এবং খায়বরের আগে যূকাবাদ যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় খায়বর যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে; যাতে দুশমনরা রাসূল করীম (সা) -এর উটনী লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। ইমাম বুখারী (র) কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সালামা ইবনুল আকওয়া' সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

তিনি বলেন, প্রথম আযানের (ফজরের) আগে আমি (ঘর থেকে) বের হই। তখন রাসূল করীম (সা)-এর উটনীগুলো ছিল যী কারাদ-এর চারণ ভূমিতে। পথে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের এক ভৃত্যের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, রাসূল করীম (সা)-এর উটনীগুলো লুট করে নিয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ; কে নিয়ে গেছে ? তিনি বললেন, গাতফান গোত্রের লোকেরা। তিনি বলেন ঃ এরপর আমি وَاصَبَاحَاه বলে তিন দফা চিৎকার করি। আমার চিৎকারের শব্দ মদীনার সকলকে শোনাই। তারপর আমি ছুটে যাই এবং তাদের নাগাল পেয়ে যাই। তারা তখন পানি পান করছিল। আমি তাদেরদিকে তীর নিক্ষেপ করলাম আর আমি ছিলাম দক্ষ তীরন্দায। এ সময় আমি বলছিলাম ঃ

انا ابن الا كوع اليوم يوم الرضع

আমি হলাম আকওয়া তনয়, আর আজকের দিনটি হলো নীচ লোকদের বিনাশের দিন। এ কথাগুলো আমি সুর করে গানের মতো আবৃত্তি করছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের নিকট থেকে উটনীগুলো উদ্ধার করতে সক্ষম হই। এছাড়াও আমি তাদের নিকট থেকে ৩০ খানা চাদরও ছিনিয়ে আনি। তিনি বলেন, তারপর রাসূল করীম (সা) এলেন এবং লোকজনও উপস্থিত হলো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিতো তাদেরকে পানি পান করতে বাধা দিয়েছি। তারা পিপাসার্ত। তখনই তাদের প্রতি লোক প্রেরণ করান। তখন রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ

يا ابن الاكوع اذا هلكت فاسبح

হে ইবনুল আকওয়া', যখন তুমি বিজয়ী হয়েছো তখন উদার হও। তারপর আমরা ফিরে আসি এবং রাসূল করীম (সা) আমাকে তাঁর নিজের উটনীতে সহযাত্রী করলেন। অবশেষে আমরা মদীনা পৌঁছলাম। অনুরূপভাবে মুসলিম কুতায়বা সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) ও আবূ আসিম সুহালী - - - - আবূ উবায়দার আযাদ করা গোলাম সালামা সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) হাশিম ইব্‌ন কাসিম - - - - সালামা ইবনুল আকওয়া' সূত্রে বর্ণনা করেন হুদায়বিয়ার যমানায় আমরা রাসূল করীম (সা)-এর সাথে মদীনায় আগমন করি। একদিন আমি এবং রাসূল করীম (সা)-এর ভৃত্য রাবাহ রাসূলের সওয়ারী নিয়ে (মদীনায়) বাইরে গমন করি। এবং আমি তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ঘোড়া নিয়ে বের হই। উদ্দেশ্য ছিল উটনীর সঙ্গে ঘোড়াকেও পানি পান করানো ও মাঠে চরানো। অন্ধকার থাকতেই আবদুর রহমান ইব্‌ন উয়ায়না রাসূল করীম (সা)-এর উটের উপর হামলা চালায়। সে উটের রাখালকে হত্যা করে এবং সে-ও তার সঙ্গে অন্যরা উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। আমি তখন বললাম, হে রাবাহ! ঘোড়ার পিঠে চড় এবং তালহার সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসূল করীম (সা)-কে খবর দাও যে, তাঁর পশুগুলো লুট হয়ে গেছে।

রাবী বলেন, আমি একটা উচ্চস্থানে আরোহণ করে মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার ধ্বনি দেই, يَا صَبَاحَاهُ। এরপর শত্রুরা পিছু ছুটে যাই তরবারী আর তীর ধনুকসহ আমি তীর নিক্ষেপ করতে থাকি আর তাদের বাহনকে আহত করতে থাকি। ঐ সময় সেখান পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছপালা ছিল। কোন ঘোড় সওয়ার আমার দিকে ছুটে এলে আমি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করতাম। তারপর আবার তীর ছুড়তাম। আমার দিকে কোন ঘোড় সওয়ার এগিয়ে এলে আমি তাকে তীর নিক্ষেপে আহত করতাম। এ সময় আমি আবৃত্তি করছিলাম ঃ

انا ابن الا كوع اليوم يوم الرضع

"আমি হলাম ইবনুল আকওয়া', আজকের দিনটি নীচাশয় লোকদের ধ্বংসের দিন।" তিনি বলেন, আমি শত্রুর কোন লোকের নিকটবর্তী হলে তাকে তীর নিক্ষেপ করতাম, যা তার বাহন ভেদ করে তার কাঁধ পর্যন্ত পৌছতো। তখন আমি বলতাম ঃ

خذها وانا ابن الاكوع

اليوم يوم الرضع

তাকে পাকড়াও কর, আমি হচ্ছি ইবনুল আকওয়া',

আজকের দিনটি তো নীচ লোকদের ধ্বংসের দিন।

যখন আমি বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত আগুনে থাকতাম, তীর নিক্ষেপ দ্বারা তাদের দেহ ঝাঁজরা করে ফেলতাম, আবার যখন গিরিপথ সামনে পড়তো তখন আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করতাম। আমার এবং তাদের দশা এমনই ছিল যে, আমি একাধারে তাদের অনুসরণ করছিলাম আর সুর করে কবিতা আওড়াচ্ছিলাম। এমনকি রাসূল করীম (সা)-এর সবগুলো উটকেই আমি আমার পেছনে নিয়ে আসি এবং তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেই। এরপরও আমি অব্যাহত ধারায় তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে চললাম। এমন কি তারা বোঝা হালকা করার মানসে ত্রিশটি বর্শা এবং ত্রিশটি চাদর ফেলে যায়। আর তারা যা কিছু নিক্ষেপ করতো তার উপর আমি প্রস্তর স্থাপন করতাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমন পথে সেসব কিছু একত্র করে রাখতাম।

শেষ পর্যন্ত বেলা উঠলে উয়ায়না ইব্ন বদর ফাযারী তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। তখন তারা ছিল একটা সংকীর্ণ গিরিপথে। এরপর আমি পাহাড়ে চড়ে তাদের উপরে অবস্থান নেই এ সময় উয়ায়না বললো ঃ আমি এটা কি দেখছি ? তারা বললো ঃ আমরা এমনই এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। ভোর রাত থেকে এখন পর্যন্ত লোকটি আমাদের পিছু ছাড়েনি। আমাদের নিকট যা কিছু ছিল তার সবই সে ছিনিয়ে নিয়ে তার পেছনে রেখে দিয়েছে। তখন উয়ায়না বলে ঃ সে যদি এটা না দেখতো যে, তার পশ্চাৎ থেকে সাহায্য আসছে তাহলে সে তোমাদেরকে ত্যাগ করে চলে যেতো। তোমাদের কিছু লোক তাদের সম্মুখে দাঁড়াক। তাদের মধ্য থেকে চারজন সম্মুখে এগিয়ে আসে এবং পাহাড়ে আরোহণ করে। আমি তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, তোমরা কি আমাকে চিনতে পারছ ? তারা বললো ঃ কে তুমি ? বললাম, আমি ইব্নুল আকওয়া'। সে সত্তার

শপথ, যিনি মুহাম্মাদের চেহারাকে সম্মানিত করেছেন। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার পশ্চাদ্ধাবন করবে সে আমাকে পাকড়াও করতে পারবেনা– পক্ষান্তরে আমি যার পশ্চাদ্ধাবন করবো সে আমার হাত থেকে পালাতে পারবে না। তাদের এক ব্যক্তি বললো, হবেও তা, তিনি বলেন, আমি আমার অবস্থানে স্থির থাকলাম। এমন সময় রাসূল করীম (সা)-এর অশ্বারোহীদের প্রতি আমার নজর পড়ে। গাছের ফাঁক দিয়ে তারা এগিয়ে আসছিলেন। তাঁদের মধ্যে সকলের অগ্রভাগে ছিলেন আখরাম আল- আসাদী আর তাঁর পশ্চাতে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোড় সওয়ার আবূ কাতাদা। আর তার পেছনে ছিলেন মিকদাদ ইব্ন আসাদ আল-কিন্দী। তখন মুশরিকরা পেছনের দিকে ছুটে পালায়। আমি পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসি এবং আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরি। বলি ঃ আখরাম! তাদের ব্যাপারে সর্তক থাকবে। আমার আশংকা হয়। তারা তোমাকে হত্যা করবে। তুমি রাসূল করীম এবং তার সাহাবীদের আগমন পর্যন্ত একটু অপেক্ষা কর। তিনি বললেন ঃ সালামা ! আল্লাহ্ তা'আলা এবং শেষ দিনে তোমার যদি ঈমান থাকে আর তোমার যদি বিশ্বাস হয় যে, জান্নাত-জাহান্নাম সত্য তাহলে আমার আর শাহাদতের মধ্যস্থলে তুমি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়োনা।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ তখন আমি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেই। ফলে তিনি আবদুর রহমান ইব্ন উয়ায়নার মুখোমুখী হন। আর আবদুর রহমানও তার প্রতি ফিরে দাঁড়ায়। উভয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। আখরাম আবদুর রহমানকে আঘাত করেন এবং আবদুর রহমান তীর নিক্ষেপে তাঁকে হত্যা করে। এর ফলে আবদুর রহমান আখরামের ঘোড়ায় চড়ে বসে। তারপর আবূ কাতাদা আবদুর রহমানের মুখোমুখি এসে দাঁড়ান, পরস্পরে একে অন্যের উপর আঘাত হানেন। সে আবূ কাতাদার ঘোড়াকে আহত করে। আবূ কাতাদা আবদুর রহমানকে হত্যা করেন এবং আখরামের ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হন।

এরপর আমি শত্রুবাহিনীর পশ্চাতে ছুটে যাই; এমনকি আমি নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের ঘোড়ার পায়ের ধুলোতেও দেখতে পাচ্ছিলাম না। সূর্যাস্তের পূর্বে শত্রুরা একটা ঘাটিতে পৌছে, যেখানে পানি ছিল। এর নাম ছিল যূ-কারাদ। শত্রুপক্ষ সেখানে পানি পান করতে চেয়েছিল ; কিন্তু পেছন দিক থেকে আমাকে ছুটে আসতে দেখে, তারা পেছনে সরে দাঁড়ায় এবং সানিয়া যী বি'র -এর দিকে মোড় নেয় এবং সেখানেই সূর্য অস্তমিত হয়। এসময় এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে আমি তাকে তীর নিক্ষেপ করে বলি ঃ

خذها وانا ابن الاكوع اليوم يوم الرضع

তাকে পাকড়াও করো আর আমি হলাম আক্ওয়া' এর পুত্র আর আজকের দিনটি হল নিশ্চয় লোকদের বিনাশ করার দিন। সে বললো, আক্ওয়া' এর মা তার জন্য রোদন করুক। সকালের সেই আক্ওয়া' আমি বললাম; হ্যাঁ রে নিজের দুশমন ! ভোরবেলা আমি তাকে তীর নিক্ষেপ করেছিলাম এবং এরপর আরো একটা তীর ছুড়ি; ফলে তার দেহে দু'টি তীর বিদ্ধ হয়। আর তারা রেখে যায় দুটি ঘোড়া। আমি সে ঘোড়া দুটি হাকিয়ে রাসূল করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে যাই। পানির যে কূপের কাছ থেকে আমি তাদেরকে উচ্ছেদ করেছিলাম। তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। অর্থাৎ যূ-কারাহ কূয়ার কাছে। তখন নবী করীম (সা) ছিলেন পাঁচশ' জন সাহাবী

পরিবেষ্টিত। আর বিলাল (রা) আমার ফেলে আসা উটের মধ্য থেকে একটা উট যবাই করেন এবং তিনি রাসূল করীম (সা)-এর জন্য উটের কলিজা ও কুজের গোশত ভুনছিলেন। আমি রাসূল করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনার সাহাবীগণের মধ্যে থেকে একশজনকে বাছাই করে নেবো এবং রাতের অন্ধকারে আমি কাফিরদেরকে পাকড়াও করবো এবং তাদের মধ্যে একজন গুপ্তচরও অবশিষ্ট থাকবে না, আমি তাদের সকলকেই হত্যা করবো। আমার কথা শুনে রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ সালামা! তুমি কি তাই করবে ? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। যে সত্তা আপনাকে সম্মানিত করেছেন তাঁর শপথ করে বল্ছি। এতে রাসূল করীম (সা) হেসে ফেললেন; এমন কি আগুনের আলোতে আমি তাঁর মাড়ির দাঁত দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বললেন, গাতফান গোত্রের ভূমিতে এখন তাদের মেহমানদারী চলছে। তখন গাতফান গোত্রের জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললো ঃ তারা অমুক গাতফানীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছে। সে তাদের জন্য উট যবাই করেছে। তারা বসে উটের চামড়া খসাচ্ছিল এমনি সময় গিয়ে তারা ধূলাবালি উড়তে দেখতে পেয়ে ছেড়ে ছুটে পালায়। ভোর হলে রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ আমাদের ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে আবূ কাতাদা সর্বোত্তম; আর পদাতিকদের মধ্যে সর্বোত্তম হল সালামা। তাই রাসূল করীম (সা) আমাকে ঘোড়সওয়ার আর পদাতিক উভয়ের অংশ দান করলেন। তারপর মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে তিনি তাঁর নিজের উটনী 'আযবার পিঠে আমাকে সহযাত্রী করলেন। যখন আমাদের আর মদীনার মধ্যে কিছুটা দূরত্ব অবশিষ্ট ছিল এবং লোকদের মধ্যে একজন এমনও ছিল, যে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতো না সে ডাক দিয়ে বলছিল; কোন প্রতিযোগী আছে কি ? মদীনা পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার মতো কেউ আছে কি ? কথাটা সে বারবার উচ্চারণ করছিল। আর আমি ছিলাম রাসূল করীম (সা)-এর পেছনের সহযাত্রী। আমি তাঁকে বললাম ঃ তুমি কি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মান করনা আর কোন শরীফ ব্যক্তিকে ভয় কর না ? সে বললো ঃ রাসূল করীম (সা) ব্যতীত অন্য কাউকে আমি সম্মানও করি না আর ভয়ও করি না। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবো। তিনি বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা হলে নামতে পার। আমি তাকে বললাম, আমি তোমার দিকে আসছি। সে সওয়ারী থেকে লাফিয়ে পড়লো, আর আমিও উটনীর পিছন থেকে লাফিয়ে পড়লাম। এরপর আমি এক বা দুই টিলা পেছনে রইলাম অর্থাৎ দম রাখার জন্য ধীর গতিতে এগুলাম। তারপর দ্রুত ও দৌড়ে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হলাম এবং তার দু' স্কন্ধের মধ্যস্থলে একটা ঘুষি মেরে বললাম, আল্লাহ্র শপথ আমি তোমাকে হারিয়ে দিয়েছি, অথবা এরকম কোন কথা বললাম। আমার কথা শুনে সে হেসে বললো ঃ আমিও তো তাই মনে করছি। এভাবে আমরা মদীনায় গিয়ে পৌঁছলাম। মুসলিম (র) ইকরিমা ইব্ন আম্মার থেকে বিভিন্ন সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে যে, আমি তার আগে মদীনা পৌঁছি এবং তিনদিন অবস্থান করেই আমরা খায়বারের উদ্দেশ্যে বের হই। এ সূত্রে ইমাম আহমদ (র) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। বুখারী এবং বায়হাকী হুদায়বিয়ায় পর এবং খায়বরের আগে এ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনার তুলনায় এটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

সুতরাং সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলীর সঙ্গে তার উল্লেখ করাই হবে সমীচীন। কারণ, সপ্তম হিজরীর সফর মাসে খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। অবশ্য, সে মহিলাটি নবী করীম (সা)-এর উটনীতে আরোহণ করে রক্ষা পেয়ে তা যবাই করার মানত করেছিল। ইমাম ইব্‌ন ইসহাক (র) হাসান বসরী সূত্রে আবুয যুবায়র এর বরাতে বিচ্ছিন্ন সনদে তা বর্ণনা করেছেন। অবশ্য অন্যান্য সূত্রে অবিচ্ছিন্ন সনদে হাদীছটি বর্ণিত আছে।

ইমাম আহমদ (র) আফ্‌ফান (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুসাইন সূত্রে বর্ণনা করে বলেন যে, আয্‌বা উটনীটি ছিল বনূ আকীলের জনৈক ব্যক্তির। এটি হাজীদেরকে নিয়ে দ্রুত গতিতে আগে আগে ছুটে যেত। সে লোকটাসহ আযবা উটনীকে ধরে আনা হয়। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন যে, লোকটি যখন বাঁধা ছিল তখন ইমাম আহমদ (র) নবী করীম (সা) তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে লোকটি জিজ্ঞাসা করে। হে মুহাম্মাদ ! আমাকে এবং যাত্রীদলের অগ্রগামী বাহনটাকে আপনি কেন আটক করলেন ? রাসূল করীম (সা) এ সময় তার খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন। আর জবাবে তিনি বললেন, আমরা তোমাকে গ্রেফতার করেছি তোমাদের মিত্র গোত্র ছাকীফ এর অপরাধের কারণে। তিনি বলেন যে, ছাকীফ গোত্র নবী করীম (সা)-এর দু'জন সাহাবীকে বন্দী করে রেখেছিল। সে তার বক্তব্যে বলেছিল, আমি তো একজন মুসলমান। রাসূল করীম (সা) তখন বললেন ঃ তুমি যদি বন্দী হওয়ার আগে স্বাধীন থাকাকালে এ কথা বলতে তাহলে তো তুমি সফলই হতে।

এ কথাটি বলে রাসূল করীম (সা) স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলে সে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ! আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে আহার্য দিন। আমি পিপাসার্ত। আমাকে পানি পান করান। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ এই তোমার প্রয়োজন ? এরপর তিনি পূর্বোক্ত দুব্যক্তির ফিদিয়া বা বিনিময় স্বরূপ তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং আয্‌বা উটনীটি নিজের বাহনের জন্য রেখে দিলেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন যে, মুশরিকরা যখন মদীনায় রাসূল (সা)-এর পশুপালে হামলা চালায় তখন তারা লুণ্ঠিত পশুপালের সঙ্গে আয্‌বা উটনীও নিয়ে যায়। উপরন্তু তারা একজন মুসলিম মহিলাকেও ধরে নিয়ে বন্দী করে রাখে। তিনি আরো বলেন যে, তারা কোন মনযিলে অবস্থান করলে মনযিলের আঙ্গিনায় উটগুলো চারণের জন্য ছেড়ে দিতো। এক রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মহিলাটি উঠে উটনীটির কাছে গেলে উটনীটি আওয়ায দিল। মহিলাটি আয্‌বা নামক উটনীর কাছেও যায়। এটি ছিল অত্যন্ত অনুগত ও শান্তশিষ্ট। মহিলাটি আয্‌বার পিঠে সওয়ার হয়, তাকে মদীনার দিকে ছুটায় এবং মানত করে যে, আল্লাহ্ তাকে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছালে সে এটিকে আল্লাহ্‌র নামে যবাই করবে। মদীনায় পৌঁছলে জানা যায় যে, এটি রাসূল করীম (সা)-এর বহুল পরিচিত উটনী। মহিলাকে বলা হয় যে, এটি রাসূল করীম (সা)-এর উটনী। তার মানত সম্পর্কে রাসূল করীম (সা) জানতে পারলেন, অথবা মহিলা নিজেই রাসূল (সা)-কে জানালেন, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি সে উটনীটিকে নিকৃষ্ট প্রতিদান দিলে, অথবা তিনি বললেন যে, মহিলাটি তাকে নিকৃষ্ট প্রতিদান দিল। আল্লাহ্‌তো সে উষ্ট্রীর উপর সওয়ার করিয়ে তাকে মুক্তি দিলেন আর সে মুক্তি পেয়ে তাকে যবাই করতে উদ্যত। তারপর তিনি (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানীর ক্ষেত্রে মানত পূরণ করতে হয় না; আদম সন্তান যে বস্তুর মালিক নয়, সে ক্ষেত্রেও মানত সিদ্ধ হয় না

(আর তা পূরণও করতে হয় না) ইমাম মুসলিম (র) আবুর রাবী' যাহরানী সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন যায়দের বরাতে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ যি-ফারাদ যুদ্ধ সম্পর্কে যে সব কাব্য রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে হাস্সান ইব্ন সাবিতের নিম্নোক্ত কবিতাও উল্লেখযোগ্য ঃ

لولا الذى لا قت ومس نورها   بجنوب ساية امس فى التقواد

للقنكم يحملن كل مدجج   حامى الحقيقة ماجد الاجداد

ولسر اولاد اللقيطة اننا   سلم غداة فوارس المقداد

كنا ثمانية وكانوا جحفلا   لجبا فشكوا بالرماح بداد

كنا من القوم الذين يلونهم   ويقدمون عنان كل جواد

كلا ورب الراقصات الى منى   يقطعن عرض مخارم الاطواد

حتى نبيل الخيل فى عرصاتكم   ونئوب بالملكات والاولاد

رهوا بكل مقلص وطمرة   فى كل معترك عطفن وواد

افنى دوابرها ولاح متونها   يوم تقاد به ويوم طراد

فكذاك ان جيادنا ملبونة   والحرب مشعلة بريح غواد

وسيوفنا بيض الحدائد تجتلى   جنن الحديد وهامة المرتاد

اخذ الاله عليهم لحرامه   ولعزة الرحمن بالاسداد

كانوا بدارنا عمين فبدلوا   ايام ذى قرد وجوه عناد

মর্মার্থ ঃ ছায়ার দক্ষিণে কাল যদি আমাদের ঘোড়া ব্যস্ত না থাকতো, তাহলে সে আসতো তোমাদের নিকট সশস্ত্র শীর্ষ ব্যক্তিবর্গকে পৃষ্ঠে সওয়ার করে।

আমরা মিকদাদের ঘোড়সওয়ারদের হাতে ন্যস্ত– এতে বংশ পরিচয় হীন লোকেরা আনন্দিত হয়।

আমরা ছিলাম আটজন (অশ্বারোহী) আর তারা ছিল বিশাল বাহিনী, যাদেরকে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে বর্শার আঘাতে।

আমরা এমন সম্প্রদায়ের লোক যারা ছিল তাদের নিকটবর্তী কুলীন অশ্বের লাগাম ধরে তারা সম্মুখে এগিয়ে যায়।

কক্ষনো না, সেসব সওয়ারীদের পালনকর্তার শপথ, যারা মিনারপথে গমনকালে সুউচ্চ পার্বত্য পথ অতিক্রম করে চলে।

এমনকি উন্নত মানের অশ্ব তোমাদের গৃহের আঙ্গিনায়, আর আমরা প্রত্যাবর্তন করবো বন্দিনী আর সন্তানদেরকে নিয়ে।

ধীরে-সুস্থে চলতে চলতে এক একটি চপল-চঞ্চল অশ্বকে, যা ছুটে যায় প্রতিটি লড়াইয়ের ময়দানে আর প্রতিটি উপত্যকায়।

বিনাশ করেছে সেসব অশ্বের পশ্চাদ্দেশকে আর উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে সেগুলোর পৃষ্ঠদেশ ; যে দিন সেগুলো চালিত হবে আর নিক্ষেপ করা হবে তীর।

অনুরূপভাবে আমাদের কুলীন অশ্বগুলো বয়সে তরুণ আর যুদ্ধতো তীব্র হয়ে উঠে ভোরের বাতাসে।

আর আমাদের তরবারিগুলো লোহার উজ্জ্বল্যকে স্পষ্ট করে।

লোহার মরিচা দূর করে আর যুদ্ধংদেহীর শির কর্তন করে।

গ্রহণ করেছেন আল্লাহ্ তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার, হাযমের মর্যাদা রক্ষায় এবং আল্লাহ্র সম্ভ্রম রক্ষায় তারা ছিল নিজ দেশে সুখে-শান্তিতে, এরপর বদলে দিল যু-কারার যুদ্ধের কারণে অবাধ্যতার চেহারা।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন যে, (এ কবিতাগুলো) শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অগ্রগামী অশ্বারোহী বাহিনীর আমীর হযরত সা'দ ইব্ন যায়দ (র) ক্রোধান্বিত হলেন হাস্সান (ইব্ন সাবিত) -এর প্রতি এবং হলফ করে বললেন যে, তিনি কখনো হাস্সানের সঙ্গে কথা বলবেন না। তিনি বলেন যে, হাস্সানতো আমার অশ্ব ও অশ্বারোহীদের নিকট গিয়ে সেসবকে মিকদাদের বলে সাব্যস্ত করেছেন। তখন হাস্সান তাঁর নিকট ওয্রখাহী করেন যে, তিনি নামই কেবল অন্তমিলের জন্য ব্যবহার করেছেন মিকদাদের। তখন হযরত সা'দ ইব্ন যায়দ (র)-এর প্রশংসায় হাস্সান (রা) নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

اذا اردتـم الاشـد الجلـدا　　اوذا غناء فعليكم سعـدا

سعـد بن زيـد لا يهدهـدا

তোমরা যখন সুদৃঢ় ব্যক্তি বা অমুখাপেক্ষী ব্যক্তির অভিপ্রায় করবে তখন অবশ্যই সা'দ (ইব্ন যায়দ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। কারণ, তাঁকে দমানো যায় না।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন যে, তার দ্বারা এটা ঘটেনি, অর্থাৎ তিনি এ ওযর আপত্তি গ্রহণ করেননি। তখন হাস্সান যি-কারাদের যুদ্ধ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

اظـن عيينـة اذ زارها　　بأن سوف يهدم فيها قصورا

فاكـذبت ما كنت صدقته　　وقلتم سنغنم امرا كبيرا

فعفت المدينـة اذ زرتها　　وآنست للاسد فيها زئيرا

وولـوا سراعا كشد النعام　　ولم يكشفوا عن ملط حصيرا

امير علينا رسول المليك　　احبب بذاك الينا اميرا

رسـول يصـدق ما جاءه　　ويتلوا كتابا مضيئا منيرا

উয়ায়না কি ধারণা করেছিল যে, মদীনায় আগমন করে সে প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে দেবে ? যে কথা তুমি সত্য বলে স্বীকার কর, আমি তা মিথ্যা বলি।

তোমরাতো বলেছিলে আমরা বিরাট গনীমত লাভ করবো। তুমি মদীনায় গিয়ে তাকে অনুকূল পেলে না,

তখন তুমি সেখানে অনুভব করলে সিংহের গর্জন। তখন তারা প্রত্যাবর্তন করে উট পাখির দৌঁড়ের মতো।

আর তারাতো উন্মুক্ত করেনি কোন উষ্ট্রাগারের দ্বারও। মহান আল্লাহ্র রাসূল আমাদের আমীর, তিনি আমাদের কত প্রিয় আমীর।

তিনি এমন এক রাসূল তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয় তিনি তার সত্যায়ন করেন। আর তিনি তিলাওয়াত করেন উজ্জ্বল আলোকময় কিতাব।

হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (র) যি-কারাদের যুদ্ধের দিন মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

ايحسب اولاد الاقيطة اننا — على الخيل لسنا مثلهم فى الفوارس

وانا اناس لا نرى القتل سبة — ولا ننثنى عند الرماح المداعس

وانا لنقرى الضيف من قمع الذرى — ونضرب رأس الابلج المتشاوس

نرد كماة المعلمين اذا انتحوا — بضرب يسلّى نخوة المتقاعس

بكل فتى حامى الحقيقة ماجد — كريم كسرحان العضاة مخالس

يذودون عن احسابهم وبلادهم — ببيض لقد الهام تحت القوانس

فسائل بنى بدر اذا مالقيتهم — بما فعل الاخوان يوم التمارس

اذا ماخرجتم فاصدقوا من لقيتم — ولاتكتموا اخباركم فى امجالس

وقولوا ذللنا عن مخالب خادر — به وحر فى الصدر مالم يمارس

কুড়িয়ে পাওয়াদের সন্তানরা কি মনে করে যে, আমরা তাদের মতো অশ্বারোহী নই?

আমরাতো এমন লোক, যারা হত্যাকে কলংক জ্ঞান করে না। কারণ, আমরা তীরান্দাযদের তীরের জবাবে প্রত্যাঘাত করি।

আর আমরা মেহমানের মেহমানদারী করি উষ্ট্রের পৃষ্ঠের উঁচু অংশ দ্বারা। আর সুন্দর চেহারাধারী ব্যক্তির মস্তকে আঘাত হানি।

আমরা প্রত্যাঘাত হানি চিহ্নিত বীরদেরকে যখন তারা অহংকার করে, এমন আঘাত, যা নস্যাৎ করে হঠকারীর অহমিকা।

এমন যুবক দ্বারা, যে যুবক সত্যের সহায়ক মর্যাদাবান, বনের বাঘের মতো হঠাৎ তুলে নিয়ে যায় সে।

তারা প্রতিরোধ করে নিজেদের এবং দেশের মর্যাদা, এমন তরবারি দ্বারা, যা কর্তন করে তার নিচের মস্তকসমূহ।

বদরের সন্তানদের জিজ্ঞাসা কর যখন তাদের সাক্ষাৎ পাও, ভাইয়েরা যুদ্ধের দিন কেমন আচরণ করেছিল।

যখন তোমরা বের হবে তখন যার সঙ্গে দেখা হবে সত্য বলবে, আর মজলিসে নিজেদের কথা গোপন করবে না।

আর তোমরা বলবে– আমরা বেরিয়ে এসেছি হতভম্ব ব্যাঘ্রের পাঞ্জা থেকে, আমাদের বক্ষে আছে উষ্ণতা– যাবত যুদ্ধ না করে।

বনু মুস্তালিক যুদ্ধ

ইমাম বুখারী (র) বনু মুস্তালিক যুদ্ধকে গায্‌ওয়া মুরাটসী বলেন . আর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ৬ষ্ট হিজরী সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে মূসা ইব্‌ন উক্‌বার মতে চতুর্থ হিজরী সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নু'মান ইব্‌ন রাশিদ (র) যুহ্‌রী (রা সূত্রে বর্ণনা করে বলেন যে, গায্‌ওয়া মুরাইসীতে ইফ্‌ক কথা অপবাদের ঘটনা ঘটে। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) মূসা ইব্‌ন উকবার মাগাযীর বরাত দিয়ে বলেন যে, এ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে। তিনি মূসা ইব্‌ন উক্‌বা এবং উরওয়া (র) সূত্রে একথাও উল্লেখ করেন যে, পঞ্চম হিজরী সনের শা'বান মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আর ওয়াকিদী বলেন, ৫ম হিজরীর ২রা শা'বান সংঘটিত এ যুদ্ধে রাসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে সাতশ' সাহাবী ছিলেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ যূ-কারাদ এর ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় জুমাদাল উখরা এবং রজব মাসের কয়েক দিন অবস্থান করেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরী সনের শা'বান মাসে বনূ খুযাআর শাখা গোত্র বনূ মুস্তালিক এর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এ সময় আবূ যর গিফারী (রা) মতান্তরে নুমায়ল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লায়ছীকে মদীনায় আমির নিযুক্ত করে যান। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা প্রমুখ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পারেন যে, হারিছ ইব্‌ন আবূ যিরারের নেতৃত্বে বনূ মুস্তালিক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হচ্ছে। এ আবূ যিরার ছিল পরবর্তীকালের উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া এ খবর পেয়ে রাসূল (সা) তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং মুরাইসী কূয়োর নিকট তাদের মুখোমুখী হন। স্থানটি ছিল কুদায়দ এর দিক থেকে সমুদ্র উপকূলে। উভয় পক্ষে লড়াই হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বনূ মুস্তালিককে পরাজিত করেন তাদের অনেকে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদের বন্দী করে এনে গনীমতরূপে বন্টন করেন। ওয়াকিদী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরী ৫ম সালে ২রা শা'বান ৭ শত সাহাবীর একটা বাহিনী নিয়ে বনূ মুস্তালিক অভিমুখে রওয়ানা হন। এরা ছিল বনূ মুদলাজের মিত্র। তাদের নিকট পৌঁছে রাসূল (সা) মুহাজিরদের পতাকা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক মতান্তরে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরের হাতে এবং আনসারদের পতাকা সা'দ ইব্‌ন উবাদার হাতে ন্যস্ত করেন। এরপর উমর ইবনুল খাত্তাবকে জনগণের মধ্যে এ মর্মে ঘোষণা প্রচার করার নির্দেশ দেন যে, তোমরা সকলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই একথা স্বীকার করে নাও; এতে তোমরা নিজেদের জানমাল সুরক্ষিত হবে। তারা এটা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তীর নিক্ষেপ শুরু হয়ে

যায়। এরপর রাসূল (সা)-এর নির্দেশে সকলে একযোগে হামলা চালালে তাদের এক ব্যক্তিও গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়নি। তাদের দশজন নিহত এবং অবশিষ্ট সকলে বন্দী হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ শহীদ হননি।

বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওন বর্ণিত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দিকে আহ্বানের বিফল সম্পর্কে জানতে চেয়ে নাফি'কে পত্র লিখি; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ মুস্তালিকে হামলা করেন, তখন তারা পশু পালকে পানি পান করাবার কাজে কূয়ার কাছে ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করেন এবং অন্যদেরকে বন্দী করেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি সেদিন একথাও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিছকেও বন্দী করেছিলেন, নাফি' বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আমাকে এরূপ বলেছেন যে, সে বাহিনীতে তিনি নিজেও ছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এ যুদ্ধে একজন মুসলমান শহীদ হন; তাঁর নাম ছিল হিশাম ইব্‌ন সাবাবা জনৈক আনসারী শত্রুপক্ষের লোক মনে করে ভুলক্রমে তাঁকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেন যে, তার ভাই মিকয়াস ইব্‌ন সাবাবা ইসলাম প্রকাশ করে মক্কা থেকে আগমন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তার ভাইয়ের দিয়াত তথা রক্তপণ দাবী করেন। কারণ, ভুলবশতঃ তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দিয়াত দান করেন। এরপর স্বল্পকাল মদীনায় অবস্থান করে তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। এ সম্পর্কে সে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করে ঃ

شفى النفس ان قد بات بالقاع مسندا   يضرج ثوبيه دماء الاخادع

وكانت هموم النفس من قبل قتله   تلم فتحمينى وطاء المضاجع

حللت به وترى وادركت ثؤرتى   وكنت الى الاوثان اوّل راجع

ثأرت به فهرا وحمّلت عقْله   سراة بنى النجار ارباب فارع

মর্মার্থ ঃ মনের তৃপ্তি এই যে, সে নিচু ভূমিতে রাত্রিকালে আসন গ্রহণ করেছে যে, তার ঘাড়ের রক্ত সিক্ত করছিল তার বস্ত্রকে।

তার মৃত্যুর পূর্বে মনের চিন্তা আমাকে তিরস্কার করছিল আর বারণ করছিল নরম শয্যায় শয়ন করতে।

আমি তাকে অতিক্রম করেছি আর তুমিতো দেখতে পাচ্ছ; আর আমি পেয়েছি আমার প্রতিশোধ আর আমি ছিলাম মূর্তির দিকে সর্বাগ্রে প্রত্যাবর্তনকারী।

আমি তার নিকট থেকে বদলা নিয়েছি ফিহরের আর বনূ নাজ্জারের দুর্গ ফারি' এর মালিকের নিকট থেকে অর্জন করেছি তার রক্তপণও।

আমি বলি যে, এ মিক্‌য়াস ছিল সে চার ব্যক্তির অন্যতম, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যদি কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে থাকে তবু।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ লোকেরা তখনো সে কূপের নিকট অবস্থান করছিল। এ সময় কিছু লোকের আগমন ঘটে (পানি নেয়ার জন্য) উমর ইবনুল খাত্তাবের সঙ্গে তাঁর মজুর জাহ্‌জাহ্‌ও

ছিল। জাহজাহ ইব্ন মাস্‌উদ ঘোড়ার রশি টেনে চলেছিল। এসময় জাহজাহ গিফারী এবং সিনান ইব্ন ওবর জুহানীর সংঘর্ষ বাঁধে। সিনান ইব্ন ওবর জুহানী ছিলেন বনূ আওফ ইবনুল খায্‌রাজের মিত্র। উভয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হলে জুহানী চিৎকার দিয়ে বলে ঃ হে আনসার দল! আর জাহজাহ চিৎকার দিয়ে বলে হে মুহাজির দল! এতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল ক্রুদ্ধ রুষ্ট ও ক্ষিপ্ত হয়। তার সঙ্গে ছিল তার দলের কিছু লোক। এদের মধ্যে যায়দ ইব্ন আরকাম নামে জনৈক তরুণও ছিলেন। ইব্নে উবাই বলে ওঠে! এরা এমন কাণ্ড করছে! এরা আমাদের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করছে আর আমাদের শহরে আমাদের উপর সংখ্যাধিক্য বলে যাহির করছে। আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের এবং কুরাইশী বিদেশীদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ
سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ

কুকুরকে খাইয়ে-দাইয়ে পুষ্ট কর তারপর সে তোমাকে সাবাড় করবে। সে আরো বলে ঃ

اما والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل

আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথাকার সম্মানিতরা হীন তুচ্ছদেরকে অবশ্যই বহিষ্কার করবে।

অতঃপর সে তার দলের উপস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলে ঃ

"এ কান্ডতো তোমরা নিজেরা সৃষ্টি করেছ। তোমরা নিজেদের শহরে তাদেরকে স্থান দান করেছ, নিজেদের ধন-সম্পদ তাদেরকে বণ্টন করে দিয়েছ। আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের হাতে যা আছে তোমরা তা সংরক্ষণ করে নিলে তারা তোমাদের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাবে। যায়দ ইব্ন আরকাম এ কথাগুলো শুনে রাসূল (সা)-কে তা অবহিত করেন। এসময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবও উপস্থিত ছিলেন। তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ আব্বাদ ইব্ন বিশ্‌রকে আদেশ করুন সে যেন তাকে হত্যা করে। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ

"হে উমর ! এটা কেমন করে হতে পার ? লোকে বলাবলি করবে– মুহাম্মাদ তার সঙ্গি-সাথীদেরকে হত্যা করা শুরু করছে। এটা ঠিক নয়। তবে এখন আমি প্রস্থানের নির্দেশ দিচ্ছি, এটা ছিল এমন সময় সাধারণত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সময় সফর করতেন না। তাই লোকেরা প্রস্থান করে। আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই ইব্ন সালুল জানতে পারে যে, যায়দ ইব্ন আরকাম যা কিছু শুনেছিলেন বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেছেন। তখন সে শপথ করে বলেন যে, সে আপনাকে যে কথা বলেছেন তেমন কথা আমি বলিনি। সে ছিল স্বজাতির মধ্যে সম্ভ্রান্ত এবং নেতৃস্থানীয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আনসারদের মধ্যেকার যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হতে পারে বালকটি বলতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে। লোকটি যা বলেছে তা হয়ত স্মৃতিতে ধরতে পারেনি। একথাগুলো তারা বলেছিলেন দয়াপরবশ হয়ে এবং তার মুখ রক্ষার উদ্দেশ্যে! রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থির হয়ে যখন রওয়ানা হলেন তখন রাস্তায় উসায়দ ইব্ন হুযাইর এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সালাম দিয়ে তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি অসময় রওয়ানা করেছেন, এমন অসময়তো সাধারণত আপনি রওয়ানা করেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ তোমরা কি জানা নেই যে, তোমাদের সঙ্গীটি কী বলেছে ? তিনি জিজ্ঞেস

করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন সঙ্গী ? বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই। তিনি জানতে চাইলেন, কী বলেছে সে ? বললেন ঃ তার ধারণা সে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সম্মানিতরা তথা থেকে হীনদেরকে বের করে দেবে। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইচ্ছা করলে তাকে বের করে দিতে পারেন। আল্লাহ্র শপথ! আপনি হলেন সম্মানিত আর সে হলো হীন। অতঃপর তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার সঙ্গে কোমল আচরণ করুন। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ আপনাকে এমন সময় আমাদের নিকট উপস্থিত করেছেন যখন তার জাতি তাকে মুকুট পরাবার আয়োজন করেছিল। তার ধারণা, আপনি তার বাদশাহী ছিনিয়ে নিয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজন নিয়ে চলতে থাকেন সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পূরো দিবা-রাত্র এবং পরদিন দুপুরে সূর্য তাপ তীব্র না হওয়া পর্যন্ত। তারপর তিনি লোকজনকে নিয়ে অবতরণ করেন এবং মাটির স্পর্শ লাভ মাত্র তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। অবশ্য তিনি এটা করেন এজন্য যাতে লোকেরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই-এর গতকালকের ঘটনা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত না হয়ে পড়েন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজাযের পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকেন এবং নাকী' এর কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত 'বুকআ' কুপের নিকট অবস্থান গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) যখন সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন তখন প্রচন্ড বায়ূ প্রবাহিত হয়। এতে লোকজনের কষ্ট হয় এবং তাঁরা ভীত হয়ে পড়লে তিনি (সা) বললেন ঃ

"তোমরা এতে ভীত হবে না; কাফিরদের একজন বড় নেতার মৃত্যুতে এ ঝঞ্ঝা বায়ূ প্রবাহিত হয়েছে। মদীনা উপনীত হয়ে তারা জানতে পারেন যে, বনূ কায়নুকা এর অন্যতম নেতা রিফা'আ ইব্ন যায়দ ইব্ন তাবূত এ দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। সে ছিল অন্যতম প্রধান ইহুদী নেতা এবং মুনাফিকদের আশ্রয় দাতা। মূসা ইব্ন উকবা এবং ওয়াকিদী (র) এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (র) ও আ'মাশ সুত্রে জাবির থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি মৃত্যু বরণকারী মুনাফিকের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা)-এর কোন এক সফর কালে তীরে বায়ূ প্রবাহিত হলে তিনি বলেছিলেন ঃ জনৈক মুনাফিকের মৃত্যুতে এ বায়ূ প্রবাহিত হয়েছে। আমরা মদীনায় উপনীত হয়ে অন্যতম প্রধান মুনাফিকের মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হই। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এবং অনুরূপ মুনাফিক প্রসঙ্গে সূরা মুনাফিকুন নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্ন আরকামের কানে ধরে বলেন যে এ হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র খাজির যা কর্ণে শ্রবণ করেছে তা-ই বর্ণনা করেছে। আমি বলি, এ বিষয়ে আমাদের তাফসীর গ্রন্থে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনঃউল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এবং যায়দ ইব্ন আরকামের মাধ্যমে বর্ণিত এ হাদীছের সূত্র সম্পর্কেও আমরা সেখানে আলোচনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি আল্লাহ্র জন্য। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূল (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই আপনাকে যে কষ্ট দিয়েছে। আমি জানতে পারলাম যে, সে জন্য আপনি তাকে হত্যা করতে মনস্থ করেছেন। যদি তাই হয় তবে

আপনি আমাকে নির্দেশ দিন, আমি আপনার সম্মুখে তার মস্তক হাযির করবো ; আল্লাহ্ কসম! খায্রাজ গোত্র (ভাল করেই) জানে যে, তাদের মধ্যে পিতার প্রতি আমার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধাশীল কোন ব্যক্তি নেই। আমার আশংকা হচ্ছে আপনি আমি ছাড়া অপর কোন ব্যক্তিকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে আর সে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে। আমার পিতার হত্যাকারীকে আমি যমীনের বুকে চলাফেরা করতে দেখে তাকে হত্যা করবো। আর এভাবে একজন কাফির এর বদলায় একজন মু'মিনকে হত্যা করে আমি জাহান্নামী হবো– অন্তত আমার এমন অবস্থা হতে আপনি দেবেন না।

তার এ নিবেদনের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا

না বরং আমরা তার সঙ্গে কোমল আচরণ করবো এবং সে যতদিন আমাদের সঙ্গে অবস্থান করে আমরা তার সঙ্গে সদাচার করবো। এরপর যখনই কোন ঘটনা ঘটতো, তার জাতির লোকেরাই তাকে শাসাতো, হুমকি দিত এবং উষ্মা প্রকাশ করতো। তাদের এ অবস্থা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে বললেন ঃ

হে উমর ! কী মনে হয় ? আল্লাহ্র কসম, সে দিন তুমি বলেছিলে, সেদিন আমি যদি তাকে হত্যা করতাম তবে অনেকেই নাক সিটকাতো, আজ যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেই তবে অবশ্যই তাকে হত্যা করবে। তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ

আল্লাহ্র কসম, আমি জানতাম যে, আমার কথার চেয়ে রাসূল (সা)-এর কথা অনেক বরকতময়। ইকরামা ও ইব্ন যায়দ প্রমুখ উল্লেখ করেন যে, তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) মদীনায় একটি সংকীর্ণ গলিতে পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেন। দাঁড়ান! রাসূলুল্লাহ্ ভেতরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনুমতি দান করলে তবে তিনি তাকে পথ ছেড়ে দেন এবং সে মদীনায় প্রবেশ করে।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ এ যুদ্ধে বনূ মুস্তালিকের বেশ কিছু লোক আহত ও বন্দী হয়। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) তাদের দুব্যক্তি মালিক এবং তার পুত্রকে হত্যা করেন। ইব্ন হিশাম (র) বলেন ঃ এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংকেত ধ্বনি ছিল يَا مَنْصُوْرُ اَمِتْ اَمِتْ

ইব্ন ইসহাক আরো বলেন যে, এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অনেককে বন্দী করে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেন।

বুখারী (র) কুতায়বা ইব্ন সাঈদ - - - - ইব্ন মুহাইরীয সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবূ সাঈদ খুদরীকে দেখতে পেয়ে তার পাশে বসলাম। আয্ল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে আবূ সাঈদ (রা) বললেন ঃ বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে আমরা রাসূল (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা আরবদের অনেককে বন্দী করলাম। নারীর প্রতি আমাদের আসক্তি জাগে এবং নারী বিহীন জীবন যাপন করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আযল করাই আমরা পসন্দ করলাম। আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো আমাদের সম্মুখেই আছেন; তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আযল করবো ? তাই এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

مَا عليكم ان لا تفعلوا ما من نسمة
كائنــة الى يوم القيامــة الاكائنــة

তোমরা আয্‌ল না করলেও কিছু যায় আসে না। কিয়ামত পর্যন্ত যে প্রাণী আসবার আছে সে অবশ্যই আসবে। কেউ তার আগমন ঠেকাতে পারবে না। তিনি অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ সেদিন যাদেরকে বন্দী করা হয় তাদের মধ্যে জুয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিছ ইব্‌ন আবূ যিরার)ও ছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর- - - -আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ মুস্তালিকের বন্দীদেরকে বণ্টন করলে জুয়াইরিয়া বিনতুল হারিছ সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস অথবা তার চাচাত ভাইয়ের ভাগে পড়েন। জুয়াইরিয়া নিজের জন্য মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়ে নেয়। আর ইনি ছিলেন এক লাবণ্যময়ী মহিলা। যে কেউ তাকে দেখলে মনে দাগ কাটতো। তিনি রাসূলুলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে মুক্তিপণ পরিশোধে তার সাহায্য কামনা করেন। আইশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ কসম! আমার হুজরার দ্বারে তাকে দেখে আমি পসন্দ করতে পারিনি। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি তার (সৌন্দর্যের) যা দেখতে পাচ্ছি রাসূল (সা) ও তা অচিরেই দেখতে পাবেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জুয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিছ ইব্‌ন আবূ যিরার। আমার পিতা সম্প্রদায়ের নেতা। আমি এমন বিপদে পতিত হয়েছি , যা আপনার কাছে গোপন নেই। আমি ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস অথবা তার চাচাত ভাইয়ের হিস্যায় পড়ি এবং নিজেকে মুক্ত করার জন্য তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। চুক্তির দায় শোধ করার জন্য আপনার নিকট সাহায্য চাইতে এসেছি। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমার জন্য এর চেয়ে ভাল কিছু করা হলে ? তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা কী? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে তোমাকে বিবাহ করবো। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কবূল করলাম। রাবী হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ লোকজনের নিকট খবর পৌঁছে গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা), জুয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিছকে বিবাহ করেছেন। তখন লোকেরা বলে ঃ এরা হল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শ্বশুর গোষ্ঠী তখন তারা আনন্দিত হয়ে ঐ বংশের দাসদেরকে মুক্ত করে দেন। রাবী হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করার ফলে তাদের মধ্যে বনূ মুস্তালিকের একশ পরিবার আযাদ হয়ে যায়। জানামতে জুয়াইরিয়ার চাইতে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য বেশী বরকতময় আর কোন নারী আছে বলে আমার জানা নেই।

অতঃপর ইব্‌ন ইসহাক (র) বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ প্রসঙ্গে ইফ্‌ক তথা অপবাদ আরোপের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ মনীষীও ইফ্‌কের ঘটনা বর্ণনা করেন। তাফসীর গ্রন্থে সূরা নূর-এর তাফ্‌সীর প্রসঙ্গে এ বর্ণনার সকল সনদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।

ওয়াকিদী হারাম সূত্রে - - - - উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত জুয়াইরিয়া বলেন যে, নবী করীম (সা)-এর আগমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি যে, যেন চন্দ্র ইয়াছরিব থেকে এসে আমার কোলে পতিত হয়েছে। এ বিষয়ে কোন মানুষকে অবহিত করা আমি পসন্দ করিনি।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করলেন। আমরা যখন বন্দী হলাম তখন স্বপ্নের ব্যাখ্যার আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। হযরত জুয়াইরিয়া বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে মুক্ত করে বিবাহ করেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আমার সম্প্রদায় সম্পর্কে আমি কোন কথা বলিনি। মুসলমানরা নিজেরাই তাদেরকে আযাদ করেছেন। আমার চাচাতো বোনের এক দাসীর মাধ্যমে আমি এ বিষয়ে জানতে পেরেছি। সে আমাকে এ খবর দিলে আমি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করি। ওয়াকিদী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুয়াইরিয়ার মহর হিসাবে বনূ মুস্তালিকের ৪০ জন কে মুক্ত করেন। মূসা ইব্ন উকবা বনূ মুস্তালিক সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তাঁর পিতা তাঁর খোঁজ নেন এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে তাঁর পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বিবাহ দেন।

হযরত আইশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনা

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে বলেন, ইব্ন ইসহাক যুহরী সূত্রে আলকামা - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উতবা এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, এরা সকলেই আমাকে এ ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন তবে তাদের মধ্যকার কিছু লোক ঘটনা বেশী স্মরণ রেখেছেন। আর লোকেরা আমাকে যা জানিয়েছেন তার সমস্ত আমি একত্র করেছি। ইব্ন ইসহাক ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আব্বাদ - - - - সূত্রে আইশা (রা) থেকে এর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর উমরা বিন্ত আবদুর রহমান আইশা সূত্রে এবং তিনি নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, অপবাদ রটনাকারীরা এ ব্যাপারে যা বলার বলেছে। এ ঘটনা বর্ণনায় সকলেই অন্তর্ভুক্ত আছেন তাদের কেউ কেউ এমন বর্ণনা দিয়েছেন যা অন্যরা বর্ণনা করেননি। আর এরা সকলেই নির্ভরযোগ্য এবং সকলেই হযরত আইশা থেকে যা কিছু শুনেছেন তা-ই বর্ণনা করেছেন। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)সফরে গমনের অভিপ্রায় করলে (স্বভাবতই) তিনি স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী করতেন। এতে যার নাম আসতো, তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সফরে বের হতেন। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে বের হওয়ার সময় ও তিনি সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এতে আমার নাম উঠে। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সঙ্গে নিয়ে বের হন। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ তখনকার দিনে নারীরা স্বল্প আহার করতেন। ফলে মেদভুড়ি বৃদ্ধি দ্বারা নারীরা মোটা সোটা না হয়ে বরং হাল্কা হতেন। আমার বাহন প্রস্তুত হলে আমি হাওদায় বসে পড়ি। এরপর আমার উটের চালকরা আগমন করলে তারা আমার হাওদা নীচ দিয়ে ধরে উটের পিঠে রাখে এবং হাওদাকে উটের পিঠে সওয়ার করায়। হাওদা রশি দিয়ে কষে বাঁধার পর তারা রওয়ানা করতো। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ এ সফর শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার দিকে রওয়ানা করেন। মদীনার কাছে এসে একটা মনযিলে সকলে অবস্থান করেন এবং রাত্রের কিছু অংশ সেখানে কাটান। তারপর ঘোষক লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করলে সকলেই রওয়ানা হন। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন বাইরে গিয়েছিলাম। আমার গলায় ছিল ঝিনুকের হার। আমি যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে অবসর হই তখন আমার অজান্তে হারটি আমার গলা থেকে পড়ে যায়। আমি টেরই পাইনি। আমি অবতরণস্থলে ফিরে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখি হার নেই। এসময় লোকেরা বাহন যোগে রওয়ানা হতে উদ্যত হয়। যে স্থানে আমি হার ফেলে এসেছিলাম। আমি সেখানে ফিরে যাই এবং হারটি খুঁজে পাই।

ইতোমধ্যে আমার বাহনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এসে পড়েন এবং বাহন প্রস্তুত করে তারা অবসর হয়ে যথারীতি আমি তাতে আছি মনে করে তারা হাওদা তুলে নেন। উঠের পিঠে হাওদায় আমি নেই এমন সন্দেহও তাঁরা করেননি; তাই তাঁরা সওয়ারীর লাগাম ধরে রওয়ানা হয়ে পড়েন। অবতরণ স্থলে আমি ফিরে আসি; তখন সেখানে আহ্বানকারী আর সাড়াদানকারী কেউই নেই। সকলেই রওয়ানা হয়ে গেছেন। আমি সেখানে চাদর মুড়ি দিয়ে স্ব-স্থানে শুয়ে পড়ি এবং ধারণা করি যে, তারা আমাকে খুঁজে না পেয়ে অবশ্যই আমার দিকে ফিরে আসবেন। তিনি আরো বলেন; আমি শুয়ে আছি এমন সময় সাফ্ওয়ান ইব্ন মুয়াত্তাল সুলামী আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। নিজের কোন প্রয়োজনে তিনি কাফেলার পেছনে ছিলেন। তিনি লোকজনের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেননি এবং আমার অস্পষ্ট অবয়ব দেখে এগিয়ে আসেন এবং আমাকে দেখে চিনতে পারেন। কারণ, আমাদের উপর পর্দার বিধান আসার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করে বলেন - এ যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী! আমি কাপড় মুড়ি দিয়ে ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন, কী করে আপনি পেছনে রয়ে গেলেন ? আইশা বলেন ঃ আমি তার সঙ্গে কোন কথা বলিনি। এরপর উট আমার কাছে এনে আরোহণ করতে বলে তিনি দূরে সরে দাঁড়ান। তিনি বলেন, আমি উঠে চড়লে তিনি উঠে লাগাম ধারণ করতঃ রওয়ানা করেন। আল্লাহ্র কসম! ভোর পর্যন্ত আমরা কাফেলাকে ধরতে পারিনি এবং আমাকে কেউ তালাশও করেনি। তারা অবতরণ স্থলে নির্বিকার অবস্থান করছিলেন এমন সময় আমাকে নিয়ে লোকটি সেখানে পৌঁছেন তখন অপবাদ রটনাকারীরা যা বলার তা বলে এবং বাহিনীতে হৈচৈ পড়ে গেল। আল্লাহ্র কসম, এসবের কিছুই আমি জানি না। আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি এবং এসেই আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং এতসবের কিছুই আমার কানে পৌঁছেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আমার পিতামাতার কানে এসব কথা পৌঁছলেও তাঁরা অল্প বিস্তর কিছুই আমাকে জানাননি। অবশ্য আমার সঙ্গে রাসূল (সা) হাসি তামাশা আর কৌতুকে আমি কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। আমি অসুস্থ হলে তিনি দয়া আর কোমলতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু আমার এবারের অসুস্থতায় তিনি তেমন কোমলতা প্রদর্শন করেননি। এবার তাঁর পক্ষ থেকে আমি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম। তিনি আমার কাছে আসেন আর আম্মাজান[১] আমার সেবায় রত; তিনি কেবল বলতেন - বাড়ীর লোক কেমন আছেন ? এর বেশী কিছু বলতেন না। তিনি বলেন ঃ এতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলাম এবং তাঁর এরূপ আচরণ দেখে আমি আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি অনুমতি দান করলে আমি আমার মায়ের নিকট চলে যাই। তিনি আমার সেবা-যত্ন করবেন। তিনি বললেন, অসুবিধা নেই। হযরত আইশা (রা) আরো বলেন ঃ এরপর আমি মায়ের নিকট চলে যাই। যা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। এক মাসের অসুখে আমি নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ি। আমরা আরবের লোকেরা আজমী লোকদের মতো গৃহে শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখতাম না। বরং এ ব্যবস্থাকে আমরা ঘৃণা করতাম। এজন্য আমরা মদীনার উপযুক্ত প্রান্তরে গমন করতাম আর নারীরা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রাতের বেলা বাইরে গমন করতেন। একদা রাত্রিকালে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে আমি গৃহের বাইরে

১. সীরাতে ইব্ন হিশামে আছে ঃ তিনি উম্মে রোমান, তাঁর নাম যয়নব বিন্ত আব্দ দাহমান, বনূ কিবাস ইব্ন গনম ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানার অন্যতম সদস্য।

গমন করি, আমার সঙ্গে ছিলেন আবূ রহম ইব্ন মুত্তালিবের কন্যা উম্মু মিস্তাহ। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! উম্মু মিস্তাহ আমার সঙ্গে হাঁটছিলেন। এমন সময় চাদরের সঙ্গে জড়িয়ে তিনি হোচট খেয়ে পড়ে যান এবং বলে উঠেন, মিস্তাহর সর্বনাশ হোক! (মিস্তাহ ছিল তার উপনাম, তার নাম ছিল আওফ)। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, একজন মুহাজিরকে বদ দোয়া দিয়ে তুমি অন্যায় করলে। তিনিতো বদর যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছেন। তখন উম্মু মিস্তাহ বললেন। হে আবূ বকর তনয়া ! তুমি কি কিছুই খবর রাখনা। আমি বললাম, কী খবর ? তখন অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা সম্পর্কে তিনি আমাকে অবহিত করলেন। আমি বললাম, এমন ঘটনাই কি ঘটেছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম, তাই ঘটেছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, এসব কথা শুনে আমি আর প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে পারিনি, বরং সেখান থেকে ফিরে আসি। আল্লাহ্র কসম, আমি অঝোরে কাঁদতে থাকি। এমন কি আমার আশংকা হয় যে, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা ফেটে যাবে। তিনি বলেন, আমি আমার মাকে বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, লোকেরা নানা কথাবার্তা বলছে, আপনিতো তার কিছুই আমাকে জানাননি।

তিনি বললেন ঃ স্নেহের তনয়া আমার। ব্যাপারটাকে হাল্কাভাবে নাও। কোন পুরুষের সুন্দরী রমণী থাকবে। পুরুষ তাকে ভালবাসবে, তার সতীনও থাকবে তাহলে তার সম্পর্কে নারীরা অনেক কিছু বলবে, অনেক কিছু অন্যান্য লোকেরাও বলবে, এমন না ঘটলে তা হবে বিরল ঘটনা। হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। এটাও আমি জানতাম না, ভাষণে তিনি বললেন ঃ

ايها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى اهلى ويقولون عليهم غير الحق والله ما علمت عليهم الا خيرا ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه الاخيرا ولايدخل بيتا من بيوتى الا وهو معى -

লোকসকল! লোকদের কী হয়েছে ? তারা আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তারা অসত্য কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধে। আল্লাহ্র কসম! তাদের বিরুদ্ধে মঙ্গল ও কল্যাণ বৈ কিছুই আমি জানিনা। আর তারা এটা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলছে যার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই আমার জানা নেই। সে যখন আমার গৃহে প্রবেশ করে তখন সে আমার সঙ্গেই থাকে।

হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ মিসতাহ্ এবং হামনা বিন্ত জাহাশ বলেছে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল খায্রাজীদের মধ্যে এ অপবাদ রটনায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর এটা এ কারণে যে, তাঁর বোন যয়নাব বিন্ত জাহাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন। মর্যাদায় তিনি ছাড়া নবীজীর অপর কোন স্ত্রী আমার সমকক্ষ ছিল না। দীনদারীর কারণে যয়নাবকে আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন। তাই তিনি ভাল ছাড়া কিছুই বলেননি। আর হামনাতো একথা খুব প্রচার করেছেন এবং বোনের কারণে তিনি আমাকে কষ্ট দেন। এর ফলে তিনি হতভাগিনী হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ ভাষণের পর উসায়দ ইব্ন হুদায়র আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ অপবাদ রটনাকারীরা যদি আওস গোত্রের হয়ে থাকে তা হলে আমরাই তাদেরকে

শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট। আর যদি তারা তোমাদের ভাই খায্‌রাজ গোত্রের হয়ে থাকে তবে আপনি নির্দেশ দিন, আল্লাহ্‌র কসম। তারা গর্দান উড়িয়ে দেয়ার যোগ্য। আইশা (রা) বলেন ঃ (একথা শ্রবণ করে) সা'দ ইব্‌ন উবাদা দাঁড়ালেন, ইতিপূর্বে তাঁকে নেক্‌কার বলে ধারণা করা হতো। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি মিথ্যা বলছ। তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া যাবে না। আল্লাহ্‌র কসম, একথা তুমি এজন্যই বলছ যে, তুমি জান যে, তারা খায্‌রাজ বংশের লোক। তুমি যদি জানতে যে, তারা তোমার গোত্রের লোক তাহলে তুমি এমন কথা বলতে না। তখন উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি মুনাফিক, মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলছ। হযরত আইশা (রা) বললেন ঃ এপর লোকেরা বিবাদে প্রবৃত্ত হলো, এমন কি পরস্পরে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। আওস আর খাযরাজ এ দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় আর কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর থেকে নেমে আমার কাছে এলেন। তিনি আলী ইব্‌ন আবী তালিব এবং উসামা ইব্‌ন যায়দকে ডাকলেন। তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। উসামা (আমার সম্পর্কে) ভালই বললেন, প্রশংসা করলেন, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার পরিবার সম্পর্কে তো আমরা ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। আর এসব কথা মিথ্যা ও অসার। অবশ্য আলী (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নারীর তো অভাব নেই) আর আপনি তো স্ত্রী বদলও করতে পারেন। আপনি এর দাসীকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য তথ্য দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করার জন্য বারীরাকে ডাকলেন। আইশা (রা) বলেন, আলী (রা) তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে বেদম পেটাতে পেটাতে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তুই সত্য কথা বলবি। হযরত আইশা (রা) বলেন যে, সে বললো আল্লাহ্‌র কসম! তার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানিনা। আইশা (রা)-এর মধ্যে আমিতো দোষের কিছুই দেখিনা: কেবল এটুকু যে, আমি আটা খামীর করে তাকে খেয়াল রাখার জন্য বলে যাই আর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এ সময় বকরী এসে আটা খেয়ে ফেলে।

হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আগমন করলেন। এসময় আমার নিকট পিতা-মাতা ছাড়াও একজন আনসারী নারী ছিলেন। আমি রোদন করছিলাম, সে আনসারী মহিলাও রোদন করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে বসলেন, আল্লাহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা বর্ণনা করে বললেন ঃ

হে আইশা ! লোকেরা কিসব বলাবলি করছে তা তো তোমার জানা হয়েছে। তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আর লোকেরা যেসব কথা বলাবলি করছে। তাতে তুমি লিপ্ত থেকে থাকলে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর। আল্লাহ্‌তো বান্দার তাওবা কবূল করে থাকেন।

হযরত আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাকে লক্ষ্য করে একথাগুলো বলা মাত্র আমার অশ্রু সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, আমি এক বিন্দু অশ্রু আছে বলেও অনুভব করলাম না। আমি অপেক্ষা করলাম যে, আমার পক্ষ থেকে পিতামাতা জবাব দেবেন। কিন্তু তারা কিছুই বললেন না। তিনি বলেন; আল্লাহ্‌র কসম, আমার নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল আর আমার ব্যাপারে আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করে আমাকে সান্ত্বনা দিবেন– আমার এমন অবস্থাও আছে বলে মনে হতো না। তবে আমি আশা পোষণ করতাম যে, নবী (সা) কিছু স্বপ্নে দেখবেন যাদ্বারা আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদের স্বরূপ প্রকাশ করবেন এবং আমি যে নির্দোষ, তা তিনি জানতে

পারবেন। এতে তিনি আরো কিছু বিষয়ও জানতে পারবেন, অবশ্য আমার সম্পর্কে কুরআন নাযিল হবে আমার নিজেকে নিজের কাছে তার চাইতে তুচ্ছ মনে হয়েছে। তিনি আরো বলেন ঃ আমার পিতামাতাকে আমার পক্ষ থেকে জবাব না দিতে দেখে আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার জবাব দেবেন না ? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা কী জবাব দিবো তা-ই তো বুঝতে পারছিনা। আইশা (রা) আরো বলেন, এদিনগুলোতে আবূ বকরের পরিবারের উপর যেসব বিপদ আপতিত হয়েছে। তেমন বিপদ অন্য কোন পরিবারের উপর আপতিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই, এমন কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। তিনি আরো বললেন ঃ আমার ব্যাপারে তারা একেবারে নির্বাক থাকার পর আমি অশ্রুপাত করলাম, রোদন করলাম আর বললাম, আমার সম্পর্কে যেসব কথা বলা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি কখনো আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করব না আল্লাহ্‌র কসম, আমি ভাল করেই জানি যে, লোকেরা সেসব কথা বলাবলি করছে। আমি যদি তা স্বীকারও করি আর আল্লাহ্ জানেন যে, আমি এ ব্যাপারে নির্দোষ তবে যা ঘটেনি তা স্বীকার করে নেয়া হবে। পক্ষান্তরে লোকেরা যা বলাবলি করছে আমি তা অস্বীকার করলেও তারা তা সত্য বলে মেনে নেবে না। তিনি বলেন, অবশেষে আমি হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর নাম স্মরণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু তা আমার মনে পড়লো না। তখন আমি বললাম, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা যা বলেছিলেন তেমন কথাই আমি উচ্চারণ করবো ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ *

অতএব, সুন্দর সবরই (উত্তম)। আর তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি (ইউসুফ ১২ ঃ ১৮)।

হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে থাকতেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটা ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে নেয়, যে ভাব আছন্ন করতো ওহী নযিল কালে। তাই তিনি বস্ত্র দিয়ে নিজেকে আবৃত করে নেন এবং মাথার নীচে স্থাপন করলেন চামড়ার বালিশ। আর এ সময় তাঁর যে অবস্থা আমি দেখতে পেলাম। আল্লাহর কসম, তাতে আমি মোটেই বিচলিত হইনি। কোন পরোওয়াও করিনি। কারণ, আমি তো জানি যে, আমি নির্দোষ আর আল্লাহ তো আমার প্রতি যালিম নন। আর আল্লাহর কসম করে বলছি। আইশার জীবন-প্রাণ যে পবিত্র সত্তার হাতে আছে, আমার পিতামাতার তো করুণ দশা, আমার মনে আশংকা জাগলো, লোকেরা যা বলাবলি করছে, ওহীর মাধ্যমে যদি তার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌র ভাবান্তর হলো, তিনি উঠে বসলেন, প্রচণ্ড শীতের মওসুমেও তার চেহারা মুবারক থেকে মুক্তার মতো ঘাম ঝড়ে পড়ছিল। তিনি চেহারা থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলছিলেন ঃ

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةَ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بَرَاءَتَكِ *

হে আইশা! সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতা প্রমাণ করে আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি বলেন, আমি আলহামদু লিল্লাহ বললাম। এপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের যে আয়াত নাযিল করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর অশ্লীল

কথা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মিসতাহ্ ইব্ন উছাছা, হাস্সান ইব্ন ছাবিত এবং হামনা বিন্ত জাহাশকে তলব করে এনে অপবাদ আরোপের দণ্ড তথা (হদ) জারী করেন। এ হাদীছটি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে যুহরীর বরাতে বর্ণিত হয়েছে। আর এ বর্ণনায় প্রভূত শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে। হাস্সান ইব্ন ছাবিত এবং তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রে অপবাদের জন্যে দণ্ড কার্যকরার কথা আবূ ইউসুফ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ হাস্সান ইব্ন ছাবিত এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর দণ্ড প্রয়োগ বিষয়ে কোন মুসলিম কবি নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

لقد ذاق حسان الذى كان اهله

وحمنة اذ قالوا هجيرا و مسطح ،

تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم

وسخطة ذى العرش الكريم فاترحوا

وآذوا رسول الله فيها فجللوا

مخازى تبقى عمموها وفضحوا

وصبت عليهم محصدات كانها

شآبيب قطر فى ذرا المزن تسفح

মর্মার্থ ঃ হাস্সান উপযুক্ত শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেছেন।
হামনা আর মিস্তাহ্ও, যখন তারা আবোল-তাবোল বকেছে।
নবীর স্ত্রীকে তারা অপবাদ দিয়েছে আন্দাজ অনুমান করে।
আল্লাহ্র ক্রোধ অর্জন করে তারা হয়েছে বিষণ্ণ।
তারা তাতে কষ্ট দিয়েছে আল্লাহ্র রাসূলকে, আরোপিত হয়েছে তাদের উপর অপমান,
যা আচ্ছন্ন করে নিয়েছে তাদেরকে এবং হয়েছে তারা লাঞ্ছিত।
বর্ষিত হয়েছে তাদের উপর চাবুক, যেন তা বৃষ্টির ছিটা,
যা বর্ষিত হচ্ছে উর্ধ্বের মেঘমালা থেকে !

ইব্ন ইসহাক (র) উল্লেখ করেন যে, হাস্সান ইব্ন ছাবিত তাঁর কবিতায় মারওয়ান ইব্ন মুয়াত্তাল এবং তার কুরায়শী সঙ্গীদের কুৎসা রচনা করেন মুরায়সীর যুদ্ধের দিনে বাদশাহ ও তাঁরা সঙ্গীদের সঙ্গে যে ঝগড়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে। কবিতাগুলো এই ঃ

امسى الجلا بيب قد عزّوا وقد كثروا

وابن الفريعة امسى بيضة البلد

قد ثكلت امه من كنت صاحبه

اوكان منتشيا فى برثن الاسد

ما لقتيلى الذى اغدوا فآخذه

من دية فيه يعطاها ولاقود

ما البحر حين تهب الريح شامية

فيغطئل و يرمى العنبر بالزبد

يوما باغلب منى حين تبصرنى

ملغيظ افرى كفرى العارض البرد

اما قريش فانى لا اسالمها

حتى ينيبوا من الغيات للرشد

ويتركوا اللات والعزى بمعزلة

ويسجدوا كلهم للواحد الصمد

ويشهدوا ان ما قال الرسول لهم

حَقٌّ فيوفوا بحق الله والوكد-

মর্মার্থ ঃ মুরায়শীরা বিজয়ী হয়েছে আর সংখ্যায় তারা তো অনেক,
আর ফারীয়ার[১] ছেলে হয়ে পড়েছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
তুমি যার সাথী, তার মাতা তাকে হারায়,
অথবা সে আসুক সিংহের পাঞ্জার তলে।
আমি যাকে হত্যা করি দৌড়ে গিয়ে তাকে পাকড়াও করি।
তার জন্যে কোন রক্তপণ দিতে হয় না বা শাস্তি ভোগ করতে হয় না ......
অবশ্য কুরায়শের ব্যাপার স্বতন্ত্র, আমি আপোষ করবোনা তাদের সঙ্গে,
যতক্ষণ তারা ভ্রান্তি থেকে হিদায়াতের পথে ফিরে না আসে।
আর লাত-উজ্জাকে বর্জন করে
সকলেই সিজদা না করে একক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।
আর সাক্ষ্য না দেবে যে, রাসূল তাদেরকে যা বলেন, তা-ই সত্য,
সুতরাং তারা পূরা করুক আল্লাহ্‌র হক আর অঙ্গীকার।
ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, সাফওয়ান ইব্‌ন মুয়াত্তাল হাস্‌সানের প্রতিবন্ধক হলে তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে বলেন ঃ

تلق ذباب السيف عنى فاننى

غلام اذا هو جيت لست شاعر

---

১. টীকা ঃ ফারিয়া বলতে হাস্‌সানের মাকে বুঝানো হয়েছে।

আমার পক্ষ থেকে তলোয়ারের ধার গ্রহণ কর, কারণ-
আমিতো নওজোয়ান (হামলাকারী) যখন আমার নিন্দা করা হয়,
আমিতো কোন কবি নই।

কথিত আছে যে, সাফওয়ান হাস্সানকে তরবারি দ্বারা আঘাত হানলে ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস তাকে পাকড়াও করে শক্তভাবে বেঁধে ফেলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

ব্যাপার কি ? তিনি বললেন ঃ সে হাস্সানকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। তখন আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি এ সম্পর্কে জানেন ? তিনি বললেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা তাকে বন্ধনমুক্ত করেন। এরপর তারা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হলে ইব্ন মুয়াত্তাল বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমার নিন্দা করেছে, আমার ভীষণ রাগ হয়েছে, তাই আমি তরবারি দ্বারা আঘাত করেছি। তা' শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

আমার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন বলে তুমি কি তাদের নিন্দাবাদ করেছ ? তারপর তিনি বললেন ঃ হে হাস্সান! তুমি যে আঘাত পেয়েছ তা' ক্ষমা করে দাও; তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্যে তা ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিনিময়ে হযরত হাসসানকে বায়রূহা কূয়া দান করেন, যা আবূ তাল্হা তাঁকে দান করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি তাঁকে সিরীণ নাম্নী দাসীটি দান করেন। এর গর্ভ থেকে তারপুত্র আবদুর রহমানের জন্ম হয়। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ হযরত আইশা (রা) বলতেন- ইব্ন মুয়াত্তাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে জানা যায় যে, তিনি এমন এক পুরুষ, যার মধ্যে নারীর প্রতি কোন আসক্তি নেই। পরবর্তীকালে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। ইব্ন ইসহাক বলেন, হযরত আইশা (রা) সম্পর্কে যা রটনা করেছিলেন, সে জন্য হযরত হাস্সান দুঃখ প্রকাশ করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

حصان رزان ما تزن بريبة
وتصبح غرثى من لحوم الغوافل
عقيلة حى من لؤى بن غالب
كرام المساعى مجدهم غير ذائل
وان الذى قد قيل ليس بلائط
بك الدهر بل قيل امرأى ماحل
فان كنت قد قلت الذى ذعمتم
فلا رفعت سوطى الىَّ اناملى

فكيف و ودى ما حييت ونصرتى

لال رسول الله زين المحافل

وان لهم عزا ترى الناس دونه

قصارا وطال العز كل التطاول

মর্মার্থ ঃ তিনি যে পূত-পবিত্র ও সতী-সাধ্বী, তাতে সন্দেহ করা যায় না।

যায় না তাঁকে অপবাদে ক্লিষ্ট করা, আর গাফিল নারীদের নিন্দাবাদ দ্বারা তিনি দিবসের সূচনা করেন না।

তিনি লুয়াই ইব্‌ন গালিবের গোত্রের সুকীর্তির ধারক-বাহক, তাঁর কর্ম সুন্দর।
তিনি এমন এক বংশের সন্তান, যাদের মান-মর্যাদা বিলীন হওয়ার নয়।
তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা কিছুতেই প্রামাণ্য নয়, কোন কালেও নয়।
বরং আমার ক্ষেত্রে তা এক নিন্দুকের উক্তি–
যদি সে কথা আমি বলেই থাকি, যা তোমরা অনুমান কর।
তাহলে আমার হাতের আঙ্গুল আমার পানে কোড়া উত্তোলন করবে না।
তা কেমনে হতে পারে, অথচ আমার ভালবাসা আর সাহায্য তো
রাসূলের (সা) পরিবার পরিজনের জন্য উৎসর্গীকৃত। তিনিই তো আসরের দীপ্তি!

তাদের জন্য রয়েছে সম্মান আর মর্যাদা, এর বাইরে লোকদেরকে তুমি দেখতে পাবে খর্বকায় আর তাদের মর্যাদা তো সকলের উর্ধ্বে। এখানে সূরা নূর-এর নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করা যায় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ . . .
. . . اُوْلٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ *

যারা এ অপবাদ আনয়ন করেছে তারাতো তোমাদেরই একটা দল। এটাকে তোমরা নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে করবে না; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে নিজেদের কৃত পাপ কর্মের ফল। আর ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তারা যখন এটা শ্রবণ করল তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করেনি এবং কেন তারা বলেনি- এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ! তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি ? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু আল্লাহ্‌র নিকট তারা মিথ্যাবাদী, দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমত না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে, তজ্জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করতো। তোমরা যখন মুখেমুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে সে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিলনা এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়। আর তোমরা যখন এটা শ্রবণ করছিলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র মহান। এতো

এক গুরুতর অপবাদ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন- তোমরা মু'মিন হয়ে থাকলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেনা, আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র ফযল ও রহমত না থাকলে (তোমাদের কেউ রেহাই পেতেনা)। আর আল্লাহ অতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তানতো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র ফযল ও রহমত না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত কারীদেরকে কিছুই দেবে না। তারা যেন ক্ষমা আর উপেক্ষা করে। তোমরা কামনা কর না যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করেন, আল্লাহ্ মহা ক্ষমাশীল অতি দয়ালু। যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে দুনিয়া ও আখিরাতে তারা অভিশপ্ত আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা তাদের হস্ত ও তাদের চরণ, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং স্পষ্ট প্রকাশক। ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্ট পুরুষের জন্য, ভ্রষ্ট পুরুষ ভ্রষ্টা নারীর জন্য। পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্য আর পবিত্র পুরুষ পবিত্র নারীর জন্য। লোকেরা যা বলে তা থেকে এরা মুক্ত। এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা। (২৪ সূরা নূর ঃ ১১-২৬)

এ আয়াতগুলোর তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট হাদীছ ও আছারসমূহ এবং অতীত মনীষীদের উক্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট হাদীছের সূত্র উল্লেখ করেছি।

হুদায়বিয়ার অভিযান

হিজরী ষষ্ঠ সনের যিলকাদ মাসে হুদায়বিয়ার অভিযান সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। ইমাম যুহ্রী, ইব্ন উমর (রা)-এর আযাদ কৃত গোলাম নাফি' কাতাদা, মূসা ইব্ন উকবা এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক প্রমুখ এ মত পোষণ করেন। ইব্ন লাহিয়া আবুল আসওয়াদ সূত্রে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, হিজরী ষষ্ঠ সালের যিলকাদ মাসে হুদায়বিয়ার ঘটনা ঘটে। ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান - - - - ওরওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে হুদায়বিয়ার উদ্দেশ্যে বের হন আর হুদায়বিয়ার সন্ধি হয় শাওয়াল মাসে। উরওয়া সূত্রের এ বর্ণনা নিতান্তই গরীব তথা বিরল পর্যায়ের। ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে হুদবা - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিলকাদ মাসে ৪ বার উমরা করেন। অবশ্য হজ্জের সঙ্গে তিনি যে উম্রা করেন তা এর ব্যতিক্রম। তিনি হুদায়বিয়ার উমরা করেন যিলকাদ মাসে, পরবর্তী বছরের উমরা করেন যিলকাদ মাসে এবং জি'ইরানা থেকে উমরা করেন যিলকাদ মাসে। এখানে তিনি হুনায়নের গনীমতের মাল বণ্টন করেন। আর এক উমরা করেন হজ্জের সঙ্গে। এটা বুখারী শরীফের ভাষ্য। ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান এবং শাওয়াল এই দু মাস মদীনায় অবস্থান করেন এবং যিলকাদ মাসে উমরার উদ্দেশ্যে বের হন। এ সময় যুদ্ধের অভিপ্রায় ছিলনা, ইব্ন হিশাম বলেন, এ সময় তিনি মদীনায় নুসায়লা ইব্ন আবদুল্লাহ্ লায়ছীকে আমীর নিযুক্ত করেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেদুঈন এবং তাদের আশপাশের গ্রামের লোকদের প্রতি বের হওয়ার আহ্বান জানান। কুরায়শের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আশংকা ছিল যে, তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে বা বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত করতে তাকে বাধা দেবে; কিন্তু গ্রামের অনেকেই বের হতে বিলম্ব করে। ফলে মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে নিয়ে তিনি বের হলেন। গ্রামের কিছু লোকও তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তিনি সঙ্গে কুরবানীর পশুও (হাদী) নিলেন এবং উমরার এহরামও বাঁধলেন যাতে যুদ্ধের ব্যাপারে লোকেরা নিরাপদ হয়ে যায় এবং তারা একথাও জানতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল বায়তুল্লাহ্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই বের হয়েছেন যুদ্ধের জন্য নয়। বায়তুল্লাহ্র মর্যাদা প্রকাশ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

ইব্ন ইসহাক (র) মারওয়ান ইবনুল হাকাম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে বের হন; যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়, হাদী বা কুরবানীর জন্য তিনি ৭০টি পশুও সঙ্গে নেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ৭শ লোক প্রতি দশ জনের জন্য ছিল কুরবানীর এক একটা পশু। অবশ্য জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন যে, হুদায়বিয়ায় আমরা সঙ্গীরা ছিলাম চৌদ্দ শত।

ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে চলতে চলতে উছফান নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছলে বিশর ইব্‌ন সুফিয়ান কা'বী (ইব্‌ন হিশাম-এর মতে বুস্‌র- بسر) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার বের হওয়ার বিষয় কুরায়শরা জানতে পেরেছে; তাই তারা কম বয়সের উষ্ট্র সঙ্গে নিয়ে বাঘের চামড়া পরিধান করে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যীতুয়া' উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করছে। তারা আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করছে যে, তারা কিছুতেই আপনাকে প্রবেশ করতে দেবেনা। আর তাদের অশ্বারোহী বাহিনী খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ 'কুরাউল গামীম' পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হায় কুরায়শ, যুদ্ধ তাদের সর্বনাশ করেছে। কী হতো যদি তারা আমার এবং আরবের সকল লোকের মধ্যে পথ উন্মুক্ত করে দিতো ? তারা আমাদেরকে বিনাশ করতে সক্ষম হলে এটাইতো হবে তাদের কাম্য; পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যদি আমাকে তাদের উপর বিজয় দান করেন তবে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলামে প্রবেশ করতে পারতো। আর ইসলামে প্রবেশ না করলে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো। কুরায়শরা কি মনে করে ? আল্লাহ্‌র কসম, যে দীন সহকারে আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন তার জন্য আমি অব্যাহত ধারায় নিরলসভাবে জিহাদ চালিয়ে যাবো– যাবত না আল্লাহ্ আমাকে বিজয় দান করেন অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আমার গর্দান ঘাড় থেকে। আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করে দেবো। এরপর তিনি বললেন, সে পথে শত্রু সৈন্যরা অবস্থান নিয়েছে সে পথ ছাড়া ভিন্ন পথে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে– এমন কোন পুরুষ কি আছে ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পারবো। ফলে তিনি পাবর্ত্য অঞ্চলের দুর্গম কংকরময় পথ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে চললেন। এ দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করা ছিল মুসলমানদের জন্য এক কঠিন কাজ। সে পথ থেকে বের হয়ে সমতল ভূমিতে আগমন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা সকলেই বলো ঃ

نستغفر الله ونتوب اليه

আমরা আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই এবং তাঁর কাছে তাওবা করি– তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। তাঁরা সকলে তা বললে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এ হল সে হিত্তা (ক্ষমা) যা বনী ইস্‌রাঈলের উপর পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বলেনি। ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে নির্দেশ দান করেন মক্কার নিম্নভূমি থেকে হুদায়বিয়ায় আরোহণের পথে সান্‌য়াতুল মিরার' হয়ে ডান দিকের আল-হিস্ এর পথ ধরে চলার জন্য। তিনি বলেন, মুসলিম বাহিনী এভাবেই অগ্রসর হয়। কুরায়শ বাহিনী (মুসলিম) বাহিনীর (পথ পরিক্রমের) ধুলো বালি দেখতে পেয়ে পথ পরিবর্তন করে দ্রুত কুরায়শের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে পথে বের হয়ে 'সানিয়াতুল মিরার' উপনীত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উট বসে পড়ে। তখন লোকেরা বলে উষ্ট্র অবাধ্য হয়ে থেমে পড়েছে। তিনি বললেন, না তা নয়, বরং হস্তিবাহিনীকে যিনি রোধ করেছিলেন মক্কায় পৌঁছতে তিনি এ উষ্ট্রকেও রোধ করেছেন। কুরায়শরা আজকের দিনে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি আমাকে আহ্বান জানালে আমি তাদেরকে সে সুযোগ দেবো। এরপর তিনি লোকজনকে বললেন, তোমরা অবতরণ করো। কেউ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এখানেতো পানি নেই। তখন তিনি 'তীরদান' থেকে একটা তীর বের করে

জনৈক ব্যক্তিকে দান করে কূয়ার নীচে পুঁতে দেয়ার জন্য বললে তিনি পুঁতে দেন। ফলে তা থেকে অবিরাম ধারায় পানি উথলে উঠতে থাকে। যা থেকে লোকেরা তাদের উটকেও পানি পান করায়। ইব্‌ন ইসহাক (র) আসলাম গোত্রের জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তির বরাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীর নিয়ে কূয়োয় অবতরণকারী ব্যক্তি ছিলেন রাসূলের উষ্ট্র চালক নাজিয়া ইব্‌ন জুন্দুব। পক্ষান্তরে ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কোন কোন বিজ্ঞজন মনে করেন যে, হযরত বারা' ইব্‌ন আযিব বলতেন- রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তীর নিয়ে কূপে অবতরণকারী ব্যক্তি ছিলাম আমি। কোন্‌টা সঠিক আল্লাহ্ই তা ভাল জানেন। ইব্‌ন ইসহাক প্রথম মতের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেন যে, আনসারদের এক দাসী কূয়ার নিকট আসে। তখন নাজিয়া কূয়ার নীচ থেকে পানি তুলছিল দেখে দাসী বলে।

يا ايها المائح دلوى دونكا - انى رأيت الناس يحمدونكا - يثنون خيرا ويمجدونكا -

হে পানি উত্তোলনকারী! আমার বালতি ভরে দাও। আমি লোকদের দেখেছি তোমার প্রশংসা করতে। তারা তোমার সম্পর্কে ভাল বলে এবং তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। দাসীর কবিতার জবাবে নাজিয়া বলেন ঃ

قد علمت جارية يمانية انى انا المائح واسمى ناجية

وطعنة ذات رشاش واهية - طعنتها عند صدور العادية

ইয়ামানী নারী জানে যে, আমি পানি উত্তোলন করছি আর আমার নাম নাজিয়া বিদঘুটে পানির ফোঁটাধারী অনেক ভর্ৎসনাকারিণী আছে আমি যার নিন্দা করেছি খারাপ স্বভাব প্রকাশ কালে।

ইমাম যুহ্‌রী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থির হলে বুদায়ল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযায়ী তার সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলে আগমনের হেতু জানতে চাইলে তিনি জানালেন যে, যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে তিনি আগমন করেননি; বরং তিনি এসেছেন বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারত করতে এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। এরপর তিনি বিশ্‌র ইব্‌ন সুফিয়ানকে যা বলেছিলেন তাদেরকেও তাই বললেন। তারা কুরায়শের নিকট ফিরে গিয়ে বলে ঃ

হে কুরায়শের লোকেরা! মুহাম্মাদের ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়া করছো। মুহাম্মাদতো যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসেননি। তিনি এসেছেন বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারতের অভিপ্রায় নিয়ে। একথা শুনে তারা তাঁকে দোষারোপ করে এবং তাঁর প্রতি কটূক্তি করে। তারা বলে ঃ সে যদি যুদ্ধ করার জন্য না-ও আসে তবু ও আমরা তাকে জোরপূর্বক প্রবেশ করতে দেবো না এবং আরবদের মধ্যে তার কথা প্রচার করতেও দেব না। যুহ্‌রী বলেন, কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে খুযাআ গোত্রের সমস্ত লোক ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শুভার্থী। তারা তাঁর কাছে মক্কার কোন কথা গোপন রাখতো না। তিনি আরো বলেন যে, এরপর তারা বনূ আমির ইব্‌ন লুয়াই-এর মুকরিয ইব্‌ন হাফ্‌স আখ্‌য়াফকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তাকে আসতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ তো দেখছি একটি বিশ্বাসঘাতক। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে তাঁর সঙ্গে কথা বললে তিনি

তাকে সে কথাই বলেন যা বলেছিলেন বুদাইল এবং তার সঙ্গীদেরকে। সে কুরাইশের নিকট ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা তাদেরকে জানালে তারা হুলায়স ইব্ন আলকামা অথবা ইব্ন সবানকে প্রেরণ করে। এ হুলায়স ছিল আহ্বশী তথা কুরায়শ বর্হিভূত গোত্রগুলির দলপতি। সে ছিল বনুল হারিস ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন কিনানার অন্যতম সদস্য। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

ان هذامن قوم يتالهون فابعثوا الهدى فى وجهه حتى يراه

এ ব্যক্তি এমন এক গোষ্ঠির সদস্য যারা এক আল্লাহ্কে স্বীকার করে (অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসী)। তোমরা কুরবানীর পশু তার সম্মুখে নিয়ে এসো যাতে সে তা দেখতে পায়। তার সম্মুখে কুরবানীর জন্য উপস্থিত করা হলো। সে দেখতে পেলো যে, ওগুলো উপত্যকার ধার ঘেঁষে তার সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে। ওগুলোর গলায় রয়েছে মালা। অবস্থান স্থল থেকে দূরে দীর্ঘ সময় আটক থাকার কারণে সে গুলো শীর্ণকায় হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থা দেখে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে না গিয়ে কুরায়শের নিকট ফিরে আসে এবং যা দেখতে পেয়েছে তাদের কাছে তা বলে। তখন কুরায়শের লোকেরা তাকে বলে ঃ বসে পড়ো, তুমিতো নিছক এক বেদুইন। কোন জ্ঞান- ধ্যান নেই। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকরের উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ; তবে হুলায়স ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ঃ

হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র শপথ, এ কথায় আমরা তোমাদের সঙ্গে চুক্তি করিনি এবং একথায় আমরা তোমাদের মিত্র হইনি যে, কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আগমন করলে তাকে বাধা দেয়া হবে। হুলায়সের জীবন যার হাতে নিহিত তার শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদ এবং তাঁর অভীষ্ঠ বিষয়ের মধ্যে তোমরা অন্তরায় হয়ো না। অন্যথায় আমি সকল আহাবীশকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে চলে যাবো। একথা শুনে তারা বলে ঃ একটু অপেক্ষা কর, আমরা তাদের নিকট থেকে এমন অঙ্গীকার গ্রহণ করি, যাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি।

যুহ্রী (র) আরো বলেন ঃ এরপর কুরায়শের লোকেরা উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি রওয়ানা হওয়ার আগে কুরায়শকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

হে কুরায়শের লোকেরা ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা যাকে মুহাম্মাদের নিকট প্রেরণ কর, সে ফিরে এলে তোমরা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার কর এবং উষ্মা প্রকাশ কর। তোমরা জান যে, তোমরা পিতৃস্থানীয় আর আমি সন্তান তুল্য। আর উরওয়া ছিলেন সুবায়'আ বিন্ত আব্দ শামসের সন্তান। তোমাদের বিবাদ সম্পর্কে আমি শুনতে পেয়েছি। আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা আমাকে মান্য করে তাদেরকে একত্র করেছি এবং তোমাদের কাছে তাদেরকে নিয়ে এসেছি (তোমাদের সাহায্যের জন্য) এমনকি আমি নিজে তোমাদের সমবেদনায় এগিয়ে এসেছি। উরওয়ার এসব কথা শুনে তারা বললো, তুমি যথার্থই বলেছ। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। এরপর তিনি বের হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে তাঁর সম্মুখে আসন গ্রহণ করে বললেন ঃ

মুহাম্মাদ ! তুমি কিছু বখাটে লোক একত্র করে তাদেরকে নিয়ে নিজ গোত্রের সর্বনাশের আয়োজন করেছ। কুরায়শের লোকজন তাদের সন্তানাদি নিয়ে ময়দানে সমবেত হয়েছে। তারা বাঘের চামড়া পরিধান করেছে। তারা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, তুমি শক্তি প্রয়োগ করে কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্র শপথ, আজ যারা তোমার চতুর্দিকে জড়ো হয়েছে কাল তারা সকলেই উধাও হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্র (সা) পিছনে ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। উরওয়ার বক্তব্য শুনে তিনি বললেন ঃ

লাত দেবীর অঙ্গ বিশেষ চুষতো। আমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাবো? উরওয়া জানতে চায়, হে মুহাম্মাদ! ইনি কে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানালেন- এ হলো আবূ কুহাফার পুত্র। উরওয়া বললো ঃ আল্লাহ্র কসম, আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ না থাকলে আমি অবশ্যই আপনার কথার জবাব দিতাম। কিন্তু অনুগ্রহের কারণে জবাব দিলাম না। যুহরী (র) বলেন ঃ এরপর উরওয়া কথা বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়ি মুবারক স্পর্শ করেন। মুগীরা ইব্ন শুবা তখন অস্ত্র হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুহ্রী (র) বলেন ঃ উরওয়া রাসূল (সা)-এর দাড়ি মুবারকে হাত রেখে কথা বলার সময় হাত নাড়লে হযরত মুগীরা (রা) তার হাতে ঠোকর দিয়ে বলতেন ঃ তোমার হাত সরাও নতুবা তা আর তোমার দিকে ফিরে আসবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখের উপর এভাবে হাত নাড়াবে না। তখন উরওয়া বলে ঃ দুঃখ হয় তোমার জন্য , তুমি কতটা হঠকারী আর বদমেজায! এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃদু হাসলে উরওয়া জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মাদ! এ কে ? তিনি বললেন, এ তোমার ভাতিজা মুগীরা ইব্ন শু'বা। উরওয়া বললেন, হে দাগাবাজ! আমিতো গতকালই তোমার দাগাবাজীর হাত ধুয়ে দিয়েছিলাম। যুহ্রী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন, যেমনভাবে তিনি বলেছেন তার পূর্বেকার সঙ্গীদেরকে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে একথাও জানিয়ে দেন যে, তিনি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আগমন করেননি। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখ থেকে সরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে কেমন আচরণ করেন এ সময় তিনি দূরে দাঁড়িয়ে তা পর্যবেক্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করলে তাঁরা ছুটে এসে তাঁর উযূর পানি নিয়ে নিতেন (মাটিতে পড়তে দিতেন না), তিনি থুথু ফেললো, সাহাবীগণ ছুটে এসে তাও তুলে নিতেন এবং তাঁর চুল-দাড়ির কোন পশম খসে পড়লে তাও তারা ছুটে এসে লুফে নিতেন।

তিনি কুরায়শের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললেন ঃ

হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! আমি কিস্রা, কায়সর এবং নাজাশীর মতো সম্রাটদের দরবার ঘুরে এসেছি। আল্লাহ্র শপথ! আমি কখনো কোন সম্রাটকে তার লোকজনের এমন মর্যাদার আসনে দেখতে পাইনি, যেমনটি দেখতে পেয়েছি মুহাম্মাদকে তার সঙ্গীদের মধ্যে। তারা কোন অবস্থায়ই তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবে না, তোমরা এখন নিজেরাই মত স্থির কর, কী করবে। কোন কোন ওয়াকিফহাল মহলের উদ্ধৃতি দিয়ে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) খারাশ ইব্ন উমাইয়া খুযায়ীকে ডেকে তাঁর উট সা'লাব এর পিঠে সওয়ার করিয়ে কুরায়শের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের মূল পয়গাম পৌছাবার জন্য প্রেরণ করেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনীকে বধ করে এবং খারাশকেও হত্যা করতে উদ্যত হলে আহাবীশরা তাকে রক্ষা করে। তখন তারা তাকে ছেড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর নিকট ফিরে আসতে সক্ষম হন। নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীকে নিরীক্ষণ করার জন্য ৪০/৫০ জনের একটা দলকে প্রেরণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সাহাবীকে আক্রমণ করা। তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির করা হলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে তাদেরকে মুক্ত করে দেন। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীর প্রতি প্রস্তর এবং তীরে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) -কে ডেকে কুরায়শের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে বললে তিনি আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার জীবনের ব্যাপারে কুরায়শকে আমি হুমকি মনে করি। আর মক্কায় বনূ আদীর মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমাকে রক্ষা করতে পারে। আর কুরায়শরা আমার প্রতি কতটা ক্ষুদ্ধ আর রুষ্ট তাতো আপনি জানেনই। তবে আমি এমন এক ব্যক্তির কথা আপনাকে বলবো যিনি আমার চেয়েও বেশী মর্যাদাশীল। তিনি হচ্ছেন উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ডেকে আবূ সুফিয়ান প্রমুখ কুরায়শী নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরণ করেন তাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ করার জন্য আগমন করেননি, বরং তিনি আগমন করেছেন বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত এবং তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। হযরত উছমান (রা) মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে যান। মক্কায় প্রবেশকালে অথবা তার কিছু আগে আবান ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর বাহনের সম্মুখে তাঁকে বসান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গাম পৌঁছানোর পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তা দান করেন। এরপর হযরত উছমান (রা) আবূ সুফিয়ান প্রমুখ কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নিকট গমন করেন এবং তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গাম পৌঁছান। তারা তাঁর বক্তব্য শুনে বললো - তুমি যাই ইচ্ছা কর তা হলে আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করতে পার। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমিতো তাওয়াফ করতে পারিনা। এ সময় কুরায়শরা হযরত উছমান (রা)-কে আটক করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং মুসলমানদের নিকট খবর পৌঁছে যে, হযরত উছমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে। ইব্ন ইসহাক (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, হযরত উছমান (রা) নিহত হয়েছেন- একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তাদের থেকে বদলা না নিয়ে আমরা ফিরে যাবো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে বায়আত করার জন্য আহ্বান জানান। একটা গাছের তলায় অনুষ্ঠিত এই বায়আতকে বায়আতে রিদওয়ান' বলা হয়। লোকেরা বলাবলি করতো রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছ থেকে আমৃত্যু লড়ে যাওয়ার বায়আত গ্রহণ করেন। আর জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট থেকে আমৃত্যু লড়বার বায়আত গ্রহণ করেননি ঃ বরং তিনি বায়আত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা যেন পলায়ন করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট থেকে এ মর্মে বায়আত গ্রহণ করেন। বনূ সালিমার জাদ্ ইব্ন কায়স ছাড়া মজলিসে উপস্থিত কেউই এ বায়আত গ্রহণ থেকে পিছিয়ে থাকেননি। এ সম্পর্কে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি জাদ তার উষ্ট্রীর আড়ালে লোকজন থেকে লুকাচ্ছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট খবর আসে যে, উছমান (রা)-এর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা গুজব মাত্র। ইব্ন হিশাম ওয়াকী' সূত্রে - - - - শা'বীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, বায়আতুর রিদওয়ানে

সর্বপ্রথম যিনি বায়আত গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন আবূ সিনান আল-আসাদী। নির্ভরযোগ্য রাবীর বরাতে ইব্ন উমর সূত্রে ইব্ন হিশাম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে হযরত উছমান (রা) এর পক্ষ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন এবং তার নিজের এক হাতের উপর অপর হাত স্থাপন করেন, যে সনদে ইব্ন হিশাম এ হাদীছটি বর্ণনা করেন তা দুর্বল; তবে হাদীছটি দুর্বল হলেও বুখারী এবং মুসলিমের রিওয়ায়াতে ব্যাপারটি সমর্থিত। যুহ্রী (র)-এর বরাতে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন যে ; এরপর কুরায়শ বনূ আমির ইব্ন লুয়াই-এর অন্যতম সদস্য সুহায়ল ইব্ন আম্রকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করে এবং তাকে বলে দেয় যে, মুহাম্মাদ এর নিকট গমন করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি কর। সন্ধিতে একথা অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে, এ বছর (ওমরা না করেই) তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্র কসম, আরবে এ কথা যেন বলাবলি না হয় যে, মুহাম্মাদ জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছেন। সুহায়ল ইব্ন আম্রকে আগমন করতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সন্ধির উদ্দেশ্যে তারা এ ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছে, সুহায়ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তারা সন্ধির ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেন। কথাবার্তা কেবল পাকাপাকি হয়ে যায় সন্ধিপত্র লেখা বাকী ছিল এমন সময় উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট ছুটে যান এবং বলেন ঃ আবূ বকর! তিনি কি আল্লাহ্র রাসূল নন ? আবূ বকর বললেন, অবশ্যই। উমর বললেন, আমরা কি মুসলিম নই ? আবূ বকর বললেন, নিঃসন্দেহে। উমর (রা) আবার বললেন, তারা কি মুশরিক নয়! তিনি বললেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই; উমর বললেন, তাহলে দীনের ব্যাপারে আমরা কেন হীনতা স্বীকার করে নেবো ? তখন আবূ বকর (রা) বললেন, হে উমর! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য শক্তভাবে অবলম্বন কর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। উমর (রা) বললেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল নন ? তিনি বললেন, অবশ্যই। উমর বললেন, আমরা কি মুসলিম নই! জবাবে তিনি বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তারা কি মুশরিক নয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, অবশ্যই; এবার উমর (রা) বললেন, তবে কেন আমরা দীনের ব্যাপারে এ দীনতা-হীনতা মেনে নেবো ? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল, আমি আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না এবং আল্লাহ্, কিছুতেই আমার বিনাশ সাধন করবেন না, উমর (রা) বলতেন, সেদিন আমি যেসব কড়া কথা বলেছি সে ভয়ে আমি অব্যাহতভাবে নামায পড়ি, রোযা রাখি, সদকা করি, দাস মুক্ত করতে থাকি। শেষ পর্যন্ত আমি কল্যাণ লাভের আশা করি।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিবকে ডেকে এনে বললেন, লেখ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম; সুহায়ল বললেন, এটা কি, আমি জানি না, তবে বিসমিকা আল্লাহুম্মা (بسمك اللهم)- 'হে আল্লাহ্! তোমার নামে' লিখ, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লেখ বিসমিকা আল্লাহুম্মা। আলী (রা) তাই লিখলেন, এরপর বললেন, লেখ-

هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو -

এ হচ্ছে সে চুক্তিপত্র যাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সুহায়ল ইব্ন আমর একমত হয়েছেন। সুহায়ল বললেন, আমি যদি আপনাকে আল্লাহ্র রাসূল বলেই স্বীকার করতাম, তাহলে

তো আর আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না, বরং আপনার এবং আপনার পিতার নাম লিখুন! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লেখ!

এ হলো সেসব শর্ত, যাতে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং সুহায়ল ইব্ন আমর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, (১) উভয় পক্ষের মধ্যে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এসময় লোকেরা নিরাপদে নিরুপদ্রবে জীবন-যাপন করবে, একে অন্যের উপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে, (২) কুরায়শের কোন লোক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদ এর নিকট আগমন করলে তিনি তাকে ফেরত পাঠাবেন, কিন্তু মুহাম্মাদের সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে কেউ কুরায়শের নিকট চলে আসলে তারা তাকে ফেরত দিবে না। (৩) আমরা আমাদের কোন পক্ষ অপর পক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে যুদ্ধের উস্কানী দেবে না। (৪) যার ইচ্ছা মুহাম্মাদ এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে আর যার ইচ্ছা কুরায়শদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। সে মতে বনূ খুযা'আ মুহাম্মাদ (সা)-এর সঙ্গে এবং বকর কুরায়শের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়।

وانه اذا كان عام قابل خر جناعنك

فدخلتها باصحابك فاقمت بها

ثلاثا سعك سلوح الراكب السيوف

لاتدخلها بغيرها -

(৫) এ বছর মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন, (৬) আগামী বছর কুরায়শরা মুসলমানদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেবে, মুহাম্মাদ সঙ্গি-সাথী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন এবং (৭) সেখানে তিন দিন অবস্থান করতে পারবেন। (৮) তখন পথিক সুলভ কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে থাকবে না।

যুহ্রী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সুহায়ল ইব্ন আমর এর চুক্তিপত্র লিখা হচ্ছে এমন সময় সুহায়ল ইব্ন আমর এর পুত্র আবূ জন্দল লোহার বেড়ি পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সম্মুখে উপস্থিত হন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাতে বিজয় সম্পর্কে সাহাবীগণের মনে কোন সন্দেহ সংশয় ছিল না, তাই তারা যখন সন্ধি স্থাপন ও ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নেয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধৈর্য-স্থৈর্য প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তারা এমন মর্মাহত হন যে, তাদের জীবন নাশের উপক্রম হয়। সুহায়ল আবূ জন্দলকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে যান, তাঁকে চপেটাঘাত করেন এবং জামার প্রান্ত ধরে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ ! এর আগমনের পূর্বেই আপনার ও আমার মধ্যে সন্ধিশর্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। রাসূলল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যথার্থ। সুহায়ল আবূ জন্দলকে টেনে হেঁচড়ে কুরায়শদের কাছে নিয়ে যেতে শুরু করে। এ সময় আবূ জন্দল উচ্চস্বরে ফরিয়াদ করে বলছিলো ঃ

হে মুসলিম সমাজ! আমাকে কি মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে ? তারা আমাকে ধর্মচ্যুত করতে প্রয়াস পাবে। এ অবস্থা দেখে সাহাবীগণের মর্মযাতনা আরো বৃদ্ধি পেলো। তখন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দেখে বললেন ঃ হে আবূ জন্দল ! ধৈর্য ধারণ কর আর ছাওয়াবের আশা পোষণ কর। কারণ আল্লাহ্ তোমার জন্য তোমার অন্যান্য দুর্বল সঙ্গীদের মুক্তি ব্যবস্থা করবেন। আমরা এইমাত্র কুরায়শ সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছি আর তারাও আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্র নামে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারিনা।

রাবী বলেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব তখন ছুটে নিয়ে আবূ জন্দলের পাশাপাশি হাঁটতে থাকেন। এ সময় তিনি বলছিলেন ঃ

হে আবূ জন্দল! ধৈর্য ধারণ কর, তারাতো মুশরিক, তাদের রক্ততো কুকুরের রক্ত তুল্য। হযরত উমর (রা) এর সঙ্গেঁ তলোয়ারও ছিল। তিনি বলেন, আমি আশা করছিলাম আবূ জন্দল তরবারি খানা নিয়ে তার পিতার গর্দানে মারবেন। আবূ জন্দল পিতার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং চুক্তিটি কার্যকর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা সম্পন্ন করে মুসলমান এবং মুশরিকদের মধ্যে কয়েকজনকে সাক্ষী রাখেন। মুসলমানদের মধ্যে সাক্ষী ছিলেন আবূ বকর সিদ্দিক (রা), উমর ইবনুল খাত্তাব (রা), আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, আবদুল্লাহ ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আম্র, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস। আর মুশরিকদের মধ্যে মাহমূদ ইব্ন মাস্লামা ও মুকরিয ইব্ন হাফস তখনো তিনি মুশরিক ছিলেন। আর হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব চুক্তিপত্রটি লিপিবদ্ধ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সময় হেরেম এলাকার বাইরে তাঁবু খাটান এবং হেরেমে নামায আদায় করতেন, চুক্তিপত্র সম্পাদন শেষে তিনি কুরবানীর পশু গুলির দিকে এগিয়ে যান এবং পশু জবাই করেন। তারপর বসে মস্তক মুণ্ডন করেন। আর এ দিন তাঁর মস্তক মুণ্ডনের কার্য সম্পাদন করেন খারাশ ইব্ন উমাইয়া ইব্ন ফযল খুযায়ী। লোকেরা যখন দেখলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরবানী করে মস্তক মুণ্ডন করেছেন তখন তারা সকলেও উঠে যান এবং কুরবানী ও মস্তক মুণ্ডন করেন। ইব্ন ইসহাক আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ নাজীহ - - - - ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার দিন কিছু লোক 'হলফ' করেন অর্থাৎ মাথা মুণ্ডন করেন আর কিছু লোক কসর করেন অর্থাৎ চুল ছোট করে ছাঁটেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করলেন ঃ

يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ -

তারা মস্তক মুণ্ডন করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মাথা ছাঁটাইকারীদের কী হবে ? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ মস্তক মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন! আল্লাহ মস্তক মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন!! আল্লাহ মস্তক মুণ্ডনকারীদের প্রতি রহম করুন!!! চতুর্থবার বললো, চুল ছাঁটাইকারীদের প্রতিও আল্লাহ্ রহম করুন। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহলে আপনি কেন মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্য রহমতের দু'আ পরপর করলেন, চুল কর্তনকারীদেরকে বাদ দিয়ে ? রাসূল (সা) বললেন ঃ যারা মস্তক মুণ্ডন করেছে, ইহরাম খোলার ব্যাপারে তাদের মনে কোন রকম সন্দেহ সংশয় ছিল না। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ নাজীহ মুজাহিদ সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার বছর কুরবানীর পশুর মধ্যে আবূ জাহলের উটও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মাথায় ছিল রৌপ্যের কুণ্ডলী, তিনি এ কাজ করেন, যাতে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে এ হল মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর বর্ণনা, বুখারী (র)-এর বর্ণনায় কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে, যা আমরা পরে দেখতে পাবো ইনশাআল্লাহ! ইমাম বুখারীর পূর্ণ বর্ণনা আমরা উল্লেখ করবো এবং তাতে সহীহ্ এবং হাসান হাদীছও অন্তর্ভুক্ত করবো। ইন্শাআল্লাহ্!

ইমাম বুখারী (র) খালিদ ইব্ন মাখলাদ - - - - যায়দ ইব্ন খালিদ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

হুদায়বিয়ার বছরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হলাম। সে রাত্রে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাত আদায় করে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমরা কি জান, তোমাদের পালনকর্তা কী বলেছেন ? আমরা বললাম আল্লাহ্ এবং তার রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু লোক সকালে আমার প্রতি ঈমানদার হয়েছে আর কিছু হয়েছে আমার প্রতি কাফির (বেঈমান)। তাদের মধ্যে যারা বলেছে যে, আল্লাহ্র রহমত বরকত আর ফসলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে তারা আমার প্রতি ঈমানদার আর নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যারা বলে যে, অমুক নক্ষত্রের দ্বারা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। সে নক্ষত্রে বিশ্বাসী কিন্তু আমাতে অবিশ্বাসী। ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থের একাধিক স্থানে হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম মুসলিমও ইমাম যুহরী থেকে বিভিন্ন সূত্র হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী (র) থেকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্র মারফত হযরত আবূ হুরায়রাও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা - - - - বারা' সূত্রে বর্ণনা করে বলেন। তোমরাতো মক্কা বিজয়কেই আসল বিজয় মনে করে থাক আর 'ফতেহ মক্কা' অবশ্যই বিজয় ছিল। তবে আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন বায়আতুর রিদওয়ানকে বিজয় মনে করি। নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে আমরা ১৪০০ সঙ্গী ছিলাম আর হুদায়বিয়ায় ছিল একটা কূয়া। আমরা কূয়া থেকে পানি উত্তোলন করি এবং এমন কি তাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট ছিল না। নবী করীম (সা) এ সম্পর্কে জানতে পেয়ে সেখানে আগমন করেন এবং কূয়ার কিনারায় বসে পানির একটা পাত্র আনতে বলেন এবং সে পানি দিয়ে উযূ করেন কুলি করেন তার দু'আ করেন ও সে পানি কূয়ায় ফেলে দেন। এরপর কিছুক্ষণ আমরা অপেক্ষা করলাম। তারপর কূয়া আমাদের এবং আমাদের সওয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করলো। ইমাম বুখারী এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

আর ইব্ন ইসহাক আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا সম্পর্কে বলেন যে, এখানে فتحا قريبا তথা নিকট বিজয় অর্থ হুদায়বিয়ার সন্ধি। আর যুহ্রী (র) বলেন, ইসলামে ইতিপূর্বে এর চেয়ে বড় বিজয় সাধিত হয়নি। যেখানে দুদল মুখোমুখী হতো সেখানেই যুদ্ধ হতো সন্ধি স্থাপিত হলে অস্ত্র সংরক্ষিত হলো লোকেরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলো। একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। মেলামেশা করে। পরস্পরে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল তারা ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা শুনে ইসলাম গ্রহণ করতো। ইতিপূর্বে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের সম পরিমাণ বা ততোধিক ব্যক্তি এ দুবছরে ইসলাম গ্রহণ করে। যুহ্রী (র) যা বলেছেন তার প্রমাণ এই যে, হযরত জাবির (রা)-এর উক্তি মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ১৪শ সাহাবীর সঙ্গে হুদায়বিয়ার উদ্দেশ্যে বের হন। পক্ষান্তরে দু'বছর পর মক্কা বিজয় কালে তিনি ১০ হাজার সঙ্গী নিয়ে বের হন।

ইমাম বুখারী ইউসুফ ইব্ন ঈসা - - - - জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ হুদায়বিয়ার দিন লোকেরা পিপাসায় কাতর হন। একটা পাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে কিছু পানি ছিল। তিনি তা থেকে উযূ করলেন। এরপর লোকেরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার ? তোমাদের কী হয়েছে ? তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমাদের কাছে উযূ করার মতো পানি নেই। পান করার মতো কোন পানিও নেই আমাদের কাছে। আপনার পাত্রে যা আছে কেবল এতটুকু ছাড়া। তখন নবী করীম (সা) পানির পাত্রে হাত রাখলেন। এতে তা থেকে ফোয়ারার মতো পানি উথলে উঠতে থাকে। রাবী বলেন, আমরা পান করলাম। উযূ করলাম। জাবিরকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম। সেদিন আপনারা কত লোক ছিলেন ? তিনি বলেন, আমরা ১৫শ লোক ছিলাম, তবে আমরা যদি সংখ্যায় এক লাখ হতাম তাহলেও তা আমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হতো। বুখারী (র) এবং মুসলিম ভিন্ন সূত্রেও জাবির থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। বুখারী (র) সাল্ত ইব্ন মুহাম্মাদ - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা ছিলেন চৌদ্দশ জন। সাঈদ বলেন, জাবির আমাকে বলেন যে, যারা হুদায়বিয়ার দিন বায়আত করেছেন তাঁরা ছিলেন পনের শ'। ইমাম আবূ দাউদ এর সমর্থক হাদীছ বর্ণনা করেন। হাদীছটি বুখারীর (র) একক বর্ণনা। বুখারী আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ - - - - জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলেন ঃ তোমরা পৃথিবীর সেরা মানব গোষ্ঠি। আমরা ছিলাম চৌদ্দশ জন। আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো তবে বৃক্ষের স্থানটি তোমাদেরকে দেখাতাম। বুখারী (র) ও মুসলিম (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে যায়দ ইব্ন সা'দ - - - - জাবির সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করে বলেন ঃ হাতিবের এক গোলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করে বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হাতিব নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ, বদর আর হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল এমন লোক জাহান্নামে যাবে না। মুসলিম (র) হাদীছটি বর্ণনা করেন। মুসলিম (র) ভিন্ন সূত্রে জাবির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উম্মে মুবাশ্শার আমাকে জানান যে, তিনি রাসূল করীম (সা)-কে হাফসাকে (রা) লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন ঃ

لا يدخل احد النار ان شاء الله من اصحاب الشجرة

الذين بايعوا تحتها – فقالت حفصة بلى

يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة :

وَإِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم

قد قال تعالى : ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

বৃক্ষের সাথী যারা বৃক্ষের নীচে বায়আত গ্রহণ করেছেন ইনশাআল্লাহ্ তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তখন হাফসা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঠিক ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। হাফসা বললেন ঃ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে। (১৯ মারয়াম ঃ ৭১) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা

বলেছেন ঃ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۔ পরে আমি মুত্তাকীদেরকে নাজাত দেবো আর যালিমদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করবো নতজানু অবস্থায় (১৯ মারয়াম ঃ ৭২) বুখারী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা সূত্রে বলেন যে, বৃক্ষের তলায় বায়আত গ্রহণকারী ছিলেন ১৩শ আর আসলাম গোত্র ছিল মুহাজিরদের এক অষ্টমাংশ। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সমর্থনে হাদীছ বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ সূত্রে সনদবিহীনভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেন। মুসলিম (র)ও একাধিক সূত্রে শু'বা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। এরপর বুখারী (র) আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ - - - - সাফওয়ান ও মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

خرج النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
فى بضع عشرة ماة من اصحابه فلما كان
بذى الحليفة قلد الهدى واشعرو احرم

হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তেরশ-এর বেশী সঙ্গী নিয়ে বের হন। যুল হুলায়ফায় পৌঁছে 'হাদী'কে কালাদা পরান, চিহ্নিত করেন এবং সেখান থেকে ইহ্রাম বাঁধেন। বুখারী (র) এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেন। পূর্ণ বর্ণনা পরে আসছে।

মোদ্দা কথা এই যে, এইসব বর্ণনা ইব্ন ইসহাকের সেই মতের বিপরীত যাতে তিনি বলেছিলেন যে, হুদায়বিয়ার সঙ্গীদের সংখ্যা সাতশ আল্লাহ্ই ভাল জানেন। হতে পারে যে, তিনি নিজের বিবেচনা অনুসারে একথা বলে থাকবেন। কারণ, সেদিন কুরবানী উষ্ট্র ছিল ৭০টি। দশ জনের পক্ষ থেকে ১টি করে উষ্ট্র কুরবানী করা হলে ৭০x১০=৭শ হয়। এটাও নয় যে, তাদের প্রত্যেকেই এক একটি হাদী কুরবানী করবেন এবং প্রত্যেকেই ইহরাম বাঁধবেন। কারণ, প্রমাণ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার সাথীদের একটা দলকে প্রেরণ করেন, সে দলে আবূ কাতাদাও ছিলেন। আবূ কাতাদা ইহরাম বাঁধেননি। এমনকি একটা বন্য গাধা বধ করে তিনি আর তার সঙ্গীরা আহার করেন এবং পথে গাধার গোস্তের কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যও নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাদের কেউ কি তাকে শিকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে বা শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করেছে ? সকলেই বললেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ গাধার যা অবশিষ্ট রয়েছে তোমরা আহার করতে পার। বুখারী (র) শু'বা ইব্ন রবী' - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কাতাদা সূত্রে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, হুদায়বিয়ার বছর আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হই। আমার সঙ্গীরা ইহ্রাম বাঁধেন কিন্তু আমি ইহ্রাম বাঁধিনি। বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব সূত্রে তিনি তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি সে বৃক্ষটি দেখেছি; কিন্তু পরবর্তীকালে এসে তা আর চিনতে পারিনি। মূসা মুসায়্যাব সূত্রে বলেন ঃ বৃক্ষের নীচে যারা বায়আত করেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। পরবর্তী বছর সেখানে গিয়ে আর সেটি ঠিক চেনা যায়নি। ইমাম বুখারী (র) মাহমুদ - - - - তারিক ইব্ন আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, আমি হজ্জের পথে এক দল লোকের নিকট দিয়ে গমন করি। তারা তখন নামায আদায় করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এটা কোন্

মসজিদ? জবাবে তারা বললো ঃ এটা সে বৃক্ষ, যেখানে নবী করীম (সা) বায়আতুর রিযওয়ানের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের নিকট গমন করে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলে তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেছেন যে, বৃক্ষের তলায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যারা বায়আত করেছেন। তিনিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, কিন্তু পরবর্তী বছর আমরা সে বৃক্ষটি আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে যায় আমরা আর তা চিনতে সক্ষম হইনি। সাঈদ আরো বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গীরা বৃক্ষটি চিনতে পারতেন না। আর তোমরা তা চিন্‌তে পারলে। তবে কি তোমরা বেশী জান ? বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীছটি ছাওরী - - - - তারিক সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) সাঈদ - - - - আব্বাদ ইব্‌ন তামীম সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ হাররার দিন লোকেরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালার হাতে বায়আত গ্রহণ করছিল, তখন ইব্‌ন যায়দ বলেন ঃ ইব্‌ন হানযালা কিসের উপর লোকদের নিকট থেকে বায়আত নিচ্ছেন। কেউ বললো ঃ মৃত্যুর উপর। তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর এ বিষয়ে আমি কারো নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করবো না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় হাযির ছিলেন। বুখারী (র) ও মুসলিম (র) আম্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেন। বুখারী (র) কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ - - - - আবূ উবায়দ সূত্র উদ্ধৃত করে বলেন যে, আমি সালামা ইবনুল আক্‌ওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হুদায়বিয়ার দিন আপনারা কিসের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়আত করেছিলেন। তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর। মুসলিম (র) ও য়াযীদ ইব্‌ন আবূ উবায়দ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। সহীহ্ মুসলিমে সালামা থেকে বর্ণিত যে, তিনি তিনবার বায়আত করেন, শুরুতে মধ্যখানে এবং শেষে সহীহ্ গ্রন্থে মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা থেকে বৃক্ষের ডালসমূহ সরাচ্ছিলেন যখন তিনি লোকজন থেকে বায়আত গ্রহণ করছিলেন। আর এ দিন সর্ব প্রথম যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি হলেন আবূ সিনান। আর এ আবূ সিনান হলেন উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্‌সান এর ভাই ওয়াহাব ইব্‌ন মিহ্‌সান। ভিন্ন মতে সিনান ইব্‌ন আবূ সিনান।

বুখারী (র) সুজা' ইবনুল ওলীদ - - - - নাফি' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা বলাবলি করে যে, ইব্‌ন উমর উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আসলে ব্যাপার কিন্তু তা নয়। তবে হুদায়বিয়ার দিন উমর (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে জনৈক আনসারীর নিকট থেকে তার একটা ঘোড়া আনার জন্য প্রেরণ করেন, যাতে করে তাতে সওয়ার হয়ে তিনি যুদ্ধ করতে পারেন। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাছের নিকট বায়আত গ্রহণ করছিলেন। আর উমর (রা) এ সম্পর্কে জানতেন না। তাই আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্‌র হাতে বায়আত করেন। এরপর তিনি হযরত উমরকে সঙ্গে নিয়ে এলে তিনি রাসূল (সা)-এর নিকট বায়আত করেন। এর ফলে লোকেরা বলাবলি করে যে, ইব্‌ন উমর হযরত উমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হিশাম ইব্‌ন আম্মার ওলীদ ইবন মুসলিম - - - - ইব্‌ন উমর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার দিন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বৃক্ষের নীচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। হঠাৎ দেখে মনে হয় যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বেষ্টন করে রেখেছেন। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ! দেখ তো কী অবস্থা, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বেষ্টন করে আছে। তিনি দেখতে পেলেন লোকেরা বায়য়াত করছে, তখন তিনিও বায়আত করেন। এরপর তিনি উমর (রা)-এর নিকট ফিরে গেলে তিনিও বেরিয়ে এসে বায়আত করলেন, এ সূত্রদ্বয় থেকে বুখারী (র) এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

উমরাতুল হুদায়বিয়া ঃ বুখারীর বর্ণনা

বুখারী (র) কিতাবুল মাগাযীতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ - - - - মিস্‌ওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামা ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উভয়ে বলেন যে, হুদাবিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তের শতাধিক সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বের হন, 'যুল হুলায়ফা' নামক স্থানে পৌছে তিনি 'হাদী' তথা কুরবানীর পশুকে কালাদা পরান, চিহ্নিত করেন এবং সেখান থেকে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন এবং খুযাআ গোত্র থেকে একজন গুপ্তচর প্রেরণ করেন। নবী করীম (সা) চলতে থাকেন তিনি 'গাদীর আল-আশতাত' নামক স্থানে পৌছলে গুপ্তচর তাঁর কাছে এসে বলে ঃ

কুরায়শরা আপনার বিরুদ্ধে লোকবল সমবেত করেছে তারা আপনার বিরুদ্ধে 'আহাবীশ'-দেরকেও একত্র করেছে, তারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং বায়তুল্লাহয় গমন করতে আপনাকে বাধা দেবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, লোক সকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তোমরা কি মনে কর, যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত করতে বাধা দেয় আমি তাদের পরিবার ও সন্তানদের দিকে এগিয়ে গিয়ে হামলা চালাবো ? তারা আমাদের নিকট এলে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের একটা দলকে ধ্বংস করে দেবেন, অন্যথায় আমরা তাদেরকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত অবস্থায় ছেড়ে আসবো, তখন আবূ বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনিতো বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, আমরা কাউকে হত্যা করতে চাই না। কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। আপনি সে লক্ষ্যেই মনোনিবেশ করুন, তবে কেউ আমাদেরকে বাধা দিলে আমরা তার সঙ্গে লড়াই করবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও! বুখারী এখানে এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, এরচেয়ে বেশী কিছু উল্লেখ করেননি। বুখারী (র) কিতাবুশ শুরুত তথা জিহাদের শর্ত অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ - - - - মিসওয়ার ইব্‌ন মাখ্‌রামা ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

হুদায়বিয়ার দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহির্গত হলেন। তিনি তখনো পথে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ কুরায়শ দলের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে অগ্রগামী দলরূপে 'গামীম' নামক স্থানে আছে। সুতরাং তোমরা ডান দিকের পথ ধরে অগ্রসর হও। রাবীদ্বয় বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, খালিদ তাদের সম্পর্কে জানতে পারেনি। যতক্ষণ না তারা সৈন্যদের চলার ধূলা তারা দেখতে পায়। তখন খালিদ কুরায়শকে সতর্ক করার জন্য ছুটে যায়। নবী করীম (সা) পথ চলা অব্যাহত রাখেন। তিনি যখন 'ছানিয়া' নামক স্থানে পৌছেন, যেখান থেকে নিচে নামতে হয়, সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনী বসে পড়ে। তখন লোকেরা ওঠ ওঠ বলে তাকে তুলবার চেষ্টা চালান, কিন্তু উটনীটি বসেই থাকে, লোকজন বলাবলি করতে থাকেন যে, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে বসে পড়েছে। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ কাসওয়া বসে পড়েনি, আর এটা তার স্বভাবও নয়; বরং যিনি হাতিকে রোধ করেছিলেন, তিনি কাসওয়াকেও রোধ করেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কুরায়শরা যদি আমার নিকট এমন কিছু দাবী করে, যাতে তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনরাজির সম্মান রক্ষা করবে তবে আমি তাদেরকে তা দেবো। এরপর তিনি উটনীকে হাঁকালে সে উঠলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে সরে গিয়ে দূরবর্তী হুদায়বিয়ায় এমন একটা হাওযের নিকট অবস্থান গ্রহণ করেন। যেখানে সামান্য পানি আছে। সেখানে যে সামান্য পানি ছিল লোকজন তা তুলে

নেন। সেখানে যেটুকু পানি ছিল তা নিঃশেষিত হল তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করেন। তখন তিনি তূণীর থেকে একটা তীর বের করে তা সেখানে রাখতে বলেন। আল্লাহ্র কসম, সেখান থেকে পানি উথলে উঠে, যাতে তাঁরা তা থেকে তৃপ্ত হতে পারেন।

তাঁরা সেখানে অবস্থান কালে বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকা খুযায়ী তাঁর স্বগোত্রীয় কয়েকজন লোকসহ সেখান উপস্থিত হন। তিহামার এ গোত্রটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কল্যাণকামী। বুদায়ল বলেন ঃ আমি কা'ব ইব্ন লুয়াই এবং আমির ইব্ন লুয়াইকে হুদায়বিয়ার কূপের নিকট দেখে এসেছি। তাদের সঙ্গে তাদের পরিবারের লোকজনও রয়েছে। তারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত থেকে আপনাকে বাধা দিতে উদ্যত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমরাতো কারো সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি, আমরা এসেছি উমরা করার উদ্দেশ্যে। আর যুদ্ধতো কুরায়শদেরকে পেয়ে বসেছে। তারা চাইলে আমি তাদেরকে সময় দিতে পারি, যাতে তারা আমার এবং অন্যান্য লোকদের মধ্যে অন্তরায় না হয়। আমি যদি বিজয়ী হই, তারা ইচ্ছা করলে ঐ দীনে প্রবেশ করবে, যাতে অন্যান্য লোকেরা প্রবেশ করেছে আর তা যদি না হয় তবে তো তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। আর যদি তারা একান্তই অন্তরায় সৃষ্টি করে তা হলে যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি। এ বিষয়ে আমি তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবো, যতক্ষণ আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকর হয়ে যায়। তখন বুদায়ল বলে ঃ আপনি যা বললেন, আমি তাদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবো। তিনি রওয়ানা হয়ে কুরায়শের নিকট গমন করে বলেছেন। আমরা সে লোকের নিকট থেকে আসছি এবং তিনি যা বলেছেন আমরা তা শুনেছি। তোমরা শুনতে চাইলে আমরা তোমাদেরকে শুনাতে পারি। তখন তাদের মধ্যকার বোকা লোকেরা বললো ঃ তুমি আমাদেরকে সে লোকের কথা শুনাবে আমাদের তাতে কোন কাজ নেই। কিন্তু তাদের মধ্যেকার প্রাজ্ঞ লোকেরা বললো ঃ বল সে কি বলেছে। বুদায়ল বললো ঃ আমি তাকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। একথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছেন ঃ তিনি তাদেরকে তা শুনালেন। তাঁর কথা শুনে উরওয়া ইব্ন মাস্উদ সাকাফী দাঁড়িয়ে বলে ঃ হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি কি পিতৃস্থানীয় নই ? তারা বললো ঃ হাঁ। আবার তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সন্তান তুল্য নও ? তারা বললো ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তোমরা কি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ কর ? তারা বললো, না, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জাননা যে, আমি উকাযবাসীদের সাহায্যের জন্য ডেকেছি তারা এগিয়ে আসতে অস্বীকার করলে আমি আমার লোকজন এবং অনুগতদেরকে ডাকি, তারা বললো, আপনি ঠিক বলেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ এ লোকটি তোমাদের নিকট হিদায়াত ও কল্যাণের পথ উপস্থাপন করেছে। তোমরা তা মেনে নাও। তোমরা বললে আমি তাঁর নিকট যেতে পারি। তারা সকলে বললো, হাঁ তার কাছে যাও। রাসূলুল্লাহ্ নিকট গিয়ে উরওয়া তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। নবী করীম (সা) বুদায়লকে যা বলেছিলেন, উরওয়াকেও অনুরূপ কথা বললেন। এ সময় উরওয়া বলেন ঃ

হে মুহাম্মাদ ! তোমার কি মনে হয় ? তুমি কি তোমার নিজের সম্প্রদায়ের সর্বনাশ সাধন করতে চাও ? তুমি কি ইতিপূর্বে কোন আরব সম্পর্কে শুনেছ, যে নিজের লোকজনের বিনাশ সাধনের জন্য উদ্যত হয়েছে? অন্যথায় আমি এমন মুখ দেখতে পাচ্ছি, তোমার পেছনে আমি

এমনসব লোক জড়ো হতে দেখছি। যারা তোমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। তখন হযরত আবূ বকর (রা) তাকে বললেন ঃ তুমি লাত দেবীর অঙ্গ বিশেষ চুষগে (তুমি কি মনে কর) তাঁকে ত্যাগ করে আমরা পলায়ন করবো ? তাঁর কথা শ্রবণ করে উরওয়া জানতে চায় লোকটি কে ? লোকেরা জানায়, ইনি আবূ বকর। উরওয়া বলেন, আমার প্রতি যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকতো, যার প্রতিদান এখনো আমি দিতে পারিনি। তাহলে আমি তোমার কথার জবাব দিতাম। রাবী বলেন, উরওয়া নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। এ সময় তিনি রাসূল (সা)-এর দাড়ি মুবারকে হাত রাখেন তখন মুগীরা ইব্ন শু'বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে দন্ডায়মান। তাঁর হাতে ছিল তলোয়ার, মাথায় শিরস্ত্রাণ। উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়ির দিকে হাত বাড়ালে মুগীরা তার বাট দ্বারা আঘাত করে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাড়ি মুবারক থেকে হাত সরাও। তখন উরওয়া মাথা তুলে বলেন, এ লোকটি কে ? লোকেরা বলে ঃ মুগীরা ইব্ন শু'বা। উরওয়া বলেন ঃ হে বিশ্বাসঘাতক তোর বিশ্বাসঘাতকতার মাশুল কি আমি দিয়ে যাচ্ছি না ? জাহিলী যুগে একদা মুগীরা ইব্ন শু'বা কিছু লোকের সঙ্গে চলছিল। তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের সম্পদ নিয়ে পালিয়ে আসেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললো ঃ আমি তোমার ইসলাম গ্রহণ মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তোমার সম্পদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এরপর উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদেরকে গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। তিনি দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থুথু কোন সাহাবীর হাতে পড়লে তিনি তা মুখে আর গায়ে মেখে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে কোন নির্দেশ দান করলে তারা তা পালন করার জন্য ছুটে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উযূ করলে তাঁর উযূর পানি নেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লেগে যান এবং তিনি কথা বললে তাঁরা নিজেদের আওয়ায নিচু করে তা শুনেন এবং তাঁর সম্মানার্থে তাঁরা তাঁর দিকে সরাসরি তাকান না। উরওয়া তাঁর সম্মানার্থে তাঁরা তাঁর দিকে সরাসরি তাকাল না। উরওয়া তার কুরায়শদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি রাজা বাদশাহদের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছি। কায়সার কিসরা এবং নাজাশীর দরবারেও আমি উপস্থিত হয়েছি। আমি কোন রাজা-বাদশাহকে তার সঙ্গী-সাথীদের এত তাযীম করতে দেখিনি যত সম্মান করতে দেখেছি মুহাম্মাদকে তার সাথীদের। এরপর তিনি পূর্বোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেন। অবশেষে তিনি বলেন যে, তিনি তোমাদের সম্মুখে আলোকমালা উপস্থাপন করেছেন, তোমরা তা মেনে নাও।

তারপর বনূ কিনানার জনৈক ব্যক্তি বলে। তোমরা আমাকে যেতে দাও, আমি তার কাছে যাই। সকলে বলে ঃ যাও! লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এবং তাঁর সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দেখে বললেন ঃ এতো অমুক ব্যক্তি, এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে তার সম্পর্ক, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে। তার সম্মুখে কুরবানীর পশু হাযির কর। কুরবানীর পশু হাযির করা হলে লোকেরা লাব্বায়িক লাব্বায়িক উচ্চারণ করে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। এ অবস্থা দেখে লোকটি বলে উঠে, সুবহানাল্লাহ্! এমন লোকদেরকে বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দেওয়া সমীচীন নয়। সঙ্গীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে লোকটি বলে, আমি কুরবানীর পশু দেখেছি সেগুলোকে মালা পরানো হয়েছে এবং চিহ্নিত করা হয়েছে। আমার মনে হয়, বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতে তাদেরকে বাধা দেয়া উচিত হবে না।

এরপর তাদের এক ব্যক্তি যাকে বলা হয় মুকরিয ইব্‌ন হাফ্‌স দাঁড়িয়ে বলে, আমাকে তার নিকট যেতে দাও। সকলেই বললো, ঠিক আছে, যাও। সে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এতো মুকরিয্। একজন পাপাচারী লোক! লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সুহায়ল ইব্‌ন আমর উপস্থিত হন। মা'মার ইকরামা সূত্রে বলেন যে, সুহায়ল ইব্‌ন আম্‌র উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের জন্য ব্যাপারটা সহজ করা হয়েছে। মা'মার বলেন, যুহরী বলেন, সুহায়ল এসে বলেন, চলুন আমরা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে চুক্তি লিপিবদ্ধ করি। তখন নবী (সা) লেখক ডাকালেন এবং তাঁকে বললেন ঃ লেখ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সুহায়ল বলে উঠলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, রহমান কি আমরা তো জানি না। বরং তুমি লেখ বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা। তখন মুসলমানরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ছাড়া অন্য কিছু লিখবো না। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ বিসমিকা আল্লাহুম্মাই লিখ। এরপর বললেন ঃ এ হল সে চুক্তি যাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এতে সুহায়ল আপত্তি জানিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আপনাকে যদি রাসূল বলে স্বীকার করতাম তাহলে তো আপনাকে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করতে বাধা দিতামনা, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধও করতাম না, বরং আপনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লিখুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

وَاللّٰه انى لرسول الله وان كذبتمونى اكتب محمد بن عبد الله

আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা আমাকে অস্বীকার করলেও আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল, (হে আলী !) তুমি লেখ- মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্।

এরপর যুহরী আবূ জন্দলের পায়ে শিকলসহ আগমন, তাঁকে ফেরত দান এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে- যার বর্ণনা ইতিপূর্বেও দেয়া হয়েছে।

তারপর যুহ্‌রী (র) বলেন, হযরত উমর (রা) বলেন, এ (সব কড়াকড়া) কথার জন্য পরবর্তীকালে আমি অনেক আমল করেছি (যাতে আল্লাহ তা'আলা আমার সেসব গুনাহ মাফ করেন)। যুহ্‌রী (র) আরো বর্ণনা করেন যে, চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা ওঠ! কুরবানী কর, তারপর মাথা মুণ্ডন কর, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, রাসূল (সা) একথা তিনবার না বলা পর্যন্ত সাহাবীদের কেউই উঠে দাঁড়াননি। এরপর রাসূল (সা) হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁর কাছে লোকদের এ আচরণের কথা উল্লেখ করেন। তখন উম্মে সালামা বলেন ঃ হে আল্লাহর নবী ! আপনি কি এটা পসন্দ করেন ? আপনি নিজে বের হোন, কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে নিজের পশু যবাই করুন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে নিজের মাথা মুণ্ডন করুন। তিনি বের হলে কারো সঙ্গে কথা না বলেই এটা করলেন। নিজের পশু যবাহ্ করলেন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করান, সাহাবীগণ এটা দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং সকলে কুরবানী করলেন। সাহাবীগণ একজন অন্যজনের মাথা মুণ্ডন করেন। এ সময় ক্ষোভে-দুঃখে সাহাবীগণের এমন অবস্থা হয়েছিল, যেন একজন

অপরজনকে হত্যা করবেন, এরপর মু'মিন নারীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ *

হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করে আগমন করলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করবে, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফির পুরুষগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফির পুরুষরা যা ব্যয় করেছে তাদেরকে তা ফেরত দেবে। এরপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবেনা। যদি তোমরা তাদেরকে মহ্র দাও। তোমরা কাফির নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না.........। (৬০ মুমতাহানা ঃ ১০)

এ আয়াত নাযিল হলে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) জাহিলী যুগের তাঁর দুজন স্ত্রীকে তালাক দেন। তাঁর তালাক দেয়া দুজন স্ত্রীর একজনকে বিবাহ করেন মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান আর অপরজনকে বিবাহ করেন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়্যা। এরপর নবী করীম (সা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে কুরায়শের একজন পুরুষ আবূ বসীর যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করলে কুরায়শরা তাকে ফেরত নেয়ার জন্য দুজন লোক প্রেরণ করে। তারা সম্পাদিত চুক্তির কথা স্মরণ করালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শী মুসলিম ব্যক্তি তথা আবূ বাসীরকে তাদের হাতে তুলে দেন। তাঁকে নিয়ে তারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। 'যুল হুলায়ফা' নামক স্থানে পৌঁছে তারা খেজুর খেতে বসে। তাদের একজনকে আবূ বাসীর বললেন আল্লাহর কসম! আমি দেখছি, তোমার তলোয়ার খানা খুব চমৎকার, তাঁর কথা শুনে লোকটি খাপ থেকে তরবারি বের করে বলে ঃ হাঁ, আল্লাহ্র কসম, আসলেই তরবারিটা চমৎকার। আমি বারবার তা পরীক্ষা করে দেখেছি। তখন আবূ বাসীর বলেন ঃ দেখি, তলোয়ারটা আমাকে দেখাও তো! সে তা দেখতে দিলে তিনি তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেন। অপরজন পলায়ন করে দৌড়ে মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ নিশ্চয়ই সে ভীতিপ্রদ কিছু দেখতে পেয়েছে। সে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলে ঃ আমার সঙ্গী নিহত হয়েছে, আল্লাহ্র কসম, আমিও হত্যার শিকার হবো, ইতোমধ্যে আবূ বাসীরও রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করে ঃ

হে আল্লাহ্র নবী ! আল্লাহ্র কসম, আপনি আপনার চুক্তির শর্ত পালনের দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন। আপনি আমাকে কুরায়শ মুশরিকদের নিকট ফেরত দিয়েছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কবল থেকে আমাকে নাজাত দিয়েছেন। তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ সর্বনাশ, সেতো যুদ্ধের আগুন উস্কে দিচ্ছে, যদি তার সঙ্গে অন্য কেউ থাকতো। এ কথা শ্রবণ করে আবূ বাসীর বুঝতে পারেন যে, রাসূল (সা) তাকে আবারও কুরায়শদের নিকট ফেরত পাঠাবেন। তিনি সেখান

থেকে বের হয়ে 'সীফুল বাহ্র' তথা সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে গমন করেন। যুহ্রী (র) বলেন ঃ এরপর আবূ জুন্দল ইব্ন সুহায়ল ইব্ন আম্রও সেখান থেকে ছুটে এসে আবূ বাসীর এর সঙ্গে যোগ দিয়ে দেন। কুরায়শদের নিকট থেকে কোন মুসলমান পালিয়ে আসলে তিনিও আবূ বাসীর এর জোটে যোগ দিতেন। এভাবে তাদের একটা দল গড়ে উঠে।

কুরায়শের কোন বাণিজ্য কাফেলা শাম দেশের উদ্দেশ্যে গমন করছে, শুনতে পেলে তাঁরা পথরোধ করে তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করতেন। এ অবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে কুরায়শরা নবী করীম (সা)-এর প্রতি আল্লাহ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন জানায়– কুরায়শদের মধ্য থেকে যে আপনার কাছে আগমন করে সে নিরাপদ। সে মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের নিকট পয়গাম পাঠালে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ ..... حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ -

তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হস্ত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হস্ত ওদের থেকে নিবারণ করেছেন ওদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। ওরাইতো কুফরী করেছিল এবং তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করেছিল এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি এমন কতক মু'মিন নারী পুরুষ না থাকতো যাদেরকে তোমরা জাননা (তবে তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো) তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (যুদ্ধের নির্দেশ হয় নাই এজন্য যে,) তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক হতো আমি তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করতো গোত্রীয় অহমিকা অজ্ঞতা যুগের অহমিকা - - - - (৪৮ ফাত্হ ঃ ২৪-২৬) আর তাদের গোত্রীয় অহমিকা ছিল এই যে, তারা রাসূল করীম (সা)-কে আল্লাহ্র নবী বলে স্বীকার করেনি। বিস্মিল্লাহ্ শিখাও মেনে নিতে পারেনি এবং বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বর্ণনায় এমনসব অতিরিক্ত বিষয় এবং চমৎকার শিক্ষণীয় জিনিষ আছে যা ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় নেই।

বুখারী (র) কিতাবুল শুরুত এর শুরুতে ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র - - - - মিসওয়ার ইব্ন মাখ্রামা সূত্রে রাসূল (সা)-এর কতিপয় সাহাবী থেকে গোটা কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আর এটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ, হুদায়বিয়ার দিন মারওয়ান ও মিসওয়ার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। আর এটা স্পষ্ট যে তারা হাদীছটি সাহাবীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন।

বুখারী (র) হাসান ইব্ন ইসহাক - - - - আবূ ওয়াইল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সুহায়ল ইব্ন হুনায়ফ সিফ্ফীন যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে (যুদ্ধের) খবরাখবর নেয়ার জন্য আমরা তার কাছে গেলে তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজের মতামতের যথার্থ জ্ঞান করবে না। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে আবূ জুন্দলের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য থাকলে আমি অবশ্যই তা করতাম। কিন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তো সবচেয়ে ভাল জানেন। ইতিপূর্বে কোন ভয়ংকর ইস্যুতে যখনই আমরা কাঁধে তরবারি তুলে নিয়েছি এবং জিহাদে প্রবৃত্ত হয়েছি। তখনই

আমরা সুফল লাভ করেছি। কিন্তু এ ঘটনায় অবস্থা অন্য রকম। বিপর্যয়ের এক দিক বন্ধ করলে অন্য দিক উন্মুক্ত হয়। কিভাবে উদ্ধার পেতে হবে কিছুই আমাদের বুঝে আসছিল না।[১]

বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ - - - - যায়দ ইব্‌ন আসলাম। তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) কোন এক সফরে গমন করেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখন ছিল রাত্রি বেলা। উমর ইবনুল খাত্তাব রাসূল করীম (সা)-কে কোন একটা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন জবাব দেননি। এভাবে তিনবার তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন জবাব দিলেন না। তখন উমর (রা) নিজেকে বললেন, উমর! তোমার মা তোমাকে হারাক। তুমি তিন দফা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরণাপন্ন হলে কিন্তু তিনি একবারও তোমাকে জবাব দিলেন না। উমর (রা) বলেন ঃ এরপর আমি বাহন ছুটালাম এবং বাহিনীর আগে চলে গেলাম। এসময় আমার আশংকা হলো, যেন আমার ব্যাপারে কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল হবে। একটু পরই কেউ চিৎকার দিয়ে আমাকে বলছিল– উমর (রা) বলেন, আমার আশংকা হলো, হয়তো আমার ব্যাপারেই কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি (সা) বললেন ঃ

আজ রাত্রে আমার উপর একটা সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট সে সকল বস্তু থেকে প্রিয়, যার উপর সূর্য উদিত হয় অর্থাৎ সে সূরাটি আমার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু থেকে প্রিয়তর। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

নিশ্চয় আমি তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি। আমার রচিত তাফ্সীর গ্রন্থের সূরা ফাত্হে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আর স্তুতি-স্তব আল্লাহ্র জন্য। কেউ বিশদ জানতে চাইলে সেখানে দেখে নিতে পারেন। আবদুল্লাহ্ আবদুল্লাহ্

ষষ্ঠ হিজরীতে পরিচালিত যুদ্ধাভিযানসমূহ

হাফিয বায়হাকী (র) ওয়াকিদী (র) সূত্রে এ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তার সার সংক্ষেপ এই–

এ বছরের রবিউল আউয়াল বা রবিউল আখির মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্সান (রা)-এর নেতৃত্বে ৪০ জনের একটা বাহিনী গামর অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাতে ছাবিত ইব্‌ন আকর ও সিবা' ইব্‌ন ওহবও ছিলেন। এলাকার লোকজন পলায়ন করলে ঐ বাহিনীটি তাদের পানির কূপের নিকট শিবির স্থাপন করে তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করে। তাঁরা দশ উট নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। ঐ বছরই আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্-এর

---

১. ১. একদল লোক সুহায়ল ইব্‌ন হুনায়ফকে এ মর্মে অভিযুক্ত করে যে, সিফ্ফীন এর দিন তিনি লড়াই করতে ত্রুটি করেছেন। এ অভিযোগের জবাবে তিনি সে দিন বলেছিলেন তোমরা আমাকে নয়, বরং তোমাদের নিজেদের মতামতকে অভিযুক্ত কর। কারণ, প্রয়োজনের সময় আমি কোন ত্রুটি করিনা। নবী করীম (সা)-এর যামানায় কোন কঠিন ব্যাপারে অস্ত্র পরিধান করলে আমাদের অস্ত্র সহজে জায়গা মতো আমাদেরকে পৌঁছাতো। অবশ্য সিফ্ফীনের ব্যাপারটা ছিল ভিন্ন। আমরা এর কোন একটা দিক বন্ধ করলে অন্য একটা দিক বেরিয়ে আসতো। ফলে তা সংশোধন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

নেতৃত্বে ৪০ জনের একটা পদাতিক বাহিনী দল 'যুল কিস্সা' অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা ভোর রাত্রে উক্ত অঞ্চলে হাযির হলে লোকজন পলায়ন করে পাহাড়ের শীর্ষ দেশে আরোহণ করলে তাদের একজনকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামার নেতৃত্বে দশজন সাহাবীর একটা দলকে উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করলে ঘুমন্ত অবস্থায় মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামার সঙ্গীদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা আহত হয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন। একই বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে 'হামুম' অভিমুখে প্রেরণ করলে তিনি মুযায়না গোত্রের হালীমা নাম্নী এক মহিলাকে গ্রেফতার করে আনেন। সে বনূ সুলায়মের একটা মহল্লার কথা বলে দিলে তারা সেখানে প্রচুর উট বক্রী হস্তগত করেন এবং তাদের অনেককে বন্দী করেন। বন্দী ব্যক্তিদের মধ্যে এ হালীমার স্বামীও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ মহিলাকে তার স্বামীকে হেবা করেন এবং তাদের উভয়কেই মুক্ত করে দেন। একই বছরের জুমাদাল উলা মাসে বনূ ছা'লাবা গোত্রের প্রতি যায়দ ইব্ন হারিছার নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটা বাহিনী প্রেরণ করেন। গোত্রের লোকজন পলায়ন করলে যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) তাদের পশুপাল থেকে ২০টি উট নিয়ে চার দিন পর প্রত্যাবর্তন করেন। একই বছরের জুমাদাল উলা মাসে হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) 'ঈস' অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন। হাফিয বায়হাকী (র) আরো বলেন যে, এ বছর আবুল 'আস ইব্নু রবী'ব-এর মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হলে তিনি তাঁর স্ত্রী যয়নব বিন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁর স্বামীকে আশ্রয় দান করেন।

পক্ষান্তরে ইব্ন ইসহাক (র) এ বাহিনী তখনকার বলে উল্লেখ করেন। যখন আবুল 'আস ইব্ন রবী' এর দল লুণ্ঠিত হয়, তার সঙ্গীরা নিহত হয় এবং তিনি তাদের মধ্য থেকে পলায়ন করে মদীনায় উপস্থিত হন। আর তাঁর স্ত্রী যয়নব বিন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা), বদর যুদ্ধের পর হিজরত করেন। তাঁর স্বামী মদীনায় আগমন করে আশ্রয় প্রার্থনা করলে ফজর নামাযান্তে স্ত্রী যয়নব স্বামীকে আশ্রয় দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাকে আশ্রয় দান করেন এবং তার দলের নিকট থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছিল তা ফেরত দানের জন্য নির্দেশ দান করেন। সে মতে তাঁর সমুদয় বস্তু ফেরত দেওয়া হয়, কোন কিছুই বাদ পড়েনি। আবুল আস মক্কায় আগমন করে সকলকে তাদের মালামাল ফেরৎ দান করেন এবং সকলের আমানত প্রত্যর্পন করে মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিবাহ বহাল রাখেন এবং নতুন বিবাহ ব্যতিরেকেই তার স্ত্রীকে তাঁর নিকট প্রত্যর্পন করেন। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নতুন আক্দের ব্যবস্থা করেননি যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল 'আস এর ইসলাম গ্রহণ এবং যয়নবের হিজরতের মধ্যস্থলে ৬ বছর মতান্তরে ২ বছরের ফারাক ছিল। আমরা আলোচনা করেছি যে, উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, মু'মিন নারীদেরকে কাফিরদের জন্য হারাম করার দুই বছর পরে আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করেন। আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করেন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছরে। তিনি ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে ওয়াকিদী (র) যে উক্তি করেছেন তা ঠিক নয়, মহান আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন। হিজরী ষষ্ঠ সালের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ওয়াকিদী (র) দিহ্ইয়া ইব্ন খালীফা আল-কালবীর প্রত্যাবর্তনের কথাও উল্লেখ করেছেন। রোম সম্রাট

কায়জারের নিকট থেকে তিনি প্রচুর বিত্ত-বিভব আর মহামূল্য খিলাত নিয়ে ফিরে আসেন। ফেরার পথে তিনি হিস্‌মা নামক স্থানে পৌঁছলে জুযাম' গোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা তাঁর নিকট থেকে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এদের বিরুদ্ধেও হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে প্রেরণ করেন। ওয়াকিদী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর - - - - ইয়া'কূব ইব্‌ন উতবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) একশ জন লোকের একটা দল নিয়ে বের হয়ে বনূ আসাদ ইব্‌ন বক্‌র-এর নিকট একটি শাখা গোত্রের নিকট গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। খায়বরের ইহুদীদেরকে সহায়তা দানের লক্ষ্যে সেখানে এক দল লোক সমবেত হচ্ছে একথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। এ দলটি রাত্রিবেলা সফর করতো আর দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকতো। শত্রুপক্ষের এক গুপ্তচরকে পাকড়াও করা হলে সে স্বীকার করে যে, তাকে খায়বরে প্রেরণ করা হয়েছে। খায়বরের খেজুরের বিনিময়ে সে ইহুদীদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব করবে। ওয়াকিদী আরো উল্লেখ করেন যে, ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর নেতৃত্বে দুমাতুল জান্দাল অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দলকে বলেছেন যে, তারা বশ্যতা স্বীকার করলে তাদের বাদ্‌শাহের কন্যাকে বিবাহ করবে। তারা ইসলাম কবূল করলে হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ তাদের বাদ্‌শাহের কন্যা তামাযুর বিন্‌তুল আসবা' আল-কালবিয়্যাকে বিবাহ করেন আর ইনি ছিলেন আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফের মা। ওয়াকিদী (র) বলেন যে, ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরয্ ইব্‌ন জাবির আল-ফিহ্‌রীকে উরানিয়্যীনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলি নিয়ে পলায়ন করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরয্ ইব্‌ন জাবির-এর নেতৃত্বে ২০ জন অশ্বারোহীর একটা দল প্রেরণ করেন। এ বাহিনী তাদেরকে পাকড়াও করে আনে।

বুখারী (র) ও মুসলিম (র) সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উকল এবং উরায়না গোত্রের বর্ণনান্তরে উকল অথবা উরায়নার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা এমন লোক যাদেরকে জীবন যাপন করতে হয় পশুর দুধপান করে। আমাদের ওখানে কোন শস্যশ্যামল ভূমি নেই। মদীনার আবহাওয়া আমাদের অনুকূল হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে কিছু উট আর রাখালসহ চারণভূমিতে গমন করে সেগুলোর দুধ আর পেশাব পান করার জন্য বলেন। সে মতে তাঁরা সেখানে যায়। 'হারবার' প্রান্তে পৌঁছে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাখালকে হত্যা করে উষ্ট্রগুলো নিয়ে পলায়ন করে এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে যায়। নবী করীম (সা) তাদেরকে ধরে আনার জন্য কুরয্ ইব্‌ন জাবির আল-ফিহ্‌রীকে প্রেরণ করেন এবং তাদের হাত পা কাটার এবং তাদের চোখে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করার জন্য তাকে নির্দেশ দান করেন। এ অবস্থায় তাদেরকে রৌদ্রে উত্তপ্ত কঙ্করময় স্থানে ফেলে রাখা হলে সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়। রাবী কাতাদা (রা) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দান করার জন্য দাঁড়ালে দান-সদকা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করতেন। একদল রাবী কাতাদা সূত্রে অপর দল আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণনা

করেছেন। মুসলিম (র)-এর বর্ণনায় হযরত মুআবিয়া ইব্ন কুররা আনাস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, উরায়নার এক দল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বায়আত গ্রহণ করে। মদীনায় তখন জন্ডিস জাতীয় ব্যধির প্রকোপ ছিল। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আবেদন জানাল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এ ব্যধি দেখা দিয়েছে আপনি অনুমতি দান করলে আমরা (আপনার চারণভূমির দিকে ফিরে যেতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মতি দিলে তারা সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করে। পরে তারা সেখান থেকে বের হয়ে রাখালদেরকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পলায়ন করে। রাবীর মতে, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রায় ২০ জন আনসারী সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওদের পাকড়াও করতে আনসারীদেরকে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে একজন পদচিহ্ন বিশারদকেও প্রেরণ করেন। এ ব্যক্তি তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। তখন তাদের হাত পা কেটে গরম শলাকা দ্বারা চক্ষু বিদ্ধ করে দেয়া হয়। আর সহীহ্ বুখারী শরীফে আইয়ুব আবূ কিলাবা আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস (রা) বলেন ঃ উকাল গোত্রের একদল লোক আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে (কিন্তু মদীনায় অবস্থান করা তারা পসন্দ করেনি) তখন তারা রাসূল করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা উটের সঙ্গে বাস করো এবং সেগুলোর পেশাব আর দুধ পান কর। তারা সেখানে চলে যায় এবং যতদিন আল্লাহ্র ইচ্ছা হয় অবস্থান করে। পরবর্তীকালে তারা রাখালদেরকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। একজন ফরিয়াদকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটে আসে (এবং বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলে) বেলা উঠার পূর্বেই তাদের ধরে আনা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) শলাকা আনার নির্দেশ দিল (তা আনা হয় এবং) গরম করে তা দ্বারা তাদেরকে দাগানো হয়। তাদের হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং তাদেরকে কঙ্করময় উত্তপ্ত ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি পানি বলে চিৎকার করলেও তাদেরকে পানি পান করতে দেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় সেখানে তাদের মৃত্যু হয়। কেউ তাদের সাহায্য করেনি। আনাস (রা)-এর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, আমি তাদের একজনকে পিপাসায় কাতর হয়ে মুখ দ্বারা মাটি চাটতে দেখেছি। আবূ কিলাবা (রা) বলেন ঃ এ সব লোকেরা হত্যা, চুরি, ঈমান আনার পর কুফ্রী অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করার অপরাধে অপরাধী ছিল।

বায়হাকী (র) উছমান ইব্ন আবূ শায়বা - - - - জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল করীম (সা) তাদের পদাংক অনুসরণে লোক প্রেরণ করে এ দু'আ করেন ঃ

হে আল্লাহ্! তুমি তাদের জন্য পথ সন্দিগ্ধ করে দাও এবং তাদের চলার পথকে সংকীর্ণ করে দাও। রাবী বলেন, ফলে আল্লাহ্ তাদের জন্য তাদের পথ অদৃশ্য করে দেন। তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হয় এবং তাদের হাত-পা কেটে চোখ ফুটা করে দেওয়া হয়।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে যে, তাদের চোখ এজন্য ফুটা করা হয় যে, তারা রাখালদের চোখ ফুটা করেছিল।

হিজরী ষষ্ঠ সালে সংঘটিত অন্য ঘটনাবলী

এ বছর হুদায়বিয়ার দিনগুলোতে হজ্জ ফরয হওয়া সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়। ইমাম শাফিঈ (র) এটা সপ্রমাণ করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ *

"তোমরা আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও উমরা পরিপূর্ণ কর। (২ ঃ ১৯৬)। এ কারণে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে হজ্জ তাৎক্ষণিকভাবে ফরয নয়, বরং বিলম্বে আদায় করলেও চলবে। কারণ, নবী করীম (সা) হিজরী ১০ সনে ছাড়া আর কোন হজ্জ করেননি। পক্ষান্তরে অন্যান্য তিন ইমাম-ইমাম মালিক (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মতে সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ ফরয হয়ে যায়। তাদের মতে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ ফরয হওয়া প্রমাণ হয় না। তাদের মতে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা হজ্জ শুরু করার পর তা সমাপ্ত করাই কেবল প্রমাণিত হয়। ইমামত্রয়ের যুক্তি-প্রমাণের অনেকাংশ আমরা আমাদের রচিত তাফসীর গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

একই বছর মুসলিম নারীদের মুশরিক পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। বিশেষ করে হুদায়বিয়ার বছরে সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, আমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তোমার কাছে আসবে সে তোমার ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকলেও তুমি অবশ্যই তাকে আমাদের নিকট ফেরত দেবে। এ চুক্তি সম্পাদনের পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ . . . .

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

-হে মু'মিনগণ! মু'মিন নারীরা তোমাদের নিকট হিজরত করে আসলে তাদেরকে তোমরা পরীক্ষা করবে। তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য হালাল নয়, আর কাফির পুরুষগণও মু'মিন নারীদের জন্য হালাল নয়। কাফিররা যা কিছু ব্যয় করেছে তাদেরকে তা ফেরত দেবে। তারপর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না– যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা যা ব্যয় করেছে তারা তা ফেরত চাইবে। এটাই আল্লাহ্র হুকুম; তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট থেকে যায় আর তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো। (৬০ মুমতাহানা - ১০)

একই বছরে মুরাইসী অভিযান পরিচালিত হয়[১] যাতে অপবাদ আরোপের ঘটনা ঘটে। এ

১. টীকা ঃ ইতিহাসে এটা বনী মুস্তালিক যুদ্ধ নামেও পরিচিত। –সম্পাদক

প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর নির্দোষিতা প্রমাণ করে আয়াত নাযিল হয়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ বছর 'উমরাতুল হুদায়বিয়া' সংঘটিত হয়, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উমরা পালন করতে বাধা দেয় এবং দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধের অঙ্গীকারসহ সন্ধি স্থাপিত হয়। ফলে লোকেরা পরস্পরে নিরাপত্তা লাভ করে। এ সময় কেউ কারো উপর তরবারি উত্তোলন করবে না এবং কেউ কারো সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গও করবে না। এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ বছর ও মুশরিকরা হজ্জের তত্ত্বাবধান করে।

ওয়াকিদী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বছর যিলহজ্জ মাসে ৬ জন দূতকে পত্রসহ বিভিন্ন রাজ দরবারে প্রেরণ করেন, এরা হলেন- ১. হাতিব ইব্‌ন আবূ বাল্‌তাআকে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মুকাওকিসের প্রতি ২. বদর সমরে অংশ গ্রহণকারী শুজা' ইব্‌ন ওহব ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন জুযাইমাকে হারীস ইব্‌ন আবূ শামির আল-গাসসানীর প্রতি। অর্থাৎ ইনি ছিলেন আরবের খৃস্টানদের বাদশাহ। ৩. দিহ্‌ইয়া ইব্‌ন খলীফা আল-কালবীকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। ৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযায়ফা সাহমীকে পারস্য সম্রাট কিস্‌রার প্রতি, ৫. হাওযা ইব্‌ন আলী আল হানাফীর প্রতি সালীত ইব্‌ন আম্‌র আল-আমিরীকে এবং ৬. আবিসিনিয়ার ইথিওপিয়া খৃস্টান শাসক নাজাশীর প্রতি আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়া আদ্‌দিমারীকে। ঐ নাজাশীর আসল নাম ছিল আসহামা ইব্‌ন হুর।

সপ্তম হিজরী সনের শুরুতে সংঘটিত খায়বর যুদ্ধ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا সম্পর্কে ইমাম শু'বা - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এখানে فَتْحًا قَرِيْبًا বলে খায়বরকে বুঝানো হয়েছে। মূসা ইব্‌ন উকবা বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে ২০ দিন অথবা এর কাছাকাছি সময় মদীনায় অবস্থান করে খায়বরের উদ্দেশ্যে বের হন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ খায়বরের বিজয়েরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মূসা যুহ্‌রী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হিজরী ষষ্ঠ সনে খায়বর বিজয় সম্পন্ন হয়। আর বিশুদ্ধ মতে এ বিজয় হয় সপ্তম হিজরীর শুরুতে। যেমনটি আমরা এইমাত্র উল্লেখ করেছি। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে যিলহাজ্জ মাস এবং মুহাররম মাসের কিছু অংশ মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর মুহাররম মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে তিনি খায়বরের উদ্দেশ্যে বের হন।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র - - - - মারওয়ান ও মিসওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুদাবিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সূরা ফাত্‌হ নাযিল হয়। যুলহাজ্জ মাসে তিনি মদীনায় পৌঁছান এবং খায়বরের পথে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। খায়বরের পথে খায়বর ও গাতফান গোত্রের মধ্যবর্তী স্থানে রাজী' নামক উপত্যকায় তিনি যাত্রা বিরতি করেন। গাতফানীরা খায়বরবাসীদের সহায়তা করবে। পরে বলে দিল তাঁর আশংকা, তাই তিনি ভোর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তারপর তাদের নিকট গমন করেন। হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বহির্গত হওয়া সম্পর্কে এ মর্মের একটা বর্ণনা ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত আছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদরীস ইব্‌ন ইসহাক থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুহাররম মাসের শেষের দিকে খায়বর বিজয় হয় এবং সফর মাসের শেষের দিকে নবী করীম (সা) মদীনায় ফিরে আসেন। ইব্‌ন হিলাল বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নুসায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লায়ছীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।

ইমাম আহমদ (র) আফ্‌ফান - - - - আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা যে, আবূ হুরায়রা (র) তার সম্প্রদায়ের কিছু লোকের সঙ্গে মদীনায় আগমন করেন। নবী করীম (সা) তখন খায়বরে ছিলেন। তিনি সিবা' ইব্‌ন উরফাতা গাতফানীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি সিবা'র নিকট গিয়ে পৌছলাম, তখন তিনি ফজরের সালাতের প্রথম রাকআতে কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ এবং দ্বিতীয় রাকআতে ওয়াইলুললিল মুতাফ্‌ফিফীন সূরা পাঠ করছিলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, অমুকের জন্য দুর্ভোগ, যে মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পুরাপুরি আদায় করে নেয়, আর যখন মানুষকে মেপে দেয় তখন কম দেয়। তিনি বলেন, আমীর নামায আদায় করে আমাদেরকে কিছু জিনিস দান করলে আমরা তা নিয়ে খায়বর পৌঁছি। নবী করীম (সা) তখন খায়বর বিজয় সম্পন্ন করেছেন। তিনি মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলেন এবং গনীমতের মালে আমাদেরকেও শরীক করেন।

ইমাম বায়হাকী সুলায়মান ইব্‌ন হারব - - - - বনূ গিফারের একদল লোক থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) মদীনা থেকে খায়বরের পথে বের হয়ে আস্‌র পাহাড়ের পথে গমন করেন এবং তথায় একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। তারপর সাহ্‌বা' নামক স্থানে আগমন করেন; এরপর তিনি সৈন্যদেরকে নিয়ে অগ্রসর হয়ে রাজী' নামক উপত্যকায় অবস্থান নেন। সেখানে খায়বরবাসী এবং গাতফানীদের মধ্যস্থলে অবস্থান গ্রহণ করেন, যাতে তাদের মধ্যে অন্তরায় হন, যেন তারা খায়বরবাসীদেরকে সাহায্য করতে না পারে। কারণ, তারা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিপরীতে খায়বরের য়াহূদীদের জন্য সাহায্যকারী। আমি জানতে পেরেছি যে, গাতফানের লোকেরা যখন এটা জানতে পারে তখন একত্র হয়ে বের হয় যাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে য়াহূদীদেরকে সাহায্য করতে পারে। তারা সবেমাত্র এক মনযিল পথ অতিক্রম করেই পেছনে সহা- সম্পদ আর পরিবার-পরিজনের মধ্যে হৈ চৈ শ্রবণ করে তাদের ধারণা জন্মে যে, মুসলমানরা পেছন থেকে তাদের উপর হামলা চালাচ্ছে। তাই তারা পেছনে ফিরে এসে নিজেদের সহায় সম্পদ আর পরিবার-পরিজনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খায়বরের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা - - - - বুশায়র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সুওয়ায়দ ইব্‌ন নু'মান তাঁকে জানান যে, খায়বরের বছরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বের হন। এমন কি খায়বরের নিকটবর্তী 'সাহ্‌বা' নামক স্থানে পৌঁছে আসরের সালাত আদায় করে খাবার আনার জন্য বললে কেবল ছাতু আনা হলো তিনি তা ভিজাতে বলেন। তা ভিজানো হলে তিনি আহার করেন এবং তাঁর সঙ্গে আমরাও আহার করি। এরপর মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করে সালাত আদায় করেন। এজন্যে তিনি আর নতুন করে উযূ করেননি।

ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা - - - - সালামা ইবনুল আকওয়া সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ আমরা রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে খায়বরের উদ্দেশ্যে বের হই। তখন আমাদের এক ব্যক্তি আমীরকে বললো ঃ হে আমীর! তুমি কি আমাদেরকে তোমার কিছু শোনাবে না ? আর আমীর ছিলেন একজন কবি। তখন তিনি বাহন থেকে অবতরণ করে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করে হুদী গান শোনান ঃ

لاَ هُمَّ لولا انت ما هتدينا   ولا تصدقنا ولا صلينا
فَاغفر فداء لك ما ابقينا   والقين سكينة علينا
وثبت الاقدام ان لاقينا   انا اذا صيح بنا ابينا

হে আল্লাহ্ ! তুমি না থাকলে আমরা হিদায়াত তথা সরল পথের সন্ধান পেতাম না, আমরা সদকা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, যতদিন আমরা জীবিত থাকি, তোমার তরে নিজেদের জান কুরবান হোক। নাযিল কর আমাদের উপর শান্তি ও নিরাপত্তা।

আমরা যখন মুখোমুখি হবো তখন আমাদেরকে অবিচল রেখো। আমাদের প্রতি হুংকার দেওয়া হলে আমরা তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। চিৎকার দ্বারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো করা হয়।

পংক্তিগুলো শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই হুদী' গায়ক ? লোকেরা জানালো ঃ আমীর ইবনুল আকওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। তখন আমাদের মধ্যে একজন বললো ঃ তার জন্য (শাহাদাত) অবধারিত হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি তার দ্বারা (আরো কিছু কাল) আমাদেরকে যদি উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান করতেন। আমরা খায়বর পৌঁছে তাদেরকে অবরোধ করে ফেলি। এ সময় আমরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে খায়বরে বিজয় দান করেন। যেদিন খায়বর বিজয় হয় সেদিন বিকালে লোকেরা অনেকগুলো চুলো প্রজ্বলিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে চাইলেন ঃ এসব কিসের আগুন ? কেন, কিসের জন্য এ আগুন জ্বালাচ্ছ ? লোকেরা বললেন ঃ গোশত পাকাবার জন্য। তিনি বললেন, কিসের গোশত ? বলা হল ঃ গৃহপালিত গাধার গোশ্ত। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ গোশ্ত আর শুরবা প্রবাহিত কর এবং (পাত্র) ভেঙ্গে ফেল। তখন এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা কি তা প্রবাহিত করে পাত্র ধুয়ে ফেলবো ? নবী করীম (সা) বললেন ঃ এটাও হতে পারে। লোকেরা যখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, আর আমীর এর তলোয়ার ছিল খাট, তিনি এ খাট তরবারি দ্বারা ইয়াহূদীর পায়ের গোছায় আঘাত করা শুরু করেন। তরবারির আঘাত তার নিজের হাঁটুতে লাগে এবং এতেই আমীর এর মৃত্যু হয়। যখন তারা ফিরে আসছিলেন তখন (আমীর এর ভাই) সালমা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে দেখে আমার হস্ত ধারণ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। লোকদের ধারণা আমীর এর সকল আমল পণ্ড হয়ে গেছে। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কথা বলে সে মিথ্যা

বলে। তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার। এরপর তিনি দু আঙ্গুল একত্র করেন। তিনি একজন মুজাহিদের মতো জিহাদ করেছেন। খুব কম আরবই পৃথিবীর বুকে আমিরের মতো পদক্ষেপে বিচরণ করেছে। ইমাম মুসলিম (র)ও এ হাদীছটি হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল প্রমুখের বরাতে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ উবায়দ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন ইসহাক আমীর ইব্‌ন আক্‌ওয়া এর কাহিনী অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম - - - - নাস্‌র ইব্‌ন দুহর আসলামী সূত্রে তিনি তদীয় পিতা থেকে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খায়বর সফরকালে আমীর ইব্‌ন আকওয়াকে বলতে শুনেছেন- আর ইনি ছিলেন সালামা ইব্‌ন আমীর ইব্‌ন আক্‌ওয়া এর চাচা, হে ইবনুল আক্‌ওয়া! তুমি নীচে নেমে এসো এবং আমাদেরকে তোমার কিছু কবিতা শুনাও। রাবী বলেন, তিনি নীচে নেমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে নিম্নোক্ত কবিতা শুনান ঃ

وَاللّٰه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

انا اذا قوم بغوا علينا وان ارادوا فتنة ابينا

فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا

আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্ না থাকলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। আমরা সদকা করতাম না, সালাত আদায় করতাম না। আমরা এমন লোক যখন কোন জাতি আমাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করে আর বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় আমরা তা প্রতিরোধ করি। সুতরাং তুমি আমাদের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা নাযিল কর। এবং আমাদেরকে অবিচল রাখ, যখন আমরা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হই। তার কবিতা শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমার পালনকর্তা তোমার প্রতি রহম করুন, দয়া করুন। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি যদি তার দ্বারা আমাদেরকে (আরো কিছু সময়) উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিতেন। তার জন্য তো শাহাদত অনিবার্য হয়ে গেছে। খায়বরের দিন তিনি শহীদ হন। ইমাম বুখারী-এর মতো তিনিও তার মৃত্যুর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক আতা ইব্‌ন আবূ মারওয়ান - - - - আবূ মা'তাব ইব্‌ন আম্‌র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরে দাঁড়িয়ে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আর আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম, তোমরা সকলে দাঁড়াও। এরপর তিনি বললেন ঃ

اللهم رب السموات وما اظللن ورب الارضين وما قللن

ورب الشياطين وما اظللن ورب الرياح وما ازرين فانا

نسئلك خير هذه القرية وخير اهلها وخيرما فيها ونعوذبك

من شرها وشر اهلها وشر ما فيها ـ اقدموا بسم الله ـ

এলাহী ! সপ্ত আকাশ এবং তা যার উপর ছায়া বিস্তার করে, সে সবের পালনকর্তা, ভূমি এবং ভূমি যা কিছু ধারণ করে সে সবের পালনকর্তা, সমস্ত শয়তান আর শয়তানরা যাদেরকে গোমরাহ করে তাদের পালনকর্তা, বায়ু আর বায়ূ যেসব বস্তুকে উড়িয়ে নিয়ে যায় সেসবের

খায়বরে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) রাসূল করীম (সা) থেকে পেছনে পড়ে যান আর সেদিন তাঁর চোখে পীড়া ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ আমি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পেছনে পড়ে থাকবো ? একথা বলে তিনি এসে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে যোগ দেন। আমরা রাত্রি যাপন করি, যে রাত্রে খায়বর বিজয় হয়, সেদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আগামী কাল আমি এমন লোকের হাতে পতাকা দেবো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাকে ভালবাসেন (অথবা তিনি বলেন- আগামী কাল এমন ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবেন)। তার হাতে খায়বর বিজয় হবে আমরা সকলেই খায়বর বিজেতা হওয়ার প্রত্যাশী ছিলাম। বলা হলো ঃ এই যে আলী (রা)! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন আর তাঁর হাতেই খায়বর বিজয় হয়। ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) কুতায়বার বরাতে হাতিম সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) কুতায়বা - - - - আবূ হাযিম সূত্রে বর্ণনা করে বলেন ঃ

সাহ্ল ইব্ন সা'দ আমাকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের দিন আমাকে বললেন ঃ আগামী কাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে এ পতাকা তুলে দেবো, যিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ভালবাসেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও যাকে ভালবাসেন। তাঁর হাতে আল্লাহ্ খায়বরের বিজয় দান করবেন। লোকেরা কানাঘুঁষার মধ্যে রাত্রি যাপন করেন, কার হাতে এ পতাকা দেয়া হয় কে জানে। ভোরে লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। সকলেই আশা পোষণ করেন। এ পতাকা তাকে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব কোথায় ? লোকেরা আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তাঁর চোখ ব্যধিগ্রস্ত। রাবী বলেন, লোক প্রেরণ করে তাঁকে ডেকে এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দুচোখে মুখের লালা লাগিয়ে তাঁর জন্য দু'আ করলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে উঠেন যেন কোন ব্যথাই ছিলনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলে হযরত আলী (রা) বললেন ঃ তারা আমাদের মতো (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করে যাবো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ধীরে সুস্থে তাদের দিকে এগিয়ে যাবে এবং তাদের আঙ্গিনায় পৌঁছে ইসলামের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানাবে, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার যে অধিকার বর্তায়, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। আল্লাহ্র শপথ, তোমার দ্বারা একজন লোকের হিদায়াত লাভ করা তোমার লাল বর্ণের উটের মালিক হওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। ইমাম মুসলিম (র) এবং ইমাম নাসাঈ (র) উভয়ে কুতায়বা সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ্ মুসলিম এবং বায়হাকীতে সুহায়ল ইব্ন আবূ সালিহ তাঁর পিতা সূত্রে। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে এ পতাকা তুলে দেবো, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাকে ভালবাসেন এবং তার হাতে আল্লাহ্ (খায়বরের) বিজয় দান করবেন। (একথা শ্রবণ করে) উমর (রা) বলেন, কেবল সেদিনই আমার মনে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। রাসূল করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে এ বলে তাকে প্রেরণ করেন ঃ যাও এবং লড়াই করতে থাক যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমার হাতে বিজয় দান করেন। পেছনে ফিরে তাকাবেনা, এদিক সেদিক দেখবে না। আলী

(রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন্ বিষয়ে আমি তাদের সঙ্গে জিহাদ করবো ? রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল– যতক্ষণ তারা এ কথার সাক্ষ্য না দেয় ততক্ষণ তুমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখবে। তারা একথা স্বীকার করে নিলে তারা তাদের জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হবে। তবে কারো অধিকার হরণ করলে তার দন্ড ভোগ করতে হবে তাদের হিসাব আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত। এ হাদীছের শব্দমালা বুখারী শরীফের।

ইমাম আহমদ (র) মুসআব ইব্ন মিকদাম - - - - আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পতাকা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললেন ঃ হক আদায় করে কে এ পতাকা ধারণ করবে ? এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো- আমি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যাও। অপর এক ব্যক্তি এগিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যাও। এরপর নবী করীম (সা) বললেন ঃ সে সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদের মুখমণ্ডলকে গৌরবদীপ্ত করেছেন, এমন এক ব্যক্তিকে আমি এটা দান করবো, যে পলায়ন করবে না। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আলী ! ধারণ কর। তিনি এগিয়ে যান এবং আল্লাহ্ তাঁর হাতে খায়বর ও ফাদাক এর বিজয় দান করেন। বিজয়ের পর তিনি তথা থেকে উন্নতমানের আজওয়া, খেজুর এবং শুকনা গোশ্ত নিয়ে আসেন। ইমাম আহমদ এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীছের সনদেও কোন ত্রুটি নেই, তবে একজন রাবী সম্পর্কে বির্তক রয়েছে। হাদীছটিতে কিছুটা বিরল বর্ণনাও রয়েছে।

ইউনুস ইব্ন বুকাইর - - - - আম্র ইবনুল আক্ওয়া সূত্রে বর্ণনা করে বলেন যে, নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-কে খায়বরের কোন এক দুর্গের প্রতি প্রেরণ করেন। তিনি জিহাদ শেষে ফিরে আসেন। অনেক চেষ্টা করেও তা জয় করতে সক্ষম হননি। এরপর উমর (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আগামী কাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেবো, আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাকে ভালবাসেন এবং যিনি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ তার হাতে বিজয় দান করবেন এবং তিনি পলায়নকারী নন। সালমা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিবকে ডাকেন। তখন তার চোখে অসুখ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দু চোখে লালা দিয়ে বললেন ঃ পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাও যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমার হাতে বিজয় দান করেন। আলী (রা) পতাকা নিয়ে বের হলেন দ্রুত গতিতে চললেন আর আমরা তার পশ্চাতে পদাংক অনুসরণ করছিলাম। তিনি পাথরের টিবিতে পতাকা গাড়লেন। এটা ছিল দুর্গের নীচে। এক ইয়াহূদী দুর্গের চূড়া থেকে মাথা তুলে দেখলো। বললো ঃ কে তুমি ? তিনি বললেন ঃ আমি আলী ইব্ন আবূ তালিব। তখন ইয়াহূদী বললো, মূসার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ তাওরাত) তার শপথ করে বলছি, তোমরা জয়ী হবে। আল্লাহ্ তার হাতে বিজয় দান না করা পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেননি।

ইমাম বায়হাকী (র) হাকিম - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা সূত্রে, তিনি তদীয় পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ খায়বরের দিন আবূ বকর (রা) পতাকা ধারণ করেন। কিন্তু বিজয় অর্জন ছাড়াই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। মাহমূদ ইব্ন মাসলামা শহীদ হলে লোকেরা ফিরে আসে। তখন রাসূল

করীম (সা) বললেন ঃ আগামীকাল আমি আমার পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করবো, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ভালবাসে আর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলও যাকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ তার হাতে বিজয় সূচিত না করা পর্যন্ত সে ব্যক্তি ফিরে আসবে না। আগামীকাল বিজয় নিশ্চিত এ আশায় আমরা প্রশান্ত চিত্তে রাত্রি যাপন করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাত আদায় করে পতাকা নিয়ে আসতে বলেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাসূল করীম (সা)-এর নিকট যার কিছু মর্যাদা আছে সে-ই আশা পোষণ করে যে, সেই হবে রাসূলের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমার যেটুকু স্থান আছে, তাতে আমি আশা পোষণ করি এবং মাথা তুলে এগিয়ে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিবকে তলব করেন। তখন তিনি চক্ষু পীড়ায় ভুগছিলেন। রাবী বলেন, রাসূল করীম (সা) তাঁর চোখে হাত বুলান আর তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন। তিনি বিজয় অর্জন করেন। তখন আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দাকে বলতে শুনি, তিনি বলছিলেন, তিনি ছিলেন মারহাবকে হত্যাকারী।

ইব্ন ইসহাক সূত্রে ইউনুস বলেন যে, খায়বরের দুর্গগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম 'নাএম' দুর্গ জয় করা হয়। সেখানেই মাহমূদ ইব্ন মাসলামাকে শহীদ করা হয়। উপর থেকে তাঁর মাথায় যাতা নিক্ষেপ করা হলে তাতে তিনি শহীদ হন।

ইমাম বায়হাকী (র) ইউনুস ইব্ন বুকায়র - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুরায়দা সূত্রে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো কখনো মাথা ব্যথায়[১] আক্রান্ত হতেন। তখন দু একদিন ঘর থেকে বের হতেন না। খায়বরেও তিনি মাথা ধরায় আক্রান্ত হন। এ সময় তিনি লোকজনের সম্মুখে উপস্থিত হননি। হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পতাকা নিয়ে বের হন এবং তুমুল জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্র (সা) পতাকা ধারণ করে তীব্র জিহাদ করেন যা ছিল পূর্বের চেয়ে আরো অনেক কঠোর; কিন্তু তিনিও ফিরে আসেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, আগামী কাল আমি এমন লোকের হাতে এ পতাকা তুলে দেবো, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও যাকে ভালবাসেন। আর সে ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগে উক্ত অঞ্চল জয় করবেন। (রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন একথা বলেন) তখন সেখানে আলী (রা) ছিলেন না। প্রতিটি কুরায়শী আর প্রতিটি ব্যক্তি আশা পোষণ করেছিলেন যে, তিনিই হবেন সে ব্যক্তি। প্রত্যুষে একটা উটে আরোহণ করে হযরত আলী (রা) আগমন করে উট থেকে নেমে তা বাঁধলেন। এসময় তিনি চক্ষুপীড়ায় ভুগছিলেন। এ কারণে তাঁর চক্ষুদ্বয়ে কাতারী কাপড় দ্বারা পট্টি বাঁধা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার কী হয়েছে? বললেন, চক্ষু ব্যথা করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার কাছে এসো। (তিনি কাছে এলে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চোখে মুখের লালা লাগান। এরপর তাঁর জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত আর কখনো তিনি চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হননি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলে তিনি পতাকা নিয়ে রওয়ানা হন। এসময় তাঁর গায়ে ছিল 'আরজুয়ান' এর লাল জুব্বা। তিনি খায়বরে আগমন করলে দুর্গের অধিপতি মারহাব বেরিয়ে আসে। মারহাবের শিরে ছিল ইয়ামানী শিরস্ত্রাণ। পাথরের কারুকার্য করা এ শিরস্ত্রাণ তিনি মাথায় ব্যবহার করেন। আর মুখে নিম্নোধৃত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ঃ

১. মূলে شقيقة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আমার সামনের দিক বা উভয় দিকের ব্যথা।

قـد علمت خيبـرانى مرحـب شاك سلاحى بطل مجرب

اذا الليـوث اقبلـت تلهـب واحجمت عن صولة المغلب

খায়বর জানে যে, আমি মারহাব! অস্ত্রধারী অভিজ্ঞ নেতা আমি। সিংহ ক্ষিপ্ত হয়ে যখন সম্মুখে এগিয়ে আসে এবং বিজয়ীর হামলার ভয়ে যখন সে পিছনে সরে যায়।

এর জবাবে আলী (রা) হুংকার দিয়ে আবৃত্তি করেন ঃ

انا الذى سمتنى امى حيدرة كليث غابات شديد القسورة

كيلكم بالصاع كيل السندره

আমি সে ব্যক্তি, যার নাম রেখেছেন তার মা হায়দর বলে। যেন জঙ্গলের সিংহ আর কি। শক্ত আমার পাকড়াও। আমি তোমাদেরকে মেপে দেবো এক সা' এর বিনিময়ে এক মান্দারা (এক বড় মাপের পরিমাণ বিশেষ)।

রাবী বলেন, এরপর উভয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। একে অন্যের উপর আঘাত হানেন। হযরত আলী (রা) তার উপর এমন তীব্র আঘাত হানেন যা প্রস্তরকেও তা খানখান করে দেয়। যা মস্তক ভেদ করে মাড়ির দাঁত পর্যন্ত পৌঁছে। এরপর তিনি খায়বর নগরী অধিকার করে নেন।

হাফিয বায্যার আব্বাদ ইব্ন ইয়া'কুব - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে খায়বরের দিন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), অবশেষে হযরত আলী (রা)-কে প্রেরণ করা এবং তাঁর হাতে খায়বর বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনার কিছুটা বৈকল্য আর অগ্রাহ্যতা রয়েছে এবং তার সনদে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন। যিনি শিয়াবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম মুসলিম (র) এবং ইমাম বায়হাকী (র) হাদীছের শব্দমালা ইমাম বায়হাকী– ইকরিমা ইব্ন আম্মার - - - - সালামা ইবনুল আক্ওয়া'। তিনি তাঁর পিতা সূত্রে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করে তাতে ফাজারা যুদ্ধ থেকে তাদের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক বলেন যে, আমরা তথায় তিন দিন অবস্থান করে খায়বরের উদ্দেশ্যে বের হই। রাবী বলেন যে, আমীর নিম্নোধৃত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রাস্তায় বের হন ঃ

واللّه لـولا انـت ما اهتـدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

ونحـن من فضلك ما استغنينا فانزلن سكـينـة علينا

وثبت الاقدام ان لاقينا

আল্লাহ্র কসম ! আপনি না থাকলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, সাদাকা করতাম না, নামায আদায় করতাম না। আপনারা দয়া থেকে আমরা বিমুখ হতে পারি না। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতি শান্তি নাযিল করুন।

আর আমরা যখন সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হই তখন আমাদের পদ দৃঢ় ও স্থির রাখবেন।

রাবী বলেন, কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কার কবিতা ? লোকেরা বললো ঃ আমীর নামক এক কবির। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমার পালনকর্তা তোমাকে ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো জন্য বিশেষভাবে দু'আ করলে সে শাহাদাত লাভ করতো। তখন উমর (রা) বললেন ঃ আর এ সময় তিনি ছিলেন উটের পিঠে। আরো কিছুকাল যদি আমীর দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত হতে দিতেন। রাবী বলেন, আমরা যখন খায়বর আগমন করি তখন মারহাব তরবারি উঠিয়ে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বের হয় ঃ

قد علمت خيبرانى مرحب　　شاكى السلاح بطل مجرب

اذا الحروب اقبلت تلهب

খায়বর জানে যে, আমি মারহাব, আমি অস্ত্র চালাই, আমি দক্ষ নেতা। যখন যুদ্ধে এগিয়ে এসে স্ফূলিঙ্গ সৃষ্টি করে। রাবী বলেন, তখন আমীর (রা) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ডাক দেন ঃ

قد علمت خيبرانى عامر　　شاكى السلاح بطل مغامر

খায়বর জানে যে, আমি 'আমীর, অস্ত্র চালনায় দক্ষ, যোদ্ধা, আমি যুদ্ধ করি; কিন্তু পেছনে সরে যাইনা।

রাবী বলেন, এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে উভয়ে একে অপরকে তরবারি দ্বারা আঘাত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মারহাবের তলোয়ার আমীর এর ঢালের উপর পতিত হয়। আমীর তাকে নীচে থেকে আঘাত করতে উদ্যত হলে নিজের তলোয়ারের আঘাতে তার প্রধান শিরা কাটা যায় এবং এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে। সালামা (রা) বলেন, আমি বাইরে এসে দেখি, রাসূল করীম (সা)-এর একদল সাহাবী বলাবলি করছেন আমীর এর আমল বরবাদ হয়ে গেছে। আমীর নিজেকে নিজে হত্যা করেছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির হই, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমার হয়েছে কী ? আমি বললাম ঃ লোকেরা বলছে আমীর এর আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি জানতে চাইলেন, এমন কথা কে বলছে ? আমি বললাম, আপনার একদল সাহাবী। তিনি বললেন, ওরা মিথ্যা কথা বলছে। বরং তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক প্রেরণ করে আলী (র)-কে ডেকে পাঠান। এ সময় তাঁর চক্ষু পীড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আজ আমি এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা দেবো, যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ভালবাসে। রাবী বলেন, আমি আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-এর চোখে তাঁর মুখের লালা লাগালে তিনি সুস্থ হন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন। এ সময় মারহাব নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হয় ঃ

قد علمت خيبرانى مرحب　　شاكى السلاح بطل مجرب

اذا الحروب اقبلت تلهب

তখন আলী (রা)ও নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এগিয়ে যান ঃ

انا الــذی سمتنی امی حیدره　　كليث غابات كريهة المنظره

اوفيهم بالصاع كيل السندره

আমি সে ব্যক্তি, মা যার নাম রেখেছে হায়দর। আমি বনের ভয়াল-ভয়ংকর সিংহের মতে আমি তাদেরকে ছা' এর মাপে পুরাপুরি দেবো। এই বলে তিনি মারহাবের মাথায় তরবারি দ্বার আঘাত হানেন। এতে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। মারহাব নিহত হয়। দুর্গ জয় হয়। এমনই বর্ণিত আছে যে– হযরত আলী (রা)-ই অভিশপ্ত মারহাবের হত্যাকারী।

ইমাম আহমদ (র) হুসাইন - - - - আলী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেছেন মারহাবকে হত্যা করে আমি তার মস্তক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির করি। পক্ষান্তরে মূস ইব্‌ন উক্‌বা যুহ্‌রী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মারহাবকে যিনি হত্যা করেছেন তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা, ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করে তিনি বলেন ঃ মারহাব ইয়াহূদী নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে খায়বর দুর্গ থেকে বহির্গত হয় ঃ

قــد علمــت خيبرانى مرحب　　شاكى السلاح بطل مجرب

اطعــن احيانا وحيــنا اضرب　　اذا الليوث اقبلت تلهب

ان حماى للحمى لا يقـــرب

খায়বরবাসী জ্ঞাত আছে যে, আমি মারহাব। আমি সশস্ত্র, অভিজ্ঞ ও বীর। কখনো বর্শা দ্বার আঘাত হানি, আবার কখনো আঘাত করি তরবারি দ্বারা। সিংহ যখন ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে আসে তখন সে আমার চারণভূমির নিকটেও ঘেষতে পারে না।

তার এ কবিতা শুনে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) জবাবে বলেন ঃ

قــد علمــت خيبرانى كعب　　مفرج الغماء جرى صلب

اذ شبت الحرب وثار الحــرب　　معى حسام كالعقيق عضب

يطأكمو حتى يـــذل الصعب　　بكف ماض ليس فيه عيب

খায়বর জানে যে, আমি কা'ব আমি দুঃখ-কষ্ট দূর করি, আমি বীর-কঠোর। যখন যুদ্ধ শুরু হয় আর তীব্ররূপ নেয়। আমার কাছে তলোয়ার, আকীক পাথরের ন্যায় মূল্যবান ও ধারালো।

তা বিনাশ সাধন করবে তোমাদের, শেষ পর্যন্ত বিপদই সহজ মনে হবে। সে তরবারি এমন এক ব্যক্তির হাতে আছে, যাতে কোন খুঁত নেই, নেই কোন ত্রুটি। বর্ণনাকারী বলেন যে, মারহাব এ কবিতা আওড়াতে আওড়াতে বলছিল এমন কে আছে যে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কে এর মুকাবিলা করবে ? তখন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি তার মুকাবিলা করতে প্রস্তুত। আল্লাহ্‌র কসম, আমি মযলূম ও প্রতিশোধপ্রার্থী। সে গতকাল আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা

বললেন, তুমি তার দিকে এগিয়ে যাও। তারপর তিনি দু'আ করলেন- "হে আল্লাহ্! এ কাজে তাকে সাহায্য কর।" তাদের একজন অপরজনের নিকটবর্তী হলে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ উভয়ের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় (যে প্রাচীন বৃক্ষ থেকে অনবরত আটা নিগর্ত হতো। তাদের একজন অপরজনের থেকে এ বৃক্ষের মাধ্যমে, আত্মরক্ষা করছিলেন। আর অপরজন নিজ তরবারি দ্বারা বৃক্ষের আড়াল করা অংশে আঘাত করছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে মুখোমুখি হলেন। এভাবে বৃক্ষটা তাদের উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান একজন লোকের মত হয়ে যায়। তখন মারহাব মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামার উপর তরবারি দ্বারা আঘাত হানে আর তিনি ঢাল দ্বারা এ আঘাত ঠেকান। তিনি ঢালের উপর থেকে তরবারি টেনে বের করে নিয়ে তার উপর পাল্টা আঘাত হানেন এবং এভাবে মারহাবকে হত্যা করেন। ইমাম আহমদ (র) ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম সূত্রে তিনি তাঁর পিতা থেকে আর তিনি ইব্ন ইসহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, কারো কারো ধারণা, মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা মারহাবকে হত্যা করার সময় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

قد علمت خيبرانى ماض   حلو اذا شئت وسمٌّ قاض

খায়বর জানে যে, আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর মিষ্ট, যখন আমার অভিপ্রায় হয়। আবার আমি হলাহলও। অনুরূপ জাবির প্রমুখ থেকে ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাই ছিল মারহাবের হত্যাকারী। ওয়াকিদী (র) আরো উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা মারহাবের পদদ্বয় কর্তন করলে সে বলে— আমার জীবন লীলাই সাঙ্গ করে দাও। তখন তিনি বলেন, না (এভাবে সহজে তোমাকে মরতে দেওয়া হবে না, বরং) মাহমূদ ইব্ন মাসলামা যেভাবে মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করেছে, তোমাকেও সেভাবে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। এরপর হযরত আলী (রা) তার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি মারহাবের মস্তক কর্তন করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে মারহাবের অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা এ বিরোধ নিয়ে রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলে রাসূল করীম (সা) মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামাকে মারহাবের তরবারি শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও বর্শা দান করেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, তার তরবারির উপর এ কবিতাটি লেখা ছিল ঃ

هـذا سيف مرحـب   من يـذقـه يعطـب

এটা হল মারহাবের তলোয়ার, যে ব্যক্তি এর স্বাদ গ্রহণ করবে, সে বিনাশ হবে।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, মারহাবের মৃত্যুর পর তার ভাই ইয়াসির বেরিয়ে এসে বলে ঃ আমার সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে এমন কে আছে ? হিশাম ইব্ন উরওয়া ধারণা করেন যে, যুবায়র (রা) তার সম্মুখে উপস্থিত হলে তাঁর মা আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা সাফিয়্যা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার সন্তান তো মারা পড়বে। রাসূল করীম (সা) বললেন, না, বরং তোমার পুত্র তাকে হত্যা করবে ইনশাআল্লাহ্! তারপর উভয়ে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলে যুবায়র (রা) তাকে বধ করেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, এরপর যুবায়রকে যখন বলা হতো, আল্লাহ্র শপথ, সেদিন তোমার তরবারি ছিল খুব ধারালো। তখন তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তা ধারালো ছিল না, বরং তরবারির তীব্র চাপে আমি তাকে বধ করেছি।

রাসূল করীম (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফে' সূত্রে ইব্ন ইসহাক এর বরাতে ইউনুস বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফে' বলেন ঃ

"রাসূল করীম (সা) আলী (রা) কে তাঁর পতাকা দিয়ে যখন খায়বরে প্রেরণ করেন তখন তাঁর সঙ্গে আমরাও ছিলাম। তিনি দুর্গের নিকটবর্তী হলে দুর্গের বাসিন্দারা বেরিয়ে তাঁর কাছে আসে। তিনি একা তাদের সঙ্গে লড়াই করেন। জনৈক য়াহূদী তাঁর প্রতি আঘাত হানলে তিনি তাঁর হাত থেকে ঢাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুর্গের দরজাকে ঢাল বানিয়ে নেন আর তা দ্বারা প্রতিরোধ করেন। দূর্গ জয় করা পর্যন্ত এ দরজা তাঁর হাতে ছিল। দুর্গের দরজা হাতে নিয়ে লড়াই করতে করতে আল্লাহ্ তাকে বিজয় দান করেন। তারপর তিনি হাত থেকে দরজাটি ছুড়ে ফেলে দেন। আবূ রাফে' বলেন, আমরা ৮জন লোক মিলে (যাদের মধ্যে আমি ছিলাম ৮ম ব্যক্তি) দরজাটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়ার চেষ্টা চালিয়েও সক্ষম হইনি। অবশ্য এর সনদে একজন অজ্ঞাতনামা রাবী রয়েছেন। সনদটি বিচ্ছিন্নও বটে।

অবশ্য হাফিয বায়হাকী (র)ও হাকিম (র) মুত্তলিব ইব্ন যিয়াদ- - -- -জাবির সূত্রে বর্ণনা করেনঃ

জাবির (রা) বলেন ঃ খায়বরের দিন আলী (রা), একটা দরজা উত্তোলন করেন এবং মুসলমানগণ তার উপর আরোহণ করে খায়বর জয় করেন। পরবর্তীতে ৪০ জন লোক অনেক চেষ্টা করেও দরজাটি উত্তোলন করতে পারেননি। এ বর্ণনাতেও দুর্বলতা আছে। এ ছাড়া এক দুর্বল বর্ণনায় হযরত জাবির থেকে বর্ণিত আছে যে, ৭০ জন লোক চেষ্টা করেও দরজাটি (যথাস্থানে) পুনঃস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। ইমাম বুখারী (র) মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম - - - - ইব্ন আবূ উবায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

যে তিনি বলেছেন, সালামার পায়ের গোছায় আঘাতের চিহ্ন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করি; আবূ মুসলিম ! এটা কিসের চিহ্ন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ এটা খায়বরের দিন আঘাতের চিহ্ন। লোকেরা বলাবলি করে যে, সালামা বুঝি মারাই গেল। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি (আঘাতের স্থানে) তিনবার ফুঁ দিলে অদ্যাবধি আমি আর সে স্থানে ব্যথা অনুভব করিনি। ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা - - - - সহল সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

যে, কোন এক যুদ্ধে নবী করীম (সা) এবং মুশরিকরা সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষ নিজ নিজ সেনাদলের দিকে ধাবিত হয়। আর মুসলমানদের মধ্যে এমন একজন লোক ছিল, যে কোন মুশরিককে একা পেলে পেছন থেকে তরবারী দ্বারা আঘাত না করে ছাড়তো না। কোন একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি এমন কাজ করেছে যা ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে আর কেউ করেনি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে জাহান্নামী। তখন লোকেরা বললো, সে যদি জাহান্নামী হয় তবে আমাদের মধ্যে আর কে জান্নাতী হবে ? তখন সকলের মধ্য থেকে একজন বললো ঃ আমি তার পেছনে লেগে থাকবো; সে দ্রুত গমন করুক আর ধীরে গতিতে, (সর্বাবস্থায়) আমি তার সঙ্গে থাকবো। আহত হয়ে লোকটি দ্রুত মৃত্যু কামনা করল। সে তরবারির হাতল মাটিতে স্থাপন করে এবং ধারালো অংশ বুকের সঙ্গে চেপে ধরে সজোরে চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তখন পেছনে লেগে থাকা লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললো আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল! তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

ব্যাপার কী ? লোকটি রাসূল করীম (সা)-কে সকল কথা খুলে বললে তিনি বললেন ঃ একজন লোক মানুষের দৃষ্টিতে বাহ্যতঃ জান্নাতী ব্যক্তির ন্যায় আমল করে; কিন্তু আসলে সে জাহান্নামী; পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি বাহ্য দৃষ্টিতে জাহান্নামীর মতো আমল করে; কিন্তু পরিণামে সে হবে জান্নাতী। ইমাম বুখারী (র) কুতায়বা সহল সূত্রেও হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী আবুল ইয়ামান - - - - আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করেন বলে ঃ

"খায়বর (যুদ্ধে) আমরা উপস্থিত ছিলাম। রাসূল করীম (সা) ইসলামের দাবীদার তাঁর জনৈক সফর সঙ্গী সম্পর্কে বললেন ঃ এ ব্যক্তি জাহান্নামী। যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে লোকটি প্রচণ্ড লড়াই করে। লোকটি অনেক আঘাত পেল। (রাসূল করীম (সা)-এর উক্তি সম্পর্কে) অনেকের সন্দিহান হওয়ার উপক্রম হল। লোকটি আঘাতের প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলো। সে তূণীরে হাত দিয়ে তা থেকে কয়েকটি তীর বের করলো আর সেগুলোর দ্বারা নিজের জীবন নাশ করলো। ব্যাপারটা অনেকের কাছে গুরুতর ঠেকলো। তারা রাসূল করীম (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কথা সত্যে পরিণত করেছেন। সেতো নিজেকে যবাই করে আত্মহত্যা করছে। তখন রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ হে অমুক! উঠে দাঁড়াও এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা ফাসিক পাপাচারী ব্যক্তি দ্বারাও দীনের সাহায্য করেন। মূসা ইব্ন উকবা যুহ্রী সূত্রে জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ দাসের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। যাকে আল্লাহ্ একই সঙ্গে ঈমান এবং শাহাদতের দৌলতে ধন্য করেছেন। অনুরূপ-ভাবে ইবনু লাহিআ আবুল আসওয়াদ ও উরওয়া সূত্রেও এ কাহিনীটি বর্ণনা করেন ঃ তা নিম্নরূপ ঃ

"খায়বরবাসীদের নিকট জনৈক কাফ্রী ক্রীতদাস এলো, যে ছিল তার মালিকের ছাগপালের রাখাল। সে যখন দেখতে পেলো যে, খায়বরবাসীরা অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছে, তখন সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে তোমরা কী চাও ? তারা বললো ঃ আমরা এ ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই করবো, যে নিজেকে নবী বলে দাবী করছে। এতে তার মনে নবীর কথা জাগলো। তাই সে বকরী নিয়ে রাসূল করীম (সা)-এর সমীপে হাযির হলো। জিজ্ঞেস করলো, আপনি কিসের দিকে আহ্বান জানান ? তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাই। আমি এজন্য আহ্বান জানাই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই আর আমি আল্লাহ্র রাসূল। আর তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। রাবী বলেন, তখন গোলাম বললো, আমি যদি একথার সাক্ষ্য দেই এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনি তাহলে আমি কি পাবো ? রাসূল করীম (সা) বললেন, একথায় অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করতে পারলে তুমি জান্নাত লাভ করবে। তখন গোলামটি ঈমান এনে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এসব বকরীতো আমার নিকট আমানত। তখন রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ এসব বকরীকে কংকর নিক্ষেপে আমাদের সৈন্যদলের আওতা থেকে তাড়িয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আমানত যথাস্থানে পৌঁছাবেন। সে তাই করলো আর বকরীগুলো তার মালিকের নিকট ফিরে গেল। তখন য়াহূদী আঁচ করতে পারলো যে, তার গোলামটি ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন রাসূল করীম (সা) দাঁড়িয়ে লোকদেরকে উপদেশ দিলেন। এরপর রাবী আলী (রা)-কে পতাকা দেন। য়াহূদীদের দুর্গের নিকট হযরত আলী (রা)-এর গমন এবং মারহাবকে হত্যা করার কথাও উল্লেখ করলেন। সাথে সাথে আলীর সঙ্গে মিলে সেই কৃষ্ণাঙ্গ দাসের লড়াই করা এবং তার মৃতদেহ মুসলিম সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া

এসবই তিনি উল্লেখ করলেন। লোকজনের ধারণা, রাসূল করীম (সা) সেনা ছাউনিতে উপস্থিত হন এবং সাহাবীগণকে সেখানে প্রত্যক্ষ করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ দাসকে সম্মানিত করেছেন আর তাকে মঙ্গল ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করেছেন। সত্যিকার অর্থে ইসলাম তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল আর আমি তার শিয়রে দু'জন আয়তলোচনা হুর দেখতে পেয়েছি। হাফিয বায়হাকী (র) ইব্ন ওয়াহাব - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খায়বর যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। সৈন্যদের একটি ছোট দল রওয়ানা হল। তারা একজন লোককে পাকড়াও করলো, যার সঙ্গে বকরী ছিল। লোকটি বকরীগুলো চরাচ্ছিল। এভাবে কৃষ্ণাঙ্গ দাসের কাহিনীর মতো কাহিনী উল্লেখ করে তাতে শেষে বললেন ঃ সে শহীদ হিসাবে মৃত্যু বরণ করে; অথচ সে আল্লাহকে একটা সিজদাও করেনি।

বায়হাকী (রা) মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি একজন কৃষ্ণকায় কদাকার ব্যক্তি। আমার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। আমি যদি এদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মারা যাই তবে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাঁ, তুমি জান্নাতে যাবে। লোকটি এগিয়ে এসে লড়াই করতে করতে জীবন দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার লাশের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন, তোমার আত্মাকে পবিত্র করুন। আর তোমার সম্পদ বর্ধিত করুন এবং বললেন ঃ আমি তার দু'জন আয়তলোচনা হুর স্ত্রীকে তাকে নিয়ে বিবাদ করতে দেখেছি, তারা তার দেহ আর জুব্বার মধ্যে কে আগে প্রবেশ করবে এ ব্যাপারে ঝগড়া করছিল। বায়হাকী (র) ইব্ন জুরায়জ - - - - ইবনুল হাদ সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান আনলো, আনুগত্য প্রকাশ করলো। সে বললো, আমি আপনার সঙ্গে হিজরত করবো। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার ব্যাপারে কোনও একজন সাহাবীকে ওসীয়ত করলেন। খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হলে রাসূল করীম (সা) গনীমতের মাল লাভ করেন এবং সে মাল বণ্টনকালে বণ্টনে তিনি তাকে অংশীদার করলেন। তাকে যে অংশ তিনি দিয়েছিলেন জনৈক সঙ্গী সাহাবীগণ তা তার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। লোকটি বকরী চরাত। লোকটি উপস্থিত হলে তার বন্ধু বা তাকে তার অংশ পৌঁছিয়ে দিল। সে বললো ঃ এটা কি? জবাবে তারা জানালো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে এ অংশ দান করেছেন। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার গনীমতে অংশ লাভের কথা নিশ্চিত করে বললো ঃ আমি এ মালের জন্য আপনার আনুগত্য নিশ্চিত হয়ে করিনি; বরং আমিতো আপনার আনুগত্য স্বীকার করেছি এজন্য যে, আমি এ দিকে তীর নিক্ষেপ করবো- একথা বলে সে তীর দ্বারা গলার দিকে ইশারা করে আর এভাবে মৃত্যু বরণ করে আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার নিয়্যতের যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ তা পূরণ করবেন। এরপর দুশমনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সকলেই রওয়ানা হলেন। (লোকটিও তাদের সঙ্গে ছিল এবং লড়াই-এ জীবন দান করলো)। লড়াই শেষে লোকটির মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত করা হলো। (দেখা গেল) সে যেখানে ইশারা করেছিল, সেখানেই তীরের আঘাত

লেগেছে। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ এ সে ব্যক্তি ? লোকেরা বললো, জ্বী হাঁ। তখন নবী করীম (সা) বললেন, সে আল্লাহ্র সঙ্গে সত্য অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ্ তার অঙ্গীকারকে সত্যে পরিণত করেছেন। লোকটিকে নবী করীম (সা) তাঁর নিজের জুব্বা দ্বারা কাফন পরান এবং তার লাশ সম্মুখে রেখে জানাযার নামায পড়ান এবং (সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে) এ দু'আ স্পষ্ট শোনা গেল ঃ

اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك قتل شهيدا وانا عليه شهيد

হে আল্লাহ্! লোকটি তোমারই বান্দা। তোমার রাস্তায় হিজরত করে বের হয়েছে। শহীদ হিসাবে সে মৃত্যুবরণ করেছে, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

মুত্'আ বিবাহ প্রভৃতি নিষিদ্ধ হওয়া

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাছে নিয়ে আসা গনীমতের মাল পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করতেন আর এক এক করে দুর্গ জয় করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম তাদের যে দুর্গটি জয় করেন তা ছিল 'নাএম' দুর্গ। এ দুর্গের নিকটেই হত্যা করা হয় মাহ্মুদ ইব্ন মাসলামাহকে। তাঁকে হত্যা করা হয় উপর থেকে যাতা নিক্ষেপ করে। এরপর জয় করা হয় কামুস দুর্গ এটি ছিল বনূ আবুল হুকায়ক-এর দুর্গ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বরের য়াহূদীদের মধ্য থেকে অনেককে বন্দী করেন। এসব বন্দীদের মধ্যে সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাবও ছিলেন। ইনি ছিলেন কিনানা ইব্ন রবী' ইব্ন আবুল হুকায়কের স্ত্রী। সাফিয়্যার দু'জন চাচাতো বোনও ছিলেন বন্দীদের মধ্যে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সাফিয়্যাকে নিজের জন্য পসন্দ করেন। দিহ্ইয়া ইব্ন খলীফা আল-কালবী (রা) হযরত সাফিয়্যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আবেদন জানিয়ে ছিলেন। তিনি (সা) হযরত সাফিয়্যাকে নিজের জন্য পসন্দ করেন আর দিহ্ইয়াকে দেন সাফিয়্যার দুই চাচাতো বোন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, খায়বরের প্রচুর বন্দী মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং লোকেরা সেদিন গাধার গোশ্ত ভক্ষণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাধার গোশ্ত ভক্ষণ করতে তাদেরকে নিষেধ করার কথা ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (র) গাধার গোস্ত ভক্ষণ করা নিষেধ-এ পর্যায়ের হাদীছগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এবং অতি উত্তম সনদে সংকলন করেন। প্রাচীন যুগের ও পরবর্তী কালের অধিকাংশ আলিমের মতে গাধার গোশত ভক্ষণ করা হারাম। চার ইমাম এরও এ মত। তবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ কিছু সংখ্যক আলিম গাধার গোশত খাওয়া বৈধ বলেছেন। যে সব হাদীছে গাধার গোশত হারাম বলা হয়েছে, তারা এর বিভিন্ন জবাবও দিয়েছেন। যথা ভারবহনের কাজে গাধা ব্যবহার করা হয়, তখন পর্যন্ত খুমুস তথা এক-পঞ্চমাংশ বের করা হয়নি, অথবা গাধা নাপাক বস্তু আহার করে। বিশুদ্ধ কথা এই যে, গাধা মূলতই হারাম। বিশুদ্ধ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করেন ঃ

ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرفانها رجس فاكفؤها والقدورتفوربها ـ

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা) তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তা নাপাক। তাই তোমরা গাধার গোশত ফেলে দাও, (আর এ নির্দেশ জারী করার সময় গাধার গোশত) ডেকচীতে টগবগ করে ফুটছিল। কিতাবুল আহকাম-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইব্ন ইসহাক (র) সালামা ইব্ন কারকারা - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন, আর জাবির খায়বর যুদ্ধে শরীক ছিলেন না ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نهى الناس عن اكل لحوم الحمر اذن لهم فى لحوم الخيل --

রাসূল করীম (সা) যখন লোকজনকে গাধার গোশত খেতে বারণ করেন, সে সময় তিনি তাদেরকে ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দান করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ হাদীছটি হাম্মাদ ইব্ন যায়দ - - - - জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বুখারী শরীফের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

نهى رسول الله صلعم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص فى الخيل –

খায়বরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইব্ন ইসহাক (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ মাকহূল সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

ان النبى صلعم نها هم يومئذ عن اربع : (١) عن اتيان الحبالى من النساء (٢) وعن اكل الحمار الاهلى (٣) وعن اكل ذى ناب من السباع (٤) وعن بيع المغانم حتى تقسم –

নবী করীম (সা) সেদিন (খায়বরের দিন) চারটি বিষয় নিষেধ করেছেন ঃ (১) যুদ্ধবন্দী অন্তঃসত্ত্বা নারীর সঙ্গে সঙ্গম (২) গাধার গোশত খাওয়া (৩) নখর বিশিষ্ট হিংস্র জন্তুর গোশত খাওয়া এবং (৪) বন্টন করার আগে গনীমতের মাল বিক্রয় করা।

এ হাদীছটি মুরসাল পর্যায়ের।

ইব্ন ইসহাক (র) ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব - - - - হাসান সানআনী সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

আমরা রুওয়াইফে' ইব্ন ছাবিত আল-আনসারীর সঙ্গে মাগরিব দেশের একটা জনপদে, যাকে বলা হতো 'জিরবা' লড়াই করি। তিনি উক্ত জনপদ জয় করে সেখানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ

লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে কেবল এমন কথা বলবো, যা আমি রাসূল করীম (সা) কে বলতে শুনেছি। খায়বরের দিন রাসূল করীম (সা) আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ আল্লাহ্ আর শেষ দিনে বিশ্বাস করে এমন কোন ব্যক্তির জন্য অপরের ক্ষেতে পানি সিঞ্চণ করা হালাল নয়। অর্থাৎ অন্তঃসত্ত্বা বন্দী দাসীর সঙ্গে সঙ্গত হওয়া বৈধ নয়! আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে এমন কোন লোকের জন্য হালাল নয় ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে কোন বন্দী দাসীর সঙ্গে

সঙ্গত হওয়া। আর আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাস করে এমন কোন ব্যক্তির জন্য বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল বিক্রি করা হালাল নয়। আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তির জন্য মুসলমানদের গনীমতের পশুতে সওয়ার হয়ে তাকে দুর্বল করে ফেরত দেওয়া হালাল নয়। এবং আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে এমন কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, মুসলমানদের ধন ভাণ্ডার থেকে বস্ত্র নিয়ে পরিধান করবে আর তা পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ করে ফেরত দিবে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) সূত্রে আবূ দাঊদ (র) এমনভাবেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) হাফ্‌স ইব্‌ন উমর শায়বানী - - - - রুয়াইফি' ইব্‌ন ছাবিত সূত্রে সংক্ষেপে হাদীছটি বর্ণনা করে এটি হাসান পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন। সহীহ্ বুখারীতে নাফি' সূত্রে ইব্‌ন উমর (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

খায়বরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি রসুন খেতেও নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন হাযম আলী (রা) এবং শুরাইক ইব্‌ন হাম্বল (রা)-এর মত উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ খাওয়া হারাম মনে করতেন। আর তিরমিযী (র) এ দু'জন মনীষী তা মাক্‌রূহ বলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুহরী - - - - আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বর্ণিত হাদীছ--

ان رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية

অর্থাৎ রাসূল করীম (সা) খায়বর (বিজয়ের)-এর দিন মুত'আ বিবাহ এবং গৃহ পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীছ সম্পর্কে হাদীছ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা অনেক কথাবার্তা বলেছেন ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে মালিক প্রমুখের বরাতে যুহরী সূত্রে বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী মুত'আ বিবাহ হারাম ঘোষিত হয়েছিল খায়বরের দিনেই। কিন্তু দুটি কারণে এ অর্থ গ্রহণ করা মুশকিল। (এক) খায়বরের দিন মুত'আ বিবাহের আদৌ কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, ভোগের জন্য সেখানে তখন নারীর অভাব ছিল না। (দুই) মুসলিম শরীফে রবী' ইব্‌ন সাবুরা সূত্রে মা'বাদ তার পিতা থেকে বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে–

ان رسول اللّه اذن لهم فى المتعة زمن الفتح ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها وقال ان اللّه قد حرمها الى يوم القيامة فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم اذن فيها ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد ومع هذا فقد نص الشافعى على انه لا يعلم شيئا ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم غير نكاح المتعة وما حداه على هذا رحمه اللّه الا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه ـ

রাসূল করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিন তাদেরকে মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন, এরপর তা নিষিদ্ধ ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনি মক্কা ত্যাগ করেননি। তারপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত কালের জন্য মুত'আ বিবাহ হারাম করে দিয়েছেন। এতে দেখা যায় যে, তিনি আগে নিষেধ করেছেন, পরে অনুমতি দিয়েছেন, তারপর হারাম করা হয়েছে। এতে করে দু'দফা বাতিল বা রহিতকরণ সাব্যস্ত হয়, যা সুদূর পরাহত। উপরন্তু ইমাম শাফিঈ প্রমাণ পেশ করেন যে, কোন একটা বিষয় একবার মুবাহ করা হয়, পরবর্তীতে তা হারাম করে আবার

মুবাহ এবং পুনরায় হারাম করা হয়েছে বলে জানা যায় না। কেবল মুত'আ বিবাহ এর ব্যতিক্রম। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র) যে বিষয়কে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তা হল হাদীছদ্বয়ের উপর তাঁর অগাধ আস্থা। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

সুহায়লী প্রমুখ কোন কোন প্রাথমিক যুগের মনীষীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, তাঁর দাবী মতে মুত'আ তিন দফা মুবাহ করা হয় এবং তিন দফা হারাম করা হয়। অন্যরা বলেন যে, বার দফা মুবাহ এবং হারাম করা হয়। এটা তো কিছুতেই হতে পারে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। প্রথমে কখন মুত'আ হারাম ঘোষণা করা হয়। সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। কেউ বলেন, খায়বরে প্রথম হারাম করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, উমরাতুল কাযায় আবার কারো কারো মতে মক্কা বিজয়ের দিনে। এ মতটাই স্পষ্ট। আবার কেউ কেউ বলেন, আওতাস যুদ্ধে। আর এ মতটি পূর্ববর্তী মতের নিকটবর্তী। কেউ কেউ বলেন, তবুক যুদ্ধের দিন। আবার কারো কারো মতে বিদায় হজ্জে। আবূ দাঊদ এসব মত উল্লেখ করেছেন। কোন কোন আলিম আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীছের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, তাতে আগ-পর হয়ে গেছে। অবশ্য ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত হাদীছটি মাহ্ফুয তথা নিরাপদ। এতে সুফিয়ান - - - - আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) কে বলেন ঃ

"রাসূল করীম (সা) খায়বরের দিনগুলোতে মুত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলেন যে, রাবী আমাদেরকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করেছেন যে, তার উক্তিতে উভয় বিষয়ের নিষেধাজ্ঞাটি 'খায়বর' এর দিনের সাথে সম্পৃক্ত। অথঃ ব্যাপারটা তা নয়। এই যুদ্ধ গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত। আর মুত'আ বিবাহের ব্যাপারে এ দিনের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য দুটি বিষয় একত্র করা হয়েছে এ কারণে যে, আলী (রা) জানতে পেরেছিলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) মুত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া উভয়টাকে মুবাহ মনে করতেন বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে। তখন আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ আপনি ভুল বুঝেছেন। রাসূল করীম (সা) খায়বরের দিন মুত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্ত নিষিদ্ধ করেছেন। এ দুটি বিষয় মুবাহ এমন বিশ্বাস থেকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) যাতে প্রত্যাবর্তন করেন, সে জন্য তিনি দুটোর কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাখ্যার দিকেই ঝুঁকেছেন আমাদের শায়খ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিযযী। আল্লাহ্ তাঁকে নিজ রহমত দ্বারা ঢেকে নিন। আমীন! এতদ্সত্ত্বেও ইব্ন আব্বাস (রা) গাধার গোশ্ত আর মুত'আ বিবাহকে বৈধ জ্ঞান করা থেকে ফিরে আসেননি। গাধার গোশতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাতো তার বহন আর আরোহণের কাজে ব্যবহার হতো। আর মুত'আতো কেবল সফরকালে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাঁর মতে মুবাহ। স্বাচ্ছন্দ্য আর স্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি মুত'আ বিবাহকে হারাম মনে করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর একদল অনুসারী তাকে অনুসরণ করেন। ইব্ন জুরাইজ এবং তৎপরবর্তী কাল পর্যন্ত হিজাযের আলিম সমাজের নিকট তাঁর এ মতই ছিল প্রসিদ্ধ। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতের অনুরূপ একটা মত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল থেকেও বর্ণিত আছে। তবে এ বর্ণনাটি দুর্বল। কোন কোন গ্রন্থকার ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল থেকে অনুরূপ মত উদ্ধৃত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাও ঠিক নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান কিতাবুল আহকাম। আল্লাহ্রই নিকট সাহায্য কামনা করছি।

Contents

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ এরপর রাসূল করীম (সা) দুর্গ আর গনীমতের মালের নিকটবর্তী হন এবং সেসব এক এক করে হস্তগত করেন)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর এর উদ্ধৃতি দিয়ে আসলাম গোত্রের কতিপয় লোকের বরাতে তিনি বলেন যে, সে গোত্রের শাখা গোত্র বনূ সহমের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে নিবেদন করে ঃ

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা অভাব অনটনের শিকার। এখন আমাদের হাতে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে তাদের কিছু দেবেন তাও আনছিল না। তখন আল্লাহ্‌র নবী (সা) তাদের জন্য দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাদের অবস্থা জান, তাদের শক্তি বলতে কিছুই নেই আর আমার হাতেও তাদেরকে দেয়ার মতো কিছুই নেই। তাই তুমি তাদের হাতে ইয়াহূদীদের সবচেয়ে বড় দুর্গের বিজয় দান কর। খাদ্য ও চর্বির বিবেচনায় তাদের যে দুর্গটা সবচেয়ে সেরা, তা-ই তুমি তাদেরকে জয় করতে দাও। তাই প্রত্যুষে লোকেরা হামলা চালায় এবং ইয়াহূদীদের সা'দ ইব্‌ন মু'আয দুর্গ জয় করে নেয়। খাদ্য আর চর্বি লাভের উৎসরূপে খায়বরে এর চেয়ে বড় দুর্গ আর ছিল না।

ইব্‌ন ইসহাক (রা) বলেন ঃ রাসূল করীম (সা) যখন তাদের দুর্গ জয় করে নেন (এবং গনীমতের মালও হস্তগত করেন) তখন ইয়াহূদীরা ওয়াতীহ ও সুলালিম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর এ দুর্গটি সবশেষে বিজিত হয়। রাসূল করীম (সা) তের দিন বা তার চেয়ে অধিককাল পর্যন্ত এ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন ঃ

খায়বরের দিন মুসলমানদের সংকেত ধ্বনি ছিল ঃ ইয়া মনসুর আমিত আমিত ! (يا منصور امت امت)

ইব্‌ন ইস্‌হাক (র) বুরায়দা ইব্‌ন সুফিয়ান - - - - আবুল য়ূস্‌র কা'ব ইব্‌ন আমর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

একদিন সন্ধ্যায় আমি খায়বরে রাসূল করীম (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এসময় কোন এক ইয়াহূদীর ছাগপাল বাইরে থেকে দুর্গের দিকে আসছিল। আর আমরা তখন তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলাম। তখন রাসূল করীম (সা) বললেন ঃ এমন কে আছে যে এ বকরীগুলো থেকে আমাদেরকে খাওয়াতে পারে ? আবুল য়ূস্‌র বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এজন্য প্রস্তুত। তিনি বললেন, যাও দেখি। আমি তখন উট পাখির মতো ছুটে গেলাম। রাসূল করীম (সা) আমার দিকে তাকিয়ে দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তার দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত কর। তিনি বলেন, আমি সেখানে যখন পৌঁছি তখন বকরীরপালের সামনের অংশ দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল। আমি পালের শেষ মাথা থেকে দুটো বকরী ধরে বগলদাবা করে রাসূল করীম (সা)-এর দরবারে এমনভাবে ছুটে আসি যেন আমার কাছে কিছুই নেই। আমি বকরী দুটো এনে রাসূল করীম (সা)-এর সম্মুখে রাখি। সাহাবীগণ বকরী দুটি যবাই করে আহারের ব্যবস্থা করেন। আর আবুল য়ুস্‌র ছিলেন সকলের শেষে মৃত্যুবরণকারী রাসূল করীম (সা)-এর সাহাবীগণের অন্যতম। এ হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলতেন। তিনি বলেন, সাহাবীগণ আমার দ্বারা উপকৃত হন। শেষপর্যন্ত আমিই হলাম তাঁদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তিদের অন্যতম।

হাফিয বায়হাকী তার দালাইল গ্রন্থে আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ - - - - আবূ উছমান নাহদী বা আবূ কুলাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল করীম (সা) যখন খায়বরে পৌঁছেন তখন খেজুর কাঁচা ছিল। লোকেরা ছুটে গিয়ে কাঁচা খেজুর খেয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রাসূল করীম (সা)-এর নিকট অনুযোগ করলে রাসূল (সা) বললেন ঃ পুরাতন মশকে পানি শীতল করে প্রত্যুষে আল্লাহ্র নাম নিয়ে পান করবে। তারা তাই করেন এবং সুস্থ হন। হাফিয বায়হাকী (র) আবদুর রহমান ইব্ন রাফি' সূত্রে অবিচ্ছিন্ন সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেন। এতে মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আহমদ (রা) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল সূত্রে বর্ণনা করেন। খায়বরের দিন চর্বি ভর্তি একটি থলে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তা হাতে নিয়ে আমি বললাম, আমি এখান থেকে কাউকে কিছু দেবো না। তিনি বলেন, আমি পেছনে ফিরে দেখি রাসূল করীম (সা) মুচকি হাসছেন। ইমাম আহমদ (র) আফ্ফান - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

"আমরা খায়বর প্রাসাদ অবরোধ করে রাখি, এ সময় আমাদের দিকে চর্বির একটা থলে নিক্ষেপ করা হলে আমি গিয়ে তা হাতে নেই এবং তখন রাসূল করীম (সা)-কে দেখতে পেয়ে আমি লজ্জিত হই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) শু'বা সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম (রা) শায়বান ইব্ন ফররুখ সূত্রে উছমান ইব্ন মুগীরার বরাতেও হাদীছটি বর্ণনা করেন ইব্ন ইসহাক (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মুযনী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খায়বারের গনীমতের মাল থেকে আমি এক থলে চর্বি কাঁধে নিয়ে আমার আস্তানা এবং বন্ধুদের নিকট গমন করি। গনীমতের মালের দায়িত্বশীল আমাকে পথে পেয়ে পাকড়াও করে নিয়ে যান এবং বলেন, এসো এসব মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেই। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, আমি কিছুতেই তা তোমাকে দেবো না। তিনি আমার নিকট থেকে থলে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য টানাটানি করেন। আমি যখন এরকম করছিলাম তখন রাসূল করীম (সা) আমাদেরকে দেখে হাসলেন, আর গনীমতের মালের দায়িত্বশীলকে বললেন, তাকে যেতে দাও। তিনি আমাকে ছেড়ে দিলে আমি তা নিয়ে ঘরে ফিরে যাই এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তা আহার করি।

য়াহূদীদের যবাই করা জন্তুর চর্বি হারাম- ইমাম মালিক (র)-এর এ মতের বিরুদ্ধে জমহুর আলিম এ হাদীছটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُو الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ

আর আহলি কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল। ইমাম মালিক (রা)-এর জবাবে বলেন যে, চর্বি খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করাও বিচার সাপেক্ষ। এমনও তো হতে পারে যে, তাদের জন্য হালাল পশু থেকে এ চর্বি নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এ হাদীছ দ্বারা এ প্রমাণও উপস্থাপন করা হয় যে, খাদ্য শস্যে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ ধার্য হয় না। আবূ দাউদ (র) বর্ণিত মুহাম্মাদ ইব্ন আ'লা - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা সূত্রের হাদীছ দ্বারা এমতের সমর্থন পাওয়া যায়। এ হাদীছে উল্লেখ আছে ঃ

قَالَ قلت كنتم تخمسون الطعام فى عهد رسول اللّه ص فقال اصبنا

Contents

طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجئى فيأخذ منه قدرما بكفيه ثم ينصرف تفردبه ابو داود هو حسن -

তিনি বলেন, আমি বললাম, রাসূল করীম (সা)-এর যুগে আপনারা কি খাদ্য শস্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) বের করতেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ খায়বরের দিন আমরা খাদ্য শস্য লাভ করি। একজন লোক এসে তার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তা নিয়ে যেতেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি 'হাসান' পর্যায়ের।

হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা)-এর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ নযীর ইয়াহূদীদেরকে তাদের দুষ্কর্মের জন্যে মদীনা থেকে বিতাড়িত করেন তখন তাদের অধিকাংশই খায়বারে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তাদের মধ্যে ছিল হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং আবুল হুকাইকের সন্তানরা। আর তারা ছিল তাদের সম্প্রদায়ে ঐশ্বর্য ও মর্যাদার অধিকারী। তখন হযরত সাফিয়্যা ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্কা। তারপর যখন তার বিয়ের বয়স হয় তখন তাঁর একজন চাচাতো ভাই তাঁকে বিয়ে করে। তাদের বাসর হওয়ার কয়েক দিন পর একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, আকাশের চাঁদ যেন তাঁর কোলে এসে পড়েছে। তিনি তাঁর এ স্বপ্নের কথা স্বামীর কাছে বর্ণনা করলে তাঁর স্বামী রেগে যায় এবং তাঁকে চপেটাঘাত করে এবং বলে ইয়াসরিব অধিপতি তোমার স্বামী হোক এটাইকি তুমি কামনা কর ? তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের বাসিন্দাদেরকে অবরোধ করে ফেললে এবং খায়বারের পতন ঘটলে হযরত সাফিয়্যা (রা) কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাঁর স্বামী নিহত হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিজের জন্যে পসন্দ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্তৃত্বাধীনে এসে যান। পবিত্রতা অর্জনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে বাসর ঘর করতে গিয়ে তাঁর চেহারায় উক্ত আঘাতের দাগ দেখতে পান ও তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি তাঁর উক্ত শুভ স্বপ্নের কথা বলেন ও তাঁর স্বামীর নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদেরকে সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের অতি নিকটে অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করেন। এরপর বলেন, "আল্লাহ্ মহান, খায়বার ধ্বংস হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় হাযির হই তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হয় কতই না মন্দ ! এরপর খায়বারবাসীরা পরাজিত হয়ে এদিক্ সেদিক্ পলায়ন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যোদ্ধাদেরকে হত্যা এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের বন্দী করার আদেশ দেন। বন্দীদের মধ্যে হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা)-ও ছিলেন। তিনি প্রথমে হযরত দিহ্ইয়া কালবী (রা)-এর ভাগে পড়েন। পরে অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আযাদ করে বিবাহ করেন এবং তাঁর মুক্তিকেই মোহরানা সাব্যস্ত করেন।

মুসলিম (র) ও বিভিন্ন সনদে আনাস (রা) হতে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) আদম - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

সাফিয়্যা (রা)-কে কয়েদী হিসেবে গ্রহণ করেন, তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন এবং পরে বিবাহ করেন। একজন বিশিষ্ট বর্ণনাকারী ছাবিত (রা) হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন "তিনি তাঁর মোহরানা কী দিয়েছিলেন ?" উত্তরে হযরত আনাস (রা) বলেন, তিনি তাঁর মুক্তিকেই মোহরানা সাব্যস্ত করেছিলেন। এ বর্ণনায় ইমাম বুখারী (র) ছিলেন একক।

বুখারী (র) আবদুল গাফ্ফার ও আহ্মদ ইব্ন ঈসা আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, "আমরা খায়বারে আগমন করলাম। যখন দুর্গগুলো আমাদের হস্তগত হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াইর গুণ-গরিমার কথা বর্ণনা করা হল। তাঁর স্বামী নিহত হয়েছিল এবং তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিজের জন্যে পসন্দ করলেন। তাঁকে নিয়ে বের হলেন এবং সুদ্দাস সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছার পর সাফিয়্যা (রা) পাক-পবিত্র হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বাসর হল। এরপর খেজুর ও ঘি দিয়ে 'হাইস' নামক এক প্রকার খাদ্য তৈরি হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনাস (রা)-কে বললেন, "তোমার আশে পাশে যারা আছে তাদেরকে দস্তরখানে ডেকে এনে খেতে দাও।" আনাস (রা) বলেন, "এটাই ছিল হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর ওলীমা।" আনাস (রা) বলেন, এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর পিছনে সাফিয়্যা (রা)-এর একটি চাদর বিছাতে দেখেছিলাম। এরপর তিনি উটের পার্শ্বে বসলেন, হযরত সাফিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাঁটুতে ভর দিয়ে উটে আরোহণ করেন। এ বর্ণনাটিতেও ইমাম বুখারী (র) একক।

বুখারী (র) সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম - - - - আনাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে তিন রাত অবস্থান করেন। তিনি সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে বাসর ঘর করেন। এরপর আমি মুসলমানদেরকে তাঁর ওলীমার দাওয়াত করলাম। এ ওলীমায় রুটি ও গোশতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাল (রা)-কে দস্তরখান বিছাতে হুকুম করলেন। যখন দস্তরখান বিছান হল, তার মধ্যে খেজুর, পনির ও ঘি রাখা হল। সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, সাফিয়্যা (রা)-কে কি একজন উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, না কি একজন দাসী হিসেবে ? তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, যদি তাঁর জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তিনি হবেন একজন উম্মুল মু'মিনীন, আর যদি পর্দার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে তিনি একজন দাসী হিসেবে গণ্য হবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রওয়ানা হলেন, তাঁর পিছনে সাফিয়্যার জন্যে স্থান করে দিলেন ও পর্দার ব্যবস্থা করে দিলেন। এটিও বুখারীর একক বর্ণনা।

আবূ দাঊদ (র) মুসাদ্দাদ - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, প্রথমত সাফিয়্যা (রা) দিহ্ইয়া কালবী (রা)-এর ভাগে পড়েন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে হয়ে যান।

আবূ দাঊদ (র) ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম - - - - আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খায়বারের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে কয়েদীদেরকে আনা হল। তখন বিশিষ্ট সাহাবী দিহ্ইয়া কালবী উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কয়েদীদের মধ্য হতে আমাকে একজন দাসী দান করুন ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যাও একজনকে নিয়ে যাও। তখন তিনি সাফিয়্যা

বিনতে হুয়াইকে গ্রহণ করলেন। তখন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এসে আরয করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যার সর্দার হুয়াই এর কন্যা সাফিয়্যাকে দিহ্ইয়া কালবীর হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি শুধু আপনারই যোগ্য। হুযূর (সা) বলেন, দিহ্ইয়া কালবীকে সাফিয়্যাসহ ডেকে নিয়ে এসো। নবী করীম (সা) যখন তাঁর দিকে নযর করলেন তখন দিহ্ইয়া কালবী (রা)-কে বললেন, তুমি অন্য একটি বন্দিনীকে নিয়ে নাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়্যা (রা)-কে আযাদ করে দিলেন ও তাঁকে বিবাহ করলেন। ইব্‌ন উলাইয়া (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

আবূ দাঊদ (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লাদ বাহিলী - - - - আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দিহ্ইয়া কালবী (রা)-এর অংশে একটি সুশ্রী দাসী পড়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সাতটি বন্দীর বিনিময়ে খরিদ করে নেন। এরপর তাঁকে তিনি সাজগোজের জন্য উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে সমর্পণ করেন। রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়্যাকে উম্মু সালামা (রা)-এর কাছে সমর্পণ করে দিলেন যাতে সেখানে তাঁর ইদ্দতকাল অতিবাহিত হয়। এটি আবূ দাঊদের একক বর্ণনা।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বনূ আবুল হুকাইকের নিকট থেকে কামূস নামক দুর্গটি জয় করলেন তখন সাফিয়্যা (রা) বিন্‌ত হুয়াই ও তাঁর সাথে অন্য একজন বন্দিনীকেও রাসূল (সা)-এর সামনে আনয়ন করা হল। বিলাল (রা) উক্ত দুই জন মহিলাকে নিয়ে তাদের নিহত আত্মীয়-স্বজনদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাফিয়্যা (রা)-এর সাথী মহিলাটি নিহত ব্যক্তিদেরকে দেখে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল, মহিলাটি নিজেদের মুখে আঘাত করতে লাগল এবং মাথায় ধূলি নিক্ষেপ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, এই উচ্ছৃংখল নারীটিকে এখান থেকে নিয়ে যাও। কিন্তু সাফিয়্যা (রা)-কে দেখে হুযূর (সা) তাঁর জন্যে হুযূরের পিছনে বসার জায়গা করে দেন এবং তাঁর জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করে দেন। মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিজের জন্যে পসন্দ করেছেন। সাফিয়্যার সঙ্গী ইয়াহূদী মহিলাটির কাণ্ড দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাল (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে বিলাল ! তোমার নিকট হতে কি রহমত ও মমতাবোধ লোপ পেয়ে গেছে যে, তুমি এ দুটি মহিলাকে তাদের সঙ্গীদের শবদেহ দেখিয়ে বেড়াচ্ছ ? আর হযরত সাফিয়্যা (রা) যখন কিনানা ইব্‌ন রাবী' ইব্‌ন আবূল হুকাইক এর নব পরিণীতা ছিলেন তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, আকাশের চাঁদ যেন তাঁর কোলে পতিত হচ্ছে। তিনি তখন তাঁর স্বামীর কাছে এ স্বপ্নটি ব্যক্ত করেন। স্বামী বলল, এটি তো, তোমার হিজাযের শাসক মুহাম্মাদকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বৈ কিছু না ? এরপর সে তাঁর চেহারায় আঘাত করে ফলে তাঁর চোখ নীলবর্ণ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে যখন তাঁকে পেশ করা হল তখন তাঁর চেহারায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) তখন তাঁকে বিস্তারিত জানালেন।

ইব্‌ন ইসহাক আরো বলেন, "কিনানা ইব্‌ন রাবীর নিকট বনূ নযীরের বিপুল পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাকে পেশ করা হলে, সেই সম্পদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু সে সম্পদের কথা অস্বীকার করল এবং এ সম্বন্ধে কোন কিছু

জানে না বলে ব্যক্ত করল। এমন সময় এক ইয়াহূদী রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সে কিনানাকে প্রতিদিন সকালে একটি ধ্বংসাবশেষের আশে-পাশে ঘুরাঘুরি করতে দেখে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিনানাকে বলেন, দেখ, তুমি বার বার অস্বীকার করছ, যদি প্রমাণিত হয় এবং তোমার কাছে সম্পদ পাওয়া যায়, তাহলে আমরা তোমাকে এ অপরাধের জন্যে মৃত্যুদণ্ড দেব। সে বলল, ঠিক আছে। "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটি খননের নির্দেশ দিলেন। কিছু সম্পদ তাতে বের হয়ে আসল। এরপরও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে অবশিষ্ট সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু সে সম্পদ সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-কে তাকে শাস্তি দেবার নির্দেশ দিলেন। যুবায়র (রা) চকমকি দিয়ে তার বুকে ঘষতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা)-এর কাছে তাকে সমর্পণ করেন। যাতে তিনি তাঁর ভাই মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামার হত্যার বদলে তাকে হত্যা করেন।

অধ্যায় ঃ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারবাসীদেবকে তাদের আল-ওয়াতীহ এবং আস-সুলালিম দুর্গদ্বয়ে অবরোধ করে রাখেন। যখন তারা পরাজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হল তখন তারা আত্মসমর্পণ করল ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা মঞ্জুর করেন। উপরোক্ত দুইটি দুর্গ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশফাক্ক, আন্-নাতাত ও আল-কাতীবাসহ তাদের সকল দুর্গের যাবতীয় সম্পদ অধিকার করে নেন। যখন ফাদাকের বাসিন্দারা খায়বারবাসীদের কৃতকর্ম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহীত সুব্যবস্থার কথা শুনতে পেল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে নিজেরা আত্মসমর্পণ করল, প্রাণ ভিক্ষা চাইল ও তাদের যাবতীয় সম্পদ তাঁর হাতে অর্পণ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা মঞ্জুর করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও খায়বারবাসীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী ছিলেন বনূ হারিছার মিত্র মাহীসা ইব্‌ন মাসঊদ। খায়বারের বাসিন্দারা যখন উপরোক্ত সুযোগ পেল তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সাথে অর্ধেক শস্য ফসলের বিনিময়ে চাষাবাদের অনুমতি চাইল এবং বলল,আমরা আপনাদের চাইতে চাষাবাদ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ ও অধিক পরিশ্রমী। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অর্ধেকে ফসলের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হলেন তবে আরো শর্ত রইল যে, যখনি ইচ্ছা হুযূর (সা) তাদেরকে উচ্ছেদ করতে পারবেন। আর ফাদাকের বাসিন্দারাও অনুরূপ চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হল।

অধ্যায় ঃ দুর্গগুলোর পতন ও তথাকার জমিজমা বণ্টন

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, 'ইয়াহূদীরা যখন নায়িম দুর্গ ও আস-সা'ব ইব্‌ন মু'আয দুর্গ ছেড়ে দিয়ে আয-যুবায়র দুর্গে আশ্রয় নেয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে তিন দিন অবরোধ করে রাখেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আযাল নামী একজন ইয়াহূদী উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবুল কাসিম ! আমাকে প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া হলে আমি এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে আপনাকে অবগত করাব যাহা আন-নাতাত ও আশ-শাক দুর্গদ্বয়ের বাসিন্দাদের অনিষ্ট থেকে আপনাকে রক্ষা করবে এবং আপনি তাদের সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আশ-শাক দুর্গের বাসিন্দারা আপনার ভয়ে অস্থির। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার এবং তার পরিবারবর্গের জানমালের নিরাপত্তা দিলেন। তখন ইয়াহূদী লোকটি তাঁকে বলল, "আপনি যদি তাদেরকে এক মাসও এরূপে অবরোধ করে রাখেন এতে তাদের কিছুই অসুবিধা হবে না। তাদের রয়েছে যমীনের নিচে একটি

পানির নালা। রাতের বেলায় তারা দুর্গ থেকে বের হয় এবং ঐ নালা থেকে পানি পান করে তারা পুনরায় তাদের দুর্গে ফিরে আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের এই নালাটি বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে তুমুল যুদ্ধ করে। ঐদিন কিছু সংখ্যক মুসলমান শহীদ হন এবং ইয়াহূদীদের দশ জন নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দুর্গটি জয় করেন। আর এটাই ছিল আন-নাতাতে অবস্থিত দুর্গসমূহের সর্বশেষ দুর্গ। ইয়াহূদীরা তখন আশ-শাক দুর্গে আশ্রয় নেয়। আর আশ-শাক-এর কাছে ছিল অনেকগুলো দুর্গ। এ দুর্গসমূহ হতে সর্বপ্রথম যে দুর্গটি আক্রমণ করা হয় তার নাম ছিল উবাই দুর্গ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি দুর্গের কাছে অবস্থান নেন, তার নাম ছিল সামওয়ান। এখানেও তুমুল যুদ্ধ হয়। ইয়াহূদীদের মধ্য থেকে আযূল নামক একজন যোদ্ধা দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে এবং দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায়। তখন হুবাব ইব্‌ন মুনযির (রা) তার দিকে এগিয়ে যান এবং তলওয়ারের আঘাতে ইয়াহূদীর ডান হাতটির অর্ধেক পর্যন্ত কেটে ফেলেন। তখন ইয়াহূদীর তলওয়ারটি পড়ে যায় ও সে পালিয়ে যায় হুবাব (রা) তার পিছু ধাওয়া করেন এবং তার গ্রীবা-ধমনী কেটে দেন। তখন অন্য একজন ইয়াহূদী দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসে। একজন মুসলমান তার মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন; কিন্তু ইয়াহূদী তাঁকে শহীদ করে ফেলে। এরপর ইয়াহূদীটির দিকে এগিয়ে গেলেন আবূ দুজানা (রা)। তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন। এরপর ইয়াহূদীরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ পরিহার করে। মুসলমানগণ তাকবীর ধ্বনি দিলেন। এরপর তাঁরা সামনের দুর্গটির প্রতি এগিয়ে যান ও দুর্গে প্রবেশ করেন। আবূ দুজানা (রা) ছিলেন সকলের অগ্রে। তাঁরা দুর্গে নানারূপ আসবাবপত্র বকরী, খাবার সামগ্রী ইত্যাদি পেলেন। ইয়াহূদীদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা সাধ্যমত আসববপত্র নিয়ে ভালুকের ন্যায় দুর্গ হতে পলায়ন করল এবং আশ-শাক দুর্গের অধীনে আল-বাযাত দুর্গে আশ্রয় নিল ও অত্যন্ত দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম তাদেরকে প্রতিহত করতে লাগলেন। পরস্পর তীর নিক্ষেপ শুরু হল এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবাগণের সাথে নিজ হাতে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঙ্গুলে তাদের তীরের আঘাত লাগে তখন তিনি এক মুষ্টি পাথর হাতে নিয়ে তাদের দুর্গের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাতে দুর্গটি তাদেরকে নিয়ে কেপে উঠলও মাটির সাথে মিশে গেল। মুসলমানগণ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। ওয়াকিদী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁবুবাসীদের দিকে এবং আবুল হুকাইকের দুইটি দুর্ভেদ্য দুর্গ আল-ওয়াতী ও আস-সুলালিম এর দিকে অগ্রসর হলেন। ইয়াহূদীরা এ দুর্গগুলোতে অত্যন্ত মযবূত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আশ-শাক দুর্গের নিয়ন্ত্রণে অবস্থিত আন-নাতাত দুর্গে এসে পরাজিত ইয়াহূদীরা একত্রিত হল। আবারা তারাও অন্য ইয়াহূদীদের সাথে মিলিত হয়ে আল কামূস ও আল কাতীক দুর্গে আশ্রয় নিল। তারা দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলে এবং তারা দুর্গ থেকে কোনক্রমে বের হচ্ছিল না বা এমন কি বাইরের দিকে উঁকিও মারছিল না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষেপনাস্ত্র স্থাপনের দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করলে ইয়াহূদীরা যখন তাদের ধ্বংস সম্বন্ধে নিশ্চিত হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক তাদের অবরোধের ১৪দিন পূর্ণ হল, তখন ইব্‌ন আবুল হুকাইক বের হয়ে আসল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে জীবন রক্ষা ও বন্দী হবার শর্তে সন্ধি স্থাপন করল। আর এটাও শর্ত হল যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিজেদের জমিজমা, সম্পদ ও সোনা রূপা, জন্তু-জানোয়ার সব কিছু হস্তান্তর করবে, তবে যতদূর সম্ভব পোশাক পরিচ্ছদ ও খাবার দাবার

নিজেরা বহন করে নিতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বললেন, যদি তোমরা কোন কিছু গোপন কর তাহলে তোমাদের সন্ধি ভংগ হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কোন জিম্মা থাকবে না। উপরোক্ত শর্তগুলোর উপরই তাদের সাথে সন্ধি স্থাপিত হল।

ইব্ন কাছীর (র) বলেন, এ জন্যেই যখন তারা সম্পদ গোপন করল, মিথ্যা বলল এবং বিশেষ করে বহু সম্পদে পরিপূর্ণ চামড়ার বড় থলেটি লুকিয়ে ফেলল তখন সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তারা সন্ধি ভংগ করেছে। তাই আবুল হুকাইকের পুত্রদ্বয়ও তার বংশের কতিপয় লোককে চুক্তি ভংগের কারণে হত্যা করা হল।

বায়হাকী (র) - - - - আবুল হাসান ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এমনকি তিনি তাদেরকে তাদের দুর্গে অবরোধ করে রাখেন। তিনি তাদের জমিজমা, ক্ষেত-খামার ও খেজুর বাগান দখল করে নেন। তারা তখন দেশান্তরিত হওয়ার শর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সন্ধি করে। তবে তারা পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার দাবার যা তাদের বহনযোগে নিতে পারে তার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর সোনা রূপা ও হাতিয়ার সব কিছু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তারা সমর্পণ করেছিল। তাদের প্রতি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যেন তারা কোন কিছু গোপন না করে বা কোন দ্রব্য না লুকায়। যদি তারা কোন কিছু লুকায় বা গোপন করে তাহলে তাদের সাথে আর কোন প্রকারের সন্ধি থাকবে না এবং তাদেরকে আশ্রয় দেয়ার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থাকবে না। তা সত্ত্বেও তারা একটি বড় চামড়ার থলে গোপন করল যার মধ্যে প্রচুর সম্পদ ও গহনাদি রাখা হয়েছিল এবং তা বনূ নাযীরকে বিতাড়িত করার সময় হুয়াই ইব্ন আখতাবের তত্ত্বাবধানে ছিল যা সে তা খায়বারে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুয়াইর নিয়ে যাওয়া থলে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে, বনূ নাযীর হতে প্রাপ্ত সম্পদ ভরা চামড়ার থলেটি সে কি করেছিল ? সে বলেছিল যে, দৈনন্দিন খরচ ও যুদ্ধের ব্যয়ে তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, এত অল্প সময়ে এত অধিক সম্পদ নিঃশেষ হতে পারে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে যুবায়র (রা)-এর হাওলা করলেন তিনি তাকে শাস্তি দিলেন। এর পূর্বে হুয়াইকে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানে আনাগোনা করতে দেখা গেল এবং একজন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাযির হয়ে বলল, আমি হুয়াইকে এখানে আনাগোনা করতে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশক্রমে সাহাবায়ে কিরাম তথায় গেলেন এবং খোঁজ করার পর সেখানে অর্থ সম্পদ ভরা চামড়ার থলেটি পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাবের পূর্ব স্বামী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দী করে ফেলেন এবং ওয়াদা ভংগের জন্যে তাদের সম্পদ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বণ্টন করার আদেশ দিলেন। ফলে তিনি খায়বার হতে তাদেরকে বিতাড়িত করতে মনস্থ করলেন তখন তারা বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমাদেরকে এ যমীনে থাকতে দিন। আমরা এ যমীনের উন্নতি সাধন করব এবং তা' উত্তমরূপে আবাদ করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কাছে কোন খাদ্যশস্য ছিল না যার মাধ্যমে তারা নিজেদের ভরণ-পোষণ নির্বাহ

করবেন। আর যমিন আবাদ করার মত পর্যাপ্ত সময়ও সাহাবায়ে কিরামের ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদেরকে খায়বার এ শর্তে দান করলেন যে, তারা খেজুর ও প্রতিটি ফসলের অর্ধেক মুসলমানদেরকে দিতে থাকবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) প্রতি বছর তাদের কাছে আসতেন এবং অর্ধেক বর্গা ফসল তাদের থেকে আদায় করতেন। একবার তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নালিশ করল। অন্যদিকে তাঁকে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র দুশমনরা ! তোমরা আমাকে ঘুষ দিতে চাও ? আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তির নিকট হতে এসেছি যিনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আর তোমরা আমার কাছে বানর ও শূকর থেকে অধিকতর নিকৃষ্ট। এ উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা কিন্তু তোমাদের উপর যুলুম করার জন্যে আমাকে কখনও প্ররোচিত করতে পারে না। তারা বলল, এ নীতির উপরই এ আসমান ও যমীন দণ্ডায়মান ও পরিচালিত। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়্যা (রা)-এর চোখ নীল দেখতে পেলেন এবং প্রশ্ন করলেন, হে সাফিয়্যা, তোমার চোখ নীল কেন ? তখন তিনি বললেন, ইব্‌ন আবুল হুকাইকের কোলে ছিল আমার মাথা। আর আমি ছিলাম নিদ্রারত। তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম, চাঁদ যেন আমার কোলে নেমে এল। আমি তার কাছে এ স্বপ্নটি বর্ণনা করলাম। সে তখন এমন জোরে চপেটাঘাত করল এবং বলল, তুমি কি ইয়াছরিব অধিপতির আকাঙ্ক্ষা করছ ? সাফিয়্যা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন আমার অত্যন্ত অপসন্দের লোক। কেননা, তিনি আমার স্বামী ও পিতার হত্যার কারণ ছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব সময় এ সম্বন্ধে আমার কাছে আলোচনা করতেন এবং বলতেন, তোমার পিতা আমার বিরুদ্ধে সকল আরববাসীকে সংঘবদ্ধ করেছে এবং আমার সমূহ ক্ষতি সাধন করেছে। এরূপ বলতে বলতে কিছু দিন পর এ ক্ষোভ আমার অন্তর হতে চলে যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীকে প্রতি বছর ৮০ ওয়াসাক[১] খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক যব বরাদ্ধ করতেন; কিন্তু যখন হযরত উমর (রা) -এর যুগ আসল তখন ইয়াহূদীরা মুসলমানদের সাথে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা শুরু করল। তারা ইব্‌ন উমর (রা)-কে ঘরের ছাদ থেকে ফেলে দিল, ফলে তাঁর দু হাত ভেঙ্গে যায়। তখন উমর (রা) বলেন, খায়বারের যমীনে যাদের অংশ আছে আসুন তাদের মধ্যে আমি তা বণ্টন করে দেই। তখন তিনি তা বণ্টন করে দিলেন। ইয়াহূদীদের সর্দার বলল, আমাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, আমাদেরকে থাকতে দিন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) আমাদেরকে এখানে থাকতে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) বললেন, "তোমরা কি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা লংঘন করতে দেখছ ? তোমরাই বরং দিন দিন সন্ধির শর্তসমূহ লংঘন করে যাচ্ছ।

হযরত উমর (রা) ইয়াহূদীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের দরুন বিতাড়িত করলেন এবং তাদের জমিজমা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত মুজাহিদদের মধ্যে যারা খায়বারেও উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

আবূ দাঊদ (র) উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেন।

---

১. এক ওয়াসাক = ৬০ সা' বা প্রায় দুইশ কেজি।

আবূ দাঊদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা)-এর বর্ণনায় বলেন, যখন খায়বার বিজিত হল তখন ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আবেদন করায় তিনি তাদেরকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক দেওয়ার শর্তে তাদেরকে সেখানে থাকতে দেন এবং বলেন, আমাদের যতদিন ইচ্ছে ততদিন তোমাদেরকে থাকতে দেব। আর ইয়াহূদীরা এ শর্তের উপর সেখানে অবস্থান করছিল। খায়বারের প্রাপ্ত অর্ধেক খেজুরকে হুযূর (সা) দুই অংশে বণ্টন করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করতেন। আর এ পঞ্চমাংশ থেকে তার প্রত্যেক সহধর্মিণীকে একশত ওয়াসাক খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক যব বরাদ্দ করতেন। যখন উমর (রা) ইয়াহূদীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের দরুন বিতাড়িত করতে মনস্থ করেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণীগণকে বললেন, আপনাদের মধ্যে যারা চান যে, তাদেরকে মাথা পিছু একশত ওয়াসাক খেজুর বরাদ্দ করব তাকে তাই দেওয়া হবে। তার জন্যে খেজুর গাছ, যমীন ও খেজুর গাছে পানি দেওয়া ইত্যাদির জিম্মা বর্তাবে। আর তাকে উৎপন্ন শস্য হতে বিশ ওয়াসাক যব দেওয়া হবে। তাহলে তাকে তাই দেওয়া হবে। আর যিনি চান যে, এক-পঞ্চমাংশ হতে তার অংশ পৃথক করে দেওয়া হবে। তাহলে তাকে তাই দেওয়া হবে।

আবূ দাঊদ (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক- - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর বর্ণনায় বলেন, উমর (রা) বলেন, হে জনমণ্ডলী, আপনারা জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এ শর্তে যে, যখন ইচ্ছে তখন তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে। ইয়াহূদীদের কাছে যার কোন সম্পদ পাওনা আছে সে যেন তাদের থেকে আদায় করে নেয়। কেননা, আমি ইয়াহূদীদেরকে বিতাড়িত করব। এরপর তিনি তাদেরকে বিতাড়িত করলেন।

ইমাম বুখারী (র) ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকায়র - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুতয়িম (রা)-এর বর্ণনায় বলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললাম, আপনি বনূ মুত্তালিবকে খায়বারের এক-পঞ্চমাংশ হতে দান করেছেন কিন্তু আমাদেরকে দিলেন না অথচ তারাও আমরা আপনার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, নিঃসন্দেহে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব অভিন্ন। জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আবদে শাম্‌স ও বনূ নওফলের জন্য কোন কিছু বরাদ্দ করেননি। উপরোক্ত বর্ণনাটি বুখারীর একক বর্ণনা। অন্য এক বর্ণনায় আছে– রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "নিঃসন্দেহে বনূ হাশিম ও বনূ আবদে মুত্তালিব একই পর্যায়ের।" তারা আমাদের থেকে জাহিলিয়্যাত কিংবা ইসলাম কোন যুগেই বিচ্ছিন্ন হয় নাই। শাফিঈ (র) বলেন, "বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সাথে আবূ তালিবের গিরিসংকটে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের জাহিলিয়্যাত ও ইসলাম উভয় যুগে সাহায্য সহায়তা করেছিল।

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, আবূ তালিব বনূ আবদে শামস ও নওফলের কুৎসা গেয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلاً + عَقُوْبَةَ شَرٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ

অর্থাৎ আমাদের বিরোধিতা করায় আল্লাহ্ যেন বনূ আবদে শামস ও বনূ নওফলকে বিলম্বে নয় অতি শীঘ্র তাদের দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করেন।

বুখারী (র) হাসান ইব্‌ন ইসহাক - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর বর্ণনায় বলেন, খায়বারের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিটি ঘোড়ার জন্যে দুই অংশ এবং প্রত্যেক পদাতিক সৈনিকের জন্য এক অংশ বরাদ্দ করেন। উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় নাফি' (র) বলেন, কোন লোকের সাথে যদি একটি ঘোড়া থাকে তাহলে তার হবে তিন অংশ। আর যার সাথে ঘোড়া থাকবে না তার হবে এক অংশ।

বুখারী (র) সাঈদ ইব্‌ন আবূ মুত্ইম - - - - উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমার প্রাণ যার হাতে রয়েছে তার শপথ করে বলছি, যদি আমার আশংকা না হত যে, মানুষকে আমি কপর্দকশূন্য পাব, তাদের হাতে প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব হবে তাহলে আমার দ্বারা কোন একটি জনপদ বিজিত হবার সাথে সাথে আমি তা এমনভাবে মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তবে আমি তাদের জন্য গচ্ছিত রাখছি যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনে বণ্টন করে নিতে পারে। বুখারী মালিক ও আবূ দাউদ - - - - উমর (রা)-এর অন্য একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত দুটি বর্ণনায় বুঝা যায় যে, খায়বারের সম্পদ পুরাপুরি যোদ্ধাগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল।

আবূ দাঊদ (র) - - - - ইবনে শিহাব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "আমার কাছে এমর্মে হাদীছ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ করে খায়বার জয় করেন এবং যুদ্ধের পর যাকে যেখানে থাকতে দেবার প্রয়োজন আছে মনে করেছেন, তাকে সেখানে থাকতে দিয়েছেন। এই রিওয়ায়াতের প্রেক্ষিতে যুহরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের সম্পদ হতে প্রথমত এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করেন। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

ইবনে কাছীর (র) বলেন, যুহরী (র)-এর উপরোক্ত মতামতটি সন্দেহাতীত নয়। কেননা, বিশুদ্ধ মতে, খায়বারের সমস্ত সম্পদ বণ্টন করা হয়নি; বরং তাঁর অর্ধেক সম্পদ অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল– যা পরে আসছে। আর খায়বারের ঘটনা থেকে ইমাম মালিক (র) ও তাঁর অনুসারিগণ প্রমাণ করেছেন যে, বিজিত সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে ইমাম পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, যদি তিনি চান তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে বণ্টন করে দিতে পারেন, নতুবা ভবিষ্যতে মুসলমানদের জনহিতকর কাজসমূহে খরচ করার জন্যে সংরক্ষণ করতেও পারেন। আর যদি তিনি চান তাহলে কিছু অংশ বর্তমানে বণ্টন করতে পারেন এবং অবশিষ্ট ভবিষ্যতের দুর্যোগ মুকাবিলা ও জনহিতকর কাজের জন্যে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

আবূ দাউদ (র) রবী' ইব্‌ন সুলায়মান - - - - সহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা)-এর সনদে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারে প্রাপ্ত সম্পদকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করেছেন– এক ভাগ ভবিষ্যতের দুর্যোগ মুকাবিলা ও জনহিতকর কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেয়ার জন্যে সংরক্ষণ করেন এবং অন্য ভাগ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেন ও তাদের মধ্যে আঠার অংশে ভাগ করেন। এ বর্ণনাটি আবূ দাঊদ (র)-এর একক বর্ণনা। এরপর তিনি মুরসাল হিসেবে বাশীর ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণনা করেন। যে এক ভাগ দুর্যোগ মুকাবিলার জন্যে সংরক্ষণ করেছেন তা হচ্ছে আল-ওয়াতী,

আল-কাতীবা ও আস-সুলালিম দুর্গত্রয় ও এগুলোর সংলগ্ন এলাকা। আর যে এক ভাগ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেন তা হচ্ছে আশ-শাব ও আন-নাতাত দুর্গদ্বয় ও এগুলোর সংলগ্ন এলাকা। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশও এ দুর্গদ্বয়ের সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ছিল।

আবূ দাঊদ (র) হুসায়ন ইব্ন আলী - - - - রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় সাহাবীর বরাতে বলেন, "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার জয় করলেন তখন প্রাপ্ত সম্পদকে ৩৬ অংশে বণ্টন করেন। আবার প্রতি অংশকে একশত ভাগে বণ্টন করেন। সমস্ত সম্পদের অর্ধেক মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেন। অবশিষ্ট অর্ধেক ভবিষ্যতের দুর্যোগ, জনহিতকর কর্মকাণ্ড ও বহিরাগত মেহমানদের আপ্যায়নের জন্যে সংরক্ষণ করেন। উপরোক্ত রিওয়ায়াতটিও আবূ দাঊদ (র)-এর একক বর্ণনা।

আবূ দাঊদ (র) পুনরায় মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা - - - - মুজাম্মা ইব্ন হারিছা আল-আনসারী (যিনি একজন প্রসিদ্ধ কারীও ছিলেন) এর বর্ণনায় বলেন, খায়বারের সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা আঠার অংশে বণ্টন করেন। আর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৫০০ তার মধ্যে ৩০০ জন ছিল ঘোড় সাওয়ার। প্রতি অশ্বারোহীকে দু'অংশ এবং পদাতিককে এক অংশ প্রদান করা হয়। এ বর্ণনাটিও আবূ দাঊদ (র)-এর একক বর্ণনা।

ইমাম মালিক (র) যুহরী - - - - সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র)-এর সনদে বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের কিছু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করেন।" আবূ দাঊদ (র) ইব্ন শিহাব যুহরী (র)-এর বরাতে বলেন, "খায়বারের কিছু অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয় আবার কিছু অংশ সন্ধির মাধ্যমে হস্তগত হয়। কাতীবা দুর্গটির অধিকাংশ এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে এবং কিছু অংশ সন্ধির মাধ্যমে হস্তগত হয়। ইমাম মালিক (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয় কাতীবা কি ? তখন তিনি বলেন, তা হচ্ছে খায়বারের একটি ভূখণ্ড যেখানে রয়েছে চল্লিশ হাজার খেজুর গাছ।

বুখারী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার - - - - আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর সনদে বলেন, তিনি বলেছেন, যখন খায়বার জয় হয় তখন আমরা বললাম, এখন আমরা তৃপ্তি সহকারে খেজুর খেতে পারব।

হাসান (র) - - - - হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বলেন, তিনি বলেছেন, "আমরা খেজুরে আত্মতৃপ্ত হতে পারি নাই যতক্ষণ না আমরা খায়বার জয় করতে পেরেছি।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, 'আশ-শাক ও আন-নাতাত দুর্গ দুটি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হয়। আশ-শাকে ছিল তের অংশ আর আন-নাতাতে ছিল পাঁচ অংশ। এ মোট আঠার অংশকে আঠার শত অংশে বণ্টন করা হয়। যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা খায়বারে উপস্থিত থাকুন বা না থাকুন। যেমন জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) তিনি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু খায়বারে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁকে অংশ দেয়া হয়েছে তবে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ব্যতীত অন্য কেউ খায়বারে অনুপস্থিত ছিলেন না বলে জানা যায়। হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সৈনিকের সংখ্যা ছিল ১৪০০ তাদের সাথে ২০০ ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়াকে দেওয়া হয়েছিল দু অংশ। প্রতি একশত সৈনিককে আঠার ভাগের এক ভাগ দেওয়া হয়েছিল। ২০০ জন অশ্বারোহীকে তাদের ঘোড়ার জন্যে ৪০০ অংশ অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছিল।

অনুরূপভাবে বায়হাকী (র)ও সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে সালিহ্ ইব্ন কায়সানের বরাতে বর্ণনা করেন যে, তারা ছিলেন ১৪০০ এবং তাদের সাথে ঘোড়া ছিল ২০০।

গ্রন্থকার বলেন, তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও একটি ভাগ গ্রহণ করেছিলেন। আশ-শাক দুর্গের প্রথম ভাগটি দেওয়া হয়েছিল আসিম ইব্ন আদীকে।

ইবন ইসহাক বলেন, "কাতীবা দুর্গের সম্পদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ ছিল আল্লাহ্র জন্যে, এক অংশ ছিল আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর জন্যে, এক এক অংশ নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, রাসূলের সহধর্মীগণের ভরণ পোষণ এবং ফাদাকবাসীদের সাথে সন্ধি স্থাপনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাহীসাহ ইব্ন মাসঊদ, তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৩০ ওয়াসাক খেজুর এবং ত্রিশ ওয়াসাক (৬৩০০ কেজি) যব দিয়েছিলেন। রাবী বলেন, তাঁকে যে দুটি উপত্যকা দেওয়া হয়েছিল এগুলোর নাম হচ্ছে ওয়াদিস্ সারীর ও ওয়াদি খাস। এরপর ইব্ন ইসহাক ঐসব জমি জমার বিস্তারিত বর্ণনা দেন যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। খায়বারের বণ্টন ও হিসাব রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বনূ সালামার জাব্বার ইব্ন সখর ইব্ন উমাইয়া ইব্ন খানসা এবং যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)।

গ্রন্থকার বলেন, "হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা খেজুরের ফসল ও ভাগ নির্ধারণের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুই বছর এ মূল্যায়নের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মূতার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করলে জাব্বার ইব্ন ছখর (রা)-কে এই পদে নিযুক্ত করা হয়।

বুখারী (র) ইসমাঈল - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক ব্যক্তিকে খায়বারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তখন তিনি ওখান থেকে উৎকৃষ্ট ধরনের খেজুর নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, খায়বারের সব খেজুর কি এরূপ ? তিনি উত্তরে বলেন, 'না'। আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সাধারণ দুই সা' এর খেজুরের পরিবর্তে এক সা' উৎকৃষ্ট খেজুর এনেছি। কিংবা খারাপ খেজুর এবং ৩ সা'এর পরিবর্তে ২ সা' নিয়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "এরূপ করোনা, সমস্ত খেজুর দিরহামের পরিবর্তে বিক্রি করে ফেল, এরপর দিরহাম দিয়ে ভাল খেজুর খরিদ কর।

বুখারী (র) অন্য সনদে দাওয়ার্দী - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদের মধ্য হতে বনূ আদীর এক ব্যক্তিকে খায়বারে পাঠান ও তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আবার তিনি অন্য এক সনদেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, "খায়বারে বণ্টনকৃত অন্যান্য মুসলমানের মত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশ এবং ফাদাকের সমস্ত অংশ হচ্ছে খায়বারের এক বিস্তীর্ণ এলাকা। ইয়াহূদীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সন্ধি করে। বনূ নাযীরের প্রচুর সম্পদ যার জন্যে মুসলমানগণ কোন যুদ্ধ বিগ্রহ করেননি তাও ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ সম্পদ, তার থেকে তিনি তাঁর পরিবারের বার্ষিক ভরণ-পোষণের জন্যে সম্পদ পৃথক করে রাখতেন। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ আল্লাহ্র সম্পদ হিসেবে মুসলমানদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও জনহিতকর কাজে খরচ করা হত। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকাল করেন, ফাতিমা (রা) এবং উম্মুল মু'মিনীনগণ কিংবা সকলেই ধারণা করতে লাগলেন, তারা এসব সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হবেন

কিন্তু তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ হাদীছটি পৌঁছেনি, যাতে তিনি বলেছেন ঃ نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَانُوْرَثُ - مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ অর্থাৎ আমরা নবীগণ কাউকে উত্তরাধিকারী করিনা আমরা যা ছেড়ে যাই তা সবই সাদাকা। ফাতিমা (রা), নবী সহধর্মিণীগণ এবং আব্বাস (রা) যখন তাঁদের অংশ দাবী করেন। আর আবূ বকর (রা)-কে তাদের অংশ সমর্পণ করার জন্যে অনুরোধ জানান তখন আবূ বকর (রা) তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত বাণীটি অবগতি করান যাতে তিনি তাঁদেরকে যাঁদেরকে ভরণ পোষণ করতেন আমিও তাদের ভরণ পোষণ করে যাব। আল্লাহ্র শপথ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়-স্বজন আমার কাছে আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখার ক্ষেত্রে আমার আত্মীয়-স্বজন থেকে অধিক প্রিয়। আবূ বকর (রা)-এর এ মন্তব্য ছিল যথার্থ। কেননা, তিনি ছিলেন নেককার, অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যের অনুসারী। আব্বাস (রা) ও আলী (রা), হযরত ফাতিমা (রা)-এর মাধ্যমে এ হক দাবী করেছিলেন। তাঁরা যখন উত্তরাধিকারী হতে পারলেন না তখন তাঁরা চাইলেন যেন এ সাদকা সম্পদের তত্ত্বাবধান তাঁরা করতে পারেন। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব ক্ষেত্রে এ সম্পদ খরচ করতেন তাঁরাও যেন অনুরূপ খরচ করতে পারেন, কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাঁদের এ দাবীও অগ্রাহ্য করেন এবং তিনি তাঁর জন্যে সমীচীন মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেভাবে খরচ করতেন তিনিও সেভাবে খরচ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আরোপিত রীতি তিনি কোনরূপে লংঘন করবেন না। এ ব্যাপারে তখন ফাতিমা (রা) খলীফার সাথে রাগান্বিত ও ব্যথিত হন। আসলে এটা তাঁর জন্যে শোভনীয় ছিল না। তিনি এবং মুসলমানগণ আবূ বকর (রা)-এর মান-মর্যাদা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় ও ইনতিকালের পর ইসলামের কীরূপ সাহায্য-সহায়তা করেছেন তা তাঁর ও মুসলমানগণের করো অজানা ছিল না। ছয়মাস পর ফাতিমা (রা) ইনতিকাল করেন। এরপর আলী (রা) খলীফার প্রতি তাঁর বায়আত নবায়ন করেন। উমর (রা)-এর যুগে আলী (রা) ও আব্বাস (রা) তাঁদের কাছে এ সাদকার পূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের জন্যে খলীফাকে অনুরোধ জানান এবং কিছু সংখ্যক প্রবীণ সাহাবীদের মাধ্যমে খলীফার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তখন উমর (রা) তাঁদেরকে এ দায়িত্ব প্রদানের সম্মত হলেন। আর এটা সম্ভব হয়েছিল খলীফার কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়া এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ও জন সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। কিন্তু এ ব্যাপারে আলী (রা) তাঁর চাচা আব্বাস (রা)-এর উপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং পরবর্তীতে দুজনই উমর (রা)-এর কাছে মুকাদ্দমা পেশ করেন ও তাঁদের মতবিরোধ নিরসন কল্পে তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব অর্পণ করার লক্ষ্যে সুপারিশ করার জন্যে একজন প্রবীণ সাহাবীকে উদ্বুদ্ধ করেন। যাতে তাঁদের প্রত্যেকে নিজ নিজ বণ্টনকৃত সম্পদের প্রতিই শুধু লক্ষ্য রাখবেন অন্যজনের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। কিন্তু উমর (রা) এটার কঠোর বিরোধিতা করেন এবং আশংকা ব্যক্ত করেন যে, এটা পরবর্তীতে উত্তরাধিকার বণ্টনের রূপ-ধারণ করবে। তিনি বললেন, "আপনারা দুই জনই একত্রে এ সম্পদের দেখাশুনা করেন, যদি আপনারা অপরাগ হয়ে পড়েন তাহলে আমার কাছে তা ফিরিয়ে দেবেন। ঐ সত্তার শপথ, যার হুকুমে আসমান ও যমীন পরিচালিত হয়ে থাকে। আমি এ ব্যাপারে এটা ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্ত দেবনা।" তাঁরা ও তাঁদের পরে তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত এভাবে এ সম্পত্তির দেখাশুনা করতে থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেরূপ বনূ নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদ, ফাদাকের

সম্পদ ও খায়বারে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অংশ খরচ করেছেন তারাও অনুরূপ খরচ করতে থাকেন।

অযোদ্ধাদের দান প্রসঙ্গে

দাস ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা খায়বারে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে গনীমতের মাল হতে কিছু সম্পদ প্রদান করেছিলেন; কিন্তু তাঁদেরকে সৈনিকদের ন্যায় যথারীতি অংশ প্রদান করেননি।

আবূ দাঊদ (রা) আহমদ ইব্ন হাম্বল - - - - আবুল লাহামের আযাদকৃত দাস উমায়র (রা) সূত্রে বলেন, "আমি আমার মুনীবের সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। উপস্থিত সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার প্রশংসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন। তখন আমি একটি তরবারি ঝুলিয়ে নিলাম; কিন্তু আমি ছিলাম আমার মুনীবের ভৃত্য। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বখশিস স্বরূপ কিছু দান করলেন।

তিরমিযী (র) এবং নাসাঈ (র)-ও এ হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিরমিযী (র) এ হাদীছটি হাসান ও সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। ইব্ন মাজাও আলী ইব্ন মুহাম্মাদ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্দ সম্পদ) হতে কিছু দান করেন; কিন্তু তাঁদেরকে সৈনিকদের ন্যায় যথারীতি অংশ প্রদান করেননি। তিনি আরো বলেন, সুলায়মান ইব্ন সুহায়ম - - - - বনূ গিফারের একজন মহিলার বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনূ গিফারের অন্যান্য মহিলাদের সাথে আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ,! আমরা আপনার সাথে খায়বারের এ অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্যে বের হতে আগ্রহী, যাতে করে আমরা জখমীদের সেবা করতে পারি এবং সাধ্যমত আমরা মুসলমানদের সাহায্য করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, عَلَى بَرَكَةِ اللّٰه। অর্থাৎ তাদেরকে অনুমতি দিলেন, বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহ বরকত দান করুন! মহিলাটি বললেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বের হলাম।" তিনি আরো বললেন, "আমি ছিলাম অপ্রাপ্ত বয়স্কা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তাঁর সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি বলেন, "সকালের দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওয়ারী হতে অবতরণ করলেন। আমিও তাঁর সওয়ারীর পিছন থেকে অবতরণ করলাম। সাথে সাথে আমি তাতে ঋতুস্রাবের চিহ্ন দেখতে পেলাম। আর এটাই ছিল আমার প্রথম ঋতুস্রাব। তিনি বলেন, তখন আমি উষ্ট্রীর দিকে সংকোচিত হতে লাগলাম এবং অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার জড়সড় অবস্থা ও আমার রক্ত দেখতে পেলেন, তখন বললেন, তোমার কী হয়েছে? মনে হয় ঋতুবতী হয়েছ। আমি বললাম, "জ্বী হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "প্রথমত নিজকে সামলিয়ে নাও। এরপর এক পাত্র পানি নাও এবং পানিতে কিছু লবণ ঢেলে দাও। এরপর এ লবণ পানি দিয়ে সওয়ারীর গদীটা ধুয়ে ফেল। এরপর পুনরায় তুমি সওয়ারীতে উঠ।" তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা খায়বারের বিজয় দান করলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) থেকে কিছু কিছু দান করলেন এবং

আমার গলায় যে হারটি দেখতে পাচ্ছো, তা তিনিই আমাকে দান করেছিলেন এবং নিজ হাতে তিনি এটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ, এ হারটি কখনও আমি হাতছাড়া করবো না। উল্লেখ থাকে যে, সত্যিই মৃত্যু পর্যন্ত এ হারটি তাঁর গলায়ই ছিল। তিনি ওসীয়ত করে যান, যেন এ হারটিও তাঁর সাথে দাফন করা হয়। তিনি বলেন, যখনি তিনি হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জন করতেন তখনি পানির সাথে লবণ মিশাতেন এবং শেষ পর্যন্ত একথা ওসীয়ত করেন যে, তাঁর যখন মৃত্যুর পর গোসল দেওয়া হবে তখনও যেন পানিতে লবণ দেওয়া হয়।

উপরোক্ত হাদীছটি আহমদ এবং আবূ দাঊদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক হতে বর্ণনা করেন।

"আমাদের ওস্তাদ আবূল হাজ্জাজ আল মিয্‌যী বলেন, ওয়াকিদী - - - - উমাইয়া বিন্‌ত আবুস সালতের সনদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) হাসান ইব্‌ন মূসা - - - - হাশরাজ ইব্‌ন যিয়াদের দাদী সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "খায়বার অভিযানে আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগী ছিলাম। আর আমি ছয়জন রমণীর ষষ্ঠা মহিলা।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন টের পেলেন যে, তাঁর সাথে মহিলারা রয়েছেন, আমাদের কাছে লোক পাঠালেন ও আমাদেরকে ডাকলেন। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আমরা রাগান্বিত দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, "তোমরা কেন এসেছো এবং তোমরা কার হুকুমে এসেছো ?" আমরা বললাম, "আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে এসেছি। আমরা যোদ্ধাদেরকে তীর কুড়িয়ে দেবো, ছাতু খাওয়াব এবং আমাদের সাথে রয়েছে আহতদের জন্যে ঔষধপত্র। আমরা গযল গাইব, এভাবে আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাহায্য সহায়তা করব। রাবী বলেন, "এভাবে মহিলারা অনুমতি নিলেন ও জিহাদের ময়দানে গেলেন। উক্ত মহিলাটি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমাদেরকে খায়বারের বিজয় দান করলেন তখন পুরুষদের অংশের ন্যায় আমাদেরকেও অংশ দেওয়া হয়।" রাবী বলেন, আমি তখন বললাম, হে দাদী ! তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল, তা কী ? বললেন, "খেজুর।"

গ্রন্থকার বলেন, মহিলাদেরকে অস্থাবর সম্পদ থেকে কিছু দেওয়া হয়েছিল তবে তাদেরকে পুরুষ সৈনিকদের ন্যায় কোন জমি অংশরূপে দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

হাফিয বায়হাকী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে খায়বার অভিযানে বের হয়েছিলাম। আমার সাথে ছিল আমার গর্ভবতী স্ত্রী। রাস্তায় তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সংবাদ দিলে তিনি তখন আমাকে বললেন, তার জন্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখ, যখন ভাল করে ভিজবে তখন তাকে সে পানি পান করতে বল। সে অনুরূপ করল। ফলে পরবর্তীতে সে কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। যখন আমরা খায়বার জয় করলাম হুযূর (সা) মহিলাদেরকে কিছু দান করলেন। তিনি তাদেরকে গনীমতের পূর্ণ অংশ প্রদান করেন নাই। আমার স্ত্রী ও সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানকেও কিছু উপহারস্বরূপ দেওয়া হল। রাবী আবদুস সালাম বলেন, সন্তানটি ছেলে ছিল না মেয়ে, তা আমার জানা নেই।

জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব ও হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের প্রত্যাগমণের বিবরণ

বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা ---- আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমরা যখন ইয়ামানে ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবূয়ত প্রাপ্তির খবর আমাদের কাছে পৌঁছে। তাই আমরা তাঁর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম। আমার আরো দুইজন ভাই ছিল। তাদের একজনের নাম আবূ বুরদাহ্ এবং অন্য জনের নাম আবূ রুহম। আমি ছিলাম সকলের ছোট। আমরা ৫২ জন কিংবা ৫৩ জন একই সম্প্রদায়ের লোক ছিলাম। আমরা নৌযানে আরোহণ করলাম। নৌযানে আমরা হাবশার (বর্তমান ইথিওপিয়ার) নাজ্জাশী বাদশাহর দরবারে পৌঁছলাম। আমরা জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম ও তাঁর সাথে দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করলাম। পরে আমরা সকলে মিলে রওয়ানা হলাম এবং খায়বার বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এসে মিলিত হলাম। কিছু সংখ্যক লোক আমাদের নৌযান আরোহীদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন যে, আমরা তোমাদের পূর্বে হিজরত করেছি। আমাদের সাথে যারা পৌঁছলেন তাঁদের মধ্য হতে আসমা বিন্ত উমাইস (রা) একদিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর ঘরে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। নাজ্জাশীর দেশে হিজরতকারিণীদের মধ্যে আসমা (রা) ছিলেন অন্যতম। একদা উমর (রা) হাফসা (রা)-এর ঘরে ঢুকলেন তখন আসমা (রা) ছিলেন হাফসা (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট। আসমাকে দেখে উমর (রা) বললেন, ইনি কে ? হাফসা (রা) বলেন, "ইনি আসমা বিনতে উমাইসা (রা)।" উমর (রা) বললেন, এটা কি ঐ হাবশীয়া বাহরীয়া ? (অর্থাৎ সমুদ্র পথে হাবশা ভ্রমণকারিণী)। আসমা (রা) বললেন, "জ্বী হ্যাঁ"। উমর (রা) বললেন, আমরা তোমাদের পূর্বে হিজরত করেছি। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। এ উক্তিতে আসমা রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "কখনও না, আল্লাহ্র শপথ, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলেন। তিনি আপনাদের মধ্যকার ক্ষুধার্তকে খাবার প্রদান করতেন এবং আপনাদের অজ্ঞদেরকে নসীহত করতেন। অন্যদিকে আমরা ছিলাম দূরতম অপরিচিত দেশ হাবশায়। আর এটা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূলের পথে সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্র শপথ ! আমি কোন কিছু পানাহার করব না যতক্ষণ না আপনি যা বলেছেন তা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উত্থাপন করব, আমি তাঁকে তা' জিজ্ঞেস করব। আল্লাহ্র শপথ ! আমি মিথ্যা বলব না, বাক্যে কোন প্রকার তারতম্য করব না এবং অতিরিক্তও কিছু বলব না। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাশরীফ আনলেন। আসমা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (সা)! উমর (রা) এরূপ এরূপ বলেছেন। হুযূর (সা) বললেন ঃ তুমি তাকে কী বলেছ ? তিনি বললেন, আমি এরূপ এরূপ বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমাদের চেয়ে আমার কাছে অন্য কেউ বেশী হকদার বা প্রিয় নয়। তার এবং তার সাথীদের জন্যে হল একটি মাত্র হিজরত আর নৌযানে ভ্রমণকারী তোমাদের জন্যে হল দুটি হিজরত।" আসমা (রা) বলেন, "এরপর আবূ মূসা আশআরী (রা) ও অন্যান্য নৌযান ভ্রমণকারীদের দেখলাম তারা দলে দলে আমার কাছে এসে এ কথোপকথন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেন। তাদের কাছে দুনিয়ার কোন জিনিসই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তির ন্যায় এত আনন্দদায়ক ও এত তাৎপর্যবহ ছিল না। আবূ

বুরদা (রা) বলেন, "আসমা (রা) বলেছেন, আমি আবূ মূসা (রা)-কে দেখেছি, তিনি এ হাদীছটি বার বার আমার কাছ থেকে শুনতেন। আবূ বুরদা (রা), আবূ মূসা (রা)-এর বরাতে বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, যখন রাত হয় তখন কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায দ্বারা আশআরী বন্ধুদের আওয়ায আমি চিনতে পারি এবং রাতের বেলায় কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায দ্বারা আমি তাদের ঘরবাড়ি চিনতে পারি যদিও আমি তাদের ঘরবাড়ি দিনের বেলায় দেখি নাই। তাদের মধ্যে একজন আছে হাকীম ইব্ন হিযাম। যখন সে দুশমনের মুকাবিলা করে তখন সে শত্রুকে বলে, নিশ্চয়ই আমার সংগীরা তোমাদেরকে মুকাবিলার আঘাত সহ্য করতে অপেক্ষা করার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছে।"

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম আবূ কুরায়ব এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন বারাদের মাধ্যমে আবূ উসামা থেকে বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী (র) ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম - - - - আবূ মূসা (র) সূত্রে বলেন। তিনি বলেছেন, "খায়বার বিজয়ের পর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদেরকে অংশ দিলেন; কিন্তু আমাদের ব্যতীত অনুপস্থিত অন্য কাউকে অংশ প্রদান করেননি। উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা। আবূ দাঊদ (র) এবং তিরিমিযী (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্ন উমাইয়া আদ-দিমারীকে নাজ্জাশীর কাছে প্রেরণ করে সাহাবায়ে কিরামের যারা এখনও সেখানে বাকী ছিলেন তাঁদেরকে ডেকে পাঠান। সুতরাং তারা জা'ফর (রা)-এর সাথে আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার জয় করে ফেলেছেন। রাবী বলেন, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা - - - - আশ-শা'বী (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) খায়বার বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কপালে চুম্বন করেন ও তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! আমি জানি না, কোন্টা আমার কাছে অধিক খুশীর বস্তু, খায়বার বিজয়, না কি জা'ফরের আগমন। অনুরূপ সুফিয়ান ছাওরী - - - - জাবির (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার হতে মদীনায় আগমন করেন, তখন জা'ফর (রা)ও হাবশা হতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে মুলাকাত করেন এবং তাঁর কপালে চুম্বন করেন। আর বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! আমি জানি না, দুয়ের মধ্যে কোনটা আমার কাছে অধিকতর খুশীর বিষয়, খায়বারের বিজয়, না কি জা'ফরের আগমন ! এরপর ইমাম বায়হাকী (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) হাবশা থেকে আগমন করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তখন তিনি তাঁর সম্মানার্থে এক পায়ে হাঁটতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দু' কপালে চুম্বন করেন। পুনরায় বাইহাকী (র) বলেন, 'উপরোক্ত হাদীছের সনদে এমন এক ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি সুফিয়ান ছাওরীর কাছে সুপরিচিত নন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, মক্কাবাসীদের মধ্যকার যাঁরা জা'ফর (রা)-এর সাথে খায়বার আগমনে বিলম্ব করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ১৬ জন। তাঁদের ও তাঁদের স্ত্রীদের নাম নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

১. জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব আল-হাশিমী ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা)। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ - যিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন।

২. খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আল-আস ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স (রা)। তাঁর স্ত্রী উমাইনা[১] বিন্‌ত খালফ ইব্‌ন সা'দ, তাঁর পুত্র সাঈদ যিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন।

৩. তাঁর মাতা বিন্‌ত খালিদ, তাঁর ভাই আমর ইব্‌ন সাঈদ (রা)।

৪. মু'আবঈব ইব্‌ন আবূ ফাতিমা। তিনি সাঈদ ইব্‌ন আল-আস-এর পরিবারের সাথে ছিলেন।

৫. আবূ মূসা আল-আশআরী আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (রা), ইনি উতবা ইব্‌ন রাবীআর পরিবারের মিত্র ছিলেন।

৬. আসওয়াদ ইব্‌ন নওফল ইব্‌ন খুয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদুল আসাদী

৭. জাহ্‌ম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবদু সুরাহ্‌বীল আল-আবদারী, তাঁর স্ত্রী উম্মু হারমালা বিন্‌ত আবদুল আসওয়াদ যিনি হাবশায় মারা যান। তাঁর এক ছেলে আমর, এক মেয়ে খুযাইমা, দু'জনই হাবশায় মারা যান।

৮. আমির ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস আয-যুহরী (রা)।

৯. উতবা ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হুযায়ল গোত্রের মিত্র।

১০. হারিছ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সখর আত-তায়মী, তাঁর স্ত্রী রীতা বিন্‌ত হারিছ (রা)।

১১. উছমান ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আহবান আল-জুমাহী।

১২. মাহ্‌মীয়া ইব্‌ন জুযা যুবায়দী, বনূ ছাহমের মিত্র।

১৩. মা'মার ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুদলা আল-আদয়ী।

১৪. আবূ হাতিব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদে শাম্‌স।

১৫. মালিক ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আবদে শাম্‌স আল-আমিরী, তাঁর স্ত্রী আম্‌রাহ বিন্‌ত সাদী (রা)।

১৬. হারিছ ইব্‌ন আবদু শামস ইব্‌ন লাকীত আল-ফিহরী (রা)।

গ্রন্থকার (র) বলেন, ইব্‌ন ইসহাক ঐ সকল আশআরীর নাম উল্লেখ করেননি যারা আবূ মূসা আল-আশআরী ও তাঁর দুই ভাই আবূ বুরদা ও আবূ রুহম এবং তাঁর চাচা আবূ আমরের সাথে ছিলেন; বরং তিনি আবূ মূসা আল-আশআরী ব্যতীত অন্য কোন আশআরীর উল্লেখ করেননি, এমনকি তাঁর চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁর দুই ভাইয়েরও কোন উল্লেখ করেননি। অথচ সহীহ বুখারীতে তাঁদের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত ইব্‌ন ইসহাক এ সম্পর্কে আবূ মূসা (রা)-এর হাদীছ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

রাবী বলেন, দুটি জাহাজের মধ্যে তাঁদের সাথে ঐ মুসলিম মহিলারাও ছিলেন যাঁদের স্বামীগণ সেখানে ইনতিকাল করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র) এ সম্পর্কে বহু চমৎকার তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আমবাসা ইব্‌ন

১. ইসাবা গ্রন্থে তাঁর নাম উমায়মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাঈদ-এর সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে খায়বারের গনীমতের অংশ চাইলেন। তখন বনূ সাঈদ ইব্ন আলআশের এক ব্যক্তি বলল, 'তাকে গনীমতের অংশ দেবেন না। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "এ লোকটি প্রসিদ্ধ সাহাবী ইব্ন কূকালের হত্যাকারী।" তখন লোকটি বলল, "এ লিক্‌লিকে সাপটির আগমনে আমি অবাক হচ্ছি। যাল নামক পর্বতের চূড়া হতে নেমে এসেছে। এটা বুখারী (র)-এর একক বর্ণনা।

বুখারী (রা) বলেন - - - - আমবাসা ইব্ন সাঈদের বরাতে যুবায়দী (র) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আবূ হুরায়রা (রা) সাঈদ ইবনুল আসকে সংবাদ দেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা হতে নজদের দিকে আবানকে একটি অভিযানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, খায়বার জয়ের পর আবান এবং তাঁর সাথিগণ খায়বারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তাঁদের ঘোড়ার দড়ি ছিল খেজুরের পাতায় নির্মিত। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তাদেরকে গনীমতের কোন অংশ দেবেন না।" আবান তখন বলে উঠলেন ঃ "এ ব্যাপারে তুমি কেন কথা বলছ ? হে খরগোস ! তুমিত যাল নামক পর্বতের চূড়া হতে নেমে এসেছ।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে আবান, তুমি বসে পড়।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে কোন অংশ দিলেন না।

এ হাদীছটি আবূ দাঊদ (র) - - - - যুবাইদী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

এরপর ইমাম বুখারী (র) - - - - সাঈদ ইব্ন আমর (রা)-এর সনদে বলেন, আবান ইব্ন সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলেন এবং সালাম দিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ব্যক্তিটিই ইব্ন কূকালের হত্যাকারী। আবান (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বললেন, হে খেরগোস, তোমাকে নিয়ে অবাক হতে হয়, যাল নামক পর্বতের চূড়া হতে তুমি নেমে এসে ঐ লোকটির মৃত্যুর জন্যে তুমি আমাকে দায়ী ঠাওরাচ্ছো ! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আমার হাতে তাঁকে শাহাদতের মর্যাদা দান করেছেন এবং আমাকে তার হাতে অপমানিত করার দায় থেকে রক্ষা করেছেন ? ইমাম বুখারী (র) এককভাবে এ বর্ণনাটি পেশ করেছেন এবং জিহাদের অধ্যায়ে হুমায়দী (রা)-এর হাদীছ বর্ণনা করার পর আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে বলেন, অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। সুফিয়ান থেকেও - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। লক্ষণীয় যে, এ হাদীছের মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) হতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি খায়বার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। এ অভিযানের বিবরণের শুরুতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং মুসলমানদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন। তাতে মুসলমানগণ তাঁকে তাঁদের গনীমতের অংশে অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আম্মার ইব্ন আবূ আম্মার (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে যুদ্ধে গনীমত পাওয়া গিয়েছে এরূপ যে কোন যুদ্ধেই আমি অংশ নিয়েছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে গনীমতের অংশ দিয়েছেন। কিন্তু খায়বার যুদ্ধে দেন নাই। কেননা, হুদায়বিয়া সন্ধিতে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরই জন্যে খায়বারের গনীমত সংরক্ষিত ছিল।

গ্রন্থকার বলেন, "আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ মূসা (রা) হুদায়বিয়া ও খায়বারের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা খায়বার জয় করি; কিন্তু আমরা তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের কোন গনীমত লাভ করিনি। আমরা গনীমত লাভ করেছি উট, গরু, আসবাবপত্র ও বাগ-বাগিচা। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ওয়াদিল কুরায় যাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সাথে মিদ'আম নামক তার এক দাস ছিল। বনূ দাবীবের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তা উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটের গদি নামাবার সময় একটি তীর এসে তার উপর পড়ল এবং সে তাতে মারা যায়। জনতা তাকে শহীদ জ্ঞানে অভিনন্দিত করল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কখনও না। কেননা, খায়বারের দিন সে গনীমত বণ্টনের পূর্বেই একটি চাদর চুরি করেছিল। এ চাদরটি তার উপর আগুন ঝরাচ্ছে। একথা শোনার পর কেউ কেউ জুতার একটি ফিতা কিংবা দুটি ফিতা নিয়ে হাযির হয়ে বলতে লাগল, "এ জিনিসটি আমি নিয়েছিলাম।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এটি জাহান্নামের একটি ফিতা বা দুইটি ফিতা।"

বিষ মিশ্রিত বকরীর ঘটনা ও নবুওয়াতের জলজ্যান্ত প্রমাণ

বুখারী (র) বলেন, উরওয়া (র) উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণনা করেছেন। অপর সনদে তিনি - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, খায়বার বিজয় কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি বিষ মিশ্রিত ভোনা বকরী হাদীয়া স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। এরূপে তিনি ঘটনাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন।

ইমাম আহমদ (র) হাজ্জাজ - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যখন খায়বার বিজয় হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি বিষ মিশ্রিত ভোনা বকরী হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এখানে যত ইয়াহূদী আছে সকলকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। তাদের সকলকে সমবেত করা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করব, তোমরা কি সত্য বলবে ? তারা বলল, "হ্যাঁ, হে আবূল কাসিম !" রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, "তোমাদের পিতা কে ? তারা বলল, অমুক আমাদের পিতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ; বরং তোমাদের পিতা হচ্ছে অমুক ব্যক্তি। তারা বলল, "আপনি যথার্থ বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা কি আমার সাথে সত্য কথা বলবে, যদি আমি তোমাদেরকে আরো একটি কথা জিজ্ঞেস করি ? তারা বলল, জ্বী হ্যা হে আবূল কাসিম ! আর আমরা যদি মিথ্যা বলি তাহলেও আপনি আমাদের মিথ্যা বুঝতে পারবেন। যেমন আমাদের পিতা সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তিটি আপনি বুঝতে পেরেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "জাহান্নামের বাসিন্দা কারা ? তারা বলল, আমরা কিছু দিনের জন্যে জাহান্নামে থাকব। এরপর আপনারা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা কখনো তোমাদের পরে জাহান্নামে থাকবনা। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি আমার কাছে সত্য কথা বলবে যদি আমি তোমাদেরকে আরো একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি ?" তারা বলল, জ্বী হ্যা, হে আবুল কাসিম ! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এ বকরীতে কি তোমরা বিষ প্রয়োগ করেছ ? তারা

বলল, "জ্বী হ্যাঁ।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কেন তোমরা এ কাজটি করতে গেলে ?" তারা বলল, "আমরা এটা এ উদ্দেশ্যে করেছিলাম যে, যদি আপনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনার কবল থেকে পরিত্রাণ পাব আর যদি আপনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে এটা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

উপরোক্ত হাদীছটি ইমাম বুখারী (র) জিয্‌ইয়া অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ এবং মাগাযী অধ্যায়ে কুতায়বা থেকে বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী (র) আবূ আবদুল্লাহ হাফিয - -- - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একজন ইয়াহূদী রমণী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি বিষ মিশ্রিত বকরী হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, "এটা খাওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা, এটাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে।" এবং রমণীটিকে বললেন, "তুমি কেন এটা করতে গেলে ? রমণীটি বলল, "আমি আপনাকে পরীক্ষার মাধ্যমে জানবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। যদি আপনি সত্য সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এ ব্যাপারে সংবাদ দেবেন। আর যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তাহলে আমি জনগণকে আপনার অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যবস্থা করতে পারবো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে আর কিছু বললেন না।

আবূ দাঊদ (র) ও ইমাম বায়হাকী (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) শুরায়হ - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এতে অতিরিক্ত আছে এরপর হতে যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন প্রকার বিষক্রিয়া অনুভব করতেন তখনই রক্ত মোক্ষণ করাতেন। একবার তিনি উমরা আদায়ের জন্যে বের হন। যখন তিনি ইহরাম বাঁধেন তখনই বিষের ক্রিয়া অনুভব করতে লাগলেন, তখন তিনি রক্ত মোক্ষণ করালেন। ইমাম আহমদ (র) এককভাবে এ বর্ণনাটি পেশ করেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম শু'বা - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একজন য়াহূদী মহিলা একটি বিষমিশ্রিত বকরী সহকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বকরীর গোশত খান এবং তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, "আমি চেয়েছিলাম আপনাকে হত্যা করার জন্যে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা কোন দিনও তোমাকে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেবেন না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, "আমরা কি তাকে হত্যা করব ?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "না" আনাস (রা) বলেন, "আমি সব সময়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলজিভে এ বিষক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতাম।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "খায়বারের একজন ইয়াহূদী মহিলা একটি ভুনা বকরীতে বিষ মিশায় ও পরে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাদিয়া স্বরূপ পাঠায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সামনের রানের গোশত নিলেন ও খেলেন এবং তাঁর সাহাবীরা কয়েকজন খেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাগণকে বললেন, " তোমরা হাত গুটিয়ে নাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন, "তুমি কি এ বকরীতে বিষ মিশিয়েছ ?" য়াহূদী মহিলাটি বলল, "আপনাকে

কে এ সংবাদ দিল ?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমার হাতে যা আছে এটাই আমাকে সংবাদ দিয়েছে অর্থাৎ রানের গোশত।" মহিলাটি বলল 'জী হ্যাঁ' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তুমি কেন এ কাজটি করতে গেলে ?" মহিলাটি বলল, "আমি মনে করেছিলাম, আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না আর যদি নবী না হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনার অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি অর্জন করব।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ মহিলাটিকে ক্ষমা করে দেন, তাকে কোন শাস্তি দেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এ গোশত খেয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ মৃত্যু মুখে পতিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিষ মিশ্রিত বকরী খাওয়ায় পিঠের উপরিভাগ থেকে রক্ত মোক্ষণ করান। এক সাহাবী আবূ হিন্দ (রা), একটি ছুরি ও সিংগার সাহায্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রক্ত মোক্ষণ করেন। তিনি ছিলেন আনসারের বনূ বায়াদার একজন আযাদকৃত দাস।

এরপর আবূ দাঊদ (র) ওহব ইব্‌ন বাকিয়্যা ---- আবূ সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "খায়বারে এক ইয়াহূদী মহিলা একটি ভুনা বকরী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। বাকী হাদীছ পূর্বরূপ জাবিরের হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেন। এরপর আবূ সালামা (রা) বলেন, এরপর বিশর ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা)-এর বিষক্রিয়ায় ইন্তিকাল করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদী মহিলার কাছে লোক প্রেরণ করেন ও তাকে বলেন, "তুমি এ কাজটি কেন করলে ?" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ মহিলাটিকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন। এ হাদীছে রক্ত মোক্ষণের কোন উল্লেখ নেই।

বায়হাকী (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "প্রথমে মহিলাটিকে হত্যা হয়ত করা হয়নি। এরপর যখন বিশর ইব্‌ন বারা ইনতিকাল করেন তখন তাকে হত্যা করার হুকুম দেওয়া হয়।

বায়হাকী (র) ---- আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একজন ইয়াহূদী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে খায়বারে একটি ভুনা বকরী হাদিয়া প্রেরণ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি ?" সে বলল, "হাদিয়া।" সে সাদকা না বলার ব্যাপারে সতর্ক ছিল, কেননা, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাবেন না। রাবী বলেন, "এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ তা থেকে খেলেন। এরপর তিনি বলেন, খাওয়া থেকে বিরত থাক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি বিষ মিশ্রিত করেছ ?" মহিলাটি বলল, "আপনাকে কে এ সংবাদটি দিল ?" তিনি বললেন, এ হাড়টি, যা তার হাতে ছিল। মহিলাটি বলল, "জী হ্যাঁ"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "কেন ?" মহিলাটি বলল, আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, যদি আপনি মিথ্যুক হন তাহলে আমরা আপনার উপদ্রব থেকে পরিত্রাণ পাব। আর যদি আপনি সত্যিকার নবী হন তাহলে এটা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পিঠের উপরিভাগ থেকে রক্ত মোক্ষণ করান এবং সাহাবায়ে কিরামকেও এরূপ করতে হুকুম দেন। সাহাবায়ে কিরামও রক্ত মোক্ষণ করান। তবে তাদের একজন মারা যান। যুহরী (র) বলেন, "মহিলাটি পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

ইব্ন লাহীয়াহ - - - - যুহরী (র) হতে উল্লেখ করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার জয় করলেন যারা নিহত হওয়ার তারা নিহত হলেন। যয়নাব বিন্ত হারিছ ইয়াহূদী মহিলা সাফিয়্যা (রা)-কে একটি বিষ মিশ্রিত ভুনা বকরী হাদিয়া পাঠাল। মহিলাটি ছিল খায়বারের বীর মারহাবের ভাতিজী। সে সামনের রানে বেশী বিষ মিশ্রিত করেছিল, কেননা, সে জেনে নিয়েছিল যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামনের পায়ের গোশত বেশী পসন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়্যা (রা)-এর ঘরে ঢুকলেন তাঁর সাথে ছিলেন বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মা'রূর। তিনি ছিলেন বনূ সালামার একজন। তাঁদের কাছে ভুনা বকরীটি পেশ করা হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামনের পায়ের রান থেকে দাঁত দিয়ে কিছু গোশত কেটে খেলেন। বিশ্র (রা)ও একটি হাড় নিলেন এবং তার থেকে দাঁত দিয়ে কিছু গোশত খেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন লুকমাটি গিলে ফেললেন বিশর ইব্ন বারাও তার মুখে যা ছিল তা গিলে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, তোমরা খাওয়া থেকে বিরত থাক। বকরীর টুকরাটি আমাকে সংবাদ দিচ্ছে যে, এটার মধ্যে মৃত্যু নিহিত রয়েছে। বিশর ইব্ন আল বারা (রা) বলেন, "ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে মর্যাদা দান করেছেন আমি আমার খাবারের মধ্যে এটা টের পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি আমার খাবার এ ভয়ে ফেলে দেইনি যে, হয়ত এতে আপনি বিরক্তিবোধ করবেন। এরপর আপনার মুখে যা ছিল তা আপনি গিলে ফেললে আমি তা থেকে বিরত থাকতে পারিনি, যদিও আমি চেয়েছিলাম যে আপনি যেন তা না গিলেন, যার মধ্যে মৃত্যু নিহিত রয়েছে। বিশ্র (রা) নিজ স্থান থেকে উঠে দাঁড়াতে পারলেন না, তার গায়ের রং সবুজ চাদরের আকার ধারণ করল।[১] তাঁর ব্যথা আর তাঁকে বেশী সময় দিলনা। তিনি যেন আর নড়াচড়া করতে পারছেন না এবং তিনি ঢলে পড়লেন।

যুহরী বলেন, জাবির (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐদিন রক্ত মোক্ষণ করান। বনূ বায়াদা এর একজন দাস তাঁকে ছুরি ও সিংগার সাহায্যে রক্ত মোক্ষণ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন বছর জীবিত ছিলেন। আর এ ব্যথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বলতেন, খায়বারের দিন আমি যে বকরীটির গোশত খেয়েছিলাম তার ব্যথা আমি প্রায়ই অনুভব করতাম এমনকি মৃত্যুর সময় এর কারণে যেন আমার হৃদয় হতে শোণিত স্রোতোবাহী ধমনীটি ছিড়ে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাহাদতের মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, খায়বারের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জয়লাভ করে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন, তখন সাল্লাম ইব্ন মিশকামের স্ত্রী যয়নাব বিন্ত হারিছ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি ভুনা বকরী হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করল। বকরীর কোন অংশটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অধিকতর প্রিয় সে তা জানতে চেয়েছিল। তখন তাকে বলা হয়েছিল সামনের পায়ের রান। তাই সে তাতে বেশী বিষ মিশ্রিত করেছিল। এরপর গোটা বকরীতে বিষ মিশ্রিত করল এবং তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসল। যখন সে বকরীটি তার সামনে রাখল তখন তিনি সামনের পায়ের রানটি উঠিয়ে তার থেকে এক টুকরা চিবালেন; কিন্তু তা গিললেন না। আর তাঁর সাথে ছিলেন বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মারূর। তিনিও তাঁরই মত বকরীর সামনের পায়ের রান থেকে কিছু গোশত নিলেন, তবে বিশর (রা) তা গিলে ফেললেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা মুখ

১. বাংলা পরিভাষায় বিষক্রিয়ার প্রভাবকে 'নীল'বলা হলেও আরবী পরিভাষায় 'খাযর' বা সবুজ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। —সম্পাদকদ্বয়।

থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, এ হাড়টি আমাকে সংবাদ দিচ্ছে যে, তার মধ্যে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে। এরপর মহিলাটিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করায় সে তা স্বীকার করল। তিনি বললেন, "তুমি এ কাজটি কেন করলে ?" মহিলাটি বলল, "আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার মর্যাদা সম্পর্কে আপনি জানেন। তাই একজন নেত্রী হিসাবে আমি ইচ্ছে পোষণ করেছিলাম যে, যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন, তাহলে আমি আপনার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাব। আর যদি আপনি সত্যি সত্যি নবী হন তাহলে আপনাকে এ ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ক্ষমা করে দেন। আর বিশর (রা) বকরীর গোশত খাওয়ার কারণে ইনতিকাল করেন।

ইবন ইসহাক বলেন, মারওয়ান ইব্ন উছমান ইব্ন আবূ সাঈদ আল-মুয়াল্লাহ্ তাঁকে বলেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে রোগ শয্যায় মৃত্যুবরণ করেন তথায় বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মা'রূর এর ভগ্নি উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, " হে বিশরের বোন ! এ মুহূর্তে আমি বোধ করতেছি যে, খায়বারে তোমার ভাইয়ের সাথে যে বকরীর গোশত খেয়েছিলাম তার কারণে যেন, আমার ধমনী ছিঁড়ে গেছে।" রাবী বলেন, মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) আল্লাহ্ প্রদত্ত নবুওয়াতের সুমহান মর্যাদার সাথে সাথে এভাবে শাহাদতের মর্যাদাও লাভ করেছিলেন।

হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র) হিলাল ইব্ন বিশর - - - - আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রেও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত আছে এরপর তিনি হাত বাড়ালেন এবং সকলকে বললেন, "আল্লাহ্র নামে খাও।" রাবী বলেন, আমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে খেলাম। আমাদের কারো কোন ক্ষতি হয় নাই।

গ্রন্থকার বলেন, এ বর্ণনায় বেশ কিছু বিরল ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাপার রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

ওয়াকিদী উল্লেখ করেন, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন মুসলমান হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার অবরোধ করে রয়েছেন স্বপ্ন দেখে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার আশা পোষণ করছিল। যখন সে খায়বারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করল তখন দেখল যে, তিনি খায়বার জয় করে ফেলেছেন। সে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমার মিত্র খায়বারবাসীদের কাছ থেকে তুমি যে গনীমত অর্জন করেছ তা আমাকে দিয়ে দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, তোমার স্বপ্ন তোমাকে প্রতারিত করেছে। সে যা দেখেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার বর্ণনা পেশ করেন। এরপর উয়ায়না ফিরে যায়। তখন হারিছ ইব্ন আউফের সাথে তার সাক্ষাত হল। হারিছ বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, "তুমি ভুল করছ। আল্লাহ্র শপথ ! মুহাম্মাদ পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত জয় করবেন। ইয়াহূদীরা আমাদেরকে পূর্বে এ ব্যাপারে তথ্য দিয়েছে। তাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবূ রাফি' সাল্লাম ইব্ন আবূল হুকাইককে বলতে শুনেছি। সে বলেছে, "আমরা নবুওয়াতের ব্যাপারে মুহাম্মাদকে হিংসা করছি। কেননা, তাঁর মাধ্যমে হারূন (আ)-এর বংশ থেকে নবুওয়াত বের হয়ে গেল। তিনি নিশ্চয়ই একজন প্রেরিত মহাপুরুষ। আর ইয়াহূদীরা এ ব্যাপারে আমার কথা মান্য করছে না। আমাদের জন্যে তাঁর পক্ষ হতে দুটি হত্যাযজ্ঞ রয়েছে– একটি ইয়াছরিবে এবং অপরটি খায়বারে।" হারিছ বলেন, আমি সাল্লামকে আরো

বললাম, তিনি কি গোটা ভূ-খণ্ডের অধিপতি হবেন ? সে বলল, "হ্যাঁ, যে তাওরাত মূসা (আ)-এর উপর নাযিল হয়েছে এটা তারই বাণী, তবে আমি চাইনা যে ইয়াহূদীরা এ বিষয়ে আমার এ বক্তব্য অবগত হোক।

সালাত কাযা হওয়ার ঘটনা

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার বিজয় সম্পন্ন করলেন তখন ওয়াদিল্ কুরার দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানকার বাসিন্দাদেরকে কয়েক রাত অবরোধ করে রাখলেন। এরপর তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইব্ন ইসহাক মিদ্আমের ঘটনা বর্ণনা করেন। কেমন করে বিক্ষিপ্ত তীর তার গায়ে লেগেছিল এবং সে নিহত হলো। জনগণ বলতে লাগল তার জন্যে শাহাদত শুভ হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কখনো না। যে সত্তার হাতে আমার জান, তাঁর শপথ করে বলছি, খায়বারের দিন গনীমত বিতরণের পূর্বে একটি চাদর গোপন করেছিল। এটার দরুন তার উপর অগ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকবে।

বুখারীতে ইব্ন ইসহাকের অনুরূপ বর্ণনা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম আহমদ (র) - - - - যায়িদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্য হতে আশজা গোত্রের এক ব্যক্তি খায়বারের দিন নিহত হয়। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবগত করা হলে তিনি বলেন, তোমাদের সাথীর জন্যে তোমরাই জানাযার সালাত আদায় করো। তাতে অনেকেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। হুযূর (সা) বললেন, তোমাদের এ সাথীটি আল্লাহ্র সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। আমরা তার বিছানাপত্র তল্লাশী করলাম। তার মধ্যে ইয়াহূদীদের একটি হার পাওয়া গেল যার মূল্য ছিল মাত্র দুই দিরহাম। আবূ দাউদ (র) এবং ইমাম নাসাঈ (র)ও ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তানের মাধ্যমে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম বায়হাকী (র) উল্লেখ করেন যে, খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বনূ ফাযারা মনস্থ করল এবং এজন্যে তারা সৈন্য সমাবেশ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে অবগত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে মুকাবিলার জন্যে নিজেদের প্রস্তুতি সম্পর্কে সংবাদ জানাবার জন্যে একজন দূত পাঠালেন। যখন তারা মুসলমানদের প্রস্তুতি সম্পর্কে নিশ্চিত হল তখন তারা যে যেভাবে পারল পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

ইমাম বায়হাকী (র) আরো বলেন যে, মদীনার পথে সাদ্দুস-সাহ্বা নামক এক জায়গায় যখন হযরত সাফিয়্যা (রা) পবিত্রতা অর্জন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাথে বাসর করলেন, হাইস দ্বারা ওলীমা করলেন এবং সেখানে তাঁর সাথে তিন রাত্রি যাপন করলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) মুসলমান হলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আযাদ করে দিলেন। তাঁকে বিয়ে করলেন এবং তাঁর মুক্তিকে মোহরানা সাব্যস্ত করলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফর সংগী ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিজের পিছনে বসিয়ে দেন এবং তাঁর জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করে দেন। এতে মুসলমানগণ বুঝতে পারলেন যে, তিনি তখন একজন উম্মুল মু'মিনীন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেন যে, খায়বার কিংবা খায়বারের

পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে বাসর করলেন, আনাস বিন মালিক (রা)-এর মাতা উম্মে সুলায়ম বিন্ত মিলহান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে সাফিয়্যা (রা) কে সাজান, চুল আঁচড়িয়ে দেন ও বেশভূষায় সজ্জিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিয়ে একটি তাবুতে রাত যাপন করেন। আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সারারাত পাহারা দেন। ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাকে তাঁর জায়গায় দেখলেন তখন তিনি বললেন, হে আবূ আইয়ুব ! কী ব্যাপার ? তিনি বললেন, এ মহিলা সম্পর্কে আপনার ব্যাপারে আমি শঙ্কিত ছিলাম। কেননা, আপনি তার পিতা, স্বামী ও তার সম্প্রদায়কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তিনি অল্প কদিন আগেও অমুসলিম ছিলেন এজন্য আমি শঙ্কিত ছিলাম। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে আল্লাহ্ ! আপনি আবূ আইয়ুবকে হিফাযত করুন যেভাবে তিনি রাত জেগে জেগে আমাকে হিফাযত করেছেন।

এরপর মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (র)-এর বরাতে যুহরী (র) আমাকে খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ফজরের সালাত আদায় ব্যতীত সাহাবায়ে কিরামের নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়ার বিষয়টি আমাকে অবহিত করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই সর্বপ্রথম সজাগ হন এবং বলেন, হে বিলাল, "তুমি কী করলে ? " বিলাল (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যে নিদ্রা আপনাকে কাবু করেছে তা আমাকেও কাবু করে ফেলেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "তুমি যথার্থই বলেছ"। এরপর কিছুক্ষণ আবার উট হাঁকানো হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবতরণ করলেন, উযূ করলেন এবং যথারীতি ফজরের সালাত আদায় করলেন।

এ হাদীছটি যুহরী হতে ইমাম মালিক (র) ও অন্য সনদে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাঊদ (র) ও - - - - আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে এ ঘটনাটি অনুদ্‌ঘটিত বর্ণনা করেন, তাতে অতিরিক্ত আছে ; সালাত সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا اذَا ذَكَرَهَا অর্থাৎ যদি কেউ কোন সালাত পড়তে ভুলে যায় তাহলে যখনই স্মরণ হবে তখনই সে তা আদায় করে নেবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন ঃ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ অর্থাৎ আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। (২০ তাহা ঃ ১৪)

মুসলিম (র) ও - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহাব হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং এ বর্ণনায়ও খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এ ঘটনাটি ঘটেছে বলে উল্লেখ রয়েছে।

শু'বা (র) - - - - ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আসলে এ ঘটনাটি ঘটেছিল হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়। আর বিলাল (রা)-ই পাহারায় রত ছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। অপর বর্ণনায় আছে, এ ঘটনায় পাহারারত ছিলেন ইব্‌ন মাসঊদ (রা) নিজে।

উপরোক্ত বিরোধ্ নিরসনকল্পে ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, এরূপ ঘটনা দুই বারও ঘটে থাকতে পারে।

ওয়াকিদী আবূ কাতাদা (রা)-এর বরাতে বলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম তাবূক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এ ঘটনাটি ঘটে। জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান - - - - ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম তাবূক হতে প্রত্যাবর্তনের সময় এ ঘটনা ঘটে।

এরপর বায়হাকী (র) সালাত আদায়ের পূর্বে নিদ্রায় মগ্ন হওয়ার বিষয়ে আওফ নামী এক বেদুঈন ও এক মহিলার ঘটনা বর্ণনা করেন এবং কেমন করে পূর্ণ সেনাদল এ দুজন থেকে পানি সংগ্রহ করে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করেছিল অথচ তাদের দুজনের পানি একটুও হ্রাস পায়নি তাও উল্লেখ করেন। পুনরায় তিনি মুসলিম বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। এর মধ্যে সালাত আদায় না করে নিদ্রায় মগ্ন থাকা ও উযূর পাত্রে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার উল্লেখ রয়েছে। আবদুর রায্যাক মা'মার-কাতাদা সূত্রেও এটি বর্ণনা করেছেন।

বুখারী (রা) - - - - আবূ মূসা আল-আশআরী (রা)-এর বরাতে বলেন, তিনি বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার অভিযানে বের হলেন এবং লোকজন একটি ময়দানের নিকটবর্তী হলেন তখন তাঁরা উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ধ্বনি দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি সদয় হও, তোমরা কোন বধিরকে কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। তোমরা যাকে ডাকছ তিনি সর্বশ্রোতা এবং তিনি নিকটেই, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাওয়ারীর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বলতে শুনলেন, আমি বলছিলাম لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ অর্থাৎ কারো কোন শক্তি সামর্থ নেই আল্লাহ্ প্রদত্ত তওফীক ব্যতীত। তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ! আমি বললাম, আমি উপস্থিত হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা বলব, যা জান্নাতের একটি গুপ্ত ভাণ্ডার ?" আমি বললাম, "জ্বী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার জন্যে আমার পিতা ও মাতা কুরবান হোন ! তিনি বললেন, তা হচ্ছে ঃ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ।

অন্যান্যরাও - - - - আবূ মূসা (রা) হতে এ রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মতে, এ ঘটনাটি খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় ঘটেছিল। কেননা, আবূ মূসা (রা) খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে।

ইবন ইসহাক বলেন, বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, খায়বার বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন লাকীম আল-আবসী (রা)-কে কিছু গৃহপালিত হাঁস-মুরগী দান করেন। সফর মাসে খায়বার বিজয় হয়েছিল। ইব্‌ন লাকীম খায়বার বিজয় সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কবিতাগুলো রচনা করেন এবং বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরফ থেকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বহু সংখ্যক সাহসী ও দক্ষ সৈন্য কর্তৃক নাতাত দুর্গ আক্রমণ করা হল। যখন আমি মুসলিম সৈন্যদের আগমনের কথা শুনলাম তখন খায়বার পতনের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হলাম। সৈন্যদলের মাঝখানে ছিল আসলাম ও গিফার গোত্রের লোকজন। আমর ইব্‌ন যুর'আ গোত্রের লোকজনের সন্নিকটে মুসলিম সেনাদলের রাত পোহাল। আশ-শাক দুর্গটির বাসিন্দারা ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে দিনের আলো সত্ত্বেও অন্ধকার দেখতে লাগল। খায়বারের বিস্তীর্ণ এলাকার পতন ঘটাল মুসলিম সেনাদল এবং তা তাঁরা দখল করে নিলেন। আর গৃহপালিত মুরগী ছাড়া ভোর বেলায় আর কোন শব্দই পাওয়া যাচ্ছিল না। আবদুল আশহাল কিংবা বনূ নাজ্জার এবং মুহাজির সেনাদল প্রতিটি দুর্গ অবরোধ করে নিল। তাঁরা লোহার বর্ম পরিহিত থাকায় নিজেদেরকে সুরক্ষিত ভেবে পলায়নের কোন কল্পনাই করেননি। খায়বারবাসীরা বুঝতে

পারল যে, মুহাম্মাদ (সা) নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করবেন এবং খায়বারের পতন অনিবার্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ইয়াহূদীরা এরূপ অবস্থা দেখে ভিড়ের মধ্যে সংগোপনে ও অনেকের অলক্ষ্যে পলায়ন করল।

খায়বারের শহীদগণ

যেসব সাহাবী খায়বারে শাহাদতবরণ করেন, ইব্‌ন ইসহাক প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নে তাঁদের নামের তালিকা প্রদত্ত হলো।

মুহাজিরের মধ্যে ঃ বনূ উমাইয়ার আযাদকৃত দাস রাবী'আ ইব্‌ন আকছাম ইব্‌ন সাখবারা আল-আসাদী (রা), বনূ উমাইয়ার মিত্র সাকীফ ইব্‌ন আমর (রা) এবং রিফা'আ ইব্‌ন মাসরূহ্ (রা), বনূ আসাদের মিত্র ও তাদের বোনের ছেলে, সা'দ ইব্‌ন লায়ছ গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুবায়ব [ইবন উহাইব ইব্‌ন সুহাইম ইব্‌ন গাবারা (রা)]।

আনসারদের মধ্যে ঃ বিশ্‌র ইব্‌ন আল-বারা ইব্‌ন মা'রূর (রা)। যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত খাওয়ার পর শাহাদত বরণ করেন। ফুযায়ল ইব্‌ন নু'মান তাঁরা উভয়েই সুলায়ম গোত্রের লোক ছিল। মাসঊদ ইব্‌ন সা'দ (ইবন কায়স ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরায়ক আয় যুরাকী (রা), মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামা আল-আশহালী (রা), আবূ যীয়াহ্ হারিছা ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন নু'মান আল-আমরী (রা), হারিছ ইব্‌ন হাতিব (রা), উরওয়া ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন সুরাকা (রা), আউস আল-ফারিদ (রা), আনীফ ইব্‌ন হাবীব (রা), ছাবিত ইব্‌ন আসলা (রা), তাল্‌হা (রা), আমারা ইব্‌ন উকবা (রা) [তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় শহীদ), আমির ইব্‌ন আক'ওয়া (রা), সালামা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) (হাঁটুতে নিজ তরবারীর আঘাত লাগায় নিহত), রাখাল সাহাবী আসওদ (রা) যার বিবরণ শুধু ইব্‌ন ইসহাক পেশ করেছেন।

ইবন ইসহাক আরো বলেন, খায়বারে শাহাদত বরণকারী যাঁদের কথা ইব্‌ন শিহাব যুহরী উল্লেখ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ বনূ যুহ্‌রার মাসঊদ ইব্‌ন রাবী'আ (রা), আনসারদের মধ্যে ঃ আমর ইব্‌ন আউফ গোত্রের আওস ইব্‌ন কাতাদা (রা)।

হাজ্জাজ ইব্‌ন ইলাত আল-বাহযী (রা)-এর ঘটনা

ইবন ইসহাক বলেন, খায়বার বিজয়ের পর হাজ্জাজ ইব্‌ন ইলাত আস-সালামী আল-বাহযী বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ তাল্‌হার কন্যা আমার স্ত্রী উম্মু শায়বার কাছে মক্কায় আমার প্রচুর সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। আবার স্ত্রীর কাছে রয়েছে স্বীয় সন্তান মুওয়াওয়ায ইব্‌ন হাজ্জাজ। আর মক্কার ব্যবসায়ীদের কাছে রয়েছে আমার পাওনা বিভিন্ন ধরনের মালপত্র। সুতরাং আমাকে অনুমতি দেন আমি যেন আমার সম্পদ তাদের থেকে উদ্ধার করতে পারি। এ ব্যাপারে হয়ত আমার কিছু ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়ার দরকার হতে পারে। এরূপ করার অনুমতি আমাকে দিন ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সে অনুমতি দিলেন। হাজ্জাজ বলেন, এরপর আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং মক্কার আল-বাইদা পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেখি কুরায়শের কিছু সংখ্যক লোক খবর সংগ্রহের জন্যে জড় হয়ে রয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে। তবে তারা জানতো যে, তিনি খায়বার অভিযানে বের হয়েছেন। আর তারা এটাও জানতো যে, খায়বার হিজাযের একটি

সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চল, ধনে জনে ও প্রতিরক্ষায় সুরক্ষিত এলাকা। তারা আরোহীদের থেকে সংবাদ সংগ্রহ করছিল। তারা যখন আমাকে দেখতে পেল তখন সমস্বরে বলতে লাগল এ যে হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত তারা তখনো আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত ছিল না। আল্লাহ্‌র শপথ, তার কাছে সঠিক ও সর্বশেষ সংবাদ পাওয়া যাবে। হে আবূ মুহাম্মাদ, আমাদেরকে বল দেখি, আমরা জানতে পারলাম যে, পিতৃ পুরুষের ধর্মত্যাগী মুহাম্মাদ খায়বার অভিযানে বের হয়েছে। এটাত ইয়াহূদীদের শহর এবং হিজাযের কৃষি অঞ্চল। হাজ্জাজ বলেন. আমি বললাম, আমিও তা জানতে পেরেছি। তবে আমার কাছে এমন সংবাদ আছে যা শুনলে তোমরা অত্যন্ত খুশী হবে। হাজ্জাজ বলেন, তারা আমার উষ্ট্রির উভয় পার্শ্বে জড় হতে লাগল এবং ডাকতে লাগল, হে হাজ্জাজ বল, বল! হাজ্জাজ বলেন, আমি বললাম, "সে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে এধরনের পরাজয়ের কথা আর তোমরা কখনও শুন নাই। তার সাথীরা এমনভাবে নিহত হয়েছে যে, এরূপ হত্যার সংবাদ তোমরা কখনও শুন নাই। মুহাম্মাদকে বন্দী করা হয়েছে এবং তারা বলছে আমরা তাকে এখন হত্যা করবনা। আমরা তাকে মক্কায় পাঠাব যাতে মক্কাবাসীরা তাকে তাদের নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ হিসেবে সকলের সামনে হত্যা করতে পারে। হাজ্জাজ বলেন, এ সংবাদ শুনে তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল ও আনন্দে চিৎকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল. তোমাদের কাছে সংবাদ রয়েছে যে- মুহাম্মাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি তাকে আমাদের সামনে আনা হবে এবং তাকে সকলের সম্মুখে হত্যা করা হবে। হাজ্জাজ বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, মক্কায় অবস্থিত আমার সমুদয় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং দেনাদারদের সাথে সাক্ষাত করার ব্যাপারে তোমরা আমাকে একটু সাহায্য কর। কেননা, আমি খায়বারে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পূর্বে চলে যেতে চাই যাতে মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের পরিত্যক্ত সম্পদ আমি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আগেই খরিদ করতে পারি। হাজ্জাজ বলেন, তারা সকলে তৎপর হল এবং আমার সম্পদ একত্রিত করার ব্যাপারে তারা আমার প্রভূত সাহায্য করল। হাজ্জাজ বলেন, আমি আমার অমুসলিম স্ত্রীর কাছে আসলাম, তার কাছে আমার বহু সম্পদ গচ্ছিত ছিল। তাকে বললাম, আমার সম্পদগুলো আমাকে অতিসত্বর দাও। যাতে করে আমি খায়বার গিয়ে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের পূর্বেই মালপত্র খরিদ করতে পারি। হাজ্জাজ বলেন, যখন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এই খবর শুনতে পেলেন, তখন আমার কাছে ছুটে আসলেন এবং আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি ব্যবসায়ীদের একটি তাবুতে অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, "হে হাজ্জাজ, তুমি কী খবর নিয়ে এলে ?" তাঁকে আমি বললাম, "আমি যা আপনার কাছে বলব তা আপনি গোপন রাখতে পারবেন ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। এরপর হাজ্জাজ বলেন, আপনি একটু দেরী করুন, আমি আপনার সাথে নির্জনে দেখা করব ও কথাবার্তা বলব। আপনিতো দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমি আমার সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত রয়েছি। তিনি চলে গেলেন এবং আমি আমার সমস্ত সম্পদ সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত করে ফিরে যেতে মনস্থ করলাম। তখন আমি আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, হে আবূল ফযল! আমি যা বলব, আপনাকে তা তিনদিন পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে। কেননা, আমার ধরা পড়ে যাওয়ার আশংকা আছে। তিনদিন পর আপনার যা ইচ্ছে বলুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি বল! আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাদের রাজকন্যা সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াইর বর হিসেবে দেখে এসেছি। তিনি খায়বার জয় করেছেন, দুর্গসমূহে যা কিছু

ছিল তিনি বের করে নিয়েছেন এবং সমুদয় সম্পদ তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের আয়ত্তে এসে গেছে। আব্বাস (রা) বললেন, তুমি কি ঠিক বলছ হে হাজ্জাজ ? তিনি বললেন, আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহ্‌র শপথ! তবে এটা গোপন রাখবেন। আমি ইতোমধ্যে মুসলমান হয়ে গেছি। আর এখানে এসেছি শুধু আমার সম্পদগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এরপর তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। আবার বলে গেলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, যখন তিনদিন চলে যাবে, তখন আপনি যেভাবে পসন্দ ব্যক্ত করতে পারেন। হাজ্জাজ বলেন, যখন তৃতীয় দিন এল, আব্বাস (রা) এক জোড়া নতুন কাপড় গায়ে সুগন্ধি মেখে একটি লাঠি হাতে কা'বা শরীফে এসে তাওয়াফ করলেন। কুরায়শগণ যখন তাঁকে দেখতে পেয়ে বলে উঠল, "হে আবুল ফযল! আল্লাহ্‌র শপথ, এমন বিপদে এত ধৈর্য ?" আব্বাস (রা) জবাব দিলেন, "কখনও না, তোমরা যে আল্লাহ্‌র শপথ করেছ, তাঁর শপথ করে আমি বলছিঃ মুহাম্মাদ (সা) খায়বার জয় করেছেন এবং তাদের রাজকন্যার বর রূপে বাসর উদযাপন করেছেন। তাদের সম্পদ দখল করে নিয়েছেন। আর এখন সমগ্র সম্পদ তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের আয়ত্তে এসে গেছে। তারা বলল, কে তোমাকে এ খবর দিয়েছে ? তিনি বললেন, তোমাদেরকে যে খবর দিয়েছিল সে আবার আমাকে এ খবর দিয়েছে। সে তোমাদের এখানে মুসলমান হয়ে এসেছিল তাঁর মালপত্র উদ্ধারের জন্যে। সে এখন মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে চলে গেছে। সে তাঁর সাথেই থাকবে। তারা বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। আল্লাহ্‌র দুশমন পালিয়ে গেছে। তবে আল্লাহ্‌র শপথ, যদি আমরা তার সম্বন্ধে জানতাম তাহলে তার ও আমাদের মধ্যে অনেক কিছু হয়ে যেত। হাজ্জাজ বলেন, তারা কিছুদিনের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পেয়ে গেল। এরূপে ইব্‌ন ইসহাক এ ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন। অবশ্য ইমাম আহমদ পূর্ণ সনদসহ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ তাতে অতিরিক্ত আছে- হাজ্জাজ বলেন, এ খবর মক্কায় প্রচারিত হলে মুসলমানগণ চুপচাপ হয়ে গেলেন আর মুশরিকগণ আনন্দস্ফূর্তি করতে লাগল। হাজ্জাজ বলেন, এ খবর আব্বাস (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি মর্মাহত হলেন এমনকি দাঁড়াতেও পারলেন না। মা'মার (রা) বলেন, আমাকে - - - - মিকসাম (র) সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আব্বাস (রা) তাঁর কুছাম নামী এক সন্তানকে চিৎ হয়ে বুকের উপর রাখলেন এবং কবিতার ছন্দে বলতে লাগলেন, কুছাম আমার আদরের সন্তান, সুঘ্রাণযুক্ত নাসিকার প্রতীক, সে আমার সন্তান, ধারণাকারীর ধারণায় সে ঐশ্বর্যশালী।

ছাবিত (রা) আনাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এরপর আব্বাস (রা) তাঁর একটি গোলামকে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইলাতের কাছে বলে পাঠালেন, সর্বনাশ তুমি এ কী সংবাদ নিয়ে এসেছ, আল্লাহ্ তা'আলা যা ওয়াদা করেছেন তা তোমার আনীত সংবাদ হতে উত্তম। হাজ্জাজ ইব্‌ন ইলাত গোলামটিকে বললেন, আবূল ফযলকে আমার সালাম দেবে এবং বলবে তাঁর বাড়ির্র কোন একটি জায়গা যেন খালি করে রাখেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে কিছু গোপন কথা বলব যা তাঁকে আনন্দ দেবে। গোলামটি ফিরে গিয়ে বলল, হে আবূল ফযল, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। হাজ্জাজ বলেন, এটা শুনে আব্বাস (রা) খুশীতে লাফ দিয়ে উঠলেন এবং গোলামের কপালে চুমু খেলেন। হাজ্জাজ যা বলেছিলেন গোলামটি তা হুবহু তার পুনরাবৃত্তি করল। তখন আব্বাস (রা) গোলামটিকে আযাদ করে দিলেন। এরপর আব্বাস (রা)-এর কাছে হাজ্জাজ আসলেন এবং সংবাদ

দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার জয় করার পর গনীমত হিসেবে সমুদয় সম্পদ লাভ করেছেন এবং তাদের সম্পদে আল্লাহ্ তা'আলার অংশও নির্ধারিত করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াইকে নিজের জন্যে রেখে দিয়েছেন। তিনি তাঁকে আযাদ করে দিয়ে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী হতে পারেন কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হতে পারেন। কিন্তু তিনি আযাদ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী হওয়াকেই পছন্দ করেছেন। হাজ্জাজ বলেন, কিন্তু আমি এখানে আমার সম্পদ সংগ্রহের জন্যে এসেছি যাতে আমি এগুলো নিয়ে যেতে পারি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনুমতি নিয়েছি যেন, প্রয়োজনে যা ইচ্ছে তা বলতে পারি। আপনি এ সংবাদটি তিনদিন গোপন রাখবেন। এরপর যেভাবে ইচ্ছে তা প্রকাশ করতে পারেন। হাজ্জাজ বলেন, আসবাবপত্র, সোনারূপা যা তাঁর স্ত্রীর কাছে ছিল তা সে একত্র করে হাজ্জাজকে অর্পণ করল। এরপর তিনি এগুলো নিয়ে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করলেন। যখন তিনদিন শেষ হল আব্বাস (রা) হাজ্জাজের স্ত্রীর নিকট আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার স্বামী কী করেছে ?" তখন সে সংবাদ দিল যে, তার স্বামী অমুক দিন চলে গেছে। আর বলল, "হে আবুল ফযল, তোমাকে যেন আল্লাহ্ চিন্তিত না করেন। তোমার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে এটা আমাদেরকেও আহত করেছে।" আব্বাস (রা) বলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ্ যেন আমাকে চিন্তাযুক্ত না করেন। তবে আল্লাহ্র প্রশংসা এজন্যে যে, আমি যা পছন্দ করেছিলাম তাই হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে খায়বারে বিজয় দান করেছেন। তথায় তাদের যমীনে আল্লাহ্র তা'আলার অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়্যা (রা)-কে নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি তোমার স্বামীর সাথে গিয়ে মিলিত হতে পার।" মহিলা বলেন, "আমার ধারণা, আল্লাহ্র শপথ, তুমি সত্যবাদী।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি সত্যবাদী। আমি যা সংবাদ দিয়েছি ব্যাপারটিও সত্য।" এরপর তিনি কুরায়শের বৈঠকখানায় গমন করেন। যখন তিনি তাদের অতিক্রম করছিলেন তখন তারা বলে, "হে আবুল ফযল, তুমি যেন সুখে থাক।" তিনি বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সুখেই রেখেছেন। হাজ্জাজ ইবন ইলাত (রা) আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে খায়বারের বিজয় দান করেছেন এবং তিনি খায়বারে আল্লাহ্ তা'আলার অংশ নির্ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফিয়্যা (রা) কে নিজের জন্যে নির্বাচন করেছেন। সে আমাকে অনুরোধ করেছিল এ সংবাদটি যেন আমি তিনদিন পর্যন্ত গোপন রাখি। আর সে এসেছিল তার সম্পদ এবং এখানে যা কিছু আছে তা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারপর সে চলে গেছে। রাবী বলেন, যে দুঃখক্লেশ মুসলমানদের ব্যথিত করছিল তা এবার মুশরিকদের অন্তরে বিঁধতে লাগল। মুসলমানদের যারা ঘরে লুকিয়ে ছিল, আব্বাস (রা) শুভ সংবাদ নিয়ে আসায় তারা ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। মোট কথা, আব্বাস (রা) মুসলমানদের যে শুভ সংবাদ দিলেন তাতে মুসলমানগণ অত্যন্ত খুশী হলেন, মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বেদনা মুশরিকদের অন্তরে গিয়ে বিদ্ধ হয়। উক্ত হাদীছটি নাসাঈ ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্য কোন সংকলক রিওয়ায়াত করেননি। বায়হাকী (র) বিভিন্ন সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপ মূসা ইব্ন উক্বা তাঁর মাগাযী গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কুরায়শদের মধ্যে ছিল বেচা -কেনা ও জমি বন্ধক দেয়ার ও নেয়ার বড় প্রতিযোগিতা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাজি ধরেছিল

যে, মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবীগণ জয় লাভ করবে, আবার কেউ কেউ বলতেছিল যে, দুই মিত্রদল ও খায়বারের ইয়াহূদীরা জয় লাভ করবে। হাজ্জাজ ইব্ন ইলাত আস-সালামী ও আল-বাহ্যী মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং খায়বার বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। আবদুদ্ দার ইব্ন কুসাইর বংশের উম্মে শায়বা ছিল তাঁর স্ত্রী। হাজ্জাজ (রা) ছিলেন বিশাল সম্পদের মালিক, বনূ সুলায়মের যমীনের খনি তাঁর মালিকানাধীন ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার বিজয় করলেন মক্কায় অবস্থিত তাঁর সমুদয় সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে মক্কা যাওয়ার জন্যে হাজ্জাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে অনুমতি চান, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দেন যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, খায়বারের যুদ্ধে কবি হাস্সান যে কবিতা পাঠ করেছিলেন তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হল।

"খায়বারবাসীরা তাদের অর্জিত খেত খামার ও খেজুর বাগান রক্ষার জন্যে যে যুদ্ধ করেছিল তা ছিল অত্যন্ত খারাপ। কেননা, এটা ছিল ইসলামী সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই। তারা ইসলামী সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করাকে অপসন্দ করেছিল। তাই তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। আর তারা অপমানজনক মন্দ কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা কি মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চায় ? মৃত্যু অনিবার্য। তবে তাদের জানা উচিত যে, অপমানের মৃত্যু প্রশংসার যোগ্য নয়।"

ইবন হিশাম, আবূ যায়দ আল-আনসারী (রা) হতে কা'ব ইব্ন মালিক রচিত নিম্নবর্ণিত যে, কবিতাগুলো উদ্ধৃত করেছেন তার মর্মার্থ নিম্নরূপ ঃ

আমরা খায়বার ও তার আশে পাশের এলাকায় অবতরণ করলাম। আমাদের সাথে ছিলেন পাথেয় বিহীন সাহসী যুবাদল, যারা প্রয়োজনে হন দানশীল ও শক্তিশালী এবং প্রতিটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর উপর তড়িত গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, প্রতিটি শীত মৌসুমে বিরাট খাদ্য ভাণ্ডারের আয়োজক হন, তাঁরা উচ্চমান সম্পন্ন তরবারি পরিচালনায় বিশেষ পারদর্শী, তাঁরা যে যুদ্ধে শাহাদত বরণের সুযোগ খুঁজে পান সে যুদ্ধকে সাফল্যরূপে অত্যন্ত প্রশংসার চোখে দেখেন। আল্লাহ্র কাছে তাঁরা শাহাদতের আশা করেন এবং শাহাদতকে প্রশংসার যোগ্য ও সাফল্য মনে করেন, বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে তাঁরা জীবনবাজি রাখেন এবং মুখে ও হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হতে শত্রুকে প্রতিরোধ করেন, প্রতিটি কাজের অনিষ্ট থেকে হিফাযত করার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে তাঁরা সাহায্য সহায়তা করার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন রক্ষা করার জন্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনীত অদৃশ্য খবরাখবরকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস করেন এই উদ্দেশ্যে যাতে ভবিষ্যতের মান মর্যাদা, সফলতা রক্ষা পায়।

ওয়াদিল কুরায় গমন, ইয়াহূদীদেরকে অবরোধ ও তাদের সাথে সন্ধি স্থাপন

ওয়াকিদী বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল আযীয - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা

করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খায়বার হতে ওয়াদিল কুরার দিকে বের হলাম। ইতোমধ্যে রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ওহাব আল-যুযামী রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে একটি কৃষ্ণকায় গোলাম হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিলেন যার নাম ছিল মিদ্‌য়া'ম। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটের গদী সাজাত। আমরা যখন ওয়াদিল কুরায় অবতরণ করলাম তখন আমরা ইয়াহূদী বসতির শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলাম। আরবের কিছু সংখ্যক লোকও এখানে এসেছিল। ফলে মিদ'আম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গদি নামাচ্ছিল তখন আমরা সেখানে অব্যবহিত করে ইয়াহূদীরা আমাদেরকে তীর ছুঁড়ে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু তাতে আমাদের কারো কোন ক্ষতি হয়নি। তারা তাদের দুর্গে উদ্ভট আওয়ায করছিল। হঠাৎ একটি বিক্ষিপ্ত তীর এসে মিদ'আমের গায়ে লাগল এবং সে নিহত হল। লোকজন বলতে লাগল, তাঁর জন্যে জান্নাত শুভ হোক।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "কখনও না, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! সে খায়বারের দিন গনীমতের মাল হতে সংগোপনে যে চাদরটি গনীমত বিতরণের পূর্বেই আত্মসাৎ করেছিল। এ চাদরটি তার জন্যে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী শুনামাত্রই তাঁর কাছে কিছূ সংখ্যক সাহাবী জুতার একটি ফিতা বা দুটি ফিতা নিয়ে হাযির হতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, জাহান্নামের একটি ফিতা কিংবা দুটি ফিতা হচ্ছে এগুলো। এ হাদীছটি অন্যসনদে অনুরূপ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে।

ওয়াকিদী বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে যুদ্ধের জন্যে আহ্বান করলেনও তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা), হুবাব ইব্‌ন মুনযির (রা), তিনি আব্বাদ ইব্‌ন বিশর (রা) এবং সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা)-কে একটি করে পতাকা দিলেন। এরপর ওয়াদিল কুরাবাসীকে ইসলামের দিকে আনেন। শাসকদল এবং তাদের কাছে সংবাদ পৌছালেন যে, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের জানমাল রক্ষা পাবে। আর তাদের পরকালের হিসাব রইবে আল্লাহ্‌র যিম্মায়।

রাবী বলেন, তারপর তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসল। তার মুকাবিলার জন্যে যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) এগিয়ে আসেন ও তাকে হত্যা করেন। এরপর অন্য একজন দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসল। তার মুকাবিলায় আলী (রা) এগিয়ে গেলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এভাবে তাদের এগার জন নিহত হয়। তাদের মধ্য হতে এককে জন নিহত হওয়ার পর বাকীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। ঐদিন সালাতের ওয়াক্ত সন্নিকট হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাগণকে নিয়ে সালাতের ওয়াক্তে সালাত আদায় করেন। পুনরায় তাদেরকে ইসলামের এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদান করা হয়। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ চলে। এর পরদিন এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উপরে না উঠতেই তারা আত্মসমর্পণ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের মাধ্যমে ওয়াদিল কুরা জয় করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের সম্পদ, আসবাবপত্র ও প্রচুর ঐশ্বর্য গনীমত হিসাবে মুসলমানদেরকে দান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়াদিল কুরায় চারদিন অবস্থান করেন আর গনীমতের মালামাল সাহাবাগণের মধ্যে বণ্টন করেন। সেখানকার জমি-জমা ও খেজুর বাগান ইয়াহূদীদের হাতে থাকতে দেন এবং তাদের সাথে বর্গা চাষের অনুমতি দেন। তায়মা নামক স্থানের ইয়াহূদীরাও যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত খায়বার ফাদাক ও ওয়াদিল কুরার অধিবাসীদের সন্ধির কথা শুনল

জিযিয়া আদায়ের চুক্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তারাও সন্ধি স্থাপন করল। তাদের সম্পদ তাদের হাতেই রয়ে গেল। হযরত উমর (রা)-এর যুগে তিনি খায়বার ও ফাদাকের ইয়াহূদীদেরকে বিতাড়িত করলেন। কিন্তু ওয়াদিল কুরা ও তায়মার ইয়াহূদীদেরকে তিনি তাদের নিজ এলাকায় থাকতে দিলেন। কেননা, তাদের এলাকা পড়েছে সিরিয়ায়। আর ওয়াদিল কুরা ব্যতীত মদীনার অন্যান্য এলাকা পড়েছে হিজাযে। হিজায ব্যতীত অন্যান্য এলাকা হচ্ছে সিরিয়ার অন্তর্গত। রাবী বলেন, খায়বারও ওয়াদিল কুরা জয় করার ও গনীমত লাভের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফেরত আসেন।

ওয়াকিদী বলেন, ইয়া'কুব ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - - উম্মু আম্মারা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জুরফ নামক জায়গায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "সফর থেকে ফেরত আসার কালে ইশার সালাতের পর সংবাদ না দিয়ে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছে যেয়ো না।" রাবী বলেন, গোত্রের একজন লোক রাত্রি বেলায় তার স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করল এবং তার অপসন্দনীয় জিনিস দেখতে পেল। এরপর সে তার থেকে পৃথক রইল; কিন্তু তাকে ছেড়ে গেল না। স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিল অথচ তার এ স্ত্রীর গর্ভে তার সন্তানাদি ছিল আর সে স্ত্রীকে ভালবাসত। বস্তুত সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশ অমান্য করায় অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হল।

অধ্যায় ঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার জয় করেন তখন ইয়াহূদীদের সাথে এ শর্তে চুক্তি করেন যে, উৎপাদিত শস্য ও খেজুর বাগান থেকে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অর্ধেক প্রদান করবে। এ হাদীছে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, তারা যাবতীয় সম্পদেও এরূপ চুক্তি করেছিল। আবার এটাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বলেছিলেন, যতদিন ইচ্ছে আমরা তোমাদেরকে থাকার অনুমতি দেব। সুনান গ্রন্থেসমূহে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফসল মূল্যায়নের সময় আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) কে প্রেরণ করতেন এবং তিনি তাদের অংশ নির্ধারণ করতেন। মূতার যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা শাহাদত বরণ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাব্বার ইব্ন সখরকে এ কাজের জন্য প্রেরণ করতেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, আমি ইব্ন শিহাব যুহরী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে কিভাবে তাদের খেজুর বাগানগুলো অর্পণ করেছিলেন। তখন তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধের মাধ্যমে খায়বার জয় করেন। খায়বার এমন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যার মধ্য হতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক-পঞ্চমাংশ দান করেছেন এবং বাকী অংশ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করার তাওফীক দিয়েছেন। যুদ্ধের পর যাদেরকে বিতাড়িত করার প্রয়োজন ছিল তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। তাদেরকে ডেকে এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, "যদি তোমরা চাও তাহলে এ শর্তে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পার যে, উৎপাদিত ফল-ফসলাদি তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান সমান দুইভাগে বন্টন করা হবে। আর আমাদের যতদিন ইচ্ছে তোমাদেরকে আমরা এখানে থাকতে অনুমতি দেব। তারা এ প্রস্তাব মেনে নেয় এবং বর্গা চাষী হিসাবে এখানে অবস্থান করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ ইব্ন

রাওয়াহা (রা)-কে প্রেরণ করতেন এবং তিনি ন্যায্যভাবে ফল-ফসলাদি বন্টন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা) তাঁর ওফাত পর্যন্ত তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যে চুক্তি হয়েছিল সে চুক্তি মুতাবিক থাকতে দেন। উমর (রা) ও তাঁর খিলাফতের প্রথমাংশে তাদেরকে পূর্বের ন্যায় থাকতে দেন; কিন্তু যখন এ হাদীছটি তাঁর নিকট পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্তিম শয্যায় বলেছেন, "আরব উপদ্বীপে দু'ধর্ম একত্রে থাকবে না।" উমর (রা) এ হাদীছটি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে তা শুদ্ধ বলে তাঁর কাছে প্রমাণিত হয়। তখন তিনি ইয়াহূদীদের নিকট বলে পাঠালেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিতাড়িত করার জন্যে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন এবং আমার কাছে এ হাদীছটি পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "আরব উপদ্বীপে দুটি ধর্ম একত্রে থাকবে না। কারো সংগে যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন অঙ্গীকার থাকে তাহলে সে যেন তা আমার কাছে এসে পেশ করে, আমি সে অঙ্গীকার পূরণ করব। আর যার কাছে এরূপ কোন ওয়াদা অঙ্গীকার নেই, সে যেন দেশত্যাগের জন্যে তৈরী হয়ে যায়। সুতরাং যাদের কাছে কোন অঙ্গীকার ছিল না তাদেরকে উমর (রা) দেশান্তরিত করলেন।

গ্রন্থকার বলেন, তিনশ' বছর পর খায়বারের ইয়াহূদীরা দাবী করতে লাগল যে, তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিত একটি চুক্তিনামা আছে যাতে লিখা রয়েছে যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদের থেকে জিযিয়া মওকূফ করে দিয়েছেন।" তথাকথিত এই চুক্তিনামার কারণে কিছু সংখ্যক আলিম প্রতারিত হয়ে মত প্রকাশ করেছেন যে, ইয়াহূদীদের উপর থেকে জিযিয়া রহিত করা হয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর অনুসারীদের মধ্যে এরূপ অভিমত অবলম্বনকারীদের অন্যতম হলেন শেখ আবূ আলী ইব্ন খায়রুন। অথচ এই অঙ্গীকার নামাটি ভুয়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। একটি স্বতন্ত্র পুস্তকে এই তথাকথিত চুক্তি নামাটি ভুয়া হবার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

অনেক আলেম তাঁদের গ্রন্থাদিতে এ তথাকথিত অঙ্গীকারনামা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন যেমন ইবনুস সাব্বাগ তাঁর কিতাব মাসাইলে এবং শেখ আবূ হামিদ তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ইবনুল মাস্‌লামা এটা বাতিল প্রমাণ করার জন্যে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছেন। ইয়াহূদীরা সাতশ' বছর পর এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে এবং একটি কিতাব প্রকাশ করে। যার মধ্যে তাদের তথাকথিত চুক্তিনামা সন্নিবেশিত রয়েছে। এটা সম্বন্ধে আমি যখন অবগত হলাম তখন এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলাম যে, এটা মিথ্যা। কেননা, এ চুক্তিনামায় সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) সাক্ষী রয়েছেন। অথচ সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) খায়বারের পূর্বেই ইনতিকাল করেছিলেন। এটার মধ্যে মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ানের সাক্ষ্য রয়েছে অথচ তিনি ঐ সময় মুসলমানই হননি। চুক্তি নামার শেষে লেখক রয়েছেন আলী ইব্ন আবূ তালিব, এটাও ভুল। আর এটার মধ্যে জিযিয়া মওকূফের কথা আছে অথচ সে সময় জিযিয়ার প্রচলনই হয়নি। কেননা, এটা প্রথম যখন প্রবর্তন করা হয় তখন নাজরানবাসীদের থেকে তা প্রথম গ্রহণ করা হয়। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, তারা ৯ম হিজরীর দিকে এসেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত।

অতঃপর ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি'

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা), মিকদাদ ইব্ন আসওদ (রা) ও আমি খায়বারে অবস্থিত আমাদের সহায় সম্পদ দেখাশুনার জন্যে সেখানে গেলাম। আমরা যখন খায়বারে পৌঁছলাম তখন নিজ নিজ সম্পদের তত্ত্বাবধানে বের হলাম। তিনি বলেন, "আমি যখন আমার বিছানায় শুয়েছিলাম তখন আমার উপর হামলা করা হয় এবং আমার দুটো হাতের কব্জি কনুই থেকে স্থানচ্যুত হয়ে যায়। আমি আমার সাথীদের লক্ষ্য করে জোরে চিৎকার করলে তাঁরা আমার কাছে ছুটে আসলেন এবং আমাকে প্রশ্ন করলেন, কে তোমার এরূপ অবস্থা করেছে? আমি বললাম, 'আমি জানি না'। তখন তারা আমার হাত ঠিক করে দিলেন এবং আমাকে উমর (রা)-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তখন বললেন, "এটা খায়বারের ইয়াহূদীদের কারসাজি।" এরপর খুৎবা দেয়ার জন্যে জনগণের সামনে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী! আপনারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহূদীদের সাথে এ শর্তে চুক্তি করেছিলেন যে, যখন আমরা চাইব তখন আমরা তাদেরকে বিতাড়িত করতে পারব। তারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর উপর যুলুম করেছে। তারা তার হাতগুলো মুচড়ে দিয়েছে। পূর্বেও তারা এক আনসারী ভাইয়ের উপর যুলুম করেছিল। এটা যে তাদের কারসাজি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, তারা ছাড়া সেখানে আমাদের কোন শত্রু নেই। যদি কারো খায়বারে কোন মাল পাওনা থাকে সে যেন তা আদায় করে নেয়; কেননা, আমি ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করব। এরপর তিনি তাদেরকে বিতাড়িত করেন।'

খায়বারে উমর (রা)-এর অংশ ছিল তবে তিনি তা আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন এবং ওয়াকফে শর্ত রেখেছিলেন যার দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইংগিত করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে তার উল্লেখ রয়েছে। তিনি শর্ত করেছিলেন যে, ওয়াকফ সম্পত্তিতে নজরদারী করবেন তাঁর ছেলে মেয়েদের মধ্যে সর্বাধিক পুণ্যবানরা ক্রমানুসারে।

হাফিয বায়হাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে বলেন, "খায়বার বিজয়ের পর ও উমরাতুল কাযার মধ্যবর্তী সময়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র অভিযানের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে যদিও কোন কোনটির সুনির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাসবেত্তাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

বনূ ফাযারা-এর প্রতি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর অভিযান

ইমাম আহমদ (র) - - - - সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রা)-এর সাথে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা বনু ফাযারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম। আমরা যখন জলাশয়ের নিকটবর্তী হলাম, তখন আবূ বকর (রা)-এর নির্দেশে আমরা শুয়ে পড়লাম। এরপর যখন আমরা ফজরের সালাত আদায় করলাম তখন আবূ বকর (রা)-এর হুকুমে আমরা আক্রমণ করলাম। যারা আমাদের দিকে পানির জন্যে আসতেছিল তাদেরকে হত্যা করলাম। রাবী (সালামা) বলেন, 'অতঃপর আমি তাকিয়ে দেখলাম লোকজন তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে পাহাড়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমি তাদের পিছু নিলাম। আমি আশংকা করলাম তারা আমার পূর্বে পাহাড়ে পৌঁছে যাবে ও হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই আমি তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। তীর গিয়ে

তাদের এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গায় পড়ল। তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল। আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে আবূ বকর (রা)-এর নিকট জলাশয়ের নিকট নিয়ে আসলাম। তাদের মধ্যে ছিল ফাযারা গোত্রের একজন মহিলা। তাঁর মাথার উপরে ছিল চামড়ার একটি ভারী টুকরা। তাঁর সাথে ছিল তাঁর একটি অত্যন্ত সুন্দরী কন্যা। তার সুন্দরী কন্যাটিকে আবূ বকর (রা) গনীমত হিসাবে আমাকে দান করেন। আমি তাকে উপভোগ না করেই মদীনায় পৌঁছলাম। এরপর আমি রাত যাপন করলাম; কিন্তু তখনও আমি তাকে উপভোগ করলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বাজারে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন, 'হে সালামা! তুমি আমাকে মেয়েটি দিয়ে দাও।' আমি বললাম, 'আল্লাহ্র শপথ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মেয়েটি আমার খুবই পসন্দ হয়েছে; কিন্তু এখনও আমি তাকে উপভোগ করিনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিরুত্তর রইলেন এবং চলে গেলেন। পরদিন বাজারে আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, হে সালামা! তুমি আমাকে মেয়েটি দিয়ে দাও। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! মেয়েটি আমার খুব পসন্দ হয়েছে তবে আমি এখনও তাকে উপভোগ করিনি। আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিরুত্তর রইলেন এবং চলে গেলেন। পরদিন আবার তাঁর সাথে বাজারে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন, 'হে সালামা! মেয়েটি আমাকে দান কর। আল্লাহ্ তোমার পিতার মঙ্গল করুন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্র শপথ, আমি এখনও তাকে উপভোগ করিনি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সে এখন হতে আপনারই। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মক্কাবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন। তাদের হাতে ছিল বেশ কয়েকজন মুসলিম কয়েদী আটক। এ মহিলাটিকে তিনি তাদের মুক্তিপণ রূপে দান করলেন ও তাদের মুক্ত করে আনলেন। ইমাম মুসলিম এবং বায়হাকী এটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত উমর (রা)-এর অভিযান

বায়হাকী (র) ওয়াকিদী (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রিশজন আরোহীসহ উমর (রা)-কে চার মাইল দূরে অবস্থিত তুরবা নামক জায়গায় অভিযানে প্রেরণ করেন। তাঁর সাথে ছিল বনু হিলালের একজন পথপ্রদর্শক। তারা রাত্রে ভ্রমণ করতেন এবং দিনের বেলায় শত্রুর জন্যে ওৎপেতে থাকতেন। যখন তাঁরা শত্রুর এলাকায় পৌঁছলেন তখন শত্রুরা পালিয়ে যায়। উমর (রা) মদীনায় ফিরে আসলেন। রাস্তায় তাঁকে কেউ কেউ বললেন, "আপনি কি খায়বার গোত্রের সাথে যুদ্ধ করবেন ?" তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধুমাত্র হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে তাদের এলাকায় আমাদেরকে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইয়াসীর ইব্ন রিযাম ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে প্রেরিত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার অভিযান

বায়হাকী - - - - যুহ্রী (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রিশজন আরোহীসহ আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে ইয়াসীর ইব্ন রিযাম ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রেরণ করেন। তাঁরা খায়বারে তার কাছে পৌঁছলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছে ছিল, সে বনূ গাতফানকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে সংঘবদ্ধ

করছে। মুসলমানগণ ইয়াসীর ইব্ন রিযাম ইয়াহূদীর নিকট হাযির হয়ে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে বললেন, আপনাকে খায়বারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন, মুসলিম সেনাদল তার সাথে অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত সে তার ত্রিশজন লোকসহ তাঁদের সংগী হল। প্রত্যেক মুসলমানের সংগে ছিল একজন কাফির সহযাত্রী। যখন তারা খায়বারের ১০ কিলোমিটার দূরে 'কারকারাহনিয়ার 'নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন ইয়াসীর ইব্ন রিযাম সংকোচবোধ করতে লাগল। সে তার হাত দ্বারা আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর তলোওয়ারের দিকে ইংগিত করল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) তার কুমতলব আঁচ করতে পেরে তাঁর উটকে দ্রুত চালাতে লাগলেন। এরপর তিনি উপস্থিত সকলকে সামনের দিকে পরিচালিত করতে লাগলেন। তিনি ইয়াসীর এর পায়ে আঘাত করে তা কেটে ফেলেন। ইয়াসীরও পাল্টা আঘাত করল। তার হাতে ছিল শাওহাত নামী শক্ত কাঠের বেল্চা। এটা দিয়ে সে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর চোখে মুখে আঘাত করল এবং তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করল। প্রত্যেক মুসলমান তাঁর সহযাত্রীর উপর আক্রমণ চালাল এবং তাদের একজন ব্যতীত প্রত্যেককে হত্যা করা হল। সে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মুসলমানদের কেউই নিহত হননি। মদীনায় ফেরত আসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর আহত স্থানে মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন, ফলে তাতে পূজ সৃষ্টি হয়নি বা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এজন্য তাঁর কোন প্রকার কষ্টও অনুভূত হয়নি।

বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-এর অভিযান

ওয়াকিদী হতে সনদ সহকারে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রিশজন আরোহীসহ বাশীর ইব্ন সা'দ (রা) কে ফাদাক ভূখণ্ডের মুররা গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের পশুপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তারা তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাদের সকলকে হত্যা করল। তিনি ঐ দিন অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এরপর তিনি ফাদাকে আশ্রয় নিলেন এবং এক ইয়াহূদীর কাছে রাত্রিযাপন করেন। পরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর অভিযান

ওয়াকিদী বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) কে কতিপয় প্রবীণ সাহাবী সহকারে বনূ মুররাহ্ জনপদে প্রেরণ করেন। ঐ সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন উসামা ইব্ন যায়দ (রা), আবূ মাসঊদ আল-বাদ্রী (রা), কা'ব ইব্ন উজরা (রা) প্রমুখ।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র - - - - বনূ সালামার কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গালিব ইব্ন আবদুল্লাহ আল-কালবী (রা) কে বনূ মুররার বসতিতে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে বনূ মুররার মিত্র মিরদাস ইব্ন নুহায়ক নিহত হয়। তাকে উসামা (রা) হত্যা করেন। ইব্ন ইসহাক - - - - উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমার একজন আনসারী ভাইও আমি হুরুকাতের এক ব্যক্তি মিরদাস ইব্ন নুহায়কের উপর হামলা করলাম। যখন তার উপর তলোয়ার চালনা করলাম ও তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলাম

তখন সে বলল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। তার পরেও আমি তাকে হত্যা করলাম। যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্বন্ধে অবগত করলাম, তিনি বললেন, "হে উসামা! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরও তুমি কেন তাকে হত্যা করলে ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! সে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এ কালিমা পড়েছে। তিনি বললেন, লা-ইলাহা বলার পরও তুমি যে তাকে হত্যা করলে তারপর তোমাকে কে রক্ষা করবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বার বার এ কথাটি উচ্চারণ করতে লাগলেন। আমার মনে হচ্ছিল যে, এতদিন মুসলমান না হয়ে আজকে আমার মুসলমান হওয়াটা ভাল ছিল। তাহলে আমিও তাকে হত্যা করতাম না। এরপর আমি বললাম, 'আমি আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার করছি যে, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' উচ্চারণ করবে আমি কখনও এরূপ লোককে হত্যা করব না। তিনি বললেন, "আমার পরেও হে উসামা ?" আমি বললাম, "জী হ্যাঁ, আপনার পরেও।"

ইমাম আহমদ (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জুহায়না সম্প্রদায়ের আল-হুরুকাত গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে প্রেরণ করলেন। আমরা শত্রুর ওখানে ভোর বেলায় পৌঁছলাম। তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল সে যখন দলের অগ্রগামী থাকত তখন সে আমাদের দিকে সকলের চেয়ে বেশী দ্রুত অগ্রসর হতো আর যখন তারা পশ্চাদপসণন করত, তখন সে পিছনে থেকে তাদেরকে হিফাজত করত। তাই এক আনসারী ভাই ও আমি তার উপর হামলা চালালাম। তখন সে বলল, 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই। আনসারী তাকে হত্যা করা থেকে বিরত রইলেন; কিন্তু আমি তাকে হত্যা করলাম। আমরা মদীনায় পৌঁছলাম তখন এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি বললেন, "হে উসামা ! তুমি কি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করেছ ?" আমি বললাম, "জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে তো কেবল হত্যা থেকে বাঁচার জন্যেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ উচ্চারণ করেছিল। তারপরও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, তুমি কি তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পর হত্যা করেছ ?" এরূপে তিনি বারবার এ বাক্যটি বলতে থাকলেন। এতে আমি মনে করতে লাগলাম যে, যদি আগে মুসলমান না হয়ে ঐ দিনই মুসলমান হতাম তাহলে কতই না ভাল হত।

ইমাম বুখারী এবং মুসলিমও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবন ইসহাক - - - - জুনদুব ইব্‌ন মাকিস আল-জুহানী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-কালবী (রা) কে কাদীদে অবস্থানরত বনূ-মালূহ এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রেরণ করেন এবং তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনার জন্যে আদেশ দেন। আর আমি এ ক্ষুদ্র সৈন্যদলের একজন সদস্য ছিলাম। আমরা রওয়ানা হলাম এবং যখন আমরা কাদীদে পৌঁছলাম তখন হারিছ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আল-বায়সা আল-লাইছীর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমরা তাকে গ্রেফতার করলাম। সে বলল, আমি মুসলমান হওয়ার জন্যে এসেছি। গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) তাকে বললেন, যদি তুমি মুসলমান হওয়ার জন্যেই এসে থাক তাহলে এটাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই যে, আমরা তোমাকে একদিন একরাত পর্যবেক্ষণে রাখব। আর যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসে থাক সে ব্যাপারে আমাদেরকে তোমার সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে হবে। রাবী বলেন, গালিব (রা) তাকে বেঁধে ওখানে রেখে দিলেন এবং কয়েকজন

হাবশী লোককে তার সাথে রেখে গেলেন ও তাকে পাহারা দেবার জন্যে বললেন, আর যদি কোন প্রকার খিয়ানত করে তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দেবারও অনুমতি দিলেন। রাবী বলেন, "আমরা 'বাতনে কাদীদ' নামক স্থানে আসরের পর পৌঁছলাম। সেখানে অভিযান চালাবার জন্যে আমার সাথীরা আমাকে একটি টিলায় পৌঁছার লক্ষ্যে প্রেরণ করেন। আমিও টিলায় উঠার ইচ্ছা পোষণ করি যাতে করে আমি কারা পানি নিয়ে আসে তা প্রত্যক্ষ করতে পারি। টিলায় উঠে মুখ নিচের দিকে দিয়ে তথায় আমি শুয়ে পড়লাম। তখন ছিল সূর্যাস্তলগ্ন। শত্রুপক্ষের একজন লোক ঘর থেকে বের হয়ে আসল এবং আমাকে টিলার উপর নিচের দিকে মুখ করে শুইয়ে থাকতে দেখল; কিন্তু মানুষ বলে সে নিশ্চিত হতে পারলোনা। তাই সে তার স্ত্রীকে বলল, "আমি ঐ টিলার উপর যেন একটি মানুষের ছায়া দেখতে পাচ্ছি যা দিনের প্রথম ভাগে দেখি নাই। লক্ষ্য কর, কোন কুকুরত নয় যা তোমার হাড়ি পাত্র থেকে কিছু খেয়ে নিয়েছে" মহিলাটি খোঁজ নিল এবং বলল, "না আমার কোন জিনিস হারানো যায়নি বা কোন কিছু কোন প্রাণী খেয়ে নিয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না। লোকটি তার স্ত্রীকে একটি ধনুক ও কোষ হতে দুইটি তীর প্রদান করার জন্যে নির্দেশ দিল। মহিলাটি তার হাতে দুইটি তীর তুলে দিল। সে আমার পাঁজর লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করল, কিংবা রাবী বলেন, সে আমার কপাল লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করল। আমি তীরটি আমার শরীর থেকে বের করে নিলাম এবং পাশে রেখে দিলাম। আর কোন প্রকার নড়াচড়া করলাম না। এরপর সে আমার দিকে দ্বিতীয় তীরটি নিক্ষেপ করল এবং তা আমার বাহুতে বিদ্ধ হল। আমি এটাও খুলে নিলাম এবং পাশে রেখে দিলাম; কিন্তু কোন নড়াচড়া করলাম না। সে তার স্ত্রীকে বলল, আমার দুই দুইটি তীরই তাকে আঘাত করেছে। যদি কোন সন্দেহের বস্তু হত তাহলে অবশ্যই সে নড়াচড়া করত। যখন ভোর হবে তখন তুমি আমার তীরগুলো খোঁজ করে আনবে। কুকুরের জন্যে আমরা এগুলো অযথা ফেলে রাখব না। গালিব (রা) বলেন, "সে আমাকে প্রচুর সময় দিল। এমনকি যখন তাদের হৈচৈ থেমে গেল তারা দুধপান করল, মদ পান করল, নীরব হয়ে পড়ল এবং রাতের একাংশ কেটে গেল। তখন আমরা তাদের উপর আক্রমণ চালালাম। তাদেরকে হত্যা করলাম, তাদের পশুপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসতে লাগলাম এবং আমরা এগুলো নিয়ে ফেরত আসার জন্যে রওয়ানা হলাম। এমন সময় বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তাদের সম্প্রদায়ের বাকী লোকজন আমাদের দিকে ছুটে আসল। রাবী বলেন, আমরা অতি দ্রুত দৌড়াতে লাগলাম। হারিছ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আল-বারসা ও তার সাথীর সাক্ষাত পেলাম। তাকে আমাদের সাথে নিয়ে নিলাম। লোকজনের হৈচৈ আমাদের কানে পৌঁছতে লাগল। তারা এত অধিক সংখ্যায় আসছিল যে, তাদের মুকাবিলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যখন তাদের মধ্যেও আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র কাদীদের উপত্যকার দূরত্ব বিরাজমান ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পানির ঢল প্রেরণ করলেন। বর্তমানে কিংবা অতীতেও কোন প্রকার বৃষ্টির অস্তিত্ব দেখা যায়নি। পানির এ ঢলের জন্যে কেউ আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারল না। আমরা তাদেরকে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলাম। আর তারাও আমাদেরকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পেল। তারা শুধু আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সামনে অগ্রসর হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। শত্রু পক্ষের জন্তু জানোয়ার ও অন্যান্য সম্পদসহ অন্যপথে দ্রুত রাস্তার দিকে আমরা অগ্রসর হলাম। শত্রুকে পিছনে ফেলে আমরা দ্রুত গতিতে মদীনায় চলে আসলাম।

আবূ দাউদ (র) গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে- আবদুল্লাহ ইব্‌ন গালিব বলে, বর্ণনা করেছেন তবে শুদ্ধ হল গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)। ওয়াকিদী অন্য সনদেও এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে গালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহর সাথে ত্রিশজন সাহাবী থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

বায়হাকী (র) ওয়াকিদীর বরাতে বাশীর ইব্‌ন সা'দের অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন। এ সৈন্যদলটি খায়বার সংলগ্ন এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। এ ক্ষুদ্রদলের সদস্যগণ আরবের একদল শত্রুর মুকাবিলা করেন এবং প্রচুর গনীমত লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী বাশীর ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর নেতৃত্বে তিনশত লোকের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। হুসাইল ইব্‌ন নাবীরা (রা) ছিলেন তাদের পথ প্রদর্শক। ওয়াকিদী বলেন, "তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ও খায়বারে পথ প্রদর্শক ছিলেন।

আবূ হাদরাদ (রা)-এর অভিযান

ইউনুস (র) - - - - আবূ হাদরাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমার সম্প্রদায়ের একটি মহিলাকে আমি বিয়ে করলাম, তার মহর স্থির হয় দুইশ' দিরহাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আমার বিয়ের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, "মোহরানা কত দিচ্ছ?" আমি বললাম, "দুইশত দিরহাম।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "সুবাহানাল্লাহ, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি তুমি তোমার কোন উপত্যকা থেকেও এ মহর নিতে পারতে তাহলেওতো তুমি তার থেকে বেশী মোহরানা দিতে পারতে না। আল্লাহ্‌র শপথ, বর্তমানে আমার কাছে এমন সম্পদ নেই যে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি।" আবূ হাদরাদ (রা) বলেন, "আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। এরপর জিশাম ইব্‌ন মু'আবিয়া নামী এক বড় গোত্রের এক ব্যক্তি, যার নাম ছিল রিফা'আ ইব্‌ন কায়স অথবা কায়স ইব্‌ন রিফা'আ ও তার সাথীরা তার সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠিকে নিয়ে মাঠে নেমে সমাবেশ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি নেয়। জিশাম গোত্রে সে ছিল অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আবূ হাদরাদ (রা) বলেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমাকে ও আরো দুইজন মুসলমান ভাইকে ডাকলেন এবং নির্দেশ দিলেন, "তোমরা এ লোকটির খোঁজে যাও, তার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আস। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে একটি দুর্বল উষ্ট্রী দিলেন। এটার উপরে আমাদের একজন সওয়ার হল। দুর্বলতার কারণে সে তাঁকে নিয়ে হাঁটতে পারছিল না। লোকজন তাকে পিছন থেকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছিল। পরে সে চলতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এটার উপর চড়ে তোমরা গন্তব্য স্থলে পৌছবে। আবূ হাদরাদ (রা) বলেন, "আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে ছিল আমাদের হাতিয়ার, তীর, বর্শা ও তলোয়ার। সূর্যাস্তের সময় আমরা উক্ত সমাবেশের নিকট পৌছলাম এবং একপার্শ্বে ওঁৎপেতে রইলাম। আমার অন্য দুই সাথীকে সমাবেশের অন্য দিকে ওঁৎপাতার জন্যে নির্দেশ দিলাম। আমি তাদেরকে বললাম, যখন তোমরা আমাকে তাকবীর বলতে শুনবে ও আক্রমণ করতে দেখবে তখন তোমরা তাকবীর বলবে ও আমার সাথে সাথে আক্রমণ করবে। আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা যে কোন প্রকার সুযোগ পাবার জন্যে এরূপে অপেক্ষা করছিলাম। রাত নামার পরও আমরা অপেক্ষা করছিলাম এমনকি এশার অন্ধকার কিছুটা ঘনীভূত হতে লাগল। তাদের ছিল একটি রাখাল। সে কোন কাজে শহরে গিয়েছিল; কিন্তু ফিরে আসতে দেরী করছিল।

তারা তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। রিফা'আ ইব্ন কায়স উঠে দাঁড়াল। তার তলোয়ার ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিল এবং বলল, আল্লাহ্র শপথ, আমি আমাদের রাখালের ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই। সে বোধ হয় কোন বিপদে পড়েছে।" তার কয়েকজন সাথী বলল, "আল্লাহ্র শপথ, তুমি যাবেনা আমরাই যথেষ্ট।" তখন সে বলল, "না, আমিই যাব।" তারা বলল, তাহলে আমরা তোমার সাথে যাব।" সে বলল, "আল্লাহ্র শপথ, তোমরা কেউ আমার সংগে আসবেনা।" একথা বলে সে একাকী বের হল। আবূ হাদরাদ (রা) বলেন, "যখন সে আমার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল এবং আমার পুরাপুরি নাগালে পৌছে গেল, তখন আমি তার বুকে তীর নিক্ষেপ করলাম। আল্লাহ্র শপথ, সে কোন কিছু উচ্চারণ করার পূর্বেই ঢলে পড়ল। এমনি সময় আমি তার দিকে লাফ দিয়ে গেলাম এবং তার মাথাটি কেটে ফেললাম। এরপর আমি তাকবীর দিলাম ও তাদের প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করলাম। আমার সাথীদ্বয়ও তাকবীর বললেন এবং আক্রমণ পরিচালনা করলেন। আল্লাহ্র শপথ, এখানে যারা ছিল সকলেই তাদের কাছে যা কিছু সম্পদ ছিল তা নিয়ে ও পরিবার-পরিজন নিয়ে আত্মসমর্পণ করল। আমরা বড় বড় উষ্ট্রীও বহু বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসলাম। আর গনীমতের মালামাল ও রিফা'আ ইব্ন কায়সের কর্তিত মাথা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। ঐসব উষ্ট্রীর মধ্য হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার মোহরানা আদায়ের জন্যে আমাকে তেরটি উষ্ট্রী দান করলেন। আমি মোহরানা আদায় করে আমার স্ত্রীকে ঘরে উঠিয়ে নিলাম।

মিহলাম ইব্ন জুছামা যে ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমির ইব্ন আল-আয্বাতকে হত্যা করেছিল

ইবন ইসহাক - - - - আবূ হাদরাদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকজন মুসলমানসহ আমাকে আযাম নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আবূ কাতাদা আল-হারিছ ইব্ন রিব্য়ী (রা) এবং মিহলাম ইব্ন জুছামা ইব্ন কায়স। আমরা যখন বাতনে আযাম নামক স্থানে পৌছলাম আমির ইব্ন আল-আয্বাত ইব্ন আল-আশজায়ী'-এর সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। তার সাথে ছিল একটি আসন এবং দুধের একটি বড় মশক। সে আমাদেরকে ইসলামী কায়দায় সালাম দিল। তাই আমরা তার প্রতি হামলা করা থেকে বিরত রইলাম, কিন্তু মিহলাম ইব্ন জুছামা তার উপর হামলা করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। তাদের এ দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। তিনি তার উটও অন্যান্য পরিত্যক্ত সামগ্রী গনীমত হিসেবে লাভ করেন। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম এবং তাঁকে এ ঘটনা সম্পর্কে জানালাম তখন আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হল ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰه فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰه مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ كَذَالِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا - অর্থাৎ হে মু'মিনগণ। তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে যাত্রা করবে তখন যাচাই করে নেবে এবং কেউ তোমাদের সালাম

দিলে ইহজীবনের সম্পদের আকাংখায় তাকে বলবেনা, 'তুমি মু'মিন নও ; কারণ, আল্লাহ্র নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরাও পূর্বে এরূপই ছিলে, এরপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করে নেবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (৪- নিসা ঃ ৯৪)

ইমাম আহমদ (র) ও - - - - আবূ হাদরাদ (রা) হতে এরূপ বর্ণনা করেন।

ইবন ইসহাক - - - - যুবায়র (রা) ও তাঁর পিতা আওয়াম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তাঁরা উভয়ে হুনায়ন যুদ্ধে যোগদান করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন যুহরের সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসেন। তখন উয়ায়না ইব্ন বদর, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে নিহত আমির ইব্ন আল-আযরাত আল-আশজাঈ এর রক্তপণ দাবী করে, কেননা, সে ছিল আমিরের মুনিব। তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "তোমরা কি এখন ৫০টি উট গ্রহণ করতে এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর বাকী ৫০টি উট গ্রহণ করতে রাযী আছ ?" উয়ায়না ইব্ন বদর বলেন, "আল্লাহ্র শপথ, আমি তার সাথে কোন আপোস করব না। যতক্ষণ না তার রমণীরা ঐরূপ কষ্ট ভোগ করবে যেরূপ আমাদের রমণীরা কষ্ট ভোগ করেছে। বনূ লায়ছের এক ব্যক্তি যাকে ইব্ন মুকায়াতিল বলা হয়, আবার সে আকারেও খাট ছিল। সে বলতে লাগল, "হে আল্লাহ্র রাসূল ! ইসলামের ছত্রছায়ায় প্রতারণার ক্ষেত্রে তাদের উপমা দেয়া চলে এমন কতগুলো বকরীর সাথে যেগুলো পানি পান করতে এসে এদের অগ্রভাগে যেগুলো রয়েছে এরা পানি পান করে আর পশ্চাতেরগুলো পালিয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন প্রকার একতা কিংবা সহযোগি -তার মনোভাব নেই। আজকে এক প্রকার ঘটনা ঘটায়, পরদিন আবার অন্যরূপ ঘটনা ঘটাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমরা কি এখন ৫০টি উট গ্রহণ করতে এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর বাকী ৫০টি উট গ্রহণ করতে রাযী আছ ?" এরূপ অনেকবার অনুরোধের পর সে তা' গ্রহণ করতে রাযী হল। মিহ্লাম ইব্ন জুছামার লোকজন বলতে লাগল, "চল, আমরা মিহ্লামকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে যাই। যাতে তিনি তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাবী বলেন, একজন দীর্ঘকায়, সুস্বাস্থ্যবান এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত চাদর পরিহিত ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে দাঁড়াল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "হে আল্লাহ্ ! মিহ্লামকে মাফ করবেন না "এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে রইল এবং কাপড় দিয়ে অশ্রু মুছতে ছিল।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, "মিহ্লামের লোকেরা মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরবর্তীতে তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। উপরোক্ত বর্ণনার ন্যায় আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজা বিভিন্ন সনদে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

ইবন ইসহাক, আবূ নযর - - - - সালিম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমিরের লোকজন রক্তপণ কবূল করেন নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না আকরা' ইব্ন হাবিস (রা) তাদের সাথে একান্তে আলোচনা করেন। আকরা (রা) বলেন, "হে কায়সের বংশধরগণ ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের মধ্যে মীমাংসার খাতিরে তোমাদেরকে বলেছেন, একটি নিহত ব্যক্তির হত্যার জন্যে রক্তপণ গ্রহণ করতে, আর তোমার তাঁর কথা অমান্য করছ। তোমরা কি চিন্তা করে দেখছ যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহলে তাঁর ক্রোধের কারণে আল্লাহ্ তোমাদের

প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি তোমাদের প্রতি লা'নত করেন তাহলে তাঁর লা'নতের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি লা'নত করবেন। তোমরা তাকে যেমন করেই হোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে রক্তপণ গ্রহণ করার জন্যে নিয়ে আস ; অন্যথায় বনূ তামীমের ৫০জনকে দাঁড় করিয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে বলবো যে, নিহত ব্যক্তিটি কাফির ছিল, সে কোন দিনও এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেনি। কাজেই তার হত্যার জন্যে রক্তপণ দেয়া দরকার হবেনা। তাঁর এ কথায় তারা রক্তপণ নিতে রাযী হয়।

এ বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন ইসহাক - - - - হাসান বসরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মিহলাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, "তুমি কি তাকে নিরাপত্তা দেয়ার পরও হত্যা করেছ ?" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্যে বদ-দু'আ করলেন। হাসান বসরী (র) বলেন, "আল্লাহ্র শপথ! এরপর মিহলাম মাত্র সাতদিন বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুর পর তাকে মাটি উপরে নিক্ষেপ করে দিয়েছিল। এরপর মিহলামের আত্মীয়স্বজন আবার তাকে দাফন করল; কিন্তু এবারও তাকে মাটি উপরে নিক্ষেপ করল। এরপর তারা আবার তাকে মাটিতে দাফন করল; কিন্তু এবারও তাকে মাটি নিক্ষেপ করে দিল। এরপর তারা তার উপর কুচি পাথর দিয়ে তাকে চাপা দিল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই ভূমি তার থেকে অধিক খারাপ লোককেও বুকে ধারণ করে রয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের লোকদের বেলায় সংঘটিত ঘটনা দ্বারা তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া।

ইবন জারীর - - - - ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিহলাম ইব্ন জুছামাকে একটি দলের দায়িত্ব দিয়ে অভিযানে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে আমির ইব্ন আল-আযবাত সৈন্যদলের সাথে মুলাকাত করেন ও ইসলামী কায়দায় সালাম দেন। তবে তাদের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগে মনোমালিন্য ছিল বিধায় মিহলাম আমিরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ ব্যাপারে মীমাংসার জন্যে উয়ায়না এবং আক্রা এর সাথে আলোচনা করেন। আক্রা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আজকে এ ঘটনা ঘটছে, কাল আবার অন্যটা ঘটবে। এরূপ চলতেই থাকবে। তাই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। উয়ায়না বলে উঠলেন ঃ "না, আল্লাহ্র শপথ, এ ব্যাপারে কোন মীমাংসা নেই যতক্ষণ না আমাদের রমণীরা যেরূপ কষ্ট পেয়েছে তাদের রমণীরাও তদ্রুপ কষ্ট পায়। এরপর মিহলাম দুটো চাদরে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে জড়সড় অবস্থায় বসলেন যাতে রাসূল (সা) তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা না করুন !' তখন তিনি নিজ চাদর দিয়ে অশ্রুজল মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন এবং সাত দিন না যেতেই তিনি ইনতিকাল করলেন। তাঁকে মাটিতে দাফন করা হলে মাটি তাকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করে। মিহলামের আত্মীয়-স্বজনরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে এ সংবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নিশ্চয়ই মাটি তোমাদের সাথীর চেয়েও নিকৃষ্টতর লোককে বুকে ধারণ করে রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের কারো শাস্তির মাধ্যমে উত্তম শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। এরপর তাঁকে

তারা সকলে মিলে পাহাড়ে রেখে আসে এবং তার উপরে পাথর চাপা দিয়ে দেয়। এ পটভূমিতে নিম্নবর্ণিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا الاية অর্থাৎ হে মু'মিনগণ ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা নেবে------- (৪- নিসা ঃ ৯৪)

গ্রন্থকার বলেন, বায়হাকী প্রমুখ সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এবং অত্র আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে এ ঘটনাটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে ; কিন্তু এগুলোতে মিহলাম ও আমিরের নাম উল্লিখিত হয়নি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাফা আস-সাহমীর অভিযান

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আ'মাশ (র) - - - - হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা এক আনসারীকে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের নেতৃত্ব দান করেন এবং সৈন্যদলের সদস্যদেরকে নির্দেশ দেন যেন তারা তার কথা শুনে ও তাঁর আনুগত্য করে। রাবী বলেন, "তিনি কোন ব্যাপারে সৈন্যদের প্রতি রাগান্বিত হন এবং তাদেরকে তাঁর জন্যে কাঠ জমা করার নির্দেশ দেন। তারা কাঠ জমা করলেন। তখন তিনি তাদেরকে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তারা তা করলেন। এবার তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমাদেরকে আমার কথা শুনার ও আনুগত্য করার জন্যে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দেন নাই?" তাঁরা বললেন, "জ্বী, হ্যাঁ" তখন তিনি বললেন, "তোমরা এ আগুনে ঝাঁপ দাও !" রাবী বলেন, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং বললেন, 'আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি। রাবী বলেন, এরই মধ্যে নেতার রাগ পড়ে যায় এবং আগুনও নিভে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে ফিরে এসে তাঁরা যখন এ ঘটনাটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে অবগত করলেন, তখন তিনি বললেন, যদি তারা তাদের নেতার কথায় এ আগুনে ঝাঁপ দিত তাহলে তারা কোন দিনও এ আগুন থেকে বের হতে সক্ষম হতনা। انما الطاعة فى المعروف। কেননা, আনুগত্য হয় শুধুমাত্র পুণ্যের কাজে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমেও সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমে এ ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন, "এ ঘটনাটি সম্পর্কে আমার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

উমরাতুল কাযা

হুদায়বিয়া সন্ধির সময় বাধাপ্রাপ্ত ও স্থগিত উমরাটি সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আদায় করেন।

এ উমরাকে উমরাতুল কিসাসও বলা হয়। সুহাইলী (র) এ অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেউ কেউ উমরাতুল কাযিয়্যা নামেও এ উমরাকে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ অর্থাৎ সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্যে কিসাস। কেননা, কোন বস্তুর পবিত্রতা উভয় পক্ষের সমভাবে রক্ষণীয়। (২-বাকারা ঃ ১৯৪)।

তৃতীয় নাম عمرة القضية মীমাংসার উমরা। কেননা, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মীমাংসা করা হয়েছিল যে, এ বছর মুসলমানগণ উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরের বছর তারা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে কোষবদ্ধ অস্ত্র সহকারে মক্কা প্রবেশ করতে পারবেন। আর তারা তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন না। এই উমরা-এর কথা ৪৮নং সূরা আল-ফাতিহ্-এর ২৭তম আয়াত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْ خُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا - অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে– কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন, যা তোমরা জাননা। এছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয় অর্থাৎ খায়বারের বিজয়।

গ্রন্থকার (র) বলেন, "আমার তাফসীরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।"

উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিলেন, 'আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা কা'বা ঘরে আগমন করব এবং তার তওয়াফ করব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হ্যাঁ, তবে আমি কি তোমাকে বলেছিলাম যে এ বছরই তুমি আগমন করবে এবং তার তওয়াফ করবে ? উমর (রা) বললেন, 'জ্বী না'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, নিশ্চয়ই তুমি পরবর্তী বছর এখানে আগমন করবে এবং তার তওয়াফ করবে। আর এ কথাটিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর কবিতায় এবং উপরোক্ত আয়াতে। কাযার ওমরাহ পালনের দিন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তিনি তাঁর সামনে নিম্ন বর্ণিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ + اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلٰى تَاوِيْلِهِ +
كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلٰى تَنْزِيْلِهِ *

অর্থাৎ হে কাফিরের গোষ্ঠি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাস্তা থেকে সরে পড়। আজকে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে যেমন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি তাঁর উপর অবতীর্ণ বাণীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। কাযার ওমরাহ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেখা স্বপ্নের বাস্তবায়ন। আর এ বাস্তবায়ন ছিল ভোরের আলোর ন্যায় স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট।

ইবন ইসহাক বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন তথায় রবিউল আউয়াল, রবিউছ ছানী, জুমাদাল উলা, জুমাদাল উখরা, রজব, শা'বান, রমযান ও শাওয়াল মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। এ কয়েক মাসে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এরপর যুলকা'দা মাসে তিনি গত বছরের একই মাসে মক্কার কাফিরগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত উমরা আদায় করার জন্যে ঘর থেকে বের হলেন। ইব্ন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

মদীনায় উয়ায়ফ ইবনুল আযবাত আদ-দুয়ালীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কাযার উমরাহকে কিসাসের উমরাও বলা হয়। কেননা, মক্কার মুশরিকগণ ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলকাদাহর পবিত্র মাসে উমরা করার জন্য আগত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর সংগিগণকে বাধা প্রদান করেছিল। পরবর্তী বছর একই মাসে উমরা পালন করে পূর্বের অনুরূপ উমরা আদায় করেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৭ম হিজরীর যুলকাদা মাসে উমরাহ পালনের জন্যে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'লার এ সম্পর্কে অবতীর্ণ করেন ঃ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ অর্থাৎ সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সমান (২-বাকারা ঃ ১৯৪)। মু'তামির (র) নিজ পিতার বরাতে তাঁর মাগাযী গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করেন ও মদীনায় অবস্থান করেন তখন বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এরপর তিনি যুলকাদা মাসে উমরা আদায়ের মনস্থ করেন এবং লোকজনকে তা পালনের জন্যে তৈরির ঘোষণা দেন। লোকজন তৈরি হলেন এবং মক্কার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, "মুসলমানদের সাথে কাযার উমরাহ্তে এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা গত বছর উমরাহ পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এটা ৭ম হিজরীর ঘটনা। মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে মক্কাবাসীরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং কুরায়শরা ইত্যবসরে বলতে লাগল যে, মুহাম্মাদ দীনহীন ও অনটনগ্রস্ত। ইব্ন ইসহাক বলেন, আমাকে - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর আসহাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্যে মক্কাবাসীরা দারুন নদ্ওয়ার কাছে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন তখন বাম কাঁধের উপর এবং ডান বগলের নীচে চাদর স্থাপন করে ডান বাহু খোলা রাখেন। এরপর বলেন, আজকে যে ব্যক্তি কাফিরদের সামনে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করবে তার প্রতি হে আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন ! হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার পর দ্রুতগতিতে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তওয়াফ করেন। অর্থাৎ বায়তুল্লাহ-এর তওয়াফকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করেন। তারপর সাধারণ গতিতে চলতে থাকেন ও রুকনে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর আবার দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। এরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি তওয়াফ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করেন। আর অন্য সবগুলোতে সাধারণভাবে তওয়াফ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, লোকজনের ধারণা ছিল যে, এটা তাদের জন্যে করণীয় হিসেবে অনুমোদিত হবে না এবং এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরায়শদের দেখাবার জন্যেই করেছিলেন। কেননা, তারা ধারণা করেছিল ও বলেছিল যে, মুসলমানগণ মদীনার জ্বর ভোগের পর কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিদায় হজ্জ সম্পাদন করেন তখনও তিনি তা আদায় করেন। তাই তা সুন্নত হিসেবে চলে আসছে।

বুখারী (র) বলেন, আমাদেরকে - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর সংগিগণ উমরা পালনের জন্য মক্কা আগমন করলে মুশরিকরা বলতে লাগল যে, মুহাম্মাদ মক্কায় আসছেন তবে মদীনার জ্বর তাঁকে এবং তাঁর সংগীদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সংগিগণকে তওয়াফের তিন পাকে রমল

(দ্রুতগতিতে চলা) করার জন্যে এবং দুই রুকনের মধ্যবর্তী জায়গায় সাধারণভাবে তওয়াফ করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন। সবগুলো পাকে রমল করার জন্যে নির্দেশ প্রদান করার কারণ হল সর্বদাই এ আমলটি যেন তাঁরা স্বাচ্ছন্দে করতে পারেন।

বুখারী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের স্বীকৃত নিরাপত্তার বছর উমরা পালনের জন্যে মক্কা আগমন করলেন, তখন লোকজনকে নির্দেশ দিলেন, " তোমরা তওয়াফে রমল কর যাতে মুশরিকগণ তোমাদের শক্তি অবলোকন করতে পারে। আর মুশরিকগণ কুয়ায়কায়ান নামী পাহাড়ের দিকে অবস্থান করছিল। উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম মুসলিমও উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী (র) - - - - আবূ আওফা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরা পালন করছিলেন তখন আমরা মুশরিক বালকদের থেকে কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘিরে রাখছিলাম, যাতে তাদের কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট না দিতে পারে।

ইবন ইসহাক বলেন, "আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা প্রবেশ করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রির লাগাম ধরেছিলেন ও নিম্ন বর্ণিত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ঃ

خلّوا بنى الكفّار عن سبيلـه   خلّوا فكلّ الخير فى رسولـه

يا ربّ انى مؤمن بقيلـه   أعرفُ حقّ اللّهِ فِي قبولـه

نحن قتلناكم على تأويلـه   كَما قتلناكم على تنزيلـه

ضَرباً يزيلَ الهام عن مَقِيله   ويُذهلُ الخليلَ عن خليلـه

হে কাফিরের গোষ্ঠী ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাস্তা থেকে তোমরা সরে পড়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পথেই যাবতীয় কল্যাণ নিহিত। হে প্রতিপালক ! আমি নিশ্চয়ই তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি জানি যে, তাঁকে গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সত্য। তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে যেমন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি তাঁর উপর অবতীর্ণ বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। এমন যুদ্ধ যা মাথার খুলিকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দেয়।

ইবন হিশাম বলেন, উপরোক্ত পংক্তিগুলো আসলে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর যা তিনি সিফ্ফীনের যুদ্ধে আবৃত্তি করেছিলেন। এটা সুহায়লীর অভিমত। ইব্ন হিশাম আরো বলেন, উপরোক্ত দাবীর প্রমাণ হচ্ছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন অথচ মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বাণীকে স্বীকার করে নাই। আর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে যুদ্ধ করা হয় ঐসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যারা আসমানী বাণীকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই এগুলো আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) কর্তৃক আবৃত্তিকৃত কবিতা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

লেখক বলেন, ইব্ন হিশামের এ যুক্তি সন্দেহাতীত নয়। কেননা, হাফিয বায়হাকী - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "কাযার উমরা পালন করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে হাঁটতেছিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি উষ্ট্রীর রশি ধরে রেখেছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

خلوا بنى الكفّار عن سبيله ‏ قد نزّلَ الرحمنُ فى تنزيله

بأن خيرَ القتل فى سبيله ‏ نحنُ قتلناكم على تأويله

خلوا بنى الكفّار عن سبيله ‏ اليوم نضربكم على تنزيله

ضَربأ يزيلَ الهام عن مَقيله ‏ ويُذهلُ الخليلَ عن خليله

يا ربّ انى مؤمن بقيله

হে কাফিরের গোষ্ঠী ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাস্তা ছেড়ে দাও। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বাণীতে দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা এ তথ্য অবতীর্ণ করেন যে, আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়াই উত্তম মৃত্যু। আর আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছি তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্যে।

উপরোক্ত অবিকল সনদের অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ হে কাফিরের গোষ্ঠী ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পথ থেকে সরে দাঁড়াও। আজকে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আসমানী বাণী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়ব। এমন লড়াই যা তোমাদের মাথার খুলি স্থানচ্যুত করে দেবে এবং যার ভয়াবহতায় বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে। হে আমার প্রতিপালক ! আমি তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করেছি।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) - - - যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরাতুল কাযার বছর উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করেন। উষ্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করেন। ছড়ি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কোন ওযর ছাড়াই তিনি ছড়ি দ্বারা চুম্বন করেন। লোকজন তাঁর চতুর্দিকে ভিড় জমিয়ে দিলেন। এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) নিম্ন বর্ণিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিলেন।

এ সত্তার নামে আমরা জিহাদ করছি যার অবতীর্ণ দ্বীন ব্যতীত অন্যকোন গ্রহণীয় দীন নেই। হে কাফিরের গোষ্ঠী! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও।

মূসা ইব্‌ন উকবা, যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৭ম হিজরীর যুলকাদা মাসে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে মক্কার মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে মাসজিদুল হারাম হতে বিরত রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইয়াজিজ নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন ঢাল, বর্ম, তীর, বর্শা ইত্যাদি যাবতীয় অস্ত্র খুলে রাখেন এবং সাহাবা কিরামসহ তিনি ভ্রমণকারীদের জন্যে সাধারণভাবে প্রযোজ্য অস্ত্র-শুধু তলোয়ার সাথে রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে মায়মূনা বিন্‌ত হারিছ আমিরীয়া (রা)-এর কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তিনি তাঁর ব্যাপারটি আব্বাস (রা)-এর নিকট সমর্পণ করেন। কেননা, তাঁর বোন উম্মুল ফযল বিন্‌ত হারিছ (রা)

আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। এরপর আব্বাস (রা) মায়মূনা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় উপস্থিত হন তখন তিনি তাঁর সংগীদেরকে বাহুখুলে তওয়াফের সময় রমল করার নির্দেশ প্রদান করেন, যেন মুশরিকরা মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও শক্তি-সামর্থ্য অবলোকন করতে পারে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভাব্য উপায়ে মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলার ব্যবস্থা করেন। ফলে মক্কাবাসীরা তাদের লোকজন, রমণী ও ছেলে-মেয়েদেরকে তওয়াফরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের প্রতি অবলোকন করা থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে। خلا بنى الكفار عن سبيله শীর্ষক পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন।

রাবী বলেন, "ক্রোধ, রাগ, রোষ, শত্রুতা, ঘৃণা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে মুশরিকদের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অবলোকন করা থেকেও বিরত থাকে। তারা মক্কা থেকে অনুপস্থিত হয়ে আল-খানদামা নামী পাহাড়ের দিকে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় তিনদিন তিনরাত অবস্থান করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উল্লিখিত তিনদিনের তৃতীয় দিন শেষ হলে চতুর্থদিনের সকাল বেলায় সুহায়ল ইব্ন আমর ও হুয়াইতিব ইব্ন আবদুল উয্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আনসারদের নিয়ে একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন এবং মদীনার সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর সাথে কথা বলছিলেন। কাফির সর্দার হুয়াইতিব ইব্ন আবদুল উয্যা চীৎকার করে বলতে লাগল, "আমরা আল্লাহ্র শপথ উচ্চারণ করে বলছি, চুক্তির তিন দিন শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমাদের জনপদ থেকে এখনও বের হয়ে গেলে না"। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বলেন, "তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার মা যেন হারিয়ে যায়. এ যমীন তোমারও নয়, তোমার বাপ দাদারও নয়। আল্লাহ্র শপথ, তিনি বের হবেন না।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুহায়ল ও হুয়াইতিবকে ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের এক রমণীকে বিয়ে করেছি। তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না যদি আমরা এখানে অবস্থান করি, খাদ্য তৈরী করি, আহার করি এবং তোমরাও আমাদের সাথে আহার কর।" তারা বলল, "আমরা এসব কিছু জানি না ও বুঝি না। আল্লাহ্র শপথ উচ্চারণ করে তোমাকে আমরা আবারও বলছি। তোমার চুক্তিতে বর্ণিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি এখনও আমাদের এখান থেকে চুক্তি মুতাবিক বের হচ্ছ না।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ রাফি' (রা)-কে সৈন্যদের রওয়ানা হবার জন্যে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ার হলেন এবং বাতনে সারিফ নামক স্থানে অবতরণ করলেন। মুসলমানগণও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সেখানে অবস্থান করলেন। মায়মূনা (রা)-কে নিয়ে আসার জন্যে পূর্বেই আবূ রাফি' (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় রেখে এসেছিলেন। মায়মূনা (রা) না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সারিফে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দুষ্কৃতকারী মুশরিকরা ও তাদের দুষ্ট ছেলেমেয়েরা মায়মূনা (রা) ও তাঁর সাথীদেরকে উত্যক্ত করে। মায়মূনা (রা) যখন সারিফে আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সাথে তাঁর বাসর হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রওয়ানা হয়ে মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। আল্লাহ্ তা'আলা সারিফে মায়মূনার মৃত্যু নির্ধারণ করেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর বাসর ঘর হয়েছিল। সুতরাং পরবর্তীকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অতঃপর রাবী হামযা (রা)-এর কন্যার ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, "কাযার উমরা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন। اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ অর্থাৎ পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা নিষিদ্ধ তার জন্যে কি সাস। (২- সূরা বাকারা ঃ ১৯) পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে পবিত্র মাসে বাধাগ্রস্ত হন সে মাসেই উমরা আদায় করেন।

ইবন লাহী'আ অন্য এক সনদে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। বিভিন্ন হাদীছেও এ ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। সহীহ্ বুখারীতে ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরাহ এর উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন; কিন্তু কুরায়শের কাফিররা হুদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁকে বাধা প্রদান করে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানেই কুরবানী করেন ও মাথা মুন্ডন করেন। আর কাফিরদের সাথে সন্ধি মুতাবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পরবর্তী বছর তিনি উমরা পালন করবেন এবং সংগে তলোয়ার ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র বহন করবেন না। যতদিন মুশরিকগণ পসন্দ করবে ততদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থান করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরবর্তী বছর উমরা পালনার্থে মুশরিকদের সাথে কৃত সন্ধি মুতাবিক মক্কায় প্রবেশ করেন। তথায় তিন দিন অবস্থান করার পর মুশরিকরা তাঁকে বের হয়ে যেতে বললে, তিনি বের হয়ে যান।

ওয়াকিদী - - - - ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এটা কাযার উমরা পালন ছিলনা; বরং এটা ছিল মুসলমানদের উপর একটি শর্ত যে, যে মাসে তাঁরা মুশরিকগণ কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন ঠিক ঐ মাসেই তারা পরবর্তী বছর উমরা পালন করবেন।

আবূ দাউদ (র) - - - - মাইমূন ইব্‌ন মিহ্‌রাণ (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে বছর সিরিয়ার অধিবাসীরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) কে মক্কায় অবরোধ করেছিল সে বছর আমি উমরা পালনের জন্যে ঘর থেকে বের হলাম। আমার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক আমার সাথে তাদের কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন।" তিনি আরো বলেন, "যখন সিরীয় সেনাদলের কাছে আমি পৌছলাম তখন তারা আমাকে হেরেম শরীফে প্রবেশে বাধা দিল। তখন আমি সে স্থানেই কুরবানী করলাম ও হালাল হলাম এবং বাড়ী ফিরে আসলাম। পরের বছর গত বছরের উমরা পালন করার জন্যে আমি ঘর থেকে বের হলাম। এরপর আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে হাযির হয়ে কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "গত বছরের কুরবানীর পরিবর্তে নতুন করে এ বছর একটি কুরবানী আদায় কর। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'হুদায়বিয়ার বছর যে কুরবানী দিয়েছ তার পরিবর্তে এ বছর কাযার উমরা পালনের সময়ও কুরবানী কর।" এটি আবূ দাউদ (র)-এর একক বর্ণনা।

হাফিয বায়হাকী (র) - - - - আমর ইব্‌ন মায়মূন হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমার পিতা উমরা পালনকারী বহু লোককে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে যে কুরবানী করেছিলেন পরের বছর কি তার পরিবর্তে অন্য একটি কুরবানী করেছিলেন ? কিন্তু কারোর কাছে উত্তর পেলেন না। পরে আমি তাঁর কাছে শুনেছি যে, তিনি আবূ হাযির আল-হিম্‌ইয়ারীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাঁকে বলেন, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকেই তুমি জিজ্ঞেস করেছ। ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে যে বছর অবরোধ করা হয় সে বছর আমি হজ্জ

করতে বের হয়েছিলাম এবং কুরবানীর পশুও খরিদ করেছিলাম। সিরিয়াবাসী সৈন্যরা আমার ও বায়তুল্লার মাঝখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন আমি হেরেম শরীফে কুরবানী করলাম ও ইয়ামানে ফিরে গেলাম এবং নিজে নিজে বলতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ আমার জন্য যথেষ্ট। পরের বছর হজ্জ পালন করার জন্যে আমি মক্কায় আগমন করলাম। হজ্জের অন্যান্য আহকাম আদায় করার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে গত বছরের কৃত কুরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এটার পরিবর্তে কি নতুন করে কুরবানী করতে হবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এটার পরিবর্তে আরো একটি নতুন কুরবানী কর। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম হুদায়বিয়ায় যে কুরবানী করেছিলেন কাযার উমরা পালনের সময় তার পরিবর্তে নতুন করে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে উটের অপ্রতুলতা দেখা দেয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে গরু কুরবানী করার অনুমতি দেন।

ওয়াকিদী - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, " রাসূলুল্লাহ্ (সা) নাজীয়া ইব্ন জুনদুব আল-আসলামী (রা) কে কুরবানীর জন্তুকে বন্য গাছ গাছড়ায় চরিয়ে রাখার জন্যে নিযুক্ত করেন। তার সাথে ছিল আসলাম গোত্রের আরো চার ব্যক্তি। কাযার উমরা পালনের কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ষাটটি কুরবানীর পশু প্রেরণ করেছিলেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি উট হাঁকাবার জন্যে উটের মালিকের সাথে ছিলাম।

ওয়াকিদী বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহরাম বাঁধার পর তালবিয়া পড়ছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) ঘোড়াগুলোকে নিয়ে মার্রুয যাহ্রানে পৌঁছলেন এবং সেখানে কুরায়শের কিছু সংখ্যক লোকের সাথে সাক্ষাত করলেন। তারা মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা)-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগামী দিন ভোরে এ মান্যিলে পৌঁছবেন। তারা বাশীর ইব্ন সা'দ (রা)-এর কাছে বহু অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পেল এবং তারা ওখান থেকে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গেল। তারা যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া ইত্যাদি দেখল এ সম্বন্ধে কুরায়শদেরকে অবহিত করল। কুরায়শরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল আর বলতে লাগল, 'আল্লাহ্র শপথ! আমাদের এখানে কী ঘটে গেল। আমরাতো চুক্তিবদ্ধ আছি। মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের আমাদের সাথে কী করতে চাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) মার্রুয যাহ্রানে উপনীত হলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র বাতনে ইয়াজিজে অগ্রে পাঠিয়ে দেন যেখান থেকে হেরেম শরীফ অবলোকন করা যায়। কুরায়শগণ মিকরায ইব্ন হাফ্স ইব্ন আহনাফ-এর নেতৃত্বে কুরায়শদের কিছু সংখ্যক লোককে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রেরণ করে ও তারা বাতনে ইয়াজিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরবানীর পশু ও অস্ত্রশস্ত্রসহ সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তারা বলতে লাগল, "হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার শৈশব ও কিশোর কোন কালেই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে অভিযুক্ত হননি। আর এখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে হেরেম শরীফে প্রবেশ করছেন? অথচ আপনি তাদের সাথে সন্ধি করেছেন এই বলে যে, তলোয়ার খাপে রেখে মুসাফিরের ন্যায় হেরেম শরীফে প্রবেশ করবেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হেরেম শরীফে প্রবেশ করব না। তখন মুকরিয ইব্ন হাফস বলল, ইনি তো এমন এক সত্তা, যে

অংগীকার রক্ষা ও পুণ্য কাজ সম্পাদনে অত্যন্ত সুপরিচিত। এরপর সে তার সংগীদের নিয়ে মক্কায় ফিরে গেল। মুকরিয ইব্ন হাফ্স যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ নিয়ে মক্কায় আগমন করল তখন কুরায়শগণ পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল এবং বলতে লাগল "আমরা মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়েও দেখব না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরবানীর পশুগুলোকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন। আর যখন তিনি 'যুতাওয়া' পৌঁছলেন তখন তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তালবিয়া পড়তে শুরু করলেন। তাঁরা তলোয়ার সজ্জিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন, তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়ায় উপবিষ্ট। যখন তাঁরা যুতাওয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাসওয়ার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় থেমে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) উষ্ট্রীর লাগাম ধরে যুদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন এবং বলছিলেন, "হে কাফিরের গোষ্ঠী ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পথ তোমরা ছেড়ে দাও, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাস্তা থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও .....।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, "সপ্তম হিজরীর যুলকা'দা মাসের চার তারিখ ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম মক্কায় আগমন করলেন। তখন মুশরিকরা বলতে লাগল, 'মুহাম্মাদ তোমাদের কাছে বিদেশী প্রতিনিধির বেশে আসছেন তবে ইয়াসরিবের জ্বর ও বিরূপ আবহাওয়া তাঁকে এবং তাঁর সংগীদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদেরকে তওয়াফের সময় তিন পাকে রমল করার জন্যে নির্দেশ দেন এবং বাকী চার পাকে ও দুই রুকনের মধ্যবর্তী জায়গায় সাধারণভাবে চলার আদেশ দেন। যেহেতু এ হুকুমটি স্থায়ী সেহেতু সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল পাকে রমল করতে নির্দেশ দেননি।

ইমাম আহমদ - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরাহ পালনের লক্ষ্যে যখন মার্রুয্ যাহ্রানে অবতরণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, কুরায়শগণ মুসলমানদের সম্পর্কে এ অপবাদ রটাচ্ছে যে, মুসলমানগণ দুর্বলতার কারণে একে অন্যের কাছে গিয়ে কুশল বিনিময়ও করতে পারেনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ বললেন, আমাদের অনুমতি দিন, যেন আমরা আমাদের কোন বাহন পশু যবেহ করি তারপর তার গোশত ও ঝোল খেয়ে পরদিন সকালে জনসমাবেশে যাই যাতে করে আমাদের মধ্যে স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না এরূপ করবেনা; বরং তোমাদের যা আছে তা নিয়ে আমার কাছে আস। তারা তাদের নিকট রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একত্রিত করলেন এবং দস্তরখান পাতা হল। তাঁরা পেট ভরে খেলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পাত্র পূর্ণ করে নিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অগ্রসর হয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। আর কুরায়শরা হাতিমের দিকে বসে রইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডান বাহু খোলা রেখে বাম হাতের বগলের নীচে চাদর পরিধান করেন এবং সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "কুরায়শ সম্প্রদায় যেন তোমাদের মধ্যে কোন দুর্বলতার চিহ্ন দেখতে না পায়। হজরে আসওয়াদ চুম্বন কর এবং রমল কর। তারপর রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চল।" কুরায়শরা বলতে লাগল, "মুসলমানরা সাধারণভাবে হাঁটতে রাযী নয়, তারা যেন হরিণের ন্যায় দৌড়াচ্ছে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণ তিন পাকে রমল করেন এবং তা

সুন্নত হিসেবে পরিগণিত হয়। রাবী আবূ তুফায়ল বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জেও এরূপ রমল করেছেন। এটি ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা।

ইমাম মুসলিম ও - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। জমহুর উলামার মতে তওয়াফে রমল করা সুন্নত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাযার উমরা পালনের সময় রমল করেছেন। জিয়িরানার উমরা পালনের সময়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াফে রমল করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ ও - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম প্রমুখ জাবির (রা) হতেও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের তওয়াফে রমল করেছেন। উমর (রা) রমল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, এখন আর রমলের কী প্রয়োজন ? আল্লাহ্ তা'আলা তো ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কাজ করেছেন বলে প্রমাণিত হলে আমরা সে কাজ করা থেকে বিরত থাকব না। এ বিষয়ে কিতাবুল আহকামে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

প্রসিদ্ধ মতে ইব্ন আব্বাস (রা) তওয়াফে রমল করাকে সুন্নত মনে করতেন না। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বা ঘর ও সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে যে সাঈ করেছেন তা মুশরিকদের কাছে মুসলমানদের শক্তি প্রদর্শন করার জন্যে। এটা হচ্ছে বুখারীর ভাষ্য।

ওয়াকিদী বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাযার উমরা পালনের সময় যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন।" বিলাল (রা) কা'বার ছাদে উঠে যুহরের সালাতের আযান দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্ল বলল, 'আল্লাহ্ আবুল হাকাম (আবূ জাহ্ল)-কে মৃত্যু দান করে সম্মানিত করেছেন; কেননা, এই দাসের উচ্চারিত শব্দমালা তাকে শুনতে হচ্ছে না।' সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়া বলল, 'আল্লাহ্র জন্যে সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার পিতাকে এসব দেখার পূর্বে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন।' খালিদ ইব্ন ওসায়দ বলল, "আল্লাহ্র জন্যে সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমার পিতাকে মৃত্যুদান করেছেন। কেননা, আজ ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে বিলাল যে হাঁক দিচ্ছে তা তাকে দেখতে হয়নি।" সুহায়ল ইব্ন আমর ও তার সাথে কিছু সংখ্যক লোক যখন আযানের আওয়ায শুনল, তখন তারা তাদের চেহারা ঢেকে নিল। হাফিয বায়হাকী (র) বলেন, পরবর্তীকালে প্রায় সকলেই তাদের আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, ওয়াকিদীর মাধ্যমে বায়হাকী (র) উল্লেখ করেছেন যে, এটি ছিল কাযার উমরা পালনের ঘটনা; কিন্তু প্রসিদ্ধ অভিমত হল যে, এ ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের বছর ঘটেছিল। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

মায়মূনা (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের ঘটনা

ইবন ইসহাক - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এ সফরে (কাযার উমরাহ) হযরত মায়মূনা বিন্ত হারিছ (রা)-কে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন (ইহরামের অবস্থায়)। আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিবাহ দেন।

ইবন হিশাম বলেন, মায়মূনা (রা) তাঁর বিবাহের দায়িত্বটি তাঁর বোন উম্মুল ফযলের কাছে সমর্পণ করেন। উম্মুল ফযল তাঁর স্বামী আব্বাস (রা)-এর নিকট এ দায়িত্বটি সমর্পণ করেন এবং আব্বাস (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে তাঁকে চারশ' দিরহাম মহর আদায় করেন। সুহায়লী উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহের প্রস্তাব যখন মায়মূনা (রা)-এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন তাই তিনি বললেন, 'উট এবং উটের উপর যা কিছু রয়েছে সবই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর। সুহায়লী আরো বলেন, মায়মূনা (রা)-এর সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

অর্থাৎ এবং কোন মু'মিন নারী যদি নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করে এবং নবীও তাঁকে বিবাহ করতে মনস্থ করেন তাও বৈধ। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্যে নয়" (৩৩- আহ্যাব ৫০)।

ইমাম বুখারী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেন তখন তিনি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। আর যখন বাসর ঘর উদযাপন করেন তখন তিনি ছিলেন ইহরামমুক্ত। মায়মূনা (রা) সারিফে ইনতিকাল করেন।

বায়হাকী ও দারা কুতনী - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি ছিলেন ইহ্রামমুক্ত। উলামায়ে কিরাম ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রথম ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, "তিনি ছিলেন ইহ্রাম অবস্থায়" এর অর্থ হল তিনি হারাম মাসে (যুলকাদা) অবস্থান করছিলেন। কোন এক কবি বলেন, তারা উছমান ইব্ন আফ্ফান খলীফাকে মুহরিম অবস্থায় হত্যা করেছিল বলতে হারাম মাস বুঝানো হয়েছে। তখন তিনি আহ্বান করেন, কিন্তু তার মত নিঃসঙ্গ আর কাউকে দেখিনি।

গ্রন্থকার (র) বলেন, এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রশ্নাতীত নয়। কেননা, ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদীছ এ ব্যাখ্যার পরিপন্থী। বিশেষ করে তিনি যে বলেছেন : تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বিবাহ করেন তখন তিনি ছিলেন মুহরিম আর যখন বাসর উদযাপন করেন তখন তিনি ছিলেন হালাল। কেননা, বাসর ঘর উদযাপন ও যুলকাদা মাসেই হয়েছিল। অথচ এটাও ছিল হারাম মাস। বিভিন্ন সনদে এ বর্ণনাটি পাওয়া যায়।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (র) বলেন, ইব্ন আব্বাসের এ ধারণাটি সঠিক ছিল না যদিও মায়মূনা (রা) তাঁর খালা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হালাল হওয়ার পরই তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় আগমন করেন। সে সময় তিনি হালাল ছিলেন এবং তখনই বিবাহও অনুষ্ঠিত হয়।

ইমাম মুসলিম ও সুনানের সংকলকগণ - - - - মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিছ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিবাহ করেন তখন আমরা সারিফে ইহরামযুক্ত ছিলাম।"

হাফিয বায়হাকী - - - - আবূ রাফি' (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মায়মূনা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তিনি ছিলেন ইহ্‌রামযুক্ত এবং তাঁর সাথে বাসর উদযাপন করেন তখনও তিনি ছিলেন ইহরামযুক্ত। আমি তাঁদের উভয়ের মাধ্যম ছিলাম। তিরমিযী ও নাসাঈ অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিরমিযী বর্ণনাটিকে 'হাসান' বলে অভিহিত করেছেন।

গ্রন্থকার বলেন, "মায়মূনা (রা) সারিফে ৬৩ হিজরী মতান্তরে ৬০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।"

কাযার উমরা পালনের পর মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের বিবরণ

মূসা ইব্‌ন উক্‌বা বর্ণনা করেন, কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর[১] হুয়াইতিব ইব্‌ন আবদুল উয্‌যাকে প্রেরণ করল যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) শর্ত মুতাবিক মক্কা থেকে চলে যান। কাফিরদেরকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছে মায়মূনা (রা)-এর বিবাহের পর ওলীমা করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আপনি আমাদের এখান থেকে চলে যান। তখন তিনি চলে গেলেন। ইব্‌ন ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

ইমাম বুখারী (র) - - - - আল-বারা' (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুলকা'দা মাসে ওমরাহ পালন করতে আসেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি তাদের সাথে সন্ধি করেন যে, পরবর্তী বছর তারা তাঁকে মক্কায় তিন দিন থাকতে দেবে। যখন তারা সন্ধিপত্র লিখল লিখা হল যে, এটা একটি সন্ধিনামা যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সম্পাদন করেন। কাফিররা বলল, "আমরা এটা মানিনা। আমরা যদি আপনাকে রাসূল বলে জানতামই তাহলে আমরা আপনার জন্যে কিছুই নিষেধ করতাম না তবে আপনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ও বটে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে বললেন, "তুমি 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দটি মুছে ফেল।" তিনি বললেন, 'না, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি আপনার নাম কখনও মুছতে পারব না।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধিনামাটি হাতে নিলেন এবং তিনি খুব ভাল লিখতে পারতেন না। তবুও তিনি লিখলেন, এটা এমন একটি সন্ধিনামা যা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সম্পাদন করলেন যে, তিনি তলোয়ার কোষবদ্ধ রেখে মক্কায় প্রবেশ করবেন, মক্কাবাসীদের কেউ যদি তার অনুগত হয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে যেতে চায় তাহলে তিনি তাকে বের করে নেবেন না, পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্য থেকে যদি কেউ মক্কায় থেকে যেতে চায় তাহলে তিনি তা নিষেধ করতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সন্ধি মুতাবিক মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল তখন কাফিররা হযরত আলী (রা)-এর কাছে

১. ইব্‌ন হিশামের মতে তিন দিন। –সম্পাদকদ্বয়

আসল এবং বলল, তোমার সাথীকে বল, তিনি যেন আমাদের এখান থেকে বের হয়ে যান। কেননা, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। সেমতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে গেলেন। এ সময় হামযা (রা)-এর শিশু কন্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছু নিলেন এবং হে চাচা, হে চাচা, বলে ডাকতে লাগলেন, আলী (রা) তাকে গ্রহণ করেন এবং তার হাতে ধরেন। আর ফাতিমা (রা)-কে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নিয়ে নাও। তখন তিনি তাকে উঠিয়ে নিলেন। এরপর আলী (রা), যায়দ (রা) ও জা'ফর (রা) তাকে নিয়ে বিতণ্ডায় লিপ্ত হলেন। আলী (রা) বললেন,আমি তাকে উঠিয়ে নিয়েছি এবং সে আমার চাচার কন্যা। জা'ফর (রা)ও বলে উঠলেন, 'সে আমার চাচার কন্যা এবং তার খালা আমার স্ত্রী। যায়দ (রা)ও বলে উঠলেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর খালার সাথে তাকে থাকার পক্ষেই রায় দিলেন এবং বললেন, الخالة بمنزلة الأم খালা হচ্ছে মায়ের তুল্য। আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। জা'ফর (রা)-কে বললেন, 'আমার শরীরের গঠন ও চরিত্রের সাথে তোমার সাজুয্য রয়েছে এবং যায়দ (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের মাওলা। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, আপনি কি হামযা (রা)-এর কন্যাকে বিয়ে করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। উপরোক্ত সনদে ইমাম বুখারী এ হাদীছের একক বর্ণনাকারী।

ওয়াকিদী - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর কন্যা আম্মারা (রা) মক্কায় অবস্থান করছিল। তার মায়ের নাম ছিল সাল্মা বিন্ত উমায়স। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় আগমন করলেন তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, কোন্ যুক্তিতে আমরা আমাদের চাচার কন্যাকে মুশরিকদের মাঝে ইয়াতীম রূপে মক্কায় ছেড়ে যাবো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বের করে নেয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার নিষেধ করলেন না। তাই তিনি তাকে বের করে নিলেন। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) এ ব্যাপারে কিছু কথা বললেন। তিনি ছিলেন হামযা (রা)-এর মনোনীত ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুহাজিরীনকে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হামযা (রা) ও যায়দ (রা) ইব্ন হারিছার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এজন্যে তিনি বলেন, 'আমার ভাইয়ের কন্যা হিসেবে তার সম্বন্ধে আমার অধিকার বেশী। যখন একথা জা'ফর (রা) শুনলেন, তখন তিনি বললেন, খালা মায়ের সমতুল্য। যেহেতু তার খালা আস্মা বিন্ত উমায়স আমার স্ত্রী, সেহেতু আমিই বেশী হকদার। আলী (রা) বলেন, 'কী হল, আমি দেখতেছি যে, তোমরা তাকে নিয়ে মতবিরোধ করছ অথচ সেতো আমার আপন চাচার কন্যা। আর আমিই তাকে কাফিরদের মধ্য থেকে উদ্ধার করে এনেছি। কাজেই তোমাদের কাছে আমার মত কোন গ্রহণযোগ্য দাবী নেই। সুতরাং তার সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে আমার দাবীই অগ্রগণ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিচ্ছি। হে যায়দ! তুমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) আর হে জা'ফর, তুমি আমার শারিরীক গঠন ও চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য পেয়েছ। হে জা'ফর, তুমি আবার তার সম্পর্কে অধিক অধিকার রাখ, কেননা, তার খালা তোমার স্ত্রী। খালার সাথে বিয়ে করে কোন নারীকে একত্রিত করা যায় না। অনুরূপ ফুফুর সাথেও বিয়ে করে কোন নারীকে একত্রিত করা যায় না। অতএব, জা'ফর

(রা)-এর পক্ষেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) রায় প্রদান করলেন। ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জা'ফর (রা)-এর পক্ষে রায় প্রদান করলেন তখন জা'ফর উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকে আনন্দে এক পায়ে চলতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এটা কী হে জা'ফর ? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাসী যখন কারো প্রতি সন্তুষ্ট হতেন, দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ঐ ব্যক্তির চতুর্দিকে এক পায়ে হাঁটতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, "আপনি তাঁকে বিয়ে করুন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সালামা ইব্ন আবূ সালামা এর সাথে বিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন, আমি কি আবূ সালামার শোধ দিতে পেরেছি ?

গ্রন্থকার বলেন, ওয়াকিদী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, সালামা তাঁর মা উম্মে সালামার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন। আর সালামা ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ উমর ইব্ন আবূ সালামার চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

ইবন ইসহাক বলেন, "যিলহাজ্জ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। তাই মুশরিকরাই এ হজ্জের তত্ত্বাবধান করে। ইব্ন হিশাম বলেন, এ উমরা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ *

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে– কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা জান না। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এ সদ্য বিজয়। অর্থাৎ আসন্ন খায়বারের বিজয়" (৪৮ ঃ ২৭)।

ইবন আবুল আওজা আস-সুলামীর অভিযান

ইমাম বায়হাকী (র) - - - - যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সপ্তম হিজররী যিলহাজ্জ মাসে কাযার উমরা পালন করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তিনি ইব্ন আবুল আওজা আস-সুলামীকে ৫০জন অশ্বারোহীসহ বনূ সুলায়মের প্রতি প্রেরণ করেন। তাদের গুপ্তচর তাদেরকে মুসলিম ক্ষুদ্র সৈন্যদল সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে সতর্ক করল। তাতে তাদের বহু সংখ্যক লোক মুসলিম সৈন্যদলের বিরুদ্ধে একত্রিত হল। ইব্ন আবুল আওজা মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তাদের সম্মুখীন হলেন। রাসূলুল্লাহ্র সাহাবীগণ তাদের সমাবেশ প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা মুসলিম সেনাদের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, "তোমরা যে ইসলামের প্রতি আমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ তাতে আমাদের কাজ নেই। একঘণ্টা যাবত তারা তীর নিক্ষেপ করে।

ইতোমধ্যে তাদের জন্যে আরো সাহায্য সহায়তা এসে পৌঁছতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত শত্রু সৈন্যরা মুসলিম ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে চতুর্দিক দিয়ে অবরোধ করে ফেলল। মুসলিম সৈন্যগণ তুমুল যুদ্ধ করে তাঁদের অধিকাংশই শাহাদত বরণ করেন। ইব্‌ন আবুল আওজা (রা) মারাত্মকভাবে আহত হন। এরপর তাঁকে মদীনায় আনা হল। তিনি অষ্টম হিজরীর সফর মাসের প্রথম তারিখে অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এ সনের অন্যান্য ঘটনা

ওয়াকিদী বলেন, ৭ম হিজরীতে হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কন্যা যয়নবকে তাঁর স্বামী আবুল 'আস ইব্‌ন রাবী'র কাছে ফেরত পাঠান। এ বছরেই হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা' মুকাওকিস এর কাছ থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। তাঁর সাথে ছিলেন মারিয়া ও সীরীন যাঁরা আসার পথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের সাথে আরো ছিল একজন খোঁজা গোলাম। ওয়াকিদী বলেন, ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসার জায়গা মিম্বরের দুটি সিঁড়ি তৈরী করান। তবে এগুলো যে ৮ম হিজরীর কাজ, এটাই আমাদের কাছে প্রমাণিত।

৮ম হিজরীর ঘটনাবলী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - رَبِّ يَسِّرْ وَاَعِنْ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ

আমর ইবনুল আস, খালিদ ইব্ন আল-ওয়ালীদ ও উছমান ইব্ন তাল্হার ইসলাম গ্রহণ

ইব্ন ইসহাকের বরাতে পঞ্চম হিজরীর ঘটনাবলীর আলোচনায় এর আংশিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হাফিয বায়হাকী - - - - আমর ইবনুল 'আস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি ছিলাম ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন।' মুশরিকদের পক্ষে বদরে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু সে যুদ্ধে প্রাণে রক্ষা পেয়ে যাই। এরপর উহুদে অংশ নেই এখানেও রক্ষা পেয়ে যাই। এরপর খন্দকের যুদ্ধে হাযির হই। তখনও বেঁচে যাই। মনে মনে বলতে লাগলাম, কত আর অপমানিত হব। আল্লাহ্র শপথ ! মুহাম্মাদ কুরায়শদের উপর অবশ্যই বিজয় লাভ করবেন। তখন আমার যা কিছু আছে তা নিয়ে কয়েক সদস্যের একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে মিশে গেলাম এবং লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করাও কমিয়ে দিলাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়া গমন করলেন ও সন্ধি করে ফিরলেন এবং কুরায়শরাও মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল, তখন আমি বলতে লাগলাম, 'আগামী বছর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে বিজয়ীর বেশে মক্কা প্রবেশ করবেন। তাই মক্কা বা তায়েফ কোথায়ও অবস্থানের জন্য অনুকূল থাকবে না। ইসলামের জন্যে বেরিয়ে পড়াই এখন উত্তম। আর আমি বুঝি ইসলাম থেকে বহু পিছনে পড়ে রয়েছি। আবার মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যদি কুরায়শরা সকলেই মুসলমান হয়ে যায় তাহলেও আমি মুসলমান হব না। তাই আমি মক্কা আগমন করলাম এবং আমার গোত্রের কিছু লোককে একত্রিত করলাম। আর তারাও আমার সিদ্ধান্তে একাত্মতা ঘোষণা করল। তারা আমার অত্যন্ত অনুগত ছিল। আর কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা আমাকেই পুরোভাগে রাখতো। একদিন তাদেরকে আমি বললাম, তোমরা আমাকে তোমাদের মাঝে কিরূপ মনে কর ? তারা বলল, "আপনি আমাদের মাঝে বুদ্ধিমান এবং জীবন রক্ষার এবং সাফল্য অর্জনে আপনিই আমাদের প্রধান।" তিনি বলেন, "আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্র শপথ, মুহাম্মাদের ব্যাপারটি এখন আমাদের কাছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং তার ব্যাপারটি আমাদের সমস্ত কাজ কারবারকে দারুণ প্রভাবিত করছে। সুতরাং আমি তোমাদের কাছে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। তারা বলল, সেটা কী ? আমি বললাম, চল, আমরা নাজ্জাশীর সাথে যোগ দেই এবং তার সাথে আমরা থাকি। যদি মুহাম্মাদ বিজয় লাভ করেন, তাহলে আমরা নাজ্জাশীর কাছে থাকব এবং নাজ্জাশীর অধীনে থাকব যা আমাদের জন্যে মুহাম্মদের অধীনে থাকার চাইতে

অনেকগুণে ভাল। আর যদি কুরায়শরা জয়লাভ করে, তাহলে আমরা যে তাদের সংগে আছি এটা তো তারা জানেই। তারা সমস্বরে বলল, 'এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। আমি আবার বললাম, চল যাওয়ার কালে নাজ্জাশীর দরবারে আমাদের দেশ হতে কিছু উপঢৌকন নিয়ে যাই। আমাদের দেশ থেকে যেসব হাদিয়া সাধারণত ঐ দেশে যায় এগুলোর মধ্যে চামড়াই হল প্রধান ও তাঁর কাছে অতিপ্রিয়। এই সিদ্ধান্ত মুতাবিক আমরা বহু চামড়া সংগ্রহ করলাম এবং বের হয়ে পড়লাম ও নাজ্জাশীর ওখানে গিয়ে পৌঁছলাম। আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা যখন তাঁর কাছে পৌঁছলাম, তখন সেখানে ছিল আমর ইব্‌ন উমাইয়া আদ-দিমারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে একটি পত্র সহকারে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেছিলেন তাতে আবূ সুফিয়ান (রা)-এর কন্যা উম্মে হাবীবার বিয়ের প্রস্তাব ছিল। তারপর তিনি নাজ্জাশীর কাছে গেলেন এবং পরে বের হয়ে আসলেন। আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, ইনি হচ্ছেন আমর ইব্‌ন উমাইয়া আদ-দিমারী। যদি আমি কিছুক্ষণ পূর্বে নাজ্জাশীর কাছে প্রবেশ করতে পারতাম এবং তাকে বলতে পারতাম তাহলে তিনি তাকে আমার হাতে সোপর্দ করতেন এবং আমি তাকে হত্যা করতে পারতাম। যদি আমি তা করতে পারতাম। তাহলে কুরায়শরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হত। আমি তাদের থেকে বাহবা পেতাম এবং মুহাম্মাদের দূতকে হত্যা করতে পারতাম। এরপর আমি নাজ্জাশীর কাছে প্রবেশ করলাম এবং আমাদের প্রথা অনুযায়ী তাকে সিজদা করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম স্বাগতম হে আমার বন্ধু ! তোমার দেশ হতে কি কোন হাদিয়া নিয়ে এসেছ ? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ, রাজন ! আপনার জন্য অনেকগুলো চামড়া হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে এসেছি। তারপর এগুলো আমি তাঁর কাছে পেশ করলাম। তিনি এগুলো খুবই পসন্দ করলেন এবং তার সভাসদদের মধ্যেও কিছুটা ভাগ করে দিলেন। আর বাকীগুলো একটি স্থানে রাখতে বলেন এবং তালিকাভুক্ত করে সংরক্ষণের জন্যে নির্দেশ দিলেন। যখন আমি তাকে খোশ মেজাযে দেখতে পেলাম তখন বললাম, রাজন ! আমি একটি লোককে দেখতে পেলাম আপনার কাছ থেকে বের হয়ে গেল। সে আমাদের শত্রুর দূত। সেই শত্রু আমাদের উপর যুলুম করেছে এবং আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে। তাই লোকটাকে আমার হাতে তুলে দিন যাতে করে আমি তাকে হত্যা করতে পারি। এ কথা শুনে নাজ্জাশী রেগে গেলেন এবং আমার উপর হাত উঠালেন। তিনি আমার নাকে এত জোরে আঘাত করলেন যে, আমার মনে হয়েছিল যেন তা ভেঙ্গে গেছে। নাক দিয়ে জোরে রক্ত পড়তে লাগল। আর আমি আমার কাপড় দ্বারা তা মুছতে লাগলাম। আমি এত অপমানিত বোধ করলাম যে, যদি আমার জন্যে ভূমি বিদীর্ণ হয়ে যেত তাহলে আমি মাটির ভিতর ঢুকে পড়তাম। এরপর আমি বললাম, হে রাজন ! যদি আমি ধারণা করতে পারতাম যে, আমি যা বলেছি তাতে আপনি ক্ষুদ্ধ হবেন, তাহলে আমি কোনদিনও এ কথা মুখে উচ্চারণ করতাম না। নাজ্জাশী তাতে একটু লজ্জিত হলেন এবং বললেন, হে আমর ! তুমি আমার কাছে আবেদন করছ এমন লোকের দূতকে হত্যা করার জন্যে, তোমার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে যার কাছে 'নামুসে-আকবর' আসা যাওয়া করেন। যেমন তিনি আসা যাওয়া করতেন হযরত মূসা (আ)-এর কাছে এবং যিনি হযরত ঈসা (আ)-এর কাছেও আসতেন। আমর বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে যা কিছু ছিল তা পরিবর্তন করে দিলেন। আমি আমার নিজেকে সম্বোধন করে বলতে লাগলাম, আরব ও অনারব সকলেই যে সত্যটি উপলব্ধি করেছে, তুমি তার বিরোধিতা করছ ? এরপর আমি বাদশাকে

বললাম, হে বাদশা, আপনি কি এটার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হে আমর ! আমি এটা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমার অনুকরণ কর এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নাও। কেননা, আল্লাহ্‌র শপথ ! তিনি সত্যের উপর রয়েছেন। আর যারা তাঁর বিরোধিতা করছে তাদের উপর তিনি জয়লাভ করবেন। যেমন মূসা (আ) ফিরআওন ও তার সৈন্যদলের উপর জয়লাভ করেছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি আমার ইসলামের বায়আত গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এবং এ বলে তাঁর হস্ত প্রসারিত করেন। আর আমাকে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করান। এরপর তিনি একটি চিলিমচী চেয়ে পাঠালেন এবং আমার রক্ত ধুয়ে দিলেন। আর আমাকে উত্তম জামা-কাপড় পরতে দিলেন। আমার কাপড়গুলো রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। আমি সেগুলো ফেলে দিলাম। এরপর আমি আমার সাথীদের কাছে ফিরে আসলাম। তারা আমার পরনে নাজ্জাশী প্রদত্ত জামা-কাপড় দেখতে পেয়ে খুশী হলো এবং বললো, তুমি কি তোমার বন্ধুর নিকট কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি হাসিল করতে পেরেছ ? উত্তরে আমি তাদেরকে বললাম, "প্রথমবারে তাঁর কাছে এ ব্যাপারে কথা বলাটা ভাল মনে করিনি। পুনরায় তাঁর কাছে যাব।" তারা বলল, "তুমি যা ভাল মনে করে তাই করবে। এরপর আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছে যেন আমি অন্য কোন দরকারে কোথায়ও যাচ্ছি। সুতরাং আমি জাহাজ ঘাটের দিকে অগ্রসর হলাম, লক্ষ্য করলাম একটি জাহাজ যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে গেছে ও ছেড়ে যাচ্ছে। আমি যাত্রীদের সাথে জাহাজে উঠলাম। মাল্লারা জাহাজ ছেড়ে দিল। যখন তারা দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি অবতরণস্থলে পৌঁছলো তখন আমি জাহাজ থেকে অবতরণ করলাম। আমার সাথে আমার পথ-খরচের অর্থ-সম্পদ ছিল। আমি একটি উট খরিদ করলাম এবং মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম। মার্রুয যাহ্‌রান নামক স্থানে গিয়ে আমি পৌঁছলাম। তারপরেও চলতে লাগলাম। যখন আল-হুদা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন দেখি দুই ব্যক্তি আমার কিছুক্ষণ পূর্বে সেখানে পৌঁছেছে এবং সেখানে অবতরণের ইচ্ছা পোষণ করছে। তাদের একজন তাবুর ভিতরে প্রবেশ করেছে এবং অন্য একজন দুইটি যান বাহনকে ধরে রয়েছে। এরপর আমি তাকিয়ে দেখি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে। তাঁকে বললাম, "কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছ ? সে বলল, "মুহাম্মাদের কাছে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে চলছে। সুরুচিপূর্ণ কেউ একটা বাকী নেই। আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি আমি নিষ্ক্রিয় থাকি তাহলে মুহাম্মাদ (সা) আমাদেরকে এমনভাবে ধরবে, যেমন হায়েনাকে তার গুহায় আটক করা হয়।" আমি বললাম, 'আল্লাহ্‌র শপথ ! আমিও মুহাম্মাদ (সা)-এর উদ্দেশ্যে যেতে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। উছমান ইব্‌ন তালহা (রা) তাবু থেকে বের হয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। আমরা সকলেই এ মানযিলে অবতরণ ও অবস্থান করলাম। এরপর আমরা একত্রে মদীনায় আগমন করলাম। মদীনায় আমরা যত লোকের সাথে সাক্ষাত করেছি আবূ উতবা এর ন্যায় আর কেউ আমাদেরকে এত উচ্চস্বরে স্বাগত জানায়নি। দেখামাত্র তিনি উচ্চস্বরে ইয়া রাবাহ ! ইয়া রাবাহ ! ইয়া রাবাহ ! স্বাগতঃ ধ্বনি বলতে লাগলেন। তাঁর কথায় আমরা শুভ লক্ষণ মনে করলাম এবং অত্যন্ত খুশী হলাম। এরপর তিনি আমাদের দিকে তাকালেন এবং তাঁকে বলতে শুনলাম। তিনি বলছিলেন, "এ দুজনের ইসলাম গ্রহণের পর নেতৃত্ব মক্কায় চলে যাচ্ছে।" এ দুজন দ্বারা আমাকে এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদকে বুঝাতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি দৌড়িয়ে মসজিদে চলে গেলেন। আমি ধারণা করলাম যে,

সম্ভবত তিনি আমাদের আগমনের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জানাবার জন্যে গিয়েছেন। আমি যা ধারণা করেছিলাম তা-ই হল। আমরা হার্‌রায় অবতরণ করলাম ও আমাদের উত্তম পোষাক পরিধান করলাম। এরপর আসরের সালাতের জন্যে আযান দেওয়া হয়। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ধীর পদে অগ্রসর হলাম। তাঁর চেহারা ছিল উজ্জ্বল। মুসলমানগণ চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। আমাদের ইসলাম গ্রহণে তাঁরা অত্যন্ত খুশী হলেন। এরপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) এগিয়ে আসলেন এবং বায়আত হলেন। এরপর উছমান ইব্‌ন তালহা (রা) এগিয়ে আসলেন। তিনিও বায়আত হলেন। এরপর আমি অগ্রসর হলাম। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি তাঁর সামনে বসার পর তাঁর দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছিলাম না। তারপর আমি বায়আত গ্রহণ করলাম এ শর্তে যে, আমি পূর্বে যা গুনাহ করেছি তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে, আর যা এখন করছি তার জন্যে আমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "ইসলাম তার পূর্বের সব কিছু মিটিয়ে দেয় আর হিজরতও তার পূর্বের সবকিছু মিটিয়ে দেয়।" আল্লাহ্‌র শপথ ! যতদিন থেকে আমরা মুসলমান হয়েছি আমাদের দলের কাউকে দলীয় কাজে আমার ও খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর ন্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেশী মর্যাদা দান করেননি। এ মান্‌যিলে আমরা হযরত আবূ বকর (রা)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম এবং হযরত উমর (রা)-এর নিকটবর্তী ছিলাম। তবে উমর (রা) খালিদ (রা)-এর ক্ষেত্রে মৃদু ভর্ৎসনাকারীর ন্যায় ছিলেন। ওয়াকিদীর ওস্তাদ আবদুল হামীদও - - - - আমর ইব্‌ন আল-আ'স (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, 'মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকও অনুরূপভাবে - - - - আমর ইব্‌ন আল আ'স (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ রাফি' নিহত হবার পর ৫ম হিজরীতে সংঘটিত ঘটনাদিরও একটি বর্ণনা দেন। তবে ওয়াকিদীর বর্ণনা বিস্তারিত ও অধিকতর প্রাণবন্ত। তিনি আমর (রা) খালিদ (রা) ও উছমান ইব্‌ন তালহা (রা)-এর আগমনের তারিখ ৮ম হিজরীর সফর মাসের ১ তারিখ বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সুমধুর ব্যবহার এবং মৃত্যুর অবস্থা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর কর্তব্য সম্পাদনকালে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে অনুশোচনা ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ওয়াকিদী - - - - খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করলেন, তখন আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিলেন ও আমাকে সঠিক পথ অবলম্বনের তাওফীক দিলেন। মনে মনে আমি বলতে লাগলাম, মুহাম্মাদ (সা)-এর সব ঘটনাইতো অবলোকন করলাম প্রত্যেকটি ঘটনাতেই তিনি সফলকাম। তবে আমি কেন ভ্রান্ত পথে চল্‌ছি ? মুহাম্মাদ (সা) অবশ্য অচিরেই জয়লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়ায় আগমন করেন তখন আমি মুশরিকদের সৈন্য দলকে নিয়ে উসফানে যাই। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়। আমি তাঁর মুকাবিলায় দাঁড়ালাম এবং তাঁর সামনে বাঁধার সৃষ্টি করলাম তখন তিনি আমাদের সামনেই তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করেন। আমরা তখন তাদের উপর হামলা করতে মনস্থ করলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি হামলার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। আর

এটাতে ছিল মহাকল্যাণ। তবে তিনি আমাদের মনোভাব আঁচ করতে পেরে তাঁর সাথীবর্গকে নিয়ে আসরের সালাত, 'সালাতে-খাওফ' হিসেবে আদায় করলেন। এটা আমাদের মাঝে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। আমি মনে মনে বললাম, ইনি তো অত্যন্ত সুরক্ষিত মনে হচ্ছে। তাই আমরা সরে দাঁড়ালাম। তিনিও আমাদের সেনাবাহিনীর গতিপথ থেকে অন্য দিকে ফিরলেন ও ডান দিকের রাস্তা ধরলেন। যখন তিনি হুদায়বিয়ায় কুরায়শদের সাথে সন্ধি করলেন এবং কুরায়শরা তাঁকে এবার চলে যেতে ও পরের বছর আগমন করতে অনুমতি দিল, তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন আর কি বাকী থাকল ? এখন আমি কোথায় যাব ? নাজ্জাশীর কাছে ? তিনিত মুহাম্মাদের আনুগত্য অবলম্বন করেছেন এবং মুহাম্মাদের সাহাবীগণ তাঁর কাছে নিরাপদে রয়েছেন। তাহলে কি হিরাক্লিয়াসের কাছে চলে যাব ? তাহলেত নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টান কিংবা ইয়াহূদী হতে হবে। তাহলে কি আমি অনারব দেশে বসবাস করব ? অথবা আমার দেশেই আমি অবশিষ্ট লোকদের সাথে থেকে যাবো ? এরূপ চিন্তা ভাবনার মধ্যে আমি দিন কাটাতে লাগলাম। এর মধ্যে কাযার উমরা পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা প্রবেশ করলেন। আমি আত্মগোপন করলাম। তাঁর প্রবেশ করার দৃশ্যটি আমি অবলোকন করলাম না। আমার ভাই ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কাযার উমরা পালন করার জন্যে মক্কা প্রবেশ করে। সে আমার খোঁজ করল; কিন্তু সে আমাকে পেল না। এরপর সে আমাকে একটি পত্র লিখল। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ ঃ "পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। বাদ সংবাদ এই; ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার তোমার অভিমত ও সিদ্ধান্তে আমি অত্যন্ত অবাক বোধ করছি। তোমার বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ কর। ইসলামের মত ব্যাপার কি কারো কাছে অবিদিত থাকতে পারে ? তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। আমাকে বলেছেন, খালিদ কোথায় ? আমি প্রতি উত্তরে বলেছি, আল্লাহ্ তাকে আসার তাওফীক দেবেন। তিনি বলেন, 'তার মত লোক কি ইসলামকে উপেক্ষা করতে পারে ? নিজের শৌর্য-বীর্যের মোহ ও অহংকার ছেড়ে যদি সে মুসলমানদের সাথে মিশে যেত তাহলে এটা তার জন্যে মঙ্গলজনক হত। আর আমরা তাকে অন্যের চাইতে বেশী মর্যাদা দিতাম।" হে আমার ভাই ! তোমার যেসব সুযোগ সুবিধা চলে গেছে সে সবের ক্ষতি পুষিয়ে নাও।"

খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বলেন, "যখন আমার ভাইয়ের পত্র আমার হস্তগত হল, তখন আমি ঘর থেকে বের হবার উৎসাহ পেলাম। ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। আমরা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশ্ন আমাকে আরো বেশী খুশী করে। আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন একটি অনুর্বর ও সংকীর্ণ ভূমিতে অবস্থান করছি। এরপর আমি একটি বিস্তীর্ণ চির সবুজ ভূমিতে নেমে এসেছি। আমি মনে মনে বললাম, এটা একটি স্বপ্ন বটে। যখন আমি মদীনায় আসলাম, মনে করলাম যে, আমি আবূ বকর (রা)-এর কাছে এ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করব। আবূ বকর (রা) বললেন, " তোমার বিস্তীর্ণ সবুজ ভূমিতে নেমে আসার অর্থ হচ্ছে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তোমার আশ্রয় নেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তোমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আর সংকীর্ণতার অর্থ হচ্ছে তোমার শেরেকী ও কুফরীতে লিপ্ত থাকা।" খালিদ বলেন, "যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাওয়ার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম তখন ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যেতে কে

আমার সাথী হবে ? এরপর আমি সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, হে ওহাবের পিতা ! তুমিত আমাদের করুণ অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ। আমরা পেষকদন্তের ন্যায়। মুহাম্মাদ আরব ও অনারবের উপর বিজয় লাভ করেছেন। আমরা যদি মুহাম্মাদের দলভুক্ত হই এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি তাহলে মুহাম্মাদের মর্যাদাই হবে আমাদের মর্যাদা। কিন্তু সে কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং বলল, "আমি ব্যতীত যদি আর কেউ মুসলমান হওয়া ছাড়া বাকী না থাকে তবু কখনও আমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করব না।" একথা শোনার পর আমি তার থেকে বিদায় নিলাম এবং নিজের মনে বললাম, এ এমন একজন লোক যার ভাই ও পিতা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এরপর আমি ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্লের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং সাফওয়ানকে যা বলেছিলাম তাকেও অনুরূপ বললাম; কিন্তু সেও সাফওয়ানের ন্যায় জবাব দিল। এরপর আমি মনে মনে বললাম, "এটা গোপন থাকাই আমার জন্যে ভাল। আমি এটা আর কারো কাছে উল্লেখ করব না। আমি আমার ঘরে গেলাম এবং বাহন প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলাম। আমি সাওয়ারী নিয়ে বের হয়ে পড়লাম এবং উছমান ইব্ন তালহার সাথে সাক্ষাত করলাম। মনে মনে বলতে লাগলাম, ইনিত আমার বন্ধুই, যা ইচ্ছে তার কাছে উল্লেখ করতে পারি। এরপর তাঁর বাপ দাদাদেরও নিহত হওয়ার বিষয়টি স্মরণে আসল তখন তার কাছে সব কিছু উল্লেখ করা সমীচীন মনে করলাম না। আবার মনে মনে ভাবলাম। এতে আমার কি ? এখনই আমি চলে যাচ্ছি। কাজেই আমি তার কাছে উল্লেখ করব যা হবার হবে। এরপর আমি বললাম, 'দেখ আমরা গর্তের শিয়ালের ন্যায়, যদি এ গর্তে বেশী পরিমাণে পানি ঢালা হয় তাহলে আমরা বের হয়ে আসতে বাধ্য হবো। আমার পূর্বের দুই বন্ধুর কাছে যা বলেছিলাম তৃতীয় বন্ধুর কাছেও তাই বললাম। এবং তিনি সাথে সাথেই আমার অনুকূলে সাড়া দিলেন। তাকে আমি বললাম, আজকে আমি এখানে আছি। আগামী কাল ভোরে মুহাম্মাদের কাছে পৌঁছার ইচ্ছা রাখি। আমার সাওয়ারী তৈরী রয়েছে। ইয়াজিজে পৌঁছার জন্যে আমি ও আমার বন্ধুটি তৈরী হতে লাগলাম। সিদ্ধান্ত হল সে আমার পূর্বেই পৌঁছলে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আর আমি তার আগে পৌঁছলে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। এরপর আমরা শেষরাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। তখনও ভোর হয়নি। ইয়াজিজে আমরা একে অন্যের সাথে মিলিত হলাম। আমরা আল-হুদায় পৌঁছলাম এবং সেখানে আমর ইবনুল আ'স (রা)-কে দেখতে পেলাম। আমর বললেন, "তোমাদেরকে স্বাগতম।" আমরা বললাম, "তোমাকেও স্বাগতম।" আমর (রা) বললেন, "তোমাদের গন্তব্যস্থল কোথায় ? আমরা বললাম, "তুমি কিসের অভিযানে বের হয়েছ ?" তিনি বললেন, "তোমরা কিসের অভিযানে বের হয়েছ ?" আমরা বললাম, "ইসলামে প্রবেশ করার জন্যে এবং মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকার করার জন্যে আমরা এসেছি।" তিনি বললেন, "ঐ একই উদ্দেশ্যে আমিও এসেছি।" আমরা সকলে মিলে ভোরে মদীনায় প্রবেশ করলাম। হার্রায় আমাদের কাফেলা থামল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমাদের আগমনের সংবাদ দেওয়া হল। তিনি আমাদের আগমনে খুশী হলেন। আমি আমার ভাল জামা কাপড় পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পৌঁছার জন্যে রওয়ানা হলাম। আমার ভাই আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, তাড়া-তাড়ি কর, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তোমার আগমনের খবর দেওয়া হয়েছে। তোমার আগমনে তিনি খুশী হয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাড়াতাড়ি চল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)

-এর দরবারে পৌঁছলাম। তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসি হাসলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে নবী বলে উল্লেখ করে সালাম দিলাম। প্রসন্ন বদনে তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। এরপর আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এসো এসো।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'আল্লাহ্র জন্যে সমস্ত প্রশংসা যিনি তোমাকে হিদায়াত দান করেছেন। তোমার বুদ্ধিমত্তার উপর আমার আস্থা ছিল। আমি আশা করতাম যে, তোমার বুদ্ধি বিবেচনা তোমাকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে।' আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার মাহাত্ম্য আমি উপলব্ধি করেছিলাম ঠিকই; কিন্তু বিদ্বেষবশত সত্যের বিরোধিতা করে আপনার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানগুলোতে আমি অংশ নিয়েছিলাম। আপনি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "পূর্বের সব গুনাহ্ ইসলাম মিটিয়ে দেয়।" আমি বললাম, এরপরও আপনি একটু দু'আ করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্ আল্লাহ্র রাস্তা থেকে বিরত করণজনিত খালিদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ! খালিদ (রা) বলেন, তারপর উছমান ও আমর অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের এ আগমন ছিল ৮ম হিজরীর সফর মাসে। আর তার গোষ্ঠির অন্য কোন সাহাবীকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সমতুল্য মনে করতেন না।

বনূ হাওয়াযিনের প্রতি প্রেরিত শুজা' ইব্ন ওহাব আল-আসাদীর অভিযান

ওয়াকিদী - - - - উমর ইবনুল হাকাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ২৪ জনের একটি দলকে শুজা' ইব্ন ওহাব (রা)-এর নেতৃত্বে বনূ হাওয়াযিনের প্রতি প্রেরণ করেন এবং তাদের উপর অতর্কিতে হামলা করার নির্দেশ দেন। সে মতে তিনি বের হয়ে পড়লেন। তিনি রাতে ভ্রমণ করতেন এবং দিনে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে ওঁৎপেতে থাকতেন। তিনি শত্রুর কাছে আসলেন এবং তাদের প্রতি আক্রমণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর আসহাবকে নির্দেশ প্রদান করতেন যেন তাঁরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে বাড়াবাড়ি না করেন। তারা প্রচুর উট ছাগল লাভ করলেন। এগুলোকে তারা হাঁকিয়ে নিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। তাঁদের প্রত্যেকের অংশে পড়েছিল ১৫টি করে উট। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁরা কিছু সংখ্যক বাঁদী -দাসীও লাভ করেছিলেন। দলপতি তাদের মধ্য হতে একটি সুন্দরী নারীকে তাঁর নিজের জন্যে পসন্দ করেছিলেন। ঐ সম্প্রদায়ের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে। তাদেরকে ফেরত প্রদানের ব্যাপারে দলপতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে পরামর্শ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে সম্মতি দিলেন। তাই তাদের সকলকে ফেরত দেওয়া হল। আর দলপতির কাছে যে দাসীটি ছিল তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। সে তাঁর কাছে থাকাটাই পসন্দ করে। এ অভিযান সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) নজদের দিকে একটি ক্ষুদ্র অভিযান প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)ও ছিলেন।" তিনি বলেন, "এ অভিযানে আমরা অনেক উট লাভ করেছিলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের অংশে উট পড়েছিল ১২টি করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের প্রত্যেককে একটি করে অতিরিক্ত উটও প্রদান করেছিলেন।" ইমাম মালিক (র)-এর বরাতে সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্

মুসলিমেও এ বর্ণনাটি পাওয়া যায়। আবার মুসলিম ও এককভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) নজদের দিকে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। আমিও এ অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। আমরা বহু সম্পদ লাভ করেছিলাম। আমাদের নেতা আমাদের প্রত্যেককে একটি একটি করে উট বেশি প্রদান করলেন। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করলাম। তিনি আমাদের মাঝে গণীমতের মাল বণ্টন করেন। খুমুস পৃথক করার পর আমাদের প্রত্যেকের অংশে ১২টি করে উট পড়েছিল। আর আমাদের নেতা আমাদেরকে যা দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কোন হিসাব নিলেন না এবং নেতা যা করেছেন তারও কোন দোষ ত্রুটি ধরলেন না। অতিরিক্ত একটিসহ আমাদের প্রত্যেকের অংশে ১৩টি করে উট পড়েছিল।

বনূ কুযা'আর বিরুদ্ধে প্রেরিত কা'ব ইব্‌ন উমায়র (রা)-এর অভিযান

ওয়াকিদী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "১৫ জনের একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'ব ইব্‌ন উমায়র আল-গিফারী (রা)-কে প্রেরণ করেন। তাঁরা যখন সিরিয়ার "যাতে ইত্তালা" নামক জায়গায় পৌঁছলেন তাঁরা সেখানে একটি বিরাট সৈন্য দলের মুখোমুখি হলেন। তখন তাঁরা তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করলেন। কিন্তু তাতে সাড়া না দিয়ে তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগীগণ যখন এরূপ অবস্থা দেখলেন তাদের সাথে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মারাত্মক আহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেল এবং তাঁকে উঠিয়ে তাঁবুতে আনা হল। যখন রাত গভীর হল, তখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রুদের বিরুদ্ধে অন্য একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠাবার মনস্থ করলেন; কিন্তু খবর আসল যে, তারা অন্যত্র চলে গেছে। তাই আর সৈন্যদল পাঠানো হল না।

মূতার যুদ্ধ
যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-এর অভিযান

সিরিয়ার বাল্‌কা এলাকায় প্রেরিত এ বাহিনীতে ছিলেন তিন হাজারের মত সৈন্য

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, কাযার উমরা পালনের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিলহাজ্জ মাসের বাকী কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করেন। আর মুশরিকরা এ হজ্জের তত্ত্বাবধান করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৮ম হিজরীর মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল ও রবিউস ছানী মদীনায় অবস্থান করেন। আর জুমাদাল উলা মাসে সিরিয়ায় সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা মূতা নামক স্থানে শত্রু সৈন্যের মুকাবিলা করেন।

উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূতায় একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে আমীর

নিযুক্ত করেন। আর বলেন, "যদি যায়দ (রা) শহীদ হয় তাহলে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) নেতৃত্ব দেবে। আর যদি জা'ফর (রা) শহীদ হয়, তাহলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) নেতৃত্ব দান করবে। লোকজন প্রস্তুতি নিতে লাগলেন এবং বের হবার চূড়ান্ত উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সংখ্যায় তারা ছিলেন তিন হাজার।

ওয়াকিদী - - - - হাকাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "নু'মান ইব্‌ন ফিন্‌হাস নামক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসল এবং তাঁর সামনে লোকজনের সাথে বসল। তিনি বললেন, "যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে সৈন্যদলের আমীর নিযুক্ত করা হল। যদি যায়দ (রা) শহীদ হয়ে যায় তাহলে জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) আমীর হবে। আর যদি জা'ফর (রা) শাহাদত বরণ করে তাহলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) আমীর হবে। আর যদি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) শাহাদত বরণ করে তাহলে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে একজনকে আমীর নির্ধারণ করবে।" নু'মান বলে উঠল, "হে আবুল কাসিম ! তুমি যদি নবী হও, তাহলে তুমি যাদের নাম উল্লেখ করেছ, কম হোক আর বেশী হোক, তারা সকলেই শাহাদত বরণ করবে। কেননা, বনূ ইসরাঈলের নবীগণ যখনই জাতির কাছে কোন কোন ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করতেন এবং বলতেন যে, অমুক অমুক শাহাদত বরণ করবে তারা শাহাদত বরণ করতেন। একশ' জনের ব্যাপারে এরূপ মন্তব্য করলে তাদের সকলেই শহীদ হতেন। এরপর যায়দ (রা)-কে লক্ষ্য করে ইয়াহূদী লোকটি বলল, "হে যায়দ ! জেনে রেখো মুহাম্মাদ যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তুমি কোনদিনও আর ফিরে আসবে না।" যায়দ (রা) বলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি অবশ্যই একজন সত্য নবী এবং পুণ্যবান।" এটি বায়হাকীর বর্ণনা।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, "যখন সৈন্যদলের রওয়ানা হবার সময় ঘনিয়ে আসল, লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়োগপ্রাপ্ত আমীরদের বিদায় দিলেন ও তাদের প্রতি সালাম বিনিময় করলেন। অন্যান্যদের সাথে আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) যখন বিদায় নিলেন তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন কাঁদছেন হে ইব্‌ন রাওয়াহা ? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার কাছে দুনিয়ার কোন মমতা নেই কিংবা তোমাদের প্রতিও আমার কোন আকর্ষণ নেই; কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিতাবুল্লাহর একটি আয়াত পড়তে শুনেছি যার মধ্যে জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا অর্থাৎ "এবং তোমাদের প্রত্যেকেই এটার (জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" অথচ আমি জানি না কেমন করে আমি সেখান থেকে উঠে আসব। তখন মুসলমানগণ বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন, শত্রু থেকে হিফাযত করুন এবং আমাদের মাঝে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন ! এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) কবিতার ছন্দে বলেন ঃ

لٰكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً　　وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْعٍ تَقْذِفُ الزبدا

طعنةً بيدى حرَانَ مجهِزَةٍ　　بحربةٍ تنقذُ الأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

حَتَّى يُقَالَ اِذَا مَرُّوْا عَلَى جَدَثَى ْ اَرْشَدَهُ اللّٰهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدًا

কিন্তু আমি পরম দাতা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষ থেকে এমন একটি প্রচণ্ড বহুমুখী আঘাত প্রার্থনা করছি যা রক্তের মারাত্মক বুদবুদ সৃষ্টি করবে অথবা যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত দক্ষ হাতের বর্শা কিংবা তীরের আঘাত প্রার্থনা করছি যা আমার নাড়িভুঁড়ি কলিজা ভেদ করে যাবে। আর আমার কবরের পাশ দিয়ে কেউ অতিক্রম করার সময় যেন বলেন, এ ছিল একজন খাঁটি মুজাহিদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন এবং তিনিও সঠিক পথে চলেছেন।

ইবন ইসহাক বলেন, "এরপর বের হবার জন্যে সকল সৈন্য তৈরী হল। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বিদায় দেন। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলেন ঃ

يثبّــتَ اللّٰهُ ما اَتاكَ مـن حَسَـنٍ تشبيت موسى ونصراً كالذى نصروا

انى تفرَّستُ فيكَ الخيرَ نافلة اللّٰه يعلم انى ثابتُ البصَر

أنتَ الرسولُ فمن يُحرَمْ نوافلَه والوجه منهُ فقدْ ازرى به القَدَرُ

"হে রাসূলাল্লাহ্ ! যে সৌন্দর্য আল্লাহ্ আপনাকে দান করেছেন মূসা (আ)-এর ন্যায় তার স্থায়িত্বও যেন তিনি আপনাকে দান করেন। আপনাকে আল্লাহ্ সাহায্য করুন যেমন সাহায্য সাহাবীরা আপনাকে করেছেন। আমি আপনাকে কল্যাণের আধাররূপে প্রত্যক্ষ করেছি। আর আল্লাহ্ জানেন যে, আমি প্রখর দৃষ্টির অধিকারী। আপনি খাঁটি ও যথার্থ রাসূল। যে ব্যক্তি এ রাসূলের গুণাবলী থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখল এবং তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল তার তাকদীর যেন তাকে কলুষিত করল।

ইব্ন ইসহাক বলেন, সৈন্যদল বের হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এগিয়ে গেলেন। এরপর তাদেরকে বিদায় দিয়ে ঘরের দিকে মুখ করলেন তখন আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলেন, "হে আল্লাহ্ ! এমন ব্যক্তির উপর তুমি তোমার রহমত বর্ষণ চিরস্থায়ী কর যাঁকে আমি বিদায় জানিয়েছি। খেজুর বাগানে আর তিনিই হলেন সর্বোত্তম বিদায় সম্ভাষণকারী ও খাঁটি বন্ধু।

ইমাম আহমদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূতায় একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং হযরত যায়দ (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। আর তিনি বলেন, যদি যায়দ (রা) নিহত হয় তাহলে আমীর হবে জা'ফর (রা)। আর যদি জা'ফর (রা) নিহত হয় তাহলে আমীর হবে ইব্ন রাওয়াহা (রা)। সৈন্যদলের সকলে রওয়ানা হয়ে গেলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) পিছে রয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে জুমুআর সালাত আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দেখলেন এবং বললেন, "তুমি কেন পিছনে রয়ে গেলে ?" তিনি বললেন, "আমি আপনার সাথে জুমুআর সালাত আদায় করার

জন্যে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, لغدوة اوروحة خير من الدنيا وما فيها "আল্লাহ্র পথে জিহাদে এক সকাল কিংবা এক বিকাল বেলা অবস্থান করা, দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও শ্রেয়।"

ইমাম আহমদ (র) অন্য এক সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে একটি সৈন্যদলের সাথে প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে ঐ দিবসটি ছিল জুমুআর দিন। তাঁর সংগীগণ রওয়ানা হয়ে গেল; কিন্তু তিনি মনেমনে বলেন, "আমি পিছনে থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে জুমুআর সালাত আদায় করে পরে তাদের সাথে মিলিত হব। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমুআর সালাত আদায় করে তাঁকে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সাথীদের সাথে রওয়ানা হতে কিসে তোমাকে বারণ করল"। তিনি উত্তরে বলেন, "আমি ইচ্ছে করেছিলাম যে, আপনার সাথে জুমুআর সালাত আদায় করে তাদের সাথে মিলিত হব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, لو انفقت ما فى الارض جميعا ما ادركت غدوتهم "সারা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা যদি তুমি খরচ করে ফেলতে তবু তুমি তাদের সাথে সকালে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পুণ্য লাভ করতে পারতে না।" উপরোক্ত বর্ণনার ব্যাপারে তিরমিযী মধ্যস্থিত একজন বর্ণনাকারী সম্বন্ধে অভিযোগ পেশ করায় গ্রন্থকারের অভিমত হচ্ছে, এখানে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রমাণ করা যে, মূতার উদ্দেশ্যে ইসলামী সৈন্যদলের রওয়ানা হওয়ার দিন ছিল শুক্রবার বা জুমুআর দিন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর সৈন্যদল চলতে লাগল এবং সিরিয়ার মা'আন নামক স্থানে অবতরণ করল। তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, হিরাক্লিয়াস রোম সম্রাট খোদ এক লাখ রোমান সৈন্য নিয়ে বালকা নামক এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন। বনূ লাখাম, জুযাম, বালকীন, রাহ্‌রা ও বালী ইত্যাদি মিলে আরো এক লাখ সৈন্য রোমানদের সাথে যোগ দেয়। বালী গোত্রের সৈন্য রোমানদের সাথে যোগ দেয়। বালী গোত্রের এক ব্যক্তি তাদের নেতৃত্বে ছিল। তারপর তাদের নেতৃত্বে আসীন হয় আহমদ রাশা ওরফে মালিক ইব্ন রাফিলা।

ইব্ন ইসহাকের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, হিরাক্লিয়াস রোমান সৈন্য এক লাখ ও আরব ভূখণ্ডে বসবাসকারী অনারব সৈন্য আরো এক লাখ নিয়ে মা'আনে পৌঁছে গেছেন। যখন মুসলমানদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল তখন তাঁরা মা'আনে অবস্থান করে দুইদিন পর্যন্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা চালিয়ে যান। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, আমাদের দুশমনের সংখ্যা অবগত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পত্র লিখা দরকার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক লস্কর প্রেরণ করে আমাদের সাহায্য করবেন অথবা যা কিছু আমাদেরকে করতে বলবেন আমরা তাই করব। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) সৈন্যদলকে উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং বললেন, হে আমার দলের লোকেরা ! আল্লাহ্র শপথ, তোমরা যে শাহাদতের জন্যে বের হয়েছ এটাকে তোমরা এখন অপসন্দ করছো ! আমরা সংখ্যা ও শক্তির কথা চিন্তা করে জিহাদ করিনা। আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি একমাত্র দ্বীনের জন্যে যার দ্বারা আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। চল, আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি ! এতে রয়েছে আমাদের জন্যে দু'টি মংগলের যে কোন একটি। হয় বিজয়, না হয় শাহাদত। রাবী বলেন,

লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র কসম, ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) যথার্থই বলেছেন। তাই তারা অগ্রসর হতে লাগল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) তাদের সেই অবস্থান স্থলে বলেন ঃ “আমরা আমাদের সৈন্যদলের জন্যে বিভিন্ন জাতির ঘোড়া সংগ্রহ করেছি, যেগুলো ঘরেও বাইরে সংরক্ষিত ঘাসে চরে বেড়ায়। সংরক্ষিত জায়গা থেকে এগুলোকে কয়েদীদের মত আমরা হাঁকিয়ে নিয়ে এসেছি। প্রত্যেকটি এত অনুগত ছিল যে, মনে হয় এগুলো নিছক চামড়ার তৈরী। সৈন্যদল মাআন নামক স্থানে দুই দিন দ্বিধাগ্রস্তভাবে অবস্থান করল। এরূপ বিরতির পর তারা দলে দলে ছুটতে লাগল। এরপর আমরা অগ্রসর হলাম। চিহ্নিত অশ্বরাজির নিঃশ্বাসে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল। শপথ আমার পিতার, আমরা অচিরেই মাআবে পৌছব যদিও সেখানে আরব ও রোমান শত্রু সৈন্য রয়েছে। আমরা দুশমনের জন্যে মারাত্মক সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্যে তৈরী করেছি। ঘোড়াগুলো ধূলিধূসরিত লেজে যুদ্ধ ময়দানে উপস্থিত। এগুলো ধূলাবালি উড়িয়ে চলছে প্রশস্ত রাস্তায়। যেন সেনাবাহিনীর মাথার লোহার টুপিগুলো তারকার ন্যায় জ্বলজ্বল করছে। তখন এগুলো আমি পার্থিব জগতের আয়েশ আরাম ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছি। কেননা, তা কাউকে আনন্দ দেয় আবার কাউকে ধ্বংসও করে দেয়।

ইবন ইসহাক - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইয়াতীম অবস্থায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর কোন একটি ভ্রমণে তাঁর সাওয়ারীতে সহ আরোহী করে নিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি রাতে ভ্রমণ করতেন এবং তাঁকে আমি নিম্নে বর্ণিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করতে শুনতাম। তিনি বলতেন ঃ

جلبْنا الخيلَ من أجأ وفرع ... تَعُرُّ من الحشيش لها العكوم

حَذْوناها من الصَّوَّان سَبتاً ... أزلَّ كأن صَفْحَتَه أديم

أقامتْ ليلتين على معانٍ ... فأعقبَ بعدَ فترتها جُموم

فَرُحْنا والجيادُ مسوَّماتٌ ... تَنَفَّسُ فى مناخِرِها سَموم

فلا وأبى مآب لنأتِيَنَّها ... وإنْ كَانتْ بها عربٌ ورُوم

فعبَّأْنا أعنَّتَها فجاءتْ ... عوابسَ والغُبارَ لهَا يريم

بذى (لجب) كأن البيضَ فيه ... اذا برزت قوانسُها النجوم

فراضيةُ المعيشة طلَّقتها ... اسنتنا فتنكِحُ أو (تئيم)

হে রাত! তুমি আমাকে তথা মুজাহিদদেরকে গন্তব্যস্থলের নিকটবর্তী করেছ এবং হাসা পর্বতের পর চার দিনের পথ আমার সাওয়ারীকে বহন করে নিয়েছ। অতএব, তোমার এ কাজটি অতি উত্তম। আর তোমার সাথে সহযোগিতা না করা অবশ্যই নিন্দনীয়। আমি আমার রেখে আসা পরিবারবর্গের কাছে আর কখনও ফিরে যাব না। মুসলমান মুজাহিদগণ এসেছেন তাঁরা যুদ্ধ করবেন এবং আমাকে তাঁরা সিরিয়া ভূখণ্ডের প্রত্যন্ত এলাকায় শহীদ হিসেবে ছেড়ে যাবেন।

তোমার মধ্যে অবতরণ করেছে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, যারা ভাই-বেরাদরকে ছেড়ে পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র সান্নিধ্যের প্রত্যাশী। এখানে আমি শত্রুদের আগমনকে ভয় করি না এবং শত্রু সেনার নিকৃষ্ট সদস্যরা জিহাদ জিহাদ উৎসব মুখর পরিবেশকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে না।

রাবী বলেন, "যখন আমি এ কবিতাগুলো তাঁর থেকে শুনলাম, তখন আমি কাঁদতে লাগলাম। তখন তিনি একটি ছোট বেত দিয়ে আমাকে শাসন করলেন এবং বললেন, হে বোকা ! যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শাহাদত দান করেন তাতে তোর কী ? তুই সকলের সাথে আমার সাওয়ারীকে ফেরত নিয়ে যাবি। এরপর কোন এক যুদ্ধ সফরে তিনি যুদ্ধ কবিতা হিসেবে নিম্নবর্ণিত কবিতাটি পাঠ করেন ঃ

اذا أدنيتَنى وحملْتَ رحلى — مسيرةَ أربعٍ بعد الحساء

فشأنُكَ أنعمٌ وخلاكَ ذمٌّ — ولا أرجعْ الى أهلى ورائى

وجاء المسلمونَ وغادَرونى — بأرضِ الشام مشتهى الثواء

وردَّكَ كلُّ ذى نَسَبٍ قريبٍ — الى الرحمن مُنقطعَ الإخاء

هنالكَ لا أبالي طَلْعُ بَغْلٍ — ولا نخل أسافلُها رُواء

"হে যায়দ ! সাওয়ারীসমূহের জন্যে রক্ষিত শুকনো ঘাসের রক্ষক যায়দ ! তোমার জন্যে রাত দীর্ঘ হয়ে গেছে। অবশেষে তুমি সঠিক পথের সন্ধান পেলে। এখন যুদ্ধের জন্যে সাওয়ারী হতে অবতরণ কর।"

ইব্ন ইসহাক বলেন, মুসলিম সেনাবাহিনী অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন বালকার সীমানায় পৌঁছলেন তখন তারা বালকার অন্যতম গ্রাম মুশারিফে হিরাক্লিয়াসের আরব ও রোমান বাহিনীর এক অংশের মুখোমুখি হন। এরপর শত্রু সৈন্যরা আরো নিকটবর্তী হতে লাগল এবং মুসলিম সৈন্যরা মূতা নামক একটি জনপদের দিকে অগ্রসর হল। এখানেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম সৈন্যগণ বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। তখন তারা বনূ আয্রার এক ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীর ডান পাশে নিযুক্ত করলেন যাঁর নাম ছিল কুতবা ইব্ন কাতাদা এবং বাম পাশে নিযুক্ত করলেন আনসারের অন্য এক ব্যক্তিকে যাঁর নাম ছিল এবায়া ইব্ন মালিক।

ওয়াকিদী - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মূতার যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। মুশরিকরা যখন আমাদের নিকটবর্তী হল, তখন তাদের সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, ভারবাহী জন্তু জানোয়ার, সোনা রূপা ও রেশমী পোষাকাদি এত অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় যে, তাদের মুকাবিলা করা কারো পক্ষে সম্ভবপর হবে না বলে মনে হচ্ছিল। আমার চোখ ঝলসে গেল। তখন ছাবিত ইব্ন আরকাম (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আবূ হুরায়রা (রা) ! তুমি মনে হয় এটাকে বিরাট এক সেনাবাহিনী মনে করছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, "তুমিত আমাদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কর নাই। আমরা সংখ্যায় আধিক্যের দরুন জয়লাভ করি নাই। এটি বায়হাকী (র)-এর বর্ণনা।

ইব্ন ইসহাক বলেন, "এরপর দুই পক্ষ মুখোমুখি হল এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রদত্ত ঝাণ্ডা নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন। এরপর জা'ফর (রা) ঝান্ডা হাতে নিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচন্ড যুদ্ধ করে তিনিও শাহাদত বরণ করলেন। শাহাদতের পূর্বে তিনি তার ঘোড়ার পা কেটে দেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের মধ্যে প্রথম যে যুদ্ধে নিজ বাহনের পা কেটে দেয়।

ইব্ন ইসহাক - - - - আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র বর্ণনা করেছেন। তিনি বনূ মূর্রা ইব্ন আউফের লোক ছিলেন। তিনি মূতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকরেছিলেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্র শপথ, আমি যেন জা'ফর (রা)-এর দিকে তাকিয়ে আছি। যখন তিনি তার শক্তিশালী অশ্বটির পা কেটে দিলেন। এরপর শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রচন্ড যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন। যুদ্ধের সময় তিনি নিম্নবর্ণিত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন।

হে জান্নাত! তুমি কতই না সুন্দর ! তোমার সান্নিধ্য সুখের, তোমার পানীয় সুশীতল। রোমকরা উন্মাদ। তার শাস্তি আসন্ন। তারা কাফির ও অজ্ঞাত কুলশীল। তাদের মুকাবিলায় প্রচণ্ড আঘাত হানা আমার জন্যে অপরিহার্য।

উপরিউক্ত বর্ণনাটি আবূ দাঊদ (র) ও বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি কবিতাটি উল্লেখ করেননি। উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে দুশমনের উপকৃত হবার আশংকা থাকলে জন্তু জানোয়ার হত্যা করা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়। যেমন আবূ হানীফা (র) বলেন, "ভেড়া বকরী যদি বহন করা সম্ভব না হয় এবং দুশমন তার দ্বারা উপকৃত হবার আশংকা থাকে তাহলে এগুলোকে যবেহ করে পুড়িয়ে ফেলা বৈধ, যাতে করে ভেড়া বকরীও শত্রুর মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

সুহায়লী (র) বলেন, 'কেউ জা'ফর (রা)-এর এ কাজের নিন্দা করেননি। এতে এটা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়; কিন্তু যদি দুশমনের হস্তগত হওয়ার আশংকা না থাকে, তাহলে তা বৈধ নয়। উপরোক্ত ঘটনা বিনা কারণে জন্তু জানোয়ার হত্যার আওতায় পড়েনা।

ইব্ন হিশাম বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, জা'ফর (রা) প্রথমত ডান হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করেন। ডান হাত কেটে যাওয়ায় বাম হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করেন। বাম হাত কেটে যাওয়ায় দুই বাহুর দ্বারা ঝাণ্ডা ধারণ করেন এরপর শাহাদত বরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাকে দুটি পাখা দান করেন যার দ্বারা তিনি যেখানে ইচ্ছে ভ্রমণ করেন। কথিত আছে যে, একজন রোমান মূতার যুদ্ধের দিন তাঁকে একটি প্রচন্ড আঘাত করেছিল যার দরুন তিনি একেবারে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলেন। ইব্ন ইসহাক আব্বাদের পিতার বর্ণনায় বলেন, জা'ফর (রা) যখন শাহাদত বরণ করলেন তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন। এরপর এ ঝাণ্ডা নিয়ে তিনি ঘোড়ায় চড়ে অগ্রসর হলেন। নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলেন এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসন কল্পে বললেন ঃ

أقسمتُ يا نفسُ لتنزِلَنَّه — لتنزِلِنَّ أو لتُكْرَهَنَّه

إن أجلَبَ الناسُ وشدوا الرنَّه — مالى أراكِ تكرهين الجنَّه

قــد طـالَ مـا قــد كنتِ مطمئنَّــه   هــل أنتِ إلا نـطفــةٌ فى شِنَّــه

হে আমার আত্মা, আমি শপথ করেছি তুমি নিশ্চয়ই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে বটে। তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে তা কর বা অসন্তুষ্ট চিত্তেই কর। শত্রুরা যখন যুদ্ধের মাঠে উপস্থিত এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তখন আমি কেন তোমাকে জান্নাতের প্রতি ধাবিত হতে অসন্তুষ্ট লক্ষ্য করছি? তোমার শান্তিতে বসবাসের সময়কাল দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে। তুমিত কোন এক সময় অপবিত্র বীর্য আকারে ছিলে।

তিনি আরো বলেন, হে আমার আত্মা, তুমি যদি এখন নিহত না হও, তাহলে একদিনত অবশ্যই তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এ যুদ্ধ তোমার জন্যে মৃত্যুর দ্বার খুলে দিয়েছে। যা দিয়ে তুমি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পার। তুমি জীবনে যা চেয়েছিলে তোমাকে তা ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে। এখন যদি তুমি তোমার দুই সাথীদের ন্যায় শাহাদত বরণ করতে পার, তাহলে তুমি সঠিক পথের সন্ধান পেলে। দুই সাথী বলতে যায়দ (রা) ও জা'ফর (রা)-কে বুঝানো হয়েছে।

এরপর তিনি ঘোড়া হতে অবতরণ করলেন। তাঁর অবতরণের পর তাঁর চাচাতো ভাই তাঁর জন্যে একটি হাড্ডি নিয়ে আসলেন ও তাঁর হাতে দিলেন এবং বললেন, এটা খেয়ে তোমার মেরুদন্ড শক্ত কর। বিগত দিনগুলোতে ক্ষুধার যন্ত্রণা যা ভোগ করার ছিল তাতো করেছই। তখন তিনি এটা তাঁর ভাইয়ের হাত থেকে গ্রহণ করলেন এবং দাঁতে একটু কেটে নিলেন। এরপর তিনি লোকজনের গুঞ্জরণ শুনতে পেলেন। অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে মানুষ কলরব করে অগ্রসর হচ্ছে। তখন তিনি বলতে লাগলেন, হে আমার আত্মা! তুমি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত। এরপর হাড্ডিটি হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং তলোয়ার হাতে ধারণ করলেন। এরপর অগ্রসর হলেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করলেন।

রাবী বলেন, "এরপর বনূ আজলানের এক ব্যক্তি ছাবিত ইব্ন আরকাম (রা) ঝাণ্ডাটি ধরলেন এবং বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্য হতে একজনকে ঝান্ডা উঠিয়ে ধরার জন্যে মনোনীত কর।" তাঁরা বললেন, "তুমিই ঝান্ডা ধারণ কর।" তিনি বললেন, "আমি তা করতে পারবো না। জনগণ খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা)-কে মনোনীত করলেন। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে তিনি লোকজনকে বিন্যস্ত করলেন। তাদেরকে নিয়ে পুনরায় সুশংখলভাবে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে লাগলেন।

ইবন ইসহাক বলেন, "যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) ঝাণ্ডা ধারণ করেছে এবং প্রচন্ড যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছে। তারপর জা'ফর (রা) ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে এবং সেও প্রচণ্ড যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছে।" রাবী বলেন, "এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তাতে আনসারদের চেহারা মলিন হয়ে গেল এবং তাঁরা ধারণা করতে লাগলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর ব্যাপারে হয়ত খারাপ কিছু ঘটে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ঝাণ্ডা হাতে ধারণ করেছে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ করার পর সেও শাহাদত বরণ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাঁদেরকে জান্নাতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। নিদ্রিত ব্যক্তি

তাদেরকে স্বর্ণের খাটে স্বপ্নে দেখতে পারে; কিন্তু আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর খাটটি তাঁর দুই সাথীর খাটের তুলনায় কিছুটা ব্যতিক্রম দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন এরূপ ব্যতিক্রম ? উত্তরে আমাকে বলা হল, তারা দুইজন যুদ্ধ ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় অংশ গ্রহণ করেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) একটু ইতস্তত করেছিল ও পরে অংশ গ্রহণ করেছিল। উপরোক্ত বর্ণনাটি ইব্‌ন ইসহাক বিচ্ছিন্ন সনদেও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যায়দ (রা), জা'ফর (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়দ (রা) ঝাণ্ডা ধরেছে এবং শাহাদত বরণ করেছে। এরপর জা'ফর (রা) ঝান্ডা উত্তোলন করেছে এবং সেও শাহাদত বরণ করেছে। এরপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছে এবং সেও শাহাদত বরণ করেছে। তখন তার দুটো চোখ থেকেই অশ্রু ঝরছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার তলোয়ার-সমূহের মধ্য হতে একটি তলোয়ার ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন। এটি বুখারীর একক বর্ণনা। অন্য এক বর্ণনায় বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মিম্বরে ছিলেন এবং বললেন, "তারা আমাদের কাছে থেকে আনন্দ পায়না।"

বুখারী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূতার যুদ্ধে যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, যায়দ (রা) যদি নিহত হন তাহলে জা'ফর (রা) আমীর হবেন। আর যদি জা'ফর (রা) নিহত হন তাহলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) আমীর হবেন।" আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, এ যুদ্ধে আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে খোঁজ করলাম। তাঁকে আমরা নিহতদের মধ্যে পেলাম এবং তার শরীরে ৯০-এর অধিক তলোয়ার ও বর্শার আঘাত দেখতে পেলাম।

অন্য এক সনদে ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঐদিন তিনি জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে নিহত অবস্থায় দেখতে পান এবং বলেন, "আমি তার শরীরে ৫০টি তলোয়ার ও বর্শার আঘাত গণনা করেছিলাম। এগুলোর মধ্যে একটিও পিছনের দিকে ছিলনা। উপরোক্ত দুইটি বর্ণনাই ইমাম বুখারীর একক বর্ণনা।

উপরোক্ত দুটি বর্ণনার পার্থক্যের নিরসনকল্পে বলা যায়, "ইবন উমর (রা) তাঁর বর্ণিত সংখ্যা সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন। আর অন্যান্যরা এর থেকে অধিক সংখ্যা সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন বিধায় অধিক সংখ্যা সম্বলিত বর্ণনা পেশ করেছেন। অথবা কম সংখ্যক আঘাত তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন সামনের দিকে নিহত হবার পূর্বে। আর তিনি নিহত হওয়ার পর মুশরিকরা তাঁর পিছনের দিকে আঘাত করেছে। নিহত হওয়ার পূর্বে সামনের দিকে যেসব আঘাত তিনি শত্রুদের থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) তা গণনা করেছিলেন।

ইবন হিশাম উল্লেখ করেন যে, জা'ফর (রা)-এর ডান হাত কেটে যাওয়ার পর তিনি বাম হাতে ঝাণ্ডা ধারণ করেন এবং পরে তাও কাফিররা কেটে ফেলে। এ প্রেক্ষিতে ইমাম বুখারী (র) - - - - আমির (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন ইব্‌ন উমর (রা) জা'ফর (রা)-এর ছেলেকে সালাম দিতেন তখন তিনি বলতেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى

الْجَنَاحَيْنِ। অর্থাৎ "হে দুই পাখার অধিকারী শহীদের ছেলে ! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" নাসাঈ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বুখারী (র) - - - - খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মূতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গে যায়, শুধুমাত্র একটি ইয়ামানী তলোয়ার আমার হাতে বাকী থাকে। ইমাম বুখারী (র) অন্য এক সনদে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "মূতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গে গিয়েছিল। শুধুমাত্র একটি ইয়ামানী তলোয়ার আমার হাতে বাকী ছিল। এ বর্ণনাটি বুখারীর একক।

বায়হাকী (র) - - - - খালিদ ইব্ন সুমায়র (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ইব্ন রাবাহ্ আল-আনসারী (রা) আমাদের কাছে আগমন করলেন। আনসারগণ তাঁকে জানত। লোকজন তাঁর কাছে ভিড় করল এবং আমিও তাঁর কাছে আসলাম। আবূ কাতাদা (রা) বলেন, "ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অশ্বারোহী।" তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আমীরদের' সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং বলেন, "যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হল।" আরও বলেন, "যদি যায়দ (রা) নিহত হয় তাহলে জা'ফর তোমাদের আমীর হবে। আর যদি জা'ফরও নিহত হয়, তাহলে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা তোমাদের আমীর হবে। রাবী বলেন, জা'ফর (রা) উত্তেজিত হলেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) ! আমি এত ভীরু নই যে, আপনি যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে আমার পূর্বে আমীর নিযুক্ত করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যা বলেছি তা হতে দাও, কেননা, তুমি জান না কোন্টা ভাল। এরপর আমীরগণ সৈন্য সহকারে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে গেলেন এবং যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে উঠলেন। নির্দেশ দিলেন যেন সালাতের জন্যে ঘোষণা দেওয়া হয়। লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সমবেত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের সেনাবাহিনীর সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করব। তারা রওয়ানা হয়ে চলে যায়। এরপর দুশমনের মুখোমুখি হয়। "যায়দ (রা) শাহাদত বরণ করেছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। "এরপর জা'ফর (রা) ইসলামী ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। সে শত্রুর উপর আক্রমণ চালায় এবং শাহাদত বরণ করে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর শাহাদত বরণের সাক্ষ্য দেন এবং তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। "এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা ঝাণ্ডা হস্তে ধারণ করে অবিকলভাবে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

এরপর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) ঝান্ডা হাতে নেন। কিন্তু পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক আমীর নিযুক্ত হন নাই। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের প্রস্তাব ও সমর্থনে তিনি নিজেকে আমীর ঘোষণা করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "হে আল্লাহ্ ! খালিদ তোমার তলোয়ারসমূহের মধ্য হতে একটি তলোয়ার। তাঁকে তুমি সাহায্য কর।" ঐদিন থেকেই খালিদকে বলা হয় সাইফুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র তলোয়ার।

ইমাম নাসাঈ (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। এ বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত আছে সেটা হল, "যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে লোকজন সমবেত হলেন তখন তিনি বললেন, 'শুভ লক্ষণ ! শুভ লক্ষণ !' এবং হাদীছটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন।

ওয়াকিদী - - - -আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, লোকজন যখন মূতা যুদ্ধে শত্রুর মুকাবিলা করছিলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়া ও তাঁর মধ্যকার আড়াল দূর করে দেন। তিনি তখন তাঁদের যুদ্ধাবস্থা অবলোকন করছিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ইসলামী ঝান্ডা ধারণ করে রয়েছে। শয়তান তার কাছে আসে, পার্থিব জীবনকে তার কাছে প্রিয় করে তোলে এবং মৃত্যুকে অপ্রিয় বস্তু হিসেবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। দুনিয়াকে তার কাছে প্রিয় করে তোলে। সে বলল, 'আমি মু'মিনদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছি আর তুই (হে শয়তান) আমার কাছে দুনিয়াকে প্রিয় করে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছিস ? তারপর সে অবিচলভাবে এগিয়ে গেল এবং শাহাদত বরণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্যে দু'আ করলেন এবং বললেন, "তার জন্যে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর। সে জান্নাতে শহীদবেশে প্রবেশ করেছে।

ওয়াকিদী - - - - আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "যখন যায়দ (রা) নিহত হন তখন জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ঝাণ্ডা ধারণ করল। তারপর শয়তান তাঁর কাছে আগমন করল এবং পার্থিব জীবনকে তাঁর কাছে প্রিয়, মৃত্যুকে অপ্রিয়, আর দুনিয়াকে তার কাছে প্রিয় পাত্র করে তোলার প্রয়াস পেল। জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলল, "আমি মু'মিনদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করছি আর তুই (হে শয়তান) দুনিয়াকে আমার কাছে প্রিয় পাত্র করে তুলতে চাস ?" তারপর সে অবিকলভাবে এগিয়ে গিয়ে শাহাদত বরণ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্যে দু'আ করলেন এবং বললেন, "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর ! কেননা, সে শহীদ এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে। সে জান্নাতে দুটি ইয়াকূতের পাখায় ভর করে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে ভ্রমণ করতে থাকবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) তারপর বললেন, এবার আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ঝান্ডা ধারণ করেছে এবং শাহাদত বরণ করেছে। এরপর সে কাৎ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করল। এটা আনসারগণের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কাৎ হয়ে কেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) আহত হয়ে পিছনে হটে আসে। তারপর সে নিজেকে ভর্ৎসনা করে এবং সাহসের সাথে এগিয়ে গিয়ে শাহাদত বরণ করে ও জান্নাতে প্রবেশ করে। তাতে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা খুশী হয়ে যায়।

ওয়াকিদী - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন ফুযাইল (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ বলেন, যখন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) পতাকা হাতে নিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "এখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে।"

ওয়াকিদী - - - - ইতাফ ইব্‌ন খালিদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) বিকাল বেলা নিহত হন। রাত শেষে ভোর বেলায় খালিদ (রা) অগ্রভাগের সৈন্যদেরকে মধ্য ভাগে এবং মধ্য ভাগের সৈন্যদেরকে অগ্রভাগে, ডান দিকের সৈন্যদেরকে বাম দিকে এবং বাম দিকের সৈন্যদেরকে ডান দিকে পুর্নবিন্যস্ত করেন। রাবী বলেন, 'তাতে শত্রু সৈন্যরা যেসব পরিস্থিতি ও পতাকার সাথে পরিচিত ছিল তা না দেখে নতুন পতাকা ও পরিস্থিতি দেখতে পেয়ে মনে করে যে, মুসলমানদের কাছে সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছেছে। তাই তারা

ভীত হয়ে পড়ে এবং পরাস্ত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে। রাবী বলেন, এসময় তারা এত বিপুল সংখ্যায় নিহত হল যা কোন যুদ্ধে কেউ দেখেনি।

উপরোক্ত বর্ণনাটি মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি তাঁর মাগাযী গ্রন্থে বর্ণনা করেন, "হুদায়বিয়ার উমরার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছয় মাস মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি মূতায় সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। এসময় তিনি বলেন, যদি সে নিহত হয় তাহলে জা'ফর ইবন আবূ তালিব (রা) আমীর হবে। আর যদি জা'ফর (রা) নিহত হন তাহলে আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) আমীর হবে।" তারপর সেনা-বাহিনী রওয়ানা হয়ে যায় এবং মূতায় ইব্ন আবূ সাবুরা আল গাস্সানীর মুখোমুখি হয়। সেখানে ছিল রোমান ও আরব খৃস্টানদের একটি বিরাট শত্রু বাহিনী এবং তানূখ ও বাহরা সম্প্রদায়ের সেনাবাহিনী। ইব্ন আবূ সাবূরা মুসলিম সেনাবাহিনীর মুকাবিলায় তার দুর্গ তিন দিন তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখে। এরপর তারা পাকা ফসলপূর্ণ মাঠে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। সেখানে তারা ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) ইসলামী ঝাণ্ডা ধারণ করেন ও নিহত হন। এরপর জা'ফর (রা) ঝান্ডা হাতে ধারণ করে তিনিও নিহত হন। এরপর আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ঝাণ্ডা ধারণ করেন ও নিহত হন। তারপর মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিযুক্ত আমীরগণের নিহত হওয়ার পর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ আল-মাখযূমী (রা)-কে তাদের সেনাপতি নির্বাচন করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দুশমনদেরকে পরাজিত করেন এবং মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে এ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

মূসা ইব্ন উকবা বলেন, ঐতিহাসিকগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "জা'ফর (রা) ফেরেশতাদের সাথে আমার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে। ফেরেশতাদের ন্যায় সে-ও উড়ে যাচ্ছিল এবং তার ছিল দুটো ডানা। ঐতিহাসিকগণ আরো বলেন যে, ইয়াল ইব্ন উমাইয়া (রা) একদিন মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংবাদ পরিবেশন করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করেন। তিনি তাঁকে বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর সংবাদ পরিবেশন কর, আর যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে আমিই সংবাদ পরিবেশন করব। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনিই বরং সংবাদ পরিবেশন করুন ! রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াল (রা) ও উপস্থিত জনতার সম্মুখে মূতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ পরিবেশন করলেন। ইয়াল (রা) বলেন, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাদের সম্বন্ধে আপনি একটি শব্দও উল্লেখের বাকী রাখেননি। তাদের ব্যাপারটি এরূপই, যেরূপ আপনি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ভূমিকে আমার সামনে নিয়ে তুলে ধরেছিলেন যাতে আমি তাদের যুদ্ধ দেখতে পাই।

মূসা ইব্ন উকবার উপরোক্ত বর্ণনাটিতে বহু তথ্য রয়েছে যা ইব্ন ইস্হাকের বর্ণনাতে নেই। আর কিছুটা বৈপরিত্যও পরিলক্ষিত হয়। ইব্ন ইসহাক বলেন, 'খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) সেনাবাহিনীকে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে রোমান ও আরব খৃস্টানদের খপ্পর থেকে রক্ষা করেন। অন্যদিকে মূসা ইব্ন উকবা ও ওয়াকিদী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মুসলিম সেনাবাহিনী রোমান ও আরব খৃস্টানদেরকে পরাজিত করেছেন। পূর্বোক্ত আনাস (রা) বর্ণিত মারফূ' হাদীছটি এ বর্ণনার

সমর্থক। তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন। "এরপর আল্লাহ তা'আলার তলোয়ারসমূহ হতে একটি তলোয়ার ঝান্ডা হাতে নিল এবং তার হাতেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলেন। বুখারী ও হাফিয বায়হাকী উপরোক্ত বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

আমার মতে, ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্যদের বর্ণনার মধ্যে পরিলক্ষিত পার্থক্যের সমাধান নিম্নরূপে সম্ভব। আর তা হচ্ছে, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) যখন ইসলামী পতাকা হাতে নিলেন তখন তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিয়ে কৌশলের আশ্রয় নেন এবং তাদেরকে রোমান ও আরব বংশোদ্ভূত কাফির সেনাবাহিনীর খপ্পর হতে রক্ষা করেন। রাত শেষে যখন ভোর হল তখন তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীর অবস্থান পরিবর্তন করেন। ডান দিকের সৈন্যদেরকে বাম দিকে এবং বাম দিকের সৈন্যদেরকে ডান দিকে, আর অগ্রভাগের সৈন্যদেরকে মধ্যভাগে এবং মধ্য ভাগের সৈন্যদেরকে অগ্রভাগে বিন্যাস করেন, যেমনটি ওয়াকিদী উল্লেখ করেছেন। সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে বিন্যাস করার পর রোমান বাহিনী ধারণা করে যে, মুসলিম সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে নতুন বাহিনী আগমন করেছে। যখন খালিদ (রা) তাদের উপর আক্রমণ করেন তখন আল্লাহ্র হুকুমে তারা তাদেরকে পরাজিত করেন। আল্লাহ্-ই অধিক পরিজ্ঞাত।

ইবন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ও উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। মূতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারিগণ যখন মদীনা প্রত্যাবর্তন করে তখন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানগণ স্বাগত জানান। রাবী বলেন, ছেলে মেয়েরা উত্তেজিত অবস্থায় তাদের সাথে সাক্ষাত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলের সাথে একটি সাওয়ারীতে আরোহণ করে আগমন করেন। আর তিনি বলেন, "ছেলেমেয়েদেরকে সাওয়ারীতে উঠিয়ে নাও। আর জা'ফর (রা)-এর ছেলেটিকে আমার কাছে দাও।" আবদুল্লাহকে আনয়ন করা হল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে নিজ সাওয়ারীতে সামনে উঠিয়ে নিলেন। ছেলেমেয়েরা যোদ্ধাদের প্রতি ধুলো নিক্ষেপ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, হে পলায়নকারীরা তোমরা আল্লাহ্র পথে জিহাদ থেকে পলায়ন করে এসেছ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "তারা পলায়নকারী নয়, তারা ইনশাআল্লাহ পুনরায় হামলাকারী। এ বর্ণনাটি মুরসাল এতে কিছু বিরল তথ্য রয়েছে।

'আমার বক্তব্য হল, ইব্ন ইসহাক মনে করেছেন যে, সমগ্র সেনাবাহিনীর অবস্থা এরূপ ছিল। আসলে তা নয়, বরং কতিপয় সৈন্য যারা শত্রুর মুখোমুখির সময় শত্রুর অধিক সংখ্যা পরিলক্ষিত হওয়ায় ভয় পেয়ে যায় এবং পলায়ন করে। এখানে তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে। বাকী সৈন্যরা পলায়ন করেনি; বরং তারা জয়লাভ করেছিল। আর এ সংবাদটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে বসা অবস্থায়ই বলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এরপর আল্লাহ্র তলোয়ারসমূহ হতে একটি তলোয়ার ঝান্ডা ধরল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান করলেন।' তারপর আর মুসলমানগণ তাদেরকে ফেরারী বলে আখ্যায়িত করেননি; বরং তাদেরকে ইজ্জত-সম্মান সহকারে স্বাগত জানান। দোষারোপ করা ও ধুলো নিক্ষেপণ ছিল তাদের জন্য যারা পলায়ন করেছিল এবং সাধারণ সেনাবাহিনীকে সেখানে ছেড়ে আগেই চলে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

প্রেরিত ক্ষুদ্র সৈন্যদলগুলোর মধ্য হতে একটি ক্ষুদ্র দলে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এরপর মুকাবিলার সময় লোকজন পলায়ন করল। আমিও তাদের একজন ছিলাম। আমরা বলতে লাগলাম, আমরা কেমন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করব। কেননা, আমরা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছি ও অভিশাপ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছি ? এরপর আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম, যদি আমরা মদীনায় পৌছি তাহলে আমাদের হত্যা করা হবে। আবার বলতে লাগলাম, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করি, তাহলে যদি আমাদের জন্যে তওবা কবূল হয় তাহলে ভাল কথা। আর যদি তা না হয় তাহলে আমাদের মরণ। তবু আমরা যাব। সুতরাং আমরা ফজরের সালাতের পূর্বে মদীনা পৌছলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কারা ?" আমরা বললাম, "আমরা ফেরারী।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "না, "তোমরা বরং পুনরায় আক্রমণকারী। আমি তোমাদের দলে আছি এবং আমি মুসলমানের দলে আছি।" রাবী বলেন, "এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করলাম এবং তাঁর হাত চুম্বন করলাম। অন্য এক বর্ণনায় ইব্ন উমর (রা) বলেন, "আমরা একটি অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে আসি এবং সামুদ্রিক জাহাজে সওয়ার হয়ে বিদেশে চলে যাবার মনস্থ করেছিলাম। এরপর আমরা এ মনোভাব ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পৌছলাম এবং বল্লাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা তো পলায়নকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "না, তোমরা বরং পুনঃ আক্রমণকারী।" তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাও এটি বর্ণনা করেন। তিরমিযী এটাকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা যখন দুশমনের মুকাবিলা করলাম আমরা প্রথম আক্রমণেই হেরে গেলাম। তাই আমরা কয়েকজন রাতের বেলায় মদীনায় আগমন করলাম এবং লুকিয়ে রইলাম। আমরা মনে মনে ভাবলাম, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং ওযর পেশ করি তাহলে হয়ত তিনি আমাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। অতএব, আমরা গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমরা বললাম, "আমরা পলায়নকারী।" তিনি বললেন, 'না, তোমরা পুনঃ আক্রমণকারী। আমি তোমাদের দলে আছি।" রাবী আসওয়াদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আমি প্রত্যেক মুসলমানের সাথে আছি।"

ইবন ইসহাক - - - - আমির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) সালামা ইব্ন হিশাম ইব্ন মুগীরার স্ত্রীকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, কী হল, আমি সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের সাথে সালাত আদায় করতে যে দেখিনা ? তিনি বললেন, সালামা (রা) ঘর থেকে বের হতে পারেন না। যখনই তিনি বের হন, লোকজন বলতে থাকে, হে পলায়নকারী ! তুমি আল্লাহ্র পথে জিহাদ হতে পালিয়ে এসেছো। এ জন্যই তিনি ঘরে বসে থাকেন, বের হন না। তিনি মূতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

গ্রন্থকার বলেন, দুই লক্ষ বলে বর্ণিত শত্রু সৈন্য সংখ্যা অবলোকন করে সম্ভবত মূতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদগণের একটি ক্ষুদ্র দল যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেছিলেন। সৈন্য সংখ্যার

এরূপ তারতম্যের বেলায় পলায়ন করা বৈধ। যখন এই দল পলায়ন করেন বাকী সৈন্যগণ দৃঢ়তা অবলম্বন করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করেন। ঐসব কাফিরের হাত হতে তারা নিজেকে রক্ষা করেন এবং শত্রু সৈন্যের এক বিরাট অংশকে হত্যা করেন।

ওয়াকিদী ও মূসা ইব্ন উকবা যেমনটি বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত অভিমতের পক্ষে ইমাম আহমদ (র) - - - - আউফ ইব্ন মালিক আল-আশজায়ী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মূতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্যে আমিও যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের সাথে ঘর থেকে বের হলাম। আমার সাথে ছিলেন ইয়ামানের একজন ছুরি নির্মাতা। তাঁর সাথে তাঁর একটি তলোয়ার ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। একজন মুসলমান একটি উট যবাই করল। তখন ছুরি নির্মাতা তাঁর কাছে এক টুকরা চামড়া চেয়ে নিল। তিনি তাকে তা দিলেন। তখন ছুরি নির্মাতা এটাকে একটি ঢালের ন্যায় তৈরী করলেন এবং আমরা সকলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করলাম। আমরা রোমানদের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখী হলাম। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তার একটি অত্যন্ত সুন্দর ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। ঘোড়াটির গদী ছিল সোনালী এবং তার অস্ত্রশস্ত্র সবই ছিল সোনালী। রোমান যোদ্ধাটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত ছিল। ছুরি নির্মাতা তার জন্যে একটি বিরাট পাথরের আড়ালে ওঁৎপেতে বসে গেল। যখনই রোমান সৈন্যটি তার পাশ দিয়ে অত্যন্ত গর্বসহকারে শির উঁচু করে অতিক্রম করছিল, এমন সময় ছুরি নির্মাতা অতর্কিতে লোকটির হাঁটুর পশ্চাদ্ভাগে শিরা কেটে দেন। তাতে সে ঢলে পড়ে, ছুরি নির্মাতা তার উপর চড়াও হয় ও তাকে হত্যা করে। এরপর সে তার ঘোড়া ও অস্ত্র নিয়ে নিল। যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের বিজয় দান করলেন, তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তাঁর কাছে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যাতে সে তার থেকে পরিত্যক্ত অস্ত্র নিয়ে আসে। আউফ (রা) বলেন, আমি তখন খালিদের কাছে আসলাম এবং বললাম, হে খালিদ ! তুমি কি জাননা যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত অস্ত্রাদি হত্যাকারীর ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা দিয়েছেন ? খালিদ (রা) বলেন, হ্যাঁ, তবে আমি এটাকে তার জন্যে অতিরিক্ত মনে করি। আমি বললাম, "তার জন্যে ?" এরপর আমি বললাম, "তুমি এটা তাকে ফেরত দেবে অন্যথায় আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উত্থাপন করব। খালিদ (রা) তাকে এটা ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। আউফ (রা) বলেন, "আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জমায়েত হলাম। আমি ছুরি নির্মাতার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলাম এবং খালিদ (রা) যা করেছেন তাও আমি বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে খালিদ ! তার থেকে যেটা তুমি নিয়েছ তাকে সেটা ফেরত দাও।" আউফ (রা) বলেন, আমি বললাম, "হে খালিদ ! এখন কেমন হলো। আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি ?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "এটা আবার কী ?" আউফ (রা) বলেন, আমি আদ্যোপান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "হে খালিদ ! তাকে এটা ফেরত দেবে না। তোমাদের উপর আমার নিয়োগকৃত আমীরদেরকে কি তোমরা তাদের পসন্দমত কাজ করতে দেবে না ? আর তারা শুধু দায়িত্ব-ই পালন করে যাবে ?" রাবী ওয়ালীদ ও মুসলিম ও আবূ দাউদ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম আমীরগণ শত্রুদের থেকে গনীমত লাভ করেছেন, তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং তাদের আমীরদেরকে হত্যা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র)-এর বর্ণনা পূর্বে পেশ করা হয়েছে যে, খালিদ (রা) বলেন, "মূতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গে যায়, শুধুমাত্র একটি ইয়ামানী তলোয়ার আমার হাতে বাকী ছিল।" আর এরূপ যদি আমীরগণ না করতেন তাহলে কাফিরদের হাত থেকে মুসলমানদেরকে তারা রক্ষা করতে পারতেন না। মূসা ইব্ন উকবা, ওয়াকিদী, বায়হাকী ও ইবন হিশাম অনুরূপ অভিমত পেশ করেছেন।

বায়হাকী (র) বলেন, মূতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের পলায়ন কিংবা দলের সাথে মিশে যাওয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, তারা পলায়ন করেছিলেন, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, মুসলমানগণ মুশরিকদের উপর জয়লাভ করেছিলেন এবং মুশরিকগণ পরাস্ত হয়েছিল।

বায়হাকী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, এরপর খালিদ (রা) পতাকা হাতে নেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে বিজয় দান করেন। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ মুশরিকদের উপর জয়লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, মূতার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের ডান পাশের সেনাদলের প্রধান কুতবা ইব্ন কাতাদা আল-আযরী (রা) আরব খৃষ্টানদের সর্দার মালিক ইব্ন যাফিলা কিংবা রাফিলা এর উপর হামলা করেন ও তাকে হত্যা করেন। এ ব্যাপারে তিনি গর্ব করে তার ছন্দে আবৃত্তি করেন :

طعنــتُ ابــنَ رافلــةَ بــنَ الاراش   برمـــحٍ مضى فيـه ثم انحطـم
ضربـــتُ على جِيـــدهِ ضَــربــةً   فمـال كما مـال غُصـن السَّلَـم
وسُقــنا نســاءَ بنــى عمّـــهِ   غداةَ (رقوقيـن) سَـوْقَ النَّعَـم

"ইব্ন রাফিলা ইব্ন আল-আরাশ এর প্রতি আমি বর্শা নিক্ষেপ করলাম, বর্শা তাকে বিদ্ধ করল ও সে নীচে পড়ে গেল। তার গর্দানে জোরে তলোয়ার মারলাম সে সুলাম বৃক্ষের শাখার ন্যায় ঢলে পড়ল। আমরা পরদিন তার গোত্রের রমণীদেরকে বন্দী করে জানোয়ারের দলের ন্যায় হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম।"

উপরোক্ত কবিতাগুলো আমাদের অভিমতকে সমর্থন করে, কেননা, সেনাবাহিনীর প্রধান যখন নিহত হয় তার সঙ্গিগণ সাধারণত পলায়ন করে। কবিতায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, তার শত্রুদের রমণীদেরকে বন্দী করেছিলেন। আর এটাই আমাদের অভিমতের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। তবে ইব্ন ইসহাক অভিমত পেশ করেন যে, মূতার যুদ্ধে ছিল কৌশল প্রয়োগ ও রোমান সৈন্যদের খপ্পর থেকে পরিত্রাণ অর্জন। আর এটাকে বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এ হিসেবে যে, তারা দুশমন কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন আর দুশমনরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশী। তারা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কথা। তাই তাঁরা যখন তাদের থেকে রক্ষা পেলেন তাদের জন্যে এটাই ছিল বড় বিজয়। এটাও যথার্থ হতে পারে। তবে এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর فتح الله عليكم (অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন উক্তির পরিপন্থী।

আসলে ইব্ন ইসহাক তাঁর অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রমাণ স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত কবিতাগুলো উল্লেখ করেছেন। কায়স ইব্ন মুহাস্সার আল-ইয়ামারী জনগণের অবস্থা, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর শত্রুদের সাথে কৌশল অবলম্বন, সেনা বাহিনী নিয়ে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ও জনগণের কৃত কর্মের জন্য ওযরখাহী করে বলেন ঃ

'সুতরাং আল্লাহ্র শপথ, আমার অবস্থানের জন্যে আমার বিবেক সর্বদা আমাকে ভর্ৎসনা করছে। সেনাবাহিনী পূর্ব হতেই ছিল অগ্রগামী। আমি সেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম। যারা তুমুল যুদ্ধ করছে তাদের আমি সাহায্যকারী নই, পরিচালনাকারী নই এবং প্রতিরোধকারীও নই। কেননা, আমি খালিদ (রা)-এর অনুসরণ করেছি। আর জনগণের মধ্যে খালিদের কোন তুলনা নেই। মূতার যুদ্ধে যখন যুদ্ধের ভয়াবহতার জন্যে কোন বর্শা, বর্শা নিক্ষেপকারীকে উপকার করতে পারছিল না, তখন জা'ফরের বীরত্ব প্রদর্শনে আমার বিবেক উচ্চকিত হয়ে উঠল। এরপর খালিদ যেন আমাদের সেনাবাহিনীর উভয় দিককে একত্র করলেন (বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন, তার শত্রুদের দৃষ্টিতে) যাতে তারা পরবর্তীতে পৃথক সত্তা নিয়ে আক্রমণ করতে না পারে। তারা একে অন্যের কাজে অংশ নেবে না এবং কেউ কাউকে ভর্ৎসনাও করবে না। অর্থাৎ খালিদ (রা) মুসলিম সেনাবাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করলেন।

ইবন ইসহাক বলেন, "ঐতিহাসিকগণ যা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন কায়স তাঁর কবিতায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছেন যে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা পলায়ন করেছে এবং মৃত্যুকে তারা খারাপ মনে করেছে। আবার খালিদের সাথে যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে খালিদের প্রত্যাবর্তনও কবিতার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। ইব্ন হিশাম বলেন, 'তবে ইমাম যুহরী বলেন, আমাদের কাছে যা প্রমাণিত হয়েছে তাহলো যে, মুসলমানগণ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে তাঁদের আমীর মনোনয়ন করেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বিজয় দান করেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তিনি তাঁদের আমীর রূপেই ছিলেন।

অধ্যায় ঃ

ইবন ইসহাক ---- আসমা বিন্ত উমায়স (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যখন জা'ফর (রা) ও তাঁর সংগীরা শাহাদত বরণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে আসেন। আমি ইতোমধ্যে চল্লিশটি কাঁচা চামড়া পাকা করেছি, আটার খামীর তৈরী করেছি এবং আমার ছেলে মেয়েদের গোসল করিয়েছি। তেল দেই ও তাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "জা'ফর (রা)-এর ছেলে মেয়েদেরকে আমার কাছে নিয়ে আস।" আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের ঘ্রাণ নিলেন তখন তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার প্রতি আমার মা বাপ কুরবান হোন, আপনার কাঁদার কারণ কী ? জা'ফর (রা) ও তাঁর সংগীদের কোন সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে নাকি ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আজ তারা শাহাদত বরণ করেছে।" আসমা (রা) বলেন, আমি উঠে দাঁড়ালাম, চীৎকার করতে লাগলাম এবং অন্যান্য মহিলাদেরকে আমার কাছে জড়ো করে ফেল্লাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পরিবারের কাছে চলে গেলেন এবং বললেন, "জা'ফর (রা)-এর পরিবার-পরিজনের জন্যে খাদ্য তৈরী করতে তোমাদের যেন ভুল না হয়। কেননা, তারা তার

ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত।" অনুরূপ বর্ণনা ইমাম আহমদ থেকেও পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনায় ام جعفر (উম্মে জা'ফর) বলা হয়েছে আর এ সনদে ام عون (উম্মে আউন) বলা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "জা'ফর (রা)-এর মৃত্যুর সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে তখন তিনি বলেন, "জা'ফর (রা)-এর পরিবার পরিজনের জন্যে খাদ্য তৈরী কর। কেননা, তাদের কাছে এমন একটি দুঃসংবাদ এসেছে যার জন্য তারা আজ শোক বিহ্বল।" অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজা (র)। তিরমিযী বর্ণনাটিকে 'হাসান' বলেছেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ---- আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জা'ফর (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন আমরা তাঁর চেহারায় বিষাদের চিহ্ন দেখতে পেলাম। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একজন লোক প্রবেশ করল এবং বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! মহিলারা আমাদেরকে কান্নাকাটি ও আহাজারি দ্বারা বিরক্ত করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যাও তাদেরকে চুপ করতে বল। আইশা (রা) বলেন, "লোকটি চলে গেল। আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পূর্বের ন্যায় বলল। আইশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, 'যাও তাদেরকে চুপ করতে বল যদি তারা তোমার কথা অমান্য করে তাহলে তাদের চেহারায় ধুলো নিক্ষেপ কর।' আইশা (রা) বলেন, "আমি মনে মনে বললাম, তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা রহমত থেকে দূরে রাখুন, আল্লাহ্র শপথ, তুমি নিরস্ত হচ্ছো না এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুকুম তামিলও করতে পারছো না।" আইশা (রা) বলেন, "আমি জানতাম যে, সেতো তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করতে পারবে না। ইবন ইসহাক এ সনদে একক। ইমাম বুখারী (র) আইশা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

তাতে আরো আছে ঃ আইশা (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, 'তোমার নাকে মাটি লাগুক, আল্লাহ্র শপথ, তুমিও এ কাজটি করতে পারবে না. আবার অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তুমি বার বার বিরক্ত করছ। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন. ইমাম মুসলিম (র), আবূ দাঊদ (র) ও নাসাঈ (র)।

ইমাম আহমদ (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। তাতে আরো আছে ঃ রাবী বলেন, এরপর জা'ফর (রা)-এর পরিবার-পরিজনকে শোক প্রকাশের জন্য তিন দিন সময় দিলেন এবং তাদের কাছে আসলেন ও বললেন, 'আজকের পর আর তোমরা তোমাদের সাথীর জন্যে ক্রন্দন করবে না।' আমার ভাইয়ের ছেলেমেয়েদেরকে আমার কাছে ডাক। রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) বলেন, আমাদেরকে আনা হলো যেন, আমরা মুরগীর ছানাস্বরূপ। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নাপিতকে ডেকে আন। নাপিতকে ডেকে আনা হল সে আমাদের মাথা মুণ্ডন করল। এরপর রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর আমাদের চাচা আবূ তালিবের ন্যায়। আর আবদুল্লাহ্ শরীরের গঠনে ও চরিত্রে আমার ন্যায়। এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং উপরের দিকে উঁচিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্ ! তাকে জা'ফর (রা)-এর পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে কবূল করুন। আবদুল্লাহ্র কাজ-কারবারে বরকত দান করুন ! এ বাক্যটি তিনি তিন তিন বার উচ্চারণ করেন। আবদুল্লাহ্ (রা)

বলেন, 'এরপর আমাদের মা আসলেন এবং আমাদের ইয়াতীম অবস্থার কথা উল্লেখ করলেন ও তাঁর সামনে তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'তুমি কি তাদের দারিদ্র্যের ভয় করছ, অথচ আমিই দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের অভিভাবক ?

উপরোক্ত বর্ণনার আংশিক আবূ দাউদ ও পূর্ণভাবে নাসাঈ (র) বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে তিন দিন কান্নাকাটি করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তিন দিনের বেশী কান্নাকাটি করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আসমা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জা'ফর (রা) শাহাদত বরণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে (আসমাকে) বলেছেন, তুমি তিন দিন কান্নাকাটি করতে পার। তারপর তুমি যা ইচ্ছে করতে পার। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বিশেষ করে অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি জা'ফর (রা)-এর শোকে অত্যন্ত বিহ্বল ছিলেন। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে তিন দিন শোক পালন করার জন্যে অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর তিনি যা ইচ্ছে করতে পারেন যেমন অন্যান্য নারীগণ স্বামীর জন্যে শোক পালন করার পর যা ইচ্ছে তা করতে পারে। অন্য বর্ণনায় বুঝা যায় তাকে তিন দিন ধৈর্যধারণ করার জন্যে বলেছিলেন। এটা অবশ্য অন্যান্য বর্ণনা থেকে ভিন্ন। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

ইমাম আহমদ - - - - আসমা বিন্ত উমায়স (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জা'ফর (রা) নিহত হবার তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, "আজকের পর আর তুমি শোক পালন করবে না। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে নারী আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্যে স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্যে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়। আর স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। অতএব, উভয় হাদীছের সামঞ্জস্য বিধানে বলা যায় যে, আসমা (রা)-কে বিশেষভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল অথবা শোক তাপের মধ্যে তিন দিন অতিরিক্ত করার জন্যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

আসমা বিন্ত উমায়স (রা) তাঁর স্বামীর জন্যে আর্তনাদ করার সময় নিম্নবর্ণিত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

فَالَيْتُ لاَتَنْفَكُّ نَفْسِي حَزِيْنَةً   عَلَيْكَ وَلاَ يَنْفَكُّ جِلْدِي أَغْبَرَ –

"আমরা তোমার জন্যে ক্রন্দন করছি। আমার মনটা সব সময় তোমার জন্যে ভারাক্রান্ত। আমার দেহটা সব সময় ধূলি-ধূসরিত। আল্লাহ্ তা'আলা কি কাউকে এরূপ চোখ দান করেছেন যার দ্বারা সে এ যুবকের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর, সহনশীলতা ও শত্রুর উপর পুনঃপুনঃ হামলাকারী যুবককে দেখেছে ?

এরপর তাঁর ইদ্দত শেষ হবার পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিয়ের প্রস্তাব দেন ও তাঁদের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিয়ের ওলীমা করেন। ওলীমায় লোকজন হাযির হন। তাদের মধ্যে আলী (রা)-ও ছিলেন। যখন ওলীমা শেষে লোকজন চলে যায়, আলী (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হতে অনুমতি নিয়ে পর্দার আড়ালে আসমা (রা)-এর সাথে কথা বলেন ও রহস্য করে বলেন, এ কবিতাটি কে বলতেছিল ?

فَالَيْتُ لاَ تَنْفَكُ نَفْسِيْ حَزِيْنَةً عَلَيْكَ وَلاَ يَنْفَكُ جِلْدِيْ اَغْبَرَ -

অর্থাৎ আমি তোমার জন্যে ক্রন্দন করছি। আমার মনটা সব সময় তোমার জন্যে ভারাক্রান্ত। আমার দেহটা সব সময় ধূলি-ধূসরিত।

আসমা (রা) বলেন, "হে আবুল হাসান ! আমাকে তুমি আমার অবস্থায় থাকতে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি একজন রসিক ব্যক্তি। আবূ বকর (রা)-এর ঔরসে তাঁর গর্ভে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর জন্ম হয় মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে। বৃক্ষতলায় তিনি সন্তান প্রসব করেন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জ পালনরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে গোসল করার পর ইহরাম বাধার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তিকাল হলে আলী (রা) আসমা বিনত উমায়স (রা)-কে বিয়ে করেন। তাঁর ঔরসেও কয়েকজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রাযী থাকুন !

জা'ফর পরিবারের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সদয় আচরণ

ইসহাক ইব্ন - - - - উরওয়া ইব্ন যুহায়র (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মূতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদগণ প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার নিকটবর্তী হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও অন্যান্য মুসলমানগণ তাঁদেরকে স্বাগত জানান। রাবী উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, ছেলেমেয়েরা উত্তেজিত অবস্থায় তাদের সাথে সাক্ষাত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনগণের সাথে একটি সাওয়ারীতে আগমন করেন। তিনি বলেন, ছেলে-মেয়েদেরকে ধর ও তাদেরকে সাওয়ারীতে উঠিয়ে নাও। আর জা'ফর (রা)-এর ছেলেকে আমার কাছে দাও। আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা)-কে আনয়ন করা হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সাওয়ারীর সামনে উঠিয়ে নিলেন। রাবী বলেন, "জনতা সেনাবাহিনীর উপর ধুলো ছুঁড়তে লাগল ও বলতে লাগল, হে পলায়নকারীরা ! তোমরা আল্লাহ্র পথ থেকে পলায়ন করেছ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাঁরা পলায়নকারী নয় তারা ইনশাআল্লাহ্ পুনরায় হামলা করবে।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন আহলে বায়তের ছেলেমেয়েরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বাগত জানাতেন। একদিন তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে সকলের আগে আমি তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি আমাকে সাওয়ারীর সামনে উঠিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "বনূ ফাতিমার কোন একজন হাসান কিংবা হুসায়নকে নিয়ে আস। তখন তিনি তাদের একজনকে সাওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসালেন। আমরা তিনজন সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করলাম। মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা। এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাল্যকালে একদিন আমি ও আব্বাস (রা)-এর দুই পুত্র কুছাম এবং উবায়দুল্লাহ্ খেলছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সাওয়ারীর উপর চড়ে আমাদের কাছে আগমন করলেন। তিনি আমার দিকে ইংগিত করে বললেন, 'একে আমার কাছে উঠিয়ে দাও, 'তখন তিনি আমাকে তার সাওয়ারীর সামনে উঠিয়ে নিলেন। আর কুছামের দিকে ইংগিত করে বললেন, 'একেও আমার কাছে উঠিয়ে দাও। তিনি তাকে তাঁর পিছনে বসালেন অথচ উবায়দুল্লাহ্ আব্বাস (রা)-এর কাছে কুছামের চাইতে অধিকতর প্রিয় সন্তান ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচার পসন্দ অপসন্দের কোন প্রকার খেয়াল না করে উবায়দুল্লাহকে না নিয়ে কুছামকেই উঠিয়ে নিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) বলেন,'এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার আমার মাথা মাসেহ করলেন

এবং মাসেহ এর সময় প্রতিবার বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِىْ وَلَدِه। অর্থাৎ ' হে আল্লাহ্ ! জা'ফর (রা)-এর বংশধরদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জা'ফর (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত কর।' রাবী বলেন, আমি আবদুল্লাহ্কে বললাম, কুছাম কী করলো ? শাহাদত বরণ করেছিল ? আমি বললাম, "আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) সে সম্বন্ধে ভাল জানেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নাসাঈও এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তার 'আমালুল ইয়াওমে ওল্লাইলে।'

উপরোক্ত ঘটনাটি ছিল মক্কা বিজয়ের পরের, কেননা, আব্বাস (রা) মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় এসেছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে বলেন, 'তোমার কি এ ঘটনাটি স্মরণ আছে যে, তুমি আমি ও ইব্ন আব্বাস (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করছিলাম ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এরপর আমাদেরকে তিনি সাওয়ারীতে উঠিয়ে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে গেলেন। এ ঘটনাটিও মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা।

যায়দ (রা), জা'ফর (রা) ও আবদুল্লাহ্ (রা)-এর ফযীলত

যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম। তাঁর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ ঃ

ইবন হারিছা ইব্‌ন শুরাহীল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন ইমরুল কায়স ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আমির ইব্‌ন আবদূদ ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন কিনানা ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আউফ ইব্‌ন উয্‌রাহ ইব্‌ন যায়দ আল-লাত ইব্‌ন রুফায়দা ইব্‌ন ছাওর ইব্‌ন কাল্‌ব ইব্‌ন উবারাহ ইব্‌ন সা'লাব ইব্‌ন হুলওয়ান ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন আলহাফ ইব্‌ন কুদায়াহ আল-কালবী আল কুযায়ী।

তাঁর মা একদিন তাঁকে নিয়ে তাঁর পরিবার-পরিজনদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে রওয়ানা হলেন। পথে তাদের কাফেলায় ডাকাত হামলা করে। ডাকাতরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর হাকীম ইব্‌ন হিযাম তাঁর ফুফু খাদীজা বিন্‌ত খুয়ায়লিদ (রা)-এর জন্যে তাঁকে খরিদ করেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই তাঁকে খরিদ করেছিলেন। নুবূওয়াতের পূর্বে খাদীজা (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে সমর্পণ করেন। তারপর তাঁর পিতা তাঁর সন্ধান পান। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে থাকাটাই পসন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আযাদ করে দিয়ে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাই তাঁকে যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বলে ডাকা হত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আযাদকৃত দাসদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কুরআনের একাধিক আয়াত নাযিল হয় ঃ

১. সূরা আহযাব ঃ ৪ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের পোষ্য পুত্র, (যাদেরকে আল্লাহ্) তোমাদের পুত্র করেন নাই।

২. সূরা আহযাব ঃ ৫ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অধিকতর সংগত।

৩. সূরা আহযাব ঃ ৪০ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ অর্থাৎ মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন।

৪. সূরা আহযাব ঃ ৩৭ وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا অর্থাৎ "স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ তুমি বলছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।' তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দেবেন ঃ তুমি লোককে ভয় করছিলে অথচ আল্লাহ্‌ই ভয়ের অধিকতর হকদার।

এরপর যায়দ যখন যয়নবের সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম।"

মুফাস্‌সিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহ তাঁরই সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। 'আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন' এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম দান করার মাধ্যমে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন। আর 'তুমি অনুগ্রহ করেছ' এর অর্থ হচ্ছে, আযাদ করার মাধ্যমে তুমি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছ। আমরা তাফসীরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যায়দ (রা) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর নাম কুরআন মজীদে উল্লেখ করেননি। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর আযাদকৃত দাসী উম্মে আয়মানের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। উম্মে আয়মানের নাম ছিল বারাকা। তাঁর গর্ভে জন্ম নেন উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)। উসামা (রা)-কে বলা হত আল-হিব্ব ইবনুল হিব্ব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর ফুফাতো বোন যয়নব বিন্‌ত জাহাশ (রা)-কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচা হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে তাঁকে আবদ্ধ করে দেন। মূতার যুদ্ধে তাঁর চাচাতো ভাই জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর পূর্বে। তাঁকে যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করেন।

ইমাম আহমদ (র) ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) - - - - আইশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে কোন অভিযানে প্রেরণ করতেন তখন তাঁকেই তাদের আমীর নিযুক্ত করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরে তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁকেই তার স্থলাভিষিক্ত করতেন। ইমাম নাসাঈ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটির সনদ উত্তম, তবে এতে বিরলতা রয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন।" কেউ কেউ তাঁর নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা যারা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করছ তারা পূর্বেও তাঁর পিতার নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করেছিল। আল্লাহ্‌র শপথ, সে (যায়দ) ছিল নেতৃত্বের যোগ্য। আর আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর পরে তাঁর সন্তান উসামা (রা)ও আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।" সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

বায্‌যার (র) - - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) শাহাদত বরণ করলেন এবং উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আনা হল, তখন তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। তারপর সে চলে গেল এবং পরদিন আবার তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে হাযির করানো হল তখন তিনি বললেন, 'আজকে তোমার সাথে যেরূপ আনন্দ চিত্তে মুলাকাত করছি গতকাল এরূপ আনন্দ ছিল না।' এটা একটা তায়ীব পর্যায়ের হাদীছ।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে যেমন পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের শাহাদতের কথা উল্লেখ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলছিলেন,

যায়দ (রা) পতাকা ধারণ করেছে এবং শাহাদত বরণ করেছে। এরপর জা'ফর পতাকা ধারণ করেছে ও শাহাদত বরণ করেছে। তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা পতাকা ধারণ করেছে এবং সেও শাহাদত বরণ করেছে। তারপর আল্লাহ্‌র তলোয়ার সমূহ হতে একটি তলোয়ার (খালিদ ইব্‌ন ওলীদ) পতাকা ধারণ করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাতে বিজয় দান করেছেন। রাবী বলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুটো চোখ হতে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বললেন, 'তারা এখন আর আমাদের নিকট থেকে সুখ ও আনন্দ পায়না। অন্য এক হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের শাহাদতের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। সুতরাং তাঁরা ঐসব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাদের জন্যে নিঃসন্দেহে জান্নাত রয়েছে। যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) ও ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর জন্যে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত শোকগাথা রচনা করেন যা নিম্নরূপ ঃ

عيـنُ جُودى بدمعِك المـنزور — واذكُرى فى الرَّخَاء أهلَ القبور

واذكرى مَؤْتـةً وما كانَ فيها — يوم راحوا فى وقعة التَّغْوير

حينَ راحوا وغادروا ثمَّ زَيدًا — نعْم مأوى الضَّريكِ والمأسور

حبَّ خيرِ الأنام طُـرًّا جَميعًا — سيِّدَ الناسِ حبُّه فى الصُّدور

ذَاكمُ أحمدُ الـذى لا سِواه — ذاك حُزنى لـهُ معًا وسُرورى

إن زيدًا قد كانَ منَا بأمرٍ — ليسَ أمرَ المكذِّبِ المغرور

ثـم جُودى للخزرجىِ بدمع — سيِّدًا كانَ ثم غِيرٌ نـزور

قد أتانا مِنْ قَتْلِهِم ما كفانا — فَبِحُزْنٍ نَبيتُ غير سرور

হে আমার নয়ন ! সামান্য অশ্রুতে তুমি অশ্রুসিক্ত। নরম ও বিস্তীর্ণ ভূমিতে সমাহিত কবরবাসীদেরকে তুমি স্মরণ কর। মূতাকে তুমি স্মরণ কর আর যা কিছু ঐ ভূমিতে ঘটে গিয়েছে তাও তুমি স্মরণ কর– সেদিন মুসলমানগণ বিরাট এক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁরা সকাল ও সন্ধ্যায় অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এরপর যুদ্ধের আমীর যায়দ (রা)-কে স্মরণ কর। অর্থাৎ তাদের জন্যে অশ্রুপাত কর। আমীর ছিলেন অসহায় ও কয়েদীদের জন্যে উত্তম আশ্রয়স্থল। (তাঁর মধ্যে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা।) উত্তম সৃষ্টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রেম-প্রীতি ভালবাসাই সব কিছুর উৎস ও সারবস্তু। তিনি ছিলেন সকলের সর্দার ও প্রধান। সুতরাং তাঁর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা প্রত্যেকের অন্তরে বিরাজ করুক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বা আহমদ (সা) তোমাদের মৃত্যুর সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশন করেন। তাই তাঁর তুলনা হয় না। এ সংবাদে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত। (তাঁকে হারিয়ে ফেলা আমার জন্যে দুঃখের বিষয় আর তাঁর জান্নাত প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে একটি মহাসুখের সংবাদ।) নিশ্চয়ই যায়দ (রা) আমাদের সমাজে একটি বিরাট সম্মান নিয়ে বসবাস করতেন। তাঁর এ সম্মান ও ইয্‌যত কোন মিথ্যাবাদী কিংবা কোন প্রতারকের ভেল্কিবাজী নয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা আনসারী খাযরাজীর জন্যে অশ্রুপাত কর, হে

আমার নয়ন ! কেননা, তিনি ছিলেন একজন সর্দার ও সম্মানিত। তাঁর জন্যে প্রচুর অশ্রুপাত করাই সঙ্গত। তাদের শাহাদত বরণের সংবাদ আমাদের কাছে প্রচুর কল্যাণ ও বরকত নিয়ে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। তবে আমরা আপাতত আনন্দহীন দুঃখ বেদনা নিয়ে কালাতিপাত করছি।

জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই। বয়সে তিনি তাঁর ভাই আলী (রা) হতে দশ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর ভাই আকীল ছিলেন জা'ফর (রা) হতেও দশ বছরের বড়। আর তাঁর ভাই তালিব ছিলেন আকীল হতেও দশ বছরের বড়। জা'ফর (রা) ইসলামের প্রথম অবস্থায় মুসলমান হন এবং মদীনায় হিজরতের পূর্বে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁর ছিল খ্যাতিপূর্ণ অবস্থান, প্রশংসনীয় মান-মর্যাদা, প্রশ্নের সঠিক ও গ্রহণযোগ্য উত্তর প্রদানকারী এবং তিনি ছিলেন সহজ-সরল পথে প্রদর্শিত। হাবশার হিজরতের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। খায়বা'র বিজয়ের দিন তিনি হাবশা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আমি জানিনা আমার এই দুই খুশীর মধ্যে কোন্‌টি বড়–জা'ফর (রা)-এর আগমন, না খায়বার বিজয় ?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কোলাকুলি করেন এবং তাঁর কপালে চুম্বন করেন। কাযার উমরা পালনের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বলেন, "অবয়বে ও চরিত্রে তুমি আমার ন্যায়। কথিত আছে যে, তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন এবং খুশীর নিদর্শন হিসেবে হাবশায় নাজ্জাশীর ন্যায় এক পায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। আর তাঁকে যখন মূতার যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়, তখন নেতৃত্বে যায়দ ইব্ন হারিছার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে মনোনীত করা হয়। যখন তিনি শহীদ হন তখন তাঁর শরীরে ৯৩টির অধিক তলোয়ার বর্শা ও তীরের আঘাত দেখতে পাওয়া যায়। আর এগুলো সবই ছিল সামনের দিকে। এগুলোর একটাও পিছনে ছিল না। প্রথমত তার ডান হাত কেটে যায়। তারপর বাম হাত। তবু তিনি উভয় বাহুর দ্বারা কোন রকমে পতাকা উঁচিয়ে রাখেন। আর এ অবস্থায়ই তিনি শাহাদত বরণ করেন। কথিত আছে যে, একজন রোমান সৈন্য তাঁকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পরিবেশন করেন যে, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। আর তিনি ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত পদের জন্যে নিঃসন্দেহে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর নাম দেয়া হয়েছিল ذو الجناحين অর্থাৎ দুই ডানাওয়ালা।

ইমাম বুখারী (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি যখন জা'ফর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখতেন তখন বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اِبْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ অর্থাৎ হে দু পাখাওয়ালার পুত্র ! তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক ! কেউ কেউ এটা স্বয়ং উমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তবে বিশুদ্ধ বর্ণনাটি হচ্ছে হয়রত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। ওলামায়ে কিরাম বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জা'ফর (রা)-কে তাঁর দুটি হাতের পরিবর্তে জান্নাতে দুটি পাখা দান করেছেন।

হাফিয আবূ ঈশা তিরমিযী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'আমি জা'ফর (রা)-কে জান্নাতে দেখেছি সে ফেরেশতাদের সাথে উড়ে

বেড়াচ্ছে।' শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর। اَلْغَابَةُ কিতাবে ইবনুল আছীর (র) বলেন, 'তাঁর বয়স ছিল ৪১ বছর। কেউ কেউ আবার অন্যরূপ বলেছেন।

আমি বলি, জা'ফর (রা)-এর বয়স আলী (রা) থেকে ১০ বছর বেশী হওয়ায় বুঝা যায় যে, জা'ফর (রা) যেদিন নিহত হন তার বয়স ছিল ৩৯ বছর। কেননা, আলী (রা) যখন মুসলমান হন তখন তার বয়স ছিল প্রসিদ্ধ মতে আট বছর। এরপর তিনি মক্কায় অবস্থান করেন ১৩ বছর। তারপর যখন হিজরত করেন তখন তার বয়স ছিল ২১ বছর। ৮ম হিজরীতে ছিল মূতার যুদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জ্ঞাত। জা'ফর (রা) শাহাদত বরণ করার পর তাঁকে তাইয়ার বলা হয়। কেননা, তিনি তাঁর স্বর্গীয় পাখা দ্বারা ফেরেশতাদের সাথে ঘুরে বেড়ান বলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীছে প্রকাশ। তিনি ছিলেন উদারচেতা, দাতা, দয়ালু ও প্রশংসিত। ফকীর মিসকীনদের প্রতি তাঁর বদান্যতার দরুন তাকে আবূল মাসাকীন বলা হত।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরপর জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) হতে উত্তম কোন পুরুষ জুতা পরিধান করেনি, সাওয়ারীতে চড়েনি এবং কাপড় চোপড় ও পরিধান করেনি। আবূ হুরায়রা (রা) সম্ভবতঃ তাঁকে বদান্যতার কারণেই তাঁর এরূপ প্রশংসা করেছেন। কেননা, ধর্মীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এটা সার্বজনীন স্বীকৃত যে, সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা), তারপর উমর (রা), তারপর উছমান (রা) এবং তারপর আলী (রা) কিংবা হযরত আলী (রা) ও হযরত জা'ফর (রা) সমপর্যায়ের। অথবা আলী (রা)-ই শ্রেষ্ঠ। উপরোক্ত বর্ণনার পক্ষে ইমাম বুখারী (র)-এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, লোকজন বলাবলি করতে যে, আবূ হুরায়রা (রা) অনেক বেশী হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন। আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে থাকতাম। ক্ষুধায় কষ্ট পেতাম, রুটি রোযগারের জন্যে কোথায়ও বের হতাম না, মূল্যবান কাপড় চোপড়ও পরিধান করতাম না। কোন পুরুষ কিংবা মহিলাও আমার খিদমত করত না। ক্ষুধার কষ্ট লাঘব করার জন্যে আমি পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। উপস্থিত লোকজনের কাছে কুরআনের আয়াত পড়তাম যাতে আমার দিকে ফিরে তাকায় ও আমাকে অন্ন দান করে। মিসকীনদের জন্যে সব সর্বোত্তম ছিলেন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা)। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকাতেন ও তাঁর ঘরে যা কিছু থাকত তার থেকে আমাকে অন্নদান করতেন, এমনকি কিছু না থাকলে ছোট খাদ্য পাত্র আমার কাছে পাঠাতেন এবং আমি তা চেটে চেটে খেতাম। এটি ইমাম বুখারীর একক বর্ণনা।

জা'ফর (রা)-এর শোকগাথায় হাস্সান ইব্ন ছাবিত বলেন ঃ জা'ফর (রা)-এর আত্মাহুতির স্থানের সম্মানের শপথ, আমি তাঁর জন্যে ক্রন্দন করেছি। তিনি সারা বিশ্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অতিপ্রিয়। আমি উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছি। হে জা'ফর ! আমার কাছে যখন তোমার মৃত্যু সংবাদ পৌছে, তখন আমি বলেছিলাম, 'যখন আঘাত করার জন্যে তলোয়ারকে কোষমুক্ত করা হয়েছে ও তীরের আনাগোনা অব্যাহত রয়েছে তখন লৌহ শিরস্ত্রাণ পরে ও ঢাল নিয়ে ঈগল ও তাঁর ছায়ার কাছে জল্লাদের ভূমিকা আঞ্জাম দিতে পারবে লোকদের মধ্যে এমন কে আছে ? ফাতিমা (রা)-এর সুযোগ্য পুত্রের পর জা'ফর (রা) হচ্ছেন সকল সৃষ্টির সেরা, সকল সৃষ্টির সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত,

সামষ্টিক ও দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী, অত্যাচার উৎপীড়নের কালে অত্যন্ত ধৈর্যশীল। যখন সত্যের উপর বিপর্যয় নেমে আসে তখন সত্যের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ও অবিচল। মিথ্যার কাছে আপোষহীন, অত্যন্ত শক্তিশালী, কটুবাক্য প্রয়োগে অত্যন্ত বিরল, বদান্যতার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অগ্রগামী, দানের দিক্ দিয়ে অধিক সিক্ত, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত বিশ্বের জীবিতদের মধ্য হতে কেউ তার সমতুল্য নেই।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ইব্ন সা'লাবাহ ইব্ন ইমরুল কায়স ইব্ন আমর ইব্ন ইমরুল কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন আল-আগার, ইব্ন সা'লাবা ইব্ন কা'ব ইব্ন খায্রাজ ইব্ন হারিছ ইব্ন খায্রাজ আবূ মুহাম্মাদ। কেউ কেউ বলেন, আবূ রাওয়াহা। আবার কেউ কেউ বলেন, আবূ আমর আল-আন্সারী আল-খায্রাজী। তিনি নু'মান ইব্ন বাশীরের মামা। তাঁর বোন আম্রা বিনত রাওয়াহা (রা)। তিনি ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমান হন এবং আকাবার শপথে উপস্থিত ছিলেন। ঐ রাতে তিনি হারিছ ইব্ন খায্রাজ গোত্রের একজন নকীব নিযুক্ত হয়েছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া ও খায়বারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে খায়বারের ফসলাদির পাওনা নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রেরণ করতেন। তিনি কাযার উমরা পালনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। আর তিনি সমর সঙ্গীত আবৃত্তি করছিলেন। خلُّوا بنى الكفار عن سبيله - الابيات كما تقدم অর্থাৎ হে কাফিরের গোষ্ঠী ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাস্তা থেকে সরে পড় - - - - - - মূতার যুদ্ধে যেসব আমীর শাহাদত বরণ করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। যখন মুসলমানগণ হামলা করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিলেন তখন রোমানদের মুকাবিলার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং নিজকেও উদ্দীপ্ত করেছিলেন। তাই তাঁর পূর্ববর্তী দুইজন সেনাপতি নিহত হওয়ার পরও তিনি সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর শাহাদতের সাক্ষ্য দিয়েছেন কাজেই যারা জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা পেয়েছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বর্ণিত রয়েছে যে, মূতার যুদ্ধের প্রাক্কালে বিদায়কালে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে উত্তম জিনিস দান করেছেন তার মধ্যে যেন আপনাকে দৃঢ়তা দান করেন। যেমন মূসা (আ)-কে দৃঢ়তা দান করা হয়েছিল। আর আপনাকেও অনুরূপ সাহায্য প্রদান করা হয় যেমন সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-কে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, তোমাকেও যেন আল্লাহ্ তা'আলা দৃঢ়তা প্রদান করেন। হিশাম ইব্ন ওরওয়া (রা) বলেন, সত্যি সত্যি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দৃঢ়তা দান করেন ও তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন।

হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দিচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং শুনতে পেলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছেন, 'তোমরা বসে পড়।' তিনি মসজিদের বাইরে তাঁর নিজ জায়গায় বসে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা শেষ করলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর ঘটনা জানতে পারলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'আল্লাহ্ ও

আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর আদেশ মানার জন্যে তোমার আগ্রহ আল্লাহ্ যেন আরো বৃদ্ধি করে দেন। বুখারী তাঁর সহীহ্ গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) যখন কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন বলতেন, 'এসো, আমরা এক ঘণ্টার জন্যে আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনি। একদিন এক ব্যক্তিকে তিনি এরূপ বলায় লোকটি রেগে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে নালিশ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি জানেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) লোকজনকে আপনার প্রতি ঈমানের স্থলে এক ঘণ্টার ঈমানের দিকে উৎসাহিত করছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন, সে ঐসব মজলিস-কেই পসন্দ করে যেটা নিয়ে ফেরেশতাগণ গর্ব করে থাকেন। এটা একটা অত্যন্ত বিরল বর্ণনা।

বায়হাকী (র) - - - - আতা ইব্ন য়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) একদিন তাঁর এক সাথীকে বললেন, 'চল আমরা এক ঘণ্টার জন্যে ঈমান আনি। সাথীটি বলল, 'আমরা মু'মিন নই? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তবে আমরা একটু আল্লাহ্র যিক্র করব ও ঈমানকে বৃদ্ধি করব।

হাফিয আবুল কাসিম আল-লাকারী - - - - শূরায়হ্ ইব্ন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) সাহাবীদের মধ্য হতে কারো হাতে ধরতেন এবং বলতেন চল, আমরা এক ঘণ্টার জন্য ঈমান আনি এবং যিক্রের মজলিসে বসি। এটা একটি মুরসাল বর্ণনা।

বুখারী (র) আবূ দারদা' (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সফরে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কেউ রোযাদার ছিলেন না। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) প্রসিদ্ধ কবি সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তাঁর রচিত নিম্নবর্ণিত কবিতাসমূহ ইমাম বুখারী (র) উদ্ধৃত করেছেন ঃ

وفينا رسولُ الله نتلوا كتابه　　إذا انشقَّ معروفٌ من الفجر ساطع

يبيت يجافى جنبه عن فراشِه　　إذا استُثقِلتْ بالمشركين المضاجع

أتى بالهُدى بعد العَمى فقلوبُنا　　به موقناتٌ أنَّ ما قال واقِعُ

আমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল (সা)। যখন ফজরের কল্যাণময় আলো রাতকে ভেদ করে উদ্ভাসিত হয়, তখন আমরা তাঁর আনীত কিতাব তিলাওয়াত করি। তিনি রাত যাপন করেন তবে বিছানা হতে নিজকে পৃথক করে রাখেন। অথচ তখন মুশরিকদের জন্যে শয্যা ত্যাগটা দুরূহ হয়ে পড়ে। ব্যাপার বটে! গোটা পৃথিবী মূর্খতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার পর তিনি হিদায়াতের জ্যোতি নিয়ে এসেছেন। অতএব, আমাদের অন্তরসমূহ তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে এ জন্যে যে, তিনি যা' কিছু বলেন তা বাস্তবেও প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

ইমাম বুখারী (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বেহুঁশ হয়ে যান। তখন তাঁর বোন আম্রা (রা) কান্নাকাটি করছিলেন। আর বলছিলেন, 'হে আমার পাহাড় ! হে আমার অমুক ! ইত্যাদি– বিভিন্ন গুণের কথা স্মরণ করছিলেন। যখন হুঁশ ফিরে আসলো তখন তিনি বোনকে বললেন, 'তুমি আমার যতগুলো গুণের কথা উল্লেখ করেছ সবগুলোর ক্ষেত্রে আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি কি বাস্তবেও এরূপই?"

ইমাম বুখারী (র) অন্য এক সনদে নু'মান ইব্ন বশীর হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা একদিন বেহুঁশ হয়ে পড়েন - - - - - - - - এরপর যখন তিনি শহীদ হলেন, তখন তাঁর বোন আর তাঁর জন্যে কান্নাকাটি করেননি। হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) তাঁর মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেন– যা' পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মূতার যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্যতম একজন মুসলিম কবিও তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আমি মূতার যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি এটাই আমার জন্যে মর্মপীড়ার জন্যে যথেষ্ট। জা'ফর (রা), যায়দ (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) রয়ে গেলেন মূতার কবরস্থানে। তাঁরা তাঁদের জীবনকাল পূর্ণ করেছেন যখন তাঁরা তাঁদের পথে চলে গেছেন। পক্ষান্তরে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মুসীবত ভোগ করার জন্যে আমি পেছনে রয়ে গেলাম।

উক্ত তিনজন আমীর সম্পর্কে হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) ও কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর রচিত শোকগাঁথা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

মূতার যুদ্ধে যাঁরা শাহাদত বরণ করেন

মুহাজিরগণের মধ্যে

১. জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা), তাঁদের আযাদকৃত গোলাম।

২. যায়দ ইব্ন হারিছা আল-কাল্বী (রা)।

৩. মাস্উদ ইব্ন আসওদ ইব্ন হারিছা ইব্ন নাযলা আল-আদভী (রা)। ওহাব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারহ (রা)।

আনসারগণের মধ্যে

(১) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা আল-খাযরাজী। (২) আব্বাদ ইব্ন কায়স আল-খায্রাজী। (৩) হারিছ ইব্ন নু'মান ইব্ন আসাফ ইব্ন নাফলা নাজ্জারী। (৪) সুরাকা ইব্ন আমর ইব্ন আতীয়্যা ইব্ন খান্সা মাযিনী।

মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে সর্বমোট উক্ত আটজন শহীদ হন। এ সংখ্যাটি ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন। তবে ইব্ন হিশাম মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের নাম বৃদ্ধি করে বলেন ঃ (৯) আবূ কুলায়ব (১০) জাবির উক্ত দুইজন আমর ইব্ন যায়দ ইব্ন আউফ ইব্ন মাবযুল আল-মাযুনী এর পুত্র ছিলেন। তাঁরা দুইজন সহোদর ছিলেন। (১১) আমর (১২) আমির উক্ত দু'জনই সা'দ ইব্ন হারিছ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন আমির ইব্ন সা'লাবা ইব্ন মালিক ইব্ন

আফসা এর পুত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের সকরলে প্রতি সন্তুষ্ট হন। এ চারজনও আনসারগণের মধ্যে। কাজেই দুটো অভিমত অনুযায়ী মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১২। এটা একটি বড় সফলতা। কেননা, দুটি সেনাদল তুমুল যুদ্ধ করেছেন। একদল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করেন তাঁদের সংখ্যা মাত্র তিন হাজার। আর অন্য দলটি কাফির তাদের সংখ্যা দুই লাখ-এক লাখ রোমান এবং এক লাখ আরব খৃষ্টান। তাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মুসলমান পক্ষে ১২ জন ছাড়া আর কেউ নিহত হননি। পক্ষান্তরে মুশরিক পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। একা খালিদ (রা)-এর হাতেই নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গে ছিল। আর তাঁর হাতে মাত্র একটি ইয়ামানী তলোয়ার বাকী ছিল। এ থেকেই অনুমান করা যায়, এ নয়টি তলোয়ার কত শত্রু সৈন্যকে ঘায়েল করেছে। অন্যান্য মুজাহিদদের কথা আর এখানে উল্লেখ করার দরকার পড়েনা। কাফিরদের উপর সব সময়ই আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত। আল্লাহ তা'লার বাণী ঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِى فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِه مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِى ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِى الْاَبْصَارِ - অর্থাৎ দুটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করছিল, আর অন্য দল কাফির ছিল। কাফিররা মুসলমানদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এটাতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (৩-আলে-ইমরান ঃ ১৩)। এ যুদ্ধের ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

এ সৈন্যদলের আমীরদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি হাদীছ

আমীরগণ হলেন ঃ যায়দ ইব্ন হারিছ, জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)।

ইমাম আবূ যুরআ' - - - - আবূ উমামা বাহিলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, "একদিন আমি নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখি, দুইজন লোক আমার কাছে আসলেন এবং আমার দুই বাহু শক্ত করে ধরলেন। আর আমাকে একটি অসমতল পাহাড়ে নিয়ে গেলেন এবং দুজনে আমাকে বললেন, 'এটাতে আপনি আরোহণ করুন ! আমি বললাম, 'আমি আরোহণ করতে পারবো না। তাঁরা বললেন, 'আমরা এ ব্যাপারটি আপনার জন্যে সহজ করে দেবো।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'আমি পাহাড়ে চড়লাম। যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছলাম তখন বিকট চীৎকার শুনতে পেলাম, আমি বল্লাম, 'এগুলো কিসের চীৎকার ?' দুই ফেরেশতা বললেন, 'এগুলো হচ্ছে জাহান্নামীদের আর্তনাদ'। এরপর তাঁরা আমাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। দেখলাম, একটি দলকে তাদের গ্রীবা ধমনী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ক্ষতবিক্ষত চোয়ালদ্বয় দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, 'এরা কারা ? উত্তরে তাঁরা বললেন, 'এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা রোযা ভঙ্গ করত। তারপর তাঁরা আমাকে আরো সামনে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, একদল লোকের মৃত দেহ ফুলে গিয়ে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তাদের সে দুর্গন্ধ বিষ্টার দুর্গন্ধের ন্যায় অস্বস্তিকর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা ?' ফেরেশতাগণ বললেন, এরা কাফিরদের মধ্যকার নিহত ব্যক্তিবর্গ। তারপর আমাকে নিয়ে তাঁরা আরো অগ্রসর হলেন। এখানেও কতিপয় লোকের দেহ দেখতে পেলাম যেগুলো ফুলে গিয়ে বিষ্টার মত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। আমি বললাম, এরা কারা ? ফেরেশতাগণ উত্তরে বললেন, 'এরা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী। তারপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে গেলেন তাঁরা। দেখলাম, এমন কতিপয় নারী যাদের স্তনে সর্প দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা ? এদের অবস্থা এরূপ কেন ?' ফেরেশতাগণ উত্তরে বললেন, 'এরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে তাদের দুধ পান করতে দেয়নি। এরপর তারা দুইজন আমাকে সম্মুখে নিয়ে চললেন। দেখলাম, কতগুলো বালক যারা দুটি সাগরের মধ্যে খেলাধুলা করছে। আমি বললাম, 'এরা কারা ?' ফেরেশতাগণ বললেন, 'এরা মু'মিনদের নাবালক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সন্তান।' এরপর তারা আমাকে একটি উচু জায়গায় নিয়ে গেলেন। তিনজনের একটি দলকে দেখলাম যারা জান্নাতী সূরা পানরত। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'এরা কারা ?' ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, এঁরা হচ্ছেন, জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব যায়দ ইব্ন হারিছ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)। তারপর তাঁরা আমাকে অন্য একটি উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলেন। সেখানেও দেখলাম তিনজনের একটি দল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা ?' তাঁরা বলেন, এঁরা হচ্ছেন, ইব্রাহীম, মূসা এবং হযরত ঈসা (আ)। আর তাঁরা আপনার জন্যে প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

মূতার যুদ্ধ সম্পর্কে কথিত কবিতামালা

ইব্ন ইসহাক বলেন, 'মূতার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের শোকগাথা রচনা করেছেন কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিত। কবি বলেন ঃ

تـأوَ بَنِى لَيـل بيـثـــرب أعسـرُ — وَهـمٍّ إذا ما نـوِّم النَّاس مسهـرُ

لذكرى حبيـب هيّجت لىَ عبرة — سَفـوحًا وأسبابُ البكاءِ التذكُّـر

بلى إن فقـدانَ الـحبيبِ بليَّــةُ — وكـم مـن كريـم يبتلي ثـم يصبر

رأيت خيار المسلميـن تواردوا — شعـوباً وخلفاً بعـدهـم يـتأخـر

فـلا يبعـدن اللّه قتلى تتابعوا — بمؤتـةَ منهـم ذو الجناحيْن جعفـر

وزيد وعبـد اللّه حيـن تتابعوا — جميـعًا وأسباب المنيـة تخطـر

غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم — إلى الموت ميمونُ النقيبـة أزهر

أغر كضوء البدر من آل هاشم — أبىٍّ إذا سِيـم الظلامـةَ مجسـر

فـطاعـن حتى مال غيرَ مؤسـد — بمعتـرك فيـه الـقنا متكسّـر

فصار مع المستشهَدين ثوابُـهُ — جِنانٌ وملتفٌّ الحدائق أخضـر

وكنا نرى في جعفرٍ من محمد ... وفاءً وأمرًا حازمًا حين يأمر

وما زالَ في الاسلامِ من آل هاشمٍ ... دعائمُ عزٍّ لايَزُلْن ومفخَر

هُموا جبلُ الاسلام والناس حولهم ... رُضامٌ الى طَوْدٍ يَرُوقُ وَيَبْهَرُ

بها ليلُ منهم جعفرٌ وابنُ أُمِّه ... عليٍّ ومنهُم أحمدُ المتخيَّر

وحمزةُ والعبّاسُ منهم ومنهموا ... عَقيلٌ وماء العُودِ من حيثُ يعصر

بهم تُفرَجُ اللأْواءُ في كل مأزقٍ ... عَماس إذا ما ضاق بالناس مصدر

همُ أولياءُ اللّه أنزلَ حُكْمَهُ ... عليهم، وفيهم ذا الكتابُ المطهر

রাত আমাকে মদীনায় বিষণ্ণও চিন্তিত অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে। অন্যদিকে জনগণ যোদ্ধাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় বিনিদ্র রজনী পালন করছে। আমি আমার বন্ধুর স্মরণে অশ্রুপাত করছি। কারো জন্যে ক্রন্দনের কারণগুলোর মধ্যে তার স্মরণ অন্যতম। হ্যাঁ এটা সকলের কাছে স্বীকৃত যে, বন্ধুর মৃত্যু একটি নিদারুণ বিপদ। কতইনা সম্মানিত লোককে পরীক্ষা করা হয়। তারপর তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হতে আমি দেখেছি। আবার তাদের উত্তরসূরীদেরকে তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতেও দেখেছি। সুতরাং আল্লাহ্ যেন মূতায় পরপর নিহত ব্যক্তিদের উত্তরসূরীদেরকে তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না করেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন দুই ডানার বিশিষ্ট জা'ফর, যায়িদ ও আবদুল্লাহ্ (রা)। তাঁরা সকলেই পর পর শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁদের মৃত্যুর পরিস্থিতি ছিল ভীতিপূর্ণ। প্রত্যুষে তাঁরা যেন মুসলিম বাহিনীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। তবে নেতৃত্ব ও পরিচালনার পুরস্কার অত্যন্ত সুখময় এবং পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় সমুজ্জ্বল। আর এ নেতৃত্ব হাশিম বংশের একজন তরুণ থেকে এমন সময় এসেছে যখন ভূমণ্ডল ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। এরপর তিনি হামলা করেন ও অগ্রসর হন। আর যুদ্ধ বিগ্রহের কোন ভয়াবহতাই তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কোন প্রতিরোধ তাকে থমকে দিতে পারেনি। তিনি শাহাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তাঁর কার্যকলাপের সওয়াব হল জান্নাতসমূহ, চিরসবুজ ঘন বৃক্ষাদি বিশিষ্ট উদ্যানরাজি। আমরা জা'ফরের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা)-এর কয়েকটি গুণের সমাহার দেখতে পাই, এগুলো হচ্ছে ওয়াদা পালন, নির্দেশ প্রদান, নেতৃত্বে দক্ষতা ও পারদর্শিতা। বনূ হাশিমের বহু সদস্য সব সময় ইসলামের গর্ব এবং চিরস্থায়ী সম্মানিত স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত। তাঁরা পাহাড়ের ন্যায় ইসলামের খাঁটি কর্ণধার। আর জনগণ তাদের চতুর্দিকে বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট বড় বড় সৌন্দর্যময় ও রাতের বেলায় সমুজ্জ্বল পাথরের স্তুপের ন্যায়। বনূ হাশিমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জা'ফর ও তার ভাই আলী (রা)। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কল্যাণকামী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আহ্মদ মুস্তফা (সা)। তাদের মধ্যে রয়েছেন হামযা, আব্বাস, আকীল (রা) যেখান থেকে কোন কোন সময় কাষ্ঠ খণ্ডের সাহায্যেও পানি নিংড়ানো হয়। যখন জনগণের জন্যে রহমতের উৎস সংকীর্ণ হয়ে যায় এরূপ প্রতিটি সংকটে তাঁদের সুপারিশে বালা মুসীবত দূর হয়। তাঁরাই আল্লাহ্র বন্ধু। তাঁদের উপরই আল্লাহ তা'আলা

জ্ঞান-বিজ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন এবং তাদের মধ্যেই রয়েছেন মহা পবিত্র কিতাবের ধারক ও বাহক।

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

نامَ العيونُ ودمعُ عينك يهمِلُ   سحا كما وكَفَ الطباب المخضل

فى ليلـة وردتْ علىَ همومُها   طوراً أخنُّ وتارة أتململ

واعتادنى حزنٌ فبتُّ كأننى   ببناتِ نعشٍ والسِّماكِ موكل

وكأنما بين الجوانح والحشا   مما تأوَّبنى شهابٌ مدخل

وجداً على النفرِ الَّذين تتابعوا   يوماً بمؤتةَ أسنَدوا لم ينقلوا

صلى الأله عليهم من فتيةٍ   وسقى عظامَهُمُ الغمامُ المسبِل

صبروا بمؤتةَ للأله نفوسَهم   حذر الردى ومخافةً أن ينكلوا

فمضَوا أمَام المسلمين كأنهم   فَنَقٌ عليهنَّ الحديدُ المرفَل

إذ يهتدون بجعفرٍ ولوائه   حيثُ التقى وعثُ الصفوف مجدَّل

فتغير القمر المنير لفقده   والشمسُ قد كُسفت وكادت تأفل

قِرم على بنيانه من هاشمٍ   فرعًا أشمَّ وسؤدداً ما ينقل

قومٌ بهم عَصَمَ الالهُ عبادَه   وعليهم نزلَ الكتابُ المنزل

فضُلوا المعاشرَ عزَّةً وتكرُّما   وتغمَّدَتْ أحلامُهم من يجهل

لا يطلقون الى السفاه حباهموا   وترى خطيبَهُمُ بحقٍّ يفصل

بيضُ الوجوه ترى بطونَ أكفِّهم   تَنْدَى اذا اعتذرَ الزمانُ الممحل

ويهديهمْ رضيَ الآلهُ لخلقه   وبجدِّهم نُصر النَّبِىّ المرسل

সকলেই ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে অন্যদিকে তোমার নয়ন অশ্রু ঝরাচ্ছে। আর তা এতই বেশী অশ্রুপাত করছে যে, কোন সফলকাম চিকিৎসকও তা বন্ধ করতে সক্ষম নয়। এ অশ্রুপাত ঘটেছে এমন একরাতে যে রাতে আমার উপর দুঃখ নেমে এসেছে। কোন কোন সময় আমি সশব্দে কাঁদি আবার কোন কোন সময় আমি তাতে বিরতি দেই। আমাকে উদ্বিগ্ন এতই নাজেহাল করেছে যে, বিনিদ্র রাত যাপন করার সময় আমি যেন সপ্তর্ষিমণ্ডল ও মীন রাশির দায়িত্বে নিয়োজিত। আর পাঁজর ও নাড়িভুঁড়ির মধ্যভাগে অবস্থান করছে একটি উল্কা (নকশা) যা আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেছে এবং ক্রোধান্বিত করেছে ঐ সমস্ত লোককে যারা মূতার যুদ্ধে সেনাপতির আদেশের অনুগত ছিল, আদেশ পালনে নিষ্ঠাবান ছিল এবং বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ তরুণদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং বৃষ্টিতে পরিপূর্ণ মেঘখণ্ড

তাদের নেতাদেরকে তৃপ্ত করুক। তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে মূতার যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। নিজেদের ধ্বংসকে প্রতিহত করা এবং পালিয়ে আসার ভয়ে তাঁরা প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন। সাহসী সেনারা সাধারণ মুসলিম সেনাদের সম্মুখভাগে অগ্রসর হলেন। তাঁরা যেন দুঃখের পর শাহাদতের সুখ ভোগ করতে লাগলেন। তাঁদের পরনে ছিল প্রলম্বিত লৌহবর্ম। যারা জা'ফর (রা) ও তাঁর হাতে ধারণকৃত পতাকার দ্বারা সঠিক পথের দিশা পেয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন সামনের দিকে অগ্রগামী দলের সম্মুখে। সেই অগ্রগামী দল কতই না উত্তম দল। এরপর যুদ্ধরত বুহ্যগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যেখানে সৈন্যের সারিগুলো ভীষণ যুদ্ধে রত ছিল, সেখানে জা'ফরও এ ভয়াবহ যুদ্ধে যোগদান করেন এবং শাহাদতবরণ করেন। তাঁর শাহাদতের কারণে উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন বিবর্ণ হয়ে পড়ল, সূর্য গ্রহণে পতিত হল ও অস্ত যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি ছিলেন বনূ হাশিমের সম্মানিত ব্যক্তি, গর্বের বস্তু, সুদক্ষ প্রধান, যাঁর কোন বিকল্প নেই। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলেন আল্লাহ্র এমনি পিয়ারা বান্দা যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সুরক্ষিত করেছেন। তাদের উপর কুরআনুল করীম অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। যারা সমাজের অজ্ঞ তাদেরকে তারা চারিত্রিক মাধুর্যে গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকতে দেননি। তাঁরা তাঁদেরকে প্রেমপ্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তুমি তাদের বক্তাকে দেখবে যে সত্যকেই জনগণের কাছে তুলে ধরে। তাঁরা জ্যোতির্ময় চেহারার অধিকারী। যখন দেশে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তুমি তাঁদেরকে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করতে দেখবে। প্রতিপালকের সন্তুষ্টিই তাঁর মাখলুকের হিদায়াতের জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করে এবং প্রেরিত নবীর সাহায্যের জন্যেই তাঁরা প্রচেষ্টায় রত থাকেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র ও দূত প্রেরণ

ওয়াকিদী উল্লেখ করেন যে, ব্যাপারটি হুদায়বিয়ার উমরা পালনের পর ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ, যিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। বায়হাকী মূতার যুদ্ধের পর এ অধ্যায়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত। তবে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, এটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে এবং হুদায়বিয়ার পর সংঘটিত হয়েছে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল যে, আবূ সুফিয়ানকে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন জিজ্ঞেস করেন, 'তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন?' তখন আবূ সুফিয়ান বলেন, 'না, তবে আমরা তাঁর সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অংগীকারাবদ্ধ আছি, সে ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কতটুকু পালন করবে তা আমি জানি না'। ইমাম বুখারীর ভাষায় ঃ এ ঘটনাটি ঘটেছিল ঐ সময়ে যখন আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, 'এ ঘটনাটি ঘটেছিল হুদায়বিয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের মধ্যবর্তী সময়ে। আমরা এ ঘটনাটি এখানেই বর্ণনা করব। ওয়াকিদীর মত সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

মুসলিম - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূতার যুদ্ধের পূর্বে পারস্যের সম্রাট কিস্রা, রোমের সম্রাট কায়সার, নাজাশী ও প্রতিটি প্রতাপশালী শাসককে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে পত্র দিয়েছেন। উল্লিখিত নাজাশী ঐ নাজাশী নয় যার জানাযা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আদায় করেছিলেন।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান নিজ মুখে আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং যুদ্ধ ছিল আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। আর আমাদের সম্পদ ছিল প্রায় শেষ হওয়ার পথে। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আমাদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হল ঐ মুহূর্তে আমরা কারো থেকে নিরাপত্তা পেলেও আমরা কাউকে নিরাপত্তা দিতাম না। সন্ধির পর আমি কুরায়শদের কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীসহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলাম। আল্লাহ্র শপথ, আমার জানামতে মক্কায় এমন কোন নারী পুরুষ বাকী ছিল না যার ব্যবসা সামগ্রী আমার সাথে ছিল না। সিরিয়া অঞ্চলে ফিলিস্তীনের গাজা এলাকায় ছিল আমাদের বাণিজ্য কেন্দ্র। আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। সে সময় রোম সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যে অবস্থিত বিদ্রোহী পারস্য বাসীদের উপর জয়লাভ করেছিলেন। ও তাদেরকে দখলকৃত এলাকা থেকে বহিষ্কার করেন এবং তারা সম্রাটকে তার প্রধান ক্রুশ ফেরত দান করে যা তারা পূর্বে তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে

গিয়েছিল। যখন সম্রাট তা ফেরত পেলেন, তখন তিনি তাঁর তখনকার অবস্থানস্থল সিরিয়ার হিম্‌স থেকে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পদব্রজে বায়তুল মুকাদ্দাসে রওয়ানা হন। তাঁকে সেখানে স্বাগত জানানো হয় এবং তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। তিনি ইলিয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখানে তিনি সালাত আদায় ও রাতযাপন করলেন। সকালে তিনি বিমর্ষ হয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। নজর তাঁর আকাশের দিকে ছিল। তাঁর চেহারা মলিন দেখে পাদ্রীরা বললেন, জাঁহাপনা আপনাকে যে বিমর্ষ মনে হচ্ছে ! হিরাক্লিয়াস জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। তারা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ গত রাতে তারকারাজি পর্যবেক্ষণ করে আমি দেখতে পেলাম যে, খাতনাকারীদের বাদশাহ্ আত্মপ্রকাশ করেছেন। উপস্থিত সভাসদগণ বললেন, 'আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা, আমরা জানি যে, শুধু ইয়াহূদীরাই খাতনা করে। তারা কোন শক্তিশালী জাতি নয়। তারা আপনার অধীনস্থ প্রজা মাত্র। তারপরেও যদি আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আশংকাবোধ করেন, তাহলে সারা দেশে লোক প্রেরণ করে সকল ইয়াহূদীকে হত্যা করে আপনি স্বস্তি বোধ করতে পারেন। তারা যখন নিজেদের মধ্যে এরূপ সলা পরামর্শ করছিল তখনই বুশরার শাসনকর্তার একজন দূত আরবের এক ব্যক্তিকে নিয়ে সম্রাটের নিকট আগমন করল। দূত বলল, হে সম্রাট ! এ লোকটি আরব থেকে এসেছে। তারা বকরী ভেড়া উট ইত্যাদির মালিক। তাদের দেশে এক নতুন ঘটনা ঘটে গেছে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে তার বর্ণনা দেবে। লোকটি যখন সম্রাটের কাছে আগমন করল তখন সম্রাট দোভাষীকে বললেন, তাকে প্রশ্ন কর, তার দেশে কী ঘটনা ঘটে গেছে ? তাকে প্রশ্ন করা হল। উত্তরে সে বলল, আরব দেশের কুরায়শ বংশের এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। কিছু সংখ্যক লোক তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অন্যান্যরা তার বিরোধিতা করে। বহু জায়গায় তাদের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। তারা এরূপ অবস্থায় আছে । আমি তাদেরকে এ অবস্থায় রেখেই আমি আপনার নিকট এসেছি। এ সংবাদ দেয়ার পর সম্রাট তাকে বিবস্ত্র করার হুকুম দিলেন। দেখা গেল তার খাতনা করা হয়েছে। সম্রাট বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, এটাই আমি স্বপ্নে দেখেছি। তোমরা যা বলছ তা' ঠিক নয়। তাকে তার বস্ত্র ফেরত দাও। হে আগন্তুক ! তুমি তোমার কাজে চলে যাও। তারপর তিনি তাঁর পুলিশ প্রধানকে ডাকলেন এবং সমগ্র সিরিয়ায় খোঁজাখুজি করে তাঁর গোত্রের এমন একজন লোককে খুঁজে আনার জন্যে হুকুম দিলেন যে, ঐ কথিত নবী সম্বন্ধে সবকিছু বলতে পারবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, 'আমি আমার সাথীদের সহ গাজায় অবস্থান করছিলাম। আমাদের কাছে একজন এসে আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কোথাকার লোক ? 'আমরা তাঁকে আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানালাম। তিনি তখন আমাদের সকলকে সম্রাটের কাছে নিয়ে গেলেন। আমরা সকলে সম্রাটের কাছে গেলাম। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখতে পেলাম। আমরা যখন তাঁর কাছে পৌঁছলাম, তখন তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আত্মীয়তার দিক দিয়ে, কে ঐ ব্যক্তির সর্বাধিক ঘনিষ্ট ?" আবূ সুফিয়ান (রা) উত্তরে বললেন, "আমি"। সম্রাট বললেন, 'তাকে আমার নিকটে নিয়ে এসো।' তখন তিনি আমাকে নিজের সামনে বসালেন এবং আমার সংগীদেরকে আমার পিছনে বসাবার হুকুম দিলেন আর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যদি তোমাদের সংগী মিথ্যা বলে তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে'। আবূ সুফিয়ান বলেন, 'আমি জানতাম যে, যদি আমি মিথ্যে বলি তাহলে আমার সংগীরা প্রতিবাদ

করবে না, কিন্তু আমি ছিলাম একজন সর্দার ও নেতৃস্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তি। কাজেই আমি মিথ্যা বলাটাকে লজ্জাজনক মনে করলাম। আমি আরো জানতাম যে, মিথ্যার মত সামান্য কিছু ত্রুটিও যদি তারা আমার মধ্যে দেখতে পায়, তাহলে তারা এটা নিয়ে মক্কায় সমালোচনা করবে, এজন্যে আমি মিথ্যা বলিনি।

তারপর সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি নুবূওতের দাবী করেছেন তাঁর সম্বন্ধে আমাকে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন কর'। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমি তাঁকে খাটো করে দেখাবার প্রয়াস পেলাম। তাই আমি বললাম, 'আপনার যা কিছু জানার দরকার মনে করেন, তা জিজ্ঞেস করতে পারেন।' তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন ?' উত্তরে আমি শুধুমাত্র বললাম, 'আমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা উত্তম। তিনি বললেন, 'আমাকে তুমি সংবাদ দাও যে, তার পরিবারের মধ্যে পূর্বে কেউ এরূপ দাবী করেছিল কি না ? তাহলে বুঝা যেত যে, তিনি তার অনুকরণ করছেন।' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'আমাকে সংবাদ দাও যে তাঁর কোন রাজত্ব ছিল কি না-যা তোমরা তাঁর থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছ ? সুতরাং এটাকে তোমাদের থেকে ফেরত নেবার জন্যে তিনি নুবুওতের দাবী করছেন।' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'তাহলে তার অনুসারীদের ব্যাপারে আমাকে সংবাদ দাও যে তারা কারা ?' আমি বললাম, কিশোর , দুর্বল এবং নিঃস্ব গোত্রের লোকেরা। তবে তাদের মধ্যে যারা ভদ্র ও উচ্চ বংশের তারা তাকে বিশ্বাস করছেনা।' তিনি বললেন, 'আমাকে সংবাদ দাও যে, তার অনুসারীরা তাকে ভালবাসে এবং সম্মান করে কি না ? নাকি তাকে ঘৃণা করে কিংবা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যায় ?' আমি বললাম, 'এমন কোন অনুসারী তাঁর নেই যে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' তিনি বললেন, 'এখন আমাকে তুমি তোমাদের ও তাঁর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের খবর দাও।' তখন আমি তাঁকে বললাম, 'যুদ্ধ হচ্ছে একটি পানির বালতির ন্যায় কখনও আমাদের দখলে থাকে আবার কখনও তাঁর দখলে থাকে। অর্থাৎ পালাক্রমে জয় পরাজয় চলছে।' তিনি বললেন, 'আমাকে সংবাদ দাও তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন কি ?' আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, 'তাকে ওয়াদা ভংগকারী হিসেবে চিহ্নিত করার কোন সুযোগ না পেয়ে শুধুমাত্র বললাম, 'না' তবে আমরা তাঁর সাথে একটি চুক্তির মধ্যে আছি, এ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই যে, তিনি কোন প্রকার ওয়াদা ভংগ করবেন না। আল্লাহ্র শপথ, রোম সম্রাট আমার এ কথার প্রতি কোন কর্ণপাতই করলেন না।' আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, 'তারপর আবার তিনি কথা শুরু করলেন এবং বললেন, তুমি বলেছ 'তিনি তোমাদের মধ্যে উত্তম বংশের সন্তান। এরূপে আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে উত্তম বংশ হতে মনোনীত করেন। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে কেউ কি তাঁর মত এরূপ দাবী করেছে ? তাহলে বুঝতাম যে, তিনিও অনুরূপ বলছেন। তুমি বলেছ, 'না' আবার তোমাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর কি কোন রাজত্ব আছে যা তোমরা তাঁর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ ? সুতরাং তিনি তাঁর রাজত্ব ফিরে পাবার জন্যে নুবুওয়াতের দাবী করছেন। তুমি উত্তরে বলেছ 'না'। তোমাকে আমি তাঁর অনুসারীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছি। উত্তরে তুমি বলেছ, তারা কিশোর, দুর্বল ও নিঃস্ব গোত্রের লোকজন। আর সকল যুগের নবীদের অনুসারীরা এরূপই ছিলেন। আবার আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি যে, যারা তাঁর অনুসারী তারা কি তাকে ভালবাসে এবং সম্মান করে ? না তাকে ঘৃণা করে ও তার থেকে পৃথক হয়ে যায় ? তুমি বলেছ, 'যারা তার

সাথী হয়েছে তাদের কেউই তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যায়নি। আর এরূপই হচ্ছে ঈমানের স্বাদ। যদি একবার অন্তরে প্রবেশ করে তাহলে তা বের হয়ে যায় না। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, তাঁর আর তোমাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের খবর কী ? তুমি বলেছ, তা একটি পানির বালতির ন্যায় কিছুদিন এটা তোমাদের দখলে থাকে আবার কিছুদিন তাঁর দখলে থাকে। আর এরূপই হয়েছিল নবীদের যুদ্ধ। পরিণামে তাদেরই জয় হয়। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি কি ওয়াদা ভংগ করেন ? তুমি বলেছ, তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। যদি আমার কাছে সব সত্য কথা বলে থাকো, তাহলে মনে রেখো, তিনি আমার দুপায়ের তলা পর্যন্ত জয় করে নেবেন। আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি যদি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারি তাহলে তাঁর পা ধুইয়ে দেই। এরপর তিনি বললেন, তুমি তোমার কাজে চলে যাও। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, 'আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং এক হাতকে অন্য হাত দ্বারা আঘাত করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! চেয়ে দেখো, আবূ কাবসার ছেলের ব্যাপারটি কী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বনুল আসফাবের (রোম) শাসকরাও তাঁর দরুন তাদের রাজত্বের জন্যে ভয় করছে।"

ইবন ইসহাক বলেন, যুহরী আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের খৃস্টানদের এক ধর্মযাজক আমাকে বলেছেন যে, দিহইয়া ইব্‌ন খলীফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি পত্র নিয়ে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে আগমন করেন। পত্রের পাঠ ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم اللّه الرحمن الرحيم - من محمد رسول اللّه إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى أما بعد ، فأسلم تسلم يؤتك اللّه أجرك مرتين ، فان أبيت فان إثم الآكاريين عليك *

পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে। তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন। আর তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কৃষক প্রজাদের গুনাহ্ ও তোমার উপর বর্তাবে। যখন তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র পৌঁছল, তখন তিনি এটা পড়লেন এবং ধরে রাখলেন। তারপর পত্রটি কোমরও উরুর মধ্যবর্তী জায়গায় হিফাযত করে রাখলেন। তারপর তিনি তাঁর একজন রোমীয় বন্ধুর কাছে পত্র লিখলেন। তার বন্ধুটি হিব্রু ভাষা জানতেন। তাঁর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে যে পত্রটি এসেছিল তার অর্থ অনুধাবন করে। তারপর সে তাঁর পত্রের উত্তরে লিখে যে, তিনি সত্য নবী যার জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছে। তার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। তাই তাঁর অনুসরণ কর।

এরপর রোমের সম্রাট, রোমের শাসনকর্তাদেরকে আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন তাঁর সাম্রাজ্যের দ্বাররুদ্ধ একটি প্রাসাদে সমবেত হয়। প্রাসাদে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। আর তিনি দোতলার একটি কামরা থেকে তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি তাদেরকে অনেক ভয় করতেন। এরপর তিনি বলেন, হে রোমানগণ ! আহমদের পক্ষ হতে আমার কাছে একটি পত্র এসেছে। নিশ্চয়ই তিনি এমন একজন নবী আমরা যার অপেক্ষা করছি, যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমাদের কিতাবে

রয়েছে এবং আমরা যাকে তাঁর যুগ ও তাঁর বিশেষ বিশেষ নিদর্শনসমূহের সাহায্যে সহজেই চিনতে পারি। সুতরাং তোমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাও এবং তাঁর অনুসরণ কর। তাহলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করতে পারবে। তখন তারা একই লোকের ন্যায় সমস্বরে চীৎকার করতে লাগল এবং প্রাসাদের দরজার দিকে ধাবিত হল। তবে এগুলোকে তারা পিছন থেকে বন্ধ দেখতে পেল। সম্রাট তাতে ভড়কে গেলেন এবং বললেন, তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, "হে রোমানগণ ! আমি কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এ কথাটি বলছি যেন তোমরা তোমাদের ধর্মে কতটুকু দৃঢ় আছ তা' আঁচ করতে পারি। এখন আমি তোমাদেরকে এ অবস্থা দেখে খুশী হলাম।" তখন তারা তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারপর তাদের জন্যে প্রাসাদের দ্বার খোলা হল এবং তারা বের হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী (র) হিরাক্লিয়াসের সাথে আবূ সুফিয়ান (রা)-এর ঘটনাটি কিছু বর্ধিত কলেবরে বর্ণনা করেছেন। আমি সহীহ্ বুখারীর উপস্থাপিত সনদ ও শব্দ উল্লেখ সহকারে ঘটনাটি বর্ণনা করার আশা পোষণ করি। যাতে দুই ঘটনার মধ্যে পূর্বাপর পার্থক্য ও এগুলোর মধ্যে সন্নিবেশিত তথ্যাদি প্রকাশ পায়।

বুখারী (রা) সহীহ্ কিতাবে ঈমান অধ্যায়ের পূর্বে তাঁর বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি আবুল ইয়ামান আল-হাকাম - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন, 'নিশ্চয়ই রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর কাছে একজন লোককে প্রেরণ করেন। তিনি কুরায়শের একটি কাফেলায় ছিলেন। কাফেলার সদস্যগণ ছিলেন সিরিয়ার ব্যবসায়ী । আর সময়টি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং আবূ সুফিয়ান (রা) ও কুরায়শদের কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তির মেয়াদের মধ্যে। তারা তখন সম্রাটের কাছে আগমন করলেন। সম্রাট তাঁর সভাসদবর্গ নিয়ে ইলিয়ায় অবস্থান করছিলেন। সম্রাট আরবদেরকে তাঁর মজলিসে ডাকলেন। আর তাঁর পাশেই ছিল রোমের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। এরপর দোভাষীকেও ডাকলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে ঐ লোকটির বংশের দিক দিয়ে সর্বাধিক নিকটবর্তী যিনি নবী বলে দাবী করেছেন ? আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, আমি বললাম, 'আমি বংশের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে তাঁর নিকটতম। সম্রাট বললেন, তাকে আমার আরো নিকটে আনয়ন কর এবং তার সাথীদেরকেও নিকটে নিয়ে এসো ও তাঁর পিছনের দিকে বসাও। এরপর তিনি দোভাষীকে বললেন যে, তাদেরকে বলে দাও যে, আমি তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব যিনি নবী বলে দাবী করেন। যদি সে আমার কাছে মিথ্যা বলে তাহলে যেন তারা আমাকে বলে দেয় যে, সে মিথ্যা বলছে। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি তারা আমাকে মিথ্যুক বলে প্রচার করবে এরূপ আশংকা না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই মিথ্যা বলতাম। এরপর প্রথম যে প্রশ্নটি সম্রাট আমাকে করেছিলেন, তাহল যে, তোমাদের মধ্যে তার বংশ মর্যাদা কীরূপ ? আমি বললাম, 'তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী। তিনি বললেন, 'তাঁর পূর্বে তোমাদের মধ্যে কি কেউ এরূপ নুবুওয়াতের দাবী করেছিল ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কি কেউ রাজা ছিল ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি

বললেন, সম্ভ্রান্তবংশের লোকেরা তার অনুসরণ করে, না কি তাদের মধ্যকার দুর্বলরা ? আমি বললাম, বরং দুর্বলরাই তার অনুসরণ করছে। তিনি বললেন, 'তাঁরা কি দিন দিন সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে ?' আমি বললাম, বরং তারা দিন দিন বাড়ছে'। তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে কি কেউ তাঁর ধর্মে প্রবেশ করার পর নারাজ হয়ে ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'তোমরা ঐ ব্যক্তিকে নুবুওয়াতের দাবী করার পূর্বে মিথ্যার কোন অপবাদ দিতে পেরেছিলে ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি বললেন, 'সে কি ওয়াদা ভঙ্গ করে ?' আমি বললাম 'না', তবে আমরা তার সাথে একটি চুক্তির মধ্যে আছি, জানিনা সে এটার মধ্যে কী করবে ? আবূ সুফিয়ান বলেন, 'উপরোক্ত বাক্যাংশ ছাড়া আর আমি কিছুই তার বিরুদ্ধে বলতে পারিনি। তিনি বললেন, 'তোমরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, তাহলে তাঁর সাথে যুদ্ধ করার ফলাফল কী ? আমি বললাম, 'তার ও আমাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধটি বালতির ন্যায়। কোন সময় তা আমাদের হাতে আবার কোন সময় তার হাতে থাকে। অর্থাৎ কোন সময় আমাদের আবার কোন সময় তারই জয় হয়। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন ? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে বলেন, 'তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে , তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। আর তোমাদের পিতৃপুরুষের রীতিনীতি পরিহার কর। তিনি সালাত আদায় করা, সত্য কথা বলা, সৎ হওয়া, এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দেন।' দোভাষীকে সম্রাট বলেন, তুমি তাকে বলে দাও যে, তোমাকে আমি তাঁর বংশের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছি আর তুমি বলেছ যে, সে তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী, এরূপে রাসূলগণকে তাদের সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, ঐ ব্যক্তির নুবুওয়াতের দাবীর পূর্বে কি তোমাদের মধ্যে কেউ এরূপ দাবী করেছিল ?' উত্তরে তুমি বলেছ যে, 'না'। তাই আমি বলব, যদি কেউ এই কথা আগে বলে থাকতো তাহলে আমি বলতাম, লোকটি তার পূর্বের লোকের কথার অনুসরণ করছে। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি, তাঁর পিতৃ-পুরুষের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিল ? তুমি উত্তরে বলেছ, 'না'। আমি বলব, যদি তাঁর পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা থাকত তাহলে আমি বলতাম যে, সে তার পিতৃপুরুষের রাজত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, এ নুবুওয়াতের দাবীর পূর্বে তাকে কি তোমরা মিথ্যার অপবাদ দিতে পেরেছিলে ? উত্তরে তুমি বলেছ, 'না'। সুতরাং আমি বুঝতে পেরেছি যে, তিনি মানুষের মধ্যে মিথ্যার প্রসার ঘটাননি, তাই তিনি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেন না। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি যে, 'তাদের মধ্যে ক্ষমতাবান লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকেরা ? উত্তরে তুমি বলেছ, দুর্বল লোকেরা তার অনুসরণ করছে। আসলে দুর্বলরাই নবী রাসূলগণের অনুসরণকারী হয়ে থাকে।' আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তাঁর অনুসারীরা দিন দিন বাড়ছে, না কমছে ? উত্তরে তুমি উল্লেখ করেছ যে, তারা সংখ্যায় দিন দিন বাড়ছে। ঈমানের ব্যাপারটি এরকমই। পরিপূর্ণতা অর্জন পর্যন্ত তা বাড়তেই থাকে'। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তাদের মধ্যে ধর্মের প্রতি নারায হয়ে কেউ ধর্মত্যাগী হচ্ছে কি না ? আর উত্তরে তুমি উল্লেখ করেছ যে, 'না'। ঈমান বস্তুটি এরূপই যে, যখন তার ছোঁয়া অন্তরে লাগে তখন সে আর বের হয় না। আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছি যে, সে কি ওয়াদা ভঙ্গ করে ? উত্তরে তুমি উল্লেখ করেছ, 'না'। আসলে রাসূলগণ কোনদিনও ওয়াদা ভঙ্গ

করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তিনি তোমাদেরকে কিসের নির্দেশ দেন ?' তুমি জবাব দিয়েছ যে, তিনি আদেশ দেন তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। আর তিনি তোমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে সালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে এবং সৎ হতে আদেশ করেন। তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তিনি আমার এ দুই পায়ের নীচের ভূমি পর্যন্ত অধিকার করে নেবেন। আমি জানতাম যে, তিনি আবির্ভূত হবেন, তবে আমি ধারণাও করতে পারিনি যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে হবেন। আর আমি যদি জানতাম যে, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারব, তাহলে তাঁর সাথে সাক্ষাতের আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতাম, তাহলে আমি তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম। তারপর তিনি পত্রটি তলব করলেন যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেহ্ইয়া (রা)-এর মারফত বুসরার শাসকের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আবার বুসরার শাসনকর্তা তা' রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। পত্রে লিখা ছিল ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى أما بعد ، فأني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فان توليت فان عليك اثم الاريسيين *

পরম দাতা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যিনি হিদায়াতের অনুগত তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন এবং নিরাপদ থাকুন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুণ্য দান করবেন। আর যদি অন্যথা করেন তা হলে আপনার প্রজা কৃষককুলের পাপ আপনারই উপর বর্তাবে।

يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ *

অর্থাৎ "তুমি বল, হে কিতাবীগণ ! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান ; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ্ ব্যতীত প্রতিপালক রূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।" (৩- আল ইমরান ঃ ৬৪)

আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, যখন তিনি তাঁর বক্তব্য এবং পত্র পাঠ শেষ করলেন, তখন তাদের মধ্যে গোলমাল প্রচণ্ড আকার ধারণ করল এবং উচ্চস্বরে বাকবিতণ্ডা চলতে লাগল। তখন আমাদেরকে বের করে দেওয়া হল। আমাদের বের হয়ে আসার পর আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, 'আবূ কাবশার ছেলের ব্যাপারটিত বিরাট আকার ধারণ করেছে। বনুল আস্ফারের সম্রাট

ও তাকে ভয় করছে। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, তখন হতে আমি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করেছিলাম যে, অচিরেই তিনি জয়ী হবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করেন। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, 'ইলিয়ার শাসনকর্তা, হিরাক্লিয়াসের বন্ধু এবং সিরিয়ার খৃস্টানদের বিশপ ইব্ন নাতুর বর্ণনা করেন, একদা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইলিয়ায় এসে রাত যাপন করলেন এবং ভোরে তিনি বিমর্ষ অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেন। চেহারা মলিন দেখে যাজকদের কেউ কেউ বললেন, জাহাঁপনা ! আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে ! ইব্ন নাতূর বলেন, 'হিরাক্লিয়াস একজন জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি তারকারাজি পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। তিনি তাঁর সভাসদবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তারকারাজি পর্যবেক্ষণ করে আমি দেখতে পাচ্ছি যারা খাতনা করায় তাদের বাদশাহর আবির্ভাব হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ জাতির লোকেরা খাতনা করে থাকে ? সভাসদবর্গ বললেন, 'ইয়াহূদীরা ব্যতীত অন্য কেউ খাতনা করেনা। আর তাদের ব্যাপারে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা, তারা একটি শক্তিশালী জাতি নয়। আপনার ক্ষমতা দখল করার মত তাদের কোন শক্তি নেই। আপনার রাজত্বের বিভিন্ন শহরে নির্দেশ জারী করুন যেন তথাকার ইয়াহূদীদেরকে হত্যা করা হয়। তারা এরূপ চিন্তা ভাবনায় ছিল এমনি সময়ে হিরাক্লিয়াসের কাছে 'গাসসানের শাসনকর্তার প্রেরিত একজন লোক এসে পৌছল। যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন করলেন। হিরাক্লিয়াস যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন বললেন, 'তোমরা পরীক্ষা করে নাও এ দূতটির খাতনা করানো আছে কিনা। তারা পরীক্ষা করে দেখল এবং সম্রাটকে সংবাদ দিল যে, দূতটি খাতনাকৃত। সম্রাট দূতকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। দূত সংবাদ দিলেন আরবরা খাতনা করান। হিরাক্লিয়াস বলেন, ইনিই এ উম্মতের বাদশাহ এবং তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। এরপর তিনি তার এক রোমীয় বন্ধুর কাছে একটি পত্র লিখেন, যিনি জ্ঞানে গরিমায় তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। হিরাক্লিয়াস হিম্স ভ্রমণ করেন এবং হিম্স পৌছতেই তিনি তাঁর বন্ধু থেকে পত্র পেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে একই অভিমত জানতে পারলেন। তারপর হিরাক্লিয়াস রোমের প্রধানদেরকে হিম্স এ অবস্থিত একটি প্রাসাদে জমায়েত হবার জন্যে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রাসাদের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়ারও হুকুম দিলেন। তাই দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং বললেন, "হে রোমের বাসিন্দারা ! তোমরা যদি কল্যাণ ও মুক্তি চাও এবং তোমাদের সাম্রাজ্য বহাল রাখতে চাও তাহলে এ নবীর হাতে বায়আত গ্রহণ কর।" তার এ ধরনের বক্তব্যে সবাই চীৎকার করে উঠল এবং বন্য গাধার ন্যায় দরজার দিকে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ পেল। যখন হিরাক্লিয়াস তাদের অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হলেন তখন বললেন, তাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তিনি বললেন, এইমাত্র যা বলেছি, তা কেবল তোমাদের ধর্মে তোমরা অটল আছ কিনা তা যাচাই করার জন্যে। হিরাক্লিয়াসের একথা শুনে সবাই তাকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। আর এটাই ছিল রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সর্বশেষ অবস্থান। ইমাম বুখারী (র) তাঁর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় এ হাদীছটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মাজা ব্যতীত অন্যান্য সিহাহ সংকলকগণ আবূ সুফিয়ান (রা) ও হিরাক্লিয়াসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমার লিখিত বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইবন লাহী'আ ওরওয়া (রা)-এর সনদে বলেন, কুরায়শের কিছু ব্যবসায়ীকে সাথে নিয়ে আবূ সুফিয়ান (রা) ইব্‌ন হার্‌ব ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যান। এদিকে হিরাক্লিয়াসের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাব খবরও পৌঁছল। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্বন্ধে জানার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সিরিয়ায় তাঁর একজন আরব শাসকের কাছে লোক প্রেরণ করেন ও বলে পাঠান যে, আরব থেকে কিছু সংখ্যক লোক যেন সিরিয়ায় পাঠানো হয় যাতে করে তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। তিনি তখন তার কাছে ত্রিশ জন লোককে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন, 'আবূ সুফিয়ান (রা) ইব্‌ন হারব। তারা ইলিয়ার একটি গির্জায় হিরাক্লিয়াসের সাথে সাক্ষাত করেন। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদের কাছে লোক প্রেরণ করেছি যাতে তোমরা আমাকে মক্কার এ লোকটি সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন কর। তাঁরা বলেন, লোকটি জাদুকর, মিথ্যুক এবং সে নবী নয়। তিনি বলেন, 'তোমরা আমাকে বল, তোমাদের মধ্যে কে তাঁর সম্বন্ধে বেশী জানে ও আত্মীয়তার দিক দিয়ে কে তার কাছে অধিকতর নিকটবর্তী ? তারা বললেন, এই আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর চাচাতো ভাই। তিনি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন। যখন তারা এরূপ বলল, তখন হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান ব্যতীত সকলকে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং আবূ সুফিয়ান হতে সংবাদ সংগ্রহের জন্যে তাঁকে তাঁর কাছে বসালেন এবং বললেন, হে আবূ সুফিয়ান ! তুমি আমাকে বিস্তারিত সংবাদ জানাও। আবূ সুফিয়ান উত্তরে বললেন ঃ সে জাদুকর ও মিথ্যুক। হিরাক্লিয়াস বললেন, 'আমি চাইনা যে তুমি তাঁকে গালি দাও। তবে তুমি আমাকে তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কী রূপ তা বল। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, সে কুরায়শ বংশের লোক। হিরাক্লিয়াস বললেন, তার বুদ্ধি বিবেচনা কেমন ? আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন , তাঁর বুদ্ধির ঘাটতি আমরা কখনও লক্ষ্য করিনি।' হিরাক্লিয়াস বললেন, 'সে কি মিথ্যা শপথকারী, মিথ্যুক ও কাজে-কর্মে প্রতারণাকারী ? আবূ সুফিয়ান বললেন, 'না'। আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি কখনও এরূপ ছিলেন না। হিরাক্লিয়াস বললেন, সম্ভবত তিনি রাজত্ব বা উচ্চ পদমর্যাদা অর্জন করতে চান যা তাঁর পরিবারের কেউ পূর্বে অর্জন করেছিল ? আবূ সুফিয়ান বললেন, 'না'। এরপর হিরাক্লিয়াস বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা তার অনুসরণ করে তাদের মধ্যে কি কেউ কোন দিন তোমাদের মধ্যে আবার ফিরে এসেছে ? তিনি বললেন, 'না'। হিরাক্লিয়াস আবার বললেন, 'তিনি যখন ওয়াদা করেন তাকি তিনি কখনও ভঙ্গ করেন ? আবূ সুফিয়ান বললেন, 'না'। তবে আশংকা আছে এ চুক্তির কালে ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এ চুক্তির কালে তোমরা কি নিয়ে আশংকা করছ ? তিনি বললেন, "আমার সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁর মিত্রের বিরুদ্ধে তাদের মিত্রকে সাহায্য করেছে আর তিনি ঐসময় ছিলেন মদীনায়। হিরাক্লিয়াস বললেন, এভাবে তোমরা যদি প্রথম শুরু করে থাক তাহলে তো তোমরাই চরম ওয়াদা ভঙ্গকারী। আবূ সুফিয়ান রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, "তিনি আমাদের বিরুদ্ধে মাত্র একবার জয়লাভ করেছেন আর ঐদিন আমি অনুপস্থিত ছিলাম, এটা ছিল বদরের দিন। এরপর আমি তাঁর বিরুদ্ধে দুই দুই বার তাদের ঘরে গিয়ে লড়েছি। মরালাশের পেট, কান, নাক ইত্যাদি চিরেছি , বিদীর্ণ করেছি ও কর্তন করেছি।" হিরাক্লিয়াস বললেন, তুমি তাকে মিথ্যুক মনে কর, না সত্যবাদী মনে কর ? আবূ সুফিয়ান বললেন, 'বরং সে মিথ্যুক। হিরাক্লিয়াস বললেন, যদি তোমাদের মধ্যে নবী এসে থাকেন তাহলে

তোমরা তাকে হত্যা করো না। কেননা, এ কাজটি বেশী বেশী করে করেছে ইয়াহূদীরা। এরপর আবূ সুফিয়ান তাঁর ঘরে ফিরে যান।

এ বর্ণনায় বিরলতা পরিলক্ষিত হয়। তবে এর মধ্যে অনেক তথ্য রয়েছে যা ইব্ন ইসহাক বা বুখারীর বর্ণনায় নেই। মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনা এ বর্ণনার কাছাকাছি।

ইবন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের বরাতে বলেন, তিনি কিছু জ্ঞানী লোকের বরাতে বলেছেন, 'যখন দেহইয়াতুল কালবী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র নিয়ে হিরাক্লিয়াসের কাছে আগমন করলেন তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি যে, নিশ্চয়ই তোমাদের সাথী একজন প্রেরিত নবী (সা)। যার জন্যে আমরা প্রতীক্ষারত। আমাদের কিতাবে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু আমি রোমানদের পক্ষ থেকে আমার প্রাণের আশংকা করছি। তা না হলে আমি অবশ্যই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতাম। তুমি এখন বিশপ যাগাতিরের কাছে যাও এবং তার কাছে তোমাদের সাথীর কথা উল্লেখ করো। আল্লাহ্র শপথ, রোম দেশে তিনি আমার চেয়ে বড় এবং তাঁর কথা আমার কথার চাইতে তাদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য। গিয়ে দেখ, তোমাকে তিনি কী বলেন ? রাবী বলেন, দেহ্ইয়া (রা) তাঁর কাছে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বার্তা এবং দাওয়াত সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিত অবহিত করেন। যাগাতির বললেন, আল্লাহ্র শপথ, তোমার সাথী একজন প্রেরিত নবী, তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে আমরা অবগত রয়েছি। আমাদের আসমানী কিতাবে আমরা তার নাম পেয়েছি। তারপর তিনি ঘরের ভিতর গেলেন। তাঁর পরিহিত কালো কাপড় ছেড়ে সাদা পোশাক পরিধান করলেন। এরপর তাঁর লাঠিটা হাতে নিলেন এবং রোমের একটি গির্জায় আগমন করলেন ও বললেন, "হে রোমের বাসিন্দাগণ ! আহ্মদ (সা)-এর পক্ষ হতে আমাদের কাছে একটি পত্র এসেছে যার মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা হয়েছে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং আহ্মদ আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল।" রাবী বলেন, "উপস্থিত রোমানরা তাঁর উপর একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাঁকে মারতে লাগল, এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। এরপর দেহ্ইয়া কাল্বী (রা) হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন ও তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, দেখুন, আপনাকেও বলেছি যে, তারা আমার প্রাণ নাশ করে ফেলবে তাদের এ আশংকা করছি। যাগাতির তাদের কাছে আমার চাইতে অধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং আমার কথার চাইতে তাঁর কথার দাম তাদের কাছে বেশী ছিল।

তাবারানী (র) - - - - দেহ্ইয়া কাল্বী (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে একটি পত্রসহ রোমের সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দারওয়ানকে বললাম, 'আল্লাহ্র রাসূলের দূতের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা কর। সে সম্রাটের কাছে ভিতরে গেল এবং সংবাদ দিল যে, প্রাসাদের দরজায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত বলে পরিচয় দিচ্ছেন। এ সংবাদ শুনে ভিতরের লোকজন ভীত হয়ে পড়ল। সম্রাট বললেন, 'তাকে ভিতরে আসতে দাও।' আমাকে ভিতরে নেয়া হল। তাঁর কাছে তাঁর সভাসদবর্গ হাযির ছিলেন। আমি তাঁর কাছে পত্রটি সমর্পণ করলাম। পত্রে লিখা ছিল ঃ 'পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ হতে রোমের শাসনকর্তা কায়সার এর

প্রতি। তখন সম্রাটের নীলাভ চোখ বিশিষ্ট গৌর বর্ণের জনৈক ভাতিজা চীৎকার দিয়ে বলতে লাগল, আজকে এ পত্রটি পড়বেন না; কেননা, পত্র প্রেরক পত্রের শুরুতে নিজের নাম উল্লেখ করেছে। আর রোমের সম্রাট কথাটি না লিখে রোমের শাসনকর্তা লিখা হয়েছে। রাবী বলেন, "পরে তিনি পত্রটি পড়লেন এবং যখন পত্র পড়া শেষ হল তখন তিনি সভাসদবর্গকে বের হয়ে যেতে বললেন। তারা বের হয়ে গেলে আমার কাছে লোক প্রেরণ করলেন। আমি প্রবেশ করলাম। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন আর আমি তাকে বিস্তারিত সংবাদ দিলাম। এরপর তিনি প্রধান বিশপের কাছে লোক প্রেরণ করেন। তিনি আসলেন। তিনি ছিলেন তাদের পরামর্শদাতা। তাঁর কথা ও পরামর্শ তারা মান্য করতো। যখন তিনি পত্রটি পড়লেন তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ, তিনিও ঐ ব্যক্তি যার সম্বন্ধে মূসা ও ঈসা (আ) আমাদেরকে সুসমাচার দিয়ে গেছেন। আর যার জন্যে আমরা প্রতীক্ষারত। কায়সার বললেন, তাহলে আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন ? বিশপ বললেন, তবে আমিত তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং আমি তাঁর অনুসারী। কায়সার বললেন, 'আমিও জানি যে, তিনি এরূপই। তবে আমি তা করতে পারছি না। যদি আমি তা করি, তাহলে আমার রাজত্ব চলে যাবে এবং রোমানরা আমাকে হত্যা করবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক, খালিদ ইব্‌ন ইয়াসারের বরাতে সিরিয়ার একজন প্রবীণ অধিবাসী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্বন্ধে হিরাক্লিয়াসের কাছে যখন সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি সিরিয়া ভূমি থেকে কনষ্টান্টিনিপলে চলে যেতে মনস্থ করেন। তার প্রাক্কালে রোমের বাসিন্দাদের জমায়েত করে তিনি বললেন, "হে রোমের বাসিন্দারা ! আমি তোমাদের কাছে একটি বিষয় উপস্থাপন করছি। তোমরা আরো মনোযোগ সহকারে শোন ! তারা বলল, "বলুন, তা কী ?" তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা জান যে, ইনি একজন প্রেরিত নবী। আমাদের কাছে তাঁর যে সমস্ত গুণ বর্ণনা করা হয়েছে এগুলোর মাধ্যমে আমরা তাঁকে চিনতে পেরেছি। চল, আমরা সকলে তাঁর অনুসরণ করি, তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করব।" তারা বলল, আমরা আরবদের অধীনস্থ হয়ে পড়ব অথচ আমাদের দেশ তাদের চেয়ে বড় দেশ এবং জনসংখ্যা তাদের থেকে অধিক আর আমাদের শহর তাদের থেকে অনেক দূরবর্তী। তিনি বললেন, তা'হলে চল, আমরা তাকে বার্ষিক জিযিয়া কর প্রদান করি তাহলে তাঁর আক্রোশ হ্রাস পাবে। আর এর বিনিময়ে তার আক্রমণ থেকে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব। তারা বলল, "আমরা আরবদেরকে খারাজ বা কর দেব এবং আমাদের থেকে তা তারা গ্রহণ করবে অথচ আমরা তাদের চেয়ে জনসংখ্যার দিক দিয়ে অধিক, দেশ হিসাবে তাদের দেশ থেকে বড় এবং শহর হিসেবে অধিক সুরক্ষিত ? না, তা হতে পারে না। আল্লাহ্‌র শপথ, আমরা কোন দিনও এরূপ করব না।" হিরাক্লিয়াস বললেন, তা'হলে চল, আমরা তাঁর সাথে এ মর্মে সন্ধি করি যে, আমরা মুহাম্মাদ (সা)-কে (দক্ষিণ সিরিয়া) ভূখণ্ড ছেড়ে দেব এবং তিনি আমাদেরকে শামে (উক্ত সিরিয়ায়) থাকতে দেবেন। রাবী বলেন, ঐসময়কার সিরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ছিল ফিলিস্তীন, জর্দান, দামেস্ক, হিম্‌স ও সীমান্তবর্তী গিরিপথের এপার। গিরিপথের বাইরের অংশ ছিল তখনকার শাম। এরপর তারা বলল, আমরা মুহাম্মাদ (সা)-কে সিরিয়ার ভূখণ্ড ছেড়ে দেব অথচ আপনি জানেন সিরিয়ার ভূখণ্ডটি শামেরই অংশ। আমরা এটা কোন দিনও ছাড়বো না। যখন তাঁরা তার কাছে অস্বীকৃতি জানাল, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা তোমাদের শহরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে

নিজেদেরকে সফলকাম বলে ভাবতে পসন্দ করছো, এর বেশি আর কিছু নয়। রাবী বলেন, "এরপর তিনি তাঁর একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিলেন। সীমান্ত গিরিপথের নিকটে এসে তিনি সিরিয়া ভূখণ্ডের দিকে মুখ করে বললেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَرْضَ سُوْرِيَةَ تَسْلِيْمَ الْوَدَاعِ। –"হে সিরিয়া ভূমি ! তোমার উপর রহমত বর্ষিত হোক, তোমাকে বিদায়ী সালাম!" এরপর দ্রুত চলতে লাগলেন এবং কনষ্টান্টিনিপাল শহরে প্রবেশ করলেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সিরিয়ার আরব খৃস্টান শাসনকর্তার নিকট পত্র প্রেরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোতত্রের শুজা' ইব্ন ওছারকে পত্র সহ দামেস্কের শাসনকর্তা মুনযির ইব্ন হারিছ ইব্ন আবূ শুমর গাস্সানীর কাছে প্রেরণ করেন।

ওয়াকিদী বলেন, পত্রটি ছিল এরূপ ঃ যে হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে ও ঈমান গ্রহণ করবে তার প্রতি সালাম। আমি তোমাকে আহ্বান করছি তুমি যেন এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যার কোন অংশীদার নেই। তাহলে তোমার রাজ্য তোমার কাছেই থাকবে। শুজা' তার কাছে গেলেন এবং পত্রটি পড়ে শুনালেন। তখন সে বলল, 'কে আমার রাজ্য ছিনিয়ে নেবে ? আমি অচিরেই তাঁর দিকে রওয়ানা দিচ্ছি।

পারস্য সম্রাট কিস্রার কাছে পত্র প্রেরণ

ইমাম বুখারী (র)- - - -ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পত্রসহ এক ব্যক্তিকে কিস্রার কাছে প্রেরণ করেন এবং আদেশ করেন যেন পত্রটি বাহরায়নের শাসনকর্তাকে দেওয়া হয়। বাহরায়নের শাসনকর্তা পত্রটি কিস্রার কাছে হস্তান্তর করেন। যখন কিস্রা পত্রটি পড়ল সে পত্রটি ছিড়ে ফেলে। রাবী বলেন, সম্ভবত ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'তারা যেন একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওহব - - - - আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারীর বরাতে বলেন, "একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দেয়ার জন্যে মিম্বরে দাঁড়ালেন। তারপর আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, তাশাহ্হুদ পাঠ করলেন এবং বললেন, অনারব দেশের রাজাদের কাছে আমি তোমাদের কাউকে কাউকে পত্র সহকারে প্রেরণ করতে চাই। তোমরা আমার সাথে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ করবেনা যেরূপ বনূ ইসরাঈল ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-এর সাথে করে ছিল। মুহাজিরগণ উত্তরে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা কখনও আপনার সাথে কোন ব্যাপারে মতবিরোধ করব না। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আদেশ করুন এবং প্রেরণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সুজা' ইব্ন ওহব (রা)-কে কিস্রার কাছে প্রেরণ করেন। কিস্রা তার দরবার হল সাজানোর জন্যে হুকুম দিল। তারপর পারস্যের প্রধানদেরকে দরবারে প্রবেশের অনুমতি দিল। এরপর সে সুজা' ইব্ন ওহবকে প্রবেশের অনুমতি দিল। তিনি প্রবেশ করার পর তার থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র হস্তগত করার জন্যে কিস্রা অন্য একজনকে আদেশ দিল; কিন্তু সুজা' ইব্ন ওহব (রা) বললেন, 'না' আমি অন্যের হাতে পত্র দেব না। আমি শুধু আপনার হাতেই অর্পণ করবো, যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে আদেশ করেছেন। কিস্রা তখন বলল, 'একে আমার কাছে নিয়ে

এসো।' তিনি নিকটে গেলেন এবং তাকে পত্রটি হস্তান্তর করলেন। তারপর কিস্‌রা হীরাহবাসী তাঁর এক সচিবকে ডাকলেন। সে পত্রটি পড়ে শুনাল। পত্রে লিখা ছিল ঃ আবদুল্লাহ্‌র পুত্র ও আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হতে পারস্যের শাসনকর্তা কিস্‌রার নিকট। রাবী বলেন, পত্রের শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম দেখে সে রাগান্বিত হল, গর্জে উঠল এবং পত্রের মধ্যে কী আছে তা জানার পূর্বেই পত্রটি ছিড়ে ফেলল এবং সুজা' (রা)-কে দরবার থেকে বের করে দেওয়ার হুকুম দিল। তিনি এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করে সাওয়ারী চড়ে চলে গেলেন। তারপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র পৌঁছে দেওয়ার পর আমার আর কোন ভাবনা রইল না যে, আমি কোন্ পথে যাবো। রাবী বলেন, কিস্‌রার রাগ পড়ে গেলে সুজা'কে ডাকার জন্য সে লোক প্রেরণ করে; কিন্তু তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। হীরা নামক স্থান পর্যন্ত লোক পাঠানো হল; কিন্তু তিনি তা অতিক্রম করে চলে গিয়েছিলেন। সুজা' যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন তখন কিস্‌রার দরবারে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবগত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র ছিড়ে ফেলার কথাটিও তিনি উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কিস্‌রা তার সাম্রাজ্যকেই টুকরো টুকরো করে দিল।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক - - - - আবূ সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফাকে তার পত্র সহকারে কিস্‌রার নিকট প্রেরণ করেন। সে তা পাঠ করে ছিড়ে ফেলে। এ খবর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছল তখন তিনি বললেন, "সে তার নিজের সাম্রাজ্যকেই ছিড়ে ফেলেছে।"

ইব্‌ন জারীর - - - - যায়দ ইব্‌ন আবূ হাবীব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাহাম (রা)-কে তাঁর পত্র সহকারে পারস্য সম্রাট কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমুয এর কাছে প্রেরণ করেন। তাতে লিখা ছিল ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الهدى أما بعد ، وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله *

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে পারস্য সম্রাট কিস্‌রার প্রতি। যে হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করছি, আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল সমস্ত জনগণের প্রতি, যাতে আমি জীবিতকে ভয় দেখাতে পারি এবং কাফিরদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী বাস্তবে পরিণত হয়। যদি তুমি ইসলাম কবুল কর শান্তি পাবে। আর যদি অস্বীকার কর তাহলে অগ্নিপূজকদের পাপ তোমার উপর বর্তাবে। রাবী বলেন, যখন সম্রাট পত্রটি পড়ল অমনি ছিড়ে ফেলল। আর বলল, সে আমার দাস হয়ে আমার উদ্দেশ্যে এভাবে লিখে? তারপর সম্রাট ইয়ামানে নিয়োজিত তার প্রতিনিধি বাযামকে পত্র লিখে হুকুম দিল "হিজাযের লোকটির কাছে দুইজন শক্তিশালী লোককে পাঠাও, যারা তাকে

ধরে নিয়ে আসবে।" এরপর বাযাম তাঁর হিসাব রক্ষক ও সচিবকে পারস্যের পত্র সহকারে প্রেরণ করলো এবং তাঁর সাথে খরখুস্‌রা নামী পারস্যের একটি লোককে প্রেরণ করলো। তাদের দুইজনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি পত্র লিখে যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ দুজনের সাথে কিসরা সম্রাটের কাছে আগমন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদিকে বাযাম আবূ যুওয়াহকে বলেছিলেন, 'ঐ ব্যক্তির শহরে তুমি আগমন করবে, তার সাথে তুমি কথা বলবে এবং তার সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর নিয়ে আসবে। ইতোমধ্যে পূর্বের প্রেরিত দু'ব্যক্তি বের হয়ে গেল এবং তায়েফে গিয়ে পৌঁছল। তারা তায়েফের ভূখণ্ডে কুরায়শের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করল এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সে বলল যে, তিনি মদীনায় আছেন। তায়েফবাসী ও কুরায়শের উল্লিখিত ব্যক্তি আগন্তুক দুই জনকে পেয়ে খুবই খুশী হল এবং একে অন্যকে বলতে লাগল, শুভ সংবাদ গ্রহণ কর, কেননা, সম্রাট কিসরা তাকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছেন, এটাই ঐ ব্যক্তির শায়েস্তা হবার জন্যে যথেষ্ট। উক্ত দুই ব্যক্তি তায়েফ থেকে বের হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করল। আবূ যুওয়াহ[১] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলল এবং সংবাদ দিল যে, শাহানশাহ রাজাধিরাজ কিস্‌রা শাসনকর্তা বাযামের কাছে পত্র লিখেছেন। পত্রে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি যেন আপনার কাছে এমন কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন যে আপনাকে নিয়ে তার কাছে যাবে। আর আমাকে পাঠানো হয়েছে যেন আপনি আমার সাথে চলেন। যদি আপনি তা করেন তাহলে তিনি সম্রাটের কাছে পত্র লিখবেন যাতে করে আপনার উপকার হয়। আর এটাই আপনার মঙ্গলের জন্যে যথেষ্ট। অন্যদিকে যদি আপনি যেতে অস্বীকার করেন, তাহলে আপনি ইতোমধ্যে জেনে নিয়েছেন যে এটা হবে আপনার, আপনার সম্প্রদায় ও দেশের জন্যে মারাত্মক বিপর্যয় ও ধ্বংসের কারণ। তারা দু'জন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করলেন। তারা দুজনই দাড়ি মুণ্ডিত ছিল এবং বড় গোঁফধারী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখলেন এবং বললেন, সর্বনাশ, কে তোমাদেরকে এরূপ করতে বলেছে ?" তারা বলল, "আমাদের মনিব কিস্‌রা আমাদেরকে এরূপ করতে বলেছেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "কিন্তু আমার প্রতিপালক দাড়ি বৃদ্ধি করতে ও গোঁফ ছাঁটতে হুকুম দিয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমরা ফিরে যাও, আগামীকাল আবার এসো।" রাবী বলেন, "আসমান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সংবাদ আসল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিস্‌রার বিরুদ্ধে তার ছেলে শিরওয়েহকে আধিপত্য দান করেছেন। সে তার পিতাকে অমুক মাসে ও অমুক রাতে হত্যা করেছে।" রাবী বলেন, তাদের দু'জনকে ডেকে এ সংবাদটি দিলেন। তারা বললো, "আপনি কি জানেন আপনি কী বলছেন ? আমরা আপনার প্রতিশোধ নেব, তবে হালকাভাবে। আমরা আপনার এ মন্তব্যের ব্যাপারে কি শাসনকর্তা বাযামকে অবহিত করবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হ্যাঁ' তোমরা আমার পক্ষ থেকে তাকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দাও। আর তাকে তোমরা বলে দাও আমার প্রচারিত ধর্ম ও আধিপত্য কিস্‌রার মত খ্যাতি লাভ করবে এবং পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছবে। আবার তোমরা তাকে বল, যদি তুমি ইসলাম কবূল কর তাহলে তোমার রাজত্ব ও আধিপত্য তোমার হাতেই থাকতে দেওয়া হবে। এরপর খরখুসরা কে একটি স্বর্ণরৌপ্য খচিত কমরবন্দ দেওয়া হল আর তা তিনি কোন এক রাজার পক্ষ থেকে

১. টীকা ঃ বর্ণনান্তরে বাবুয়েহ বা বাবুইয়া আছে। —সম্পাদক

উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। উপরোক্ত দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার থেকে বের হয়ে বাযামের কাছে আগমন করল এবং তাকে বিস্তারিত ঘটনা জানাল। বাযাম বললেন, 'আল্লাহ্র শপথ, এটা কোন রাজা-বাদশার কথা নয়। তিনি নিশ্চয়ই আমার মতে একজন নবী যেমন তিনি নিজে বলেছেন। আর তিনি যা বলছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। আর এ খবরটি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তিনি সত্যিকার প্রেরিত রাসূল। আর তাঁর সংবাদ যদি সত্যি না হয়, তাহলে আমরা তার সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেব। কিছুদিনের মধ্যে বাযামের কাছে শিরওয়ের পত্র পৌঁছল। তাতে লিখিত ছিল, আমি কিস্‌রাকে হত্যা করেছি। আর তা করেছি কেবল পারস্যবাসীদের স্বার্থেই। কেননা, তিনি পারস্যের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে ও সীমান্ত পাহারাদারদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছেন। তোমার কাছে যখন আমার এ পত্রটি পৌঁছবে তখন তুমি তোমার লোকদের থেকে আমার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে। আর ঐ ব্যক্তির কাছে গমন করবে যার কাছে কিস্‌রা পত্র লিখেছিলেন। এ ব্যাপারে তোমার কাছে আমার পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত তাকে আর কোন প্রকার বিব্রত করবে না। বাযামের কাছে যখন শিরওয়ের পত্র পৌঁছল তখন তিনি বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই ইনি আল্লাহ্র রাসূল । এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইয়ামানস্থ পারসিক কর্মকর্তারা সকলে ইসলাম কবূল করে নিলেন। রাবী বলেন, বাবুইয়া বাযামকে বলেছিল, আমি তাঁর মত এত প্রতাপশালী কোন ব্যক্তির সাথে আজ পর্যন্ত কথা বলি নাই। বাযাম তাকে বললেন, তার সাথে কি কোন সান্ত্রী থাকে ? সে বললো, 'না'।

ওয়াকিদী বলেন, '৭ম হিজরীর জুমাদাল আখিরা মাসের তের তারিখে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কিস্‌রা তার ছেলের হাতে নিহত হয়।

আমি বলি, কোন কোন কবির কবিতায় দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, মুহাররম মাসে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। একজন কবি বলেন ঃ

"তারা কিস্‌রাকে রাতের বেলায় নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করেছিল। হত্যাকারিগণ তাকে ফেলে গেল। তার দাফন কাফনে তারা কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।"

আবর কবিদের কোন একজন বলেন ঃ কিস্‌রাকে তার পুত্ররা তলোয়ার দ্বারা এমনভাবে টুক্‌রা টুক্‌রা করে হত্যা করেছিল যেমন কসাই মাংসকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে থাকে। এমন একদিন তার জন্যে মৃত্যু প্রকাশ পেল যেদিন প্রত্যেক গর্ভবর্তীই তার গর্ভস্থিত সন্তানকে প্রসব করে থাকে। (অর্থাৎ এ রাতটি তের তারিখ দিবাগত রাত অর্থাৎ ১৪ তারিখ যাকে আরবী ভাষায় 'লাইলুত তামাম' বলা হয়। আবার দুঃখের রাতও বলা হয়।

হাফিয বায়হাকী - - - - আবূ বকর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন পারস্যের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করে। তিনি তাকে বললেন, "আমার রব্ব গতকাল রাত তোমার মনিবকে হত্যা করেছেন।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে জনৈক ব্যক্তি বললেন, "তাঁর কন্যা নাকি তার উত্তরাধিকারী হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "ঐ সম্প্রদায় সফলকাম হবে না, যাদের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার হবে স্ত্রী লোক।

বায়হাকী বলেন, দিহইয়া কাল্‌বীর বর্ণনায় এসেছে যে, যখন তিনি কায়সারের নিকট থেকে ফেরত আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে কিস্‌রার দূতদেরকে দেখতে পেলেন।

কিস্‌রা সান্‌'আর শাসককে লিখেছিলেন, 'তোমার রাজ্যে যে লোকটির আবির্ভাব হয়েছে এবং সে আমাকে তার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে। তার খোঁজখবর নাও এবং তাকে দমন করার চেষ্টা কর ; নচেৎ তোমার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই ঐ শাসনকর্তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দূতদের লক্ষ্য করে বলেন, "তোমাদের যিনি প্রেরণ করেছেন তাকে সংবাদ দাও যে, গতরাত আমার রব্ব তার মনিবকে হত্যা করেছেন।" বাস্তবে তাই ঘটেছে বলে পরে তারা জানতে পায়।

ইমাম বায়হাকী - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "সা'দের কাছে নিশ্চয়ই কোন সংবাদ আছে। সা'দ (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিস্‌রা ধ্বংস হয়েছে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কিস্‌রার প্রতি লা'নত। সে পারস্যের প্রথম নিহত ব্যক্তি। এরপর আরবদের পালা।

আমি বলি বলা বাহুল্য, ইয়ামানের শাসক বাযামের পক্ষ থেকে যে দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে এসেছিল যাদের কাছে তিনি কিস্‌রার নিহত হওয়ার সংবাদ দিয়েছিলেন, ঐ সংবাদটি যখন দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হল, তখন হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওক্কাস (রা)-ই প্রথম তা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে শুনান। বায়হাকী (রা) এভাবেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

তারপর বায়হাকী (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমানের বরাতে বলেন, কিস্‌রা যখন তার প্রাসাদে বসবাস করছিল তখন তার কাছে সত্যের বাণী বিভিন্নভাবে পৌঁছতে থাকে। একদিন সে এক আগন্তুকের উপস্থিতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আগন্তুকের হাতে ছিল একটি লাঠি। কিস্‌রাকে লক্ষ্য করে আগন্তুক বলল, "হে কিস্‌রা ! এ লাঠি তোমার মাথায় ভাঙ্গার পূর্বে কি তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে ? কিস্‌রা বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি আমার মাথায় লাঠি মারবেন না। আগন্তুক চলে গেলেন। কিস্‌রা দারোয়ানকে ডেকে বললেন, "এ আগন্তুককে আমার কাছে আসার জন্যে কে অনুমতি দিল ? তারা বলল, "আপনার কাছেতো কেউ আসেনি।" কিস্‌রা বললেন, "তোমরা মিথ্যা বলছ।" রাবী বলেন, "কিস্‌রা তাদের উপর রাগান্বিত হলো। তাদেরকে কঠোরভাবে ধমক দিল। তারপর তাদেরকে ক্ষমা করে দিল। যখন বছর শেষ হবার পথে, পুনরায় ঐ ব্যক্তি লাঠি নিয়ে আগমন করলেন এবং বললেন, হে কিস্‌রা ! তোমার মাথায় এ লাঠি ভাঙ্গার পূর্বে কি তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে ? উত্তরে কিস্‌রা বলল, "হ্যাঁ, আপনি আমার মাথায় লাঠি মারবেন না। এবারও আগন্তুক চলে গেলেন। কিস্‌রা দারোয়ানদের ডেকে প্রথমবারের ন্যায় ধমক দিল ও তাদের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হল। পরবর্তী বছর যখন আসল, তখন আগন্তুক ও লাঠি নিয়ে পূর্বের ন্যায় আগমন করলেন এবং বললেন, হে কিস্‌রা ! তোমার মাথায় এ লাঠি মারার পূর্বে তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে ? তখন কিস্‌রা বললেন, 'না, লাঠি মারবেন না, না লাঠি মারবেন না। কিন্তু আগন্তুক তার মাথায় লাঠি মারলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কিস্‌রাকে ধ্বংস করে দিলেন।

ইমাম শাফিঈ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'বর্তমান কিস্‌রা ধ্বংস হবার পর আর কোন কিস্‌রা হবে না এবং বর্তমান কায়সার ধ্বংস হবার পর আর কোন কায়সার হবে না। যে সত্তার হাতে আমার জান, তাঁর শপথ করে

বলছি, "তোমরা তাদের গুপ্তধন পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করবে।"[১] মুসলিম (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) আরো বলেন, "যখন কিস্‌রার কাছ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র উপস্থাপন করা হল, সে তা ছিঁড়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, তাঁর সাম্রাজ্যও এরূপ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। অন্য দিকে কায়সার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, পত্রটিকে মিশ্‌ক আম্বরের কৌটোয় পুরে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাঁর সাম্রাজ্য টিকে থাকবে।

ইমাম শাফিঈ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, "আরব কাফিররা যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাক আসত তখন তাদের মধ্যে যারা সুযোগ পেত মুসলমান হয়ে যেত। ইরাক ও সিরিয়ার মাধ্যমে আরব কাফিররা তাদের জনবল হ্রাস পাওয়ার ভীতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুযোগ করল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "যখন কিস্‌রা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর আর কোন কিস্‌রা হবে না এবং যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর আর কোন কায়সার জন্ম নেবে না।" রাবী বলেন, "কালক্রমে কিস্‌রাদের রাজত্ব চিরদিনের জন্যে বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর সিরিয়া থেকে কায়সারদের রাজত্বও চিরদিনের জন্যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল, যদিও কিছুদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রের সম্মান করায় তাঁর দু'আর বরকতে টিকে ছিল। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

এখানে একটি বড় শুভ সংবাদ এই যে, রোমান রাজত্ব আর কোন দিনও সিরিয়া ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হবে না। যিনি রোমের উপদ্বীপটিসহ সিরিয়ার শাসনকর্তা হন তাকে আরবরা কায়সার বলে। যিনি পারস্যের শাসনকর্তা হন তাকে আরবরা কিস্‌রা বলে। যিনি হাবশার শাসনকর্তা হন তাকে আরবরা নাজাশী বলে। যিনি আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা হন তাকে আরবরা মুকাওকিস বলে। যিনি মিসরের শাসনকর্তা হন তাকে আরবরা ফিরআউন বলে এবং হিন্দুস্থানের যিনি শাসনকর্তা হন তাকে আরবরা 'বাতলীমূস' বলে। এরূপে এগুলি ব্যতীত অন্যান্য দেশের অন্যান্য নাম তাদের কাছে ছিল সুপরিচিত। অন্যত্র এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ "মুসলমানদের একটি দল কিস্‌রার শুভ্র প্রাসাদে সুরক্ষিত সুপ্ত সম্পদ অধিকার করবে। অন্য একটি সনদেও জাবির ইব্‌ন সামুরা হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এটাতে অতিরিক্ত রয়েছে, জাবির ইব্‌ন সামুরা বলেন, "মুসলমানদের এ দলের মধ্যে আমার পিতা ও আমি ছিলাম এবং আমাদের ভাগে পড়েছিল এক হাজার দিরহাম।

আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মুকাওকিস জুরায়জ ইব্‌ন মীনা আল-কিবতীর কাছে পত্র প্রেরণ

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল কারীর বর্ণনায় বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব ইব্‌ন আবূ বাল্‌তাআ (রা)-কে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মুকাওকিস-এর কাছে পত্র সহকারে প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্রটিকে চুম্বন করলেন, হাতিব ইব্‌ন আবূ

১. এ উক্তিতে আর কোন কিস্‌রা বা কায়সার হবে না বলতে তাদের মত এত প্রতাপশালী শাসক আর হবে না বুঝানো হয়েছে। -সম্পাদকদ্বয়।

বালতাআ (রা)-কে সম্মান করলেন, তাঁকে উত্তম আতিথ্য প্রদান করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তম উপঢৌকনসহ তাকে বিদায় দিলেন। হাতিব ইব্‌ন আবূ বাল্‌তাআ (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে প্রেরিত উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে ছিল বস্ত্র, জীনসহ একটি খচ্চর এবং দুইজন দাসী– একজন নবী তনয় ইব্‌রাহীম এর আম্মা। দ্বিতীয় জনকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স আল-আবদীকে দান করেন।

বায়হাকী - - - - হাতিব ইব্‌ন আবূ বাল্‌তাআ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্র নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে থাকতে দিলেন এবং আমি সেখানে অবস্থান করলাম। তারপর তিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং তাঁর সভাসদবর্গকে জমায়েত হবার আদেশ দিলেন। এরপর আমাকে বললেন, 'আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করব। আমি চাই যে, তুমি আমার কাছে এটার ব্যাখ্যা দান করবে। আমি বললাম, 'বলুন'! তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাকে তোমার কর্তা সম্বন্ধে বল, 'তিনি কি একজন নবী নন ?' আমি বললাম, 'তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল।' তিনি বললেন, "তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর সম্মান নেই কেন ? তারা কেন নিজেদের দেশ হতে তাকে বের করেদিল ?" তিনি বললেন, আমি বললাম, "আপনি কি সাক্ষ্য দেননা যে, ঈসা (আ) একজন নবী ছিলেন ?" তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, 'তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর কোন মর্যাদা দিলনা তারা তাকে পাকড়াও করতে চেয়েছিল। তাঁকে শূলে চড়াতে মনস্থ করেছিল; কিন্তু তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তিনি কোন অভিশাপ দিলেন কেন ? বরং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রথম আসমানে উঠিয়ে নিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তুমি বিজ্ঞজনের কাছ থেকেই এসেছ। এ সামান্য উপঢৌকন আমি তোমার সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্য প্রেরণ করছি। আর তোমার সাথে আমার কয়েকজনসান্ত্রীকে প্রেরণ করছি যাতে তারা তোমাকে তোমার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়।' রাবী বলেন, "তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তিনটি দাসী প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছেলে ইবরাহীমের মাতা। আর একজন দাসী রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত আনসারীকে দান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি উত্তম খচ্চরও প্রেরণ করেছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় চারটি দাসীর উল্লেখ রয়েছে। তাদের একজন হলেন মারিয়া (রা) ইবরাহীমের মাতা। অন্য একজন হলে সীরীন যাকে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কে দান করেন তার গর্ভে আবদুর রহমান ইব্‌ন হাস্‌সান জন্ম নেন।

এ উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছিল একটি খোজা দাস যার নাম ছিল মাবূর, দুটি নকশাবিহীন কালো মোজা, একটি সাদা খচ্চর যার নাম দুলদুল। মাবূর যে খোজা ছিলেন এ ব্যাপারটি কেউই জানতনা। তিনি হযরত মারিয়া (রা)-এর ঘরে অবাধে যাতায়াত করতেন। যেমনটি মিসরে এরূপ অবাধ প্রবেশের প্রচলন ছিল। এজন্য কেউ কেউ তাদের দুজন সম্বন্ধে নানারূপ কটুক্তি করতে লাগল অথচ তারা প্রকৃত ঘটনা জানতনা। কেউ কেউ বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আলী (রা) খোজা দেখতে পেয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। সহীহ্ মুসলিমেও এ ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ আমির ইব্‌ন লু'য়ীর সদস্য সালীত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদূদ (রা)-কে ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওযা ইব্‌ন আলীর নিকট প্রেরণ করেন। আর 'আলা ইব্‌ন হাদরামী (রা)-কে ওমানের শাসক জায়ফার ইব্‌ন আল-জালান্দি আল ইয়্‌দী এবং আম্মার [১] ইব্‌ন আল-জালান্দি আল- ইয়্‌দীর নিকট প্রেরণ করেন।

যাতুস্ সালাসিল[২] যুদ্ধ

হাফিয বায়হাকী মক্কা বিজয়ের পূর্বে এ যুদ্ধটির ঘটনা উল্লেখ করেন এবং মূসা ইব্‌ন উকবা ও উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বরাতে তিনি বলেন যে, তাঁরা দুইজন বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিরিয়া এলাকায় অবস্থিত বনূ বালীও বনূ কুযা'আর বাসভূমির অন্তর্গত যাতুস সালাসিল নামক স্থানে আমর ইব্‌ন আস (রা)-কে প্রেরণ করেন। উরওয়া ইবনুয যুবায়র (রা) বলেন, 'বনূ বালী ছিল 'আস ইব্‌ন ওয়ায়েলের মাতুল বংশ। যখন আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-এর সেনাবাহিনী সেখানে পৌছল, তখন তারা দুশমনের সংখ্যা অধিক হওয়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে লোক প্রেরণ করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমদিকের মুহাজিরগণকে যুদ্ধে যাবার জন্যে ডেকে পাঠালেন। শীর্ষস্থানীয় মুহাজিরগণের একটি দল যার মধ্যে আবূ বকর এবং উমর (রা) ও ছিলেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে সাড়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)-কে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করলেন। মূসা ইব্‌ন উকবা বলেন, নতুন সৈন্যদল যখন আমর (রা)-এর কাছে আগমন করেন তখন তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের আমীর। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। মুহাজিরগণ বললেন, আপনি আপনার সাথীদের আমীর। আর আবূ উবায়দা (রা) মুহাজিরগণের আমীর। আমর (রা) বললেন, 'আপনারা আমার সাহায্যকারী। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আবূ উবায়দা (রা) ছিলেন নম্র, ভদ্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি এরূপ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে বললেন, "হে আমর ! তুমি জেনে রেখো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সর্বশেষ নির্দেশে বলেছেন, যখন তুমি তোমার সাথীর কাছে পৌছবে, তখন তোমরা মিলে মিশে থাকবে।" এখন তুমি যদি আমার কথা অমান্যও কর তবু আমি তোমার কথা মেনে চলব। এভাবে আবূ উবায়দা (রা) 'আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-এর নেতৃত্ব মেনে নিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান এর বরাতে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্‌ন আসকে প্রেরণ করেন যাতে তিনি আরবদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। প্রকাশ থাকে যে, 'আস ইব্‌ন ওয়ায়েলের মা ছিলেন বনূ বালী গোত্রের। এজন্যই আমর ইব্‌ন 'আস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উক্ত গোত্রে পাঠালেন যাতে তিনি ইসলামের স্বপক্ষে তাদের মন জয় করতে পারেন। তাই আমর (রা) বনূ জুযামের জলাশয় সালাসিলের নিকট পৌঁছলেন। এ কূয়ার নামানুসারে এ যুদ্ধের নাম যাতুস সালাসিল হয়েছে। রাবী বলেন, তিনি উক্ত জায়গায় পৌছে শত্রু সৈন্যের আধিক্যে ভীত হয়ে পড়েন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা

১. অন্য বর্ণনায় তাঁর নাম আবদ বলে উল্লিখিত হয়েছে।
২. একে যাতুস্ সুলাসিলও বলা হয়ে থাকে। — সম্পাদকদ্বয়।

করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা)-কে শীর্ষস্থানীয় মুহাজিরগণ সহ প্রেরণ করলেন। তাঁদের মধ্যে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-ও ছিলেন। বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ উবায়দা (রা)-কে বলে দিয়েছিলেন তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করোনা। এরপর আবূ উবায়দা (রা) রওয়ানা হলেন এবং যখন আমর (রা)-এর কাছে পৌঁছলেন তখন আমর (রা) বললেন, 'আপনি আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন। আবূ উবায়দা (রা) তাঁকে বললেন, 'না, বরং আমি আমার সৈন্যদল নিয়ে আছি আর আপনি আপনার সৈন্যদল নিয়ে আছেন। আবূ উবায়দা (রা) ছিলেন নরম, সরল ও ভদ্র মেযাজের। পার্থিব আধিপত্যের ব্যাপারটি ছিল তাঁর কাছে গৌণ। এরপর আমর (রা) তাঁকে বললেন, 'আপনি আমার সাহায্যকারী। আবূ উবায়দা (রা) বললেন, 'হে আমর ! নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলে দিয়েছেন, "তোমরা মতবিরোধ করবে না।" তাই আপনি আমার কথা অমান্য করলেও আমি আপনার কথা মেনে চলব। আমর তখন তাঁকে বললেন, "আমি আপনার আমীর। আর আপনি আমার সাহায্যকারী। আবূ উবায়দা (রা) বললেন, 'তাহলে আপনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।" তারপর আমর ইব্ন 'আস মুসলমানদের নামাযে ইমামতি করতে থাকেন।

ওয়াকিদী - - - - ইয়াযীদ ইব্ন রূমান হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই যখন আবূ উবায়দা (রা) 'আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর সাথে যোগ দেন তখন তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল ৫০০ তে। তাঁরা দিনরাত সফর করে বনূ বালীর এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকা অতিক্রম করেছিলেন। যখনই তাঁরা কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছতেন তখনই শুনতে পেতেন যে, শত্রু সেনারা কিছুক্ষণ আগেও এখানেই অবস্থান করছিল। তারা মুসলিম সেনাদের উপস্থিতি আঁচ করতে পেরেই পালিয়ে যেতো। এরূপে তারা বনূ বালীর এলাকার শেষ প্রান্তে উয্রা ও বালকীন অঞ্চলে পৌঁছে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। আর এ সংঘর্ষ কিছু সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। তারপর কিছুক্ষণ উভয় বাহিনী তীর বিনিময় করে। ঐদিন আমির ইব্ন রাবীয়া' অন্ধ হয়ে যায় ও তাঁর একটি হাত হারান। মুসলমানগণ কাফিরদের উপর হামলা করেন ও তাদেরকে পরাজিত করেন। শত্রুসেনারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সেখানে যা কিছু পাওয়া গেল আমর (রা) তা সবই দখল করে নেন। সেখানে মুসলিম সৈন্যরা কিছু দিন অবস্থান করেন। যখনই কোন জায়গায় শত্রু সেনা জমায়েত হয়েছে বলে খবর আসত সেখানেই তাঁরা ঝটিকা অভিযান চালাতেন ও তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতেন। তাঁরা চতুর্দিকে তাঁদের অশ্বারোহী সৈন্যদের পাঠাতেন। তারা গনীমতের পশুপাল নিয়ে আসতেন ও এগুলো যবাই করে খেতেন। এর অতিরিক্ত তারা ওখানে আর কিছু লাভ করতে পারেননি। বণ্টন করার মত কোন প্রকার গনীমত পাওয়া যায়নি।

আবূ দাঊদ (র) - - - - আমর ইব্ন 'আস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধে অত্যন্ত ঠাণ্ডা রাতে আমর স্বপ্নদোষ হয়। যদি গোসল করি তাহলে জীবন নাশের ভয় ছিল। তাই আমি তায়াম্মুম করলাম। তারপর আমার সাথীদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলাম। আমার সঙ্গীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আমর ! তুমি কি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে সালাত

আদায় করেছ ? তিনি বললেন, যে বস্তুটি আমার গোসল করার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল আমি এ সম্বন্ধে তাঁকে সংবাদ দিলাম এবং বললাম, আমি শুনেছি আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - অর্থাৎ এবং তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করবে না। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪ নিসা ঃ ২৯) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেসে দিলেন। তাঁকে আর কিছু বললেন না।

মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা - - - - আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ কায়স (রা) হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরিক্ত বলেন, "এরপর তিনি লজ্জাস্থান ধৌত করেন, সালাতের জন্যে উযূ করেন এবং উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। এ বর্ণনায় তিনি তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ করেননি। তবে আবূ দাউদের বর্ণনায় তায়াম্মুমের উল্লেখ আছে।

ওয়াকিদী - - - - আবূ বকর ইব্ন হাযাম (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পথে অত্যন্ত ঠাণ্ডা রাতে সেনাপতি আমর ইব্ন আস (রা)-এর স্বপ্নদোষ হয়। তিনি তাঁর সাথীদেরকে বললেন, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে তোমরা কী বল ? যদি আমি গোসল করি, তাহলে আমার মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তারপর তিনি পানি আনিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করলেন, উযূ করলেন এবং তায়াম্মুমও করলেন। তারপর তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন, তারপর সর্বপ্রথম আওফ ইব্ন মালিক (রা)-কে সংবাদ বাহকরূপে মদীনায় প্রেরণ করেন। আওফ (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ভোর রাতে সাক্ষাত করলাম। তিনি ঘরে সালাত আদায় করছিলেন। সালাত শেষে আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, "কে ? আওফ ইব্ন মালিক (রা) নাকি ?" আমি বললাম, "জ্বী হা"। "আমি আওফ ইব্ন মালিক ইয়া রাসূলাল্লাহ্।" তিনি বললেন, যবাইকারী আওফ ?" উত্তরে আমি বললাম, 'জ্বী হ্যাঁ। এরপর তিনি অতিরিক্ত আর কিছু বলেননি। তারপর বললেন, তারপর সংবাদ কী ? "আমি আমাদের সফরকালে যে যে ঘটনা ঘটেছিল, আবূ উবায়দা (রা) ও আমর ইব্ন 'আস (রা)-এর মধ্যে মতবিরোধ এবং আবূ ওবায়দা (রা) কর্তৃক আনুগত্য স্বীকার ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ এর প্রতি আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন ! রাবী বলেন, এরপর আমি সংবাদ দিলাম যে, আমর (রা) জানাবাত অবস্থায় লোকজনকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তাঁর কাছে পানি ছিল। তিনি শুধুমাত্র লজ্জাস্থান ধৌত করেন এবং উযূ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব থাকলেন। যখন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন। তখন তিনি তাঁকে তাঁর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, যে সত্তা আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, যদি আমি সেদিন গোসল করতাম তাহলে আমি মারা যেতাম। এ ধরনের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর আমি কোন দিন দেখিনি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - অর্থাৎ এবং তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪- নিসা ঃ ২৯)।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতে হেসে দিলেন। আর এর অতিরিক্ত কোন কিছু বলেছেন বলে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই।

ইব্‌ন ইসহাক - - - - আওফ ইব্‌ন মালিক আল আশজাঈ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইবনুল 'আস (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন সে যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। তা হচ্ছে যাতুস সালাসিলের যুদ্ধ। আমি আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এরও সঙ্গী ছিলাম। তারপর আমি এমন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আগমন করলাম যারা একটি উট যবাই করেছে; কিন্তু চামড়া পৃথক করা ও গোশত টুকরা টুকরা করা তারা জানতো না। আমি ছিলাম একজন দক্ষ কসাই। আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা কি আমাকে এক-দশমাংশ গোশত প্রদান করবে ? আমি তোমাদের মধ্যে গোশ্‌ত কেটে বণ্টন করে দেবো।' তারা বলল, 'হ্যাঁ। এরপর আমি ছুরি হাতে নিলাম এবং গোশত বানিয়ে দিলাম ও একাংশ আমি নিলাম। আমার সাথীদের কাছে এ গোশত নিয়ে আসলাম, রান্না করলাম ও আমরা সকলে মিলে তা খেলাম। আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ গোশত তুমি কোত্থেকে পেলে হে আওফ ? উত্তরে আমি তাঁদেরকে সব খুলে বললাম। দুই জনই বললেন, 'না, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি আমাদেরকে এ গোশত খেতে দিয়ে ভাল কাজ করনি। তারপর তারা পেটের ভিতর হতে গোশত বের করার জন্যে বমি করতে চেষ্টা করলেন। এ সফর থেকে যখন লোকজন ফেরত আসল তাদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি তখন তাঁর ঘরে সালাতে রত ছিলেন। সালাতান্তে আমি বললাম, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। তিনি বললেন, কে আওফ ইব্‌ন মালিক নাকি ? আমি বললাম, জ্বী হ্যাঁ, আপনার প্রতি আমার মাতাপিতা কুরবান হোন। তখন তিনি বললেন, যবাইকারী আওফ ? এরপর তিনি আর কিছু অতিরিক্ত বললেন না।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক অন্য এক একাধিক রাবী বিচ্ছিন্ন সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

বায়হাকী - - - - আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি গোশত সংগ্রহের বিষয়টি উমর (রা)-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করায় আমি তাঁকে বিস্তারিত জানালাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক নেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছ। (অর্থাৎ বিষয়টির বৈধতা সম্বন্ধে তোমার কাউকে জিজ্ঞেস করে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। এখন যা করেছ, তা বৈধ নয়।" সুতরাং তিনি আর এ গোশত খেলেন না।

হাফিয বায়হাকী - - - - আমর ইব্‌ন আস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে যাতুস সালাসিল বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেন। সেনাবাহিনীর মধ্যে আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-ও ছিলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে সেনাপতি না করে আমাকে সেনাপতি করেছেন সম্ভবত সকলের চাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার মর্যাদাই বেশী। তাই তাঁর কাছে আমি আগমন করলাম এবং তাঁর সামনে বসলাম ও বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তিটি কে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আইশা। আমি বললাম, 'আমি আপনার পরিবার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিনা। তখন তিনি বললেন, 'আইশার পিতা।' আমি বললাম, 'এরপর কে ?' তিনি বললেন, উমর। আমি বললাম, তারপর ? এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, 'এরপর মনে মনে বলতে লাগ্‌লাম, আর কোনদিন এ ধরনের প্রশ্ন করব না।'

এ হাদীছটি সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

আমর (রা) বলেন, এরপর আমি চুপ করে গেলাম, এই ভয়ে যে, আমার নাম না সর্বশেষে তিনি উল্লেখ করেন।

সাগর সৈকতে প্রেরিত আবূ উবায়দা (রা)-এর অভিযান[১]

ইমাম মালিক (র) - - - - জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাগর সৈকতের দিকে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। তাঁদের আমীর ছিলেন আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্ (রা)। সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন শ'। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা ঘর থেকে বের হলাম বটে; কিন্তু রাস্তায় এসে আমাদের পাথেয় শেষ হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর সকল সদস্য তাদের কাছে রক্ষিত খাবার সেনাপতি আবূ ওবায়দা (রা)-এর আদেশ মুতাবিক তাঁর কাছে জমা দিলেন। সেনাপতি প্রতিদিন কিছু কিছু করে সেনা সদস্যদেরকে খাবার দিতে লাগলেন। খাবার ফুরিয়ে গেলে দৈনিক মাথা পিছু শুধু মাত্র একটি খেজুর বন্টন শুরু হল। পরবর্তী রাবী জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, একটি খেজুর দিয়ে আপনাদের কীভাবে চলত ? তিনি বললেন, যখন খাবার শেষ হয়ে গেল, তখন এই একটি খেজুরও আর জুটলনা। তারপর আমরা সাগর সৈকতে গেলাম এবং আমরা পাহাড়ের ন্যায় একটি সামুদ্রিক মাছ দেখতে পেলাম।

রাবী বলেন, সেনাবাহিনী এটাকে আঠার দিন যাবত খেলেন। তারপর একদিন আবূ উবায়দা (রা) মাছটির পাঁজরের দুইটি বৃহৎ হাড় নিয়ে দাঁড় করাতে নির্দেশ দিলেন। এ দুটো হাঁড়ের নিচ দিয়ে একজন সৈনিক তাঁর সাওয়ারী নিয়ে পার হয়ে গেল, কিন্তু এ দুটো হাড়কে স্পর্শ করল না।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে তাঁদের ভাষায় জাবির (রা)-এর ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ "রাসূল (সা) আমাদেরকে তিনশ' অশ্বারোহী সহ এক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমাদের আমীর ছিলেন আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্ (রা)। আমরা কুরায়শদের একটি কাফেলার অপেক্ষায় ছিলাম। এরপর আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। খাদ্যের অভাবে আমরা গাছের পাতা খেতে বাধ্য হলাম। তাই এই সেনাবাহিনীকে খাব্‌তের যুদ্ধ বলা হয়।[২] রাবী বলেন, এক ব্যক্তি প্রথম দিন তিনটি উট যবেহ করলেন, দ্বিতীয় দিন আরো তিনটি উট যবেহ করলেন এবং তৃতীয় দিন আরো তিনটি উট যবেহ করলেন। এরপর আবূ ওবায়দা (রা) তাঁকে উট যবাই করতে নিষেধ করলেন। রাবী বলেন, 'সাগর থেকে একটি বিশাল মাছ উঠে আসল, যাকে বলা হয় আম্বর। এই মাছটি আমরা ১৫ দিন পর্যন্ত খেলাম এবং আমরা তার থেকে তেল সংগ্রহ করে শরীরে মাখলাম। ফলে আমাদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠল। এরপর পাঁজরের অস্থির ঘটনা বর্ণনা করা হয়। উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে উল্লিখিত, "আমরা কুরায়শদের একটি কাফেলার অপেক্ষায় ছিলাম' এ বাক্যটির দ্বারা বুঝা যায় যে, এ অভিযান প্রেরণের ঘটনাটি ছিল হুদায়বিয়ার পূর্বেকার ঘটনা। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত। যে ব্যক্তিটি উট যবেহ করেছিলেন তাঁর নাম ছিল কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবায়দা (রা)।

হাফিয বায়হাকীর উদ্ধৃত - - - - জাবির (রা)-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে। আমাদের পাথেয়

---

১. একে সীকুল বাহার অভিযান বলা হয়ে থাকে। –সম্পাদকদ্বয়

২. খাবত অর্থ গাছের পাতা।

ছিল কেবল এক ঝুড়ি খেজুর। এছাড়া আমাদের খাওয়ার মতো কোন কিছুই ছিলনা। তাই আবূ উবায়দা (রা) আমাদেরকে একটি একটি খেজুর দৈনিক খেতে দিতেন। আমরা ঐ একটি খেজুর চুষতে থাকতাম যেমন শিশুরা করে থাকে। তারপর আমি পানি পান করতাম। এতে আমাদের একটি দিবারাত চলে যেত। আর আমরা আমাদের লাঠি দ্বারা গাছের পাতায় পাতায় আঘাত করতাম। সেই পাতা পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখতাম। এরপর আমরা উক্ত পাতা খেতাম। রাবী বলেন, এরপর আমরা সাগরের তীরে চলে গেলাম এবং বিরাট বালির স্তুপের ন্যায় একটি প্রকাণ্ড মাছ সাগরের তীরে আমাদের জন্যে ভেসে আসল। এটার নিকট এসে দেখি এটা একটি বিরাট প্রাণী যাকে বলা হয় আম্বর। আবূ উবায়দা (রা) বললেন, এটাতো মৃত, তাই এটা খাওয়া যাবে না। এরপর তিনি বললেন, "না' বরং আমরা আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর দূত, আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় রয়েছি আর আমরা নিরুপায় অবস্থায় আছি, কাজেই তোমরা তা খেতে পার। রাবী বলেন, 'আমরা এখানে প্রায় একমাস অবস্থান করলাম। আমরা ছিলাম তিনশ' জন। আমরা মোটা তাজা হয়ে গেলাম। মাছের চোখের উপরিভাগ থেকে আমরা মটকার সাহায্যে তেল সংগ্রহ করতাম। আর প্রতিদিন একটি ষাঁড়ের পরিমাণ অংশ কেটে নেয়া হত। আবূ উবায়দা (রা) আমাদের মধ্য হতে তের জনকে মাছের চোখের উপর বসিয়ে দিলেন এবং পাঁজরের হাড়গুলো হতে একটি হাড় হাতে নিলেন ও দাঁড় করালেন। তারপর সবচেয়ে বড় সাওয়ারীটিকে তার নীচে দিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। আমরা তা থেকে কিছু অংশ রান্না করে পাথেয় হিসেবে সংগে নিলাম। যখন আমরা মদীনায় আগমন করলাম তখন রাসূল (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে তোমাদের জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তার কিছু অংশ কি তোমাদের কাছে আছে এবং আমাকে খেতে দিতে পার ? রাবী বলেন, আমরা কিছু অংশ তাঁর খিদমতে পেশ করলাম এবং তিনি তা খেলেন। ইমাম মুসলিম ও উপরের হাদীছটি জাবির আনসারী (রা)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন।

উপরোল্লিখিত অধিকাংশ হাদীছের আলোকে বুঝা যায় যে, অভিযানটি ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বেকার ঘটনা। কিন্তু ইমাম বায়হাকীর অনুকরণে তা এখানে উল্লেখ করা হল। কেননা, তিনি এ ঘটনাটি মূতা যুদ্ধের পর ও মক্কা বিজয়ের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

ইমাম বুখারী (র) মূতা যুদ্ধের পর জুহায়না গোত্রের হুরুকাত এলাকায় উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর অভিযানের বর্ণনার পরে উল্লেখ করেছেন। উসামা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে হুরুকাত এলাকার অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা ভোর বেলায় শত্রুর উপর হামলা করি ও তাদেরকে পরাজিত করি। আমিও আমার এক আনসারী ভাই দুশমনদের এক লোককে আক্রমণ করি। যখন তাকে আমরা কাবু করে ফেললাম তখন লোকটি বলে উঠল : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ। আনসারী ভাই তাকে আঘাত করা থেকে নিবৃত্ত থাকলেন; কিন্তু আমি বর্শা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করলাম। যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঘটনাটি উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, হে উসামা ! তুমি কি তাকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলার পরও হত্যা করেছ ? আমি বললাম, সে ছিল আশ্রয়গ্রহণকারী অর্থাৎ এটা ছিল তার আত্মরক্ষার একটি অজুহাত

মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাক্যটি বারবার বলছিলেন। এমন কি আমি মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলাম যে, ঐ দিনের ঘটনার আগ পর্যন্ত যদি আমি মুসলমান না হতাম তাহলে কতইনা ভাল হত। এ হাদীছটি প্রয়োজনীয় মন্তব্য ও ব্যাখ্যাসহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর ইমাম বুখারী (র) সালামা ইবনুল আকওয়া (রা)-এর বরাতে হাদীছ উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। আর যেসব জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) গমন না করে সৈন্যদল প্রেরণ করেছেন এরূপ নয়টি অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। কোন কোন সময় আবূ বকর (রা) ছিলেন আমাদের আমীর। আবার কোন কোন সময় উসামা (রা) ছিলেন আমাদের আমীর।

এরপর বায়হাকী হাবশার শাসনকর্তা নাজ্জাশীর মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ, তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে মুসলমানদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংবাদ পরিবেশন ও তাঁর জানাযার সালাত আদায়ের ঘটনা উল্লেখ করেন। আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে তিনি বলেন, যেদিন নাজ্জাশী ইনতিকাল করেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেন এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন ও চার তাকবীরসহ তার জানাযার সালাত আদায় করেন। বুখারী এবং মুসলিম আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। বুখারী ও মুসলিম জাবির (রা)-এর বরাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, আজকে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ইনতিকাল করেছেন। তোমরা আশ্হামার (নাজ্জাশীর শাসনকর্তা) জানাযার সালাতে অংশ গ্রহণ কর। এ হাদীছটি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য যে, মক্কা বিজয়ের বহু পূর্বেই নাজাশী ইনতিকাল করেছিলেন। সহীহ্ মুসলিমে একটি বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রাজা বাদশাহদের কাছে পত্র লিখেছিলেন তখন নাজ্জাশীর কাছেও একটি পত্র দিয়েছিলেন। সে নাজ্জাশী মুসলমান ছিলেন না। অবশ্য, ওয়াকিদী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, তিনি তখন মুসলমান ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

বায়হাকী - - - - উম্মে কুলসূম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উম্মে সালামা (রা)-কে বিবাহ করেন তখন উম্মে সালামা নাজ্জাশীর কাছে কিছু পরিমাণ মিশ্ক ও একজোড়া কাপড় হাদিয়া স্বরূপ পাঠান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমার ধারণা, নাজ্জাশী মৃত্যু বরণ করেছেন। এবং তাঁর কাছে প্রেরিত হাদিয়া অচিরেই ফেরত আসবে। এরপর এগুলো আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করব অথবা তোমাকে দিয়ে দেব। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা বলেছিলেন, বাস্তবে তাই ঘটল। নাজ্জাশী ইনতিকাল করেন তাই হাদিয়াও ফেরত আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর এক সহধর্মিণীকে কিছু পরিমাণ মিশ্ক দান করলেন, কাপড় জোড়াসহ বাকী সবটাও উম্মে সালামাকে দিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

বিজয়ের শ্রেষ্ঠ ঘটনা ঃ মক্কা বিজয়

অষ্টম হিজরীর রামাযান মাস

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلاًّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى *

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয় ; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ অন্যদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের জন্য কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" (৫৭- হাদীদ ঃ ১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا *

অর্থাৎ যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে। তিনি তো তাওবা কবূলকারী (১১০- নাসর ঃ ১-৫)

হুদায়বিয়ার পর অনুষ্ঠিত মহা বিজয়ের কারণ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে ইব্ন ইসহাক - - - - মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রা) হতে বর্ণনা করেন। তাঁরা দুজনেই বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল ঃ কেউ ইচ্ছা করলে সন্ধিতে মুহাম্মাদ (সা)-এর পক্ষ নিতে পারে। আবার যে কেউ ইচ্ছা করলে সন্ধিতে কুরায়শদের পক্ষ ও অবলম্বন করতে পারে। বনূ খুযা'আর লোকজন বলল, আমরা সন্ধিতে মুহাম্মাদ (সা)-এর পক্ষ অবলম্বন করছি। অন্যদিকে বনূ বকর বলল, 'আমরা সন্ধিতে কুরায়শদের পক্ষ অবলম্বন করছি। উপরোক্ত সন্ধি তারা সতের কিংবা আঠার মাস পর্যন্ত মেনে চলে। তারপর বনূ বকর মক্কার নিকটবর্তী ওয়াতীর নামক জলাশয়ের নিকট রাতের বেলায় বনু খুযা'আর উপর আক্রমণ চালায়। কুরায়শরা ভাবল যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের সম্পর্কে জানতে পারবেনা, কেননা, এটা রাতের ঘটনা তাই আমাদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সুতরাং কুরায়শরা বনূ বকরের লোকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন দিয়ে সাহায্য করল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বৈরিতাবশত তারা হত্যাকান্ডে যোগ দিল। ওয়াতীরে

বনূ খুযা'আ ও বনূ বকরের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার পর আমর ইব্ন সালিম মদীনায় রওয়ানা হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছে যাবতীয় সংবাদ জানালেন। তিনি এ সম্পর্কে কয়েকটি পংক্তি রচনা করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করে তিনি এগুলো তাঁকে আবৃত্তি করে শুনালেন ঃ

يا ربِّ إنِّي ناشدٌ مُحَمَّدًا   حِلْفَ أبيه وأبينا الأتلدا

قد كنتُمو ولدًا وكنا والدا   ثُمَّتَ أسلمنا فلم ننزع يدا

فانصرْ رسولَ الله نصرًا أبدا   وادعُ عبادَ الله يأتوا مددا

فيهم رسولُ الله قد تجردا   إن سِيم خسفًا وجهُه تربدا

في فيلقٍ كالبحر يجري مُزبدا   إنَّ قريشًا أخلفوك الموعدا

ونقضُوا ميثاقَكَ المؤكَّدا   وجَعلوا لي في كِداءٍ رَصَدا

وزعموا أن لستُ أدعو أحدًا   فهم أذلُّ وأقلُّ عددا

هم بيَّتونا بالوتير هُجَّدا   وقتلونا رُكَّعًا وَسُجَّدًا

হে আমার রব্ব ! আমি মুহাম্মাদ (সা)-কে তাঁর ও আমাদের মহা সম্মানিত পিতৃপুরুষদের ওয়াদা অংগীকার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ছিলেন আমাদের সন্তানতুল্য আর আমরা ছিলাম আপনাদের পিতৃতুল্য। আমরা এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমরা ইসলাম হতে আমাদের হাত গুটিয়েও নেইনি। সুতরাং হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমা -দেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আহ্বান করুন। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যেই আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন। কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অন্যায় দেখলে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন তিনি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ফেনিলযুক্ত প্রবহমান সাগরের ন্যায় এগিয়ে যান। হে নবী! কুরায়শরা আপনার সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছে। তোমার সাথে কৃত মযবূত ওয়াদা তারা ভঙ্গ করেছে। আমাকে হত্যা করার জন্যে তারা কাদা অঞ্চলে ওঁৎ পেতে রয়েছে এবং তারা মনে করে যে, আমি কাউকে সাহায্যের জন্যে পাব না। প্রকৃতপক্ষে তারাই অবমানিত ও সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। দুশমনেরা ওয়াতীর জলাশয়ের নিকট বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে ও আমাদেরকে রুকূ-সিজদারত অবস্থায় হত্যা করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে আমর ইব্ন সালিম ! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। এমন সময় আসমানে একখণ্ড মেঘ দেখা গেল যা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এমনকি এই মেঘখণ্ডও অবশ্যই বনূ কা'বের সাহায্য ঘোষণা করছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে যুদ্ধের তৈরীর হুকুম দেন ; কিন্তু কোথায় অভিযান পরিচালনা করবেন তা তাদের কাছে গোপন রাখেন এবং আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন যেন কুরায়শদের কাছে এ খরবটি প্রকাশ না পায় যাতে আকস্মিকভাবে তাদের জনপদে আক্রমণ করা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তাদের আক্রান্ত হবার কারণ ছিল এই যে, আসওয়াদ ইব্‌ন রিযানের মিত্র মালিক ইব্‌ন আব্বাদ নামক বনূ হাদরামীর এক ব্যক্তি ব্যবসার জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে যখন খুযা'আ গোত্রের এলাকায় পৌঁছে তখন তারা তার উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে ও তার মালপত্র হস্তগত করে নেয়। তাই বনূ বকর ও বনূ খুযা'আর এক ব্যক্তির উপর হামলা করে তাকে হত্যা করে। এরপর ইসলামের পূর্বে বনূ খুযা'আও আসওয়াদ ইব্‌ন রিযান আদ-দায়লীর পুত্রদের উপর হামলা করে। তাঁরা ছিলেন সালামা, কুলসূম ও যুওয়াইব। আর তাঁরা ছিলেন বনূ কিনানার খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁদেরকে আরাফাতের হারমের সীমানা স্তম্ভগুলোর সামনেই হত্যা করা হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, দায়লি গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করে যে, জাহেলিয়াতের যুগে আমাদের একটি রক্তপণের পরিবর্তে বনূ আসওয়াদ ইব্‌ন রিযান দুইটি রক্তপণ আদায় করত। বনূ বকর ও বনূ খুযা'আর বিরোধপূর্ণ এরূপ অবস্থায় ইসলামের আবির্ভাব হয়। যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয় তখন বনূ বকর কুরায়শদের পক্ষে যোগ দেয় এবং বনূ খুযা'আ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে যোগ দেয়।

বনূ বকরের একটি অংশ বনূ দায়ল হুদায়বিয়ার সন্ধিরকালে বনূ খুযা'আর লোকদের থেকে প্রতিশোধ নিতে মনস্থ করে। বনূ দায়লের সর্দার নওফল ইব্‌ন মু'আবিয়া আদ-দায়লী আল-ওয়াতীর জলাশয়ের নিকট বনূ খুযা'আর উপর রাতের বেলা হামলা করে তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ও অন্যদের লুটপাট করে। বনূ বকরের লোকেরা তাদের সাহায্য করে এমনকি কুরায়শরাও অস্ত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করে। কুরায়শরা রাতের বেলায় গোপনে তাদের সাথে এ আক্রমণে অংশগ্রহণ করে, এমনকি বনূ খুযা'আকে হারাম শরীফে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বনূ বকরের সর্দারকে অন্যান্য সদস্যরা বলতে লাগল আমরা হেরেমে এসে গেছি, তোমাদের সামনে তোমাদের উপাস্য, থেমে যাও। তখন তাদের সর্দার বিজয়ের জোশে একটি জঘন্য কথা বলে ফেলে, সে বলল, হে বনূ বকর, আজকের দিনে কোন উপাস্য নেই। আজ প্রতিশোধ নেবার দিন। তোমরা হারমে চুরি করতে পার আর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না ? শেষ পর্যন্ত বনূ খুযা'আ মক্কায় অবস্থিত বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকার ঘরে ও তাদের আযাদকৃত গোলাম রাফি'র ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আখযার ইব্‌ন লা'ত আদ-দায়লী কবিতার ছন্দে বলেন ঃ "কুরায়শের দূরবর্তী লোকেরা কি সংবাদ পায়নি যে, আমরা বনূ কা'বকে বর্শাফলকের উপরিভাগের আঘাতে আঘাতে কুয়ার স্থান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি এবং গোলাম রাফি' এর ঘরে তাদেরকে অবরুদ্ধ করেছি ? আর কিছুক্ষণের জন্যে নেতা বুদায়লের ঘরেও তাদেরকে অবরোধ করা হয়েছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে বর্শা পতিত হওয়ার স্থানে হত্যা করে আমাদের মনের ঝাল মিটিয়েছি। তাদের অবশিষ্টদেরকে অত্যাচারী ও নিতান্তহীন ব্যক্তির ঘরে আমরা অবরোধ করে রেখেছি। তাদের অবরোধ দীর্ঘায়িত হল তখন আমরা ধ্বনি দিতে লাগলাম যাতে প্রতিটি গোত্র থেকে বহু সংখ্যক লোক তাদের শোচনীয় অবস্থা দেখার জন্যে জমায়েত হতে পারে। আমরা তাদেরকে তলোয়ার দিয়ে যবাই করেছিলাম যেমন সিংহকূল বকরীগুলোকে তাদের নখর দিয়ে খন্ডবিখন্ড করে ফেলে। তারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে, তাদের কর্মকান্ডে তারা সীমালংঘন করেছে। আর হারমের পাথর ফলকগুলোর সম্মুখে ছিল তাদের প্রথম ঘাতক ব্যক্তিটি।

যখন তাদেরকে তাড়ানো হয়েছিল বনূ কা'বের লোকেরা ভয়ে এমনভাবে ছুটাছুটি করেছিল যেমন কেউ উটপাখির ছানাদের তাড়াচ্ছিল।

রাবী বলেন, আখযারের উত্তরে বুদায়ল ইব্‌ন আবদে মানাত ইব্‌ন ছালামা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল আজব যাকে বুদায়ল ইব্‌ন উম্মে আস্‌রামও বলা হয়। কবিতায় বলেনঃ

"একটি সম্প্রদায় সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছে এজন্য তারা গর্ব করছে। তাদের জন্যে কোন সর্দারকে আমরা অবশিষ্ট রাখিনি যে (যুদ্ধজয়ী হয়ে) গনীমত বিতরণ করবে। তুমি কি পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের ভয়ে তাদেরকে ঘৃণা করে, ভয়ে ভয়ে নিরাশ হয়ে ওয়াতীর অতিক্রম কর? আমরা প্রতিদিনই কারো না কারো রক্তপণ শোধ করে থাকি। অথচ আমাদেরকে কোন রক্তপণ দেওয়া হয়না। (কেননা, আমাদের কেউ নিহত হয় না, ফলে রক্তপণ পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।) আমরা আমাদের তলোয়ার সহকারে সকালে তোমাদের এলাকায় পৌঁছেছি। আমাদের তলোয়ার ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরোয়া করে না। এবং আশে পাশের গোত্রগুলোকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। গামীমের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের একজন পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমাদের এক বীর অশ্বারোহীর মাধ্যমে আমরা তার দফা-রফা করেছি। আল্লাহ্‌র ঘরের কসম, তোমরা যুদ্ধ শুরু করোনি, তা সত্য নয়। তোমরা মিথ্যা বলেছ। তোমরা যদি কাউকে হত্যা করে থাক, তবে আমরাও তোমাদেরকে কঠিন বিপর্যয়ে ফেলার ব্যবস্থা করছি।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ খুযা'আর কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করলেন এবং তাদের কত লোক নিহত হয়েছে ও তাদের বিরুদ্ধে বনূ বকরের কুরায়শদের সাহায্য করার ব্যাপারটি সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিস্তারিত জানালেন। এরপর তারা মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। রাস্তায় উছফান নামক স্থানে আবূ সুফিয়ান (রা)-এর সাথে তাদের মুলাকাত হয়। সন্ধি নবায়ন ও সন্ধির সময় বৃদ্ধি করার জন্যে কুরায়শরা তাঁকে মদীনা প্রেরণ করেছিল। আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, হে বুদায়ল! তুমি কোথা থেকে আগমন করলে? আর তিনি ধারণা করলেন যে, বুদায়ল সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে গিয়েছিলেন। বুদায়ল বললেন, 'বনূ খুযা'আর এলাকা পর্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম। রাবী বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা) বুদায়ল ও তাঁর সাথীদের উটের মাল পরীক্ষা করে বললেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ, বুদায়ল ও তাঁর সাথীরা মদীনায় মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট গিয়েছিল। এরপর আবূ সুফিয়ান (রা) মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং নিজের কন্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। যখন তিনি বিছানায় বসতে চান তখন উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা (রা) বিছানা গুটিয়ে ফেলেন। তিনি বলেন, হে আমার কন্যা! আমি কি এ বিছানার উপযুক্ত নই? না এ বিছানা আমার উপযুক্ত নয় বলে তুমি মনে করছ? তিনি বলেন, এটা আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানা। আর তুমি মুশরিক ও নাপাক। তাই আমি চাই না যে, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিছানায় বস। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, হে আমার কন্যা! আল্লাহ্‌র শপথ, আমি চলে যাবার পর তোমার অমঙ্গল হবে। একথা বলে তিনি উম্মে হাবীবা (রা)-এর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘরে গেলেন ও কথা বললেন। যাতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আবূ সুফিয়ান

(রা)-এর পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সুপারিশ করেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমি একাজ করতে পারবনা।' এরপর তিনি উমর (রা)-এর কাছে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তার জন্যে সুপারিশ করার অনুরোধ করলেন। ওমর (রা) বললেন, আমি তোমার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সুপারিশ করব ? এটা হতেই পারে না। আমিত কোন অবস্থায়ই তোমাদের সাথে যুদ্ধ বাদ দিতে রাজী নই। এরপর তিনি আলী (রা) ইব্ন আবূ তালিবের ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর কাছে ফাতিমা বিনত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও উপস্থিত ছিলেন। আর বালক হাসান (রা) তাদের সামনে খেলা করছিলেন। তিনি বললেন, হে আলী ! তুমিত আমাদের লোকজনের প্রতি খুবই সদয় এবং তাদের কাছে বংশের দিক দিয়ে আমার চাইতেও ঘনিষ্টতর আমি একটি দরকারী কাজে এসেছিলাম। আমি কি অকৃতকার্য হয়ে চলে যাব ? তুমি আমার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটু সুপারিশ করবে ? তিনি বললেন, হে আবূ সুফিয়ান ! আল্লাহ্র শপথ, তুমি জেনে রেখো, আমাদের মধ্যে কারো শক্তি নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলে। এরপর আবূ সুফিয়ান (রা) ফাতিমা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদের কন্যা ! তুমি কি তোমার এ ছেলেকে অনুমতি দিতে পার যে, সে জনগণকে নিরাপত্তা দেবে, এরপর সে শেষযুগ পর্যন্ত আরবের সর্দার হিসেবে পরিগণিত হবে ? তিনি বললেন, প্রথমত আমার ছেলের এত বয়স হয়নি যে, সে জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করবে। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মতের বিরুদ্ধে কেউ জনগণকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে এগিয়ে আসবে না। তারপর আবূ সুফিয়ান (রা) আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল হাসান ! আমি দেখছি যে, ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। তুমি আমাকে উপদেশ দাও আমি এখন কি করতে পারি ? তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, আমিও জানি না কি করলে তোমার এ মিশন কৃতকার্য হবে ? তবে আমার মনে হয়, একটি কাজ করা যায়, তাতে তোমার কতদূর উপকার হবে তাও আমার জানা নেই। তুমিত বনূ কিনানার সর্দার, তুমি দাঁড়িয়ে যাবে ও জনগণকে নিরাপত্তা দেয়ার ঘোষণা দেবে। তারপর নিজের দেশে চলে যাবে। তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর যে এতে কোন উপকার হবে ? আলী (রা) বললেন, 'না আল্লাহ্র শপথ, এটাতে কোন উপকার আমি দেখছিনা তবে এটা ছাড়া অন্য কোন পথও তোমার জন্যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আবূ সুফিয়ান মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং দাঁড়িয়ে বললেন, "হে জনগণ ! আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তার ঘোষণা দিচ্ছি।" তারপর তিনি তাঁর উটে সওয়ার হয়ে চলে যান। যখন তিনি কুরায়শদের কাছে গমন করলেন, তখন তারা বললেন, "কী হল ?" তিনি বললেন, মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁর সাথে কথা বললাম, আল্লাহ্র শপথ, তিনি কিছুই বললেন না। তারপর ইব্ন আবূ কুহাফা (রা)-এর কাছে গেলাম। আল্লাহ্র শপথ, তাঁর মধ্যেও কোন মঙ্গলের লক্ষণ দেখতে পেলাম না। এরপর উমরের কাছে গেলাম। তাকে দুশমনদের মধ্যে সেরা দুশমনরূপে পেলাম। এরপর আলী এর কাছে গেলাম। তাকে কিছুটা নরম দেখা গেল। আলী একটি কাজের পরামর্শ দিলেন। আর সে কাজটি আমি করেও এসেছি। আল্লাহ্র শপথ, আমি জানি না, এতে আমাদের কোন কাজ হবে কিনা ? তারা বলল, সে কাজটা কী ? তিনি বললেন, আলী বললেন, আমি যেন জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা ঘোষণা করি। আর আমি তা করে এসেছি। তারা বলল, মুহাম্মাদ কি তোমাকে এ কাজটি করার জন্যে অনুমতি দিয়েছিলেন ? তিনি বললেন, 'না'। তারা বলল, তোমার জন্যে আফ্সোস, আলী তোমার

সাথে উপহাস করার জন্যেই এ পরামর্শ দিয়েছেন। তুমি যা বলেছ এতে আমাদের কোনই উপকার হবে না। তিনি বললেন, 'না' তবে এ ছাড়া আমার কিছু করণীয়ও ছিল না।

সুহায়লী এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। এ হাদীছে উল্লিখিত ফাতিমা (রা)-এর উক্তিটি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। যাতে ফাতিমা (রা) বলেছিলেন, কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ঘোষণা করবে না, অথচ হাদীছে রয়েছে ঃ وَيُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَدْنَاهُمْ অর্থাৎ মুসলমানদের একজন সাধারণ লোকও নিরাপত্তা ঘোষণা করতে পারে। তিনি বলেন, এদুই হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় এভাবে যে, শেষোক্ত হাদীছে ব্যক্তি বিশেষ কিংবা কয়েকজনকে নিরাপত্তা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর ফাতিমা (রা)-এর হাদীছে ইমামের যুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে বৃহত্তর জনতাকে নিরাপত্তা দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কারোর জন্যে নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার নেই। সাহনূন ও ইবনুল মাজিশুন বলেন, 'স্ত্রীলোকের নিরাপত্তা প্রদান ইমামের অনুমতির উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে হানীকে বলেছিলেন ঃ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِىْ "হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।" রাবী বলেন, উপরোক্ত হাদীছটি আমর ইব্ন 'আস (রা) এবং খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।

আবূ হানীফা (র) বলেন, কোন গোলাম নিরাপত্তা প্রদানের অধিকার রাখে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ঃ وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَدْنَاهُمْ অর্থাৎ "তাদের মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিও নিরাপত্তা দিতে পারে।" এর মধ্যে গোলাম এবং মহিলাও অন্তর্ভুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

বায়হাকী - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনূ কা'ব (আমর ইব্ন সালিম বিরচিত কবিতা আবৃত্তি করে) বলে ঃ "হে আল্লাহ্ ! আমি মুহাম্মাদ (সা)-কে তাঁর ও আমাদের মহাসম্মানিত পিতৃপুরুষদের ওয়াদা অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হে রাসূল ! আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন ! আল্লাহ্ আপনাকে তওফীক দিন এবং আমাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে আপনি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আহ্বান করুন।

মক্কা বিজয়ের বর্ণনায় মূসা ইব্ন উকবা বলেন ঃ এরপর বনূ আদ-দায়ল-এর অংশ বনূ নুফাসাহ বনূ কা'ব-এর উপর লুটপাট চালায়। তাদের এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরায়শদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সন্ধির সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। বনূ কা'ব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্ধিবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে বনূ নুফাসাহ ছিল কুরায়শদের সাথে সম্পৃক্ত। তাই কুরায়শদের মিত্র বনূ বকর বনূ নূফাসাহ্কে সাহায্য করে। আবার তাদেরকে কুরায়শরাও অস্ত্র শস্ত্র এবং গোলাম দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু বনূ মুদলিজ তাদের থেকে পৃথক থাকে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সম্পাদিত সন্ধি মেনে চলে। বনূ আদ-দায়লের দুইজন সর্দার সালামা ইবনুল আসওদ ও কুলদূয ইবনুল আসওদ আর তাদের সাহায্যকারী সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া, শায়বা ইব্ন উসমান এবং সুহায়ল ইব্ন আমর, তারা সকলে মিলে বনূ আমরের সাধারণ জনতার উপর লুটতরাজ চালায়। তাদের

মহিলা, ছেলেমেয়ে ও দুর্বল পুরুষদের কিছু সংখ্যককে তারা হত্যা করে এবং অবশিষ্টদেরকে মক্কায় অবস্থিত বুদায়ল ইব্ন ওরাকা-এর ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। তাই বনূ কা'বের একটি কাফেলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে এবং কুরায়শরা তাদের বিরুদ্ধে দুশমনকে যে সাহায্য করেছে এসব সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে বলেন, তোমরা ফিরে যাও এবং বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। অন্যদিকে আবূ সুফিয়ান (রা) পূর্বোক্ত ঘটনার কারণে মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আগমন করে এবং বলে, হে মুহাম্মাদ ! মেয়াদের পরেও সন্ধি নবায়ন করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এজন্যে কি তুমি এসেছ ? তোমাদের মধ্যে কি কেউ সন্ধি ভঙ্গ করেছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ রক্ষা করুন ! আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধি মেনে চলছি। আমরা তা পরিবর্তন করব না। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘর থেকে বের হলেন ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘরে গেলেন এবং বললেন, সন্ধিটি নবায়ন এবং তার সময় বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর। আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তাই আমার নিরাপত্তা। আল্লাহ্র শপথ, আমি যদি একটি পিঁপড়াকেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখি, তাহলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করব। এরপর তিনি বের হয়ে গেলেন এবং উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে কথা বললেন। তিনি জবাব দিলেন, আমাদের সন্ধি যদি নতুনও হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে পুরনো করে দিন। আর যদি কোনটা মযবূত হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা ছিন্ন করে দিন। আবার যদি কোনটা কর্তিত হয়ে থাকে তাহলে তিনি এটাকে যেন আর কখনও সংযুক্ত না করেন। আবূ সুফিয়ান তাঁকে বললেন, আত্মীয়তার বন্ধনের তুমি কোন মূল্যই দিলে না ! তারপর তিনি উছমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন। উছমান (রা) বললেন, 'আমার নিরাপত্তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিরাপত্তার মধ্যেই নিহিত।' তারপর তিনি মুসলিম কুরায়শদের গণ্যমান্য লোকদের সাথে সাক্ষাত করলেন ও তাঁদের সাথে কথা বললেন। তাঁদের সকলে জবাব দিলেন আমাদের সন্ধি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্ধির সাথে সম্পৃক্ত। যখন তিনি তাঁদের থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন ফাতিমা বিনত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন ও তাঁর সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি একজন মহিলা। আর এটা হচ্ছে একান্তই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপার। তখন তিনি ফাতিমা (রা)-কে বললেন, তোমার একটি ছেলেকে এরূপ হুকুম কর! তিনি বললেন, "তারা একান্তই ছেলে মানুষ। তাদের মত অল্পবয়স্করা কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।" তিনি বললেন, তাহলে আমাকে আলী (রা)-এর সাথে কথা বলার সুযোগ করে দাও। তিনি বললেন, যান আপনি নিজে তাঁর সাথে কথা বলুন। তিনি আলী (রা)-এর সাথে কথা বললেন। আলী (রা) বললেন, হে আবূ সুফিয়ান ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে কেউই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুকাবিলায় নিরাপত্তা নিয়ে গোপনে কথা বলবেন না। আর আপনি কুরায়শদের সর্দার, তাদের মধ্যে সবচাইতে প্রবীণ ও প্রতাপশালী। আপনি আপনার সমাজকে নিরাপত্তা দিন। তিনি বললেন, তুমি ঠিক বলেছ, আমি এরকমই একজন সর্দার। এরপর তিনি বের হয়ে গেলেন এবং চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, শুনে রাখুন, আমি জনগণকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। আল্লাহ্র শপথ! আমি ধারণা করি না যে, কেউ আমার এ নিরাপত্তার অংগীকার ভংগ করবে।" তারপর আবূ সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, "হে মুহাম্মাদ !

আমি জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি। আল্লাহ্র শপথ, আমি ধারণা করিনা যে, কেউ আমার এ নিরাপত্তার অংগীকার ভঙ্গ করবে এবং আমার নিরাপত্তাকে কেউ প্রত্যাখ্যান করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে আবূ হান্যালা ! এটা শুধু তুমিই বল্ছ।" তখন আবূ সুফিয়ান (রা) এ কথার উপর বের হয়ে গেলেন। ইতিহাসবিদগণ বলেন, (আল্লাহ্ অধিক পরিজ্ঞাত) যখন আবূ সুফিয়ান (রা) চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্ ! তাদের শোনার ও দেখার শক্তি রহিত করে দিন। তারা যেন আমাদেরকে আকস্মিকভাবে দেখে ও অতর্কিতে আমাদের কথা শোনে। এদিকে আবূ সুফিয়ান (রা) মক্কায় ফিরে গেলেন। কুরায়শরা প্রশ্ন করল, খবর কী ? মুহাম্মাদ (সা) হতে কি কোন চুক্তিনামা বা অঙ্গীকার নিয়ে আসতে পারলেন ? তিনি বললেন, 'না', আল্লাহ্র শপথ, তিনি তাতে স্বীকৃত হননি। এরপর আমি তাঁর সাহাবীদের সাথে পরপর কথা বলেছি। আমি এরূপ কোন সম্প্রদায় আর দেখিনি যারা তাদের শাসনকর্তার প্রতি এদের চাইতে বেশি অনুগত। শুধূমাত্র আলী (রা) আমাকে বলেছেন, 'তুমি তোমার লোকজনের কাছে নিরাপত্তা চাও ! তুমি তোমার সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা কেন দিতে যাবে ? তুমি কুরায়শদের সর্দার, তুমি তাদের সকলের চাইতে প্রবীণ এবং তুমি সকলের চেয়ে বেশী হকদার যে, তোমার নিরাপত্তা অঙ্গীকার কেউই ভঙ্গ করবে না।' আবূ সুফিয়ান বলেন, আমি নিরাপত্তার ঘোষণা দিলাম এবং পরে আমি মুহাম্মাদের কাছে গেলাম। আর আমি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম যে, আমি জনগণকে নিরাপত্তা দান করেছি এবং এও বললাম, 'আমার মনে হয় না, কেউ আমার নিরাপত্তা ভঙ্গ করবে।' তিনি বললেন, "হে আবূ হান্যালা ! তুমিই শুধু এটা বলছ।" তারা তখন আবূ সুফিয়ানের প্রতিউত্তরে বলল, 'তার সম্মতি ছাড়াই আপনি নিজে নিজে সম্মত হয়ে এসেছেন। আর আপনি এমন বস্তু নিয়ে এসেছেন যার মধ্যে আমাদের বা আপনার কোন উপকার নেই। আলী (রা) আপনার সাথে উপহাস করেছেন। আল্লাহ্র শপথ! আপনার নিরাপত্তার ঘোষণা বৈধ নয়। আর এ নিরাপত্তা ঘোষণার বর-খেলাপ করা তাদের জন্যে খুবই সহজ। এরপর আবূ সুফিয়ান তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্ তোমার চেহারা কুৎসিত করুন। তুমি কোন মঙ্গলই নিয়ে আসতে পারনি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি মেঘখণ্ড দেখে বলেছিলেন, "এ মেঘ খণ্ডটিও বনূ কা'বের সাহায্যে বর্ষিত হবে।" আবূ সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে বের হয়ে আসার পর যতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা আল্লাহ্র মঞ্জুর ছিল ততদিন পর্যন্ত তিনি অপেক্ষায় রইলেন। এরপর তিনি তৈরী হতে লাগলেন। আইশা (রা)-কে তৈরী হতে নির্দেশ দিলেন। আর তা গোপন রাখতেও বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের দিকে বের হয়ে গেলেন অথবা কোন প্রয়োজনে কোথায়ও গেলেন। আবূ বকর (রা) আইশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দেখতে পেলেন আইশা (রা) গম পরিষ্কার করছেন। তিনি তাঁকে বললেন, "হে আমার কন্যা ! এ খাবার কেন তৈরী করছ ?" তিনি চুপ করে রইলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কোন যুদ্ধে যেতে মনস্থ করেছেন ? তিনি নিরুত্তর রইলেন। আবূ বকর (রা) আবারো বললেন, 'তিনি কি বনুল আস্ফার অর্থাৎ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবেন ? তিনি চুপ করে রইলেন। তিনি আবার বললেন, হয়ত নজদবাসীদের উদ্দেশ্যে অভিযানে যাবেন ? আইশা (রা) এবারও চুপ করে রইলেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবত কুরায়শদের বিরুদ্ধে তিনি এবার যুদ্ধ করবেন ? আইশা সিদ্দীকা (রা) এবারও

চুপ করে রইলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি কোথায়ও যুদ্ধে যাচ্ছেন ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। এরপর তিনি বললেন, আপনি হয়ত বনুল আস্ফারের দিকে অভিযান পরিচালনা করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, 'না'। তিনি বললেন, "তাহলে কি নজদবাসীদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন ?" তিনি বললেন, "না।" এরপর তিনি বললেন, "সম্ভবত কুরায়শদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ করবেন ?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হ্যাঁ।" আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার মধ্যে ও তাদের মধ্যে একটি সন্ধি রয়েছে না ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি কি জাননা, তারা বনূ কা'বের সাথে কী আচরণ করেছে ? রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাধারণ্যে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। হাতিব ইব্ন আবূ বাল্তা'আ (রা) কুরায়শদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখেন; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করে দিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ---- আইশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, তিনি গম চাল্ছেন। তিনি বললেন, এটা কী ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি তোমাকে প্রস্তুতির হুকুম দিয়েছেন ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' আবূ বকর (রা) বললেন, 'কোথায় ?' আইশা (রা) বললেন, "তিনি আমার কাছে জায়গার নাম বলেননি, শুধু আমাকে তৈরী হতে বলেছেন।"

ইবন ইসহাক বলেন, "এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনগণকে অবহিত করলেন যে, তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। তাই তিনি তাদেরকে তৈরী হতে বললেন। তিনি আরো বললেন, হে আল্লাহ্ ! কুরায়শ থেকে খবরটি গোপন রাখ যাতে আমরা তাদের শহরে পৌঁছে তাদেরকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করতে পারি। তারপর লোকজন তৈরী হল। জনগণকে উৎসাহিত করার জন্যে বনূ খুযাআর উপর আপতিত মুসীবতের বর্ণনায় হাস্সান ইব্ন ছাবিত বলেন ঃ

আমার উটের লাগাম আমার হাতে, আমি তৈরী কিন্তু আমি এখনও মক্কার বাতহায় পৌঁছতে পারিনি। সেখানে বনূ কা'বের লোকদের গলা কাটা হয়েছে এমন লোকদের দ্বারা যারা প্রকাশ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে তলোয়ার কোষমুক্ত করেনি। এতবেশী লোক তারা হত্যা করেছে যাদেরকে যথারীতি কাপড় দিয়ে উত্তমরূপে কাফন দেয়া সম্ভব হয়নি। আফসোস, যদি আমি জানতে পারতাম যখন আমার সাহায্য সুহায়ল ইব্ন আমরের বিরুদ্ধে পৌঁছবে। কেননা, সে যুদ্ধকে ভড়কে দিয়েছিল এবং যুদ্ধের ঘাঁটিকে উত্তপ্ত করেছিল। আমার সাহায্য কি কাপুরুষ সাফওয়ানের বিরুদ্ধে পৌঁছবে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এখনই যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের জন্যে তৈরী হওয়ার সময়। হে উম্মে মুজালিদের পুত্র (ইকরামা ইব্ন আবূ জাহ্ল) ! আমাদের হাত থেকে তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করোনা যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করবে। চেঁচামেচি করে লাভ হবে না। আমাদের তলোয়ারগুলো যুদ্ধের প্রারম্ভেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে প্রস্তুত।

হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আর ঘটনা

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) প্রমুখ আলিমগণ থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযানে যেতে মনস্থ করলেন তখন হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ (রা) কুরায়শদের কাছে একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযানে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারপর তা' তিনি একজন মহিলার কাছে সমর্পণ করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর বলেন, এ মহিলাটি মুযায়না গোত্রের। অন্যান্যরা মনে করেন যে, মহিলাটির নাম সারা। যে ছিল বনূ আবদুল মুত্তালিবের কারোর দাসী। কুরায়শদের কাছে এ পত্রটি পৌঁছিয়ে দেয়ার বিনিময়ে তিনি তাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেন। সে পত্রটি তার মাথার চুলে রেখেছিল এবং চুল দিয়ে তার সাথে বেণী বেঁধেছিল। হাতিব (রা)-এর এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসমান থেকে খবর আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে প্রেরণ করেন এবং বলেন, তোমরা দুজনে একজন মহিলাকে পাবে যার দ্বারা হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতাআ (রা) কুরায়শদেরকে একটি পত্র লিখেছে। তাদের প্রতি আক্রমণ করার জন্যে আমরা যে মনস্থ করেছি এ সম্বন্ধে সে এ পত্রে তাদেরকে হুঁশিয়ার করেছে। তাঁরা দুজন বের হয়ে গেলেন এবং সে মহিলাকে তাঁরা বনূ আবূ আহমদের হুলাইফায় (তৃণভূমিতে) পেলেন। তাঁরা দুজন তাকে অবতরণ করতে অনুরোধ করলেন এবং তার বাহনের হাওদায় তল্লাশী চালালেন; কিন্তু তাতে কোন কিছু পেলেন না। আলী (রা) তাকে বললেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিথ্যা বলেননি। আর আমরাও মিথ্যা বলছিনা। তুমি আমাদের কাছে এ পত্রটি সমর্পণ কর নচেৎ আমরা তোমার কাপড় খুলে তল্লাশী চালাব। যখন মহিলাটি তাদের দৃঢ় প্রত্যয় দেখতে পেল, তখন বলল, আপনি অন্য দিকে মুখ ফিরান। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। তখন মহিলাটি তার মাথার খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আলী (রা) ও যুবায়র (রা) এ পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পেশ করলেন। তিনি হাতিব (রা)-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "হে হাতিব ! একাজ করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করল ? তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। আমি আমার বিশ্বাস ও ধর্ম পরিবর্তন করিনি; কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তি যার মক্কাবাসীদের কাছে কোন গোত্রগোষ্ঠী নেই এবং আপন জন বলতেও কেউ নেই। কিন্তু তাদের মাঝে আমার স্ত্রী পুত্ররা রয়ে গেছে। তাই আমি তাদের একটু ইহ্‌সান করতে ইচ্ছে করেছিলাম যাতে তারা পরিবারবর্গের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ মুনাফিককে হত্যা করার জন্যে আমাকে অনুমতি দিন ! কেননা, এতো মুনাফিকী করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে উমর (রা) ! তুমি কি জাননা বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তা'আলা

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের উপর সদয় হয়ে বলেছিলেন। তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার। আমি তোমাদের মার্জনা করে দিয়েছি ?"

হাতিব (রা) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ *

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছ এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর। (৬০- মুমতাহিনা ১-৬)

ইবন ইসহাক (র) উপরোক্ত ঘটনাটি মুরসালরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুহায়লী উল্লেখ করেন যে, হাতিব (রা) তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের দিকে রওয়ানা হয়েছেন। প্লাবনের গতিতে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। আল্লাহ্র শপথ করে আমি বলছি, তিনি যদি একাই এ অভিযান পরিচালনা করেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কেননা, তাঁর ওয়াদা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। রাবী বলেন, ইবনে সালামের তাফসীরে আছে যে, হাতিব (রা) লিখেছিলেন যে, মুহাম্মাদ (সা) ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছেন, জানি না তোমাদের দিকে, না কি অন্য কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছেন ? তবে তোমাদের উচিত সাবধানতা অবলম্বন করা।

ইমাম বুখারী (র) - - - - আলী (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে যুবায়র (রা) ও মিকদাদ (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং বললেন, "তোমরা চলতে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা রওযায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছ। ঐখানে তোমরা একজন আরোহিণীকে পাবে, তার সাথে একটি পত্র রয়েছে। তার থেকে পত্রটি উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।" আলী (রা) বলেন, আমরা এরপর চলতে লাগলাম। আমাদেরকে নিয়ে আমাদের সওয়ারী খুব দ্রুত চলতে লাগল যতক্ষণ না আমরা রওযায়ে খাখে পৌঁছি। সেখানে পৌঁছে আমরা একজন আরোহিণীকে পেলাম। তখন আমরা তাকে বললাম, পত্রটি বের করে দাও ! সে বলল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা তাকে বললাম, পত্র বের করে দেবে নচেৎ আমরা তোমার কাপড় খুলে তল্লাশী করতে বাধ্য হবো। রাবী বলেন, এরপর সে চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। পত্রটি নিয়ে এসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সমর্পণ করলাম। পত্রে লিখা ছিল, হাতিব ইব্ন আবূ বালতাআ হতে মক্কার মুশরিক জনগণের প্রতি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু কর্মকান্ড সম্বন্ধে সে মুশরিকদেরকে খবর দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিবকে (রা) বললেন, হে হাতিব (রা) ! এটা কী ? তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল ! দয়া করে আমার সম্বন্ধে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরায়শদের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি তাদের মিত্র ছিলাম। কিন্তু

আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আপনার সাথে যেসব মুহাজির আছেন তাদের নিকট আত্মীয় রয়েছে যারা তাদের পরিবার ও মালপত্র রক্ষা করতে পারে। আমার এ ধরনের বংশগত কোন সম্পর্ক না থাকার দরুন আমি চেয়েছিলাম তাদের আমি কিছু উপকার করব, যাতে করে তারা আমার পরিবার-পরিজনকে হিফাযত করে। আর আমি এটা ধর্মান্তরিত হয়ে বা ইসলামের পর পুনরায় কুফুরীকে পসন্দ করেও করিনি।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ ব্যক্তি তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। উমর (রা) বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ মুনাফিককে হত্যা করার অনুমতি দিন ! "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে আর আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্বন্ধে বলেছেন, "তোমরা যা ইচ্ছে কর, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ...... فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلَ *

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্তে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে, সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে।" (৬০- মুমতাহিনা ঃ ১-৮)

উপরোক্ত হাদীছটি ইব্ন মাজা ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, "এ হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

ইমাম আহমদ (রা) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'হাতিব ইব্ন আবূ বালতাআ (রা) মক্কাবাসীদের কাছে একটি পত্র লিখে তাদেরকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটির কথা বলে দিলেন যার সাথে পত্রটি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটির কাছে লোক প্রেরণ করেন যে, তার মাথা থেকে পত্রটি উদ্ধার করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে ডেকে আনেন ও জিজ্ঞেস করেন। হে হাতিব ! তুমি কিএটা করেছ ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি আরো বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্যে কিংবা প্রতারণা করার জন্যে এটা করিনি। আমি জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবশ্যই বিজয় দান করবেন এবং তাঁর মিশনকে পূর্ণ করবেন। তবে আমি মুশরিকদের মধ্যে অবস্থানকারী একজন অসহায় ব্যক্তি ছিলাম। আমার মা এখনো তাদের মধ্যে রয়েছেন। এজন্যই আমি চেয়েছিলাম তাদের একটি উপকার করতে। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, আমি কি

একে হত্যা করতে পারি ? "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তুমি কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজনকে হত্যা করতে চাও ? তুমি কি জান, আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্বন্ধে কী বলেছেন ? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা যা ইচ্ছে কর।"

উপরোক্ত সনদে ইমাম আহমদ (র) একমাত্র বর্ণনাকারী। সনদটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী। হাম্‌দ শুধু আল্লাহ্‌র জন্যে।

মক্কা অভিযানের তারিখ ও সফরে রোযা ভাঙ্গা

ইব্‌ন ইসহাক - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে বের হলেন এবং মদীনার আবূ রুহম কুলসূম ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন খাল্‌ফ আল-গিফারী (রা)-কে প্রতিনিধি রেখে গেলেন। রমযান মাসের ১০ তারিখে তিনি রওয়ানা হলেন। তিনি রোযা রাখেন এবং সাহাবীগণও তাঁর সাথে রোযা রাখেন। এরপর তিনি উছফান ও আমাজ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী জায়গা কাদীদে পৌঁছে তিনি রোযা ভঙ্গ করলেন ও সামনে অগ্রসর হলেন। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি মাররুয যাহরান পৌঁছেন। উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বার হাজার সৈন্য ছিল। ইমাম যুহরী ও মূসা ইব্‌ন উকবা অনুরূপ বলেছেন। সুলায়ম গোত্রের সৈন্য সংখ্যা ছিল সাত শ'। মতান্তরে এক হাজার। মুযায়না গোত্রের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রতিটি গোত্রের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই যুদ্ধে যোগদান করেন। আর মুহাজির ও আনসারদের সকলেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ অনুপস্থিত ছিলেন না। ইমাম বুখারী (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

বায়হাকী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের অভিযান করেছিলেন। রাবী বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (র) বলেছেন, আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি শা'বান মাসের শেষের দিকে মদীনা ত্যাগ করেন ও রামাদান মাসে মক্কায় পৌঁছেন নাকি রমযান মাস আসার পর ঐ মাসেই মক্কায় পৌঁছেন। তবে আমাকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযা রেখেছিলেন এবং কুদায়দ ও উছফানের মধ্যবর্তী কাদীদ জলাশয়ের নিকট পৌঁছার পর তিনি রোযা ভঙ্গ করেন। আর মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন রোযা রাখেননি।

ইমাম বুখারী (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি শা'বান ও রমযান মাসের মধ্যে সন্দেহের উল্লেখ করেননি।

ইমাম বুখারী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে সফর করেন। তিনি রোযা রাখেন। উছফান নামক স্থানে পৌঁছে তিনি পানি চাইলেন এবং লোকজনকে দেখাবার উদ্দেশ্যে সকলের সামনে দিনের বেলায় পানি পান করলেন। মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা রাখেননি।" রাবী বলেন, 'ইবন আব্বাস (রা) বলতেন,

'রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফরে রোযা রাখতেন। আবার কোন কোন সময় রোযা ভেঙ্গেও ফেলতেন। যার ইচ্ছে রোযা রাখবে, আর যার ইচ্ছে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে।'

ইউনুস (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিজয়ের সফরে বের হলেন এবং আবূ রুহম কুলসূম ইব্ন আল-হুসায়ন আল-গিফারী (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। রমযানের ১০ তারিখে তিনি রওয়ানা হন। তিনি রোযা রাখেন। আর তাঁর সাথে লোকজনও রোযা রাখেন। উছফান ও আমাজ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী জায়গা আল-কাদীদে পৌঁছার পর তিনি রোযা ভঙ্গ করলেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিলেন তাঁরাও রোযা ভঙ্গ করলেন। সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রোযা ভঙ্গ করাটাই ছিল শেষ আমল। পূর্বের প্রচলিত রোযা রাখার বিধানটি রহিত হয়ে যায়। বায়হাকী (র) বলেন "রমযানের দশ তারিখ কথাটা হাদীছের মধ্যে মুদরাজ হিসেবে গণ্য, অর্থাৎ পরবর্তীতে কোন রাবী নিজের তরফ থেকে তা সংযোজন করেছেন। ইব্ন ইসহাক (র) হতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদরীস ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী অন্য এক সনদে ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ৮ম হিজরীর ১০ রমযান রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযানে বের হয়েছিলেন। অন্য এক সনদে বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রমযান মাসের তের তারিখ মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিল। বায়হাকী বলেন, আসলে এটা ইমাম যুহরীর কথা।

বায়হাকী - - - - যুহরী (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে অভিযানে বের হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন দশ হাজার মুসলমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা আগমনের সাড়ে আট বছরের মাথায় এ ঘটনাটি ঘটেছিল। আর রমযান মাস শেষ হওয়ার তেরদিন বাকী থাকতেই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। বায়হাকী অন্য এক সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে মক্কা অভিযানে বের হন। তাঁর সাথে ছিল দশ হাজার মুসলিম সৈন্য। তিনি রোযা রাখেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছে তিনি রোযা ভঙ্গ করেন। যুহরী (র) বলেন, "এটাই ছিল সর্বশেষ আমল এবং এটাকেই গ্রহণ করতে হবে। যুহরী (র) আরো বলেন, "রমযানের তের তারিখ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পৌঁছেন।

বায়হাকী - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযানের দুই তারিখে আমাদেরকে বিজয়ের বছর অভিযানে বের হওয়ার ঘোষণা দিলেন। আমরা রোযার অবস্থায় অভিযানে বের হলাম। কাদীদ পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে রোযা ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন। কিছু সংখ্যক লোক রোযাদার ছিলেন। আর কিছু সংখ্যক রোযাবিহীন ছিলেন। তবে যখন আমরা শত্রুর সাথে মুকাবিলার মনযিলে পৌঁছলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের আবারো রোযা ভঙ্গের হুকুম দেন। তখন আমরা সকলে রোযা ভঙ্গ করলাম।

ইমাম আহমদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যুহরী (র) উল্লেখ করেছেন যে, রমযানের তের তারিখ বিজয় সূচিত হয়েছিল। আর আবূ সাঈদ খুদরী (রা) উল্লেখ করেছেন যে, তারা রমযানের দুই তারিখে মদীনা থেকে অভিযানে রওয়ানা করেন। তাতে দেখা যায় যে, মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গায় তাঁরা এগার দিন ভ্রমণে

ছিলেন। তবে বায়হাকী ---- যুহরী প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, ৮ম হিজরীর রমযান মাসের দশদিন বাকী থাকতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়।

আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী (র) ---- আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযার অবস্থায় অভিযানে বের হন যখন তিনি কুরাউল গামীম নামক জায়গায় পৌঁছলেন, তখন লোকজন পদব্রজে ও সাওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন। এটা ছিল রমযান মাস। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করা হল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রোযায় লোকজনের খুবই কষ্ট হচ্ছে। আর তাঁরা দেখার জন্যে অপেক্ষায় আছেন যে, আপনি কি করছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এক গ্লাস পানি চাইলেন ও তা পান করলেন। আর লোকজন তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এরপরও কিছু সংখ্যক লোক রোযা রাখলেন এবং কিছু সংখ্যক লোক রোযা ভঙ্গ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, কিছু সংখ্যক লোক রোযাদার রয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তারা হুকুম অমান্য করেছে।"

ইমাম আহমদ ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে অভিযানে বের হন। তিনি রোযা রাখেন এবং তাঁর সাথে সাহাবীগণও রোযা রাখেন। কাদীদে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক পিয়ালা পানি চাইলেন। তিনি ছিলেন সাওয়ারীর উপর আরোহী। তিনি যে রোযা ভাঙ্গলেন তা সকলকে দেখিয়ে দেয়ার জন্যে পানি পান করলেন। আর লোকজন তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এরপর মুসলমানগণ রোযা ভাঙ্গলেন। এটা ইমাম আহমদ (র)-এর একক বর্ণনা।

আব্বাস ও আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ প্রমুখের ইসলামগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও তাঁর চাচাতো ভাই আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন আল-হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ইব্‌ন আল-মুগীরাহ আল-মাখযূমী (রা) ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে রওয়ানা হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কার পথে তখন তাঁর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, "আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন।"

ইব্‌ন হিশাম বলেন, "আব্বাস (রা) তাঁর পরিবার-পরিজনসহ হিজরত করার পথে জুহ্‌ফা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিলিত হন। এরপূর্বে তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। ইব্‌ন শিহাব যুহরী বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কেননা, তিনি মক্কায় অবস্থান করে হাজীদের পানির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, 'আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন আল-হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'নাইকুল উকাব' নামক জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাবুতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁদের এ দুইজনের ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার চাচার ছেলে, আপনার ফুফু ও শ্বশুরের ছেলে আপনার সাথে দেখা করতে চান।" তিনি বলেন, "এ দুজন দিয়ে আমার কোন কাজ নেই। আমার চাচার ছেলে ইতোমধ্যে আমার ইয্যত নষ্ট করেছে। আর আমার ফুফুর ছেলে মক্কায় তার যা কিছু বলার ছিল তা আমাকে সে বলেছে।" সুহায়লী (র) বলেন, 'সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেছিল, "আল্লাহ্‌র শপথ, আমি তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তুমি আকাশে একটি সিঁড়ি লাগাবে যার সাহায্যে তুমি আকাশে চড়বে আর আমি তাকিয়ে দেখব। এরপর তুমি একটি দলীল ও চারজন ফেরেশতা নিয়ে আসবে যারা সাক্ষ্য দেবে যে, তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেছেন।"

রাবী বলেন, যখন তাঁদের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মন্তব্যের খবর পৌঁছল, আবূ সুফিয়ানের সাথে তার দু পুত্র ছিল তখন সে বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ, আমাকে অবশ্যই তিনি অনুমতি দেবেন নচেৎ আমার এ ছোট ছেলের হাত ধরে আমরা পৃথিবীতে ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়াব এবং ক্ষুধাও তৃষ্ণায় মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করব। তাদের এই শপথের কথা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছল তখন তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন এবং তাঁদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাঁবুতে প্রবেশ করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। নিম্নবর্ণিত কবিতার মাধ্যমে আবূ সুফিয়ান তার ইসলাম গ্রহণের পূর্ববর্তী ভুল-ত্রুটির জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কবিতায় বলেন ঃ

لعمرَك أنى يوم أحملُ رايةً   لِتَغْلِبَ خيلُ اللات خيلُ محمد

لكما لمُدْلجِ الحيرانِ أظلم ليلُه   فهذا أوانى حين أُهدى وأهتدى

هذا بي هادٍ غير نفسي ونالنى   مع اللّه من طَرَّدتُ كل مطرد

أصدُّ وأنأى جاهداً عن محمد   وأُدعى وإن لم أَنتسب من محمد

هموا ما هموا من لم يقلْ بهواهم   وإن كان ذا رأى يُلَمْ ويفنَّد

أريد لأُرضيهم ولستُ بِلائطٍ   مع القوم مالم أهدِ فى كل مقعد

فقل لثقيفٍ لا أريدُ قتالَها   وقل لثقيفٍ تلك عِيريَ أو عِدى

فماكنتُ فى الجيش الذى نال عامرُ   وما كان عن جريٍ لسانى ولايدى

قبائلُ جاءت من بلادٍ بعيدة   نزائعُ جاءت من سِهام وسُردُد،

তোমার জীবনের শপথ, নিশ্চয়ই আমি যেদিন ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছিলাম মুহাম্মাদ (সা)-এর সৈন্যদলের উপর লাত-এর সৈন্যদল জয়লাভ করবে। এই উদ্দেশ্যে সেদিন আমি ছিলাম রাতের অন্ধকারে দিশেহারা ভ্রমণকারী। এখন সময় এসেছে ফলে আমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করা হচ্ছে এবং আমি সঠিক পথে চলছি। এই যে আমার জন্য রয়েছেন একজন পথ প্রদর্শক আমার নিজ প্রবৃত্তি নয়। যিনি আমাকে উঠিয়ে দিয়েছেন হিদায়াতের রাজপথে। এটি আমার গোত্রের

প্রত্যেকটি পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম করে তুলেছেন। আমি অতীতে ছিলাম প্রতিরোধকারী ও মুহাম্মাদ (সা) থেকে বিরত রাখার জন্যে কঠোর প্রচেষ্টায় রত। মুহাম্মাদ (সা)-এর দিকে দাওয়াত দেয়া হলেও আমি তার সাথে সংশ্লিষ্ট হইনি। আমার সাথী কাফিরদের ইচ্ছেমত যারা পথ চলেনি বা অন্যায় কথা বলেনি। তাদের বিরুদ্ধে যা করবার তারা তা সবই করেছে যদিও তিনি ছিলেন সঠিক বিবেকের অধিকারী। তবু তারা তাঁকে বুদ্ধিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি হিদায়াত পাইনি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে প্রতিটি বৈঠকে শরীক থেকে তাদেরকে খুশী করতে প্রয়াস পেয়েছি। যদিও আমি অভিশপ্ত ছিলাম না। ছাকীফ গোত্রকে বলে দাও, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। আবারও ছাকীফকে বলে দাও, আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে তারা ভয় দেখাক। আমি এমন সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলাম না যারা আমিরকে হত্যা করেছে। কেউই আমার রসনা বা হাতের অনিষ্টের শিকার হয়নি। দূরদূরান্তের জনপদসমূহ হতে সিহাম ও সুরদুদ থেকে এসে এরা সমবেত হয়েছে।

ইবন ইসহাক বলেন, ইতিহাসবিদগণ বলেন, যখন আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কবিতা পাঠের মধ্যে বললেন, আমি যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তিনিই আমাকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ হাত দ্বারা তাঁর বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন ঃ اَنْتَ طَرَّدْتَنِىْ كُلَّ مُطَّرَدٍ অর্থাৎ তুমিই তো আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করেছিলে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় প্রবেশ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাররুয যাহ্রানে পৌঁছে সেখানে অবতরণ করলেন ও সেখানে অবস্থান করলেন।

ইমাম বুখারী (র) - - - - জাবির (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মাররুয যাহ্রানে কাবাস নামী বুনো ফল সংগ্রহ করছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছিলেন, "এগুলোর মধ্যে যেগুলো কালো সেগুলো তোমরা সংগ্রহ কর। কেননা, এগুলো সুস্বাদু।" তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি কখনও মেষ চরিয়েছিলেন ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, প্রত্যেক নবীই মেষ চরিয়েছেন।"

বায়হাকী (র) - - - - আবুল ওয়ালীদ সাঈদ ইব্ন মীনা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'মক্কার মুসলমানগণ যখন কিছুটা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন তখন মক্কা প্রবেশের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইচ্ছের উপর ছেড়ে দেন। মাররুয যাহ্রানের শেষ প্রান্তে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আকাবায় অবতরণ করেন। তারপর তিনি কাবাস ফল সংগ্রহকারীদেরকে তা' চয়ন করে নিয়ে আসতে প্রেরণ করলেন। রাবী বলেন, আমি রাবী সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কী ফল ? তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে আরাক গাছের ফল। যাঁরা ফল সংগ্রহ করতে গেলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ইব্ন মাসউদ (রা)। তিনি বলেন, যদি কেউ একটি সুস্বাদু ফল পেত, তখনই তা সে মুখের মধ্যে পুরে দিত। তারা সকলে ইব্ন মাসউদের পায়ের সরু গোছার দিকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি যখন গাছে আরোহণ করছিলেন তখন সকলেই তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমরা কি তার পায়ের সরু গোছার দিক লক্ষ্য করে হাসছিলে ? যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, "তার এ পা দু'খানি হাসরের বিচারের দিনে উহুদ পাহাড় থেকেও বেশি ভারী বলে গণ্য হবে।" আর ইব্ন মাসউদ (রা) কাবাস ফলের যা কিছু সংগ্রহ করতেন তা সবগুলোই নিয়ে আসবেন এবং তার উত্তমগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে তুলে দিতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

هٰذَا جَنَائِىْ وَخِيَارُهُ فِيْهِ   اِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ اِلَى فِيْهِ ـ

অর্থাৎ এটা আমার চয়নকৃত ফল ; তার উত্তমগুলো এটার মধ্যে রয়েছে। অথচ প্রত্যেক সংগ্রহকারীর হাত রয়েছে তার মুখে।

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আনাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, "আমাদের সামনে দিয়ে একটি খরগোশ দৌড়ে যায়। আমরা ছিলা মাররুয যাহ্রানে। লোকজন তার পিছনে

দৌড়াতে লাগল এবং অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর এটাকে আমি পেয়ে গেলাম ও ধরে ফেললাম এবং আবূ তালহা (রা)-এর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি এটাকে যবেহ করলেন এবং তার একটি রান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রেরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা গ্রহণ করলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মার্রুয যাহ্রান অবতরণ করেন। কুরায়শদের কাছে এ খবরটি গোপন রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতেও কোন সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছছিল না। আর তারাও জানতো না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কী করতে যাচ্ছেন ? এ দিনগুলোর মধ্যেই আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, হাকীম ইব্ন হিযাম এবং বুদায়ল ইব্ন ওরাকা ঘর থেকে বের হলেন যাতে তারা কোন খবর সংগ্রহ করতে পারেন কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছু অবগতি অর্জন করতে পারেন।

ইব্ন লাহিয়া - - - - উরওয়া (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুশরিকদের গুপ্তচরদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিছু গুপ্তচর প্রেরণ করেন। খুযাআ গোত্রের লোকেরা তাদের পাশ দিয়ে যারাই অতিক্রম করছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে ছাড়তো না। আবূ সুফিয়ান (রা) ও তাঁর সংগীরা যখন মুসলমানদের কাফেলায় আসেন তখনই মুসলমান ঘোড়সওয়ারগণ তাঁদেরকে গ্রেফতার করে ফেলেন এবং উমর (রা) তাঁদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হন। তবে আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ান (রা)-কে নিরাপত্তা দান করেন। আর আব্বাস (রা) ছিলেন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর বন্ধু।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মার্রুয যাহ্রান অবতরণ করেন তখন আমি মনে মনে বললাম, কুরায়শরা চিরদিনের জন্যে ধ্বংস হয়ে যাবে যদি তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন।" তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাদা খচ্চরে আরোহণ করলাম ও আল-আরাক নামক স্থানে পৌঁছলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম, হয়ত বা কোন কাঠুরিয়া, গোয়ালা কিংবা অন্য কোন পেশার লোক পেয়ে যাবো, যে মক্কাবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে খবর দেবে। যাতে করে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁর থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ্র শপথ, আমি খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে চলছিলাম আর এরূপ আশা পোষণ করছিলাম।" হঠাৎ আবূ সুফিয়ান (রা) ও বুদায়ল ইব্ন ওরাকার আওয়ায শুনতে পেলাম। তারা দুইজনই বাদানুবাদ করছিল। আবূ সুফিয়ান (রা) বলছিলেন, আজকের রাতের মত এত আগুন ও সৈন্যদল আর কখনো আমি দেখিনি। আব্বাস (রা) বলেন, বুদায়ল (রা) বলছিল, আল্লাহ্র শপথ, এরা সব বনূ খুযা'আর লোক। যুদ্ধ তাদের উন্মাদ করে তুলেছে।' আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, "খুযা'আর লোক সংখ্যা কম ও দুর্বল। কাজেই এরা খুযা'আর লোক হতে পারে না এবং এটা খুযা'আর আগুন হতে পারেনা।" আব্বাস (রা) বলেন, "আমি আবূ সুফিয়ান (রা)-এর গলার স্বর চিনতে পারলাম এবং বললাম, "কে আবূ হান্যালা নাকি ?" সেও আমার গলার স্বর চিনতে পেরে বলল, "কে আবুল ফযল নাকি ?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, "ব্যাপার কী ? তোমার উপর আমার মা বাপ কুরবান হোন !" আব্বাস (রা) বললেন, আমি বললাম, "হে আবূ সুফিয়ান ! তোমার দুর্ভাগ্য, এইতো আল্লাহ্র রাসূল, লোকজন

নিয়ে হাযির !" আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, "আল্লাহ্র শপথ, কুরায়শদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমার উপর আমার মাতা পিতা কুরবান হোন! তাহলে এখন উপায় কী ?" আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম, "যদি কেউ তোমাকে কাবুতে পেয়ে যায়, সে তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করবে। কাজেই এ খচ্চরের পিঠে চড়ে বস ! আমি তোমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাব এবং তাঁর কাছে তোমার নিরাপত্তার আবেদন করব।" আব্বাস (রা) বলেন, তারপর সে আমার পিছনে সওয়ার হলো ও তার দু'জন সাথী ফিরে চলে গেলো। উরওয়া (রা) বলেন, বরং তারা দু'জন সাথীও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের দু'জনের কাছ থেকে মক্কাবাসীদের সম্বন্ধে খবরাখবর নেন।" ইমাম যুহ্রী (রা এবং মূসা ইব্ন উকবা বলেন, "বরং তাঁরা হযরত আব্বাস (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়েছিলেন।"

ইব্ন ইসহাক বলেন, আব্বাস (রা) বলেন, "তারপর আমি তাঁকে নিয়ে যখন মুসলমানদের কোন তাবুর আওতার পাশ দিয়ে যাই, উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞেস করে, ইনি কে ? যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খচ্চর ও আমাকে তার উপর সওয়ার দেখতে পেতো, তখন তারা বলতো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খচ্চরের উপর সওয়ার।" এমনকি যখন আমি উমর (রা)-এর আগুনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন "ইনি কে ?" আমার প্রতি লক্ষ্য করে যখন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে খচ্চরের পিঠে আমার পিছনে দেখতে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, আল্লাহ্র দুশমন আবূ সুফিয়ান ! আল্লাহ্র অসংখ্য প্রশংসা যে, কোন চুক্তি ও অংগীকার ব্যতিরেকেই আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছেন !" উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, 'উমর (রা) আবূ সুফিয়ান (রা)-এর ঘাড়ে আঘাত করেন এবং হত্যা করার মনস্থ করেন; কিন্তু আব্বাস (রা) তাঁকে বারণ করেন।

অনুরূপভাবে মূসা ইব্ন উবাবা ইমাম যুহরী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুপ্তচরেরা তাদের উটের রশি ধরে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কে ?' তারা বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে প্রেরিত প্রতিনিধি।" এরপর আব্বাস (রা) তাদের সাথে মুলাকাত করেন এবং তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দরবারে প্রবেশ করেন। এরপর আব্বাস (রা) তাঁদের সাথে সারা রাত কথা বলেন এবং ভোর বেলায় তাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালিমার দাওয়াত দিলেন। তারা সাক্ষ্য দিলেন। "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল।" হাকীম এবং বুদায়লও অনুরূপ সাক্ষ্য দিলেন। আবূ সুফিয়ান (রা) রাতে বলেছিলেন, "আমি এসব জানিনা, কিন্তু ভোরবেলা ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা তিনজন মিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কুরায়শদের জন্যে নিরাপত্তার আবেদন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেন, "যে আবূ সুফিয়ান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ !" আর আবূ সুফিয়ান (রা)-এর ঘর ছিল মক্কার উচ্চ ভূমিতে। "যে হাকীম ইব্ন হিযাম (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।" হাকীম ইব্ন হিযাম (রা)-এর ঘর ছিল মক্কার নিম্ন ভূমিতে। "আর যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে সেও নিরাপদ !" এগুলো ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোষণা। আব্বাস (রা) বলেন, "এরপর উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পৌঁছার জন্যে দ্রুত রওয়ানা হলেন। আমিও খচ্চরে সওয়ার হয়ে খচ্চরকে দ্রুত হাঁকাতে লাগলাম। আমি তাঁর আগে পৌঁছে গেলাম।

কেননা, ধীরগতির মানুষকে ধীর গতির জানোয়ার অতিক্রম করে যায়।" আব্বাস (রা) বলেন, "আমি খচ্চর থেকে অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম সাথে সাথে উমর (রা)-ও ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই আবূ সুফিয়ান, আল্লাহ্ তা'আলা কোন চুক্তি ও অঙ্গীকার ব্যতিরেকেই তাকে আমাদের আয়ত্বে এনে দিয়েছেন। তাকে হত্যা করার জন্যে আমাকে অনুমতি দিন!" আব্বাস (রা) বলেন, "আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিন্তু তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসলাম এবং তাঁর মাথা ধরে বললাম, আল্লাহ্র শপথ, আজকের রাতে আমি ব্যতীত আর অন্য কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কানে কানে কথা বলতে পারছে না। যখন উমর (রা) আবূ সুফিয়ান (রা)-এর সম্বন্ধে বেশী বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তখন আমি বললাম, থামো হে উমর (রা) ! আল্লাহ্র শপথ, যদি সে বনূ আদী ইব্ন কা'বের কোন ব্যক্তি হত তাহলে তুমি এরূপ বলতেনা, কিন্তু তুমি জান যে, আবূ সুফিয়ান (রা) হচ্ছে বনূ আবদে মান্নাফের একজন। তাই তুমি এরূপ বলছ। উমর (রা) বললেন, থামুন, হে আব্বাস ! আল্লাহ্র শপথ, যেদিন আপনি মুসলমান হয়েছিলেন যদি সেদিন আমার পিতা খাত্তাবও মুসলমান হতেন তাহলে আপনার ইসলামই আমার পিতার ইসলামের চাইতে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হত। তার কারণ হচ্ছে, আমি জানি যে, আপনার ইসলাম গ্রহণ খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অধিকতর প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আব্বাস ! একে নিয়ে আপনি এখন আপনার আবাস স্থলে চলে যান। ভোর বেলায় আপনি তাকে নিয়ে আসবেন। আব্বাস (রা) বলেন, 'আমি তাকে নিয়ে আমার আবাস স্থলে গেলাম। সে আমার কাছে রাত যাপন করে। পরদিন ভোরে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাযির হলাম। তিনি তাকে দেখে বললেন, "হে আবূ সুফিয়ান ! তোমার জন্যে দুর্ভোগ, এখনও কি তোমার সময় আসেনি যে, তুমি জানবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই ?" উত্তরে তিনি বললেন, "আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন ! আপনি কতইনা ধৈর্যশীল! আপনি কতইনা সম্মানিত এবং আপনি কতই না আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখেন! আল্লাহ্র শপথ, আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্র সাথে যদি অন্য কোন মা'বূদ থাকত তাহলে সে আমাকে কিছু না কিছু সাহায্য করতে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমার দুর্ভোগ, এখনও কি তোমার সময় আসেনি যে, তুমি আমাকে আল্লাহ্র রাসূল বলে জানবে ?" আবূ সুফিয়ান বলল, আপনার উপর আমার মা-বাপ কুরবান হোন ! আপনি কতইনা ধৈর্যশীল ! আপনি কতইনা সম্মানিত এবং আপনি কতই না আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী। তবে আল্লাহ্র শপথ, এখনও এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছু দ্বিধা রয়েছে। আব্বাস (রা) তখন তাঁকে বললেন, "তোমার দুর্ভোগ, তোমার গর্দান কাটা যাওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ কর এবং সাক্ষ্য দাও আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল।" রাবী বলেন, "এরপর আবূ সুফিয়ান এ সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে মুসলমান হয়ে গেলেন। আব্বাস (রা) বলেন, 'এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নিঃসন্দেহে আবূ সুফিয়ান এমন একজন মানুষ যে গৌরব পসন্দ করে। তাকে গৌরবজনক কিছু একটা দান করুন ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।" রাবী উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "যে হাকীম ইব্ন হিযাম এর ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।" মূসা ইব্ন উকবা, ইমাম যুহরী হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেছিলেন, "যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে সেও নিরাপদ। আর যে মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।" যখন তিনি বিদায় হবার আবেদন পেশ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে আব্বাস (রা) ! তাঁকে নিয়ে গিরিসংকটের নিকট সংকীর্ণ জায়গায় রেখে একটু থামাবেন। ওখান দিয়ে আল্লাহ্র লস্করসমূহ অতিক্রম করার সময় সে যেন দেখতে পায়।

মূসা ইব্ন উকবা ইমাম যুহ্রী (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আবূ সুফিয়ান (রা), বুদায়ল (রা) ও হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) আব্বাস (রা)-এর সাথে গিরি সংকটে দণ্ডায়মান ছিলেন।" তিনি আরো বলেন, "সা'দ (রা) যখন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, "আজকের দিন যুদ্ধের দিন, আজকের দিনে হারামকে হালাল করা হবে।" আবূ সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অনুযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এজন্য সা'দকে আনসারের পতাকা বহন থেকে অব্যাহতি দিলেন এবং যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-কে আনসারের পতাকা অর্পণ করেন। তিনি তা নিয়ে মক্কার উচ্চ ভূমি হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং হাজ্জন নামক স্থানে পতাকাটি স্থাপন করেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) নিম্নভূমি দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় বনূ বকর ও হুযায়ল গোত্রদ্বয়ের। বনূ বকরের ২০ জন এবং হুযায়লের ৩/৪ জনকে তিনি হত্যা করেন। তাদেরকে তিনি পরাজিত করেন ও হাযূরায় তাদেরকে হত্যা করেন। তাদের এ হত্যাকাণ্ড মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে ছিল।

আব্বাস (রা) বলেন, "আমি আবূ সুফিয়ান (রা)-কে নিয়ে অতিক্রম করার সংকীর্ণ জায়গায় উপস্থিত হলাম যেখানে তাকে নিয়ে উপস্থিত থাকার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।" তিনি আরো বলেন, "গোত্রসমূহ তাদের ঝাণ্ডা নিয়ে অতিক্রম করছিল। যখনই একটি গোত্র অতিক্রম করতো আবূ সুফিয়ান (রা) আব্বাস (রা)-কে বললেন "হে আব্বাস (রা) ! এরা কারা ?" তখন তিনি জবাব দিলেন, এরা বনূ সুলায়ম। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, "আমারও বনূ সুলায়মের মধ্যেত কোন শত্রুতা নেই। এরপর আরো একটি গোত্র অতিক্রম করল তখন সে বললেন, "হে আব্বাস ! এরা কারা ? আমি বললাম, "এরা মুযায়না গোত্র।" আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, "আমরাও মুযায়নার মধ্যে কোন খারাপ সম্পর্ক নেই।" এরূপে অন্যান্য গোত্রগুলো অতিক্রম করল। আবূ সুফিয়ান প্রশ্ন করতো এরা কারা ? আমিও তাঁর উত্তর দিতাম। সে বলতো যে, আমার ও অমুক গোত্রের মধ্যে কোন প্রকার মনোমালিন্য নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সবুজ বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুহাজির ও আনসারগণ। তাঁরা সকলে বর্ম পরিহিত ছিলেন। আবূ সুফিয়ান (রা) বলল, "সুবহানাল্লাহ্, হে আব্বাস (রা) ! এরা কারা ?" তিনি বলেন, "আমি বললাম, ইনিতো মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ্, যিনি মুহাজির ও আনসারদের পরিবেষ্টিত হয়ে আগমন করেছেন।" সে বলল, 'এদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি কারোর নেই। আল্লাহ্র শপথ, হে আবুল ফযল ! তোমার ভাইপো তো বড় বাদশা হয়ে গেছেন।' আব্বাস (রা) বললেন, 'আমি বললাম "হে আবূ সুফিয়ান (রা) ! এটা নিঃসন্দেহে নুবুওতের নিদর্শন।" সে বলল, "তাহলে তো এটা উত্তমই বলতে হয়।" তিনি বলেন, আমি বললাম, 'তোমার সম্প্রদায়ের মুক্তির ব্যবস্থা কর। যখন আবূ সুফিয়ানের সম্প্রদায় কুরায়শদের প্রতি অগ্রসর হলো তখন উচ্চস্বরে ঘোষণা দিতে লাগলো, "হে কুরায়শের লোকেরা ! মুহাম্মাদ এসেছেন। তাঁর মুকাবিলা করার শক্তি

তোমাদের নেই ; সুতরাং আত্মসমর্পণ কর। যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ।” তাঁর স্ত্রী হিন্দা বিন্‌ত উতবা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এবং রাগে তাঁর গোঁফ ধরে বলল, “এ ভুঁড়িওয়ালা হতভাগাকে তোমরা হত্যা কর। সে কতই না মন্দ প্রতিনিধি ! আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, “তোমাদের জন্যে দুর্ভোগ, তোমরা নিজেকে নিয়ে আর অহংকার করোনা। কেননা, তিনি এসেছেন তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে আজকের দিন তাঁর মুকাবিলা করার ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে নেই। তাই যে আবূ সুফিয়ান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।” জনগণ বলল, “আল্লাহ্ তোমায় ধ্বংস করুক, তোমার ঘর আমাদের কতদূর কাজে লাগবে ?” সে বলল, “যে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে, সে নিরাপদ। আর যে মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ। লোকজন তাদের ঘরে ও মসজিদে চলে গেল।

উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর কাছ দিয়ে অন্যান্য গোত্র সহকারে অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, “আমি অনেক লোককেই দেখছি যাদেরকে চিনতে পারছি না। এসব লোক আমাদের জন্যে অতিরিক্ত বলেই মনে হয়।” জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, “তুমি ও তোমার সম্প্রদায় বহু কিছু করেছ। তোমরা যখন আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছ। এ লোকগুলো তখন আমাকে সত্যবাদী বলে বরণ করেছে। তোমরা যখন আমাকে দেশছাড়া করেছ। তখন তারা আমাকে সাহায্য করেছে।”

যখন আবূ সুফিয়ান (রা) সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর কথা নিয়ে অভিযোগ করেন। সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) যখন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, “হে আবূ সুফিয়ান ! আজকের দিন যুদ্ধের দিন, আজকের দিনে হারামকে হালাল করা হবে। অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্‌র হুরমত আজ আর মানা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, “সা'দ মিথ্যা বলেছে বরং আজকের দিন, এমন একটি দিন যে দিনে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাকে ইয্‌যত দান করবেন। আর আজকের দিনে কা'বাকে গিলাফ পরানো হবে।”

উরওয়া (রা) উল্লেখ করেন, যে রাতে আবূ সুফিয়ান (রা) আব্বাস (রা)-এর কাছে ছিলেন, পরদিন ভোরে তিনি লোকজনকে দেখতে পান যে, তারা সালাত আদায়ের দিকে মনোযোগী হয়েছেন এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্যে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছেন এতে তিনি ভীত হয়ে পড়েন এবং আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন “তাদের কী হয়েছে ?” আব্বাস (রা) বললেন, “তাঁরা আযানের ধ্বনি শুনেছেন এবং তাঁরা সালাত আদায়ের জন্যে ছড়িয়ে পড়েছেন।” তারপর যখন সালাত শুরু হল তখন তিনি তাঁদেরকে দেখলেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রুকূর সাথে রুকূ করছেন এবং তাঁর সিজদার সাথে তাঁরাও সিজদা করছেন। তখন তিনি বললেন, “হে আব্বাস ! তিনি যেই কাজেরই তাঁদেরকে আদেশ করেন সেই কাজই কি তাঁরা করেন ?” আব্বাস (রা) বললেন, “হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি তিনি তাদেরকে খাবার ও পানীয় ছেড়ে দিতে বলেন, তাহলেও তারা অবশ্যই তার আনুগত্য করবে।

মূসা ইব্‌ন উকবা ইমাম যুহ্‌রী হতে বর্ণনা করেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐদিন উযূ করলেন, তখন তারা উযূর পানি হাতে হাতে নিয়ে নিলেন। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, হে আব্বাস (রা) ! গত রাতের ঘটনার ন্যায় আমি কিস্‌রা ও কায়সারের দরবারেও কখনো দেখিনি।

ইমাম বায়হাকী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা)-কে নিয়ে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করলেন। এরপর রাবী সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন, তবে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যেদিন ভোরে তিনি আগমন করেন তার পূর্ব রাতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার এ কথাও উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁকে বললেন, 'যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।' আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, 'আমার ঘরতো অতটা প্রশস্ত নয়।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।" তখন তিনি বলেন, "কা'বা ঘরওতো অত প্রশস্ত নয়।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, "যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ।" তখনও তিনি বললেন, "মসজিদও তো অত প্রশস্ত নয় ।" তখন তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে, সেও নিরাপদ ! আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, "হ্যাঁ, এতে স্থান সঙ্কুলান হতে পারে।"

ইমাম বুখারী (র) - - - - হিশামের পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা বিজয়ের বছর উক্ত অভিযানে বের হন ও এ খবর কুরায়শদের কাছে পৌঁছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের জন্যে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব, হাকীম ইব্‌ন হিযাম ও বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা ঘর থেকে বের হলেন। তারা সামনে অগ্রসর হয়ে মার্রুয যাহ্‌রান পৌঁছেন, তখন তাঁরা সেখানে অত বেশী পরিমাণে অগ্নি লক্ষ্য করলেন, যেমনটা আরাফাতের ময়দানে দেখা যায়। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, 'এগুলো কি ? মনে হয় যেন আরাফাত ময়দানের আগুন।' বুদায়ল ইব্‌ন ওরাকা (রা) বললেন, 'এগুলো সম্ভবতঃ বনূ আমরের প্রজ্বলিত আগুন। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, তারা সংখ্যায় এর চেয়ে অনেক কম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েকজন প্রহরী তাদেরকে দেখে ফেলেন এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে ফেলেন। তাদেরকে নিয়ে তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। তখন আবূ সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর যখন তিনি চলে যাবার অনুমতি চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্বাস (রা)-কে বললেন, "আবূ সুফিয়ানকে পাহাড়ের প্রবেশ মুখে সংকীর্ণ স্থানে নিয়ে যাও, যাতে সে মুসলিম সৈন্যদের প্রতি লক্ষ্য করতে পারে। আব্বাস (রা) তাঁকে ওখানে নিয়ে গেলেন। গোত্রসমূহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দলে দলে আবূ সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। একটি গোত্র যখন অতিক্রম করল তখন আবূ সুফিয়ান (রা) আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা ?" তিনি উত্তরে বললেন "এরা গিফার গোত্র।" তখন তিনি বললেন, "আমার ও গিফার গোত্রের মধ্যে কী সম্পর্ক ?" অর্থাৎ তারাতো আমাদের শত্রু নয়। এরপর জুহায়না গোত্র অতিক্রম করে। তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথোপকথন হয়। এরপর সা'দ ইব্‌ন হুযায়ম গোত্র অতিক্রম করে। তাদের সম্পর্কেও অনুরূপ কথোপকথন হয়। তারপর সুলায়ম গোত্রের ব্যাপারে অনুরূপ কথোপকথন হয়। তারপর এমন একটি সৈন্যদল আসল যাদের ন্যায় পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি। আবূ সুফিয়ান (রা) বললেন, "এরা কারা ?" আব্বাস (রা) বললেন, "এরা আনসার যাদের আমীর হলেন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) যার সাথে রয়েছে পতাকা। সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) বললেন, "হে আবূ সুফিয়ান ! আজকের দিন যুদ্ধের দিন, আজকের দিনে কা'বাকে নিষেধমুক্ত গণ্য করা হবে।" তারপর আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, "হে আব্বাস (রা) ! সামনে

বিরাট গণ্ডগোল মনে হচ্ছে ! এরপর একটি স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের বাহিনী আসল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পতাকাবাহী ছিলেন যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আবূ সুফিয়ান এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, "আপনি কি জানেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) কী বলছেন ?" তিনি বললেন, "কী বলেছে ?" তখন তিনি উত্তরে বললেন, এরূপ এরূপ।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সা'দ (রা) সঠিক বলেনি, বরং আজকের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বাকে সম্মান দান করবেন, আজকের দিনে কা'বাকে গিলাফ পরানো হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজূনে তাঁর ঝাণ্ডা স্থাপন করার জন্যে আদেশ করলেন।

উরওয়া (রা) আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। আব্বাস (রা) যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, এখানে কি পতাকা স্থাপন করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন ?" তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে মক্কার উঁচু ভূমি 'কাদা' দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খোদ প্রবেশ করেছেন 'কুদা' অঞ্চল দিয়ে। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর বাহিনীর দুই ব্যক্তি হুনায়শ ইব্ন আল-আশআর ও কুরয ইব্ন জাবির আল-ফিহ্রী ঐ দিন শহীদ হন।

আবূ দাঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "মক্কা বিজয়ের বছর আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা)-কে নিয়ে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন। আবূ সুফিয়ান মার্রুয যাহ্রানে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে আব্বাস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! নিশ্চয়ই আবূ সুফিয়ান (রা) এমন এক ব্যক্তি যিনি গৌরব পসন্দ করেন। আপনি যদি তাঁর জন্যে গৌরবের একটি কিছু করতেন ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "ঠিক আছে। যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। আর যে ব্যক্তি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে, সেও নিরাপদ।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় প্রবেশ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ খুলতেই এক ব্যক্তি এসে বললো, ইব্ন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাকে হত্যা কর। ইমাম মালিক (র) বলেন, আমাদের ধারণা মতে সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহ্রাম পরা অবস্থায় ছিলেন না। ইমাম আহমদ আফ্ফান - - - - জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাল পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। এ হাদীছটি তিরমিযী নাসাঈ, আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজা হাম্মাদ ইব্ন সালামা সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী একে 'হাসান সহীহ্' বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম মুসলিম কুতায়বা ও ইয়াহ্য়া ইব্ন ইয়াহ্য়া - - - - জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশকালে কাল পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। তখন তিনি ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন না। ইমাম মুসলিম আবূ উসামা সূত্রে - - - - আমর ইব্ন হুরায়ছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথায় মেটে কাল রং এর পাগড়ী পরা ছিল, যার শামলা দুই

কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ গ্রন্থসমূহে হযরত জাবির বর্ণিত হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি কাল পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। সুনানে আরবাআ (অর্থাৎ তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজার) গ্রন্থকারগণ ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম সূত্রে - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পতাকা ছিল সাদা। ইব্ন ইসহাক হযরত আইশার হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পতাকার রং ছিল সাদা এবং ব্যানারের রং ছিল কাল। পতাকার নাম ছিল 'উকাব'। একটা পশমী চাদর কেটে এটা তৈরি করা হয়েছিল। বুখারী শরীফে আবুল ওয়ালীদ সূত্রে - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর উষ্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় সূরা ফাত্হ তারজী' করে (টেনে টেনে) পড়তে শুনেছি। বর্ণনাকারী মুআবিয়া ইব্ন কুর্রাতা বলেন, আমার চারপাশে লোকজন সমবেত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল যেভাবে রাসূলের 'তারজী' নকল করে আমাকে শুনিয়েছিলেন, আমিও সেভাবে 'তারজী' করে শুনাতাম। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যী তুয়া পর্যন্ত পৌঁছে আপন বাহনের উপর থেমে যান। তখন তিনি ছিলেন ইয়ামনী লাল বর্ণের চাদরের পাগড়ী পরিহিত। আল্লাহ্ তাঁকে বিজয় দান করে যে গৌরব দান করেছেন– সে কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে মাথা এতই ঝুঁকিয়ে দেন যে, তাঁর দাড়ি মুবারক হাওদার সাথে প্রায় লেগে যায়। হাফিয বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিযের একটি সূত্রে - - - - হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। মক্কা বিজয়ের দিনে শহরে প্রবেশ করার সময় বিনয়ভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর থুতনী মুবারক বাহনের পিঠের সাথে মিশে যায়। তাঁর আর একটি সূত্রে - - - - ইব্ন মাসঊদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলাপ করছিল। তখন (ভয়ে) তার দেহে কাঁপন ধরে যায়। তিনি বললেন, স্বাভাবিক হও ! (ভয়ের কোন কারণ নেই।) কেননা, আমি এমন একজন কুরায়শী মহিলার সন্তান যিনি সংরক্ষিত শুকনো গোশ্ত খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। বায়হাকী বলেন, এ হাদীছটি ইসমাঈল ইব্ন আবুল হারিছ থেকে মুত্তাসিল এবং ইসমাঈল ইব্ন কায়স থেকে মুরসালভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, মক্কা বিজয় অভিযানে মক্কায় প্রবেশকালে এই বিশাল তেজদীপ্ত সৈন্য বাহিনীর সাথে থেকে এ রকম বিনয় প্রকাশ করা, বনী ইসরাঈলের নির্বোধদের সেই ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র– যেখানে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রবেশ দ্বার অতিক্রমকালে রুকূ-সিজদারত অবস্থায় মাথা নত করে যাওয়ার জন্যে এবং মুখে 'হিত্তাতুন' (ক্ষমা চাই) শব্দ উচ্চারণ করতে, কিন্তু তারা মাথা উঁচু রেখে নিতম্বের উপর ভর করে তা মাটিতে ঘেঁষতে ঘেঁষতে প্রবেশ করে। এবং হিত্তাতুন শব্দ পরিবর্তন করে 'হিন্তাতুন ফী শাঈরাতিন' (যবের মধ্যে গম) বলতে থাকে। বুখারী কাসিম ইব্ন খারিজা - - - - আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উঁচু এলাকা 'কাদা' এর দিক থেকে প্রবেশ করেন। আবূ উসামা এবং ওহাবও তাঁর পিছে পিছে 'কাদা' এর দিক থেকে প্রবেশের কথা বর্ণনা করেছেন। উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল - - - - হিশাম তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উঁচু এলাকা অর্থাৎ 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। মুরসাল হাদীছ যদি মুসনাদ হাদীছ

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় তা হলে প্রথম বর্ণনা থেকে দ্বিতীয় বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। নচেৎ প্রসিদ্ধতর ও সঠিক মত অনুযায়ী মক্কার উঁচু এলাকাকে বলা হয় কাদা (كَدَاء) এবং মক্কার নিম্ন ভূমিকে বলা হয় (كُدى) কুদা। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং সহীহ্ বুখারীর বর্ণনায়ও এসেছে যে, সে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে মক্কার উঁচু এলাকা (কাদা) দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে প্রেরণ করেন এবং নবী করীম (সা) নিজে মক্কার নিম্ন এলাকা কুদার দিক থেকে প্রবেশ করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বায়হাকী বলেন, আবুল হুসায়ন ইব্ন আবদান - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন মহিলারা এসে অশ্বগুলোর মুখের ধুলাবালি মুছে দিতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হেসে আবূ বকরকে বললেন, আবূ বকর ! হাস্‌সানের কবিতাটা কী ? তখন আবূ বকর (রা) হাস্‌সানের নিম্নোক্ত কবিতাংশ আবৃত্তি করেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইয়াহ্ইয়া

عدمت بنيتي ان لم تروها   تشير النقع من كتفى كداء

ينازعن الاعنة مسرجات   يلطمهنَّ بالخُمُر النساء

অর্থ ঃ তোমরা যদি লক্ষ্য না রাখ, তা হলে আমি আমার প্রিয় অশ্বগুলো হারাব। যেগুলো কাদা নামক স্থানের দুই প্রান্তের ধুলাবালি উড়িয়ে চলছিল। যীন পরান অবস্থায় সেগুলো লাগামের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আর মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে সেগুলোর ধুলাবালি ঝেড়ে দিচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হাস্‌সান যেভাবে বলেছে সেভাবে একে অন্তর্ভুক্ত কর।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন আববাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র তাঁর পিতার সূত্রে, তার দাদী আসমা বিনত আবূ বকর থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যী তুওয়ায় অবস্থান করেন, তখন আবূ কুহাফা তাঁর কনিষ্ঠতম কন্যাকে ডেকে বললেন, হে আমার কন্যা ! আমাকে আবূ কুবায়স পাহাড়ে নিয়ে চলো। আস্‌মা বলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সে অবস্থায় কন্যাটি তাঁকে নিয়ে পাহাড়ে আরোহণ করল। আবূ কুহাফা বললেন, হে আমার কন্যা ! তুমি কি দেখতে পাচ্ছো ? মেয়েটি বললো, আমি এক বিশাল জনসমষ্টি দেখতে পাচ্ছি। আবূ কুহাফা বললেন, এরা অশ্বারোহী বাহিনী। মেয়েটি আরো বললো, আমি এক ব্যক্তিকে উক্ত জনসমষ্টির আগে পিছে অত্যন্ত তৎপর দেখতে পাচ্ছি। আবূ কুহাফা বললেন, হে আমার কন্যা ! ঐ ব্যক্তিই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং আগে আগে থাকছে। তারপর মেয়েটি বললো, আল্লাহ্র কসম, জনতা এখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। আবূ কুহাফা বললেন, আল্লাহ্র কসম, তা হলে অশ্বারোহী বাহিনীকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চলো। তখন মেয়েটি তাকে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছবার আগেই তিনি অশ্বারোহীদের সামনে পড়ে যান। আসমা বলেন, মেয়েটির গলায় স্বর্ণের একটি হার ছিল, এক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে তার গলা থেকে হারটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আসমা বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় আসেন এবং মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন আবূ বকর তাঁর পিতাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দেখেই বললেন,

মুরব্বিকে বাড়ি রেখে আসলে না কেন ? আমিই বাড়িতে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতাম। আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার নিজে গিয়ে দেখে আসার চাইতে আপনার কাছে তাঁর আসাটাই অধিকতর মানানসই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে সম্মুখে বসিয়ে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ইসলাম কবূল করুন ! বৃদ্ধ আবূ কুহাফা তখন ইসলাম গ্রহণ করলেন। আসমা বলেন, আবূ বকর যখন পিতাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথাটি কাশফুলের মত শ্বেত শুভ্র দেখাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তার চুল রাঙ্গিয়ে দাও ! তারপর আবূ বকর তাঁর বোনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ্র দোহাই ! ইসলামের দোহাই ! আমি আমার এই বোনের স্বর্ণের হারটি ফেরত চাই। কিন্তু কারও থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তখন আবূ বকর বললেন, শুনো বোন ! নিজের হার নিজেই সামলে রাখবে। আল্লাহ্র কসম ! লোকদের মধ্যে আজ আর তেমন আমানতদারী নেই। 'আজ' বলতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ঐ দিনকেই নির্দিষ্ট করে বুঝিয়েছেন। কেননা, সে দিন সৈন্যসংখ্যা ছিল বিপুল। বিক্ষিপ্তভাবে থাকার কারণে কেউ কারও খোঁজ রাখতে পারছিল না। আর যে ব্যক্তি হার ছিনিয়ে নিয়েছে হযরত সিদ্দীক হয়তো মনে করেছেন যে, সে ব্যক্তি হয়তো শত্রু পক্ষের কেউ হবে। হাফিয বায়হাকী বলেন, আবদুল্লাহ্ আর হাফিয - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইব্ন খাত্তাব আবূ কুহাফাকে হাতে ধরে নবী করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে যান। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, একে পরিবর্তন করে দাও, অর্থাৎ তাঁর দাড়ি রাঙ্গিয়ে দাও, তবে কাল করো না। ইব্ন ওহাব - - - - যায়দ ইব্ন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকরের পিতা ইসলাম গ্রহণ করায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরকে মুবারকবাদ জানান। ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাজীহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর সৈন্য বাহিনীকে যী তুওয়া থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে মক্কায় প্রবেশের আদেশ দেন, তখন যুবায়র ইবনুল আওয়ামকে একটি দল নিয়ে কাদার দিক থেকে প্রবেশ করার হুকুম দেন। যুবায়র বাহিনীর বাম অংশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। আর সা'দ ইব্ন উবাদাকে আর একটি দল নিয়ে কুদার দিক থেকে প্রবেশের নির্দেশ দেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, কোন কোন আলিম বলেছেন যে, সা'দ ইব্ন উবাদা মক্কায় প্রবেশের জন্যে যাত্রাকালে বলেছিলেন ঃ

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة

"আজকের দিন কঠিন যুদ্ধের দিন ! আজ বায়তুল্লাহ্র হুরমতকে হালাল করার দিন !"

জনৈক ব্যক্তি তাঁর এ কথাটি শুনে ফেলেন। ইব্ন হিশামের মতে, তিনি ছিলেন উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সা'দ ইব্ন উবাদা কি বলছে শুনুন ! কুরায়শদের উপর সে যে হামলা করবে না সে ব্যাপারে আমরা তার উপর ভরসা করতে পারছি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলীকে ডেকে বললেন ঃ তুমি ওর কাছে যাও এবং তার নিকট থেকে পতাকা নিজ হাতে নিয়ে তা নিয়ে তুমিই বরং নগরে প্রবেশ কর।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ব্যতীত অন্য একজন বর্ণনাকারী ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ ইব্ন উবাদা আবূ সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে আবূ সুফিয়ান ! "আজকের দিন সংঘাতের দিন। আজকের দিন বায়তুল্লাহ্র হুরমাতকে হালাল

বিবেচনার দিন"। তখন আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সা'দ এর উক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাবে বললেন ঃ না, বরং আজকের দিন কা'বার সম্মান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন। তিনি সা'দ ইব্ন উবাদাকে সৌজন্য শিক্ষা দেয়ার জন্যে তাঁর হাত থেকে আনসারদের পতাকা নিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। কথিত আছে যে, সা'দ এর নিকট থেকে পতাকা নিয়ে তা' তাঁরই পুত্র কায়স ইব্ন সা'দের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু মূসা ইব্ন উকবা যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ এর হাত থেকে পতাকা নিয়ে যুবায়র ইব্ন আওয়ামের হাতে প্রদান করা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হাফিয ইব্ন আসাকির ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন দীনারের আলোচনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন সুররী এন্তাকী ও মূসা ইব্ন উকবা সূত্রে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্ন উবাদার হাতে পতাকা প্রদান করেন। সা'দ পতাকা নেড়ে নেড়ে বলছিলেন "আজকের দিন রক্তপাতের দিন। আজ কা'বার হুরমত হালাল করার দিন। বর্ণনাকারী বলেন, সা'দের এ কথাটি কুরায়শদের মনে প্রচণ্ড আঘাত করল এবং তাদের আত্মমর্যাদায় খুব লাগলো। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ সময় জনৈক মহিলা তাঁর গতি-পথে সম্মুখে আসে এবং নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করে ঃ

يـا نبى الهـــدى اليـك لجاحيـيٌّ قـــريشٍ ولات حيـن لجاء

حيـــن ضاقتْ عليهـم سعــة الار ض وعاداهـم آلـه السماء

(والنقت حلقتا البطان على القو م ونودوا بالصيلم الصلعاء)

إن سعــدا يريـد قاصمـة الظهـ ربأهـل الحجون والبطحاء

خـزرجى لويستطيــع من الغى ظ رمانا بالنسر والعـواء

(فـانـهينـه فانـه الاسـد الاس ود والليث والـغ فى الدماء)

فلئـــن أقحـم اللــواء ونـادى يا حماة اللـواء أهل اللواء

لتكـونــن بالبطـاح قـــريش بقعة القاع فى اكف الاماء

(إنـــه مصلت يـريـد لها الـرا ي صمـوت كالحيـة الصماء)

অর্থ ঃ হে সঠিক পথের সন্ধান দানকারী নবী ! কুরায়শ জনগণ আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং আশ্রয় গ্রহণকালে সংবাদ প্রদান করেছে।

তারা আশ্রয় নিয়েছে এমন সময়, যখন প্রশস্ত ভূ-খণ্ড তাদের উপর সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আর আসমানের প্রভু তাদের প্রতি বিরূপ হয়েছেন।

এ কওমের অবস্থা অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এক জন-মানবশূন্য ধূসর প্রান্তর তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

সা'দ এখন চাচ্ছে, এ উপত্যকার দুর্বল অধিবাসীদের কোমর ভেংগে দিতে।

সে তো খাযরাজ গোত্রের লোক ; ক্রোধের আতিশয্যে সে আমাদেরকে শকুন ও কুকুরের

খাদ্য হিসেবে নিক্ষেপ করতেও ক্রুটি করবে না। আপনি তাকে বাধা দিন। না হলে সে তো রক্ত পিপাসু সিংহ ও নেকড়ের ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সে যদি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে পতাকা ধারণ করে এবং পতাকার অধিকারী ও সংরক্ষণ-কারীদের আহ্বান করে, তাহলে কুরায়শদের এ উপত্যকা দাসীদের হাতে শূন্য মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

সে এমন বীর-বাহাদুর যে, বিষাক্ত মূক সর্পের ন্যায় এ উপত্যকায় তার নীরব সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে চায়।

এ কবিতা শুনার পর তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহানুভূতির সঞ্চার হল এবং তাঁর নির্দেশক্রমে সা'দ ইব্ন উবাদার হাত থেকে পতাকা নিয়ে তাঁরই পুত্র কায়স ইব্ন সা'দের হাতে তুলে দেয়া হলো। বলা হয়ে থাকে যে, মহিলাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগ্রহ সহকারে মিনতি জানালে তিনি যেমন তাকে নিরাশ করতে চাননি, তেমনি সা'দকেও অখুশী করতে চাননি- তাই তিনি সা'দের হাত থেকে পতাকা নিয়ে তারই পুত্রের হাতে তা অর্পণ করেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ইব্ন আবূ নাজীহ তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ কিছু লোক নিয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চল 'লায়ত' দিয়ে প্রবেশ করেন। খালিদ ছিলেন ডান দিকের বাহিনীর অধিনায়ক। আর এ বাহিনীতে ছিল আসলাম, সুলায়ম, গিফার, মুযায়না ও জুহায়নাসহ আরবের আরও কতিপয় গোত্র। অপর দিকে আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) মুসলমানদের এক সারি লোকসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) আযাখির হয়ে মক্কার উঁচু এলাকায় উপনীত হন এবং সেখানেই তাঁর জন্যে তাঁবু স্থাপন করা হয়। বুখারী যুহরী আলী ইব্ন হুসায়ন - - - - উসামা ইব্ন যায়দ সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে উসামা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন ? তিনি বললেন, আকীল কি আমাদের জন্যে কোন জায়গা-জমি অবশিষ্ট রেখেছে ? তারপরে তিনি বললেন ঃ কাফির মু'মিনের ওয়ারিশ হয় না এবং মু'মিন ও কাফিরের ওয়ারিশ হয় না। এরপর বুখারী আবুল ইয়ামান সূত্রে - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইনশাআল্লাহ্ আমাদের অবস্থান স্থল হবে খায়ফে- যেখানে কাফিররা কুফরীর উপর পরস্পর শপথ গ্রহণ করেছিল। ইমাম আহমদ ইউনুস সূত্রে - - - - আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ ইন্শাআল্লাহ্ আগামীকাল আমাদের অবস্থানস্থল হবে 'খায়ফে বনূ কিনানায়'– যেখানে কুরায়শরা কুফরীর উপরে শপথ করেছিল। ইমাম বুখারীও ইবরাহীম ইব্ন সা'দ সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নাজীহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া, ইক্রিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল ও সুহায়ল ইব্ন আমর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে খানদামা নামক স্থানে কিছু সৈন্য সমাবেশ করে। অপর দিকে বনূ বকর গোত্রের হিমাস ইব্ন কায়স ইব্ন খালিদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কা প্রবেশের আগে তার অস্ত্রে শান দিতে শুরু করে। তা দেখে তার স্ত্রী তাকে বলে ঃ এসব প্রস্তুত করা হচ্ছে কিসের জন্যে ? জবাবে সে বলে ঃ মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্যে। তার স্ত্রী তাকে বললো ঃ আল্লাহ্র কসম ! মুহাম্মাদ ও

তাঁর সঙ্গীদের মুকাবিলায় কিছুই করতে পারবে বলে তো আমার মনে হয় না। হিমাস বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! আমিতো আশা করছি– তাদের কাউকে অবশ্যই তোমার সামনে হাযির করতে পারবো। তারপর সে কবিতায় বললো ঃ

ان يقبلو اليوم فمالى علـه هذا سلاح كامل والـه
وذو غرارين سريع السلَّة

অর্থাৎ – আজ যদি তারা মুকাবিলার জন্যে এগিয়ে আসে তবে কোন পরোয়া করি না। কেননা, আমার কাছে এই যে রয়েছে পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র, রয়েছে বর্শা ও দু'ধারী তরবারি যা শত্রু বধ করতে দ্রুত কার্যকর।

তারপর সে খানদামায় গিয়ে সাফওয়ান, ইকরামা ও সুহায়লের সংগে মিলিত হয়। খালিদ ইব্‌ন ওলীদের বাহিনীর কতিপয় মুসলমানের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। এবং দু-পক্ষের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষও হয়। এতে বনূ মুহারিব ইব্‌ন ফিহর গোত্রের কুরয্ ইব্‌ন জাবির ও বনূ-মুনকিযের মিত্র হুনায়শ[১] ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন আসরাম শহীদ হন। এঁরা দুজনই ছিলেন খালিদের বাহিনীভুক্ত। খালিদের অবলম্বিত পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলায় তাঁদের এ বিপর্যয় ঘটে এবং একই সাথে উভয়ে নিহত হন। তবে হুনায়শ নিহত হওয়ার একটু আগে কুরয নিহত হন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর বলেন ঃ ঐ দিন খালিদের অশ্ব বাহিনীর মধ্য থেকে সালামা ইব্‌ন মায়লা জুহানীও নিহত হন। অপর দিকে মুশরিক বাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। এ সময় তাদের বারজন কি তেরজন মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। ওদিকে হিমাস পালিয়ে বাড়ি চলে যায় এবং ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রীকে ডেকে বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও। স্ত্রী তাকে বললো, তোমার সে বাহাদুরী কথা গেল কোথায় ? হিমাস তখন কবিতায় বলে ঃ

انـك لو شهدتِ يوم الخندمـة اذ فرصفـوان وفر عكرمـة
وابـو يزيـد قائـم كالمؤتمـة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة
يقطعـن كل ساعـد وجمجمـة ضربا فلا يسمع الا غمغمـة
لهـم نهيت خلفنا وهمهمـه لم تنطقى فى اللوم ادنى كلمه

অর্থাৎ ওহে ! তুমি যদি খানদামার যুদ্ধে তথায় উপস্থিত থাকতে, তবে সাফওয়ান ও ইকরামার পলায়নের অবস্থা দেখতে পেতে। সেদিন আবূ ইয়াযীদ (সুহায়ল) স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়েছিল। আমি তাদের মুকাবিলা করেছি অনুগত তরবারি দ্বারা। তরবারিগুলো হাতের কব্জি ও মাথার খুলি ছেদন করে যাচ্ছিল। যুদ্ধের ঘনঘটায় গুমগুম আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তাদের রণ-হুংকারে আমি দূরে পশ্চাতে ফিরে আসি। তুমি যদি ওসব দেখতে তবে তিরস্কারমূলক একটি কথাও বলতে না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ কবিতাগুলো মূলত ঃ রিয়াশ হুযালির বলে বর্ণিত।

সংকেত ঃ মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধে মুসলমানদের সাংকেতিক চিহ্নসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. ইব্‌ন হিশাম ও তায়মুরিয়ার মতে তার নাম ছিল খুনায়স। কিন্তু সুহায়লী বলেন, সঠিক হলো হুনায়শ।

মুহাজিরদের সংকেত ঃ يا بنى عبد الرحمن - হে আবদুর রহমানের গোত্র !
খাযরাজীদের সংকেত ঃ يا بنى عبد اللّٰه - হে আবদুল্লাহ্‌র গোত্র !
আওস গোত্রীয়দের সংকেত ঃ يا بنى عبيد اللّٰه - হে উবায়দুল্লাহর গোত্র !

তাবারাণী আলী ইব্‌ন সাঈদ রাযী - - - - ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সে দিন থেকে এ শহরকে 'হারম' করেছেন। এবং যে দিন তিনি সূর্য ও চন্দ্র স্থাপন করেন সে দিনই এ শহর স্থাপন করেন। এ শহরের সমান্তরালে অবস্থিত আকাশকেও তিনি হারম করেছেন। আমার পূর্বে কখনও এ শহর কারও জন্যে হালাল করা হয়নি। কেবল আমার ক্ষেত্রে দিবসের স্বল্পক্ষণের জন্যে হালাল করা হয়েছে। এবং স্বল্পক্ষণ পরেই পূর্বের ন্যায় আবার এর হুরমত বহাল করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানান হল যে, এই তো খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন একজনকে ডেকে বললেন ঃ তুমি যাও খালিদকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বল। লোকটি এসে খালিদকে বললো ঃ নবী করীম (সা) বলেছেন, যাকেই নাগালের মধ্যে পাও তাকেই হত্যা করতে থাক। খালিদ সেদিন সত্তর জন ব্যক্তিকে হত্যা করেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে এ সংবাদ তাঁকে জানায়। তখন তিনি খালিদকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন, আমি কি তোমাকে নর হত্যা করতে নিষেধ করিনি ? খালিদ জবাব দিলেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে গিয়ে বলেছে– যাকেই আমি নাগালে পাই তাকেই যেন হত্যা করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে লোকটিকে ডেকে এনে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে যুদ্ধ বন্ধ করার হুকুম দিইনি ? লোকটি বললো ঃ আপনি এক প্রকার চেয়েছেন, আর আল্লাহ্ চেয়েছেন অন্য প্রকার। আপনার ইচ্ছার উপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই বলবত হয়েছে। তাই যা হওয়ার ছিল তার অন্যথা আমি করতে পারিনি। তার জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব থাকলেন এবং তাকে কিছুই বললেন না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সেনাধ্যক্ষদের নিকট থেকে এই মর্মে অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসা লোকদের ব্যতীত অন্য কারও সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। তবে তিনি নাম উল্লেখ করে বিশেষ কিছু লোককে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। এমনকি যদি তাদেরকে কা'বার গিলাফের নীচেও পাওয়া যায় তবু। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ্ ছিল অন্যতম। সে বাহ্যত ঃ ইসলাম গ্রহণ করে ও ওহী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু পরে সে মুরতাদ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করে তাকে হত্যার ঘোষণা দিলে সে পালিয়ে উছমান (রা)-এর কাছে আশ্রয় নেয়। সে ছিল উছমানের দুধভাই। উছমান তাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, 'আচ্ছা– ঠিক আছে।' উছমানের সাথে তার ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন একজন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও কি ছিল না, যে আমার নীরব থাকা অবস্থায় তাকে হত্যা করে দিত। সাহাবীগণ বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে একটু ইংগিত দিলেন না কেন ? তিনি বললেন, ইংগিত দিয়ে কাউকে হত্যা করান নবীর জন্যে শোভনীয় নয়। অন্য একটি বর্ণনায় আছে– তিনি তখন বলেছিলেন ঃ কোন নবী চোখের খিয়ানত করতে পারেন না।

ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ লোকটি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং খাঁটি মুসলমান হয়। হযরত উমর তাকে গর্ভনরও নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হযরত উছমানও তাকে গভর্নর বানান।

আমি বলি, উক্ত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ নিজ গৃহে ফজরের নামাযে সিজদারত অবস্থায় কিংবা নামায শেষ হওয়ার সাথেই ইনতিকাল করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ তায়ম ইব্‌ন গালিব গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাতালকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার নাম আবদুল– উয্‌যা ইব্‌ন খাতালও বলা হয়। সম্ভবত এ রকমই ছিল। পরে ইসলাম গ্রহণ করলে আবদুল্লাহ্ নাম রাখা হয়।[১] ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে যাকাত উশুল করার জন্যে পাঠান। তার সাথে একজন আনসারীকেও দেন। তার নিজের আযাদকৃত গোলামও সাথে ছিল। কোন এক কারণে গোলামের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে সে হত্যা করে ফেলে। তার পরে সে পুনরায় পৌত্তলিকতায় ফিরে যায়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাতালের দুটি গায়িকা দাসী ছিল।

একজনের নাম ফারতানী। অপর জন তারই আরেক সংগিনী। এরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কুৎসামূলক গান গেয়ে বেড়াত। এ কারণে তিনি ইব্‌ন খাতাল ও তার দু গায়িকাকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে কা'বার গিলাফ ধরে থাকা অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়। আবূ বুরযা আসলামী এবং সাঈদ ইব্‌ন হুরায়ছ সম্মিলিতভাবে তাকে হত্যা করেন। গায়িকাদ্বয়ের মধ্যে এক-জনকে হত্যা করা হয় এবং অপরজনকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ হুয়ায়রিছ ইব্‌ন নুকায়ছ[২] ইব্‌ন ওহব ইব্‌ন আবদে কুসায়্যও এ তালিকার অন্যতম ব্যক্তি। এ লোকটিও মক্কায় নানাভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জ্বালাতন করত। হিজরাতের প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা ফাতিমা ও উম্মে কুলছুমকে হযরত আব্বাস যখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এই হুয়ায়রিছ তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং যে উটে তারা আরোহণ করে যাচ্ছিলেন সে উটকে বল্লম দিয়ে খোঁচা দেয়। ফলে তাঁরা দুজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হুয়ায়রিছকে হত্যা করার আদেশ দিলে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব তাকে হত্যা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এ তালিকায় মিক্‌য়াস ইব্‌ন সুবাবাও ছিল। এক ব্যক্তি তার ভাইকে ভুলক্রমে হত্যা করে। এ জন্যে সে যথারীতি রক্তপণ গ্রহণ করে করে। কিন্তু পরে সে হত্যাকারীকে হত্যাও করে এবং মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের দলে ভিড়ে যায়। তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হলে তারই গোত্রের নুমায়লা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাকে হত্যা করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ আবদুল মুত্তালিব ও ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহলের দাসী সারাও এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা, সে মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নানা ধরনের কষ্ট দিত।

আমি বলি, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সারা হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতাআর চিঠি বহন করেছিল। এবং হয়তো তার অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছিল। অথবা হতে পারে সে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তার জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়। তিনি তাকে নিরাপত্তা দেন। খলীফা উমর (রা)-এর সময় পর্যন্ত

---

১. সুহায়লী বলেন ঃ কারও মতে তার নাম ছিল হিলাল। কারও মতে তার ভাইয়ের নাম হিলাল এবং দুই ভাইকে এক সংগে খাতলান বলা হত।

২. আসাহ্‌হুস্ সিয়ারে এ নামটি হুয়ায়রিছ ইব্‌ন নুকায়দ-নুকায়য নয়।–সম্পাদক

সে জীবিত থাকে। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তির ঘোড়ার পদতলে দলিত হয়ে সে মারা যায়। সুহায়লী বলেছেন ঃ ইব্ন খাতালের গায়িকা দাসী ফারতানী[১] ও পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ইকরামা ইব্ন আবূ জাহল ইয়ামানে পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী উম্মু হাকিম বিন্ত হারিছ ইব্ন হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিরাপত্তার আবেদন জানান। আবেদন মঞ্জুর হলে স্বামীর খোঁজে তিনি ইয়ামানে গিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিয়ে আসেন।

তখন ইকরামাও ইসলাম গ্রহণ করেন। বায়হাকী - - - - আবূ তাহির - - - - মাসআব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ব্যতীত অন্যান্য সকলের জন্যে নিরাপত্তা প্রদান করেন। ঐ ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি ঘোষণা দেন যে, কা'বার গিলাফ জড়িয়ে ধরে থাকা অবস্থায় পেলেও ওদেরকে হত্যা করবে। পুরুষ চারজন হল – ইকরামা ইব্ন আবূ জাহল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাতাল, মিক্য়াস ইব্ন সুবাব ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারাহ্। এর মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাতালকে কা'বার গিলাফ ধরে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। তাকে দেখে সাঈদ ইব্ন হুরায়ছ এবং আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) দৌড়ে অগ্রসর হন। সাঈদ বয়সে অপেক্ষাকৃত যুবক হওয়ায় আম্মারকে পিছে ফেলে আগে পৌঁছে যান এবং সেখানেই তাকে হত্যা করেন। মিক্য়াসকে মুসলমানগণ বাজারের মধ্যে পেয়ে সেখানেই তাকে হত্যা করেন। ইকরামা মক্কা থেকে পালিয়ে যান। সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্যে তিনি নৌকায় আরোহণ করেন। কিছুদূর অগ্রসর হলে সমুদ্রে ভীষণ ঝড় ওঠে। তখন নৌকার মাঝি আরোহীদেরকে জানাল, তোমরা দেব-দেবীর প্রভাব থেকে অন্তরকে মুক্ত করে খাঁটি মনে এক আল্লাহ্কে ডাক। কেননা, তোমাদের ওসব দেব-দেবী এখানে কোন কাজেই আসবে না। তখন ইকরামা বললো ঃ আল্লাহ্র কসম ! সমুদ্রে যদি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মুক্তি দিতে না পারে তা হলে স্থলেও তিনি ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি দিতে পারবে না। তারপরে তিনি দু'আ করলেন – হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট এই অংগীকার করছি যে, এই বিপদ থেকে যদি আপনি আমাকে মুক্তি দেন, তবে আমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে নিজেকে সোপর্দ করবো। আমি অবশ্যই তাকে দয়ালু ও ক্ষমাশীল হিসেবে পাব। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবূ সারাহ্ হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফানের নিকট আত্মগোপন করে থাকে। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ঈমানের উপর বায়আত গ্রহণ করার জন্যে লোকদের আহ্বান করেন তখন হযরত উছমান আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দকে সাথে এনে নবী (সা)-এর সামনে উপস্থিত হন এবং তাকে বায়আত করার আবেদন জানান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চক্ষু তুলে তার দিকে তাকান আবার চক্ষু ফিরিয়ে নেন। এভাবে তিনবার করেন ; কিন্তু তার বায়আত নিলেন না। তিনবার তাকাবার পর তাকে বায়আত করান। এরপর সাহাবাদের সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি এমন একজন বিচক্ষণ লোক নেই, যে আমাকে বায়আত করা হতে বিরত থাকতে দেখে তাকে হত্যা করে দিত? সাহাবাগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার মনের কথা আমরা কি করে বুঝবো ; আমাদের প্রতি আপনি চোখ দিয়ে একটু ইশারা করলেন না কেন ? তিনি বললেন,

১. আসাহ্হুস্ সিয়রে এ নামটি কারতানা এবং অপর গায়িকাটির নাম কুরায়বা বলা হয়েছে। দ্র. আসাহ্হুস সিয়ার পৃ. ২৬৫ – জালালাবাদী

নবীর জন্যে খিয়ানতকারী চোখ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আবূ দাউদ ও নাসাঈ এ হাদীছটি আহমদ ইব্‌ন মুফাযযাল সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী - - - - আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) চার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলের জন্যে নিরাপত্তা ঘোষণা করেন। চারজন হল– আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন খাতাল, মিক্‌য়াস ইব্‌ন সুবাবা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ্ এবং উম্মে সারা। আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন খাতালকে কা'বার গিলাফ ধরে থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ্‌কে দেখামাত্র হত্যা করার জন্যে এক ব্যক্তি মানত (প্রতিজ্ঞা) করে। আবদুল্লাহ্ ছিল উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফানের দুধ ভাই। তিনি তার পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে নিয়ে আসেন। তাকে আসতে দেখে ঐ আনসারী তরবারি নিয়ে বেরিয়ে আসলেন। কিন্তু তিনি এসে দেখলেন যে, আবদুল্লাহ্ রাসূলের মজলিসে বসে পড়েছে। এ অবস্থায় আনসারী সংশয়ে পড়ে যায় এবং অগ্রসর হতে ইতস্ততা বোধ করে। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত বাড়ালে সে বায়আত হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারীকে বললেন, তুমি তোমার মানত পূরণ করবে বলে আমি অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি তো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম, আপনি আমাকে একটু ইংগিত করলেন না কেন ? তিনি বললেন, ইংগিত করা নবীর জন্যে শোভা পায় না। মিক্‌য়াস ইব্‌ন সুবাবা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে একজন মুসলমানকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে যায়। উম্মু সারা ছিল কুরায়শ গোত্রের দাসী। সে নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে তার অভাবের কথা জানালে তিনি তাঁকে সাহায্য স্বরূপ কিছু প্রদান করেন। ফিরে যাওয়ার সময় এক লোক মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠি তার কাছে দেয়। এরপর বায়হাকী হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতাআর ঘটনা বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক - - - - ইব্‌ন হায্‌ম থেকে বর্ণনা করেন, বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে মিক্‌য়াস ইব্‌ন সুবাবার ভাই হিশামকে মুশরিক মনে করে জনৈক মুসলমান হত্যা করে। এ ঘটনার পর মিকয়াস নিজেকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে ভাইয়ের রক্তপণ আদায়ের জন্যে এগিয়ে আসে। রক্তপণ গ্রহণ করার পর সে তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে হত্যা করে এবং পুনরায় মুশরিক হয়ে মক্কায় চলে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যার ঘোষণা দিলে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় তাকে হত্যা করা হয়। ইব্‌ন ইসহাক ও বায়হাকী উল্লেখ করেছেন যে, মিক্‌য়াস তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে হত্যা করার সময় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল –

شفى النفس من قد بات بالقاع مسندا   يضرج توبيه دماء الاخادع

وكانت هموم النفس من قبل قتله   تلم وتنسينى وطاء المضاجع

قتلت به فهرا وغرمت عقله   سراة بنى النجار ارباب فارع

حللت به نذرى وادركت ثورتى   وكنت الى الاوثان اول راجع

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি দূর প্রান্তরে গিয়ে রাত্রি যাপন করেছে, তার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করেছে তখন, যখন তার পোশাক-পরিচ্ছদ অহংকারীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে।

তাকে হত্যা করার পূর্ব পর্যন্ত আমার অন্তর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ছিল, নিজেকে তিরস্কৃত মনে হচ্ছিল এবং শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত আমি ভুলে বসেছিলাম।

আমি আমার ভাইয়ের বিনিময়ে বনূ ফিহ্রের একজনকে হত্যা করেছি এবং বনূ নাজ্জারের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সর্দারদের থেকে রক্তপণ আদায় করতে সক্ষম হয়েছি।

এ হত্যা-প্রতিশোধ দ্বারা আমি আমার মানত পূরণ করেছি, সম্পদ লাভ করেছি এবং সর্বাগ্রে মূর্তি দেবতার কাছে প্রত্যাবর্তন করেছি।

আমি বলি, কারও কারও মতে যে দুজন গায়িকাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয় তারা ছিল এই মিক্য়াস ইব্ন সুবাবারই দাসী। আর সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করা হয় মিকইয়াসের চাচাত ভাইকে। কোন কোন লেখক বলেছেন, ইব্ন খাতালকে হত্যা করেছিলেন যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)। ইব্ন ইসহাক বলেন, সাঈদ ইব্ন আবূ হিন্দ আমার নিকট আকীল ইব্ন আবূ তালিবের গোলাম আবূ মুর্রা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালিবের কন্যা উম্মু হানী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কার উঁচু এলাকায় অবতরণ করেন, তখন মাখযূম গোত্রের আমার দেবর সম্পর্কীয় দুব্যক্তি পালিয়ে আমার নিকট চলে আসে। ইব্ন হিশাম বলেন, ঐ দু' ব্যক্তির নাম– হারিছ ইব্ন হিশাম ও যুহায়র ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা। ইব্ন ইসহাক বলেন, উম্মু হানী ছিলেন মাখযূম গোত্রের হুবায়রা ইব্ন আবূ ওহবের স্ত্রী। তিনি বলেন, এমন সময় আমার ভাই আলী ইব্ন আবূ তালিব আমার ঘরে আগমন করেন। তাদের দু'জনকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম ! আমি এদেরকে হত্যা করবই। তখন আমি তাদেরকে আমার ঘরে আবদ্ধ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মক্কার উঁচু ভূমিতে ছুটে গেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তখন তিনি এমন একটি মটকা থেকে পানি নিয়ে গোসল করছেন, যাতে আটার চিহ্ন লেগে ছিল এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা তখন তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। গোসল শেষ করে তিনি কাপড় পরলেন। তারপর আট রাকআত চাশতের নামায আদায় করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ স্বাগতম হে উম্মু হানী ! কী মনে করে আসলে ? তখন আমি তাঁকে ঐ দু'ব্যক্তি ও আলীর সংবাদ জানালাম। শুনে তিনি বললেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম ; তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। আমরা ওদেরকে হত্যা করবো না। ইমাম বুখারী বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবুল ওলীদ - - - - ইব্ন আবূ লায়লা সূত্রে। ইব্ন আবূ লায়লা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চাশতের নামায পড়তে দেখেছেন– এ কথা একমাত্র উম্মু হানী ব্যতীত আর কেউ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন নি। তিনি মক্কা বিজয় যুদ্ধের উল্লেখ প্রসংগে বলেন ঃ নবী করীম (সা) তাঁর ঘরে গোসল সম্পন্ন করে আট রাকআত নামায পড়েন। উম্মু হানী আরও বলেন, তিনি এ নামায এতো সংক্ষেপে পড়লেন– যেমনটি আমি আর কখনও দেখিনি। তবে রুকূ-সিজদা যথারীতি আদায় করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে - - - - (আকীলের গোলাম) আবূ মুর্রা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে তাতে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর গোসল ও চাশতের নামায আদায়ের পূর্বেই তাদেরকে নিরাপত্তা দানের ঘোষণা দেন। তাকে আশ্রয় দিলাম।

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় আছে যে, উম্মু হানী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যখন যান, তখন তিনি গোসলরত ছিলেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা একখানা কাপড় আড় করে পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ আগন্তুক কে ? উত্তরে ফাতিমা জানালেন–

উম্মু হানী। তিনি বললেন, উম্মু হানীকে স্বাগতম। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি দুজন পুরুষকে আশ্রয় দিয়েছি কিন্তু আলী ইব্ন আবূ তালিবের মায়ের পুত্র (আলী) তাদেরকে হত্যা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে উম্মু হানী ! তুমি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছো। আমরাও তাদেরকে আশ্রয় দিলাম। উম্মু হানী বলেন, এরপর তিনি আট রাকআত নামায পড়লেন। আর এটা ছিল চাশতের সময়। এ কারণে বহু সংখ্যক আলিম মনে করেন যে, এ নামায ছিল চাশতের নামায। কিন্তু অন্যান্য আলিমগণ বলেন, এটা ছিল বিজয়ের নামায। এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে, ঐ নামাযে প্রতি দু' রাকআতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম ফিরিয়েছেন। এ বর্ণনাটি সুহায়লীসহ ঐসব আলিমদের মতের বিরোধী যারা বিজয়ের নামায একই সালামে আট রাকআত পড়ার কথা বলেন। বর্ণিত আছে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস পারস্য সাম্রাজ্যের মাদায়েন শহর জয় করার পর কিসরার রাজপ্রাসাদে আট রাকআত নামায পড়েছিলেন এবং প্রতি দু'রাকআতের পর সালাম ফিরিয়েছিলেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ---- সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবতরণের পর যখন লোকজনের মধ্যে স্বস্তির ভাব ফিরে আসে তখন তিনি নিজ অবস্থান থেকে বের হয়ে বায়তুল্লায় আসেন এবং বাহনের উপর বসা অবস্থায়ই সাতবার তাওয়াফ করেন। তাওয়াফকালে তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা বায়তুল্লাহ্র রুক্ন স্পর্শ করে চুম্বনের কাজ সমাধা করেন। তাওয়াফ শেষে তিনি উছমান ইব্ন তালহাকে ডেকে তার নিকট থেকে কা'বার চাবি গ্রহণ করেন। কা'বার দরজা খোলা হলে তিনি তাতে প্রবেশ করেই একটি কাষ্ঠ নির্মিত কবুতর মূর্তি দেখতে পান। তিনি নিজ হাতে তা ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দেন। তারপর কা'বার দরজায় এসে দাঁড়ান। ইতোমধ্যে তাঁর আগমনে মসজিদে প্রচুর লোকের সমাবেশ ঘটে। মূসা ইব্ন উকবা বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'বার সিজদা করে যমযম কূপের কাছে যান। সেখানে তিনি পানি আনিয়ে পান করেন ও উযূ সম্পন্ন করেন। সাহাবীগণ তাঁর উযূর ব্যবহৃত পানির কিছু অংশ বরকত হিসেবে লওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। মুশরিকরা এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে বলাবলি করছিল– আমরা এমন একজন সম্রাট জীবনে কখনও দেখিনি বা তার কথা শুনিনি– যাকে তার ভক্তরা এত ভক্তি করে। তিনি আজ বায়তুল্লাহর সংলগ্ন নিজ জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট জনৈক আলিম বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নরূপ ভাষণ দেন–

لا اله الا الله وحده لا شريك له

صدق وعده ونصر عبده وحزم الاحذاب وحده

الا كل مأثرة او دم او مال يدعى فهو موضوع تحت قدمى هتين

الا سدانة البيت وسقاية الحاج ـ

الا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا

ففيه الدية مغلظة

مـاية مـن الابـل اربـعـون مـنـهـا فـى بـطـونـهـا اولادهـا

يـا مـعـشـر قـريـش ان الـلـه قـد اذهـب عـنـكـم نـخـوة الجاهـلـيـة و تـعـظـمـهـا بـالابـاء

الـنـاس مـن آدم و آدم مـن تـراب *

অর্থাৎ ঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই।

তিনি একক, তার কোন শরীক নেই।

তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। তিনি একাই সকল বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন।

জেনে রেখো ! জাহিলিয়াত যুগের সকল আভিজাত্যের অহংকার, রক্ত বা সম্পদের প্রতিশোধ দাবি আমার এ দু'পায়ের নীচে আজ দলিত।

তবে বায়তুল্লাহ্র সেবা ও হাজীদের পানি পান করানোর ব্যবস্থাপনা এর ব্যতিক্রম।

জেনে রেখো ! ভুলক্রমে হত্যার বিষয়টা ছড়ি অথবা লাঠি দ্বারা ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ।

এর জন্যে গুরুতর রক্তপণ দিতে হবে–

অর্থাৎ – একশ উট, যার মধ্যে চল্লিশটি থাকবে গর্ভবতী।

হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলিয়াত যুগের অহমিকা ও বংশ-গৌরবের অবসান ঘটিয়েছেন।

মানুষ মাত্রই আদম থেকে সৃষ্ট।

আর আদম সৃষ্ট মাটি থেকে।

তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ *

অর্থাৎ– "হে মানুষ ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিকতর মুত্তাকি। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন। সমস্ত খবর রাখেন।" (৪৯- হুজুরাত ঃ ১৩)।

তারপর তিনি বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায় ! ما ترون انى فاعل فيكم – তোমাদের ব্যাপারে আমি কী আচরণ করবো বলে তোমরা মনে কর ? তারা বললো ঃ خيرا اخ كريم وابن اخ كريم –আমরা উত্তম ধারণা রাখি, কেননা, আপনি একজন মহান ভাই ও মহৎ ভাইপো। তখন তিনি বললেন ঃ اذهبوا فانتم الطلقاء –যাও, তোমরা আজ মুক্ত স্বাধীন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে গিয়ে বসলেন। তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব কা'বা ঘরের চাবি হাতে করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বায়তুল্লাহ্র সেবায়েতের দায়িত্ব এবং

হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব দুটোই আমাকে দান করুন। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন ঃ উছমান ইব্ন তালহা কোথায় ? তাকে ডেকে আনা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ 'এই লও তোমার চাবি, হে উছমান ! আজকের দিন হচ্ছে সদাচার ও প্রতিশ্রুতি পালনের দিন।" (اليوم يوم برو وفاء)।

ইমাম আহমদ - - - - সুফিয়ান ইব্ন উমর (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্র সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত খুতবা পেশ করেন ঃ

"প্রশংসা সেই আল্লাহ্র

যিনি তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন,

তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন।

জেনে রেখো ! ছড়ি বা লাঠি দ্বারা অনিচ্ছাকৃত হত্যায় একশ' উট দিতে হবে। তার অন্য বর্ণনায় গুরুতর রক্তপণের কথা আছে। যার মধ্যে চল্লিশটি হবে গর্ভবতী।

জেনে রেখো ! জাহিলী যুগের সকল অহমিকা ও রক্তের প্রতিশোধের দাবী (আর এক বর্ণনা মতে মালের দাবী) আমার এ দু পায়ের নীচে দলিত।

তবে হাজীদের পানি পান করান ও বায়তুল্লাহ্র সেবা এ দুটি ব্যাপার ভিন্ন। কেননা, এ দুটি বিষয়ের দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল তাদেরকেই বহাল রাখা হয়েছে। আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা আলী ইব্ন যায়দ - - - - ইব্ন উমর (রা) সূত্রে এ হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ কতিপয় আলিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লায় প্রবেশ করে তার মধ্যে ফেরেশতার ও অন্যান্য কিছু জিনিসের ছবি দেখতে পান। তিনি আরও দেখতে পান যে, ইবরাহীম (আ)-এর একটি ছবি, হাতে তীর নিয়ে তিনি ভাগ্য নির্ণয় করছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করুন! ওরা আমাদের মহান নেতাকে তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়কারী বানিয়ে ছেড়েছে। অথচ, ঐ সব ভাগ্য নির্ণয়ের তীরের সাথে ইবরাহীম (আ)-এর কী সম্পর্ক ?

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيِّ وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ *

"ইবরাহীম তো য়াহূদী বা নাসারা ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (৩- আলে ইমরান ঃ ৬৭)।

এরপর তিনি ছবিগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দেন এবং সেমতে সেগুলো মুছে ফেলা হয়। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট সুলায়মান - - - - জাবির সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে কতিপয় ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে সেগুলো মুছে ফেলতে নির্দেশ দেন। তখন উমর (রা) একখানা কাপড় নিয়ে সেগুলো মুছে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন। তখন ঘরের মধ্যে আর কোন ছবি অবশিষ্ট ছিল না। ইমাম বুখারী সাদকা ইব্ন ফযল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন বায়তুল্লাহ্র চারপাশ ঘিরে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন, আর মুখে বলতে লাগলেন ঃ (جاء الحق وزهق الباطل) –"হক এসেছে বাতিল দূরীভূত হয়েছে।" হক এসেছে বাতিলের আর উদ্ভব বা পুনরুদ্ভব ঘটবে না। ইমাম মুসলিম এ হাদীছটি ইব্ন উআয়না সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী ইব্ন ইসহাক সূত্রে - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন কা'বা গৃহে তিনশ' প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে এক একটি প্রতিমার কাছে যেতে থাকেন, আর অমনি সে প্রতিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। এভাবে সব ক'টি প্রতিমা তিনি অতিক্রম করেন। এরপর বায়হাকী সুওয়ায়দ - - - - ইব্ন উমর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাতে অতিরিক্ত এতটুকু আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লাঠি দ্বারা কোন প্রতিমাকে স্পর্শ করেননি ; বরং ইংগিত করতেই প্রতিটি প্রতিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তারপর বায়হাকী বলেন, এ হাদীছের সনদটি যদিও দুর্বল, কিন্তু পূর্বের হাদীছের সমর্থনে তা শক্তিশালী হয়েছে। হাম্বল ইব্ন ইসহাক - - - - ইব্ন আবযা সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা জয় করেন তখন মাথার চুল কুঁকড়ান জনৈক হাবশী মহিলা মুখে রং মেখে ধ্বংস কামনা করতে করতে আগমন করে। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ঐ যে বিলাপকারিণী মহিলা– সে এ কারণে হতাশ হয়ে পড়েছে যে, তোমাদের এ শহরে আর কখনও পূজিত হবে না।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ ইব্ন শিহাব যুহ্রী উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস সূত্রে আমার জনৈক আস্থাভাজন আলিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাহনে চড়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং বাহনের উপর থেকে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেন। তখন বায়তুল্লাহর চারপাশে শীসা বাঁধানো অনেকগুলো মূর্তি ছিল। নবী করীম (সা) তাঁর হাতের ছড়ি দ্বারা মূর্তিগুলোর দিকে ইংগিত করে যাচ্ছিলেন এবং মুখে বলছিলেন ঃ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا "সত্য সমাগত, মিথ্যা বিলুপ্ত, মিথ্যা বিলুপ্তই হয়।" যেসব মূর্তির মুখমন্ডলের দিকে তিনি ইংগিত করছিলেন সেগুলো চিৎ হয়ে পড়ছিল। আর যেগুলোর পশ্চাৎভাগের দিকে ইংগিত করছিলেন সেগুলো উপুড় হয়ে পড়ছিল। এভাবে সব কটি মূর্তিই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তামীম ইব্ন আসাদ আল-খুযা'ঈ এ প্রসংগে তার কবিতায় বলেন ঃ

وفى الاصنام معتبرو علم   لمن يرجو الثواب او العقابا

"মূর্তির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস কেবল তারই থাকতে পারে, যে তাদের কাছে পুরস্কার ও শাস্তির আশা করে।"

সহীহ্ মুসলিমে সিনান ইব্ন ফাররুখ - - - - আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত। মক্কা বিজয় সম্পর্কিয় হাদীছে তিনি বর্ণনা করেন ঃ - - - - এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজরে আসওদের নিকটবর্তী হয়ে তাকে চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করলেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্র পার্শ্বে রক্ষিত একটি মূর্তির কাছে এলেন, যাকে তারা উপাসনা করতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে একটি ধনুক ছিল। তিনি তার এক প্রান্ত ধারণ করেছিলেন। মূর্তিটির কাছে এসে তিনি ধনুকের দ্বারা তার চোখ খোঁচাতে লাগলেন এবং বললেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

"সত্য আগমন করেছে, মিথ্যা বিদায় নিয়েছে। মিথ্যার বিদায় অবধারিত।"

বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ শেষে তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। এরপর তাতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে তাকালেন এবং দুহাত উঁচু করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং যা প্রার্থনা করার ছিল তিনি তা প্রার্থনা করলেন। বুখারী বলেন ঃ আমার নিকট ইসহাক ইব্‌ন মানসূর - - - - ইকরামা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় আগমন করে তাৎক্ষণিকভাবে বায়তুল্লায় প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকেন। কেননা, বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যে তখন অনেকগুলো মূর্তি ছিল। তিনি এগুলোকে বের করে ফেলার আদেশ দেন। ফলে মূর্তিগুলো বের করা হল। বহিষ্কৃত মূর্তির সাথে দেখা গেল ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর মূর্তিও বেরিয়ে এসেছে। আর তাঁদের উভয়ের হাতে রয়েছে ভাগ্য গণনার কয়েকটি তীর। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করুন। তারা অবশ্যই জানতো যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কখনও তীর দিয়ে ভাগ্য গণনার কাজ করেননি। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ্‌র ভিতরে প্রবেশ করেন এং প্রত্যেক কোণে গিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দেন। কিছু সময় পর তিনি বেরিয়ে আসেন এবং ঘরের ভিতরে নামায পড়েননি। এ হাদীছটি শুধু বুখারীতে আছে, মুসলিমে নেই। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আবদুস সামাদ। আব্বাস সূত্রে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তাতে ছিল ছয়টি স্তম্ভ। তিনি প্রতিটি স্তম্ভের কাছে গিয়ে দাঁড়ান এবং দু'আ করেন ; কিন্তু কা'বা ঘরের ভিতরে নামায পড়েননি। ইমাম মুসলিমও এ হাদীছ শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ, হাম্মাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া আওযী ও আতা থেকে সনদ পরম্পরায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট হারূন ইব্‌ন মা'রূফ - - - - ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লায় প্রবেশ করে ইবরাহীম (আ) ও মারয়াম (আ)-এর ছবি দেখতে পান। এ দৃশ্য দেখে তিনি বলেন ঃ তারা তো শুনেছে যে, ফেরেশতাগণ ঐ গৃহে প্রবেশ করে না। যে গৃহে ছবি থাকে। অথচ নবী ইবরাহীম (আ)-এর এই ছবি ! আর তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয়ের তো কোন প্রশ্নই উঠে না। বুখারী ও নাসাঈ ইব্‌ন ওহব সূত্রে এ হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট আবদুর রায্‌যাক - - - - ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লায় প্রবেশ করে ভিতরে বিভিন্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে দু'আ করে ঘরের বাইরে এসে দু রাকআত নামায আদায় করেন। ইমাম আহমদ একাই এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইসমাঈল - - - - ইব্‌ন উমার সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্‌র অভ্যন্তরে দু রাকআত নামায পড়েছেন। বুখারী বলেন ঃ লায়ছ - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারীতে আরোহণ করে এবং উসামা ইব্‌ন যায়দকে নিজের পিছনে বসিয়ে মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেন। তাঁর সংগে ছিলেন বায়তুল্লাহ্‌র চাবি রক্ষক উছমান ইব্‌ন তালহা। তিনি মসজিদে হারামের সামনে এসে সাওয়ারী থামালেন এবং কা'বার চাবি এনে দরজা খোলার আদেশ করলেন। দরজা খোলা হলে তিনি কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন। তখন তাঁর সংগে ছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ, বিলাল এবং উছমান ইব্‌ন তালহা। সেখানে তিনি

দিবসের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করার পর বেরিয়ে আসেন। তখন অন্যান্য লোকজন দ্রুত ছুটে এলো– কা'বার ভিতরে প্রবেশের জন্যে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার সেখানে সর্বাগ্রে প্রবেশ করলেন। তিনি বিলালকে দরজার পাশে দাঁড়ানো পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন্ জায়গায় নামায পড়েছেন ? তখন বিলাল তাকে তাঁর নামায পড়ার জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কত রাকআত আদায় করেছেন, বিলালকে আমি এ কথাটি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইমাম আহমদ এ হাদীছটি হুশায়ম - - - - ইব্ন উমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তাঁর সংগে ছিলেন ফযল ইব্ন আব্বাস, উসামা ইব্ন যায়দ, উছমান ইব্ন তালহা ও বিলাল। তখন বিলালকে আদেশ করলে তিনি দরজা টেনে বন্ধ করে দেন। তারপর যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল ততক্ষণ তিনি ভিতরে থাকার পর বেরিয়ে আসেন। ইব্ন উমার বলেন ঃ এরপর তাদের মধ্যে বিলালের সাথে আমার সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেছেন ? তিনি আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন– এই দুই খুঁটির মাঝখানে।

আমি বলি, সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রাচীর পশ্চাতে রেখে দরোজার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন। দুটি স্তম্ভ ছিল ডান দিকে, একটি ছিল বা দিকে এবং পশ্চাৎ দিকে ছিল আরও তিনটি স্তম্ভ। কা'বা ঘর তখন ছয়টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল। তাঁর ও পশ্চিম পাশের দেওয়ালের মাঝে মাত্র তিন হাত পরিমাণ দূরত্ব ছিল। ইমাম আহমদ ইসমাঈল - - - - ইব্ন উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লায় দু রাকআত নামায আদায় করেছিলেন। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ আমার নিকট কোন কোন আলিম বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বায় প্রবেশ করেন। তখন তাঁর সংগে ছিলেন বিলাল। তিনি বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, আত্তাব ইব্ন উসায়দ ও হারিছ ইব্ন হিশাম তখন কা'বার আংগিনায় উপবিষ্ট ছিল। আযান শুনে আত্তাব বললো, আল্লাহ্ আমার পিতা উসায়দকে সম্মানিত করেছেন যে, তাকে এ জিনিস শুনতে হয়নি। কেননা, এ সব শুনলে তিনি ক্ষেপে যেতেন। হারিছ ইব্ন হিশাম বললো, আল্লাহ্র কসম ! আমি যদি জানতে পারতাম যে, এ ব্যক্তি সঠিক পথে রয়েছে তবে আমি অবশ্যই তার অনুসরণ করতাম। আবূ সুফিয়ান বললো, আমি এ সম্পর্কে মুখ খুলবো না। কেননা, আমি যদি কিছু বলি, তবে এ কংকরগুলোই আমার এ সংবাদ (তাকে) পৌঁছে দেবে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ তোমরা যা যা বলেছ, তা সবই আমি জেনে গেছি। তিনি তাদেরকে সেসব কথা পুনরাবৃত্তি করে শুনিয়ে দেন। হারিছ ও আত্তাব সহসা বলে উঠলো ঃ نشهد انك رسول الله –"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল"। আল্লাহ্র কসম ! আমাদের কাছে কেউ ছিল না যে, বলবো – সে জেনে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে। ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেন ঃ আমার পিতার নিকট জুবায়র ইব্ন মুত্'ঈম বংশের জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করে বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল তখন কা'বা ঘরের ছাদে উঠে নামাযের জন্যে আযান দিলেন। আযান শুনে সাঈদ ইব্ন 'আস গোত্রের এক

ব্যক্তি বললো, কা'বার ছাদে চড়ে এই কৃষ্ণাংগের আযান শুনার পূর্বে মৃত্যু দিয়ে আল্লাহ্ সাঈদকে সম্মানিত করেছেন। আবদুর রায্যাক - - - - ইব্ন আবূ মুলায়কা সূত্রে বলেন ঃ বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি কা'বার ছাদে চড়ে আযান দেন। তখন কুরায়শ গোত্রের এক ব্যক্তি হারিছ ইব্ন হিশামকে বলে, দেখছেন না ! এই ক্রীতদাস কোথায় উঠেছে ? হারিছ তাকে বললো, থাম ! আল্লাহ্ যদি তাকে অপসন্দ করেন তবে অচিরেই তার পরিবর্তন ঘটাবেন। ইউনুস ইব্ন বুকায়র প্রমুখ বর্ণনাকারিগণ উরওয়া সূত্রে বলেন ঃ বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলালকে আযান দিতে নির্দেশ দিলে তিনি কা'বার ছাদে উঠে আযান দেন। মুশরিকদের মর্মপীড়া সৃষ্টিই ছিল এর উদ্দেশ্য। মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ - - - - আবূ ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব একাকী বসে ভাবছিল হায় ! যদি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী সংগঠিত করতে পারতাম ? সে এই কথা মনে মনে ভাবছিল — অমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার দুই কাঁধের মাঝে থাপ্পড় মেরে বললেন ঃ তা হলে আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়তেন। আবূ সুফিয়ান মাথা তুলে দেখলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার শিয়রে দন্ডায়মান। তখন সে বললো, আমি এর আগে বিশ্বাস করতাম না যে, আপনি সত্য নবী। বায়হাকী - - - - আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয - - - - ইব্ন আব্বাস সূত্রে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন য, আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্র পিছনে পিছনে লোক ছুটতে দেখে মনে মনে ভাবছিল যে, এ লোকটির বিরুদ্ধে যদি একটি যুদ্ধ বাঁধাতে পারতাম ! এ সময়ে আচম্বিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসেই তার বুকে এক থাপ্পড় মেরে বললেন, "তোমাকে তাহলে আল্লাহ্ লাঞ্ছিতই করতেন।" আবূ সুফিয়ান বললো, আমি যা বাজে বকেছি সে জন্যে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাই– মাফ চাই। এরপর বায়হাকী ইব্ন খুযায়মা - - - - সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয় করে মুসলমানগণ নগরে প্রবেশ করার পর যখন রাতের আগমন হল, তখন রাতভর তাঁরা তাকবীর ধ্বনি ও কালেমার আওয়াজে চারিদিক মুখরিত করে রাখলেন। এভাবে সকাল হয়ে গেল। তখন আবূ সুফিয়ান স্ত্রী হিন্দকে ডেকে বললো — দেখনা, এ সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হচ্ছে। হিন্দ বললো, হ্যাঁ– এ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। এরপর আবূ সুফিয়ান অতি প্রত্যুষে উঠে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি হিন্দকে বলেছিলে "দেখনা–এসব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হচ্ছে। আর হিন্দ বলেছিল, হ্যাঁ– এ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।" তখন আবূ সুফিয়ান বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আপনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। সেই আল্লাহ্র কসম, যাঁর নামে কসম খাওয়া হয়, আমার এ কথা হিন্দ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি শুনেনি, ইমাম বুখারী ইসহাক - - - - মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে দিন আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে দিন থেকেই তিনি মক্কা নগরীকে 'হারম' (সম্মানিত) করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্র সম্মান দেয়ার কারণে এর হুরমত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। আমার পূর্বে তা কারো জন্যে হালাল ছিল না এবং আমার পরেও তা কারো জন্যে হালাল করা হবে না। কেবল এক দিনের সামান্য সময়ের জন্যে আমার জন্যে হালাল করা হয়েছিল। এখানকার কোন শিকারকে তাড়ান যাবে না। কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না। এখানকার ঘাস কাটা যাবে না। এখানে রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস উঠান যাবে না ; তবে হারান বিজ্ঞপ্তি দেয়ার জন্যে উঠান যাবে। একথা শুনে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইয্খির

ব্যতীত ? কেননা, ইয্খির ঘাস দাফনের কাজে ও ঘরের ছাউনিতে লাগে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ, ইয্খির ব্যতীত– এটা হালাল। ইব্ন জুরায়জ এ হাদীছটি আবদুল করীম ইকরিমা ইব্ন আব্বাস সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। প্রথম বর্ণনা মুরসাল এবং দ্বিতীয় বর্ণনা মুত্তাসিল। যারা বলেন, মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় হয়েছে তারা এই হাদীছ ও অনুরূপ অন্যান্য হাদীছ এবং পূর্বোল্লিখিত খানছামার ঘটনা থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া মক্কা বিজয়ের দিন মুশরিক ও মুসলমান মিলে বিশ জন লোক নিহত হয়। এটা স্পষ্টভাবেই সংঘর্ষের প্রমাণবহ। জমহূরে উলামা এ মতই পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম শাফিঈর প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়। কেননা, মক্কার ভূমি সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়নি। তাছাড়া বিজয়ের রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেছিলেন ঃ "যারা আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ, যারা হারমে অবস্থান নিবে তারা নিরাপদ এবং যারা নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে তারা নিরাপদ। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ কিতাবুল আহকামে করা হবে। ইনশা আল্লাহ্। ইমাম বুখারী - - - - সাঈদ ইব্ন শারজীল আবূ শুরায়হ্ খুজাঈ সূত্রে বর্ণনা করেন। (মদীনার শাসক) আমর ইব্ন সাঈদ যখন মক্কা অভিমুখে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করছিলেন। তখন আবূ শুরায়হ তাঁকে বলেছিলেন, হে আমাদের আমীর ! আমাকে একটু অনুমতি দিন, তা হলে আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি বাণী শুনাব যা তিনি মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। সে বাণী আমার দু'কান শুনেছে, আমার হৃদয় সংরক্ষণ করে রেখেছে এবং যখন তিনি বলছিলেন তখন আমার দু'চোখ তাঁকে দেখেছে। তিনি প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করেছেন। তারপরে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ নিজেই মক্কাকে 'হারম' ঘোষণা করেছেন, কোন মানুষ তাকে 'হারম' বানায়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী তার জন্যে সেখানে রক্তপাত ঘটান কিংবা তথাকার গাছপালা কর্তন করা অবৈধ। যদি কেউ আল্লাহ্র রাসূলের লড়াই এর কথা বলে নিজের এ সুযোগ গ্রহণ করতে চায়, তবে তোমরা তাকে বলে দিও– আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। আর আমাকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এক দিনের মাত্র কিছু সময়ের জন্যে। এবং সে দিনেই তা পুনরায় হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যেমন আগের দিন হারাম ছিল। উপস্থিত লোকজন যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ কথাটি পৌঁছিয়ে দেয়।

আবূ শুরায়হ্ এর নিকট একদা জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমর (এ বাণীটি শুনার পর) আপনাকে কী বলেছিলেন ? তিনি বললেন, আমর আমাকে বলেছিলেন– এ হাদীছ সম্পর্কে আমি তোমার চাইতে অধিক অবগত। হে আবূ শুরায়হ্ ! হারম শরীফ কোন অপরাধীকে বা পলায়নকারী খুনীকে কিংবা জিযিয়া থেকে পলায়নকারীকে আশ্রয় দেয়না। এ হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম কুতায়বা লায়ছ ইব্ন সা'দ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, ইবনূল আছওগ নামক মক্কার এক ব্যক্তিকে খিরাশ ইব্ন উমাইয়া হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে খুযা'আ গোত্রের লোকজন ! হত্যা থেকে তোমাদের হাত গুটিয়ে ফেল। খুনোখুনি তো অনেকই হয়েছে; কিন্তু এতে কোন ফায়দা আসেনি। তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ আমি তার রক্তপণ আদায় করে দেব।" ইব্ন ইসহাক বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন হারমালা আমার নিকট সাঈদ ইবনূল মুসায়্যিব এর বরাতে

বর্ণনা করেছেন যে, খিরাশ ইব্ন উমাইয়ার ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেছিলেন ঃ খিরাশ বড়ই রক্তপিপাসু। ইব্ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ মাকবেরী আবূ শুরায়হ্ খুযাঈ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্ন যুবায়র[১] তার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়রের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে যখন মক্কায় আসেন, তখন আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, শুনুন ভাই ! মক্কা বিজয়কালে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। বিজয়ের পরের দিন খুযা'আ গোত্রের লোকজন হুযায়ল গোত্রের জনৈক মুশরিককে হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী ! আল্লাহ্ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন সে দিনই তিনি মক্কাকে 'হারম' ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ কর্তৃক 'হারম' ঘোষণার ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তার হুরমত বা সম্মান বলবত থাকবে। তাই যে লোক আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্যে এখানে রক্তপাত ঘটান কিংবা এখানকার গাছপালা কর্তন করা বৈধ নয়। আমার পূর্বে কারও জন্যে তা বৈধ করা হয়নি, আর আমার পরে কারও জন্যে বৈধ করা হবে না। আমার জন্যেও বৈধ নয়; তবে এখানকার অধিবাসীদের প্রতি ক্রোধের কারণে এই সামান্য কিছু সময়ের জন্যে আমার জন্যে বৈধ করা হয়েছে। জেনে রেখো, বিগত দিনের ন্যায় এর হুরমত আবার ফিরে এসেছে। তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেবে। সুতরাং কেউ যদি তোমাদেরকে বলে, আল্লাহ্‌র রাসূল তো এখানে লড়াই করেছেন, তাহলে তোমরা বলে দেবে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের জন্যে বৈধ করেছেন, তোমাদের জন্যে বৈধ করেননি। হে খুযা'আ সম্প্রদায়! খুন-খারাবী থেকে সংযত হও। খুন-খারাবী বহু হয়েছে; কিন্তু কোনই লাভ হয়নি। তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, আমি নিজে এর রক্তপণ আদায় করে দেব। আমার এ আদেশের পর কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তবে নিহতের অভিভাবকগণ প্রতিশোধ গ্রহণের দু'টি পন্থার যে কোন একটির সুযোগ নিতে পারবে। যদি তারা চায় তবে 'কিসাস' হিসেবে ঘাতককে হত্যা করতে পারবে। কিংবা চাইলে তার থেকে রক্তপণ গ্রহণ করতে পারবে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করেন যাকে খুযা'আ গোত্রের লোকজন হত্যা করেছিল। এসব বক্তব্য শুনার পর আমর ইব্ন যুবায়র আবূ শুরায়হ্‌কে বললো, ও বুড়ো ! তুমি যাও এখান থেকে। মক্কার হুরমত ও মর্যাদা সম্পর্কে আমরা তোমার চাইতে ভালই অবগত আছি। মক্কার হুরমত কোন রক্তপাতকারী, আনুগত্য বর্জনকারী কিংবা জিযিয়া দিতে অস্বীকারকারীকে শাস্তি দিতে বাধা দেয় না। আবূ শুরায়হ্ তখন জবাবে আমরকে বললেন, আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম, আর তুমি ছিলে অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের কাছে এ কথা পৌঁছিয়ে দেবে। আমি তাই তোমাকে সে কথা পৌঁছিয়ে দিলাম। এখন তুমি কি করবে সে সিদ্ধান্ত তোমার।

ইব্ন হিশাম বলেন, আমার নিকট এই বিবরণ পৌঁছেছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্

১. সুহায়লী বলেন, ইব্ন হিশাম নিজের ধারণা মতে এই নাম লিখেছেন। আসলে তিনি আমর ইব্ন যুবায়র ছিলেন না। তিনি ছিলেন আমর ইব্ন সাঈদ ইবনুল 'আস ইব্ন উমাইয়া, তাকে আশদাক বলা হত। আবূ উমাইয়া তার কুনিয়াত, লকব লাতীমুশ শায়তান। সে ছিল ভীষণ যুদ্ধবাজ। খলীফা আবদুল মালিকের আশঙ্কা হয় যে মক্কার নিরাপত্তা তার দ্বারা বিঘ্নিত হবে। ফলে এক বাহানায় তাকে হত্যা করেন।

(সা) সর্ব প্রথম যে নিহতের রক্তপণ আদায় করেন সে হচ্ছে জুনায়দাব ইবনুল আকওয়া। বনূ কা'বের লোকজন তাকে হত্যা করে। একশ' উষ্ট্রী দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার রক্তপণ আদায় করেন। ইমাম আহমদ বলেন, আমার নিকট ইয়াহ্য়া - - - - শুআয়ব থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয় হয়ে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা দিলেন। সবাই অস্ত্র সংবরণ কর ; তবে খুযা'আ গোত্র যদি বনূ বকর থেকে প্রতিশোধ নিতে চায় তা তাদের জন্যে অনুমতি আছে। আসরের সালাত আদায়ের পর খুযা'আ গোত্রকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, এখন থেকে তোমরাও অস্ত্র গুটিয়ে ফেল। পরের দিন খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি বনূ বকর গোত্রের এক ব্যক্তিকে মুয্দালিফায় দেখতে পেয়ে হত্যা করে। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি কা'বা ঘরের গায়ে হেলান দিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা অধিক লংঘণকারী সে, যে হারম সীমার মধ্যে কাউকে হত্যা করে অথবা কিসাস-বিহীন কাউকে হত্যা করে কিংবা জাহিলী যুগের প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কাউকে হত্যা করে। বর্ণনাকারী পুরা হাদীছই উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীছটি একান্তই 'গরীব পর্যায়ের'। সুনান গ্রন্থকারগণ এ হাদীছের কিছু কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। তবে বিজয়ের দিন বনূ বকর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে বনূ খুযা'আকে আসর পর্যন্ত অনুমতি দেয়ার উল্লেখ এ হাদীছ ব্যতীত অন্য কোথাও নেই। হাদীছটি সহীহ্ হলে এর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, "লায়লাতুল ওয়াতীরে"[১] বনূ বকর বনূ খুযা'আর উপর যে যুলুম করেছিল, তারই বদলা হিসেবে এ অনুমতি ব্যতিক্রমী নির্দেশ স্বরূপ। কেবল তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তবে আসল রহস্য আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ - - - - হারিছ ইব্ন মালিক ইব্ন বারসা খুযা'ঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, "আজকের পর কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এখানে আর যুদ্ধ করব না। তিরমিযী বুনদার সূত্রে এ হাদীছটি বর্ণনা করে একে হাসান ও সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন।

আমি বলি, এ উক্তি যদি নিষেধসূচক হয় তা হলে কোন প্রশ্ন থাকে না। আর যদি না সূচক হয় তবে বায়হাকী তার ব্যাখ্যায় বলেন, এখানকার অধিবাসীদের কুফরী কাজে লিপ্ত হওয়ার সাথে এ হুকুম সংযুক্ত। সহীহ্ মুসলিমে - - - - যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়েদা ইবনুল আসওয়াদ আদাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেন ঃ আজকের দিনের পর কিয়ামত পর্যন্ত কুরায়শগণকে ধর্মত্যাগের অপরাধে ও যুদ্ধে হত্যা করা হবে না।

ইব্ন হিশাম বলেন, আমার নিকট এ তথ্য পৌঁছেছে যে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সেখানে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে থাকেন। আনসারগণ তাঁর চার পাশে জড়ো হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো। তোমাদের কী ধারণা, আল্লাহ্ যখন তাঁর রাসূলকে নিজ দেশে ও শহরে বিজয় দান করেছেন, তখন কি তিনি এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন ? দু'আ শেষ করার পর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী বলাবলি করছিলে ? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তেমন কিছুই না। তিনি

১. ওয়াতীর একটি কূপের নাম। এ কূপের কাছেই এক রাত্রে কুরায়শদের মিত্র বনূ বকর মুসলমানদের মিত্র বনূ খুযা'আর উপর আক্রমণ করে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল– যার ফলে মক্কা আক্রমণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যখন পীড়াপীড়ি করলেন, তখন তাঁরা সে কথাটি তাঁকে জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم "আল্লাহ্র পানাহ্ ! জীবনে মরণে আমি তোমাদের সাথেই থাকবো।" এ হাদীছটি ইব্ন হিশাম মুআল্লাকরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর গ্রন্থ মুসনাদে সনদসহ বুহ্য ও হাশিম - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একবার একটি প্রতিনিধি দল মুআবিয়ার কাছে যায়। আমি ও আবূ হুরায়রা ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সে সময়টা ছিল রমযান মাস। আমাদের মধ্যে একে অন্যের জন্যে খানা পাকাতো। তবে অধিকাংশ সময় আবূ হুরায়রাই আমাদেরকে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। আবদুল্লাহ ইব্ন রাবাহ্ বলেন, আমি ভাবলাম – আমি কেন অন্যদেরকে আমার বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়াবো না ? তাই আমি খানা পাকাতে নির্দেশ দিলাম। বিকেল বেলা আবূ হুরায়রার সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম– আজ রাত্রে আমার বাড়িতে আপনার দাওয়াত। আবূ হুরায়রা বললো, আজ আপনি আমার পূর্বেই দাওয়াত দিয়ে দিলেন। আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর আমি অন্যদেরকেও দাওয়াত দিলাম। সকলে আমার বাড়িতে এসে সমবেত হল। তখন আবূ হুরায়রা বললেন, হে আনসার সম্প্রদায় ! আমি কি তোমাদের নিকট তোমাদের বিষয়ে একটি হাদীছ বর্ণনা করবো না ? তারপর তিনি মক্কা বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা করা শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে উপনীত হলেন। এরপর যুবায়রকে মক্কার এক দিকে এবং খালিদকে অপর দিকে প্রেরণ করলেন। আর আবূ উবায়দাকে পদাতিক বাহিনীর নেতা বানিয়ে প্রেরণ করলেন। তারা ('বাতনে-ওয়াদীর') পথ অবলম্বন করে চললো। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন একটি ছোট সেনাদলের মধ্যে। এ দিকে কুরায়শরাও তাদের বিভিন্ন গোত্রের লোক এনে একত্রিত করলো। বর্ণনাকারী বলেন, তারা বললো, আমরা তাদেরকে আগে প্রেরণ করলাম। যদি তাদের ভাগ্যে কিছু জুটে যায়, তবে আমরাও তো তাদের সংগেই আছি। আর যদি তারা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে আমাদের কাছে যা চাবে তাই দিয়ে দিব। আবূ হুরায়রা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকালেন এবং আমাকে দেখে বললেন, হে আবূ হুরায়রা ! আমি বললাম, আমি উপস্থিত, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন, আনসারদেরকে আমার কাছে আসার জন্যে আহ্বান কর এবং আনসার ব্যতীত অন্য কেউ যেন আমার কাছে না আসে। অতএব, আমি তাঁদেরকে আহ্বান করলাম। তাঁরা এসে রাসূলুল্লাহ্র চারপাশে জমায়েত হলেন। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কি কুরায়শের বিভিন্ন গোত্রের লোক এবং তাদের অনুগতদেরকে দেখতে পাচ্ছ ? এরপর তিনি তাঁর এক হাত অপর হাতের উপর রেখে বললেন ঃ শত্রু সামনে পেলে নির্মূল করে দিবে এবং সাফা পাহাড়ে তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে। আবূ হুরায়রা বলেন, আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে যে কেউ কোন শত্রুকে হত্যা করতে চেয়েছে সে তা সহজেই সম্পন্ন করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই আমাদের উপর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আবূ সুফিয়ান এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আজ কুরায়শদের রক্ত হালাল করে দেয়া হয়েছে। আজকের পরে আর কোন কুরায়শের অস্তিত্ব থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে অবস্থান করবে সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর জনগণ আপন আপন ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকলো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজরে আসওদের নিকটবর্তী হয়ে তা' চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে তখন একটি ধনুক ছিল, তিনি উহার এক প্রান্ত ধরে রেখেছিলেন। তাওয়াফকালে তিনি বায়তুল্লাহ্র পার্শ্বে রক্ষিত একটি মূর্তির নিকটবর্তী হলেন, যাকে তারা পূজা করতো। তিনি ধনুক দ্বারা মূর্তিটির চোখ খুঁচাতে লাগলেন এবং বললেন ঃ "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত, মিথ্যার অপসারণ অবধারিত।" তাওয়াফ শেষে তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করেন এবং তাতে আরোহণ করেন। সেখান থেকে বায়তুল্লাহ্র দিকে তাকিয়ে দু হাত তুলে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্রাণ খুলে দু'আ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারগণ সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, লোকটিকে স্ব-দেশের প্রেম ও স্ব-সম্প্রদায়ের ভালবাসা পেয়ে বসেছে। আবূ হুরায়রা বলেন, ঐ সময় ওহী অবতীর্ণ হল। আর ওহী যখন অবতীর্ণ হত তা আমাদের নিকট গোপন থাকতো না। তখন রাসূলুল্লাহ্র দিকে চোখ তুলে দেখার সাধ্য কারোর হতো না। যতক্ষণ না ওহী অবতরণ শেষ হতো। হাশিম বলেন, ওহী অবতরণ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা উঠিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায় ! তোমরা কি এ কথা বলেছো যে, লোকটিকে স্ব-দেশ প্রেম ও স্ব-সম্প্রদায়ের ভালবাসা পেয়ে বসেছে ? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা এ কথা বলেছি। তিনি বললেন, তা হলে আমার নামের স্বার্থকতা কি ? কক্ষণও না, আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি হিজরত করেছি আল্লাহ্র দিকে ও তোমাদের নিকটে। সুতরাং আমার জীবন-মরণ তোমাদের জীবন-মরণের সাথে জড়িত। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আনসারগণ রাসূলুল্লাহ্র দিকে ফিরে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ আল্লাহ্র কসম ! আমরা যা বলেছি তা কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দুর্বলতার কারণেই বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদের উত্তর সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের ওযর গ্রহণ করেছেন। এ হাদীছ মুসলিম সুলায়মান ইব্ন মুগীরা ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা থেকে এবং নাসাঈ সুলায়মান ইব্ন মুগীরা ও সালাম ইব্ন মিসকীন থেকে, পরে এ তিনজনই ছাবিতের মাধ্যমে বসরার প্রবাসী আবদুল্লাহ ইব্ন রাবাহ্ সূত্রে আবূ হুরায়রা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ আমার নিকট জনৈক বিজ্ঞ আলিম বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফকালে ফুযালা ইব্ন উমায়র ইব্ন মালূহ্ (লায়ছী) নবী করীম (সা)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে, ফুযালা না কি ? জবাবে সে বললো, জ্বী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ফুযালা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মনে মনে কি বলছিলে ? সে বললো, অন্য কিছু না – আমি তো আল্লাহ্র যিক্র করছিলাম। তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ হেসে দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও। তারপর তিনি তাঁর পবিত্র হাত ফুযালার বক্ষের উপর রাখেন। সাথে সাথে তার অন্তর শান্ত-শীতল হয়ে যায়। তারপর ফুযালা প্রায়ই বলতো, আল্লাহ্র কসম। তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর থেকে সরাতেই অবস্থা এমন হল যে, পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে অধিকতর প্রিয় আমার কাছে আর কেউ থাকলো না। ফুযালা বলেন, তারপর আমি আমার পরিবারবর্গের মধ্যে ফিরে যাই এবং স্ত্রীর সাথে আলাপ আলোচনায় নিমগ্ন হই। স্ত্রী বললো, আমাকে কিছু নতুন বিষয় শুনাও। ফুযালা বললেন, নতুন কোন খবর নেই। এ কথা বলে তিনি নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

قالت هلم الى الحديث فقلت لا   يابى عليك الله والاسلامُ
لو ما رأيت محمدا وقبيله   بالفتح يوم تُكسر الاصنامُ
لرأيتِ دين الله اضحى بَيِّنًا   والشرك يغشى وجهه الاظلامُ

অর্থাৎ – স্ত্রী বললো, আমাকে তুমি নতুন কিছু শুনাও। আমি বললাম, না। তুমি যদি দেখতে মুহাম্মাদ ও তাঁর সংগীদেরকে বিজয়ের দিন – যে দিন মূর্তিগুলো ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তবে তুমি অবশ্যই দেখতে যে, আল্লাহ্‌র দীন সত্যিই সুস্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত। আর শিরক তার নিজ মুখমণ্ডলকে অন্ধকারে কালিমা লিপ্ত করে রেখেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর - - - - আইশা (রা) সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেন : সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া জিদ্দা থেকে জাহাজ যোগে ইয়ামানে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে। উমায়র ইব্‌ন ওহব বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গোচরে আনেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া হচ্ছে তার সম্প্রদায়ের নেতা – সে আপনার ভয়ে নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাচ্ছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি তাকে নিরাপত্তা দিন। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হল। উমায়র বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন একটি নিদর্শন দিন, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নিকট নিজের পাগড়ীটি দিয়ে দিলেন। যা মাথায় দিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। উমায়র পাগড়ীটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং এমন অবস্থায় তাকে পেয়ে যান যখন সে সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উমায়র তাকে ডেকে বললেন , হে সাফওয়ান ! আমার পিতামাতা তোমার জন্যে উৎসর্গ হোন ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিজেকে ধ্বংস করোনা। এই যে আমি রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার জন্যে নিরাপত্তা সনদ নিয়ে এসেছি। সাফওয়ান বললো, তোমার সর্বনাশ হোক ! তুমি আমার নিকট থেকে দূর হও। আমার সাথে কোন কথা বলো না। উমায়র বললেন, সাফওয়ান ! তোমার জন্যে আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোন ! দেখ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানবকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি। মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক সদাচারী লোক, মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সহিষ্ণু পুরুষ এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি তো তোমার পিতৃব্য–পুত্র। তাঁর সম্মান তোমারই সম্মান। তাঁর গৌরব তোমারই গৌরব, তাঁর রাজত্ব তোমারই রাজত্ব। সাফওয়ান বললো, আমি নিজের জীবনের ব্যাপারে তাকে ভয় করি। উমায়র বললেন, তাঁর সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতা এর অনেক উর্ধ্বে। এরপর সাফওয়ান উমায়রের সাথে ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন সাফওয়ান বললো, ও দাবী করছে, আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। সাফওয়ান বললো, তা হলে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে আমাকে দু' মাসের অবকাশ দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, যাও, চার মাসের অবকাশ দেওয়া হল, (ভালরূপে চিন্তা-ভাবনা কর)। ইব্‌ন ইসহাক যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, সাফওয়ানের স্ত্রী ফাখ্‌তা বিনত ওয়ালীদ এবং ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহলের স্ত্রী উম্মু হাকীম বিন্‌ত হারিছ বিনত হিশাম (ইসলাম গ্রহণ করে)। মুসলমানগণ মক্কা

দখল করার সাথেই ইকরামা পালিয়ে ইয়ামানে চলে যায়। পরে তার স্ত্রী উম্মু হাকীম ইয়ামান থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনেন। মক্কায় পৌঁছে ইকরামা ইসলাম গ্রহণ করে। ইকরামা ও সাফওয়ান উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের স্ত্রীদের সাথে পূর্বের বিবাহ বহাল রাখেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, নাজরানে অবস্থানরত ইব্‌ন যাবা'রীর উদ্দেশ্যে হাস্‌সান একটি মাত্র পংক্তি ছুঁড়ে মারেন, তার বেশী কিছু বলেননি। পংক্তিটি হলো ঃ

لا تعد من رجلا احلك بغضه   نجران فى عيش احذ لئيم

অর্থাৎ - "সে লোকটিকে তুমি হারিয়ো না, যার প্রতি অন্তরের বিদ্বেষ তোমাকে নাজরানে নিয়ে নিক্ষেপ করেছে। যেখানে তুমি নিকৃষ্টতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছ।"

ইব্‌ন যাবা'রীর নিকট এ কবিতা পৌঁছা মাত্র সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণকালে সে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করে ঃ

يا رسول المليك ان لسانى   راتق ما فتقتُ اذ انا بُور

اذ ابارى الشيطانَ فى سُنن الغيى   بِى ومن مال ميلُه مثبور

آمن اللحم والعظام لربى   ثم قلبى الشهيدُ أنت النذير

اننى عنك زاجر ثم حيًا   من لؤى وكلُّهم مغرور

অর্থাৎ - হে রাজাধিরাজের প্রেরিত রাসূল ! আমার রসনা সর্বদা সংযত ছিল। যখন আমি ধ্বংসের পথে ছিলাম, তখনও কুৎসা রটাতে আমি আমার মুখ খুলিনি।

যখন আমি বিভ্রান্তির অলি-গলিতে শয়তানের অগ্রগামী ছিলাম। আর যে ব্যক্তি শয়তানের পথে অগ্রসর হয় সে মূলত ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হয়।

আমার অস্থিমাংস আমার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর আমার অন্তরও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আপনি সতর্ককারী রাসূল।

আমি আপনার পক্ষ থেকে লুয়াই গোত্রকে সাবধান করছি। আর তারা তো সকলেই প্রতারণার শিকার।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইসলাম গ্রহণকালে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাবা'রী আরও বলেছিল ঃ

منع الرقاد بلا بل وهموم   والليل معتلج الرواق بهيم

مما اتانى ان احمد لا منى   فيه فبت كاننى محموم

يا خير من حملت على اوصالها   غير انه سرح اليدين غشوم

انى لمعتذر اليك من الذى   اسديت اذ انا فى الضلال اهيم

ايام تأمرنى باغوى خطة   سهم وتأمرنى بها مخزوم

وأمد اسباب الردى ويقودنى امر الغواة وامرهم مشؤوم

فاليوم آمن بالنبى محمد قلبى ومخطئ هذه محروم

مضت العداوة وانقضت اسبابها ودعت او اصر بيننا وحلوم

فاغفر فدى لك والدى كلاهما زللى فانك راحم مرحوم

وعليك من علم انمليك علامة نور اغر وخاتم مختوم

اعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان الاله عظيم

ولقد شهدت بان دينك صادق حق وانك فى المعاد جسيم

واللّه يشهد ان احمد مصطفى مستقبل فى الصالحين كريم

قوم علا بتيانه من هاشم فدع تمكن فى الذرى واروم

অর্থাৎ– "বিভিন্ন রকম দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা আমার ঘুম কেড়ে নিল। অথচ রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কারণ, আমার নিকট সংবাদ এলো যে, নবী আহমদ (সা) আমাকে ধিক্কার দিয়েছেন। ফলে আমি রাত কাটালাম এমনভাবে যেন আমি একজন জ্বরের রোগী।

হে সর্বোত্তম ব্যক্তি, যার অংগ-প্রত্যংগ অত্যন্ত সবল ও সুঠাম, যিনি এমন প্রত্যয়দীপ্ত অভিযাত্রী, যার কখনও গতি রোধ হয় না।

আমি আমার পথভ্রষ্ট জীবনের কৃত অপরাধসমূহের জন্যে আপনার নিকট লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

সে জীবনে আমাকে সাহ্‌ম গোত্রের লোকেরা এক ধরনের গোমরাহীর পথে উদ্বুদ্ধ করতো তো মাখযূম গোত্রের লোকেরা আহ্বান জানাতো আর এক ধরনের গোমরাহীর পথে।

আমি নিকৃষ্ট জাতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে চলছিলাম। আর পথভ্রষ্ট লোকদের কার্যাবলী আমাকে সে দিকেই টেনে নিচ্ছিল। তাদের কার্যাবলী সর্বদা অমংগলই হয়ে থাকে।

আজ আমার অন্তর নবী মুহাম্মাদের উপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্তকারীরা হচ্ছে চিরবঞ্চিত।

আমাদের মধ্যকার শত্রুতার অবসান ঘটেছে এবং শত্রুতার কারণসমূহও বিদুরিত হয়েছে। এখন আমাদের পারস্পরিক সৌজন্য-সম্প্রীতি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে।

আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোন ! আপনি আমার পদস্খলনসমূহ ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি দয়ালু এবং দয়াপ্রাপ্ত।

আপনার মাঝে রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞানের সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। আপনি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। আপনি শেষ নবী এবং আপনার মাধ্যমে নবুওয়াত মহরাংকিত করা হয়েছে।

তিনি আপনাকে ভালবেসে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন প্রমাণাদি দান করেছেন। আর আল্লাহ্র প্রমাণাদি অতি মহান।

আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার আনীত জীবন বিধান সত্য। আর মানব কুলের মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্ব অতি বিশাল।

আল্লাহ্ই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আহমদ মুস্তাফা পুণ্যবান লোকদের জন্যে আদর্শ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

তিনি এমন এক কওমের সন্তান যার ভিত্তি বনূ হাশিম। তার মূল ও শাখা সর্বজন বিদিত।

ইব্ন হিশাম বলেন, কোন কোন পণ্ডিতের মতে এ কবিতাগুলো যাবা'রীর নয়।

আমি বলি, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাবা'রী আস্সাহমী ছিল ইসলামের একজন ঘোর শত্রু। সে ছিল ঐসব কবিদের দলভুক্ত যারা তাদের কাব্য প্রতিভাকে মুসলমানদের কুৎসা প্রচারে নিয়োজিত রেখেছিল। এরপর এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তার প্রতি সদয় হন। ফলে সে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সাহায্য সহযোগিতায় নিজেকে নিবেদিত করে।

অনুচ্ছেদ

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ মক্কা বিজয় অভিযানে মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তার মধ্যে সুলায়ম গোত্রের সাতশ' (কারও মতে এক হাজার), গিফার গোত্রের চারশ', (আসলাম গোত্রের চারশ), মুযায়না গোত্রের এক হাজার তিন জন। অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন কুরায়শ, আনসার ও তাদের মিত্র এবং আরবের তামীম, কায়স ও আসাদ গোত্রের লোক। কিন্তু উরওয়া, যুহ্রী এবং মূসা ইব্ন উক্বা বলেন, মক্কা বিজয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বার হাজার।

ইব্ন ইসহাক বলেন, কথিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন হাস্সান ইব্ন ছাবিত নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

عفت ذات الاصابع فالجواء الى عذراء منزلها خلاء

ديار من بنى الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء

وكانت لايزال بها انيس خلال مروجها نعم وشاء

فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقنى اذا ذهب العشاء

لشعثاء التى قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء

كان خبيئة من بيت راس يكون مزاجها عسل وماء

اذا ما الاشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء

نوليها الملامة ان المنا اذا ما كان مغث او لحاء

ونشربها فتتركنا ملوكا واسدا ما ينهنهنا اللقاء

عدمنا خيلنا ان لم تروها   تثير النقع موعدها كداء

ينازعن الاعنة مصغيات   على اكتافها الاسل الظماء

تظل جيادنا متمطرات   يلطمهن بالخمر النساء

فاما تعرضوا عنا اعتمرنا   وكان الفتح وانكشف الغطاء

والا فاصبروا لجلاد يوم   يعز اللّه فيه من يشاء

وجبريل رسول اللّه فينا   و روح القدس ليس له كفاء

وقال اللّه قد ارسلت عبدا   يقول الحق ان نفع البلاء

شهدت به فقوموا صدقوه   فقلتم لا نقوم ولا نشاء

وقال اللّه قد سيرت جندا   هم الانصار عرضتها اللقاء

لنا فى كل يوم من معد   سباب او قتال او هجاء

فنحكم بالقوا فى من هجانا   ونضرب حين تختلط الدماء

الا ابلغ ابا سفيان عنى   مغلغلة فقد برح الخفاء

بان سيوفنا تركتك عبدا   وعبد الدار سادتها الاماء

هجوت محمدا فاجبت عنه   وعند اللّه فى ذاك الجزاء

اتهجوه ولست له بكفء   فشر كما لخير كما الفداء

هجوت مباركا برا حنيفا   امين اللّه شيمته الوفاء

امن يهجو رسول اللّه منكم   ويمدحه وينصره سواء

فان ابى و والده وعرضى   لعرض محمد منكم وقاء

لسانى صارم لا عيب فيه   ولبحرى لاتكدره الدلاء

অর্থাৎ ঃ যাতুল আসাবি' ও জাওয়া থেকে আরম্ভ করে আযরা পর্যন্ত সমগ্র এলাকা জনশূণ্য হয়ে গিয়েছে –এখানকার ঘরবাড়িগুলো খালি পড়ে আছে।

বনূ হাসহাসের (বনূ আসাদ) বাড়িঘরগুলো খাঁ-খাঁ করছে – এ যেন ধূসর প্রান্তর। বায়ুর প্রবাহ এর বৃষ্টির বর্ষণ এর নিশানা মিটিয়ে দিয়েছে।

অথচ একদা এখানে ছিল লোকজনের বিচরণ। আর এর চারণভূমিতে চরে বেড়াত উট ও বকরীর পাল।

এখন এসবের চিন্তা ছেড়ে দাও, এবং বল আমার প্রেমাষ্পদের খরব কি ? যে ইশার পরে এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগায়।

আমার প্রিয়া শা'ছার জন্যে যে তাকে পাওয়ার কামনা করেছে। কিন্তু এতে করে তার অন্তর শান্তি লাভ করবে না।

তার জন্যে আমার সে প্রেমের স্বাদ ঠিক 'বায়তে রাসে' তৈরি মদের ন্যায় –যা মধু ও পানি মিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয়।

যে দিন সে মদের গুণাগুণ আলোচনা করা হয়, সে দিন এ মদের সু-ঘ্রাণে আত্মহারা হতে হয়।

আমরা মদের জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করি। আর এ ভর্ৎসনা চূড়ান্ত হয় যখন এর সাথে থাকে হাতের দ্বারা প্রহার ও মুখের গালমন্দ।

আমরা সে মদ পান করি। তারপর আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, কোন রাজা-বাদশা কিংবা কোন সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করতেও আমাদেরকে বাধা দেয় না।

আমরা আমাদের ঘোড়াগুলো হারাবো যদি তোমরা তাদের প্রতি লক্ষ্য না রাখ। পথের ধুলি উড়াতে উড়াতে সেগুলো মক্কার নিকটবর্তী কিদা নামক স্থানে পৌছবে।

ঘোড়াগুলো লম্বা ও শক্ত লাগাম থেকে ছুটার জন্যে কঠিনভাবে চেষ্টা করে। আর সেগুলোর কাঁধে ঝুলান রয়েছে তৃষ্ণার্ত ধারাল তলোয়ার।

আমাদের ঘোড়াগুলো সে দিন ছিল ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসরমান। আর মহিলারা ওড়না দ্বারা সেগুলোর গায়ের ধুলাবালি ঝেড়ে দিচ্ছিল।

সুতরাং হয় তোমরা আমাদের প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে লও, যাতে আমরা উমরা আদায় করতে পারি। ফলে বিজয় এসে যাবে এবং কা'বার গিলাফ উন্মুক্ত হবে।

নচেৎ একদিনের কঠোরতা (যুদ্ধ) গ্রহণের জন্যে ধৈর্য্য ধারণ কর। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মর্যাদা (বিজয়) দান করবেন।

আল্লাহ্র দূত জিবরাঈল ফেরেশতা আমাদের মাঝে অবস্থান করছেন। আর রূহুল কুদ্স পবিত্র আত্মা জিবরাঈলের সমকক্ষ কেউ নেই।

আল্লাহ্ বলেন, আমি এক বান্দাকে আমার রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি। সে সত্য কথা বলছে। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় তবেই ভাল।

আমি তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছি। তোমরাও তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দাও। কিন্তু তোমরা বললে, না, আমরা তা করবো না ; এবং আমরা তা চাইও না।

এদিকে আল্লাহ্ বললেন, আমি আমার এক বাহিনীকে প্রেরণ করেছি। তারা (মুসলমানদের) সাহায্যকারী। তাদের লক্ষ্য হলো শত্রুর মুকাবিলা করা।

মা'আদ গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতি দিনই আমাদের জন্যে আসছে গালমন্দ অথবা যুদ্ধের হুমকি অথবা নিন্দাবাদ।

সে কারণে যারা আমাদের কুৎসা গায় ও নিন্দাবাদ করে, আমরা কাব্য-ছন্দ দ্বারা তাদের প্রতিহত করার ফয়সালা নিই। আর যখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়। তখন আমরা তাদেরকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করি।

হে আবূ সুফিয়ান ! তুমি আমার পক্ষ থেকে সে ব্যক্তির নিকট এ বার্তা পৌঁছে দাও যে পাশ কাটিয়ে দূরে পড়ে আছে।

বার্তাটি এই যে, আমাদের তরবারি তোমাকে দাসে পরিণত করে ছেড়েছে। আর বনূ আবদুদ্দারের সর্দারগণ পরিগণিত হয়েছে দাসরূপে।

তুমি মুহাম্মাদ (সা)-এর নিন্দামূলক কবিতা ছড়িয়েছ আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আল্লাহ্র নিকট এ জন্যে রয়েছে প্রতিদান।

ওহে তুমি–.আবূ সুফিয়ান তাঁর নিন্দা কর। অথচ কোন দিক দিয়েই তুমি তার সমকক্ষ নও। সুতরাং তোমাদের দুজনের মধ্যে নিকৃষ্টজন উৎকৃষ্টজনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে।

তুমি এমন এক মহৎ ব্যক্তির নিন্দা করেছ, যিনি কল্যাণের প্রতীক. পূত-পবিত্র ও একনিষ্ঠ বান্দা। তিনি আল্লাহ্র একান্ত বিশ্বস্ত এবং দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা যার স্বভাব।

জেনে রেখো, আমার পিতা ও তাঁর পিতা এবং আমার মান-মর্যাদা সবকিছু মুহাম্মাদ (সা)-এর মান-মর্যাদাকে তোমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে নিবেদিত।

আমার রসনা নিঃসৃত কবিতা এমন এক শানিত তলোয়ার স্বরূপ – যাতে কোন ত্রুটি নেই। এবং তা এমন এক সমুদ্র, যাতে বারবার বালতি মারলেও তার পানি ঘোলা করতে পারে না। ইব্ন হিশাম বলেন, হাস্সান ইব্ন ছাবিত এ কবিতাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে আবৃত্তি করেছিলেন।

আমি বলি, এ কাসীদার মধ্যে যা কিছু বলা হয়েছে তা ইব্ন হিশামের মন্তব্যকে সমর্থন করে। আর কবিতায় উল্লিখিত আবূ সুফিয়ান হচ্ছে হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবূ সুফিয়ান। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ আমার নিকট যুহরী সূত্রে এ কথা পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন দেখলেন যে, মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে ঘোড়ার গায়ের ধুলাবালি ঝেড়ে দিচ্ছে, তখন তিনি আবূ বকরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমর ইব্ন সালিম খুযা'ঈ যখন আনাস ইব্ন যুনায়ম দুআলীর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আবেদন করেন, তখন আনাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওযর পেশ করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

انت الذى تهدى معد بامره　　بل اللّه يهديهم وقال لك اشهد

وما حملت من ناقة فوق رحلها　　ابر و اوفى ذمة من محمد

احث على خير واسبغ نائلا　　اذا راح كالسيف الصقيل المهند

واكسى لبرد الخال قبل ابتذاله　　واعطى لرأس السابق المتجرد

تعلم رسول اللّه انك مذركى　　وان وعيدا منك كالاخذ باليد

تعلم رسول اللّه انك قادر　　على كل صرم متهمين ومنجد

تعلم ان الركب ركب عويمر　　هموا الكاذبون المخلفوا كل موعد

ونبوا رسول اللّه انى هجوته　　فلا حملت سوطى الى اذن يدى

سوى انني قد قلت ويل ام فتية   اصيبوا بنحس لا بطلق واسعد

اصابهموا من لم يكن لدمائهم   كفاء فعزت عبرتي وتبلدي

وانك قد اخبرت انك ساعيا   بعبد بن عبد الله وابنة مهود

ذؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا   جميعا فان لاتدمع العين اكمد

وسلمى وسلمى ليس حي كمثله   واخوته وهل ملوك كاعبد

فاني لا ذنبا فتقت ولا دما   هرقت تبين عالم الحق واقصد

অর্থ ঃ আপনি কি সে ব্যক্তি, যিনি মা'আদ গোত্রকে তাদের আচরণের সঠিক পথ দেখাচ্ছেন? বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। আর তিনি আপনাকে বলেছেন - সাক্ষী থাকুন।

কোন উষ্ট্রীই এমন কোন সওয়ারকে তার হাওদায় বহন করেনি – যে মুহাম্মাদ (স) থেকে অধিক পুণ্যবান এবং ওয়াদা পালনে অধিকতর নিষ্ঠাবান।

যে কল্যাণকর কাজে তাঁর চাইতে অধিকতর উৎসাহদানকারী এবং তাঁর চাইতে বেশী বদান্যশীল।

যখন তিনি কোন মঙ্গলময় কাজের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন এত দ্রুত অগ্রসর হন। যেমন দ্রুত চলে ভারতীয় তীক্ষ্ণ তলোয়ার। এবং যিনি ইয়ামানী মূল্যবান চাদর নিজের কাজে ব্যবহার করার পূর্বেই অন্যকে পরিধান করার জন্যে দান করেন। আর দ্রুতগামী দামী ঘোড়া অপরকে দান করতে খুবই পারঙ্গম।

জেনে রাখুন হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি আমার উপর কর্তৃত্বশীল। আপনার পক্ষ থেকে ঘোষিত সতর্কবাণী – সে তো হাতে হাতে পাওয়ারই শামিল।

জেনে নিন হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি সকল নিম্নভূমি ও উচ্চভূমির ঘরবাড়ির উপর এককভাবে নিয়ন্ত্রণকারী।

আপনি জেনে রাখুন, ঘৃণিত আমরের দলভুক্ত লোকজন হচ্ছে সেই সব লোক যারা মিথ্যাবাদী ও প্রতিশ্রুতি ভংগকারী।

তারা আল্লাহ্র রাসূলকে এই সংবাদ দিয়েছে যে, আমি নাকি তাঁর নিন্দাবাদ করেছি। তা যদি সত্য হতো তা হলে আমি নিজ হাতে নিজেকে বেত্রাঘাত করতাম। তবে এ কথা আমি বলেছি যে, সেই সব কিশোরদের মায়েদের জন্যে দুর্ভাগ্য যারা পাহাড়ের পাদদেশে নিরুপায় ও সৌভাগ্য বঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

তাদেরকে হত্যা করেছে এমন সব লোক যারা তাদের রক্তপণ শোধ করতে পারবে না কোন ক্রমেই (অথবা ওদের রক্তের সম মর্যাদাপূর্ণ নয়।) তাই আমি অশ্রু প্রবাহিত করছি ও শোক প্রকাশ করছি।

আর আপনি এই সংবাদ দিয়েছেন যে, আব্দ ইব্ন আবদুল্লাহ্, মুহাব্বিদের কন্যা যুওয়ায়ব,

কুলছূম ও সুলমা এদের সকলকে নির্মূল করার জন্যে আপনি চেষ্টা করছেন। এতে আমার চক্ষু যদি অশ্রু নাও বহায় তবে আমার অন্তর তো ব্যথিত হবেই।

আর সুলমা ও তার ভাইদের কথা বলছি– যে সুলমার সমতুল্য কোন লোকই হতে পারে না। রাজা-বাদশাহরা কি কখনও দাসদের মত হয়?

আমি কোন অপরাধ সংঘটিত করিনি এবং কাউকে হত্যাও করিনি। আপনি বাস্তব জগতকে উদ্ঘাটন করুন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন বুজায়র ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন সুলমা নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

نفى اهل الحبلق كل فبح ... مزينة غدوة وبنو خفاف

ضربناهم بمكة يوم فتح النبى الخير بالبيض الخفاف

صبحناهم بسبع من سليم ... والف من بنى عثمان واف

نطأ اكتافهم ضربا وطعنا ... ورشقا بالمريشة اللطاف

ترى بين الصفوف لها حفيفا ... كما انصاع الفواق من الرصاف

فرحنا والجياد تجول فيهم ... بارماح مقومة الثقاف

فابنا غانمين بما اشتهينا ... وآبوا نادمين على الخلاف

واعطينا رسول الله منا ... مواتقنا على حسن التصافى

وقد سمعوا مقالتنا فهموا ... غداة الروع منا بانصراف

অর্থ ঃ বিজয়ের দিন প্রত্যুষকালে মুযায়না ও বনূ খুফাফ গোত্রের লোকজন সাত সকালে তাদের বসতি এলাকার প্রতিটি রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো।

শ্রেষ্ঠ নবীর মক্কা বিজয়ের দিন আমরা হালকা ধরনের তলোয়ার দ্বারা তাদেরকে আঘাত করেছি।

প্রভাত বেলায়ই আমরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম– সুলায়ম গোত্রের সাত শ' ও বনূ উছমানের পূর্ণ এক হাজার লোক নিয়ে, তাদের উপর তলোয়ারের আঘাতে, বর্শার খোঁচায় ও হালকা তীর নিক্ষেপে আমরা তাদের স্কন্ধসমূহ রক্তাক্ত করে দিলাম।

পালক বিশিষ্ট তীরের ফলক বাট থেকে বেরিয়ে যখন দ্রুত বেগে শত্রু বুহ্য ভেদ করে যাচ্ছিল তখন তুমি তার শন শন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলে।

সোজা ও পরিপাটি করা বল্লমগুলো নিয়ে অশ্বগুলো যখন তাদের মাঝে চক্কর কাটছিল তখন আমরা খুবই উৎফুল্ল বোধ করছিলাম।

তারপর আমরা আমাদের কাংঙ্খিত গনীমতের মাল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম। পক্ষান্তরে তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে ফিরে গেল।

আমরা অতি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্‌র রাসূলকে আমাদের পক্ষ থেকে অংগীকার প্রদান করলাম। সেই ভয়াল দিনে তারা আমাদের পারস্পরিক কথাবার্তা শুনেই পালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামী নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

منا بمكـــة يــوم فتــح محمـــد الف تسيل بـــه البطاح مسـوّم

نصروا الرسول وشاهدوا آياتـه وشعارهـم يـوم اللقاء مقـــدم

فى منزل ثبتت بـــه اقدامهـــم ضنــك كأن الهام فيـــه الحنتـم

جـــرت سنا بكها بنجـــد قبلها حتى استقام لها الحجاز الادهم

اللّه مكـنَّـــه لــــــه وأذ لـــه حكـم السيوف لنا وجـــد مزحـم

عـود الرياسـة شامـخ عرنينـه متطلـــع ثغـر المكارم خضـرم

অর্থ ঃ মুহাম্মাদ (সা)-এর মক্কা বিজয়ের দিন আমাদের এক হাজার চিহ্নিত বীর যোদ্ধার পদভারে মক্কাভূমি প্রকম্পিত হয়।

তারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে সাহায্য করে ও তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে। আর যুদ্ধের দিন তাদের নিশানগুলো সবার আগে ছিল।

যে সংকীর্ণ স্থানে তাদের পা দৃঢ়ভাবে জমে যেত, সেখানে (শত্রুদের) মাথার খুলি কদুর খোলে নির্মিত মটকার মত পড়ে থাকত।

ইতঃপূর্বে এসব যোদ্ধাদের পদচারণা নজ্‌দ ভূমিতেও হয়েছে। এরপর মিশমিশে কালো হিজাজ ভূমিও তাদের অবস্থান কামনা করেছে।

আল্লাহ্ তাঁকে হিজাযে ক্ষমতাসীন করেছেন এবং তলোয়ারের ফায়সালা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা এ ভূমিকে আমাদের পদানত করে দিয়েছে।

তারা শাসন ক্ষমতার যোগ্য, মর্যাদার অধিকারী, সদাচারী, আতিথেয়তা ও বদান্যতায় তারা অভ্যস্ত।

ইব্‌ন হিশাম আব্বাস ইব্‌ন মিরদাসের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতা মিরদাস একটি পাথরের মূর্তির পূজা করতো। মূর্তিটির নাম ছিল যিমার। মিরদাসের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে সে তার পুত্র আব্বাসকে ঐ মূর্তির ব্যাপারে যত্নশীল থাকার উপদেশ দিয়ে যায়। একদা আব্বাস মূর্তিটির সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। হঠাৎ মূর্তির পেটের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা এক আওয়াজ তিনি শুনতে পান। আওয়াজের মধ্যে নিম্নের কবিতাটি ছিল ঃ

قل للقبائـــل مـن سليـم كلـــها اودى ضمار وعاش اهل المسجد

ان الـــذى ورث النبوة والهدى بـعد ابـن مريم من قريش مهتدى

اودى ضمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النبى محمد

অর্থ ঃ সুলায়ম গোত্রের সকল শাখা-গোত্রকে জানিয়ে দাও যে, যিমার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং মসজিদবাসীরা জীবন লাভ করেছে।

মরিয়মের পুত্র (ঈসা (আ)-এর পর কুরায়শ গোত্রের যে ব্যক্তি নুবুওয়ত ও হিদায়াতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন, তিনি সঠিক পথের উপর আছেন।

যিমার ধ্বংস হয়েছে– অথচ নবী মুহাম্মাদের নিকট কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তার উপাসনা করা হয়েছে।

ইব্ন হিশাম বলেন, এরপর আব্বাস যিমার মূর্তিটি পুড়িয়ে ফেলেন নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনা ইতিপূর্বে জিন্দের অদৃশ্য আওয়াজ ও আকৃতি পরিবর্তন সংক্রান্ত অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্রই।

মক্কা বিজয়ের পর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে বনূ জুযায়মা ইব্ন কিনানার উদ্দেশ্যে প্রেরণ

ইব্ন ইসহাক বলেন, হাকীম ইব্ন হাকীম ইব্ন আববাদ ইব্ন হানীফ আমার নিকট আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয় হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওলীদকে আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীরূপে প্রেরণ করেন; যোদ্ধা হিসেবে প্রেরণ করেননি। তাঁর সাথে তখন সুলায়ম ইব্ন মনসূর, মুদলিজ ইব্ন মুর্রা প্রভৃতি আরব গোত্রসমূহও ছিল। তারা গিয়ে বনূ জুযায়মা ইব্ন আমির ইব্ন আব্দ মানাত ইব্ন কিনানার উপর চড়াও হয়। ঐ গোত্রের লোকজন তাকে আসতে দেখে অস্ত্রধারণ করে। তখন খালিদ বললো, তোমরা অস্ত্র সংবরণ কর।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ বনূ জুযায়মার কোন কোন বিজ্ঞ আলিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, খালিদ যখন আমাদেরকে অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দেয়, তখন আমাদের গোত্রের জাহ্দাম নামক এক ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ হে বনূ জুযায়মা ! তোমাদের সর্বনাশ হবে, এ যে খালিদ ! আল্লাহ্র কসম, অস্ত্র সংবরণ করলেই বন্দী হতে হবে। আর বন্দী হওয়ার পরই তোমাদের গর্দান কাটা হবে। আল্লাহ্র কসম ! আমি কিছুতেই অস্ত্র সংবরণ করবো না। তখন তার গোত্রের কিছু লোক তাকে ধরে নিয়ে বললো, হে জাহদাম ! তুমি কি চাও, আমাদের রক্ত প্রবাহিত হোক ? লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছে। যুদ্ধ থেমে গেছে এবং মানুষ নিরাপদ হয়ে গেছে। গোত্রের লোকজন তাকে এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তার অস্ত্রপাতি কেড়ে নেয় এবং গোটা সম্প্রদায় খালিদের কথামত অস্ত্র সংবরণ করে। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হাকীম ইব্ন হাকীম আমার নিকট আবূ জা'ফর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ যখন তারা অস্ত্র সংবরণ করলো, তখন খালিদের নির্দেশে তাদের বেঁধে ফেলা হলো। তারপরে তলোয়ারের মুখে তাদের অনেককেই হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো, তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয় আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন ঃ

اللّهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد -

"হে আল্লাহ্ ! খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ যা কিছু করেছে তার সাথে আমি সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি।"

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট কোন কোন আলিম বর্ণনা করেছেন যে, গোত্রের এক ব্যক্তি ছুটে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘটনার বিবরণ জানালো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কি খালিদকে এ কাজে বাঁধা দেয়নি ? লোকটি বললো, হ্যাঁ, দিয়েছে- একজন ফর্সা চেহারা বিশিষ্ট লোক বাঁধা দিয়েছিল। কিন্তু খালিদ তাকে এক ধমক দিলে সে চুপ হয়ে যায়। তাছাড়া আরও একজন দীর্ঘকায় লোকও তাকে কঠিনভাবে বাঁধা দেয় এবং উভয়ের মধ্যে তীব্র বাক-বিতন্ডা হয়। এ সময় উমার ইব্ন খাত্তাব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এদের মধ্যে প্রথমজন আমার পুত্র আবদুল্লাহ, আর দ্বিতীয় জন আবূ হুযায়ফার মুক্ত গোলাম সালিম।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হাকীম ইব্ন হাকীম আবূ জা'ফর সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিবকে ডেকে বললেন, হে আলী ! তুমি ঐসব সম্প্রদায়ের নিকট যাও এবং তাদের বিষয়টি ভালকরে দেখ। তারপর জাহিলী যুগের রীতি-নীতিকে তোমার পদতলে মথিত কর। আলী বের হয়ে গেলেন এবং তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত অর্থ-সম্পদও নিয়ে গেলেন। তিনি ঐ অর্থ দ্বারা তাদের রক্তপণ আদায় করলেন ও নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিলেন। এমন কি কুকুরের পানি খাওয়া পাত্রের ক্ষতিপূরণ শোধ করলেন। তাদের রক্তপণ ও মালের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরও তার হাতে প্রচুর অর্থ অবশিষ্ট থেকে যায়। তখন আলী (রা) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আর কারও রক্তপণ বা সম্পদের ক্ষতিপূরণ বাকী আছে কি ? তারা বললো, 'জ্বী, না'। তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেয়া দায়িত্ব পালনে সতর্কতা স্বরূপ "এই অবশিষ্ট মালও আমি তোমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি।" এ বিষয়টা তিনিও জানেন না, তোমরাও জান না। তারপর তিনি সে রকমই করলেন এবং কাজ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে বিস্তারিতভাবে সবকিছু জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ اصبتَ واحسنتَ -তুমি ঠিক করেছ এবং বেশ করেছ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরলেন, এমন কি তাঁর উভয় বগলের নীচের অংশ দেখা যাচ্ছিল। আর তিনি তখন বলছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ যে কান্ড করেছে তা থেকে আপনার কাছে আমার সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি।" এরূপ তিনি তিনবার বললেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ কেউ কেউ খালিদকে এ ব্যাপারে নির্দোষ মনে করেন। তাঁরা বলেন, খালিদ এ কথা বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা সাহমী আমাকে না বলা পর্যন্ত আমি যুদ্ধে লিপ্ত হইনি। কেননা, আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা আমাকে বলেছিল যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ আবূ আমর মাদীনী বলেছেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ঐ সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছলে তারা বলেছিল আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি। আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি। (অর্থাৎ সাবেয়ী গ্রহণ করেছি)[১], এ বর্ণনাটি মুরসাল ও মুনকাতি' (সনদ বিচ্ছিন্ন)।

১. মূল কিতাবের পাদটীকায় এর অর্থ দেয়া হয়েছে,"আমরা সাবেঈ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছি। -সম্পাদক

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট আবদুর রায্যাক - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওলীদকে আমার যতদূর মনে পড়ে জুযায়মা গোত্রে প্রেরণ করেন। তিনি সে গোত্রের লোকজনকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানান কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে এ কথা বলেনি যে, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম' বরং তারা এ কথা বলে যে, আমরা ধর্মান্তরিত হলাম। আমরা ধর্মান্তরিত হলাম। ফলে খালিদ তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করার জন্যে পাকড়াও করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, খালিদ আমাদের প্রত্যেকের কাছে একজন করে বন্দীকে তুলে দেন। পরের দিন সকাল বেলা আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। জবাবে আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম ! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমার যারা ভক্ত আছে তারাও কেউ তাদের বন্দীকে হত্যা করবে না। ইব্ন উমার (রা) বলেন, এরপর সকলে নবী করীম (সা)-এর কাছে ফিরে এসে খালিদের কর্মকাণ্ড সবিস্তারে তাঁকে জানায়। তখন নবী করীম (সা) দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! খালিদ যে কাজ করেছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই"। এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'বার বলেন। বুখারী ও নাসাঈ আবদুর রায্যাক সূত্রে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে এ হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ খালিদ যখন তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু করেন, সে দৃশ্য দেখে জাহ্দাম বলেছিল, ওহে বনী জুযায়মা ! লড়াই বৃথা গেল, তোমরা এখন যে অবস্থায় পড়েছ– আমি পূর্বেই সে ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করেছিলাম।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, ঐ দিনের ঘটনার ব্যাপারে খালিদ ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। আবদুর রহমান খালিদকে বলেছিলেন, তুমি ইসলামের মধ্যে এসে একটা জাহিলী যুগের কাজ করলে। জবাবে খালিদ বলেন ঃ আমি তোমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি। আবদুর রহমান বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। আমার পিতার হত্যাকারীকে তো আমি হত্যা করেছি। তুমি বরং তোমার চাচা ফাকিহ ইব্ন মুগীরার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছো। এ বিতণ্ডা শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বললেন ঃ

مهلا يا خالد دع عنك اصحابى ـ فوالله لو كان لك احد ذهبا ثم انفقته فى سبيل الله ما ادركت غدوة رجل من اصحابى ولا روحته ـ

"ধীরে, খালিদ ! ধীরে। আমার সাহাবীদের ব্যাপারে সাবধান ! আল্লাহ্র কসম, যদি তোমার কাছে উহুদ পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, আর তা তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় বিলিয়ে দাও, তা হলেও তুমি আমার সাহাবীদের এক সকাল কিংবা এক বিকালের পুণ্য লাভেও সমর্থ হবে না।"

তারপর ইব্ন ইসহাক খালিদ ও আবদুর রহমানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মূল ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ তিন ব্যক্তি যথা :-(১) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের চাচা ফাকিহ্ ইব্ন মুগীরা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ইব্ন মাখযূম, (২) 'আওফ ইব্ন আবদ 'আওফ ইব্ন আবদুল হারিছ ইব্ন যুহ্রা। আওফের সাথে তার পুত্র আবদুর রহমানও ছিল (৩) আফ্ফান ইব্ন আবুল 'আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদে শাম্স। আফ্ফানের সাথে তার পুত্র উছমানও ছিল। উক্ত তিন ব্যক্তি

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইয়ামানে গমন করে। বাণিজ্য শেষে তারা দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। বনূ জুযায়মার এক ব্যক্তি ইয়ামানে গিয়ে মারা যায়। তার মালামাল ওয়ারিছদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্যে ঐ তিন জন সাথে করে নিয়ে আসে। তারা মাল নিয়ে জুযায়মা গোত্রে পৌঁছলে ঐ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছদের নিকট অর্পণ করার পূর্বেই একই গোত্রের খালিদ ইব্‌ন হিশাম নামের এক ব্যক্তি উক্ত মালামালের দাবী করে। কিন্তু তারা তাকে মাল দিতে অস্বীকার করে। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে আওফ ও ফাকিহ্ নিহত হয় এবং তাদের দু'জনের অর্থ-সম্পদ ও তারা লুট করে নিয়ে যায়। আওফের পুত্র আবদুর রহমান তাঁর পিতার ঘাতক খালিদ ইব্‌ন হিশামকে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেন। আফ্‌ফান ও তাঁর পুত্র উছমান প্রাণে বেঁচে যান এবং পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন। কুরায়শরা এ ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে বনূ জুযায়মার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করে। বনূ জুযায়মা কুরায়শদের নিকট এই মর্মে ওযর পেশ করে সংবাদ পাঠায় যে, আমাদের গোটা গোত্র ও নেতৃবৃন্দ তোমাদের লোকদের সংগে সংঘর্ষ বাঁধায়নি। তারা নিহত দু'কুরায়শীর রক্তপণ পরিশোধ করে এবং তাদের অর্থ-সম্পদও ফিরিয়ে দেয়। এভাবে একটি ঘনায়মান যুদ্ধের অবসান ঘটে।

এ কারণেই খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফকে বলেছিলেন, তোমার পিতাকে বনূ জুযায়মা হত্যা করেছিল, আজ আমি সেই হত্যার প্রতিশোধ নিলাম। আর আবদুর রহমান তার জবাবে বলেছিলেন, আমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ আমিই নিয়েছি এবং পিতার ঘাতককে আমিই হত্যা করেছি। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের দাবির প্রতিবাদ করে আবদুর রহমান বলেন যে, সেতো তার চাচা ফাকিহ্ ইব্‌ন মুগীরার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। কেননা, বনূ জুযায়মা তার চাচাকে হত্যা করে ও মালামাল কেড়ে নেয়।

বস্তুতপক্ষে খালিদ ও আবদুর রহমান প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণায় সঠিক ছিলেন। তর্কের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বক্তব্য স্বাভাবিক। কেননা, এ যুদ্ধে খালিদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ও মুসলমানদের সাহায্য করা, যদিও তাঁর ঐ পদক্ষেপটি ছিল ভুল। এ ছাড়া খালিদ মনে করেছিলেন যে, বনূ জুযায়মারা "ধমান্তরিত হয়েছি। ধর্মান্তরিত হয়েছি" (صبأنا صبأنا) বলে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। এ কথার দ্বারা তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, খালিদ তা বুঝতে পারেন নি। সে কারণে তিনি তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং অবশিষ্টদের বন্দী করেন। আবার বন্দীদের মধ্যে বেশীরভাগকে পরে হত্যা করে ফেলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে সেনাধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করেননি ; বরং পরবর্তী অভিযানের জন্যেও তাকে এ পদেই বহাল রাখেন। অবশ্য তাঁর এ তৎপরতার জন্যে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট নিজের দায়িত্ব মুক্তির কথা ব্যক্ত করেন। অপর দিকে তাঁর ভুলের জন্যে রক্তপণ ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। রাষ্ট্র প্রধান বা সেনা প্রধানের ভুলের ক্ষতিপূরণ তার নিজের অর্থ থেকে যাবে না, বায়তুল-মাল থেকে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে উলামাদের এক অংশের মত হল– বায়তুল মাল থেকে দেওয়া হবে। খালিদের উপরোক্ত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক ক্ষতিপূরণ আদায় করা ঐ সব আলিমের মতের পক্ষে বলিষ্ঠ দলীল। রিদ্দার যুদ্ধে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ মালিক ইব্‌ন নুওয়ায়রাকে হত্যা করে তার স্ত্রী উম্মে তামীমকে নিজে গ্রহণ করলে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) খলীফা আবূ বকর

সিদ্দীক (রা)-এর নিকট খালিদের অপসারণ দাবি করেন এবং বলেন ঃ ان في سيفه رهقا –তার তরবারির মধ্যে যুলুম আছে। কিন্তু খলীফা আবূ বকর (রা) তাকে অপসারণ করেননি এবং বলেন ঃ "لا اغمد سيفا سله الله على المشركين" – যে তরবারি আল্লাহ্ মুশরিকদের উপর কোষমুক্ত করেছেন, সে তরবারি আমি কোষবদ্ধ করবো না।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট ইয়া'কূব ইব্ন উতবা ইব্ন মুগীরা ইব্ন আখনাস যুহরীর সূত্রে ইব্ন আবূ হাদরাদ আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে ছিলাম। তখন আমার সমবয়সী বনূ জুযায়মার এক যুবক– যার হাত দু'গাছি রশি দিয়ে ঘাড়ের সাথে বাঁধা এবং তার থেকে অল্প দূরেই কতিপয় মহিলা সমবেত, এ অবস্থায় সে আমাকে সম্বোধন করে বললো ঃ ওহে যুবক ! আমি বললাম, তুমি কি চাও ? সে বললো, তুমি কি এই রশি ধরে আমাকে ঐ মহিলাদের কাছে নিয়ে যেতে পার ? তাদের কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন শেষে তুমি আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে। তারপরে তোমাদের যা মনে চায় তাই করবে। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম, তুমি যা চাইছো তা তো একেবারে মামুলী ব্যাপার। এরপর আমি রশি ধরে তাকে নিয়ে গেলাম এবং মহিলাদের সামনে হাযির করলাম। সে সেখানে দাঁড়িয়ে বললো ঃ

اسلمى حبيش على نفد العيش -

"আমার জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তুমি শান্তিতে থাক হে হুবায়শ।"

اريتك اذ طالبتكم فوجدتكم — بحلية او الفيتكم بالخوانق

الم يكُ اهلاً ان ينوّلَ عاشق — تكلّفَ ادلاجَ السرى والوادائق

فلاَ ذنبَ لى قد قلتُ اذ اهلُنا معا — اثيبي بودٍّ قبل احدى الصفائق

اثيبى بودّ قبل ان يشحَطَ النوى — وينأى الاميرُ بالحبيب المفارق

فانى لا ضيّعتُ سرَّ امانة — ولاراقَ عينى عنك بعدك رائق

سوى ان مانال العشيرةَ شاغلُ — عن الودّ الا ان يكونَ التوامُق

অর্থ ঃ (হায়রে হুবায়শ !) তুমি কি লক্ষ্য করনি, আমি যখনই তোমাদেরকে খুঁজেছি, তখনই পেয়েছি হয় হিলিয়ায়, না হয় পেয়েছি খাওয়ানিকে।

ঐ প্রেমিক কি কিছু পাওয়ার যোগ্য হয়নি, যে অন্ধকার রাত্রে ও প্রচন্ড গরমে সফরের কষ্ট বরণ করেছে ?

আমার কোন অপরাধ নেই। কেননা, আমার লোকজন যখন একত্রে ছিল, তখন আমি বলেছিলাম– কোন একটা বিপদ ঘটার আগেই তুমি প্রেমের বদলা দাও।

আমি আরও বলেছিলাম– আমাকে তুমি ভালবাসার বিনিময় দাও, দুর্যোগ এসে দূরত্ব সৃষ্টি করার আগেই। কেননা, বিরহী বন্ধুর কারণে নিজ পরিবারের কর্তাও দূরে চলে যায়।

কেননা, আমি গোপন আমানত ফাঁস করে দিয়ে খিয়ানত করিনি। আর তোমার পরে আর কোন সুন্দরীকে আমার চক্ষু তোমার চেয়ে আকর্ষণীয় পায়নি।

তবে সমাজ সম্প্রদায়ের কারণে ভালবাসায় কখনও বা সাময়িকভাবে ভাটা পড়তে পারে। তবে উভয় দিক থেকে ভালবাসা থাকলে কোন অসুবিধা হয় না।

কবিতা শোনার পর মহিলাটি বললো ঃ আমি তো মাঝে মাঝে বিরতিসহ উনিশ বছর এবং বিরতিহীনভাবে আট বছর যাবত তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আবূ হাদরাদ বলেন, আমি লোকটিকে সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম ও তার গর্দান উড়িয়ে দিলাম।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ ফারাস ইব্‌ন আবূ সুন্‌বুলা আসলামী তঁার কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী শায়খের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার নিকট বর্ণনা করেন, ঐ যুবকটির গর্দান যখন উড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল, তখন তার সেই প্রেমিকা সেখানে দাঁড়িয়ে তা' প্রত্যক্ষ করছিল। তারপর সে তার প্রেমিকের উপর উপুড় হয়ে পড়ে এবং তাকে চুম্বন করতে করতে সেও সেখানে প্রাণ বিসর্জন দেয়। হাফিয বায়হাকী হুমায়দী সূত্রে - - - - ইসাম মুযায়নী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন অভিযানে সৈন্য প্রেরণকালে উপদেশ দিতেন যে, কোথাও কোন মসজিদ দেখলে কিংবা কোন মুয়ায্‌যিনের আযান শুনতে পেলে তথাকার কাউকেও হত্যা করবে না। একবারের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি আমাদেরকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন। আমরা তিহামার দিকে যাত্রা করলাম। পথিমধ্যে দেখলাম একজন পুরুষ একটি মহিলা কাফেলার পশ্চাতে ছুটছে। আমরা তাকে ডেকে বললাম, ওহে, ইসলাম গ্রহণ কর ! সে বললো, ইসলাম কী ? আমরা তাকে ইসলামের ব্যাখ্যা জানালে সে তা বুঝতে ব্যর্থ হলো। সে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলো। তোমরা যা কর, আমি যদি তা না করি তবে আমার কী হবে ? আমরা বললাম, তা হলে আমরা তোমাকে হত্যা করবো। তখন সে বললো, আমাকে ঐ মহিলা কাফেলার সাথে মিলিত হওয়ার একটু অবকাশ দেবেন কি ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো। তবে তুমি যেতে থাক। আমরাও তোমার কাছে আসছি। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি যেতে যেতে মহিলা কাফেলার নাগাল পেল। সে তাদের একজনকে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ اسلمى حبيش قبل نفاد العيش - ওগো হাবায়শ ! তুমি সুখে থাক, আমার আয়ু ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বে। অপরজন বললো, বিরতিসহ উনিশ বছর এবং বিরতিহীন আট বছর (এর প্রেম বিনিময় নিয়ে) তুমিও শান্তিতে থাক। বর্ণনাকারী এরপর উপরোল্লিখিত কবিতা وينأى الامير بالحبيب المفارق। পর্যন্ত উল্লেখ করলেন। এরপর লোকটি সেখান থেকে ফিরে এসে আমাদেরকে বললো ঃ এবার তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার। আমরা তখন অগ্রসর হয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিলাম। এ সময় ঐ মহিলাটি তার হাওদা থেকে বেরিয়ে এসে লোকটির দেহের উপর উপুড় হয়ে পড়লো এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়ে গেল। এরপর ইমাম বায়হাকী আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ সূত্রে - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক অভিযানে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করেন। সে অভিযানে তারা প্রচুর গনীমত লাভ করেন। আটককৃত বন্দীদের মধ্যে এমন একজন লোক ছিল, যে মুসলিম সৈন্যদের নিকট নিবেদন করলো, আমি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক নই। আমি এখানকার এক মহিলাকে ভালবাসি। তার সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। সুতরাং আমাকে একটু অবকাশ দাও, আমি তাকে শেষ বারের মত একটি বার দেখে আসি। তারপরে তোমাদের যা মনে চায় তা

করো। বর্ণনাকারী বলেন, দেখা গেল লোকটি গিয়ে এক দীর্ঘকায় সুন্দরী মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলছে ঃ ওহে হুবায়শ ! "তুমি শান্তিতে থাক, আমার আয়ু শেষ হওয়ার পূর্বে।" এরপর সে এ জাতীয় অর্থবোধক কবিতার দু'টি পংক্তি আবৃত্তি করলো। তখন মহিলাটি তার জবাবে বললো ঃ হ্যাঁ, আমি তো তোমাকে আমার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। এরপর মুসলিম সেনারা তার নিকট এগিয়ে গিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিল। তখন মহিলাটি দৌড়ে এসে নিহত লোকটির উপর উপুড় হয়ে পড়লো এবং একবার অথবা দু'বার চিৎকার ধ্বনি দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। অভিযান শেষে মুসলিম সেনাগণ ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কি একজন দয়ার্দ্র হৃদয় লোকও নেই ?"

উয্‌যা মূর্তি ধ্বংসে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে প্রেরণ

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ উয্‌যা মূর্তিকে ধ্বংস করা হয়েছিল ঐ বছরের রমযান মাস শেষ হওয়ার পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর উয্‌যা মূর্তি ধ্বংস করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে প্রেরণ করেন। নাখলা নামক স্থানে একটি মন্দিরে উয্‌যা বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। কুরায়শ, কিনানা ও মুদার গোত্র এর পূজা করতো। এবং সেবাযত্ন ও পাহারাদারীর দায়িত্ব ছিল বনূ হাশিমের মিত্র ও বনূ সুলায়মের শাখাগোত্র বনূ শায়বানের উপর। সুলামী দারোয়ান যখন খালিদ ইব্‌ন ওলীদের আগমনবার্তা শুনতে পেল, তখন সে তার তলোয়ার মূর্তির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে ঐ পাহাড়ে দ্রুত আরোহণ করলো যে পাহাড়ে মূর্তি অবস্থিত ছিল। যেতে যেতে সে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করলো ঃ

ايا عـزُّ شـدّى شـدةً لا شـوى لـهـا   على خالـدٍ القى القناعَ وشمّرِى

ايا عزَّ اِن لـم تقتلى الـمرءَ خالـداً   فبوئى باثـمٍ عاجـلٍ او تنصّرى

অর্থ ঃ হে উয্‌যা ! তুমি খালিদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হান, যাতে সে পংগু হয়ে যায়। আর ঘোমটা ফেলে দিয়ে চাদর পেঁচিয়ে লও।

হে উয্‌যা ! তুমি যদি খালিদকে হত্যা করতে না পার, তবে দ্রুত পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে ফিরে এসো ; অথবা নাসারা-ধর্ম গ্রহণ কর।

খালিদ যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন মূর্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে তবে ছাড়লেন এবং কাজ সম্পাদন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এলেন। ওয়াকিদী ও প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রমযান মাস শেষ হওয়ার পাঁচ দিন বাকি থাকতে খালিদ উয্‌যা ধ্বংস করার জন্যে গমন করেন। ধ্বংস-ক্রিয়া সম্পন্ন করে ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সেখানে কী দেখলে ? খালিদ বললেন, কিছুই দেখিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে পুনরায় সেখানে যেতে নির্দেশ দিলেন। খালিদ যখন দ্বিতীয়বার সেখানে গেলেন, তখন দেখলেন, ঐ মন্দিরের মধ্য থেকে কৃষ্ণকায় কোঁকড়ান এলোকেশী এক মহিলা তলোয়ার উঁচু করে বেরিয়ে আসছে এবং কবিতার ছন্দে বলছে ঃ

يـا عُزّى كفر انك لا سـبـحانك

إنـــى رأيتُ اللّه قــد اهانك

"হে উয্‌যা ! আমি তোমার অবাধ্যতার ঘোষণা দিচ্ছি। তোমার পবিত্রতার ঘোষণা দিচ্ছি না। আমি প্রত্যক্ষ করলাম, আল্লাহ্ তোমাকে কিভাবে অপদস্থ করেছেন।"

এরপর খালিদ ঐ মন্দিরও ধ্বংস করে দেন, যাতে উয্যার বিগ্রহ ছিল এবং মন্দিরের মালপত্র যা ছিল সব কিছু নিয়ে আসেন। খালিদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে সমস্ত ঘটনা শুনালে তিনি বললেন ঃ تلك العزى ولا تعبد ابدا -ঐ হলো উয্যা, তার পূজা আর কখনও হবে না। ইমাম বায়হাকী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর ফকীহ - - - - আবুত্ তুফায়ল থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর খালিদ ইব্‌ন ওলীদকে নাখলায় প্রেরণ করেন। কারণ, তথায় উয্যা মূর্তি স্থাপিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পেয়ে তিনি সেখানে গমন করেন। সে মূর্তি তিনটি মূল্যবান কাঠের পায়ার উপর স্থাপিত ছিল। খালিদ ঐ পায়াগুলি কেটে দেন এবং যে ছাদের নীচে মূর্তি ছিল সে ছাদও ধ্বসিয়ে দেন। এরপর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সবকিছু অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, পুনরায় ফিরে যাও, তুমি কিছুই করতে পারনি। সুতরাং খালিদ আবার সেখানে ফিরে গেলেন। উয্যা মূর্তির সেবায়েতগণ খালিদকে দেখেই ভীত বিহ্বল হয়ে পাহাড়ে গিয়ে উঠলো। পালাবার সময় তারা বলতে লাগলো ঃ ওহে উয্যা ! ওকে নিশ্চল করে দাও। ওকে অন্ধ করে দাও। যদি তা না পার, তবে নিজে লাঞ্ছিত হয়ে মরে যাও। রাবী বলেন, খালিদ মূর্তির কাছে পৌঁছলে দেখেন, এক উলংগ এলোকেশী নারী, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে মাথায় ও মুখে মাখছে। খালিদ তাকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করলেন। তারপর তিনি ফিরে এসে নবী করীম (সা)-কে ঘটনা জানালে তিনি বললেন ঃ এটাই প্রকৃত উয্যা।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থান-কাল

মক্কা বিজয়ের পর রমযান মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানেই কাটান। এ সময়ে তিনি যে নামায কসর পড়েন ও রোযা রাখেননি এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। এটা সেসব আলেমদের মতের স্বপক্ষে দলীল যাঁরা বলেন, মুসাফির যদি কোথাও অবস্থান (ইকামত) করার দৃঢ় সংকল্প না করে, তবে আঠার দিন পর্যন্ত সে নামায কসর করতে পারবে। অবশ্য এ আলিমদের আর একটি মত যথাস্থানে লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম বুখারী আবূ নুআয়ম- - - - আনাস ইব্ন মালিক সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে তিনি নামাযে কসর করতেন। সিহাহ্সিত্তার অন্যান্য সংকলকগণ ইয়াহ্য়া ইব্ন আবূ ইসহাক হাদরামী আল-বসরী সূত্রে আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বুখারী. আবদান - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) (মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করেন এবং দু'রাকআত করে নামায আদায় করেন। এ হাদীছ বুখারী অন্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও আবূ হুসায়ন উভয়ে এবং আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা এ হাদীছটি আসিম ইব্ন সুলায়মান - - - - ইব্ন আব্বাস সূত্রে কিছুটা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ দাঊদের ভাষ্যে অবস্থানকাল সতের দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আহমদ ইব্ন ইউনুস - - - - ইব্ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে উনিশ দিন একই স্থানে অবস্থান করি। তখন আমরা নামাযে কসর করেছি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ কারণেই আমরা যখন কোন স্থানে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করি তখন নামায কসর পড়ি। কিন্তু উনিশ দিনের বেশী অবস্থান করলে নামায পুরোপুরি পড়ি। আবূ দাঊদ ইবরাহীম ইব্ন মূসা - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছি। মক্কা বিজয়ে তাঁর সাথে থেকেছি। তিনি তথায় আঠার রাত পর্যন্ত অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি দু'রাকআত করে নামায পড়েছেন। তার চেয়ে বেশী পড়েননি। তিনি পরিষ্কার বলে দিতেন ঃ "হে মক্কার অধিবাসীরা ! তোমরা নামায চার রাকআত পড়। আমরা তো মুসাফির।" ইমাম তিরমিযী এ হাদীছ আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদআন থেকে অনুরূপ বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, এ হাদীছ হাসান পর্যায়ের। এরপর ইমাম তিরমিযী এ হাদীছ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক যুহরী আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর সেখানে পনের রাত অবস্থান করেন এবং নামাযে কসর করেন। এরপর তিরমিযী বলেন, এ হাদীছ ইব্ন ইসহাক থেকে একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা কেউ ইব্ন আব্বাসের উল্লেখ করেননি। ইব্ন ইদরীস মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক থেকে, তিনি যুহরী ও মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন, আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর, আমর ইব্ন শুআয়ব ও আরও কতিপয় রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পনের রাত অবস্থান করেন।

মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় নির্দেশ

বুখারী বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম - - - - আইশার সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, অন্য সনদে লায়ছ - - - - আইশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : উত্‌বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস তদীয় ভ্রাতা সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে ওসীয়াত করে যান যে, তিনি যেন যামআর বাঁদীর পুত্রটিকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেন। উত্‌বা বলেছিলেন যে, ছেলেটির জন্ম আমারই ঔরসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিজয়কালে যখন মক্কায় আসেন, তখন সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস এক সুযোগে যামআর বাঁদীর পুত্রটিকে নিজের আয়ত্বে এনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। তার সাথে যামআর পুত্র আব্‌দও আসে। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস দাবী করলেন যে, এ আমার ভাতিজা। আমার ভাই ওসীয়ত করে গিয়েছেন যে, এ সন্তানটি তারই ঔরসজাত। প্রতি উত্তরে আব্‌দ ইব্ন যামআ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ আমার ভাই। এ যামআর পুত্র। তাঁর বিছানায় এর জন্ম হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন যামআর বাঁদীর পুত্রের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, তার দৈহিক গঠন ও চেহারা উত্‌বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হে আব্‌দ ইব্ন যামআ ! তুমিই এর অধিকারী। এ তোমারই ভাই। কেননা, সে তারই বিছানায় জন্ম গ্রহণ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সহধর্মিণী সাওদা বিন্‌ত যামআকে বললেন, তুমি এর থেকে পর্দা করবে। কারণ, তিনি দেখেছেন যে, উত্‌বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। ইব্ন শিহাব বলেন, আইশা (রা) বলেছেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : الولد للفراش وللعاهر الحجر। বিছানা যার সন্তান তার, আর ব্যভিচারীর জন্যে পাথর। অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। ইব্ন শিহাব বলেন, আবূ হুরায়রা এ বাক্যটি প্রায়ই উচ্চঃস্বরে বলতেন। এ হাদীছটি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং বুখারী ও কুতায়বার সূত্রে লায়ছ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্ন মাজা ও বুখারী মালিক সূত্রে যুহরী থেকে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

এরপর ইমাম বুখারী বলেন, আমাদের নিকট মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল - - - - উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বিজয় যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপস্থিত কালে জনৈক মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। এতে তার গোত্রের লোকেরা ভীত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সুপারিশের জন্যে উসামা ইব্ন যায়দের কাছে ছুটে আসে। উরওয়া (রা) বলেন, উসামা যখন ঐ মহিলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলাপ করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি উসামাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তির বিধান (হদ) এর ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছো ? তখন উসামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার

জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন ! এরপর সন্ধ্যা হলে তিনি জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হলেন। প্রথমে আল্লাহ্র যথোপোযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপরে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এ কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কোন অভিজাত লোক চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত; কিন্তু কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করতো। والذى نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔ "সেই সত্তার কসম ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন– যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করতো তা হলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশক্রমে সে মহিলার হাত কেটে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তার এ তাওবা উত্তম প্রমাণিত হয়েছে এবং অন্য এক পুরুষের সাথে তার বিবাহ হয়েছে। আইশা (রা) বলেন, এরপর সে প্রায়ই আমার কাছে আসতো এবং আমি তার আবেদন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পেশ করতাম। বুখারী তাঁর গ্রন্থের অন্য স্থানে এবং মুসলিম ইব্ন ওহবের সূত্রে - - - - আইশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে সাবুরা ইব্ন মা'বাদ জুহানী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিজয়ের বছর মক্কা প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে মুত্আ (সাময়িক বিবাহ)-এর অনুমতি দেন। এরপর তাঁর মক্কা থেকে বের হয়ে আসার পূর্বেই এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, আজকের এই দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুত্আ হারাম ঘোষণা করা হলো। মুসনাদে আহমদ ও সুনান গ্রন্থসমূহের এক বর্ণনা মতে কিয়ামত পর্যন্ত হারাম হওয়ার এ ঘোষণা বিদায় হজ্জে দেয়া হয়েছিল। সহীহ্ মুসলিমে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা সূত্রে - - - - সালামা ইব্ন আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আওতাসের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে মহিলাদের সাথে মুত্আ করার অনুমতি দিয়েছিলেন তিন দিনের জন্যে। এরপর তিনি আমাদেরকে এ থেকে বারণ করে দেন। বায়হাকী বলেন, আওতাসের বছর ও বিজয়ের বছর একই। তাই উক্ত হাদীছ ও সাবুরা বর্ণিত হাদীছ অভিন্ন।

আমি বলি, যে সব আলিম খায়বারের যুদ্ধে মুত্আ হারাম হওয়া প্রমাণ করেন তাঁদের মতে মুত্আ দু'বার মুবাহ করা হয়েছে এবং দু'বার হারাম করা হয়েছে। ইমাম শাফিঈ প্রমুখ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের অবতারণা করেছেন। কারও কারও মতে দু' বারের চেয়েও অধিক বার একে মুবাহ ও হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কারও মতে এটা একবারই মুবাহ করার পর হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আর তা হয়েছে মক্কা বিজয়ের কালে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রয়োজনের তাকিদে এটা মুবাহ করা হয়েছে। এ মত অনুযায়ী যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই তা মুবাহ হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ থেকে এরূপ একটি মতের কথা জানা যায়। কারও কারও মতে মুত্আ আদৌ হারাম করা হয়নি; বরং তা এখনও মুবাহ আছে। ইব্ন আব্বাস এই মত পোষণ করেন বলে প্রসিদ্ধ আছে। এ ছাড়া তার শিষ্যবর্গ এবং কতিপয় সাহাবীও এই মত পোষণ করেন। আহ্কাম বা বিধি-বিধানের অধ্যায়ই এ আলোচনার উপযুক্ত স্থান।

অনুচ্ছেদ

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট আবদুর রায্যাক - - - - মুহাম্মাদ ইব্ন আসওদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা আসওদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয়ের দিন লোকদেরকে বায়আত

করতে দেখেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্র 'কর্ণ' এর নিকট তাঁকে সম্মুখে রেখে উপবেশন করেন। এরপর লোকদের নিকট থেকে ইসলাম ও শাহাদতের উপর বায়আত গ্রহণ করেন। রাবী ইব্ন জুরায়জ তাঁর শায়খ আবদুল্লাহ ইব্ন উছমানের নিকট জিজ্ঞেস করেন "কিসের শাহাদত ?" জবাবে আবদুল্লাহ্ বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন আসওদ ইব্ন খাল্ফ আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি লোকদেরকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده و رسوله -এর উপর বায়আত গ্রহণ করেন। আহ্মদ এ পর্যন্ত এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছোট ও বড়, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে আগমন করে। তখন তিনি তাদের থেকে ইসলাম ও শাহাদতের উপর বায়আত গ্রহণ করেন। ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ এরপর লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ইসলামের উপর বায়আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কায় সমবেত হয়। আমার জানা তথ্য মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ের উপর অবস্থান নেন। তাঁর থেকে কিছু নীচে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ছিলেন। এরপর তিনি লোকজনের কাছ থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা শ্রবণ করা ও সাধ্যমত আনুগত্য করার উপর বায়আত নেন। পুরুষদের থেকে বায়আত নেয়ার পর তিনি মহিলাদের থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। মহিলাদের দলে হিন্দ বিন্ত উত্বাও ছিল। হামযার প্রতি তার আচরণের ঘটনায় লজ্জিত হয়ে অবগুণ্ঠন টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে সে তথায় উপস্থিত হয়। ঐ ঘটনার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজ তাকে পাকড়াও করতে পারেন বলে সে আশংকা করছিল। বায়আতের উদ্দেশ্যে মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি বলেন ঃ بايعننى على ان لا تشركن بالله شيئا তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না।

হিন্দ বললো, আল্লাহ্র কসম ! আপনি আমাদের থেকে এমন অংগীকার নিচ্ছেন, যা পুরুষদের থেকে নেননি।

ولا تسرقن তোমরা চুরি করবে না।

তখন হিন্দ বললো, আল্লাহ্র কসম ! আমি যে প্রায়ই আবূ সুফিয়ানের মাল-সম্পদ না বলে নিয়েছি (তার কি হবে ?)। ঐ মাল আমার জন্যে বৈধ কি না তা আমি জানতাম না। আবূ সুফিয়ান তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং হিনদের সব কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, পূর্বে যা কিছু তুমি নিয়েছো তা সব মাফ। তার উপর আমার কোন দাবী নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, কি হে ! তুমি কি উত্বার কন্যা হিন্দ নাকি ? সে জবাব দিল, হ্যাঁ, তবে পূর্বে যা কিছু হয়েছে, সে জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন ! আল্লাহ্ আপনার মংগল করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

ولا يزنين ব্যভিচার করবে না।

হিন্দ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! স্বাধীন (সম্ভ্রান্ত) মহিলারা কি ব্যভিচার করতে পারে ? ولا تقتلن اولادكن তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না।

হিন্দ বললো, আমরা তাদেরকে শিশুকালে লালন-পালন করেছি। কিন্তু তারা বড় হবার পর আপনি ও আপনার সাহাবীরা তাদেরকে বদর প্রান্তরে হত্যা করেছেন। এ কথা শুনার পর উমার ইব্ন খাত্তাব উচ্চঃস্বরে হাসলেন।

ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن -আর জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে অপবাদ দেবে না।

হিন্দ বললো, আল্লাহ্‌র কসম ! মিথ্যা অপবাদ দেওয়া তো অতিশয় নিন্দনীয় ব্যাপার। কখনও কখনও ক্ষমা করে দেওয়াটা অধিকতর উত্তম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

ولا يعصيننى আর মহিলারা যেন আমার আদেশ লংঘন না করে।

তখন হিন্দ বললো, অর্থাৎ ভাল কাজে লংঘন করবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উমরকে বললেন ঃ তুমি এদের থেকে বায়আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তারপর উমর (রা) তাদের থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মধ্য থেকে কোন মহিলার সাথে মুসাফাহা করেননি এবং কাউকে স্পর্শও করেননি। তবে যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর জন্যে হালাল করেছেন কিংবা মুহরিম– তাদের কথা ভিন্ন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে এ ব্যাপারে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত কখনও কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি কেবল মৌখিকভাবে কথার মাধ্যমে মহিলাদের বায়আত করতেন। তিনি বলতেন, একজন মহিলার নিকট আমার কথা বলা, একশ' মহিলার সাথে কথা বলার সমান। বুখারী ও মুসলিমে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিন্ত উতবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে জানাল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আবূ সুফিয়ান একজন অতিশয় কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ দেয় না। এ অবস্থায় আমি যদি তার অগোচরে তার মাল-সম্পদ থেকে কিছু সরিয়ে নেই, তাকে কি আমার অন্যায় হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ যতটুকু মাল-সম্পদে তোমার ও সন্তানের প্রয়োজন পূরণ হবে, ততটুকু মাল তুমি সঙ্গতভাবে নিতে পার। (ইমাম বায়হাকী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়রের সূত্রে - - - - আইশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হিন্দ বিনত উতবা এসে বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! ভূ-পৃষ্ঠে যত তাঁবুবাসী আছে, সেগুলোর মধ্যে আপনার তাঁবুর অধিবাসীদের যে পরিমাণ অপমান ও অকল্যাণ আমি কামনা করতাম, তেমনটি আর কোন তাঁবুবাসীর ক্ষেত্রে করতাম না। পক্ষান্তরে আজকের অবস্থা এই যে, পৃথিবীতে আপনার তাঁবুর অধিবাসীদের সম্মান ও কল্যাণ কামনার চেয়ে অধিকতর পসন্দনীয় তাঁবুবাসী আর নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সেই সত্তার কসম ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তুমি যথার্থই বলেছ। হিন্দ বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আবূ সুফিয়ান অত্যধিক কৃপণ। তার সম্পদ থেকে আমি যদি কিছু নেই। তবে কি কোন দোষ হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সঙগত পরিমাণ নিলে কোন দোষ নেই। ইমাম বুখারী এ হাদীছটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ দাঊদ বলেন ঃ আমাদের নিকট উছমান ইব্ন আবূ শায়বা - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা দেন যে, এখন থেকে আর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়্যত চালু থাকবে। আর যখন তোমাদেরকে জিহাদে যাওয়ার জন্যে আহ্বান করা হয় তখন তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দেবে। এ হাদীছ ইমাম বুখারী উছমান

ইব্‌ন আবূ শায়বা থেকে এবং ইমাম মুসলিম ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, জারীর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন, আমার নিকট আফ্‌ফান - - - - সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে জনৈক ব্যক্তি বললো, হিজরতকারী ব্যতীত অন্যরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাফওয়ান বলেন, আমি তাকে বললাম, এ কথাটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমি নিজ গৃহে ফিরে যাব না। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে সে বিষয়টির উল্লেখ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর প্রয়োজন নেই; বরং জিহাদ ও হিজরতের নিয়্যত রাখার প্রয়োজন আছে। আর যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্যে আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা জিহাদে গমন করবে। এ হাদীছ ইমাম আহমদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বুখারী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর, ফুযায়ল ইব্‌ন সুলায়মান - - - - ইব্‌ন মাসউদ সনদে বর্ণিত, মুজাশি' বলেন, আমি আবূ মা'বাদকে হিজরতের উপর বায়আত গ্রহণ করাবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট নিয়ে যাই। তখন তিনি বললেন ঃ যারা ইতিপূর্বে হিজরত করেছে, তাদের মাধ্যমে হিজরতের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি ইসলাম ও জিহাদের উপর তার বায়আত গ্রহণ করবো। রাবী আবূ উছমান নাহ্‌দী বলেন ঃ এরপরে আমি আবূ মা'বাদের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, মুজাশি' সত্যই বলেছে। অন্য সনদে খালিদ আবূ উছমান সূত্রে মুজাশি' থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর ভাই মুজালিদকে নিয়ে এসেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় ইমাম বুখারী বলেন ঃ আমর ইব্‌ন খালিদ - - -মুজাশি' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভাইকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার ভাইকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছি, যেন আপনি তার থেকে হিজরতের উপরে বায়আত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ হিজরতকারিগণ হিজরতের সমুদয় ছওয়াব লুটে নিয়েছেন, সে সুযোগ আর নেই। আমি বললাম, তা হলে কিসের উপর তার বায়আত গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন ঃ আমি তার কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করবো ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপর। রাবী আবূ উছমান বলেন, পরে আমি আবূ মা'বাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি ছিলেন তাঁদের দু'জনের মধ্যে বয়সে বড়। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মুজাশি' ঠিকই বর্ণনা করেছে। বুখারী বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার - - - - মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জানালাম যে, আমি সিরিয়ায় হিজরত করার সংকল্প করেছি। তিনি বললেন, এখন আর হিজরত নেই। তবে ফিরে গিয়ে চিন্তা করে দেখ– যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখতে পাও, তাই কর, নচেৎ ফিরে থাক। অন্য সনদে আবূ নাসর - - - - মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমরকে বললাম। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। অথবা তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি উল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইসহাক ইব্‌ন ইয়াযীদ - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই। বুখারী বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াযীদ - - - - আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইব্‌ন উমায়রকে সাথে নিয়ে আইশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করি। উবায়দ তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আজ আর হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু পূর্বে মু'মিনদের এ

অবস্থা ছিল যে, ফিত্নায় পড়ার আশংকায় তারা তাদের দীন-ঈমান রক্ষার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট (মদীনায়) পালিয়ে যেত। কিন্তু আজ অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তাই এখন একজন মু'মিন যেখানে ইচ্ছা করে সেখানেই তার প্রভুর ইবাদত করতে পারে। তবে বর্তমানে জিহাদ ও হিজরতের নিয়্যত করা যেতে পারে।

এ সব হাদীছ ও সাহাবীগণের উক্তি এ কথাই প্রমাণ করে যে, পূর্ণাঙ্গ কিংবা মোটামুটি যাকে হিজরত বলা চলে, তা মক্কা বিজয়ের পর শেষ হয়ে গিয়েছে। কেননা, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্র দীন বিজয় লাভ করেছে এবং ইসলামের রুকন ও ভিত্তিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে কারণে হিজরতের প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট নেই। তবে প্রতিবেশী অমুসলিম শত্রুদের কারণে এবং তাদের নিকট দীন প্রকাশে শক্তিহীনতার কারণে যদি হিজরত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সে অবস্থায় দারুল ইসলামে হিজরত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে এ হিজরত মর্যাদার দিক দিয়ে কখনই মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার হিজরতের মতো হবে না। যেমন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ ও অর্থ-ব্যয়ের ব্যাপারে নির্দেশ ও কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখার প্রতি উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও তা মক্কা বিজয়ের পূর্বের জিহাদ ও অর্থ-ব্যয়ের সমতুল্য কিছুতেই হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী নিম্নরূপ ঃ

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ـ وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى *

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয় ; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়েরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (৫৭-হাদীদ ঃ ১০)।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন এ সূরাটি নাযিল হল– اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (যখন আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় আসলো) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করে বললেন ঃ লোকজন বেশ আছে, আর আমিও আমার সাহাবীরা বেশ আছি। এরপর তিনি আরো বললেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়্যত আছে। (এ কথা শুনে মারওয়ান তাকে বললো, তুমি মিথ্যা বলছো)। এ সময় তাঁর কাছে রাফি' ইব্ন খাদীজ ও যায়দ ইব্ন ছাবিত এক সাথে খাটের উপরে বসা ছিলেন। আবূ সাঈদ বললেন, এ দু'ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে আপনাকে বলতে পারবেন। কিন্তু এ লোকের আশংকা আছে যে, সে কথা বললে আপনি তাকে সমাজের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেবেন। আর ঐ লোকের আশংকা আছে যে, আপনি তাকে যাকাত উত্তোলনকারীর পদ থেকে বরখাস্ত করবেন। এ কথা শুনার পর মারওয়ান আবূ সাঈদের উপর কোড়া উত্তোলন করলো। তখন তাঁরা দু'জনে এ অবস্থা দেখে বলে ফেললেন– আবূ সাঈদ সত্যই বলেছেন। এটা ইমাম আহমদের একক বর্ণনা।

বুখারী বলেন, মূসা ইব্ন ইসমাঈল - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণগণের সাথে আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করতেন। এ কারণে

কারও কারও অন্তরে ক্ষোভের উদ্রেক হল। একজন তো বলেই ফেললো, আপনি কেন তাকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করেন ? তারমত তো আমাদের ছেলেরাও রয়েছে। উমর (রা) বললেন, সে কেমন লোকদের মধ্য থেকে তা তো তোমরাও জান। সুতরাং এক দিন তিনি তাদেরকে ডাকলেন এবং ইব্‌ন আব্বাসকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ইব্‌ন আব্বাস বলেন, আমি বুঝতে পারলাম। আজকে তিনি আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এ জন্যে যে, তিনি তাঁদেরকে (আমার বিদ্যা-বুদ্ধি) দেখাবেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তোমরা কী বল ? তখন তাঁদের মধ্যে কেউ বললো ঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে ও তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যরা চুপ থাকলেন, কিছুই বললেন না। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস ! তুমিও কি তাই বল ? আমি বললাম, জ্বী না। তিনি বললেন, তা হলে তুমি কী বলতে চাও ? আমি বললাম, এটা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু সংবাদ। আল্লাহ্ তাঁকে এ সূরার মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ "আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসলে"– এটিই হবে তোমার মৃত্যুর আলামত। "তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো তওবা কবূলকারী" তখন উমার (রা) বললেন, "এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সে যা বলেছে, আমিও তার বাইরে কিছু জানি না।" এটা বুখারীর একক বর্ণনা। এ ছাড়া আরও একাধিক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইনতিকালের সময়ের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি উল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস ও উমর ইব্‌ন খাত্তাবের ন্যায় মুজাহিদ। আবুল আলিয়া যাহ্‌হাক প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি এ ক্ষেত্রে সঠিক নয়। তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফুয়ায়ল - আতা - সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র সনদে ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ যখন اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরা নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এর মধ্যে আমার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমি এ বছরের মধ্যে মারা যাব। এ হাদীছটি ইমাম আহমদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে উল্লিখিত আতা ইব্‌ন আবূ মুসলিম খুরাসানী একজন দুর্বল রাবী। হাদীছ শাস্ত্রের একাধিক ইমাম তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। হাদীছের মূল বক্তব্যও একান্তই অগ্রহণযোগ্য। বলা হয়েছে– তিনি ঐ বছরের মধ্যে ইনতিকাল করবেন। এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। কেননা, মক্কা বিজয় হয়েছিল অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে। এ ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকাল হয়েছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে। এ ব্যাপারেও কারও কোন বিরোধ নেই। হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটিও সমালোচিত হয়েছে। তিনি ইবরাহীম ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন উমর ওকীঈ সূত্রে - - - - ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, গোটা কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হল ঃ اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ এ হাদীছের বক্তব্যও অগ্রহণযোগ্য। এর সনদও সমালোচিত। তবে এরূপ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, পূর্ণাংগ সূরা হিসাবে এটাই সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। তাফসীর গ্রন্থে এ সূরার ব্যাখ্যায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বুখারী বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন হারব, আমর ইব্‌ন সালামা সূত্রে বর্ণিত। আইয়ুব বলেন, আবূ কিলাবা আমাকে বললেন ঃ তুমি আমর ইব্‌ন সালামার সাথে সাক্ষাৎ

করে তার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না কেন ? আবূ কিলাবা বলেন, এরপর আমি আমর ইব্‌ন সালামার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে আমর বললেন, আমরা মানুষের যাতায়াতের পথে এক ঝর্ণার নিকট বসবাস করতাম। আমাদের পাশ দিয়ে আরোহীরা অতিক্রম করতো। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, লোকজনের কী হয়েছে ? ঐ সব লোকদের কী অবস্থা ? আর ঐ লোকটিরই বা অবস্থা কী ? তারা বলতো, সে দাবী করছে যে, তাকে নাকি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং এ জাতীয় ওহী প্রেরণ করেছেন। আমি তাদের মুখ থেকে শুনে ওহীর সে সব বাণী মুখস্ত করে ফেলতাম। সেগুলো আমার দিলে যেন গেঁথে থাকতো। আরবরা তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি বিজয়ের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। তারা বলতো, তাকে তার গোত্রের লোকদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্যে ছেড়ে দাও। তিনি যদি তাদের উপর জয়ী হন তবে প্রমাণিত হবে যে, তিনি সত্য নবী। এরপর যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটলো, তখন প্রতিটি গোত্র ইসলাম গ্রহণের জন্যে এগিয়ে আসলো। আমার গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেই আমার পিতা অগ্রগামী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ী ফিরে এসে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি একজন সত্য নবীর কাছ থেকে তোমাদের নিকট এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে অমুক নামায এবং অমুক সময়ে অমুক নামায আদায় করবে। যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যার অধিক পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে সে ইমামতি করবে। তারা উপযুক্ত ইমাম খুঁজতে লাগলো। কিন্তু দেখা গেলো, আমার চেয়ে অধিক কুরআন মুখস্তকারী আর কেউ নেই। কারণ, আমি পূর্বেই বিভিন্ন কাফেলার থেকে কুরআন মুখস্ত করেছিলাম। সুতরাং তারা আমাকেই ইমামতির জন্যে আগে বাড়িয়ে দিল। অথচ আমি তখন মাত্র ছয় কি সাত বছরের বালক। আমার পরিধানে ছিল একটি চাদর মাত্র। যখন সিজদায় যেতাম তখন চাদরটি উপরে উঠে যেত। এ দেখে গোত্রের এক মহিলা বললো, তোমরা তোমাদের ইমামের পশ্চাৎভাগ আমাদের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখনা কেন ? তখন তারা কাপড় কিনে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। ঐ জামা পেয়ে আমি এতটা খুশী হলাম, যতটা খুশী অন্য কিছুতে হইনি। এ হাদীছ শুধু বুখারীতে আছে, মুসলিমে নেই।

হাওয়াযিন বা হুনায়নের যুদ্ধ

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ـ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ ـ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাদের তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন ; এটাই কাফিরদের কর্মফল। এরপরও যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ হবেন ; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরাম দয়ালু (৯-তাওবা ঃ ২৫ - ২৭)।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর ৫ই শাওয়াল রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, মক্কা বিজয় হয়েছিল রমযানের দশ দিন বাকী থাকতে এবং হাওয়াযিনের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হওয়ার পনের দিন পূর্বে। ইব্ন মাসঊদ থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। উরওয়া ইব্ন যুবায়রও এ মত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ এবং ইব্ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এ মতই সমর্থন করেছেন। ওয়াকিদী লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাওয়াল মাসের ছয় তারিখের পর হাওয়াযিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং দশ তারিখে হুনায়ন পৌঁছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, ঐ দিন আমরা সংখ্যায় স্বল্পতার দরুন পরাজিত হইনি। সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও তারা পলায়ন করে। সর্ব প্রথম পলায়ন করে বনূ সুলায়ম, তারপরে মক্কাবাসীগণ, তারপরে অন্যান্য সবাই।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হাওয়াযিন গোত্রের লোকজন যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন ও মক্কা বিজয়ের সংবাদ জানতে পারলো, তখন তাদের নেতা মালিক ইব্ন আওফ নাসরী তার গোত্রের লোকদের একত্রিত করলো। হাওয়াযিনদের সাথে ছাকীফ গোত্রের সকলেই এসে তার

কাছে সমবেত হল। নাসর ও জুশাম গোত্রদ্বয়েরও সবাই এসে হাযির হয়। আরও উপস্থিত হয় সা'দ ইব্‌ন বকর গোত্র এবং বনূ হিলাল গোত্রের অল্প সংখ্যক লোক, এরা ছিল সংখ্যায় নগণ্য। মোটকথা, কায়েস আয়লানের উপরোক্ত লোকজন ব্যতীত আর কেউ আসেনি। হাওয়াযিন গোত্রের কা'ব ও কিলাব শাখাদ্বয় এ গণজমায়েতে অনুপস্থিত থাকে। তাদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কেউ সেখানে আসেনি। বনূ জুশাম গোত্রের দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মা[১] ছিল অতিশয় বৃদ্ধ। তার দৈহিক শক্তি ছিল না বটে, তবে তার মতামত যুদ্ধের কলা-কৌশল ও অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হতো। সে ছিল যুদ্ধের ময়দানের এক প্রবীন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ছাকীফ গোত্রের সর্দার ছিল দু'জন। আহলাফ গোত্রের নেতা ছিল কারিব ইব্‌ন আসওদ ইব্‌ন মাসউদ ইব্‌ন মুআত্তাব। আর বনূ মালিক গোত্রের সর্দার ছিল যুল খিমার সুবায়' ইব্‌ন হারিছ এবং তার ভাই আহমদ ইব্‌ন হারিছ। তবে সামগ্রিকভাবে সবার উপরে নেতৃত্ব ছিল মালিক ইব্‌ন আওফ নাসরীর হাতে। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, তখন সে সকলকে নিজেদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র সাথে নিয়ে গমন করার নির্দেশ দিল। যখন তারা আওতাস নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হল, তখন লোকজন তার কাছে এসে সমবেত হল। তাদের মাঝে ছিল দুরায়দ ইব্‌ন সাম্‌মা। একটি হাওদার মধ্যে বসিয়ে তাকে সেখানে টেনে নেয়া হয়। হাওদা থেকে অবতরণ করে সে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা এখন কোন্ প্রান্তরে রয়েছ ? জবাবে তারা বললো ঃ আওতাস প্রান্তরে। সে বললো ঃ

نعم مجال الخيل = لا حزن ضرس" ولا سهل دهس = مالى اسمع رغاء
البعير = ونهاق الحمير = وبكاء الصغير = ويعار الشاء =

বাহ ঃ ঘোড়ার চক্কর কাটার কতই না সুন্দর জায়গা। এমন উঁচা ও কঠিন মাটি নয় যে, চলাচলে কষ্ট হবে ; আবার এমন নীচু ও নরম মাটি নয় যে, পা দেবে যাবে।

সে আবার বললো ঃ

কি ব্যাপার ? এ যে শুনতে পাচ্ছি উটের গোংগানী ? গাধার বিকট আওয়ায ? শিশুদের কান্না ? ছাগলের ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ ?

লোকজন জবাবে বললো, মালিক ইব্‌ন আওফ তো লোকজনের সাথে তাদের ধন-সম্পদ ও তাদের স্ত্রী-পুত্রদেরও সংগে নিয়ে এসেছে। তখন দুরায়দ বললো, মালিক কোথায় ? লোকেরা তাকে ডেকে এনে বললো – এই যে মালিক। তখন সে তাকে বললো ঃ হে মালিক ! তুমি তোমার গোত্রের নেতা হয়েছো। আজকের এ দিনটি এমন যে, এর প্রভাব পড়বে আগামী দিনগুলোর উপর। বল, আমি উটের গোংগানী, গাধার বিকট আওয়ায, শিশুদের কান্নাকাটি এবং ছাগলের ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ কেন শুনতে পাচ্ছি ? সে উত্তর দিল, আমি তো লোকজনের সাথে তাদের স্ত্রী-পুত্র ও ধন-সম্পদ নিয়ে এসেছি। সে বললো, ওগুলো কেন নিয়ে এসেছো ? সে জবাব দিল, আমি মনে করেছি যে, এদের প্রতিটি যোদ্ধার পশ্চাতে তার সম্পদ ও পরিবার রেখে দেব। যাতে

১. 'আর রাহীকুল মাখতূমে' (উর্দু সংস্করণ ১৯৯৮ লাহোর) নামটি দুরায়দ ইব্‌ন সাম্মা এবং মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ আকরম যিয়া উমরীর আস্‌সীরতুন নববীর আস-সাহীহা (আরবী) গ্রন্থে দুরায়দ ইব্‌ন সিম্মা বলে উল্লিখিত হয়েছে।– সম্পাদক

সে ওগুলো রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে দুরায়দ মালিককে ধমক দেয়। সে তাকে আরও বলে, ওহে মেষ-পালক ! আল্লাহ্‌র কসম, যারা পরাজিত হয়, তাদেরকে কিছু ফেরত দেওয়া হয় বলে কখনও শুনেছ কি ? যুদ্ধ যদি তোমার অনুকূলে আসে, তা হলে তলোয়ার ও বল্লমধারী পুরুষ লোকই তোমার কাজে আসবে, অন্য কেউ নয়। আর যদি যুদ্ধ তোমার বিপক্ষে যায়, তবে তুমি তোমার পরিবার ও ধন-সম্পদসহ লাঞ্ছিত হবে। তারপর সে জিজ্ঞেস করলো ? আচ্ছা কা'ব ও কিলাব গোত্রের ভূমিকা কি ? মালিক বললো, তাদের থেকে কেউই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি। দুরায়দ বললো ঃ তা হলে তো ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বই অনুপস্থিত। আজকের এ দিনটা যদি মর্যাদা ও সুখ্যাতি বয়ে আনতো তা হলে কা'ব ও কিলাব এ থেকে দূরে থাকতো না। আমার মনে হয়, তোমরাও যদি কা'ব ও কিলাবের পথ ধরতে, তবে কতই না ভাল হতো। বল তো, তা হলে কারা তোমরা যুদ্ধ করতে এসেছো ? লোকজন বললো, আমর ইব্‌ন আমির ও আওফ ইব্‌ন আমির গোত্রদ্বয় এসেছে। সে বললো, হায় এতো আমির গোত্রের দুটো যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ শাখা ! এরা না কোন উপকার করতে পারবে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারবে। তারপরে সে বললো, শুন হে মালিক ! তুমি হাওয়াযিনের দলকে ঘোড়ার সামনে আদৌ পেশ করো না। এরপর দুরায়দ মালিক ইব্‌ন আওফকে বললো ঃ নিজের দেশের হিফাযতে ও নিজ গোত্রের সম্মান রক্ষার্থে এদেরকে এ অবস্থান থেকে উঠিয়ে আন এবং ধর্মত্যাগীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের)-কে অশ্বারোহী বাহিনীর সম্মুখে করে দাও। যদি যুদ্ধ তোমার অনুকূলে এসে যায়, তবে পিছনের লোকজনও এসে তোমাদের সাথে মিলিত হবে। আর যদি যুদ্ধ তোমার প্রতিকূলে যায়, তাহলে এরা বাকী থাকবে এবং তোমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদে থাকবে। জবাবে মালিক বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তা করবো না। তুমি বুড়ো হয়েছো। সেই সাথে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধিও বুড়ো হয়ে গিয়েছে। এরপর মালিক তার দলবলকে সম্বোধন করে বললো ঃ হে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ! আল্লাহ্‌র কসম ! হয় তোমরা আমার আনুগত্য করবে ; না হয় আমি এই তলোয়ারের উপর উপুড় হয়ে পড়বো, যাতে আমার পেট চিরে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। যুদ্ধের ব্যাপারে সে দুরায়দের কথাবার্তা ও মতামতকে আদৌ আমল দিল না। জবাবে সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, আমরা তোমারই আনুগত্য করবো। তখন দুরায়দ বললো ঃ هذا يوم لم اشهده ولم يفتني -এটা এমন একটা দিন যাতে আমি অন্তর্ভুক্ত হলাম না এবং এ থেকে দূরেও থাকলাম না।

يا ليتني فيها جذع — أخبّ فيها واضع

اقود وطفاء الزمع — كانها شاة صدع

"হায়, যদি আমি আজ যুবক হতাম, তা'হলে এতে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিতাম। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতাম। আর এদেরকে মেষের পাল বলেই মনে হতো।"

তারপর মালিক সমবেত লোকজনের উদ্দেশ্যে বললো ঃ তোমরা যখন মুসলমানদের দেখতে পাবে, তখন তোমরা তোমাদের তরবারির কোষসমূহ ভেংগে ফেলবে এবং একযোগে তাদের উপর হামলা করবে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উছমান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মালিক ইব্‌ন আওফ কয়েকজন গুপ্তচর প্রেরণ করে। তারা বিপর্যস্ত অবস্থায় তার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। সে বললো, তোমাদের সর্বনাশ হোক ! তোমাদের এ দুর্দশা কেন ? জবাবে তারা বললো, আমরা বিচিত্র রং এর ঘোড়ার উপর কিছু সংখ্যক শুভ্র লোক দেখতে পাই। আল্লাহ্‌র কসম ! তারপরে আমাদের যে অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন তা ঠেকাবার সাধ্য আমাদের ছিল না। আল্লাহ্‌র কসম ! এ বিস্ময়কর ঘটনা তাকে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারলো না।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ নবী করীম (সা) হাওয়াযীনদের এ যুদ্ধ উন্মাদনার কথা শুনতে পেয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ হাদরাদ আসলামীকে প্রেরণ করেন এবং শত্রুদের মধ্যে ঢুকে অবস্থান করে তাদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে ফিরে আসতে নির্দেশ দেন। ইব্‌ন আবূ হাদরাদ চলে গেলেন। তিনি তাদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে ভালরূপে অবগত হলেন। তিনি মালিক ইব্‌ন আওফ ও বনূ হাওয়াযিনের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে তাকে যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁকে জানান হয় যে, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার কাছে তার নিজস্ব অনেক বর্ম ও অস্ত্র আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ানকে ডেকে পাঠালেন। সে তখনও মুশরিক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ হে আবূ উমাইয়া ! তোমার অস্ত্রগুলো আমাদেরকে ধার দাও ! আমরা তা দিয়ে আগামী কাল আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়বো। সাফওয়ান বললো, হে মুহাম্মাদ ! আপনি কি তা জোরপূর্বক নেবেন ? তিনি বললেন ঃ না, বরং ধার হিসেবে নিতে চাই এবং তোমাকে ফেরত দেওয়ার শর্তে। সাফওয়ান বললো, তাহলে আপত্তি নেই। সুতরাং সে একশ' বর্ম এবং সে অনুপাতে অস্ত্রশস্ত্র দিল। লোকজন বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ানের কাছে সৈন্যদের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অস্ত্র চেয়েছিলেন, আর সে তাই দিয়েছিল। ইব্‌ন ইসহাক সনদবিহীনভাবে এ ঘটনা এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন ইসহাক - - - - জাবির থেকে ; এবং আমর ইব্‌ন শুআয়ব, যুহরী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম প্রমুখ, হুনায়নের ঘটনা পূর্বোল্লিখিত ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বর্ণনায় শত্রু হাওয়াযিনদের মধ্যে প্রবেশ করা ও সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে এ কথা অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, আবূ হাদরাদ সেখান থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাওয়াযিনদের সংবাদ বলেন। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন। ইব্‌ন আবূ হাদরাদ তখন তাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, ওহে উমর ! আজ যদি তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো– তবে তাতে আর আশ্চর্যের কি ! ইতিপূর্বে তুমি তো দীনে হক্‌কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে কী বলছে তা কি আপনি শুনছেন না ? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "তুমি বিভ্রান্ত বিপথগামী ছিলে, তারপরে আল্লাহ্ তোমাকে সঠিক সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন।" (এ তো সত্য কথাই।)

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্ন হারূন - - - - সাফওয়ান (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমাইয়ার নিকট কতকগুলো বর্ম ধার চেয়েছিলেন। উমাইয়া জিজ্ঞেস করেছিল, হে মুহাম্মাদ ! এগুলো কি আপনি কেড়ে নেবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ না, ধার হিসেবে নেব এবং কাজ শেষে ফেরত দেব। রাবী সাফওয়ান বলেন, যুদ্ধে কিছু বর্ম খোয়া যায়। তাই ফেরত দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) খোয়া যাওয়া বর্মগুলোর ক্ষতিপূরণ পেশ করেন। তখন উমাইয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আজ আমি ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত (সুতরাং ক্ষতি পূরণ লাগবে না)। আবূ দাঊদ ও নাসাঈ – ইয়াযীদ ইব্ন হারূন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম নাসাঈ ইসরাঈল সূত্রে - - - - সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার পুত্র আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ানের নিকট থেকে বর্ম-ধার নিয়েছিলেন। বাকী ঘটনা উপরের অনুরূপ। এ ছাড়া ইমাম নাসাঈ - হুশায়ম - হাজ্জাজ - আতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ানের নিকট থেকে অনেকগুলো বর্ম ও অশ্ব ধার নিয়েছিলেন। এর পরের কথা উপরের অনুরূপ।

ইমাম আবূ দাঊদ বলেন ঃ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ানের পরিবারের লোকদের থেকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি অস্ত্র-শস্ত্র আছে ? সাফওয়ান বললো ঃ ধার স্বরূপ নিবেন, না জোর করে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ না, ধার স্বরূপ। এরপর সাফওয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বর্ম ধার স্বরূপ প্রদান করেন। এগুলো নিয়ে তিনি হুনায়নের যুদ্ধে ব্যবহার করেন। যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী পরাজিত হলে সাফওয়ানের বর্মগুলো একত্রিত করা হয়। তখন দেখা গেল কয়েকটি হারিয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফওয়ানকে বললেন ঃ তোমার দেওয়া বর্ম থেকে কয়েকটি বর্ম হারিয়ে গিয়েছে – এগুলোর ক্ষতিপূরণ দিব কি ? সাফওয়ান বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সে দিন আমার হৃদয়ের যে অবস্থা ছিল। আজ আর সে অবস্থা নেই। এ বর্ণনাটিও মুরসাল।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিলেন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে আগত দশ হাজার সাহাবী এবং মক্কা থেকে নতুন যোগদানকারী দুই হাজারসহ মোট বার হাজার সৈন্য।

আমি বলি, উরওয়া, যুহরী ও মূসা ইব্ন উকবার মতে হাওয়াযিন অভিযানে সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার। তাঁদের মতে মদীনা থেকে মক্কা অভিযানে এসেছিলেন বার হাজার। আর এঁদের সাথে যোগ দেন মক্কার দু' হাজার নও মুসলিম। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিনের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হন শাওয়াল মাসের পাঁচ তারিখে। মক্কা দেখা-শুনার দায়িত্ব দেওয়া হয় আত্তাব ইব্ন উসায়দ ইব্ন আবুল 'ঈস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদে শামস উমাবীর উপর। তখন তার বয়স ছিল বিশ বছরের কাছাকাছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিন গোত্রের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামী এ সম্পর্কে তাঁর কাসীদায় বলেন ঃ

ابلغ هوازن اعلاها واسفلها　　　منى رسالة نصح فيه تبيان

انی اظـن رســول اللّه صابحکـم　　جیشا له فی فضاء الارض ارکان

فیهــم سلیم اخوکم غیر تارککم　　والـمسلمــون عباد اللّه غسان

وفی عضادتـــه الیمنی بنواسد　　والاجر بان بنو عبس و ذبیان

تکاد ترجف منه الارض رهبتـه　　وفـی مقدمـــه اوس وعثـــمان

অর্থ ঃ হে পথিক ! আমার পক্ষ থেকে হাওয়াযিন গোত্রের উচ্চ-নিম্ন সকল পর্যায়ের লোকের কাছে এ উপদেশ বাণীটি পৌঁছিয়ে দাও, এতে রয়েছে বিস্তারিত বর্ণনা।

আমার ধারণা, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) প্রত্যুষকালে তোমাদের উপর তাঁর এমন এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে হামলা করবেন– যারা এ ভূ-পৃষ্ঠের উপর অত্যন্ত শক্তিশালী।

এদের মধ্যে আছে তোমাদের ভাই সুলায়ম গোত্র– যারা তোমাদেরকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। আর মুসলমানগণ হল আল্লাহ্‌র অনুগত ক্ষিপ্র সৈনিক।

তাদের সমর্থনে দক্ষিণ বাহিনীতে আছে বনূ আসাদ গোত্র। আর নাংগা তলোয়ারধারী বনূ আব্বাস ও যিবয়ান গোত্রদ্বয়।

এ বাহিনীর ভয়ে যমীন কেঁপে উঠে। আর এ বাহিনীর অগ্রভাবে আছে আওস ও উছমান গোত্রদ্বয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আওস ও উছমান হলো মুযায়না গোত্রের দু'টি শাখাগোত্র। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ যুহরী হারিছ ইব্‌ন মালিক সূত্রে বলেন, যে তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হুনায়নের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন আমরা সবেমাত্র জাহিলী জীবন ত্যাগ করে ইসলামে এসেছি। তিনি বলেন, আমরা তাঁর সাথে হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা করলাম। তিনি বলেন ঃ ঐ যুগে কুরায়শ কাফির ও অন্যান্য আরব গোত্রের লোকেরা একটি প্রকাণ্ড সবুজ বৃক্ষের ভক্ত ছিল। সে বৃক্ষটিকে 'যাতু আনওয়াত' বা ঝুলন্ত বৃক্ষ বলা হত। প্রতি বছর তারা একবার ঐ বৃক্ষের কাছে আসতো, তাদের অস্ত্রপাতিগুলো বৃক্ষের উপর লটকিয়ে রাখতো, বৃক্ষের কাছে পশু বলি দিত এবং সেখানে একদিন অবস্থান করতো। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে পথ অতিক্রম করছি, তখন পথে একটি বিশাল সবুজ কুল বৃক্ষ দেখতে পাই। আমরা তখন পথের পার্শ্ব থেকে জোর আওয়াজে ডেকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের জন্যে একটি 'যাতু আনওয়াত' এর ব্যবস্থা করুন, যেমন ওদের 'যাতু আনওয়াত' আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ আকবার ! সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন, তোমরা আজ এমন একটি কথা বললে, যেমন কথা বলেছিল মূসা (আ) এর সম্প্রদায় মূসা (আ) কে। তারা বলেছিল, আমাদের জন্যে একটি ইলাহ্‌র ব্যবস্থা করুন। যেমন ওদের রয়েছে অনেক ইলাহ। মূসা (আ) জবাবে তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়। এটা তো নিছক একটি গতানু-গতিক ভ্রান্ত প্রথা। এরূপ করা হলে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ভ্রান্ত প্রথারই অনুকরণ করবে। ইমাম তিরমিযী এ হাদীছটি সাঈদ ইব্‌ন আবদুর রহমান সূত্রে সুফিয়ান থেকে এবং ইমাম নাসাঈ মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি'- আবদুর রায্‌যাক মা'মার সূত্রে, এরপর উভয়েই যুহরী থেকে বর্ণনা

করেন। যেমন ইব্ন ইসহাক যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এ হাদীছকে হাসান-সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন। ইব্ন আবূ হাতিম তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ হাদীছটি কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আওফ তাঁর পিতা, তাঁর দাদা থেকে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

আবূ দাঊদ বলেন ঃ আমার নিকট আবূ তাওবা - - - - সাহল ইব্ন হানজালিয়া সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হুনায়ন যুদ্ধে যাত্রা করে। তারা দ্রুত গতিতে যাত্রা করে সন্ধ্যায় সেখানে পৌছে। যোহর নামাযের সময় হলে একজন অশ্বারোহী এসে বললো– ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনাদের আগেভাগে গিয়ে অমুক অমুক পাহাড়ে আরোহণ করে দেখলাম, হাওয়াযিন গোত্রের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ তাদের উট, মেষ ও অন্যান্য গবাদি পশু নিয়ে হুনায়ন প্রান্তরে সমবেত হয়েছে। তার বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হেসে বললেন, আগামীকাল এ সবই গনীমত হিসেবে মুসলমানদের করায়ত্ব হবে ইন্শাআল্লাহ্। এরপর তিনি আহ্বান জানালেন, আজ রাত্রে আমাদের পাহারা দেওয়ার জন্যে কে প্রস্তুত আছ ? জবাবে আনাস ইব্ন আবূ মারছাদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ কাজের জন্যে আমি প্রস্তুত আছি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি একটি বাহনে আরোহণ কর। তিনি তখন গিয়ে তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন, এই গিরিপথ ধরে অগ্রসর হও এবং তার উপরে আরোহণ কর। আমরা তোমার পক্ষ থেকে রাত্রে কোন দুশ্চিন্তা বোধ করবো না। রাবী বলেন, ভোর হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নির্ধারিত নামাযের স্থানে গিয়ে দু' রাকআত (সুন্নাত) নামায আদায় করেন। তারপরে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের অশ্বারোহী ভাইয়ের প্রত্যাগমন সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পারলে ? জবাবে সকলেই বললেন, আমরা কিছুই আঁচ করতে পারিনি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরপর ফজরের নামায জামায়াতে পড়ার জন্যে ঘোষণা দেওয়া হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়াচ্ছিলেন এবং গিরিপথের দিকে তাকাচ্ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি সুসংবাদ দিলেন যে, তোমাদের অশ্বারোহী ভাই তোমাদের মাঝে এসে গেছে। এ কথা বলে তিনি পাহাড়ের ঢালে গাছ-গাছালির দিকে তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি ঐ পথ দিয়ে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে থামলেন। এরপর বলতে লাগলেন। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশিত এই পাহাড়ের উপর আরোহণ করি। ভোর হলে আমি দু'টি পাহাড়ের উপরেই উঠি এবং সেখান থেকে সম্মুখে লক্ষ্য করি, কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাত্রে নীচে অবতরণ করেছিলে ? তিনি বললেন, জ্বী না। নামায আদায় কিংবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া ছাড়া আমি পাহাড়ের উপর থেকে নীচে অবতরণ করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে বললেন ঃ তুমি তো জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছো। এরপর আর কোন আমল না করলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না। ইমাম নাসাঈও এ হাদীছ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্য়া সূত্রে - - - - আবূ তাওবা রাবী' ইব্ন নাফি' থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হুনায়ন যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনীর পলায়ন এবং শেষে বিজয় লাভ

ইউনুস ইব্ন বুকায়র প্রমুখ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার নিকট আসিম ইব্ন উমার জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন আওফ তার গোটা বাহিনী নিয়ে হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা করে। এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে গমন করেন। শত্রু সৈন্যরা পাহাড়ের গিরিপথ ও উপত্যকার আশ-পাশের সংকীর্ণ স্থানসমূহে ওঁৎপেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ অগ্রসর হয়ে ভোরের আঁধারে উপত্যকার ঢালু এলাকায় অবতরণ করেন। মুসলিম বাহিনী যখন সে প্রান্তরে অবতরণ করে, তখন শত্রুগণ তাদের গোপন স্থান থেকে অতর্কিতে অশ্বারোহী দল নিয়ে এক সংগে হামলা চালায়। ফলে মুসলিমগণ হতবুদ্ধি হয়ে ছুটে পলায়ন করতে থাকে, কেউ কারও দিকে ফিরে তাকাতেও পারছিল না। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডান দিকে একটু সরে গিয়ে বলতে লাগলেন ঃ হে লোক সকল ! তোমরা যাচ্ছো কোথায় ? আমার দিকে ফিরে এসো, আমি আল্লাহ্র রাসূল, আমি আল্লাহ্র রাসূল, আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ।"

(ايـن ايـهـا الـنـاس ، هـلـمـوا الى ، انـا رسـول الـلّه ، انـا رسـول الـلّه ، انـا محـمـد بن عبـد الـلّه) -

রাবী জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডাকে কোন কাজ হলো না। বরং পলায়নকালে তাদের উটগুলো একটার উপর অপরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মানুষের এ অবস্থা দেখেন, তখন তিনি তাঁর সাদা খচ্চরের উপর বসা ছিলেন– যা সেখানে রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তখন মাত্র কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন। আহলে বায়তের মধ্যে যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন– আলী ইব্ন আবূ তালিব, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, তার ভাই রাবীআ ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, ফযল ইব্ন আব্বাস, কারও মতে ফুযায়ল ইব্ন আবূ সুফিয়ান, আয়মান ইব্ন উম্মে আয়মান এবং উসামা ইব্ন যায়দ (রা)। কেউ কেউ এ তালিকায় কুদাম ইব্ন আব্বাসের কথাও উল্লেখ করেছেন। আর মুহাজিরদের মধ্যে যারা সেখানে ছিলেন, তাঁরা হলেন, আবূ বকর, উমার ও আব্বাস। আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খচ্চরের লাগাম ধারণ করে ছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হাওয়াযিন গোত্রের এক লোক তার লাল উটে আরোহণ করে একটি লম্বা বর্শার মাথায় কাল পতাকা বেঁধে হাতে নিয়ে আগে আগে চলছিল। আর অন্যান্য হাওয়াযিনরা তার পিছে পিছে ছুটছিলো। কোন মুসলমান সামনে পড়লে সে তার ঐ বর্শা দ্বারা তাকে আঘাত

করতো। এতে পতাকা নীচে নেমে যাওয়ায় লোকেরা তাকে হারিয়ে ফেলতো। তখন সে পশ্চাতের লোকদের উদ্দেশ্যে আবার বর্শাটি উপরে তুলে ধরতো। তখন পশ্চাত্যের লোকজন তাকে অনুসরণ করে চলতো। রাবী জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, পতাকাবাহী লোকটি যখন এ ধরনের হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও জনৈক আনসার সাহাবী তাকে বধ করার জন্যে তার দিকে অগ্রসর হন। আলী (রা) পিছন দিক থেকে গিয়ে তার উটের পশ্চাতের পা দুটি তলোয়ারের আঘাতে কেটে ফেলেন। ফলে উটটি নিতম্বের উপর বসে পড়ে। তখন আনসার সাহাবী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তলোয়ারের প্রচণ্ড আঘাতে তার পায়ের নলা মাঝখান থেকে কেটে পা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। রাবী বলেন, এরপর মুসলিম বাহিনী শত্রুদের উপর তলোয়ার দ্বারা আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। আল্লাহ্র কসম ! তলোয়ারের প্রচণ্ড আঘাতে তারা দিগবিদিক ছুটে পালায়। আর যে পালিয়েছে সে আর যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসার সাহস পায়নি। শেষ পর্যন্ত শত্রু পক্ষের বিরাট সংখ্যক লোক বন্দী হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নীত হয়। ইমাম আহমদ ইয়া'কূব ইব্ন ইবরাহীম যুহরী থেকে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের দিকে তাকালেন। সে দিন যারা চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খচ্চরের জিনের এক অংশ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কে ওখানে ? জবাবে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার দুধ-মায়ের পুত্র। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানদের বিপর্যয় দেখে মূর্খ বেদুঈনরা এমন সব মন্তব্য করতে লাগলো– যার দ্বারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা বিদ্বেষ প্রকাশ পেল। আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব বলে উঠলো, তাদের পরাজয় সমুদ্রের তীর পর্যন্ত পৌছার আগে শেষ হবে না। এই আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ তখনও দুর্বল ছিল। ঐদিন তার কাছে ভাগ্য গণনার পর্যাপ্ত তীর মওজুদ ছিল। কালদা ইব্ন হাম্বল সে দিন তার ভাই সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সাথে এক জায়গায় ছিল। সাফওয়ান তখনও মুশরিক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে যে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন, এটা ছিল সেই সময়ের কথা। কালদা তখন চিৎকার দিয়ে বললো ঃ দেখলেতো ! যাদুর কারসাজি আজ ভণ্ডুল গেছে। তখন সাফওয়ান তাকে বললো ঃ চুপ কর ! আল্লাহ্ তোমার মুখ বন্ধ করে দিন। আল্লাহ্র কসম ! আমার উপর কোন কুরায়শের নেতৃত্ব যে কোন হাওয়াযিনের নেতৃত্ব অপেক্ষা অধিকতর পসন্দনীয়। ইমাম আহমদ আফ্ফান ইব্ন মুসলিমের সূত্রে - - - - আনাস ইব্ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, হুনায়ন যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র নারী, শিশু, উট ও মেষপালসহ রণাংগনে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। এভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর দল ভারী করে। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে মুসলমানগণ পরাজিত হয়ে পশ্চাতের দিকে পলায়ন করেন। যেমনটি কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আওয়ায দিয়ে বললেন ঃ "ওহে আল্লাহ্র বান্দাগণ ! আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।" তারপরে বললেন, "হে আনসার সম্প্রদায় ! আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। রাবী বলেন, অবশেষে

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক বাহিনীকে পরাজিত করেন। এতে তাঁর তলোয়ারও চালাতে হয়নি এবং বর্শাও নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়নি।

রাবী আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করবে, সে ঐ কাফিরের সাথে থাকা দ্রব্য-সামগ্রীর মালিক হবে।

(من قتل كافرا فلـه سلبـه) -

রাবী বলেন ঃ সে দিন আবূ তালহা (রা) বিশজন কাফিরকে হত্যা করে এবং তাদের দ্রব্য-সামগ্রীর অধিকারী হন। যুদ্ধের ময়দানে আবূ কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জানান, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এক ব্যক্তির কাঁধের শিরায় তলোয়ারের আঘাত মেরে চলে যাই। তার গায়ে একটি বর্ম ছিল। একটু সন্ধান নিয়ে দেখুন, বর্মটি কে নিয়েছে ? এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বর্মটি আমি নিয়েছি। এখন তাকে রাযী করিয়ে বর্মটি আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কেউ কিছু চাইলে হয় তিনি তাকে তা দিয়ে দিতেন নয়ত নীরব থাকতেন। এ সময় তিনি নীরব থাকলেন। তখন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহর সিংহদের মধ্যকার একটি সিংহের উপর প্রাধান্য দিয়ে তিনি কিছুতেই তোমাকে তা দিবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলে উঠলেন ঃ উমর যথার্থই বলেছে। রাবী বলেন, রণাংগনে আবূ তালহা (রা) এর সাথে (তাঁর স্ত্রী) উম্মু সুলায়মের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর কাছে একটি খঞ্জর দেখতে পেয়ে আবূ তালহা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এটা আবার কি ? জবাবে উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, কোন মুশরিক যদি আমার কাছ দিয়ে যায়, তবে এটা আমি তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিব। আবূ তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! উম্মু সুলায়ম কি বলছে, তা কি শুনতে পাচ্ছেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন একটু হেসে দিলেন। উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরপর আমি সেই সব নও মুসলিমকে হত্যা করবো, যারা আপনাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ওহে উম্মু সুলায়ম ! আল্লাহ্ই তাদের জন্যে যথেষ্ট ও উত্তম। ইমাম মুসলিম আবূ তালহা (রা) থেকে উম্মু সুলায়মের খঞ্জরের ঘটনা এবং ইমাম আবূ দাউদ 'নিহতের দ্রব্য-সামগ্রী হত্যাকারীর প্রাপ্য' রাসূলুল্লাহ্র (সা) এ উক্তি উল্লেখ করেছেন। তারা উভয়েই হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে উমরের কথিত বলে উল্লিখিত উক্তিটি নির্ভরযোগ্য নয়। বরং প্রসিদ্ধ মতে ঐ উক্তিটি ছিল আবূ বকর সিদ্দীকের।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ - - - - থেকে বর্ণনা করেন যে, নাফি' আবূ গালিবের উপস্থিতিতে 'আলা ইব্ন যিয়াদ 'আদাবী আনাস ইব্ন মলিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ হামযা ! নুবুওয়াত প্রাপ্তিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স কত ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপরের হিসেব কি ? তিনি জবাব দিলেন, এরপর তিনি মক্কায় থাকেন দশ বছর। তারপরে মদীনায় থাকেন আরও দশ বছর। এই মোট ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নেন। আলা ইব্ন যিয়াদ জিজ্ঞেস করলেন, ইনতিকালের সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল ? আবূ হামযা বলেন, তখনও তিনি ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট যুবক। সবার চেয়ে সুন্দর ও উত্তম দৈহিক গঠন বিশিষ্ট এবং সবচেয়ে অধিক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আবূ হামযা ! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর সাথে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি হুনায়নের যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশ গ্রহণ করেছি। সে যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী অতি প্রত্যুষে আমাদের উপর হামলা চালায়। তখন দেখলাম, আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের পশ্চাতে রয়েছে। আরও দেখলাম, মুশরিকদের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রবল বেগে আমাদের উপর আক্রমণ করে আমাদেরকে দলিত-মথিত করে চলছে। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহন থেকে অবতরণ করলেন। এরপর আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করলেন এবং তারা রণে-ভংগ দিয়ে পলায়ন করলো। মুসলমানদের বিজয় দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক জায়গায় দাঁড়ালেন। এরপর একের পর এক মুসলমানরা শত্রুদের বন্দী করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে থাকেন। আর তিনি তাদেরকে ইসলামের উপর বায়আত করতে থাকেন। এ সময় নবী (সা)-এর জনৈক সাহাবী বিনীতভাবে জানাল 'আমি মানত করেছি, যে মুশরিক লোকটি যুদ্ধের সময় আমাদেরকে দলিত মথিত করেছিল, সে যদি বন্দী হয়ে আসে তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব থাকেন। এ সময় সে লোকটিকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেই সে বলে উঠলো, হে আল্লাহ্র নবী ! আমি আল্লাহ্র নিকট তওবা করেছি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার কথা শুনার পরে নীরব থাকলেন এবং তাকে বায়আত করা হতে বিরত থাকলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে অপর লোকটি এ সুযোগে তার মানত পূরণ করতে পারে। কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে তাকিয়ে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করছিলো। বিনা অনুমতিতে হত্যা করতে সে ভয় পাচ্ছিলো। নবী (সা) যখন দেখলেন, সে কিছুই করছে না– তখন তিনি তাকে বায়আত করেন। তখন সে বললো, হে আল্লাহ্র নবী ! আমার মানতের কি হলো ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি তো দীর্ঘক্ষণ বায়আত করা থেকে বিরত ছিলাম যাতে তুমি তোমার মানত পূরণ করতে পার। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাকে একটু ইংগিত দিলেন না কেন ? তিনি বললেন, হত্যার জন্যে ইংগিত করা নবীর জন্যে শোভা পায় না। এ ঘটনা ইমাম আহমদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট ইয়াযীদ - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুনায়নের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ দু'আ করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! আপনি যদি চান আজকের দিনের পর এ পৃথিবীতে আর আপনার ইবাদত করার প্রয়োজন নেই...." । এ হাদীছের সনদে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মাত্র তিনজন এবং এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত। তবে অন্য কোন হাদীছ সংকলনকারী এই সনদে এ হাদীছ বর্ণনা করেননি।

ইমাম বুখারী মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শারের সূত্রে - - - - আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে শুনেছেন, যখন কায়েস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলো, হুনায়ন যুদ্ধে আপনারা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ?" তিনি বললেন, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিন্তু পালিয়ে যাননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিল সুদক্ষ তীরন্দাজ। কিন্তু আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ করলাম তখন তারা ছত্রভংগ হয়ে যায়। এরপর আমরা গনীমত সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করলাম। ঠিক তখনি আমরা তাদের তীরন্দাজ বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হই। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচ্চরের উপর আরোহী অবস্থায় দেখেছি। আর আবূ সুফিয়ান (ইবনুল হারিছ) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ "আমি আল্লাহ্র নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই।" (انا النبى)

(لا كذب এ হাদীছ ইমাম বুখারী আবুল ওয়ালীদের সূত্রে শু'বা থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ "আমি নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই ; আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান"। (انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب)

বুখারী বলেন, ইসরাঈল ও যুহায়র আবূ ইসহাকের সূত্রে বারা (রা) থেকে বলেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর খচ্চরের উপর থেকে নীচে অবতরণ করেছিলেন। মুসলিম ও নাসাঈ বুনদার থেকে এবং মুসলিম ও আবূ মূসা উভয়ে গুনদুর থেকে এ হাদীছ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া ইমাম মুসলিম - যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়িদা- আবূ ইসহাক সূত্রে বারা (রা) থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেন। এর শেষে আছে "এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) খচ্চর থেকে অবতরণ পূর্বক আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করে বলেন ঃ "আমি সত্য নবী। এতে কোন মিথ্যা নেই, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান ; হে আল্লাহ্ ! আপনি আপনার সাহায্য নাযিল করুন।" বারা (রা) বলেন, যুদ্ধের উত্তেজনা যখন চরমে উঠলো, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আড়ালে আশ্রয় খুঁজছিলাম। আর বীর পুরুষরাই তার কাছাকাছি থাকতে পারত। বায়হাকী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে দিন বলেছিলেন ঃ انا ابن العواتك। আমি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান। তাবারানী আব্বাস ইব্‌ন ফযল সূত্রে - - - - ইব্‌ন আসিম সুলামী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনায়ন যুদ্ধের দিন বলেছিলেন ঃ انا ابن العواتك। আমি কুরায়শ বংশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান।

ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ সূত্রে - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুনায়নের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে গমন করি। যখন আমরা শত্রুদের মুখোমুখি হই, তখন মুসলমানরা কিছুটা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। এ সময় আমি দেখলাম, মুশরিকদের এক ব্যক্তি মুসলমানদের এক ব্যক্তির উপর চড়াও হয়ে প্রায় কাবু করে ফেলছে। তখন আমি পিছন দিক থেকে গিয়ে ঐ মুশরিকের কাঁধের শিরার উপর তলোয়ার দ্বারা সজোরে আঘাত হানি। এতে তার লৌহ বর্ম কেটে যায়। লোকটি আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে জাপটে ধরে এমন জোরে চাপ দিল, যে আমি মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করতে লাগলাম। এরপর লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো এবং আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি উমর (রা) -এর কাছে গিয়ে বললাম, লোকজনের কি হয়েছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই কার্যকরী হয়। এরপর মুসলমানরা নিজনিজ স্থানে ফিরে আসলো। বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক জায়গায় বসে ঘোষণা করলেন ঃ কেউ যদি কোন শত্রুকে হত্যা করে থাকে এবং তার পক্ষে প্রমাণ থাকে তবে সেই হবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর অধিকারী। এ কথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললাম, "আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কেউ আছে কি?" কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে আমি বসে পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি আবার দাঁড়িয়ে বললাম, "আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কেউ আছে কি ?" এবারও কোন সাড়া না পেয়ে আমি বসে পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারও অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি পুনরায় দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, "কে আছে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার?" কিন্তু কেউ সাক্ষ্য না দেওয়ায় আমি বসে পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চতুর্থবার অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, "আবূ

কাতাদা ! তোমার কি হয়েছে?” তখন আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। এ সময় এক ব্যক্তি উঠে বললো, আবূ কাতাদা ঠিকই বলেছেন। তাঁর দ্রব্য-সামগ্রী আমার কাছে আছে। তবে সেগুলো আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্যে তাঁকে সম্মত করে দিন।” তখন আবূ বকর (রা) বললেন, “না, আল্লাহ্‌র কসম ! তা হতে পারে না। আল্লাহ্‌র সিংহদের মধ্যে এক সিংহ যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে যুদ্ধ করেছে, তার যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে দিয়ে দিবেন ? এ হতে পারে না।” নবী (সা) বললেন ঃ আবূ বকর ঠিকই বলেছেন। সুতরাং দ্রব্যগুলি তুমি তাকে দিয়ে দাও। আবূ কাতাদা বলেন, তখন সে নিহতের দ্রব্যগুলো আমাকে ফেরত দিয়ে দিল। পরবর্তীতে এ দ্রব্য-সামগ্রীর বিনিময়ে আমি বনূ সালিমার একটি বড় খেজুর বাগিচা খরিদ করি। আর এটাই ছিল ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার প্রথম উপার্জিত সম্পদ। নাসাঈ ব্যতীত অন্যান্য হাদীছবেত্তাগণ এ হাদীছটি ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ভিন্ন সনদে ইমাম বুখারী বলেন ঃ লায়ছ ইব্‌ন সা'দ সূত্রে - - - -আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন আমি দেখতে পেলাম, একজন মুসলমান ও একজন মুশরিক লড়াই করছে। অপর একজন মুশরিক যুদ্ধরত মুশরিকের পক্ষ অবলম্বন করে পিছনের দিক থেকে চুপিসারে মুসলমান লোকটিকে হত্যা করতে চাইছে। আমি দ্রুত গতিতে ঐ লোকটির কাছে গেলাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্যে তার হাত উত্তোলন করলো। কিন্তু তার পূর্বেই আমি পাল্টা আঘাত হেনে তার হাত কেটে ফেললাম। সে তার অপর হাত দিয়ে আমাকে ভীষণভাবে জাপটে ধরলো– এতে আমি মৃত্যুর আশংকা করলাম। তারপরে সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ধড়াস করে মাটিতে পড়ে যায়। আমি আর একটি আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানরা রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। তাদের সাথে আমিও পলায়ন করি। পথে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে লোকজনের সাথে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ “ব্যাপার কি ? মানুষের এ অবস্থা কেন ?” তিনি বললেন, “সবকিছু আল্লাহ্‌র হুকুমেই হয়।” এরপর সমস্ত লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে সমবেত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন ঃ “যে ব্যক্তি প্রমাণ দিতে পারবে যে, সে কোন মুশরিককে হত্যা করেছে তা হলে ঐ নিহত ব্যক্তির সংগে থাকা দ্রব্য-সামগ্রী সে-ই পাবে।” তখন আমি দাঁড়িয়ে আমার হাতে নিহত হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে প্রমাণের সন্ধান করলাম। কিন্তু আমার পক্ষে কোন সাক্ষ্য না পেয়ে আমি বসে পড়লাম। এরপর এক সুযোগে আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন সেই মজিলেসের এক ব্যক্তি বললো, “উল্লিখিত নিহত ব্যক্তির অস্ত্রপাতি আমার কাছে আছে। এখন এ বস্তুগুলো আমার কাছে থাকার ব্যাপারে তাকে রাযী করে দিন।” তখন আবূ বকর (রা) বললেন, “তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহ্‌র সিংহদের মধ্য থেকে এক সিংহ যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে যুদ্ধ করেছে তাকে বাদ দিয়ে কুরায়শের এক নগণ্য ব্যক্তিকে তিনি এটা কিছুতেই দিবেন না।” আবূ কাতাদা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিহতের দ্রব্য-সামগ্রীগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে আমাকে দিয়ে দেন। পরে এ সব দ্রব্য দ্বারা আমি একটা খেজুরের বাগান খরিদ করি। আর এটাই ছিল আমার প্রথম উপার্জিত সম্পদ। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই এ হাদীছ লায়ছ ইব্‌ন সা'দের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাফি' আবূ

গালিব - আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উপরে উল্লিখিত বক্তব্যটি উমর ইব্ন খাত্তাবের। সম্ভবতঃ উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর বক্তব্য সমর্থন করায় বর্ণনাকারী উমর (রা)-এর বক্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন। অথবা হতে পারে বর্ণনাকারী বিষয়টি গুলিয়ে ফেলে এরূপ বলেছেন। আল্লাহ্-ই সমধিক জ্ঞাত।

হাফিয বায়হাকী হাকিমের সূত্রে - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুনায়ন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসালমানদের ছত্রভংগ অবস্থা দেখে আব্বাস (রা) কে ডেকে বললেন, তুমি আনসার ও হুদায়বিয়ার সাথীদের ফিরে আসার জন্যে আহ্বান কর এবং বল, يا معشر الانصار -হে আনসার সম্প্রদায়! يا اصحاب الشجرة -হে বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণকারী হুদায়বিয়ার সাথীরা! আহ্বান শুনে তারা لبيك - لبيك বলে সাড়া দিলেন। সকলেই নিজ নিজ উট থামাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনক্রমেই তাতে সক্ষম হলেন না। তখন তাঁরা নিজেদের কাঁধের উপর থেকে বর্ম ছুড়ে ফেলে শুধু ঢাল-তলোয়ার নিয়ে আমার ধ্বনি অনুসরণ করে অগ্রসর হতে থাকেন। এভাবে আসতে আসতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একশত লোক পৌঁছে গেলেন। তখন তাঁরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ শুরু করে দেন। প্রথম দিকে আহ্বান ছিল আনসারদের প্রতি আর শেষের দিকে ছিল খাযরাজদের প্রতি। যুদ্ধের ময়দানে এরা চরম ধৈর্য-শৌর্যের পরিচয় দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহনের রিকাবদ্বয়ে পা রেখে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন। মুসলিম সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ অবলোকন করে বলে উঠলেন ঃ الآن حمى الوطيس। এটাই যুদ্ধের চরম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম ! পলায়নকারী লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরে আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে গেল। দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শত্রু-পক্ষের বহু বন্দীকে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অবশিষ্টদের মধ্যে এক অংশ আল্লাহ্র ইচ্ছামত যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয় ; এবং আর এক অংশ রণাংগন থেকে পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে গনীতম হিসেবে শত্রুদের প্রচুর সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি বন্দীরূপে দান করেন।

ইব্ন লাহয়া' আবুল আসওয়াদের সূত্রে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন এবং মূসা ইব্ন উকবা তাঁর মাগাযী গ্রন্থে যুহরী থেকে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা বিজয় দান করলে তিনি সেখানে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করে হাওয়াযিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। মক্কার সাধারণ নাগরিকরাও এ সময় তাঁর সহযাত্রী হয়, কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। তাদের মধ্যে কেউ যায় বাহনে চড়ে, কেউ যায় পায়ে হেটে। এমন কি তাদের স্ত্রীরা পর্যন্ত অভিযানে শরীক হয়। এ সব লোক তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরা যায় দর্শক হিসেবে এবং গনীমতের আশা নিয়ে। এতদ্সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবাগণের উপর কোন বিপর্যয় আপতিত হলে তাতে তাদের কোন প্রকার আপত্তি ও মনঃপীড়া ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিল আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব এবং সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া। সাফওয়ানের সংগে ছিল তার মুসলমান স্ত্রী। সাফওয়ান তখনও ছিল মুশরিক। কিন্তু ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনি। বর্ণনাকারিগণ বলেন, এ যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল মালিক ইব্ন আওফ নাসরী। তার সংগে ছিল দুরায়দ ইব্ন সাম্মা। বয়সের ভারে তার শরীর কাঁপছিল। মুশরিক বাহিনীর সাথে ছিল

নারী, শিশু ও জীব-জন্তু। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শত্রু বাহিনীর গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হাদরাদকে গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি শত্রুদের মধ্যে মিশে গিয়ে রাত্রি যাপন করেন। তখন তিনি শুনতে পেলেন – মালিক ইব্‌ন আওফ তার বাহিনীকে সম্বোধন করে বলছে। "ভোর বেলা তোমরা মুসলিম বাহিনীর উপর একযোগে অতর্কিতে হামলা করবে। তরবারিগুলোর খাপসমূহ ভেঙ্গে ফেলবে। তোমাদের পশুগুলোকে এক লাইনে রাখবে এবং মহিলাদেরকে আলাদা লাইনে কাতারবন্দী করে রাখবে।" সকাল হলে আবূ সুফিয়ান, সাফওয়ান ও হাকীম ইব্‌ন হিযাম আলাদা হয়ে মুসলিম বাহিনীর পিছনে গিয়ে অবস্থান নেয়। সেখানে থেকে তারা লক্ষ্য করছিলো যে, দেখা যাক বিপদ কাদের ঘাড়ে চাপে। মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাদা খচ্চরে আরোহণ করে মুসলিম সৈন্যদের লাইনের সম্মুখে আসেন এবং যুদ্ধ করার নির্দেশ দান করেন। যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ধৈর্য ধারণ করলে বিজয়ের সুসংবাদ দেন। এমতাবস্থায় মুশরিক বাহিনী মুসলিম বাহিনীর উপর একযোগে অতর্কিতে হামলা চালায়। ফলে মুসলিম বাহিনী সহসা ছত্র-ভংগ হয়ে পড়ে। তারপরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত পলায়ন করে। হারিছা ইব্‌ন নু'মান বলেন, মুসলিম বাহিনী পলায়ন করে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের সংখ্যা হবে আনুমানিক একশ'। বর্ণনাকারিগণ বলেন ঃ কুরায়শদের এক ব্যক্তি সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার পাশে গিয়ে বললো, সুসংবাদ শুনুন– মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীরা পরাজিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম ! তারা আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। তখন সাফওয়ান তাকে বললো, তুমি আমাকে আরব বেদুঈনদের বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছ ? আল্লাহ্‌র কসম ! কোন কুরায়শীর নেতৃত্ব বেদুঈনের নেতৃত্ব অপেক্ষা আমার কাছে অধিক পসন্দনীয়, (لرب من قريش احب الى من رب من الاعراب) এ কথা বলার জন্যে সাফওয়ান ঐ ব্যক্তির উপর ক্রোধান্বিত হয়।

উরওয়া বলেন ঃ সাফওয়ান তার এক গোলামকে যুদ্ধের সংকেত জানার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। সে ফিরে এসে জানালো যে, আমি শুনতে পেলাম মুসলমানরা এই বলে ডাকাডাকি করছে– হে বনূ আবদুর রহমান ! হে বনূ আবদুল্লাহ্ ! হে বনূ উবায়দুল্লাহ্ ! তার বক্তব্য শুনে সাফওয়ান বললো, মুহাম্মাদ জয়লাভ করেছেন। যুদ্ধে তারা এই সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে।

বর্ণনাকারিগণ বলেন ঃ যুদ্ধের প্রচণ্ডতা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ভাবিয়ে তোলে তখন তিনি তাঁর বাহন খচ্চরের রিকাবদ্বয়ের উপর দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন এবং বলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করুন। হে আল্লাহ্ ! ওরা যেন আমাদের উপর জয়লাভ করতে না পারে।" দু'আ শেষে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে যুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে আহ্বান করেন– হে হুদায়বিয়ার বায়আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা তোমাদের নবীর কাছে ফিরে এসো। তিনি তাদেরকে আরও উদ্বুদ্ধ করে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারিগণ ! হে আল্লাহ্‌র রাসূলের সাহায্যকারিগণ ! হে খাযরাজ গোত্রের লোকজন ! হে সূরা বাকারার সাথীগণ ! এভাবে নিজে আহ্বান করার পর তিনি কোন কোন সাহাবীকে অনুরূপভাবে আহ্বান করার জন্যে আদেশ করেন।

বর্ণনাকারিগণ বলেন ঃ এ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের হাতে এক মুঠো কংকর নিয়ে

মুশরিকদের চোখ-মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন এবং মুখে উচ্চারণ করেন - شاهت الوجوه ওদের চেহারা বিবর্ণ হোক। তখন তাঁর সাহাবীগণ অতি দ্রুত তাঁর কাছে ফিরে আসেন। রাবীগণ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সময় বলেছিলেন ঃ الآن حمى الوطيس। "এখন যুদ্ধের চরম মুহূর্ত।" তারপর আল্লাহ্ তাঁর দুশমনদের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করেন। শত্রুদের প্রত্যেকের চোখে-মুখে নিক্ষিপ্ত কংকর লেগে যায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তারা পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে অকাতরে হত্যা করেন। এ যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ওদের নারী ও শিশুদেরকে গনীমত হিসেবে মুসলমানদেরকে প্রদান করেন। এ দিকে সেনাপতি মালিক ইব্ন আওফ ও তার গোত্রের সর্দারগণ পালিয়ে তায়েফের দুর্গে প্রবেশ করে। এ সময় রাসূলের প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য ও দীন ইসলামের অপ্রতিরোধ্য শক্তি প্রত্যক্ষ করে মক্কার বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ইমাম বায়হাকী এটি বর্ণনা করেছেন।

ইব্ন ওয়াহব বলেন, ইউনুস - - - - কাছীর ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণনা করেন। আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ হুনায়ন যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অংশ গ্রহণ করি। আমি ও আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিছ সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে থাকি। কখনও তাঁর থেকে পৃথক হইনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাদা রং-এর খচ্চরের উপর থাকেন। এ খচ্চরটি তাঁকে ফারওয়া ইব্ন নুফাছা আল-জুযামী উপঢৌকন স্বরূপ দান করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর খচ্চরটিকে কাফিরদের দিকে এগিয়ে নেন। আব্বাস (রা) বলেন, খচ্চরটি যাতে দ্রুত না চলে সে জন্যে আমি তার লাগাম ধরে টেনে রাখি। আর আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিকাব ধরে রাখেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আব্বাসকে বললেন ঃ তুমি হুদায়বিয়ার বাবলা বৃক্ষের নীচে বায়আত গ্রহণকারীদেরকে আহ্বান কর। আব্বাস (রা) বলেন, গাভী যেমন তার বাছুরকে সোহাগের জন্য ছুটে যায়, তেমনি আমার আওয়ায শুনার পর তারা ছুটে আসে যেন আমি তাদের প্রতি অনুরূপ সোহাগ প্রকাশ করেছি। তারা জবাবে বললো– আমরা হাযির, আমরা হাযির। তারা এসে কাফিরদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। আনসারদের আহ্বান করে বলা হয়– يا معشر الانصار হে আনসার সম্প্রদায় ! এরপর নির্দিষ্টভাবে বনুল হারিছ ইব্ন খাযরাজকে হে বনুল হারিছ বলে আহ্বান করা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) খচ্চরের উপর থেকে মাথা উঁচু করে রণক্ষেত্রের দিকে তাকান এবং যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। তখন তিনি বলেন, এখন হচ্ছে যুদ্ধের সব চাইতে উত্তেজনাকর অবস্থা। এরপর তিনি কিছু কংকর হাতে নিয়ে সেগুলো কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করেন। তারপরে বললেন, মুহাম্মাদের প্রতিপালকের কসম ! ওরা পরাজিত হয়েছে। আব্বাস বলেন, তখন আমি স্বচক্ষে দেখার জন্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, যুদ্ধ তার আপন অবস্থায় আছে। আব্বাস বলেন, আল্লাহ্র কসম ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কাফিরদের দিকে কংকর নিক্ষেপ করেন, তখন থেকে দেখলাম, তাদের যুদ্ধের গতিতে ভাটা পড়েছে, তলোয়ারের ধার ভোঁতা হয়ে গিয়েছে এবং ময়দান ছেড়ে পেছনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইমাম মুসলিম এ হাদীছ আবূ তাহিরের সূত্রে ইব্ন ওহব থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' আবদুর রায্যাক - মা'মার সূত্রে যুহ্রী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম ইকরামা ইব্ন আম্মার - - - - সালামা ইব্ন আকওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে,

তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হুনায়নের যুদ্ধ করেছি। শত্রুদের সম্মুখীন হলে আমি একটু অগ্রসর হয়ে একটি টিলার উপর আরোহণ করি। তখন মুশরিক পক্ষের এক লোক আমার মুকাবিলায় আসে। আমি তাকে লক্ষ্য করে একটি তীর নিক্ষেপ করি। কিন্তু সে আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারলাম না যে, তীর নিক্ষেপের ফলাফল কি হয়েছে। তারপর শত্রুদলের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম যে, তারা অপর একটি টিলার উপর আরোহণ করেছে। এ সময় তারা ও রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ পরস্পর মুখোমুখি হন। তখন নবীর সাহাবীগণ পিছন দিকে সরে যেতে লাগলেন। আমি পরাজিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলাম। আমার পরিধানে ছিল দু'টি চাদর। একটি ছিল লুঙ্গিরূপে, অপরটি চাদররূপে ব্যবহৃত এক পর্যায়ে আমার পরিধেয় লুঙ্গি খুলে যায়। আমি সেটি ভালরূপে বেঁধে নিলাম এবং পরাজিত মন নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ দিয়ে গমন করলাম। তখন তিনি তাঁর সাদা রংএর খচ্চরের উপর আরোহণ করেছিলেন। তিনি বললেন, 'ইবনুল আকওয়া ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।' এরপর শত্রুরা যখন চারদিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘিরে ফেলে, তখন তিনি তাঁর খচ্চরের উপর থেকে নিচে অবতরণ করেন। তারপর এক মুঠো মাটি হাতে নিলেন এবং شاهت الوجوه (তাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হোক) বলে তাদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেলা ঐ এক মুঠো মাটিতে তাদের সকলের দু'চোখ ভরে গেল। আল্লাহ্র ইচ্ছায় একজনও এ থেকে বাদ থাকল না। ফলে তারা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলো। এভাবে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করে দেন। শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করে দেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী তার মুসনাদ গ্রন্থে হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে - - - - আবূ আবদুর রহমান ফিহ্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুনায়ন যুদ্ধ অভিযানে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। প্রচণ্ড গরমের সময় আমাদের এ সফর হয়েছিল। তাই সফরে বিরতি দিয়ে আমরা একটি বাবলা গাছের ছায়ায় অবতরণ করি। সূর্য পশ্চিমে গড়িয়ে যাওয়ার পর আমি বর্ম পরিধান করে ও ঘোড়ায় আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাই। এ সময় তিনি তাঁর তাবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি সেখানে পৌঁছে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললাম ঃ السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله وبركاته - তারপরে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! পুনরায় যাত্রা শুরু করার সময় হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ তাই। তখন তিনি বিলালকে ডাক দেন। তার ডাক শুনে বিলাল বাবলা গাছের নিচ থেকে ঠিক যেন পাখির ন্যায় উড়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার খিদমতে হাযির ! আপনার জন্যে আমি উৎসর্গ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমার জন্যে আমার ঘোড়াকে জিন লাগিয়ে প্রস্তুত কর। বিলাল চটের একটি আসন নিয়ে আসলেন– যার মধ্যে খেজুর গাছের ছাল ভরা ছিল। নরম ও কোমল জাতীয় কিছুই তাতে ছিল না। এরপর তিনি তাঁর ঘোড়ার উপর আরোহণ করলেন। এক দিন চলার পর আমরা শত্রুর সম্মুখীন হই। ঘোড়সওয়ার বাহিনী তাদের ঘোড়াগুলোকে খাওয়ানোর জন্যে মাঠে নিয়ে যায়। আমরা শত্রুদের মুকাবিলা করি। কিন্তু মুসলমানরা এক পর্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। যার বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলতে লাগলেন ঃ "হে আল্লাহ্র বান্দারা ! আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।" এ কথা বলে তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ

করেন। রাবী বলেন, আমার চাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধিক নিকটে থাকা এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে شاهت الوجوه বলে শত্রুদের মুখমন্ডলের দিকে নিক্ষেপ করেন। ইয়া'লা ইব্ন আতা বলেন, ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের সন্তানরা তাদের পিতাদের বরাত দিয়ে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, শত্রুপক্ষের এমন কেউ অবশিষ্ট ছিল না যার চোখ-মুখ ঐ মাটি দ্বারা পরিপূর্ণ না হয়েছিল। তারা বলেছেন, আমরা আকাশ থেকে একটি ঝনঝন আওয়ায শুনতে পাই। লোহার থালার উপর দিয়ে এক খণ্ড লোহা গড়িয়ে দিলে যে রকম আওয়ায হয়– ঐ আওয়াযটি ছিল ঠিক এ আওয়াযের মতই। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করেন। আবূ দাউদ সিজিস্তানী তাঁর সুনান গ্রন্থে মূসা ইব্ন ইসমাঈলের সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালামা থেকে এ ঘটনা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ আফ্ফান সূত্রে - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুনায়ন দিবসে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। এক পর্যায়ে মুসলিম মুজাহিদরা তাঁকে রেখে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। তবে মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে মাত্র আশি জন লোক তাঁর কাছে থেকে যান। আর আমরা কিছু সংখ্যক লোক আশি কদম পিছিয়ে গিয়ে অবস্থান করি। তবে আমরা পিট ফিরিয়ে চলে যাইনি। উক্ত আশি জনের উপর আল্লাহ্ প্রশান্তি নাযিল করেন। ইব্ন মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর খচ্চরে আরোহণ করে কয়েক কদম অগ্রসর হন। কিন্তু খচ্চরটি তাঁকে নিয়ে আকাবাঁকা হয়ে চলে। ফলে তিনি জিন থেকে কিছুটা ঝুকে পড়েন। আমি তখন বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সোজা হয়ে মাথা উঁচু করুন। আল্লাহ্ আপনাকে উপরে উঠাবেন।" তিনি বললেন ঃ "আমার কাছে এক মুঠো মাটি দাও।" এরপর তাঁর হাতে এক মুঠো মাটি দেওয়ার পর তিনি তা শত্রুদের মুখের দিকে ছুঁড়ে মারেন। ফলে দেখা গেল তাদের সকলের চোখ সে মাটিতে ভরে গিয়েছে। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "মুহাজির ও আনসাররা কোথায় ?" আমি বললাম, "ঐ তো তাঁরা ওখানে আছেন।" তিনি বললেন, "তাদেরকে এখানে আসার জন্যে আওয়ায দাও।" আমি আওয়ায দিলাম। আওয়ায শুনে তাঁরা চলে আসলেন। তাঁদের ডান হাতে ছিল তলোয়ার। তলোয়ারগুলো ছিল সাদা-কাল মিশ্রিত উজ্জ্বল চকচকে। এ সময় মুশরিকরা পশ্চাৎ দিকে পলায়ন করে ময়দান ত্যাগ করে। ইমাম আহমদ উক্ত সনদে একাই এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী আবূ আবদুল্লাহ হাফিয এর সূত্রে - - - - ইয়ায ইব্ন হারিছ আনসারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে বার হাজার মুসলিম সৈন্যসহ আগমন করেন। হুনায়নের এ যুদ্ধে তায়েফের অধিবাসীদের মধ্য হতে যারা নিহত হয়, তাদের সংখ্যা ছিল বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের সংখ্যার অনুরূপ। রাবী ইয়ায বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মুঠো কংকর হাতে নিয়ে তা আমাদের মুখমণ্ডলের দিকে নিক্ষেপ করেন। এর ফলে আমাদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এ হাদীছ উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু সেখানে ইয়াযের নাম নেই।

মুসাদ্দাদ বলেন, আমাদের কাছে জা'ফর ইব্ন সুলায়মান, হুনায়ন যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষে অংশগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, "আমরা ও রাসূলুল্লাহ্র বাহিনী যখন পরস্পর মুখোমুখী

হই, তখন তারা আমাদের মুকাবিলায় বকরী দোহন করার সময় পর্যন্ত টিকতে পারেনি। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে গিয়ে আমাদের তলোয়ার প্রদর্শন করতে থাকি। এক পর্যায়ে আমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ফেলি। হঠাৎ দেখি, আমাদের ও তাঁর মাঝে কয়েকজন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা বললো ঃ شاهت الوجوه –ওদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাক। তোমরা ফিরে যাও। তাদের এ কথায় আমাদের পরাজয় ঘটে। বায়হাকী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফিয়ান বলেন, আবু সুফিয়ান - - - - হারিছ ইব্‌ন বদল নাসরীর সূত্রে তার গোত্রের এমন এক ব্যক্তির থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হুনায়নের এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল এবং আমর ইব্‌ন সুফিয়ান ছাকাফী থেকে বর্ণনা করেন। উভয়ে বলেন ঃ হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে আব্বাস ও আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ব্যতীত আর কেউ ছিল না। এ সময় তিনি এক মুঠো কংকর নিয়ে শত্রুদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করেন। এরপর আমরা পরাজয় বরণ করি। এরপর মুসলিম অশ্বারোহিগণ প্রতিটি পাথর ও বৃক্ষের আড়ালে আমাদেরকে খুঁজতে থাকে। আমর ইব্‌ন সুফিয়ান ছাকাফী বলেন, আমি আমার ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে তায়েফে চলে যাই।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র তার মাগাযী গ্রন্থে ইউসুফ ইব্‌ন সুহায়ব ইব্‌ন আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুনায়ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে একজন মাত্র লোক ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। সে ব্যক্তির নাম ছিল যায়দ।

ইমাম বায়হাকী কাদীমীর সূত্রে - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির সুওয়াইর থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন ঃ হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানরা যখন ময়দান খালি করে পলায়ন করছিল তখন কাফিররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যমীন থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে মুশরিকদের সম্মুখে গিয়ে তাদের মুখমণ্ডলের দিকে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন "তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাক।" এরপর তাদের একজনের সাথে অন্য জনের সাক্ষাৎ হলেই তারা চোখে ধুলাবালি যাওয়ার অভিযোগ জানিয়েছে। এরপর বায়হাকী দুটি পৃথক সূত্রে আবূ হুযায়ফা থেকে যুদ্ধের কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেন। তার একটি সূত্রে আবূ হুযায়ফা - - - - সাইব ইব্‌ন ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির সুওয়ায়ী থেকে শুনেছি, আর সে হুনায়ন যুদ্ধে মুশরিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। রাবী বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতাম যে, হুনায়ন যুদ্ধে আল্লাহ্ মুশরিকদের অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন তা কেমন ছিল ? এর জবাবটা বাস্তবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে ইয়াযীদ ইব্‌ন আমির কিছু কংকর হাতে নিয়ে তামার থালার উপর নিক্ষেপ করতেন। এতে থালা ঝনঝন করে উঠলে তিনি বলতেন, ভয়ের কারণে আমরা অন্তরে এরকম ঝনঝন শব্দ অনুভব করতাম।

বায়হাকী বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিয ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ফযল – দুজনেই শায়বা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে হুনায়ন যুদ্ধে যাই। তবে আল্লাহ্‌র কসম ! আমি মুসলমান হয়েও যাইনি কিংবা ইসলামের অনুরক্ত হয়েও যাইনি। বরং আমি গিয়েছিলাম এ জন্যে যে, আমি চাচ্ছিলাম না হাওয়াযিনরা কুরায়শদের উপর জয়লাভ করুক।

যুদ্ধের কোন এক মুহূর্তে আমি রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একটি সাদা কাল মিশ্র বর্ণের ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ হে শায়বা ! এ ঘোড়া তো কাফির ছাড়া অন্যরা দেখতে পায় না। এরপর তিনি তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর রেখে বললেন ঃ اللهم اهد شيبة – হে আল্লাহ্ ! শায়বাকে সঠিক পথ দেখাও। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার হাত রেখে ঐ দু'আ করলেন – হে আল্লাহ্ ! শায়বাকে হিদায়াত কর। তারপরে তৃতীয়বার তিনি আমার বুকে হাত রেখে একই দু'আ করলেন –হে আল্লাহ্ ! শায়বাকে সত্য পথের সন্ধান দাও। শায়বা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! তৃতীয়বার হাত উঠিয়ে নেয়ার পর আমার মনে হল, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁর থেকে অধিক প্রিয় আমার কাছে অন্য কেউ নেই। এরপর তিনি একে একে উভয় পক্ষের মুখোমুখী হওয়া, মুসলমানদের পলায়ন, আব্বাসের আহ্বান এবং রাসূলুল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনার কথা উল্লেখ করে বলেন, অবশেষে আল্লাহ্ মুশরিকদের পরাজিত করে দেন।

বায়হাকী বলেন, আমার নিকট আবূ আবদুল্লাহ হাফিয - - - - শায়বা ইব্‌ন উছমান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুনায়ন দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি একাকী নিরাপত্তাহীন অবস্থায় দেখতে পাই। এ সময় আলী ও হামযার হাতে আমার পিতা ও চাচার নিহত হওয়ার কথা স্মরণ পড়ে যায়। আজকের এ সুযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে আমার অন্তর উতলা হয়ে ওঠে। শায়বা বলেন, এ উদ্দেশ্যে ডান দিক থেকে আমি তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখলাম সেখানে আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) সাদা রংয়ের বর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছেন। বর্মটি এমন সাদা যে, দেখতে মনে হয় তা রৌপ্য নির্মিত– কোন ধুলাবালি তাতে জমতে পারছে না। মনে মনে ভাবলাম, আব্বাসতো তাঁর চাচা। তিনি তো তাঁর কোন ক্ষতি হতে দিবেন না। শায়বা বলেন, এরপর আমি বাম দিক থেকে তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু সেখানে গিয়ে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে দেখতে পাই। এবারও মনে মনে ভাবলাম, ইনিও তো তাঁর আর এক চাচাতো ভাই। তাঁর কোন অনিষ্ট করতে সুযোগ দিবেন না। এরপর আমি পশ্চাৎ দিক থেকে তাঁর কাছে চলে যাই। এখানে কোন বাধা না থাকায় আমি তলোয়ার দ্বারা আঘাত করার প্রস্তুতি নেই। এর মধ্যেই হঠাৎ দেখি– আমার ও তাঁর মাঝে আগুনের এক লেলিহান শিখা উঁচু হয়ে আছে। মনে হল এ এক বিদ্যুতের ঝলক। আমার ভয় হল যে, এ শিখা আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিবে। ভয়ে আমি হাত দ্বারা চোখ ঢেকে ফেলি এবং পিছু হটে চলে আসি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন ঃ "হে শায়বা ! আমার কাছ এসো। হে আল্লাহ্ ! তার থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।" শায়বা বলেন, তখন আমি তাঁর পানে চোখ উঠাতেই মনে হলো– তিনি আমার কাছে আমার চোখ কান অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি বললেন ঃ "হে শায়বা ! এখন কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুদ্‌দার গোত্রের শায়বা ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন, "হুনায়ন যুদ্ধের দিন আমি ভাবলাম, রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের আজ সুবর্ণ সুযোগ।" উহুদ যুদ্ধে তার পিতা নিহত হয়েছিল। তিনি বলেন, "তার প্রতিশোধে আজ আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করবো। এ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্‌কে হত্যা করার জন্যে আমি সম্মুখে এগিয়ে যাই। হঠাৎ দেখি কি একটা জিনিস আমার সামনে এসে বাধা দিল এবং আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ফলে আমি

উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারলাম না। এতে আমি বুঝলাম যে, কোন অদৃশ্য শক্তি আমাকে এ কাজ করতে বাধা দিচ্ছে ।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তাঁর পিতা ইসহাক - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুতইম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জুবায়র বলেছেন, হুনায়ন দিবসে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। মুসলিম বাহিনী ও মুশরিকদের মধ্যে লড়াই চলছিল। তখন আমি লক্ষ্য করে দেখি, আসমান থেকে কাল চাদরের মত কিছু একটা নিচে নেমে আসছে। অবশেষে তা আমাদের ও শত্রুদের মধ্যখানে পতিত হলো। আমি চেয়ে দেখি, অসংখ্য পিপিলীকা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা উপত্যকা ছেয়ে গেছে। শত্রুদের বিপর্যয় না হওয়া পর্যন্ত তারা স্থান ত্যাগ করেনি। এঁরা যে মূলত ঃ ফেরেশতা – তাতে আমাদের আর কোন সন্দেহ ছিল না। ইমাম বায়হাকী হাকিমের সূত্রে - - - - ইব্‌ন ইসহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীর বর্ণনায় অতিরিক্ত খাদীজ ইব্‌ন আওজা নাসরীর নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ولما دَنَونا من حُنين ومائه رأينا سوادًا منكَر اللون اخصفا

بملمومةٍ شهباءَ لوقذفوا بها شماريخ من عَروى اذًا عاد صفصفا

ولو ان قومى طاوعتنى سراتُهم اذا ما لقينا العارضَ المتكشفا

اذا ما لقينا جند آل محمد ثمانين الفًا واستمدوا بخندفا

"আমরা যখন হুনায়ন ও তার পানির নিকটবর্তী হলাম, তখন সাদা-কাল নানা প্রকার কুশ্রী বর্ণের মানব দেহ দেখতে পেলাম।

তারা ছিল সাদা ঝলমলে অস্ত্রধারীদের সাথে। যদি তারা ওদেরকে আরওয়া পর্বতের শীর্ষে নিক্ষেপ করতো তবে তা সমতল স্থানে পরিণত হয়ে যেত।

আমার সম্প্রদায়ের সর্দারগণ যদি আমার কথা মেনে নিত। তাহলে আমাদের এ দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হতো না।

আর মুহাম্মাদ পরিবারের আশি হাজার লস্করের মুকাবিলা আমাদের করতে হতো না। যারা সাহায্য পেয়েছিল খিনদিফ গোত্রেরও।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ হুনায়ন যুদ্ধ তীব্রভাবে চলাকালে হাওয়াযিন নেতা মালিক ইব্‌ন আওফ নিম্নোল্লিখিত উদ্দীপক কবিতা বলেন ঃ

اقدم مجاج انه يوم نكر مثلى على مثلك يحمى ويكر

اذا اُضيع الصفُ يوما والدبُر ثم احزالت زَمر بعد زمر

كتائبُ يكل فيهن البصَر قد اطعنَ الطعنةَ تقذى بالسبر

حين يذم المستكنَ المنجحرُ واطعنُ النجلاء تعوى وتهر

لها من الجوفِ رشاشَ منهمر تفهقُ تارات وحينًا تنفجر

وثعلبُ العاملُ فيها منكسَر يا زين يا ابنَ همهم اين تَفِرُ

قد انفذ الضرسُ وقد طال العمر   قد علِمَ البِيضُ الطويلاتُ الخُمر
انِّى فى امثالها غيرُ غَمِر   اذ تخرجُ الحاصنُ من تحت السُتُر

"হে আমার ঘোড়া মুহাজ ! এগিয়ে যাও, আজ বড়ই বিভীষিকাময় দিন। এমন দিনেই আমার মত লোক তোমার মত ঘোড়ায় চড়ে আত্মরক্ষা করছে এবং একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

যুদ্ধের দিন যখন সৈন্য ব্যূহ ভেংগে যায় ও পশ্চাদপদ হয়, তখন দলের পর দল ধ্বংস হয়ে যায়।

সে বিশাল সৈন্য বাহিনী যা দেখে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আমি বল্লম নিক্ষেপ করে এমনভাবে ক্ষত করি, যা সুন্দর চেহারাকে বিকৃত করে দেয়।

গৃহ কোণে অবস্থানকারীকে যখন নিন্দাবাদ করা হয়, তখন আমি বর্শা দ্বারা এমনভাবে বিরাটকায় যখম করে দিই যা অত্যন্ত গভীর হয় ও সেখান থেকে আওয়ায বের হয়।

সে ক্ষত স্থান থেকে রক্তের ধারা বের হয়ে আসে। কখনও তা ক্ষত স্থানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আবার কখনও প্রবাহিত হতে থাকে।

বল্লমের ফলা ভেংগে ক্ষতের মধ্যে রয়ে যায়।

তখন আমরা ডেকে ডেকে বলি, "হে যায়ন ! "হে ইব্ন হামহাম ! কোথায় পালিয়ে যাচ্ছো ?" "মাড়ির দাঁত বিদায় নিয়েছে। বয়স ও অনেক বেড়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে দীর্ঘ কাপড় পরিধানকারী সুন্দরী নেকাবধারী রমণীরা ভালভাবে অবগত আছে।

আমি অনুরূপ ঘায়েল করার কাজে ভুল করি না।

যখন পর্দানশীল নারীরা তাদের পর্দা থেকে বের হয়ে আসে তখনও"।

ইমাম বায়হাকী ইউনুস ইব্ন বুকায়র সূত্রে আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন আওফের দলবল পরাজিত হয়ে পলায়ন করলে সে ইসলাম গ্রহণের পর নিম্নের কবিতাটি বলেছিল। তবে কেউ কেউ বলেছেন, কবিতাটি মালিকের নয়, অন্য কারও হবে।

اذ كُر مسيرَهم والناسُ كلهم   ومالكُ فوقه الرايات تختفق
وما لك مالك ما فوقه احد   يوم حنينٍ عليه التاج يأتلق
حتى لقُوا الناس حين البأس يقدُمُهم   عليهم البَيض والابدان والدرق
فضاربوا الناس حتى لم يرَوا احداً   حول النبى وحتى جَنَّهُ الغسقُ
حتى تنزّل جبريلُ بنصرهم   فالقوم منهزم منا ومعتَلِق
منَّا ولو غيرَ جبريل يقاتلنا   لمنعتنا اذًا اسيافنا الفلق
وقد وفى عُمر الفاروق اذ هُزموا   بطعنةٍ كان منها سرجُه العلِق

"তাদের সফরের কথা স্মরণ কর, যখন লোকজন সবাই উপস্থিত ছিল। আর মালিকের উপর তখন পতাকা পতপত করে উড়ছিল।

মালিক – সে তো মালিকই। হুনায়নের দিন তার উপরে আর কেউ ছিল না। তার মস্তকে মুকুট শোভা পাচ্ছিল। এভাবে যুদ্ধের সময় তারা প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় অগ্রসর হল। তাদের সাথে ছিল শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও কাঠ বিহীন চামড়ার ঢাল।

এ অবস্থায় তারা প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানলো। এক পর্যায়ে তারা নবীর পাশে কাউকে দেখতে পেল না। এমন কি ধুলোর আঁধারে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে যান।

এরপর জিবরীল ফেরেশতা তাঁদের সাহায্যার্থে অবতরণ করেন। অবশেষে আমরা পরাজিত হয়ে বন্দী হই, আর কতক পলায়ন করি।

যদি জিবরীল ব্যতীত অন্য কেউ আমাদের সাথে যুদ্ধ করতো, তা হলে অবশ্যই আমাদেরকে হিফাযত করতো আমাদের উন্নত তরবারিগুলো।

তারা যখন পরাজিত হয়ে পলায়ন করছিল, তখন উমর ফারূক বর্শার আঘাতে যখম হয়ে যান। সে যখমের রক্তে তার বাহনের জিন রঞ্জিত হয়ে যায়।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুশরিক বাহিনী যখন পরাজিত হয় এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে বিজয় দান করেন, তখন জনৈক মুসলিম রমণী কবিতায় বলেন ঃ

قد غلبتْ خيلُ اللّه خيلَ اللات والله احـــقّ بالــثـبـــات

"আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী বাহিনী জয়লাভ করেছে লাত দেবতার অশ্বারোহী বাহিনীর উপর। আল্লাহ্ই চিরস্থায়ী"।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী আমার নিকট উক্ত পংক্তিটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

قد غلبتْ خيلُ اللّه خيلَ اللات وخيله احق بالثبـــات

"আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী দল লাত দেবতার অশ্বারোহী দলের উপর বিজয় লাভ করেছে। আর আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী বাহিনীই টিকে থাকার অধিক যোগ্য।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ হাওয়াযিন বাহিনীর পরাজয়ের পর বনূ মালিকের শাখা ছাকীফ গোত্রে হত্যাকান্ড চালানো হয়। তাদের সত্তরজন সৈন্য পতাকা তলেই নিহত হয়। তাদের পতাকা ছিল যুল-খিমারের হাতে। যুল-খিমার নিহত হলে উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন হাবিব পতাকা ধারণ করে। পতাকা হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে করতেই সে নিহত হয়। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমির ইব্‌ন ওহব ইব্‌ন আসওয়াদ আমাকে জানিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উছমানের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌছলে তিনি বলেছিলেন ঃ

ابعده اللّه فانــه كان يبغض قريشًا ـ

"আল্লাহ্ তাকে রহমত বঞ্চিত করে দিন। সে কুরায়শদের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষ পোষণ করতো।" ইব্‌ন ইসহাক ইয়া'কূব ইব্‌ন উত্‌বার বরাতে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য উছমানের সাথে তার এক খৃষ্টান গোলামও নিহত হয়। জনৈক আনসারী এসে তার পরিধেয় জিনিসপত্র খুলে

নেয়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি দেখতে পান যে, গোলামটি খাত্‌নাহীন। এ দেখেই তিনি চিৎকার করে আওয়ায দিলেন, হে আরব - সমাজ ! ছাকীফ গোত্রের লোকেরা খাত্‌না করায় না। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা ছাকাফী বলেন, আমার আশংকা হলো– আরব সমাজ থেকে আমাদের মান-সম্মান সবই বিলীন হয়ে যাবে – তাই আমি তাঁর হাত ধরে বললাম, দেখ ! এমন কথা আর প্রচার করো না। আমার পিতা-মাতা তোমার প্রতি উৎসর্গ হোন। ও তো আমাদের খৃষ্টান গোলাম। এরপর আমি (মুগীরা) অন্যান্য নিহতদের কাপড় উঠিয়ে তাকে বললাম ঃ এদেরকে দেখ, এরা সবাই খাত্‌নাকৃত। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এ যুদ্ধে মিত্র গোত্রসমূহের পতাকা ছিল কারিব ইব্‌ন আসওয়াদের হাতে। পরাজয়ের পরই সে তার পতাকাটি একটি গাছের সাথে ঠেস দিয়ে রেখে তার চাচাত ভাই ও গোত্রের লোকজন নিয়ে পালিয়ে যায়। এ কারণে মিত্র গোত্রসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র দু'জন লোক ছাড়া অন্য কেউ নিহত হয়নি। তাদের একজন হল গায়রা গোত্রের ওহব, আর অপরজন বনূ কুব্বাহ গোত্রের জালাহ। জালাহের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ছাকীফ গোত্রের যুবক নেতা আজ শেষ হলো। কিন্তু ইব্‌ন হানীদা– অর্থাৎ হারিছ ইব্‌ন উওয়ায়েস এখনও রয়ে গেল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ কারিব ইব্‌ন আসওয়াদের ভাইদের রেখে পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করা এবং যুল-খিমার ও তার গোত্রের লোকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস নিম্নোক্ত কবিতা বলেন ঃ

الا مـن مبلـغ غيــلان عنـى ... وسـوف اخال يأتيـه الخبيـر

وعـروة انما اهـدى جوابـا ... وقـولا غيـر قـولكما يسيـر

بان محمـدا عبـد رسـول ... لـرب لا يـضـل ولا يجـور

وجـد ناه نبيا مثل موسـى ... فكـل فتى بخايـره مخيـر

وبئس الامـر امـر بنـى قسى ... بـوج اذا تقسمـت الامـور

اضاعـوا امـرهـم ولكل قـوم ... اميـر والـدوائـر قـد تـدور

فجـئنا اسـد غابات اليهـم ... جنـود اللّه ضاحيـة تسيـر

نـؤم الجمـع جمع بنـى قسى ... علـى حنـق نـكاد لـه نطيـر

واقسم لو همـوا مكثوا لسرنا ... اليهـم بالجنـود ولـم يغـوروا

فـكـنا اسـد ليـة ثـم حتـى ... ابجـناهـا واسلمـت النصـور

ويـوم كان قبل لـدى حنيـن ... فاقـلـع والـدماء بـه تمـور

مـن الايام لـم تسمـع كيـوم ... ولـم يسمـع بـه قـوم ذكـور

قتلنا فى الغبار بنى حطيط ... علـى رايا تـها والخيـل زور

ولـم يك ذوالخمار رئيس قـوم ... لـهـم عقـل يعاقـب او نـكيـر

اقام بهم على سنن المنايا وقد بانت لمبصرها الامور

فافلت من نجا منهم حريضا وقتل منهم بشر كثير

ولا يغنى الامور اخو التوانى ولا الغلق الصريرة الحصور

احانهم وحان وملكوه امورهم وافلتت الصقور

بنو عوف يميح بهم جياد اهين لها الفصا فص والشعير

فلولا قارب و بنو ابيه تقسمت المزارع والقصور

ولكن الريلسة عمموها على يمن اشار به المشير

اطاعوا قاربا ولهم جدود واحلام الى عز تصير

فان يهدوا الى الاسلام يلفوا انوف الناس ما سمر السمير

فان لم يسلموا فهموا اذان بحرب الله ليس لهم نصير

كما حكمت بنى سعد وجرت برهط بنى غزية عنقفير

كان بنى معاوية بن بكر الى الاسلام ضائنة تخور

فقلنا اسلموا انا اخوكم وقد برأت من الاحن الصدور

كأن القوم اذ جاؤا الينا من البغضاء بعد السلم عور

"ওহে কে আছে আমার পক্ষ থেকে গায়লানকে পয়গাম পৌঁছে দিতে ? তবে আমার ধারণা, খুব শীঘ্রই কোন ভাল জানাশোনা লোক তার কাছে এসে পৌঁছবে।

একই সাথে উরওয়াকেও পৌঁছিয়ে দেবে। আর আমি এমন একটা জবাব ও বক্তব্য উপঢৌকন দিব– যা তোমাদের দুজনের বক্তব্য থেকে ভিন্ন।

তা হলো মুহাম্মাদ (সা) প্রতিপালকের বান্দা ও রাসূল। তিনি বিপথগামী হন না এবং কারও প্রতি যুলুমও করেন না।

আমরা তাঁকে মূসা (আ)-এর মতো নবী হিসেবে পেয়েছি। যে কেউ তাঁর সাথে শ্রেষ্ঠত্বের মুকাবিলা করবে সে পরাজিত হবে।

ওজ্ প্রান্তরে বনূ কাসী (ছাকীফ) সম্প্রদায়ের অবস্থা ছিল খুবই শোচণীয়– যখন তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

তাদের বিষয়াদি ও ক্ষমতা তারা নিজেরাই নষ্ট করে দেয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একজন আমীর থাকে। আর বিপদ আপদ ঘুরে ফিরে আবর্তিত হতে থাকে।

আমরা বনের সিংহের ন্যায় তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। আর ওদিকে আল্লাহ্‌র বাহিনীগুলো প্রকাশ্যভাবে অগ্রসর হচ্ছিল।

আমরা বানূ কাসী বা হাওয়াযিন বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম ক্রোধের সাথে। আমাদের চলার গতি ছিল এত তীব্র– মনে হচ্ছিল যেন পাখীর ন্যায় উড়ে চলছিলাম।

আমি কসম করে বলছি, তারা যদি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করতো, তা হলে আমরা সৈন্যদল নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যেতাম সে দল বিজয় না নিয়ে ফিরে আসতো না।

তারপর আমরা লিয়্যা এলাকায় যেয়ে তথাকার সিংহের মত হয়ে যাই এবং সেখানে রক্তপাত বৈধ করে নিই। আর নসূর গোত্র আত্মসমর্পণ করে।

ইতিপূর্বে হুনায়নের নিকট এমন একটা দিন অতিবাহিত হয়েছে যে দিন তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং সেখানে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।

সে দিনটি ছিল এমন ভয়াবহ যে, তোমরা অমন একটি দিনের কথা কখনও শুনতে পাওনি। আর না শুনতে পেয়েছে কোন স্মরণীয় জাতি।

আমরা বনূ হুতায়তকে উড়ন্ত ধুলোবালির মধ্যে তাদের পতাকার কাছে গিয়ে হত্যা করি। আর তাদের প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট অশ্বগুলো ছিল রশি দিয়ে বাঁধা।

সে সময় যুল-খিমার তাদের গোত্রের সর্দার ছিল না। তাদের বিবেক বুদ্ধির পরিণতি তারা ভোগ করছিল।

সে তাদেরকে মৃত্যুর পথসমূহে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে পথসমূহ দর্শনকারীদের নিকট বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

তাদের মধ্যে যারা রক্ষা পেয়েছিল তারা দৃষ্টির আড়ালে নিচে পড়েছিল। সেখান থেকে উঠার শক্তি তাদের ছিল না। আর তাদের বিপুল সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়।

অলস ও ধীর গতির লোকেরা কোন কাজেই ফলপ্রসূ হয় না। আর যারা দুর্বলচেতা– বিবাহ-শাদী করে না বা রমণী স্পর্শ করে না, তাদের দ্বারাও কোন কাজ হয় না।

সে তাদেরকে হত্যা করলো এবং নিজেও নিহত হল। লোকজন তাকে নিজেদের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে নেতা বানিয়ে নেয় এমন অবস্থায় যখন বীর-যোদ্ধারা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বনূ আওফ, তাদের সাথে উত্তম ঘোড়াসমূহ উদ্দীপনার ঢংগে চলতে থাকে। এগুলোর জন্যে প্রস্তুত থাকে তাজা ঘাস ও যব।

কারিব ও তার ভাইয়েরা যদি বিদ্যমান না থাকতো, তা হলে তাদের জমি-ক্ষেত ও প্রাসাদগুলো ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যেত।

কিন্তু শাসন ক্ষমতা সাধারণত তাদের কাছেই অর্পণ করা হয় আশির্বাদ হিসেবে। ইংগিত দানকারী (অর্থাৎ রাসূল সা) এ দিকেই ইংগিত করেছেন।

তারা কারিবের আনুগত্য করেছে। অথচ তাদের রয়েছে এমন সব উত্তর পুরুষ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যারা তাদেরকে মর্যাদার স্থানে পৌঁছে দিত।

যদি তারা ইসলামের দিকে আসার হিদায়াত পেয়ে যায়, তা হলে তারা লোক সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে– যত দিন রাত্রির গল্পকারীরা গল্প করতে থাকবে।

কিন্তু যদি তারা ইসলামের দিকে না আসে। তা হলে ধরে নেওয়া হবে, তারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে এ অবস্থায় তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

যেমনটি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় বনূ সা'দকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে এবং গাযায়্যা গোত্রের লোকদেরকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

বনূ মুআবিয়া ইব্ন বকরকে ইসলামের সামনে মনে হয় একটি বাছুর-- যেগুলো হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে।

তাই আমরা তাদেরকে বললাম, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, আমরা তোমাদের ভাই। আমাদের হৃদয় হিংসা-দ্বেষ থেকে মুক্ত পবিত্র।

যখন তারা আমাদের নিকট এসেছিল, তখন সন্ধি-চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তর বিদ্বেষে অন্ধ ছিল।"

হুনায়ন যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা

হাওয়াযিন বাহিনীর পরাজয়ের পর তাদের নেতা মালিক ইব্ন আওফ নাসরী কিছু সংগী সাথী নিয়ে একটি গিরিপথের উপর দাঁড়ায়। তারপর সকলকে সম্বোধন করে ঘোষণা দেয়, তোমরা এখানে থাম, যারা দুর্বল তারা আগে চলে যাক। আর যারা পিছনে রয়ে গেছে তারা এসে তোমাদের সাথে মিলিত হোক। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার কাছে এ রকম বর্ণনা পৌঁছেছে যে, ঐ সময় একদল অশ্বারোহী বাহিনীকে আসতে দেখা যায়। মালিক ও তার সংগীরা গিরিপথের উপর ছিল। মালিক তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ ?" তারা বল্লো, "আমরা দেখছি একদল লোক এ দিকে আসছে, তাদের বর্শাগুলো ঘোড়ার কানের কাছে রাখা এবং তাদের পার্শ্বদেশ লম্বা।" তখন মালিক বললো, এরা বনূ সুলায়মের লোক। তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর হামলা হওয়ার কোন আশংকা নেই। দেখা গেল, তারা এসে উপত্যকার নিম্ন ভূমির দিকে নেমে গেল। এরপর তাদের পিছনে পিছনে আর একটি অশ্ব বাহিনীকে আসতে দেখা গেল। মালিক তার সংগীদের কাছে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো।" তারা বললো, "আমরা দেখছি, একদল লোক তাদের বর্শাগুলো ঘোড়ার উপরে আড়াআড়িভাবে এলোমেলো করে রেখে দিয়েছে।" মালিক বললো, "এরা আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের লোক। এদের পক্ষ থেকেও তোমাদের উপর বিপদ আসার কোন আশংকা নেই।" তারপর এরা যখন ঐ গিরিপথের কাছে এলো, তখন তারাও বনূ সুলায়মের পথ ধরে চলে গেল। এরপর একজন অশ্বারোহীকে আসতে দেখা গেল। তখন মালিক বললো, "এবার তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো ?" তারা জবাব দিল, "আমরা একজন অশ্বরোহীকে দেখছি। তার পার্শ্বদেশ বেশ লম্বা। বর্শা কাঁধে ঝুলান এবং একটি লাল কাপড় দ্বারা তার মাথা বাঁধা।" মালিক বললো, এ হচ্ছে যুবায়র ইব্ন আওয়াম। লাত দেবীর কসম ! সে তোমাদেরকে হেস্ত-নেস্ত করবে, সুতরাং তোমরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান কর। যুবায়র গিরিপথের সন্নিকটে এসে হাওয়াযিনদের দেখতে পেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে যান এবং বর্শা দ্বারা অব্যাহতভাবে আঘাত হেনে তাদেরকে সেখান থেকে দূরে হটিয়ে দেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশক্রমে গনীমতের মাল হিসেবে উট, মেষ ও দাসদেরকে

একত্রিত করা হয়। তিনি এগুলোকে জি-ইর্‌রানায় নিয়ে আটকে রাখার আদেশ দেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) গনীমতের মাল সংরক্ষণের জন্যে মাসঊদ ইব্‌ন আমর গিফারীকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমার কোন এক সাথী আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সে দিন চলার পথে দেখেন, এক মহিলার লাশ পড়ে আছে। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা) তাকে হত্যা করেছেন। লোকজন লাশটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি তাঁর এক সাহাবীকে বললেন ঃ "তুমি যাও, খালিদকে বল— রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) শিশু, নারী ও দিন মজুর লোক হত্যা করতে তোমাকে নিষেধ করেছেন।" এটা ইব্‌ন ইসহাকের বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি') সনদে বর্ণিত।

ইমাম আহমদ আবূ আমিরের সূত্রে - - - - রাবাহ্‌ ইব্‌ন রাবী' থেকে বর্ণনা করেন। একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। দলের অগ্রভাগে ছিলেন খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ। চলার পথে রাবাহ ও অন্যান্য সাহাবী এক মহিলার লাশ দেখতে পান। অগ্রভাগে যারা ছিলেন তারাই একে হত্যা করেছিলেন। তাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে লাশটি দেখতে লাগলেন এবং মহিলার অবয়ব দেখে বিস্মিত হলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বাহনে চড়ে সেখানে উপস্থিত হন। লোকজন লাশের পাশ থেকে সরে যায়। তখন নিহতের কাছে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ "এ মহিলা তো যুদ্ধ করেনি।" এরপর তিনি জনৈক সাহাবীকে বললেন ঃ তুমি গিয়ে খালিদকে বল ঃ সে যেন কোন শিশুকে কিংবা মজদুরকে হত্যা না করে। আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা এ ঘটনাটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আওতাস যুদ্ধ

আওতাস যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ ছিল এই যে, হাওয়াযিন সম্প্রদায় পরাজয় বরণ করার পর তাদের এক দল তায়েফে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে দলপতি মালিক ইব্ন আওফ নাসরীও ছিল। তায়েফের দুর্গের অভ্যন্তরে তারা অবস্থান নেয়। আর এক দল লোক আওতাস নামক স্থানে গিয়ে সমবেত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আমির আশআরী (রা)-এর নেতৃত্বে এক দল সাহাবীর একটি বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং তায়িফের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তায়িফ অবরোধ করেন। এ বিষয়ে আলোচনা পরে করা হবে।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ হুনায়ন যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর পালিয়ে তায়েফে চলে আসে। মালিক ইব্ন আওফও তাদের সাথে ছিল। তবে তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক আওতাসে যায়। আর কিছু সংখ্যক যায় নাখলায়। অবশ্য ছাকীফ গোত্রের ওয়াগীরা উপগোত্রের লোক ব্যতীত আর কেউ নাখলায় যায়নি। যে সব লোক পার্বত্য পথ ধরে তায়েফ যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অশ্বারোহী বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এ প্রচেষ্টায় রাবীআ ইব্ন রাফী' ইব্ন ইহান সুলামী দুরায়দ ইব্ন সিমমাকে ধরে ফেলেন। রাবীআ– ইব্ন দাগিন্না নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দাগিন্না ছিল তার মায়ের নাম। রাবীআ দুরায়দের উটের লাগাম টেনে ধরেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, উটের আরোহী হবে একজন মহিলা। কেননা, সে কাপড় দিয়ে ঘেরা হাওদার মধ্যে অবস্থান করছিল। কিন্তু ঘের খুলে ফেলার পর তিনি দেখলেন সে একজন পুরুষ মানুষ। তিনি উটটিকে বসিয়ে দিলেন। দেখলেন লোকটি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, দুরায়দ ইব্ন সিমমা। তরুণ রাবীআ দুরায়দকে চিনতেন না। দুরায়দ জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাকে কি করতে চাও ? তিনি বললেন, তোমাকে আমি হত্যা করবো। দুরায়দ জানতে চাইল, কে তুমি ? তিনি জবাবে বললেন, আমি রাবীআ' ইব্ন রাফী সুলামী। এরপর তিনি তলোয়ার দ্বারা দুরায়দকে আঘাত করলেন। কিন্তু তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন। তখন দুরায়দ বললো, "কত নিকৃষ্ট অস্ত্র দিয়ে তোমার মা তোমাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে ? আমার বাহনে হাওদার পিছনে রাখা ঘেরের ভেতর থেকে আমার তলোয়ারটা বের করে আন এবং তা দিয়ে আমাকে আঘাত কর। তবে তুমি অস্থির উপরে এবং মগজের নিচে আঘাত করবে। কেননা, আমি এভাবেই লোক হত্যা করতাম। তারপর তুমি যখন তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাবে তখন তাকে বলবে, আমি দুরায়দ ইব্ন সিমমাকে হত্যা করেছি। আল্লাহ্র কসম ! বহুবার আমি তোমাদের মহিলাদেরকে রক্ষা করেছি।" পরবর্তীতে বনূ সুলায়মের লোকজন বলেছে যে, রাবীআ' জানিয়েছেন, দুরায়দকে আঘাত করার পর সে উলংগ হয়ে নিচে পড়ে যায়। তখন দেখা যায় তার নিতম্ব ও উরুদ্বয় অধিক অশ্বারোহণ করার ফলে কাগজের ন্যায় সাদা হয়ে গেছে। এরপর যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে রাবীআ তাঁর মায়ের নিকট গিয়ে

দুরায়দকে হত্যা করার বিবরণ শুনায়। বর্ণনা শুনে তাঁর মা বললেন। "আল্লাহ্‌র কসম ! সে তো তোমার মা-দেরকে তিন তিনবার মুক্ত করেছিল।"

দুরায়দ নিহত হওয়ার পর তার কন্যা উমারা বিন্‌ত দুরায়দ যে শোক গাঁথা রচনা করেছিল, ইব্‌ন ইসহাক তা উল্লেখ করেছেন। তার কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

قالوا قتلنا دريدا قلت قد صدقوا   فظل دمعى على السر بال ينحدر

لولا الذى قهر الاقوام كلهم   رأت سليم وكعب كيف يأتمر

اذن لصبحهم غبا وظاهرة   حيث استقرت نواهم جحفل ذفر

"তারা বলেছে, আমরা দুরায়দকে হত্যা করেছি। আমি বলেছি, তারা সত্য কথাই বলেছে। ফলে আমার অশ্রু অবিরতভাবে আমার জামার উপর ঝরে পড়ছে।

যদি ঐ শক্তি বিদ্যমান না থাকতো– যা সমুদয় জাতিকে গ্রাস করে নিয়েছে, তা হলে বনূ সুলায়ম ও বনূ কা'ব দেখতো, কিভাবে হুকুম মান্য করা হয় ও আনুগত্য করতে হয়।

তখন প্রাতঃকালে তাদেরকে আঘাত হানতো প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে এক বিরাট বিশাল বাহিনী। তখন বিপদ মুসীবত স্থায়ীভাবে তাদের ঘাড়ে চেপে বসতো।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ মুশরিক বাহিনীর মধ্য হতে যারা আওতাসের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আমির আশআরীকে প্রেরণ করেন। তিনি পরাজিতদের মধ্যেকার কিছু লোকের নাগাল পেয়ে যান। দূর থেকে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। একটি তীর এসে আবূ আমির (রা)-এর গায়ে পতিত হয় এবং তাতেই তিনি শহীদ হন। তারপর তার চাচাত ভাই আবূ মূসা আশআরী (রা) পতাকা ধারণ পূর্বক তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। আল্লাহ্ তাকে এ লড়াইয়ে বিজয় দান করেন এবং শত্রুদেরকে পরাজিত করেন। লোকমুখে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি আবূ আমির আশআরী (রা) কে তীরবিদ্ধ করেছিল সে হল দুরায়দের পুত্র সালামা। তার নিক্ষিপ্ত তীর আবূ আমিরের হাঁটুতে লাগে এবং এতেই তিনি নিহত হন। এ প্রসংগে সালামা কবিতায় বলে ঃ

وان تسألوا عنى فانى سلمة   ابن سمادير لمن توسمه

اضرب بالسيف رؤس المسلمة

"আমার সম্পর্কে যদি জানতে চাও, তা হলে শুনে নাও– আমার নাম সালামা। আমি সামাদীরের পুত্র। এ পরিচয় তার জন্যে দেওয়া যে তাকে ভালরূপে জানতে চায়। আমি মুসলমানদের মাথায় তলোয়ারের আঘাত হানি।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ কবিতা ও ঘটনা বর্ণনায় পারদর্শী জনৈক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আওতাসের দিন দশজন মুশরিকের সাথে আবূ আমির (রা)-এর মুকাবিলা হয়। এ দশজনই ছিল পরস্পরের ভাই। তাদের মধ্যে একজন আবূ আমিরের উপর হামলা করে। ফলে আবূ আমির (রা) ও তার উপর হামলা করেন। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণ

করার জন্যে দাওয়াত দেন এবং বলেন, "হে আল্লাহ্ ! আপনি তার উপর সাক্ষী থাকুন।" তারপর আবূ আমির (রা) তাকে হত্যা করেন। এরপর দ্বিতীয় আর একজন তাকে আক্রমণ করে। ফলে আবূ আমির (রা) তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে বলেন, "হে আল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন।" তারপর প্রতি-আক্রমণ করে আবূ আমির (রা) তাকে হত্যা করেন। এরপর তারা প্রত্যেকেই একে একে আবূ আমির (রা)-এর উপর হামলা করতে থাকে। আর প্রত্যেক বারেই তিনি অনুরূপ দাওয়াত দিয়ে ও আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে প্রতি-হামলা করে হত্যা করতে থাকেন। এভাবে তাদের নয়জন নিহত হয়ে যায়। বাকী থাকে দশম ব্যক্তি এবার সেও আবূ আমির (রা) -এর উপর হামলা করে বসে। ফলে তিনিও তার উপর হামলা করেন। তিনি তাকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন এবং বলেন "হে আল্লাহ্ ! আপনি সাক্ষী থাকুন।" তখন আক্রমণকারী দশম লোকটি বললো– হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার উপরে সাক্ষী থাকবেন না। এ কথা শুনে আবূ আমির (রা) তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন। ফলে সে প্রাণে রক্ষা পায়। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং অতি নিষ্ঠার সাথে ইসলামের আনুগত্য করে। নবী করীম (সা) যখনই তাকে দেখতেন তখনই বলতেন, এ হচ্ছে আবূ আমিরকে ফাঁকি দেওয়া পলাতক ব্যক্তি। বর্ণনাকারী বলেন, অল্পক্ষণ পর বনূ জুশাম ইব্ন মুআবিয়া গোত্রের হারিছের দুই পুত্র– আলা ও আওফা (দুই ভাই) একযোগে আবূ আমির (রা)-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। একটি তীর তার হৃৎপিণ্ডে লাগে এবং অপরটি তার হাঁটুতে বিদ্ধ হয়। এভাবে তারা দুজনে মিলে তাঁকে শহীদ করে। এ সময় লোকজন আবূ মূসা আশআরীকে তাঁর স্থানে আমীররূপে গ্রহণ করে। তিনি আক্রমণকারী ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর পালটা আক্রমণ চালিয়ে তাদের দু'জনকেই হত্যা করেন। বনূ জুশাম গোত্রের এক ব্যক্তি উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুতে নিম্নরূপ মর্সিয়া রচনা করেন ঃ

ان الرزيـــــة قتـــل العــــــلا ء واوفى جميعا ولـم يسنـدا

هـمـــا القاتـــــلان ابا عامــــر وقـــد كان داهـيـــة اربــدا

هـــما تركاه لــــــدى معـرك كأن علـــى عطفـــه مجســـدا

فلـم يُــرفى الناس مثليهما اقـــل عــــثارا وارمـــى يـــــدا

"আলা ও আওফার হত্যাকাণ্ড একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা। তারা এক সাথেই মারা গেল, অথচ কোন আশ্রয়ই তাদের ছিল না।

তারা দু'জনেই আবূ আমিরের হত্যাকারী। আর আবূ আমির ছিল এক ভয়ংকর ব্যক্তি।

তারা দুজনে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করে, যেন তার পার্শে রয়েছে মসজিদ।

মানব সমাজে তাদের দু'ভাইয়ের ন্যায় লোক কোথাও দেখা যায়না। প্রতিযোগিতায় তারা কমই হোঁচট খায়। আর তীর নিক্ষেপে তারা খুবই সিদ্ধহস্ত।"

ইমাম বুখারী মুহাম্মাদ ইব্ন আলা - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুনায়ন যুদ্ধ শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আমির (রা)-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্য দল আওতাস গোত্রের দিকে পাঠান। দুরায়দ ইব্ন সিমমার সাথে তার মুকাবিলা হয়। লড়াইয়ে

দুরায়দ নিহত হয় এবং তার বাহিনী আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় পরাজিত হয়। আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আমির (রা)-এর সাথে আমাকেও প্রেরণ করেন। এ মুকাবিলায় আবূ আমির (রা)-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীর নিক্ষেপ করে তার হাঁটু তীরবিদ্ধ করে। আমি তখন তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "চাচা ! কে আপনাকে তীর মেরেছে ?" তিনি আবূ মূসাকে ইংগিতে জানালেন, ঐ যে লোকটি– সে আমার হত্যাকারী এবং সেই আমাকে তীর মেরেছে। আমি তার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম এবং তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। সে আমাকে দেখা মাত্রই পালাতে শুরু করলো। আমিও তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম এবং বললাম, "কি হে, লজ্জা করে না ? দাঁড়াও না কেন ?" এ কথা শুনে সে থেমে গেল। তখন আমরা দু'জনে পরস্পরকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করি। অবশেষে আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। এরপর আমি এগিয়ে নিয়ে আবূ আমির (রা)-কে বললাম, "আল্লাহ্ আপনার ঘাতককে হত্যা করেছেন।" আবূ আমির (রা) বললেন, "এখন তুমি আমার হাঁটু থেকে এ তীর বের করে দাও।" আমি তীরটি টেনে বের করে দিলাম। তখন ক্ষত স্থান থেকে কিছু পানি বেরিয়ে আসলো। আবূ আমির (রা) তখন বললেন, ভাতিজা ! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিও এবং আমার মাগফিরাতের জন্যে দু'আ করতে বলবে।" এ কথা বলে আবূ আমির (রা) আমাকে দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ইনতিকাল করেন। আমি অভিযান থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। দেখতে পাই, তিনি পাকান রশি দিয়ে তৈরি একটি খাটিয়ার উপর বিছানায় শুয়ে আছেন। খাটিয়ার রশি তাঁর পিঠে ও পার্শ্বদেশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে আমাদের অবস্থা ও আবূ আমির (রা)-এর ঘটনা জানালাম এবং তার জন্যে মাগফিরাতের দু'আর আবেদন করার কথাও জানালাম। তখন তিনি একটু পানি আনতে বললেন। এরপর উযূ করে দু'হাত তুলে বললেনঃ "হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় বান্দা আবূ আমিরকে ক্ষমা করে দাও।" দু'আ করার সময় তিনি হাত এতদূর উপরে উঠান যে, আমি তাঁর বগলদ্বয়ের সাদা অংশ দেখতে পাই। তিনি আরও বললেন, "হে আল্লাহ্ ! কিয়ামতের দিন তোমার অনেক বান্দার উপর তাকে মর্যাদা দিও।" অথবা বলেছেন, "তোমার অনেক সৃষ্টির উপর তাকে সম্মান দিও।" তখন আমি বললাম, "আমার জন্যেও একটু মাগফিরাতের দু'আ করুন।" তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ ! আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়সের গুনাহ্গুলোও মাফ করে দিও এবং কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশের সুযোগ দিও।" আবূ বুরদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি দু'আ ছিল আবূ আমির (রা)-এর জন্যে। আর একটি ছিল আবূ মূসা (রা)-এর জন্যে।

ইমাম মুসলিম এ ঘটনা আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইব্ন আলা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বারাদের সূত্রে আবূ উসামা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ আবদুর রায্যাকের সূত্রে - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আওতাস যুদ্ধে অনেক নারী বন্দী হিসেবে আমাদের হস্তগত হয়। এ সব নারীর স্বামীরা জীবিত ছিল। তাই স্বামী থাকার কারণে তাদের সাথে মিলিত হতে আমাদের মনে খটকা লাগে। তখন এ বিষয়ে পরিষ্কার জানার জন্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করি। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ *

"এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ" (৪- নিসা ঃ ২৪)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ আয়াতের কারণে আমরা তাদের সাথে মিলিত হওয়া বৈধ মনে করি। তিরমিযী এবং নাসাঈও এ হাদীছ উছমান বাত্তী থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে শু'বা - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ এ হাদীছ সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা থেকে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া মুসলিম, শু'বা ও তিরমিযী - হুমাম আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আওতাস যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ অনেক বন্দী দাসী প্রাপ্ত হন। এসব দাসীর মুশরিক স্বামী বর্তমান ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী এ সব দাসীদের ভোগ সম্ভোগ থেকে বিরত থাকেন এবং এ কাজকে তারা পাপ মনে করেন। তখন এ প্রসংগে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ *

"এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ" (৪- নিসা ঃ ২৪)।

হাদীছের উপরোক্ত বর্ণনাটি আহমদ ইব্ন হাম্বলের পাঠ থেকে গৃহীত। বর্ণিত হাদীছের এ সূত্রে আলকামা হাশিমীর নামটি তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য (ছিকা) রাবী এবং হাদীছটি মাহফূয শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করে প্রাথমিক যুগের একদল আলিম বলেন যে, দাসী বিক্রী করলে তালাক হয়ে যায়। ইব্ন মাসঊদ, উবাই ইব্ন কা'ব, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্, ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব ও হাসান বসরী (র) থেকে এরূপ মত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলিম এ মতের বিরোধী। তাঁরা বারীরার ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। কেননা, বারীরাকে বিক্রী করে দেওয়ার পর তার বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়– ইচ্ছে করলে সে তার বিবাহ রেখে দিতে পারে অথবা ইচ্ছে করলে ভেংগে দিতে পারে। যদি কেবল বিক্রী করার দ্বারাই তালাক হয়ে যেত, তা হলে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হতো না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমি তাফসীর গ্রন্থে করেছি। অবশ্য "আহকামুল কাবীর" অধ্যায়ে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করবো– ইনশাআল্লাহ্। এ ছাড়া আওতাস যুদ্ধের বন্দী দাসীদের ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণ পূর্বক প্রাথমিক যুগের আলিমদের একটি দল এ মত পোষণ করেন যে, মুশরিক বাঁদীর সাথে মিলন-ক্রিয়া বৈধ। কিন্তু জমহূর উলামা এ মতের বিরোধী। তাঁরা বলেন, এ ঘটনা একটি ব্যতিক্রমী বিষয়। হতে পারে তারা হয়তো বা ইসলাম গ্রহণ করেছিল ; কিংবা তারা ছিল আহলে কিতাব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার স্থান "আহকামুল কাবীর" অধ্যায়।

হুনায়ন ও আওতাস যুদ্ধে যারা শহীদ হন

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুক্তদাস আয়মান ইব্ন উবায়দ। যিনি আয়মান ইব্ন উম্মে আয়মান নামে খ্যাত।

২. যায়দ ইব্ন যামআ ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আসাদ। তার জানাহ্ নামক ঘোড়া তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলে তিনি ইনতিকাল করেন।

৩. বনূ আজলান গোত্রের সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন হারিছ ইব্ন আদী আনসারী।

৪. আবূ আমির আশআরী। ইনি ছিলেন আওতাস যুদ্ধের সেনাপতি।

এ চারজনই উক্ত যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

হুনায়ন যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত কবিতা

এ প্রসংগে বুজায়র ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ সুলামী বলেন ঃ

لولا الا له وعبده وليتم حين استخف الرعب كل جبان

بالجزع يوم حبالنا اقرانا وسوابح يكبون للاذقان

من بين ساع ثوبه فى كفه ومقطر بسنابك ولبان

والله اكرمنا واظهر ديننا واعزنا بعبادة الرحمن

والله اهلكهم وفرق جمعهم واذ لهم بعبادة الشيطان

মর্মার্থ ঃ "যদি আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাহ না থাকতো তা হলে তোমরা অবশ্যই পালিয়ে যেতে, যখন ভীতি সকল কাপুরুষকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

উপত্যকার মোড়ে আমাদের সমকক্ষ দল যখন আমাদের মুকাবিলা করে। তখন ক্ষীপ্রগতি সম্পন্ন ঘোড়াগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল।

তখন কেউ কেউ দৌড়ে যাচ্ছিল কাপড় হাতে নিয়ে। আর ঘোড়াগুলো খুর ও বুক উল্টিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

আল্লাহ্ আমাদেরকে মর্যাদায় ভূষিত করলেন, আমাদের দীনকে বিজয়ী করলেন এবং রাহমানের আনুগত্য করায় তিনি আমাদেরকে সম্মান দান করলেন।

আর আল্লাহ্ ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের দলকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন এবং শয়তানের গোলামী করার কারণে তাদেরকে লাঞ্ছিত করলেন।"

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ কোন কোন বর্ণনাকারী এ কবিতার সাথে আরও কিছু উল্লেখ করেন যথা ঃ

اذ قام عم نبيكم و وليه يدعون يالكتيبة الايمان

اين الذين هم اجابوا ربهم يوم العريض وبيعة الرضوان

"যখন তোমাদের নবীর চাচা ও তাঁর অভিভাবক দাঁড়িয়ে আহ্বান করে বললেন, হে ঈমানের সৈন্যদল। কোথায় সে সব লোক ! যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছিল বদর প্রান্তরে ও বায়আতুর রিযওয়ানে"?

হুনায়নের যুদ্ধ প্রসংগে আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামীর কবিতা ঃ

فانی والسوابح يوم جمع وما يتلو الرسول من الكتاب
لقد احببت ما لقيت ثقيف بجنب الشعب امس من العذاب
هم رأس العدو من اهل نجد فقتلهم الذّ من الشراب
هزمنا الجمع بنی قسی وحلت بركها ببنی رئاب
وصرما من هلال غادرتهم باوطاس تعفر بالتراب
ولو لاقين جمع بنی كلاب لقام نسائهم والنقع كابی
ركضنا الخيل فيهم بين بس الی الاورال تنحطُ بالتهاب
بذی لجب رسول الله فيهم كتيبته تعرض للضراب

"যুদ্ধের দিনের তেজি ঘোড়ার কসম এবং রাসূল (সা) কিতাব থেকে যা পাঠ করেন তার কসম ! নিশ্চয়ই আমি

আনন্দ পেয়েছি। গতকাল গিরিপথ প্রান্তে ছাকীফ গোত্র যে শাস্তি ভোগ করেছে– তা দেখে।

নজদবাসীদের মধ্যে তারাই মূল শত্রু। তাই তাদের নিধন হওয়া মদ পান করার চাইতেও অধিক সুস্বাদু।

আমরা বনূ কাসিয়্যের সৈন্য দলকে পরাজিত করেছি এবং বনূ রিয়াবের উপরেও তার চাপ পড়েছে।

আওতাস যুদ্ধ থেকে পরিত্যক্ত হিলাল গোত্রের একটি মহল্লা মাটির ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তাদের নারী সমাজ যদি বনূ কিলাবের সৈন্যদের দেখতো এবং উড়ন্ত ধুলোবালি লক্ষ্য করতো, তবে তারা অবশ্যই উঠে যেতো।

বাস হতে আওরাল পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় তাদের মাঝে আমরা অশ্ব হাঁকিয়েছি এবং গনীমতের মাল কুড়িয়েছি।

সর্বদা শোরগোলে মুখরিত এ এলাকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আঘাত হানতে এগিয়ে যান।

আব্বাস ইব্ন মিরদাস কবিতায় আরও বলেন ঃ

ياخاتم النباء انك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداكا
ان الاله بنی عليك محبة فی خلقه ومحمدا سماكا
ثم الذين وفوا بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاكا
رجلا به ذرب السلاح كانه لما تكنفه العدو يراكا
يغشی ذوی النسب القريب وانما يبغی رضا الرحمن ثم رضاكا

انبئك انى قد رأيت مكره　　تحت العجاجة يدمغ الاشراكا
طورا يعانق باليدين وتارة　　يفرى الجماجم صارما فتاكا
يغشى به هام الكماة ولوترى　　منه الذى عاينت كان شغاكا
طوراً يُعَانِقُ باليدين وتارةً　　يفرى الجماجم صارما فتاكا
وبنو سليم معنقون امامه　　ضربا وطعنا فى العدو دراكا
يمشون تحت لوائه وكانهم　　اسد العرين اردن ثم عراكا
مايرتجون من القريب قرابة　　الا لطاعة ربهم وهواكا
هذى مشاهدنا التى كانت لنا　　معروفة ولينا مرلاكا

"হে সর্বশেষ নবী ! আপনি সত্য সহকারে প্রেরিত। সকল সঠিক পথ আপনারই প্রদর্শিত।

আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকুলের অন্তরে আপনার প্রতি ভালবাসা প্রোথিত করেছেন এবং আপনার নাম তিনি রেখেছেন মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)।

এরপর আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি যারা পূর্ণ করেছে, তারা এমন এক সেনাদল যাদের প্রতি আপনি পাঠিয়েছেন দাহ্হাককে।

সে এমন লোক-- যার কাছে রয়েছে তীক্ষ্ণ যুদ্ধাস্ত্র। তাকে যখন শত্রুরা ঘিরে ফেলে, তখন সে যেন আপনাকে দেখতে পায়।

তখন সে নিজের নিকট-আত্মীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে চায় শুধু রাহ্মান– আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং এরপর আপনার সন্তুষ্টি।

আপনার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, আমি তাকে দেখেছি রণাংগনে ধুলোবালির মধ্যে সে চক্কর দিচ্ছে ও মুশরিকদের নিধন করছে।

কখনও সে দু'হাত দিয়ে তাদের কাঁধ জাপটে ধরছে। কখনও ধারাল তলোয়ার দিয়ে আঘাত হেনে তাদের দলকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।

এবং তলোয়ারের আঘাতে বীর যোদ্ধার মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্ছে। আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, তা যদি তুমি দেখতে। তা হলে তোমার হৃদয় জুড়িয়ে যেত।

তার সম্মুখে বনূ সুলায়ম ছিল অগ্রসরমান। শত্রুর প্রতি তীর বল্লমের আঘাত হানতে হানতে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল।

এরা চলছিলো তার পতাকাতলে। তারা যেন বনের সিংহ– আক্রমণ করতে উদ্যত।

তারা আপন আত্মীয়দের কাছে আত্মীয়তার আশা করে না। তারা চায় আপন প্রতিপালকের আনুগত্য ও আপনার ভালবাসা।

এই হচ্ছে আমাদের রণাংগনের দৃশ্য। এগুলোই আমাদের ঐতিহ্য। আর আমাদের অভিভাবক তো আপনারই বন্ধু ও প্রভু।

আব্বাস ইব্ন মিরদাস আরও বলেন ঃ

عفا مِجْدَل من اهله فمتَالَع ... فمطلا اريك قد خلا فالمصانع

ديار لنا ياجُمَّل اذ جُلُّ عيشنا ... رحى وصرف الدهر للحى جامع

حبيبة الوت بها غربة النوى ... لبين فهل ماض من العيش راجع

فان تبتغى الكفار غير ملومة ... فانى وزير للنبى و تابع

دعانا اليه خير وقد علمتهم ... خزيمة والمرار منهم و واسع

فجئنا بالف من سليم عليهم ... لبوس لهم من نسبح داود رائع

نبايعه بالاخشبين وانما ... يد الله بين الاخشبين نبايع

فجسنا مع المهدى مكة عنوة ... باسيافنا والنقع كاب وساطع

علانية والخيل يغشى متونها ... حميم وأن من دم الجوف ناقع

ويوم حنين حين سارت هوازن ... الينا وضاقت بالنفوس الاضالع

صبرنا مع الضحاك لايستفزنا ... قراع الاعادى منهم والوقائع

امام رسول الله يخفق فوقنا ... لواء كخذ روف السحابة لامع

عشية ضحاك بن سفيان معتص ... بسيف رسول الله الموت كانع

نذود اخانا عن اخينا ولو ترى ... مصالا لكنا الاقربين نتابع

ولكن دين الله دين محمد ... رضينا به فيه الهدى والشرائع

اقام به بعد الضلالة امرنا ... وليس لامر حَمَّه الله دافع

"মাজদাল ও মাতালি' জনশূন্য হয়ে গেছে। অনুরূপ মাতলা আরীক এবং মাসানি' সবই বসতি শূন্য উজাড় ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

হে জামলু ! আমাদের তো বাড়িঘর ছিল। স্মরণ কর, যখন আমাদের জীবন যাপন ছিল খুবই আনন্দময়। আর কালের প্রবাহ জনপদে ঐক্য গড়ে তোলে।

স্মরণ কর, হাবীব গোত্রের কথা। বিচ্ছিন্নতার জন্যে প্রবাস জীবন সেখানকার সৌন্দর্য মলিন করে দিয়েছে। অতীতের সে সুখের জীবন কি আর কখনও ফিরে আসবে ?

তুমি যদি কাফিরদের দলভুক্ত হতে চাও, তাহলে তোমাকে কোন তিরস্কার করা হবে না। কিন্তু জেনে রেখ আমি নবীর সাহায্যকারী এবং তাঁর অনুসারী।

উত্তম প্রতিনিধি দল আমাদেরকে তাদের দিকে আহ্বান করেছে, আমি তাদেরকে চিনি। তারা হল খুযায়মা, মুরারা ও ওয়াসি'।

আমরা তাদের বিরুদ্ধে বনূ সুলায়মের এক হাজার সৈন্যসহ আসলাম। তাদের পরিধানে ছিল দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে তৈরি উৎকৃষ্ট বর্ম।

আমরা দুই পাহাড়ের মাঝখানে তাঁর কাছে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করি। বস্তুতঃ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে আমরা আল্লাহ্র হাতেই বায়আত করেছিলাম।

আমরা আমাদের তরবারি দিয়ে সহসা পিষে ফেললাম মক্কা নগরী হিদয়েত দানকারীর সাথে থেকে। আর ধুলাবালি চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল।

এসব চলছিল প্রকাশ্য দিবালোকে। আমাদের ঘোড়াগুলোর পিঠ ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের দেহাভ্যন্তরের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল।

হুনায়নের দিন হাওয়াযিনরা যখন আমাদের দিকে ধেয়ে আসে, তখন ভয়ে আমাদের লোকদের অংগ-প্রত্যংগসমূহ শিথিল হয়ে পড়ে।

সে সময় আমরা দাহ্হাকের সাথে ধৈর্যের পরিচয় দিই। ফলে শত্রুর আক্রমণ ও যুদ্ধের ঘটনাবলী আমাদেরকে বিচলিত করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ্র সামনে আমরা অটল হয়ে থাকি। আর আমাদের মাথার উপরে উজ্জ্বল পতাকা দ্রুতগামী মেঘের ন্যায় পতপত করে উড়ছিল।

পড়ন্ত বেলায় দাহ্হাক ইব্ন সুফিয়ান যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তলোয়ার শক্ত হাতে ধরে এগিয়ে চলছিল, তখন মৃত্যু ছিল অতি নিকটবর্তী।

এভাবে আমরা বাঁচালাম আমাদের ভাইদেরকে ভাইদের হাত থেকে। যদি আমরা সুযোগের সন্ধানী হতাম তা হলে আত্মীয়দের সাথেই থেকে যেতাম।

কিন্তু, আল্লাহ্র দ্বীনই তো মুহাম্মাদ (সা)-এর দীন। এ দ্বীন পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট। এতে আছে সঠিক পথের সন্ধান ও জীবনের বিধি-বিধান।

বিভ্রান্তির পর তিনি এ দীনের সাহায্যে আমাদেরকে সঠিক পথগামী করে দিয়েছেন। আর যে বিষয়টি আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দেন তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

আব্বাস নিম্নের কবিতায় আরও বলেন ঃ

تقطع باقى وصل ام مؤمل　　بعاقبة واستبدلت نية خلفا

وقد حلفت بالله لا تقطع القوى　　فما صدقت فيه ولا برت الحلفا

خفافية بطن العقيق مصيفها　　وتحتل فى البادين وجرة فالعرفا

فان تتبع الكفار غير مؤمل　　فقد زودت قلبى على نأيها شغفا

وسوف ينبئها الخبير بأننا　　ابينا ولم نطلب سوى ربنا حلفا

وانا مع الهادى النبى محمد　　وفينا ولم يستو فها معشر الفا

بفتيان صدق من سليم اعزة　　اطاعوا فما يعصون من امره حرفا

خفاف وذكوان وعوف تخالهم　　مصاعب زافت فى طروقتها كلفا

كان نسيج الشهب والبيض ملبس　　اسودا تلاقت فى مراصدها غضفا

৭৫ —

بنا عز دين الله غير تنحل — وزدنا على الحى الذى معه ضعفا

بمكة اذ جئنا كان لواءنا — عقاب ارادت بعد تحليقها خطفا

على شخّص الابصار تحسب بينها — اذا هى جالت فى مراودها عزفا

غداة وطئنا المشركين ولم نجد — لامر رسول الله عدلا ولا صرفا

بمعترك لا يسمع القوم وسطه — لنا زحمة الا التذ امر والنقفا

ببيض تطير الهام عن مستقرها — وتقطف اعناق الكماة بها قطفا

فكائن تركنا من قتيل ملحب — وارملة تدعو على بعلها لهفا

رضا الله ننوى لارضا الناس نبتغى — ولله ما يبدو جميعا وما يخفى

"শেষ পর্যন্ত উম্মু মুআম্মালের সাথে অবশিষ্ট সম্পর্কটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল। পরে সে তার ইচ্ছাও পরিবর্তন করে ফেলেছে।

অথচ সে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেছিল যে, সে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। সে শপথে সততার পরিচয় দেয়নি এবং অংগীকার রক্ষা করেনি।

সে তো বনূ খুফাফের লোক। যারা গ্রীষ্মকাল কাটায় বাত্‌নুল আকীকে। আর অবতরণ করে যাযাবরদের মাঝে ওজরা কুয়ো ও আরাফায়।

উম্মু মুআম্মাল যদিও কাফিরদের অনুসরণ করে থাকে, তবু সে আমার হৃদয়ে সহানুভূতির আবেগ সৃষ্টি করেছে – দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও।

অচিরেই সংবাদ বাহক তাকে জানাবে যে, আমরা কুফ্‌র অস্বীকার করেছি এবং আমাদের প্রতিপালক ছাড়া কারও সাহায্য চাই না।

আমরা আছি পথ প্রদর্শক নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে। আমাদের মধ্যে আছে হাজার সৈন্য। অন্য কেউ তা পূরণ করতে পারেনি।

সাথে ছিল বনূ সুলায়মের সত্যনিষ্ঠ শক্তিশালী যুবকরা। তারা তাঁর আনুগত্য করেছে তাঁর নির্দেশের এক অক্ষরও অমান্য করেনি।

খুফাফ, যাকওয়ান ও আওফ গোত্রের লোকদের মনে হচ্ছিল যে, কঠিন দুর্যোগ তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। কাল মলিন হয়ে গেছে তাদের অবয়ব।

যেন রক্তিম ও শ্বেত বর্ণের পোশাক রয়েছে তাদের পরিধানে। তারা সিংহের ন্যায়। তারা তাদের ঘাটিতে সমবেত হয়েছে।

আমাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র দীন শক্তিশালী হয়েছে– দুর্বল হয়নি। তাঁর সংগে যারা চলে আমরা তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিয়েছি।

আমরা যখন মক্কায় আসলাম, তখন আমাদের পতাকা যেন বাজপাখী। যে তার লক্ষ্য স্থির করার পর ছোঁ মারার জন্যে উদ্যত।

তাকিয়ে দেখলে তোমার মনে হবে যখন তা চারপাশে ঘুরতে থাকে যেন বায়ুর শনশন শব্দ।

যে দিন প্রভাত বেলা আমরা মুশরিকদের পদতলে দলিত করি, সে দিন আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশের সামান্য ব্যতিক্রম করিনি।

সে দিন রণক্ষেত্রের মাঝে মানুষ আমাদের হাঁকডাক ও তলোয়ারের ঝনঝনানী শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ শুনতে পাইনি।

শুভ্র তরবারির আঘাতে মাথার খুলি তার স্থান থেকে উড়ে যেত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত বীর যোদ্ধার ঘাড়।

কত যে নিহতের লাশ আমরা ফেলে রেখেছি ছিন্ন ভিন্ন করে। আর কত বিধবা যে তাদের স্বামীদের জন্যে বিলাপ শুরু করেছে।

আমরা চাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। মানুষের সন্তুষ্টি চাই না। যা প্রকাশ পায় ও যা গোপন থাকে সবই তো আল্লাহ্‌র জন্যে।

আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ

ما بال عينك فيها عائر سهر   مثل الحماطة اغضى فوقها الشفر

عين تاوبها من شجوها ارق   فالماء يغمرها طورا وينحدر

كانه نظم در عند ناظمه   تقطع السلك منه فهو منتثر

يا بعد منزل من ترجو مودته   ومن اتى دونه الصمان فالحفر

دع ما تقدم من عهدالشباب فقد   ولى الشباب وزار الشيب والزعر

واذكر بلاء سليم فى مواطنها   وفى سليم لاهل الفخر مفتخر

قوم هموا نصروا الرحمن واتبعوا   دين الرسول وامر الناس مشتجر

لا يغرسون فسيل النخل وسطهم   ولا تخاور فى مشتاهم البقر

الا سوابح كالعقبان مقربة   فى دارة حولها الاخطار والعكر

تدعى خفاف وعوف فى جوانبها   وحى ذكوان لاميل ولا ضجر

الضاربون جنود الشرك ضاحية   ببطن مكة والارواح تبتدر

حتى رفعنا وقتلاهم كانهم   نخل بظاهرة البطحاء منقعر

ونحن يوم حنين كان مشهدنا   للدين عزا وعند الله مدخر

اذ نركب الموت مخضرا بطائنة   والخيل ينجاب عنها ساطع كدر

تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا   كما مشى الليث فى غاباته الخدر

فى مأزق من مجر الحرب كلكلها   تكاد تأفل منه الشمس والقمر

وقـد صبـرنا باوطاس اسنتنا   لله ننصـر مـن شئنـا و ننتصـر

حتى تـأوب اقـوام منـازلهـــم   لولا المليك ولولا نحن ما صدروا

فما ترى معشرا قلوا ولا كثروا   الا وقـد اصبـح منا فيهـم اثـر

"কি হলো তোমার চোখের যে যন্ত্রণা ও অনিদ্রা লেগে আছে, উপরে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আছে, গলার ব্যথার মত বিচলিত মনে হয়।

দুশ্চিন্তায় এ চোখের নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। কখনও চোখের পানি শুকিয়ে যায়, কখনও পানিতে ভরে ওঠে, আবার কখনও পানি গড়িয়ে পড়ে।

চোখ দিয়ে পানির ফোঁটা যখন গড়িয়ে পড়ে তখন দেখলে মনে হয় এ যেন মুক্তার দানা। যে মালা গেথেছে তার হাতে সুতা ছিড়ে যেয়ে একের পর এক দানাগুলো ঝড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ওহে দূর-দূরান্তরের বসতবাটি–তুমি যার ভালবাসা কামনা করছো এবং যে সেখানে এসেছে তার। কিন্তু সে পথের বাধা হচ্ছে সুদৃঢ় পাথর ও খানা-খন্দ।

অতীত যৌবনের কথা ভুলে যাও। সে যৌবন তো পালিয়ে গেছে আর আগমন করেছে বৃদ্ধকাল ও টাকমাথা।

তুমি বরং স্মরণ কর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে বনূ সুলায়মের ত্যাগ-তিতীক্ষার কথা। বস্তুত বনূ-সুলায়মের সে ত্যাগের মধ্যে রয়েছে গৌরবকারীদের জন্যে গৌরবের অনেক কিছু।

তারা সেই সম্প্রদায়, যারা রাহমানের দীনের সাহায্য করেছে এবং রাসূলের দীনের অনুসরণ করেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য লোক ছিল পরস্পর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে লিপ্ত। তারা তাদের বাগানের মধ্যে লাগায় না খেজুরের চারা এবং তাদের আংগিনার সামনে গাভী হাম্বা রবেও ডাকে না। তবে তাদের বাড়িতে আছে বাজের ন্যায় দ্রুতগামী অশ্ব আর তার চারপাশে আছে বিপুল সংখ্যক উট ও তলোয়ার।

তাদের পাশে থাকতে আহ্বান করা হয়েছিল খুফাফ, আওফ ও নিরপেক্ষ দুর্বলচিত্ত যাকওয়ান গোত্রকে।

তারা মুশরিক বাহিনীর উপর দিবসের পূর্বাহ্নে আঘাত হানে– এই মক্কা উপত্যাকায়। তখন তাদের প্রাণগুলো দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হই। তাদের লাশগুলো তখন পড়েছিল উন্মুক্ত উপত্যকায় কর্তিত খেজুর গাছের ন্যায়।

হুনায়নের যুদ্ধে আমরা অংশ গ্রহণ করি। আমাদের উপস্থিতি যেন দীনের জন্যে শক্তির কারণ ছিল। আর আল্লাহ্র কাছে তা সঞ্চিত হয়ে আছে।

যখন আমরা মৃত্যুকে মুকাবিলা করি এক সবুজ ও কঠিন স্থানে। তখন অশ্বগুলো খুরের আঘাত করছিল, যার ফলে ধুলোবালি উৎক্ষিপ্ত হয়ে উড়ছিল।

আমরা যুদ্ধ করছিলাম দাহ্হাকের পতাকা তলে। তিনি আমাদের সম্মুখে থেকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। যেভাবে এগিয়ে চলে সিংহ বনের মধ্যে তার আবাসস্থলের দিকে।

যুদ্ধ করছিলাম এক সংকীর্ণ ও কঠিন বিপদ সংকুল ঘাটিতে। যার প্রচণ্ডতায় মনে হচ্ছিল যেন চন্দ্র-সূর্য অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে।

আমরা আওতাসের যুদ্ধে ধৈর্য প্রদর্শন করি। আমরা বর্শা নিক্ষেপ করি আল্লাহ্র জন্যে। আমরা যাকে ইচ্ছা সাহায্য করি ও প্রতিশোধ নেই। অবশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক আপন আপন বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। যদি আল্লাহ্ মালিক সাহায্যকারী না হতেন এবং আমরা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী না হতাম, তাহলে তারা কখনও ফিরে যেত না।

এমন কোন জনগোষ্ঠী তুমি দেখবে না – সংখ্যায় তারা কম হোক বা বেশী – যাদের মধ্যে আমাদের কিছু না কিছু নিদর্শন নেই।"

আব্বাস ইব্ন মিরদাস আরও বলেন ঃ

يايها الرجل الذى تهوى به   وجناءُ مجمرة المناسم عرمس
اما اتيت على النبى فقل له   حقا عليك اذا اطمأن المجلس
يا خير من ركب المطى ومن مش   فوق التراب اذا تعد الانفس
انا وفينا بالذى عاهدتنا   والخيل تقدع بالكماة وتضرس
اذ سال من افناء بهثة كلها   جمع تظل به المخارم ترجس
حتى صبحنا اهل مكة فيلقا   شهباء يقدمها الهمام الاشوس
من كل اغلب من سليم فوقه   بيضاء محكمة الدخال وقونس
يروى القناة اذا تجاسر فى الوغى   ونخاله اسد اذا ما يعبس
يغشى الكتيبة معلما وبكفه   عضب يقدبه ولدن مدعس
وعلى حنين قد وفى من جمعنا   الف امد به الرسول عرندس
كانوا امام المؤمنين دريئة   والشمس يومئذ عليهم اشمس
نمضى ويحرسنا الاله بحفظه   والله ليس بضائع من يحرس
ولقد حَبْسَنَا بالمناقب محبسا   رضى الاله به فنعم المحبس
وغداة اوطاس شددنا شدة   كفت العدو وقيل منها يا احبسوا
تدعو هوازن بالاخوة بيننا   ثدى تمد به هوازن ايبس
حتى تركنا جمعهم وكانه   غير تعاقبه السباع مفرّس

"হে যাত্রী ! যাকে নিয়ে চলছে– সবল-স্বাস্থ্যবতী শক্ত ক্ষুর বিশিষ্ট উটনী।

তোমার কাছে আমার এটুকু দাবী যে, যখন তুমি নবীর কাছে পৌঁছবে, তখন মজলিস থেমে যাওয়ার পর তাঁকে বলবে।

"যারা উষ্ট্রে আরোহণ করে কিংবা যারা মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলে– সে সব মানুষের যখন হিসেব নেওয়া হয়, তখন আপনিই তাদের মধ্যে সেরা মানব।

আপনি আমাদের থেকে যে অংগীকার নিয়েছেন আমরা তা পূরণ করেছি। আর অশ্বারোহী বাহিনী বীরত্বের সাথে প্রতিহত করে ও হতাহত করে।

বুহছা গোত্রের চারদিক থেকে যখন সৈন্যগণ এসে গেল, তখন পাহাড়ের সমস্ত পথ-ঘাট ছেয়ে ফেললো এবং কাঁপিয়ে তুললো।

যখন আমরা উষা-লগ্নে মক্কায় পৌঁছলাম তখন বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত এক বিশাল দলের সাথে সাক্ষাৎ হল, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক নির্ভীক বীর। এ দলে ছিল সুলায়ম গোত্রের সকল বীর যোদ্ধা। তাদের পরিধানে ছিল মজবুত শ্বেত বর্ম ও শিরস্ত্রাণ।

রক্তে রঞ্জিত করে ফেললো বর্শাগুলোকে যখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো রণক্ষেত্রে। দেখলে তোমার মনে হবে– এ যেন ক্ষ্যাপা সিংহ।

গোটা বাহিনী ছিল বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত। তাদের হাতে ছিল তীরের ফলক ও তীক্ষ্ণ বর্শা– যা তারা ব্যবহার করতো।

হুনায়নে আমাদের সমবেত হওয়ায় হাজার সংখ্যা পূর্ণ হয়। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিরাট সাহায্য লাভ করেন।

তারা মু'মিনদের সম্মুখভাগে ছিল নিরাপত্তা বিধায়ক হিসেবে। সে দিন তাদের উপরে এক সূর্য পরিণত হয় বহু সূর্যে (অস্ত্রের আভায়)।

আমরা অতিক্রম করে চললাম, আল্লাহ্ তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিয়ে আমাদের হিফাযত করেন। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি যাকে হিফাযত করেন, সে কখনও ধ্বংস হয় না।

আমরা মানাকিবে আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করি। এতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। কত উত্তম সে ঘাঁটি।

আওতাস যুদ্ধে প্রাতঃকালেই আমরা প্রচণ্ড আঘাত হানলাম। সে আঘাতেই শত্রুরা কাবু হয়ে গেল এবং তাদের পক্ষ থেকে বলা হল – যুদ্ধ বন্ধ কর, ক্ষান্ত হও।

হওয়াযিনগণ আমাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের দোহাই দিল। বস্তুত দুধের শুকিয়ে যাওয়া ওলান ধরেই হাওয়াযিনরা টানাটানি করছে।

অবশেষে আমরা তাদের দলবলকে পরিত্যাগ করলাম। তখন তাদের অবস্থা এমন মনে হল যেন, তারা এমন একটা কাফিলা যাদেরকে হিংস্র বুনো জানোয়ার তাড়া করে ফিরছে।"

আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস কবিতায় আরও বলেন ঃ

من مبلغ الاقوام ان محمدا   رسول الاله راشد حيث يمما

دعا ربه واستنصر الله وحده   فاصبح قد وفى اليه وانعما

سرينا و واعدنا قديدا محمدا — يؤم بنا امرا من اللّه محكما
تماروا بنا فى الفجر حتى تبينوا — مع الفجر فتيانا وغابا مقوما
على الخيل مشدودا علينا دروعنا — ورجلا كدفاع الاتى عرمرما
فان سراة الحى ان كنت سائلا — سليم وفيهم منهم من تسلما
وجند من الانصار لايخذلونه — اطاعوا فما يعصونه ما تكلما
فان تك قدامرت فى القوم خالدا — وقدمته فانه قد تقدما
بجند هداه اللّه انت اميره — تصيب به فى الحق من كان اظلما
حلفت يمينا برة لمحمد — فاكملتها الفا من الخيل ملجما
وقال نبى المؤمنين تقدموا — وحب الينا ان نكون المقدما
وبتنا بنهى المستدير ولم يكن — بنا الخوف الا رغبة وتحزما
اطعناك حتى اسلم الناس كلهم — وحتى صبحنا الجمع اهل يلملما
يضل الحصان الابلق الورد وسطه — ولا يطمئن الشيخ حتى يسوما
سمونا لهم ورد القطا زفة ضحى — وكل تراه عن اخيه قد احجما
لدن غدوة حتى تركنا عشية — حنينا وقد سالت دوامعه دما
اذا شئت من كل رأيت طمرة — وفارسها يهوى ورمحا محطما
وقد احرزت منا هوازن سربها — وحب اليها ان نخيب ونحرما

"এমন কে আছে, যে সকল সম্প্রদায়কে এ সংবাদটা পৌঁছে দিবে যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। তিনি যে দিকে যেতে চান সে দিকেই সঠিক পথে থাকেন।

তিনি তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করেন এবং এক আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ্ তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

আমরা যাত্রা শুরু করলাম এবং পূর্ব নির্ধারিত কুদায়দ নামক স্থানে গিয়ে মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে মিলিত হলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে এক দৃঢ় সংকল্প করেন।

ভোর বেলা আমাদেরকে দেখে প্রথমে তারা সন্দেহে পড়ে। পরিশেষে ভোর থাকতেই তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ হচ্ছে একদল যুবক ও প্রচুর লম্বা বর্শার সমারোহ।

এরা অশ্বের উপর সাওয়ার। আমাদের দেহের উপর বর্ম বাঁধা। আর একদল ছিল পদাতিক। সে বিশাল বাহিনী দেখতে ছিল প্রবল বন্যার ন্যায়।

তুমি যদি জিজ্ঞেস কর, তবে বলবো– শ্রেষ্ঠ গোত্র হলো সুলায়ম। আর তাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোকও আছে যারা নিজেদেরকে সুলায়ম বলে দাবি করে।

আনসারদের মধ্য হতে একটি বাহিনী আছে যারা তাঁকে বাধা দেয়নি; বরং আনুগত্য করেছে। তিনি যা বলেছেন, তারা তাঁর অবাধ্য হয়নি কখনও।

আপনি যদি কওমের মধ্যে খালিদকে নেতা বানিয়ে থাকেন ও অগ্রগামী করে থাকেন। তা হলে সে কারণেই সে এগিয়ে গিয়েছে একটি বাহিনী নিয়ে। আল্লাহ্ তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আপনি তার মূল পরিচালক। আপনি শাস্তি দিয়ে থাকেন তার দ্বারা ঐসব লোকদের যারা যুলুমের পথ অবলম্বন করে।

আমি শপথ করে যে উত্তম অংগীকার করেছিলাম মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে, আমি তা পূর্ণ করেছি এক হাজার লাগাম বিশিষ্ট ঘোড়া দিয়ে।

মু'মিনদের নবী নির্দেশ দিলেন ঃ অগ্রসর হও! বস্তুতঃ আমাদের কামনাই ছিল যে, আমরা অগ্রসর হই।

আমরা রাত কাটালাম মসতাদীর কুয়োর কাছে। আমাদের ছিল না কোন ভয়-ভীতি। কিন্তু ছিল তীব্র আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প।

আমরা আপনার আনুগত্য করে চললাম। অবশেষে সমুদয় লোক আত্মসমর্পণ করলো এবং প্রত্যুষে ইয়ালামলামবাসীদের উপর আমরা আক্রমণ করলাম।

দিনের বেলা বলিষ্ঠ ও সাদা-কাল গোলাপী রং এর ঘোড়াটি হারিয়ে যায় লোকের ভীড়ে।

তারপর তাকে চিহ্নিত না করা পর্যন্ত দলপতি স্বস্তিতে থাকতে পারেননি।

আমরা তাদের উপর হামলা করলাম সকালে তাড়িয়ে দেওয়া বন্য হাঁসের মত। তুমি তাদের প্রত্যেককে দেখবে যে নিজের ভাই থেকে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে।

সকাল থেকে এভাবে আমরা লড়াই করতে থাকি। অবশেষে সন্ধ্যাকালে আমরা হুনায়ন ত্যাগ করি। তখন দেখা গেল সেখানকার নালাগুলো দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

ইচ্ছা করলে তুমি দেখতে পাবে সেখানকার সর্বত্রই পড়ে আছে লম্বা লম্বা ঘোড়া, আরও দেখবে সওয়ারীরা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এবং ভাংগা বর্শাসমূহ।

হাওয়াযিন আমাদের আক্রমণ থেকে তাদের সম্পদ রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। তারা চাচ্ছিল যে, আমরা ব্যর্থ হই এবং বঞ্চিত হই"।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আব্বাস ইব্ন মিরদাস সুলামীর এসব কাসীদা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ও বিরক্তি উদ্রেক হওয়ার আশংকায় আরও কিছু কাসীদা উল্লেখ করা থেকে আমি বিরত থাকলাম। ইব্ন মিরদাস ছাড়া অন্যের কবিতাও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজন পরিমাণ আমরা এখানে উল্লেখ করেছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তায়েফ যুদ্ধ

উরওয়া ও মূসা ইব্ন উকবা যুহরী থেকে বর্ণনা করেন ঃ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনায়নের যুদ্ধ ও তায়েফ অবরোধ করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ছাকীফের পলাতক সৈন্যরা তায়েফে এসে শহরের প্রবেশ দ্বারগুলো বন্ধ করে দেয় এবং যুদ্ধের জন্যে বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করে। উরওয়া ইব্ন মাসউদ এবং গায়লান ইব্ন সালামা হুনায়ন যুদ্ধে ও তায়েফ অবরোধে উপস্থিত ছিলেন না। তারা তখন জারাশ নগরীতে অবস্থান করছিলেন এবং দাব্বাবাত। মানজানীক ও দাব্বূর (ضبور . منجانيق ـ دبابات -সমরাস্ত্র বিশেষ) তৈরির প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনায়নের যুদ্ধ শেষে তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। এ প্রসংগে কা'ব ইব্ন মালিক কবিতায় বলেন ঃ

قضينا من تهامة كل ريب   وخيبر ثم اجمعنا السيوفا

نخبرها ولو نطقت لقالت   قوا طعهن دوسا او ثقيفا

فلست لحاضن ان لم تروها   بساحة داركم منا الوفا

وننتزع العروش ببطن وجّ   وتصبح دوركم منكم خلوفا

ويأتيكم لنا سرعان خيل   يغادر خلفه جمعا كثيفا

اذا نزلوا بساحتكم سمعتم   لها مما اناخ بها رجيفا

بايديهم قواضب مرهفات   يزرن المصطلين بها الحتوفا

كأمثال العقائق اخلصتها   قيون الهند لم تضرب كتيفا

تخال جدية الابطال فيها   غداة الزحف جاديا مدوفا

أجدّهم اليس لهم نصيح   من الاقوام كان بنا عريفا

يخبرهم بانا قد جمعنا   عتاق الخيل والنجب الطروفا

وانا قد اتيناهم بزحف   يحيط بسور حصنهم صفوفا

رئيسهم النبى وكان صلبا   نقى القلب مصطبرا عزوفا

رشيد الامر ذا حكم وعلم   وحلم لم يكن نزقا خفيفا

نطيع نبينا ونطيع ربا   هو الرحمن كان بنا رؤفا

فان تلقوا الينا السلم نقبل ونجعلكم لنا عضدا وريفا
وان تأبوا نجاهدكم ونصبر ولا يك امرنا رعشا ضعيفا
نجالد مابقينا او تنيبوا الى الاسلام اذعانا مضيفا
نجاهد لا نبالى ما لقينا أأهلكنا التلاد ام الطريفا
وكم من معشر البوا علينا صميم الجزم منهم والحليفا
اتونا لا يرون لهم كفاء فجد عنا المسامع والانوفا
بكل مهند لين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا
لامر الله والاسلام حتى يقوم الدين معتدد لا حنيفا
وتنسى الات والعزى وودّ ونسلبها القلائد والشنوفا
فامسوا قد اقروا واطمأنوا ومن لا يمتنع يقبل خصوفا

"আমরা তিহামা ও খায়বর থেকে সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে আমাদের তলোয়ারগুলো সংগ্রহ করে একত্রিত করলাম।

আমরা তলোয়ারগুলোকে এখতিয়ার দিই। যদি সেগুলো কথা বলতে সক্ষম হতো, তবে অবশ্যই এ কথা বলতো যে, ওরা এখন দাওস ছাকীফ গোত্রকে নিধন করবে।

আমাদের মধ্য থেকে হাজার হাজার সৈন্য যদি তোমাদের বাড়ির আংগিনায় না দেখ, তবে বলছি আমি কোন মায়ের সন্তান নই।

বাত্নে ওয়াজ্জের ঘরসমূহের ছাদ আমরা খুলে ফেলবো। ফলে তোমাদের বাড়িগুলো হয়ে যাবে মানবশূন্য।

তোমাদের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাবে আমাদের অশ্বারোহী দল। তারা তাদের পশ্চাতে ছেড়ে আসবে এক বিশাল বাহিনী।

তারা যখন অবতরণ করবে তোমাদের আংগিনায়। তখন তোমরা শুনতে পাবে সেখানে উট বসানোর শোরগোল।

তাদের হাতে রয়েছে তীক্ষ্ণ ধারাল তরবারি। সে তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত আহত ব্যক্তিরা সাক্ষাৎ করবে মৃত্যুর সাথে, সেগুলো এমন স্বচ্ছ তলোয়ার যা তৈরী করেছে ভারতের কর্মকাররা খাঁটি ধাতব দিয়ে– যার সাথে কোন তলোয়ারের তুলনা হয় না।

বীর যোদ্ধাদের বসার গদিগুলোকে যুদ্ধের দিনে মনে হবে জাফরান রং এ রঞ্জিত।

তাদের রক্ষার জন্যে কি কেউ চেষ্টা করছে? মানুষের মধ্যে কেউ কি তাদেরকে সৎ উপদেশ দেওয়ার মত নেই? যে আমাদের সম্পর্কে ভালরূপে জানে। যে ব্যক্তি তাদেরকে এ সংবাদ দিবে যে, আমরা সমবেত করেছি অভিজাত অশ্বারোহী ও তাজি ঘোড়া।

আমরা তাদের কাছে এসেছি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যারা তাদের দুর্গের প্রাচীর অবরোধ করবে সারিবদ্ধ হয়ে।

তাদের সেনাপতি স্বয়ং নবী করীম (সা)। তিনি অতি দৃঢ়পদ। পবিত্র-চিত্ত। ধৈর্যশীল ও সংযমী।

সঠিক সিদ্ধান্তদাতা, প্রজ্ঞাশীল, জ্ঞানী ও সহিষ্ণু। চঞ্চল ও আবেগপ্রবণ নন।

আমরা আনুগত্য করি আমাদের নবীর। আমরা আনুগত্য করি এমন প্রতিপালকের যিনি অতি দয়ালু ও আমাদের প্রতি করুণাময়।

তোমরা যদি আমাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব দাও, তবে আমরা তা গ্রহণ করবো। আর তোমাদেরকে বানাবো আমাদের জন্যে শক্তি ও শান্তির বাহক।

আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, তা হলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো ধৈর্যের সাথে আমাদের তৎপরতা কখনও দ্বিধাযুক্ত ও দুর্বল হবে না।

আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ বেঁচে থাকবো ; অথবা তোমরা ফিরে আসবে ইসলামের দিকে আনুগত্যের সাথে ও ভদ্রভাবে।

আমরা যুদ্ধ করবো, কারও কোন পরোয়া করবো না, যার সাথেই মুকাবিলা হোক না কেন। স্থায়ী বাসিন্দা ও অস্থায়ী বাসিন্দা সকলকেই আমরা সমানে ধ্বংস করবো ।

কত গোত্রই তো আমাদের বিরুদ্ধে এলো – যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল দৃঢ় সংকল্পকারী। আরও এসেছিল তাদের মিত্ররা।

তারা এসেছিল আমাদের উদ্দেশ্যে। তারা ধারণা করেছিল তাদের সমকক্ষ কেউ নেই। আমরা তাদের নাক-কান কেটে দিয়েছিলাম।

কেটেছিলাম ভারতীয় হালকা শানিত তরবারি দ্বারা। এর সাহায্যে আমরা তাদেরকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে নিয়ে আসি–

আল্লাহ্র নির্দেশ পালন ও ইসলামের দিকে যাতে দীন প্রতিষ্ঠিত হয় – ভারসাম্যপূর্ণ ও একনিষ্ঠভাবে।

আর যাতে লোকে ভুলে যায় লাত, উয্যা ও উদকে এবং আমরা ছিনিয়ে নিব ওদের গলার হার ও কানের দুল।

এর ফলে মানুষ স্থিতি ফিরে পায় ও শান্তি লাভ করে। আর যারা বিরত হবে না তারা হবে অপমানিত।”

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ কিনানা ইব্ন আবদ ইয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমায়র ছাকাফী উক্ত কবিতার জবাব দেয়।

আমি বলি, এ ঘটনার পর কিনানা ইব্ন আবদ ইয়ালীল ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করে। মূসা ইব্ন উকবা, আবূ ইসহাক, আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার্, ইবনুল আছীর প্রমুখ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু মাদায়িনী বলেছেন যে, কিনানা ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং সে রোমে চলে যায় এবং খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। তার মৃত্যুও সেখানে হয়।

من كان يبغينا يريد قتالنا   فانا بدار معلم لا نريمها

Contents

وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى وكانت لنا اطواؤها وكرومها

وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر فاخبرها ذو رأيها وحليمها

وقد علمت ان قالت الحق اننا اذا ما اتت صعر الخدود نقيمها

نقومها حتى يلين شريسها ويعرف للحق المبين ظلومها

علينا دلاص من تراث محرق كلون اسماء زينتها نجومها

نرفعها عنا ببيض صوارم اذا جردت فى غمرة لا نشيمها

"যে আমাদেরকে সন্ধান করে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, তাকে বল, আমরা এমন একটি চিহ্নিত দেশে আছি– যা আমরা ত্যাগ করবো না।

আমরা এখানে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি তোমাদের দেখার পূর্বে। এখানকার পানির কুয়ো ও আংগুরের বাগানগুলো আমাদের দখলে আছে।

ইতোপূর্বে আমাদের পরীক্ষা করেছে আমর ইব্‌ন আমির গোত্র। তাদের বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকেরা এ সংবাদ তাদেরকে জানিয়েছে।

তারা ভাল করেই জানে, যদি তারা সত্য কথা বলে– যে কোন অহংকারী দাম্ভিক লোক সামনে আসলে আমরা তাকে উচিৎ শিক্ষা দেই।

তাকে আমরা সোজা করে দেই। ফলে তার চরিত্রের মন্দ দিকগুলো নরম হয়ে যায় এবং তাদের যালিম প্রকৃতির লোকগুলো স্পষ্ট সত্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করে।

আমাদের পরিধানে আছে নরম বর্ম। এগুলো আমাদের আয়ত্তে এসেছে অগ্নি দগ্ধ মানুষের থেকে।[১] বর্মগুলোর রং আকাশী– যে আকাশ সুশোভিত হয়েছে নক্ষত্ররাজি দ্বারা।

এগুলো আমরা উঠিয়ে রাখি সেই সব ধারাল তরবারির সাথে যেগুলো যুদ্ধের প্রাক্‌কালে একবার খাপমুক্ত করা হলে আর তা খাপে ঢুকাইনা।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ শাদ্দাদ ইব্‌ন আরিয জুশামী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তায়েফ যাত্রাকালে কবিতায় বলেন ঃ

لا تنصروا الات ان الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس ينتصر

ان التى حرقت بالسد فاشتعلت ولم تقاتل لدى احجارها هدر

ان الرسول متى ينزل بلادكم يظعن وليس بها من اهلها بشر

"তোমরা লাতের সাহায্য করো না, কেননা, আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করবেন। যে নিজেকে বাঁচাতে পারে না, তাকে সাহায্য করা যায় কিভাবে?

---

১. এখানে আমর ইব্‌ন আমিরের কথা বলা হয়েছে। সে-ই সর্ব প্রথম মানুষকে অগ্নি দগ্ধ করে। তাদের বর্ম আমাদের হস্তগত হয়।

যাকে পোড়ান হয় পাহাড়ের পাদদেশে এবং সেখান থেকে অগ্নি-শিখা উঠতে থাকে। আর তার পাথরের কাছে অনর্থক যুদ্ধও করা হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তোমাদের এলাকায় পৌঁছবেন, তখন লোকজন এলাকা ত্যাগ করে চলে যাবে। সেখানকার কোন অধিবাসী অবশিষ্ট থাকবে না।"

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনায়ন থেকে তায়েফ গমন করেন। যাওয়ার পথে তিনি নাখলাতুল ইয়ামানিয়া, কারণ ও মালিহ্ অতিক্রম করে লিয়্যার অন্তর্গত বুহ্‌রাতুর রুগায় উপনীত হন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ও তাতে সালাত আদায় করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমর ইব্‌ন শুআয়ব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, বুহ্‌রাতুর-রুগায় অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি খুনের কিসাস গ্রহণ (খুনের বদলে খুন) করেন। এটাই ছিল ইসলামের সর্ব প্রথম কিসাস। বনূ লায়ছের এক ব্যক্তি হুযায়লের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এর কিসাস হিসেবে তিনি ঘাতককে হত্যা করেন। লিয়্যায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে মালিক ইব্‌ন আওফের দুর্গ বিধ্বস্ত করা হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর তিনি যীকা নামক একটি পথ দিয়ে সামনে অগ্রসর হন। এ পথে যাত্রা শুরু করে তিনি পথটির নাম জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জানান হয় যে, পথটির নাম যীকা। তিনি বললেন, যীকা (সংকীর্ণ) বলো না ; একে বরং ইউস্‌রা (প্রশস্ত) বলো। এরপর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে নাখাব পৌঁছেন। সেখানে একটি কুল গাছের ছায়ায় অবতরণ করেন। গাছটিকে সাদিরা বলা হতো। এর পাশেই ছিল ছাকীফ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সম্পদ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তির কাছে সংবাদ পাঠান যে, হয় তুমি আমাদের কাছে চলে এসো, না হয় তোমার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলব। সে ব্যক্তি আসতে অস্বীকার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়ার সূত্রে - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তায়েফের দিকে যাই, তখন পথে একটি কবরের কাছ দিয়ে আমরা অতিক্রম করছিলাম। কবরটির দিকে ইংগিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এটি ছাকীফ গোত্রের পূর্ব পুরুষ আবূ রিগালের কবর। সে ছিল কওমে ছামূদের লোক। সে হারম শরীফে অবস্থান করে আত্মরক্ষা করতো। যখন সে হারম থেকে বের হয় তখন ঐ শাস্তি তার উপর পতিত হয়, যে শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছিল তার কাওমের লোকেরা এই স্থানে। তাকে এখানেই দাফন করা হয়। এর নিদর্শন হলো— তার সাথে স্বর্ণের একটি ডালও দাফন করা হয়। কবর খুঁড়লে স্বর্ণের ডালটি পেয়ে যাবে। এ কথা শুনে সবাই এগিয়ে গেল এবং কবর থেকে পুঁতে রাখা স্বর্ণের ডালটি বের করে আনলো। আবূ দাঊদ এ ঘটনা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মাঈন এর সূত্রে - - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম বায়হাকী ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায়' সূত্রে - - - - ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) পথ অতিক্রম করে তায়েফের নিকটবর্তী এক স্থানে সৈন্যদের শিবির স্থাপন করেন। এখানে তাঁর কয়েকজন সাথী তীরের আঘাতে নিহত হয়। কারণ, সৈন্য শিবিরটি স্থাপন করা হয়েছিল তায়েফের প্রাচীরের অতি সন্নিকটে। তাই তিনি এখান থেকে

শিবির উঠিয়ে পশ্চাতে নিয়ে যান এবং তায়েফের বর্তমান মসজিদের নিকটে স্থাপন করেন। বনূ ছাকীফ ইসলাম গ্রহণের পর এ মসজিদটি নির্মাণ করেছিল। আমর ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন ওহবের তত্ত্বাবধানে এটি নির্মিত হয়। ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, এ মসজিদে এমন একটি স্তম্ভ ছিল যে, প্রতি দিন সকালে সূর্য উদয়ের সময় এর থেকে একটি আওয়ায শোনা যেত। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফবাসীকে বিশ দিনের অধিক অবরোধ করে রাখেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, অবরোধকাল ছিল সতের দিন।

উরওয়া ও মূসা ইব্‌ন উকবা ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বন্দীদেরকে জিইররানায় রেখে যান। তাদের সংখ্যা এতো অধিক ছিল যে, মক্কার তাঁবু পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তায়েফের দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে তিনি শিবির স্থাপন করেন। তের দিনেরও বেশি সময় সেখানে অবস্থান করেন। এখানে থেকেই তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তারাও দুর্গের ভিতর থেকে যুদ্ধ করে। দুর্গের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ বাইরে বেরিয়ে আসেনি। সে ব্যক্তি হলো যিয়াদের বৈপিত্রেয় ভাই আবূ বাকরা ইব্‌ন মাসরূহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে মুক্ত করে দেন। দুর্গের অভ্যন্তরে অনেকেই আহত হয়। মুসলমানগণ তায়েফবাসীদের অনেক আংগুর গাছ কেটে ফেলেন– যাতে তারা ক্রোধে জ্বলতে থাকে। তখন ছাকীফ গোত্রের লোকজন এ কাজে বাধা দিয়ে বলে, সম্পদের ক্ষতি সাধন করো না। কেননা, এগুলো হয় তোমাদের অধিকারে আসবে না হয় আমাদের দখলে থাকবে। উরওয়া বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দেন, যেন প্রত্যেকে পাঁচটি করে খেজুর গাছ ও পাঁচটি করে আংগুর গাছ কেটে ফেলে। তিনি একজন ঘোষণাকারীকে পাঠিয়ে এই ঘোষণা জারী করেন যে, যে কেউ দুর্গ থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসবে– সে মুক্ত। এ ঘোষণার পর শত্রু পক্ষের কয়েক ব্যক্তি অতি কষ্টে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে পৌঁছে। তাদের মধ্যে যিয়াদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের বৈপিত্রেয় ভাই আবূ বাকরা ইব্‌ন মাসরূহও ছিলেন। তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও দেখাশুনার জন্যে এক একজনকে এক একজন মুসলমানের দায়িত্বে দিয়ে দেন।

ইমাম আহমদ ইয়াযীদের সূত্রে - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ কোন গোলাম তার মুনিবের নিকট থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে মুক্ত করে দিতেন। তায়েফ যুদ্ধের সময় তিনি এরূপ দুজনকে মুক্ত করেন। ইমাম আহমদ আবদুল কুদ্দূস ইব্‌ন বকর ইব্‌ন খুনায়সের সূত্রে - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফবাসীকে চার দিক থেকে অবরোধ করেন। সে সময় দু'জন গোলাম রেব হয়ে তাঁর কাছে চলে আসে। তিনি দু'জনকেই আযাদ করে দেন। তাদের একজন হচ্ছেন আবূ বকরা (রা)। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নীতি ছিল যে, কোন গোলাম তাঁর কাছে চলে আসলে তাকে আযাদ করে দিতেন। ইমাম আহমদ আরও বলেন ঃ নাসর ইব্‌ন রিআব - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, তায়েফ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা দেন যে, কোন গোলাম আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলে সে মুক্ত। এ ঘোষণার পর কতিপয় গোলাম তাঁর কাছে বেরিয়ে আসে। এদের একজন আবূ বকরা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন। এ হাদীছ উপরোক্ত সনদে ইমাম আহমদ একাই বর্ণনা করেছেন।

সনদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত একজন দুর্বল রাবী। কিন্তু ইমাম আহমদ এ মতই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে কোন গোলাম যদি যুদ্ধরত শত্রুদেশ (دار الحرب) থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে (دار الإسلام) চলে আসে, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। বিনা শর্তে, স্বাভাবিকভাবে– এটাই শরীআতের বিধান। কিন্তু অন্যরা বলেন, এটা শর্ত-সাপেক্ষে ছিল, সাধারণ নির্দেশ ছিল না। তবে হাদীছটি সহীহ হলে সাধারণ নির্দেশ হওয়াই যুক্তি সংগত। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ من قتل قتيلا فله سلبه যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে সে তার ব্যবহৃত সম্পদ পাবে। ইউনুস ইব্ন বুকায়র মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুকাররাম ছাকাফী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ অবরোধ করলে তাদের কতিপয় গোলাম বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট চলে আসে। তাদের একজন হলেন হারিছ ইব্ন কিলদার গোলাম আবূ বকরা (রা)। আর একজনের নাম মুনবায়েছ। এর পূর্ব নাম ছিল মুযতাজে' (مضطجع) রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন মুনবায়েছ (منبعث)। বাকী দু'জনের নাম ইয়াহ্নাস ও ওয়ারদান। এরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে যখন তায়েফের একদল প্রতিনিধি এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তারা আবেদন জানায় যে, আমাদের যে সব গোলাম আপনার নিকট চলে এসেছে তাদেরকে ফিরিয়ে দিন। জবাবে তিনি জানান। ওদেরকে ফেরত দেওয়া যাবে না– ওরা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযাদ। তবে যে গোলামের কাছে তার মুনিবের মিরাছ পাওনা ছিল, তিনি তাকে তা ফেরত দেন।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার - - - আবূ উছমান থেকে যে তিনি বলেছেন, আমি সা'দ (রা) থেকে শুনেছি– যিনি আল্লাহ্র রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপকারী, আরও শুনেছি আবূ বকরা (রা) থেকে– যিনি কতিপয় লোকসহ তায়েফের প্রাচীর টপকিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিলেন। তাঁরা দুজনেই বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্য লোককে নিজের পিতা বলে দাবি করবে, তার উপর জান্নাত হারাম। ইমাম মুসলিম ও আসিমের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বুখারী বলেন ঃ মা'মার আসিম আবুল আলিয়া কিংবা আবূ উছমান হিশাম নাহদী থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি সা'দ (রা) ও আবূ বকরা (রা)-কে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। আসিম বলেন, আমি আবুল আলিয়া কিংবা আবূ উছমান নাহদীকে বললাম, এমন দু'ব্যক্তি আপনাকে শুনিয়েছেন, যাদের উপর আপনার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা, তাদের একজন হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র পথে সর্ব প্রথম তীর নিক্ষেপ করেন আর অপরজন এমন, যে তায়েফ যুদ্ধে বেষ্টন-প্রাচীর ডিংগিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমনকারী তেইশজনের একজন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সে সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দুজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন উম্মু সালামা। তাঁদের জন্যে তিনি দুটি তাঁবু স্থাপন করেন এবং ঐ তাঁবুদ্বয়ের মাঝখানে তিনি সালাত আদায় করতে থাকেন। তিনি তাদেরকে (তায়েফবাসীদের) অবরোধ করে রাখেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে যুদ্ধ করেন। উভয় পক্ষ পরস্পরের উপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। ইব্ন হিশাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রতি মিনজানীক দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করেন। আমার

কাছে বিশ্বস্ত এমন এক ব্যক্তি আমাকে জানিয়েছেন যে, নবী (সা) সর্ব প্রথম ইসলামে মিনজানীক ব্যবহার করেন। এর দ্বারা তিনি তায়েফবাসীদের প্রতি পাথর বর্ষণ করেছিলেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এ দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয় সাহাবী একটি দাব্বাবায় (ট্যাংক এর ন্যায় সমরাস্ত্র) প্রবেশ করেন। তারপর তা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যান তায়েফের প্রাচীর বিধ্বস্ত করার জন্যে। তখন তাদের উপর গরম লৌহ শলাকা ফেলে দেওয়া হয়। ফলে তারা দাব্বাবা থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন বনূ ছাকীফ তাঁদের উপর তীর নিক্ষেপ করে। এতে কিছু সংখ্যক লোক নিহত হন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বনূ ছাকীফের আংগুরের বাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। সাথে সাথে লোকজন বাগান কাটার কাজে লেগে যায়।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ও মুগীরা ইব্ন শু'বা গিয়ে ছাকীফ গোত্রের সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্যে নিরাপত্তা চাইলেন। তারা তাদেরকে নিরাপত্তা দিল। তখন এরা কুরায়শ ও বনূ কিনানার মহিলাদেরকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানায়। তারা আশংকা করছিল দুর্গ বিজয়ের পর এদেরকে বন্দী করা হবে। কিন্তু মহিলারা তাদের কাছে আসতে অস্বীকার করে। তখন আবুল আসওয়াদ ইব্ন মাসউদ আবূ সুফিয়ান ও মুগীরাকে বললো – তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছো তার চেয়ে কোন উত্তম প্রস্তাব কি আমি রাখতে পারি ? শুনো, আবুল আসওয়াদের সম্পদ কোথায় আছে তোমরা জান। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আকীক নামক যে উপত্যকায় অবতরণ করেছেন সে উপত্যকাটি বনূ আসওয়াদের সম্পদ ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সমগ্র তায়িফে বনূ আসওয়াদের সম্পদের চাইতে অধিক লাভজনক বেশী জীবনোপকরণ ও অধিক বসবাস উপযোগী সম্পদ আর নেই। মুহাম্মাদ যদি তা ধ্বংস করে দেন তবে আর কখনও তা আবাদ হবে না। সুতরাং তোমরা দু'জনে গিয়ে তাঁর সাথে আলাপ কর। হয় তিনি তা নিজের জন্যে রেখে দিন ; না হয় আল্লাহ্ ও আত্মীয়বর্গের জন্যে ছেড়ে দিন। বর্ণনাকারিগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে সম্পত্তি তাদের জন্যে রেখে দেন। ওয়াকিদী তাঁর উস্তাদগণ থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, মিনজানীক ব্যবহারের জন্যে সালমান ফারসী পরামর্শ দেন এবং নিজ হাতে তা তৈরী করেন। কেউ বলেছেন, তিনি তা (পারস্য থেকে) সাথে করে নিয়ে আসেন এবং সেই সাথে দু'টি দাব্বাবাও আনেন।

ইমাম বায়হাকী ইব্ন লাহীআ সূত্রে আবুল আসওয়াদ, উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন তায়েফ গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাকে এ কাজের অনুমতি দেন। কিন্তু সে তাদের কাছে এসে তাদেরকে দুর্গ অভ্যন্তরে অবিচল থাকার পরামর্শ দেয়। দীর্ঘ আলোচনা করে সে জানায় যে, তোমাদের বাগান বৃক্ষ কর্তনের সংবাদ যেন তোমাদের ঘাবড়িয়ে না দেয়। সে প্রত্যাবর্তন করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওদেরকে কি বলেছো ? উত্তরে সে বললো, "আমি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান করেছি, জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করেছি এবং জান্নাতের পথ অবলম্বনের জন্যে উৎসাহ দিয়েছি।" তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি তো তাদেরকে এই এই কথা বলেছো। তখন সে বলে উঠলো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি সত্য বলেছেন। আমি আমার কাজের জন্যে আল্লাহ্র কাছে ও আপনার কাছে তাওবা করছি।"

বায়হাকী বর্ণনা করেন ঃ হাকিম - - - - ইব্ন আবূ নাজীহ সুলামী – আমর ইব্ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তায়েফের দুর্গ অবরোধ করি। তখন আমি শুনতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছেন ঃ যে ব্যক্তি একটি তীর নিয়ে পৌঁছবে সে জান্নাতে একটা মর্যাদা লাভ করবে। সে দিন আমি ষোলটি তীর নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। আমি আরও শুনতে পেলাম, তিনি বলছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি তীর নিক্ষেপ করবে সে একটি দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে। যে বৃদ্ধ আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে। কিয়ামতের দিন সে বিশেষ ধরনের নূর লাভ করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পুরুষ দাসকে আযাদ করবে, আল্লাহ্ ঐ দাসের প্রতিটি অস্থির পরিবর্তে আযাদকারীর প্রতিটি অস্থিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। যে মুসলিম নারী কোন মুসলিম দাসীকে মুক্ত করবে। আল্লাহ্ তার প্রতিটি অস্থির বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অস্থিকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রাখবেন। আবূ দাঊদ ও তিরমিযী এ হাদীছ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ কাতাদা বর্ণিত এ হাদীছকে সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন।

ইমাম বুখারী হুমায়দীর সূত্রে - - - - উম্মু সালামা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসেন। তখন একজন হিজড়া আমার নিকট বসা ছিল। আমি শুনতে পেলাম, হিজড়া লোকটি আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উমাইয়াকে বলছে– আগামী কাল যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে তায়েফ জয় করার সামর্থ্য দেন, তা হলে তুমি অবশ্যই গায়লানের কন্যাকে তুলে নিবে। কেননা, সে (পেটে) চার ভাঁজসহ সামনে আসে এবং (পিঠে) আট ভাঁজসহ ফিরে যায়। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ঐসব হিজড়ারা যেন তোমাদের কাছে আর না আসে। ইব্ন উয়ায়না বলেন, ইব্ন জুরায়জ বলেছেন, সেই হিজড়া লোকটির নাম ছিল হীত। এ ছাড়া ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বিভিন্ন সূত্রে হিশাম ইব্ন উরওয়ার পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এর ভাষ্য এরূপ 'তারা মনে করতেন যে, হিজড়া ব্যক্তি যৌন বাসনা রহিত পুরুষ।' (من غير اولى الاربة من الرجال) আবার কোন কোন বর্ণনায় এ কথা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কি ব্যাপার ! ওখানে যা কিছু আছে সবই তো এ জানে। এরা যেন আর তোমাদের কাছে না আসে।" অর্থাৎ যৌন কামনা সম্পর্কে যারা জ্ঞাত হবে তারা এ আয়াতের মধ্যে শামিল হবে। যথা ঃ

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ *

"এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত" (২৪- নূর ঃ ৩১)।

প্রাথমিক যুগের আলেমদের পরিভাষায় 'হিজড়া' বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা নারীদের সাথে সঙ্গমের সামর্থ্য রাখে না। যার পুংমৈথুনে জড়িত তারা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা সে রকম হলে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। হাদীছ থেকে এটা প্রমাণিত। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এরূপ হিজড়াদের হত্যা করেছেন। হিজড়ার উক্তি 'চারসহ আসে এবং আটসহ যায়' এর অর্থ হল তার পেটের ভাঁজ। যখন সে সম্মুখে আসে তখন পেটের চার ভাঁজ দেখা যায়, আর যখন পিছনের দিকে যায় তখন পিঠের দিকে ঐ চার ভাঁজ প্রত্যেকটি দ্বিগুণ হয়ে আট ভাঁজ দেখা যায়। উল্লিখিত মহিলার নাম ছিল বাদিয়া বিন্ত গায়লান ইব্ন সালমা। সে ছিল ছাকীফ গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত

পরিবারের সন্তান। ইমাম বুখারী ইব্ন জুরায়জের বরাতে এই হিজড়ার নাম বলেছেন হীত। এ নামটাই সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইউনুস ইব্ন ইসহাক থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁর খালা বিন্ত আমর ইব্ন আয়িদ এর এক গোলাম ছিল। সে ছিল হিজড়া। নাম তার মাতি'। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহে মহিলাদের কাছে সে আসা যাওয়া করতো। তার ব্যাপারে আমাদের ধারণা ছিল যে, পুরুষরা মহিলাদের যে সব (অঙ্গের) দিকে তাকায় সে সব ব্যাপারে এর কোন বুঝ ছিল না। মনে হতো এগুলোর প্রতি তার কোনই আকর্ষণ নেই। কিন্তু এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনতে পেলেন যে, সে খালিদ বিন ওয়ালিদকে বলছে ঃ হে খালিদ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি তায়েফ জয় করতে পারেন তাহলে বাদিয়া বিনত গায়লান যেন তোমাদের হাতছাড়া না হয়। কেননা, সে চার ভাঁজে আসে আর আট ভাঁজে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার মুখ থেকে এ কথা শুনতে পেয়ে বললেন ঃ আরে এ দেখি এসব বুঝে। তারপরে তিনি স্বীয় সহধর্মিণীগণকে ডেকে বলে দেন– সে যেন আর তোমাদের কাছে না আসে। এরপর তার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গৃহে আসা বন্ধ হয়ে যায়।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর সূত্রে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ অবরোধ করেন; কিন্তু তাদের থেকে কিছুই অর্জন করতে পারেননি। তখন তিনি বললেন, আমরা ইনশাআল্লাহ্ আগামী কাল ফিরে যাব। সাহাবীগণের কাছে ফিরে যাওয়াটা খুব বেদনাদায়ক মনে হল। তারা বলে ফেললেন আমরা এভাবে ফিরে চলে যাব, তায়েফ জয় করবো না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "ঠিক আছে আগামী কাল সকালে তোমরা যুদ্ধ করবে।" পরের দিন সকালে যুদ্ধ করলে মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু লোক আহত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় বললেন ঃ "আগামী কাল ইনশাআল্লাহ্ আমরা এখান থেকে ফিরে যাব।" এবার কথাটি সাহাবীদের কাছে খুবই মনঃপূত হলো। তাঁদের অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হেসে দিলেন। সুফিয়ানের কোন কোন বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসলেন। ইমাম মুসলিম এ হাদীছ সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সূত্রের উল্লেখ আছে। বুখারীর বিভিন্ন সংস্করণে সূত্রের বিভিন্নতা আছে। এক মুদ্রণে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

ওয়াকিদী বলেন ঃ আমার নিকট কাছির ইব্ন যায়দ ইব্ন ওয়ালিদ ইব্ন রাবাহ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তায়েফের অবরোধ কাল যখন পনের দিন অতিক্রম করে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নওফল ইব্ন মুআবিয়া দুয়ালীর নিকট পরামর্শ চেয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে নওফল! এখানে অবস্থান আরও বৃদ্ধির ব্যাপারে তোমার মত কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শৃগাল গর্তের মধ্যে আছে। আপনি অবস্থান দীর্ঘ করলে ধরা পড়বে; আর যদি পরিত্যাগ করেন, আপনার কোন ক্ষতি নেই।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, ছাকীফ গোত্রকে অবরোধ কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-কে বলেছিলেন ঃ হে আবূ বকর! আমি স্বপ্নে দেখি, মাখন ভর্তি একটি পেয়ালা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। কিন্তু একটি মোরগ তাতে ঠোকর দেওয়ায় সবটুকু মাখন নীচে পড়ে গেছে। আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আমার ধারণা, এদের থেকে আপনি যা পেতে

আশা করেন, এ যাত্রায় তা আপনি পাবেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমারও তাই মনে হয়। রাবী বলেন, উছমান ইব্ন মাযঊন (রা)-এর স্ত্রী খাওলা বিন্ত হাকীম সালামিয়া (রা) রাসূল (সা)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয় দান করেন, তা হলে আপনি আমাকে বাদিয়া বিন্ত গায়লন ইব্ন সালমার অলংকারগুলো কিংবা ফারিআ বিন্ত আকীলের অলংকারগুলো প্রদান করবেন। এরা ছিল ছাকীফ গোত্রের সমস্ত মহিলাদের মধ্যে অধিক অলংকারের অধিকারিণী। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন ঃ হে খাওলা ! ছাকীফ গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি যদি আমাকে দেওয়া না হয় ? এ কথা শুনে খাওলা বের হয়ে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে কথাটা প্রকাশ করলেন। উমর (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! খাওলা আমার কাছে এরূপ কিছু কথা বলেছে এবং সে জানিয়েছে যে, আপনি তাকে তা বলেছেন ? তিনি বললেন, আমি তা বলেছি। উমর (রা) বললেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি ? তিনি বললেন, না। উমর (রা) বললেন, তবে কি আমি চলে যাওয়ার ঘোষণা দিব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর (রা) সেখান থেকে সবকিছু গুটিয়ে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। লোকজন যখন যাত্রা শুরু করলো তখন সাঈদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উসায়দ ইব্ন আবূ আমর ইব্ন ইলাজ উচ্চস্বরে বলে উঠলো, শুনো। এ গোত্রটি স্থায়িত্ব পেল। তখন উয়ায়না ইব্ন হিসন বললো, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম! এরা সম্ভ্রান্ত মর্যাদাশীল সম্প্রদায়। তখন জনৈক মুসলমান উয়ায়নাকে বললো, হে উয়ায়না ! আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রক্ষা পেয়ে তুমি মুশরিকদের প্রশংসা করছো ? অথচ তুমি এসেছিলে তাঁকে সাহায্য করতে ? উয়ায়না বললো, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি তোমাদের সাথে থেকে ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে লড়তে আসেনি; বরং আমি এ উদ্দেশ্যে এসেছিলাম যে, মুহাম্মাদ যদি তায়েফ জয় করতে পারেন তবে আমি ছাকীফ গোত্রের একটি মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তার সাথে মিলিত হবো। হয়তো তার গর্ভে আমার একটা পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করবে। কেননা, ছাকীফ গোত্রের সন্তানরা প্রখর মেধা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ইব্ন লাহী'আ আবুল আসওয়াদের সূত্রে উরওয়া থেকে খাওলা বিনত হাকীমের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য ও উমর (রা)-এর যাত্রা অনুমতি সম্পর্কিত বর্ণনার পর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকজনকে তাদের বাহন ঘাস খাওয়ানোর জন্যে ছেড়ে না দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। সকাল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে সংগে নিয়ে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে তিনি দু'আ করেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! তুমি ওদেরকে সঠিক পথ দেখাও এবং তাদের দায় দায়িত্ব থেকে আমাদেরকে মুক্ত কর।" ইমাম তিরমিযী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উছমান ইব্ন খায়ছামের সূত্রে আবুয যুবায়র জাবির থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবীগণ আরয করেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ছাকীফ গোত্রের তীর আমাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে, আপনি তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্ ! ছাকীফ গোত্রকে আপনি হিদায়ত করুন।' তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান গরীব পর্যায়ের। ইউনুস, ইব্ন ইসহাক থেকে - - - - আলিমদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তায়েফবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রিশ দিন কিংবা প্রায় তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। তারপর অবরোধ উঠিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি যথা সময়ে মদীনা চলে আসেন। পরবর্তী রমযান মাসে

তায়েফ থেকে একদল প্রতিনিধি এসে তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। নবম হিজরীর রমযান মাসের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

তায়েফ যুদ্ধে যারা শহীদ হন

ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা মতে তায়েফ যুদ্ধে যে সব মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন, নিম্নে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হল ঃ

- কুরায়শ গোত্রের সাঈদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস ইব্ন উমাইয়া।
- বনূ উমায়া ইব্ন আসাদ ইব্ন গাওছের মিত্র উরফাতা ইব্ন হুবাব।
- আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি একটি তীরবিদ্ধ হন। তারই প্রতিক্রিয়ায় মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর তিনি ইনতিকাল করেন।
- মাখযূম গোত্রের আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা আল-মাখযূমী। এ যুদ্ধে তিনিও তীরবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।
- বনূ আদীর মিত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রাবীআ।
- সাহম গোত্রের সাইব ইব্ন হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদী আস-সাহমী এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্।
- বনূ সা'দ ইব্ন লায়ছ গোত্রের জুলায়হা ইব্ন আবদুল্লাহ্।

আনসারদের মধ্য থেকে শহীদ

- খাযরাজ গোত্রের ছাবিত ইব্ন জাযা' আসলামী।
- মাযিন গোত্রের হারিছ ইব্ন সাহল ইব্ন আবূ সা'সা' আল-মাযিনী।
- বনূ সাঈদার মুনযির ইব্ন আবদুল্লাহ্।
- আওস গোত্রের শুধুমাত্র রুকায়ম ইব্ন ছাবিত ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন যায়দ ইব্ন লাওযান ইব্ন মুআবিয়া।

সুতরাং তায়েফ যুদ্ধে মোট বারজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন কুরায়শ গোত্রের চারজন আনসার সম্প্রদায়ের এবং একজন বনূ লায়ছ গোত্রের। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইব্ন ইসহাক বলেন, তায়েফের যুদ্ধ ও অবরোধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বুজায়র ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ সুলমা হুনায়ন ও তায়েফ স্মরণে নিম্নোক্ত কবিতা বলেন ঃ

كانت علالة يوم بطن حنين ... وغداة اوطاس ويوم الابرق

جمعت باغواء هوازن جمعها ... فتبددوا كالطائر المتمزق

لم يمنعوا منا مقاما واحدا ... الا جدارهم وبطن الخندق

ولقد تعرضنا لكيما يخرجوا ... فاستحصنوا منا بباب مغلق

ترتد حسرانا الى رجراجة ... شهباء تلمع با لمنايا فيلق

ململومة خضراء لوقذ فوا بها　　حصنا لظل كانه لم يخلق

مشى الضراء على الهراس كاننا　　قدر تفرق فى القياد ويلتقى

فى كل سابغة اذا ما استحصنت　　كالنهى هبت ريحه المترقرق

جدل تمس فضو لهن نعالنا　　من نسج داود وآل محرق

"হুনায়ন উপত্যকায় আওতাসের সকালে ও বিদ্যুৎ চমকানোর দিনে (তায়েফ) যুদ্ধগুলো একটার পর একটা আসতে থাকে।

ভ্রষ্টতাবশতঃ হাওয়াযিন এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করে। কিন্তু তারা ছত্রভংগ হয়ে যায়, যেমন নীড়ভ্রষ্ট পাখীরা ছত্রভংগ হয়ে থাকে।

তারা আমাদের হাত থেকে একটা স্থানও রক্ষা করতে পারেনি, তাদের প্রাচীর ও গর্তের গহ্বর ব্যতীত।

আমরা তাদের সম্মুখে উপস্থিত হই, যাতে তারা বের হয়ে আসে। কিন্তু তারা দরজা বন্ধ করে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেয়।

পরে তারা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এলো এক বিরাট বাহিনীর দিকে যারা যুদ্ধে অতি পারদর্শী, যারা অনিবার্য মৃত্যুর সাথে সাক্ষাতের ইংগিত দেয়।

সবুজ বর্ণের পোশাকে আচ্ছাদিত সে বাহিনী। তাদেরকে যদি নিক্ষেপ করা হয় কোন দুর্গের উপর, তবে দুর্গের অবস্থা এমন হয়ে যায় যেন তার অস্তিত্বই ছিল না।

তাদের চলার সতর্কতা ছিল যেমন হিংস্র বাঘের পিঠে পিপীলিকা হেঁটে চলে। দূরত্বের পরিমাণ সমান রেখে যেন তারা অগ্রসর হয় ও মিলিত হয়।

তারা ছিল মযবুত বর্মে সজ্জিত। যখন তা সুদৃঢ়ভাবে বিন্যস্ত করা হয় তখন দেখতে জলাধারের মত মনে হয়। যার উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হলে ঢেউ খেলতে থাকে।

বর্মগুলো ভূমি পর্যন্ত ঝুলান। তার বাড়তি অংশ আমাদের জুতা স্পর্শ করে। আর এগুলো দাঊদ ও মুহাররিক পরিবারের হাতে নির্মিত।

আবূ দাঊদ উমার ইব্ন খাত্তাব আবূ হাফস - - - - আহমাস গোত্রের সাখর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সাখর এ সংবাদ দ শুনতে পেয়ে একদল অশ্বারোহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং তা জয় করতে পারেননি। তখন তিনি কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালা মেনে না নেয়া পর্যন্ত আমি এ দুর্গ ছেড়ে যাব না। প্রতিজ্ঞা মতে তিনি তাদের থেকে পৃথক হননি। যতক্ষণ না তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফায়সালা মেনে নেয়। এরপর সাখর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক পত্র লিখে জানান ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ছাকীফ গোত্রের লোকজন আপনার ফায়সালা মেনে নিয়েছে। আমি তাদেরকে নিয়ে আসছি। তারা আমার অশ্ববাহিনীতে আছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের জামায়াতের জন্যে আদেশ দেন। সালাত শেষ করে তিনি আহমাসের জন্যে দশটি দু'আ করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! আহমাস গোত্রের অশ্ববাহিনী ও পদাতিক বাহিনীর উপর আপনি বরকত নাযিল করুন। এরপর তিনি জনগণের সামনে আসেন

এবং মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর সাথে কথা বলেন। মুগীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সাখার আমার ফুফীকে বন্দী করেছে। অথচ তিনি অন্যান্য মুসলমানগণের মত ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাখারকে ডেকে বললেন ঃ কোন সম্প্রদায় যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপত্তায় এসে যায়। সুতরাং মুগীরার ফুফীকে তার কাছে দিয়ে দাও"। তখন সাখার তাকে মুগীরার কাছে ফিরিয়ে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ সুলায়মের জলাশয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং জলাশয় থেকে পালিয়ে যায়। সাখার বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ জলাশয়ের দায়িত্ব আমাকে ও আমার গোত্রকে দিবেন কি ?" তিনি বললেন, 'হ্যাঁ দিলাম'। এরপর সাখার সেখানে যান। এদিকে সুলায়ম গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। তখন তারা সাখারের কাছে এসে তাদের জলাশয় ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। কিন্তু সাখার তা দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে আরয করে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করে সাখারের কাছে এসে আমাদের জলাশয় ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করি। কিন্তু সাখার তা দিতে অস্বীকার করে"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "হে সাখার ! কোন সম্প্রদায় যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপত্তা লাভ করে। সুতরাং তুমি তাদের জলাশয় ফিরিয়ে দাও"। সাখার বললেন ঃ "জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র নবী ! আমি তাই করবো"। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকিয়ে দেখলাম সাখার একজন মহিলাকে ধরে আনায় ও জলাশয় আটকে রাখার কারণে লজ্জায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকের রঙ পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে গেছে। আবূ দাঊদ একাই এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদে মতভেদ আছে।

আমি বলি, আল্লাহ্র রহস্যময় কুদরাতের দাবী ছিল। ঐ বছর তায়েফ বিজয় না হওয়া। কেননা, এ সময় তায়েফ বিজিত হলে সেখানকার অধিবাসীরা হত্যার ব্যাপকতায় বিনাশ হয়ে যেত। কারণ, ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর পর তায়েফে গমন করেছিলেন, তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনের পক্ষে তাঁকে সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।ফলে অতি ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং কারনুছ ছায়ালিব না পৌঁছা পর্যন্ত স্বাভাবিক হতে পারেননি। এখানে পৌঁছে তিনি একখণ্ড মেঘ দেখতে পান। মেঘের মধ্যে ছিলেন জিবরাঈল (সা)। তিনি শুনতে পান, পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বলছেন ঃ "হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনার কওমের লোকেরা যা কিছু বলেছে এবং যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে সবই তিনি শুনেছেন। এখন আপনি যদি চান তবে আমি তাদের উপর দুটি পাহাড় দু দিক থেকে চেপে দিয়ে পিষে ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "বরং তাদের জন্য আমাকে আরও কিছু অবকাশ দিন। হতে পারে তাদের বংশে এমন লোক জন্ম নিবে যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুই শরীক করবে না"। সুতরাং তিনি যে অবকাশ চেয়েছিলেন সেই অবকাশের দাবী ছিলো ঐ বছর তায়েফ দুর্গ বিজিত না হওয়া। কেননা, বিজিত হলে হত্যার মাধ্যমে তারা নির্মূল হয়ে যেত। বরং বিজয় বিলম্বিত হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়, যাতে পরের বছর রমযান মাসে ইসলাম গ্রহণের জন্যে তারা মদীনায় আসতে পারে। কিছু পরেই এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ্।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন ও হাওয়াযিনের গনীমত বণ্টন

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পথ অতিক্রম করতে থাকেন এবং দাহনা হয়ে জিইর্রানায় উপনীত হন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবীগণ ও হাওয়াযিন থেকে প্রাপ্ত বহু সংখ্যক বন্দী। ছাকীফ গোত্র থেকে ফিরে আসার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক সাহাবী তাঁকে বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ওদের উপর অভিসম্পাত করুন"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! ছাকীফ গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদেরকে আমার নিকট এনে দিন"। রাবী বলেন, এরপর হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদল জিইর্রানায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। তখন তাঁর নিকট হাওয়াযিনের ছয় হাজার নারী ও শিশু বন্দী ছিল এবং উট ও মেষ ছিল অসংখ্য। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন আমর ইব্ন শু'আয়ব। অন্য রিওয়ায়তে ইউনুস ইব্ন বুকায়র। আমর ইব্ন শু'আয়ব তার পিতা হতে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুনায়ন যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। হাওয়াযিন গোত্র হতে প্রচুর সম্পদ ও বন্দী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্তগত হয়। তারপর হাওয়াযিনের একটি প্রতিনিধি দল জিইর্রানায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপরে বলে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা তো একই মূলের এবং একই জ্ঞাতিগোত্রের লোক। আমাদের উপর যে বিপর্যয় এসেছে তা আপনার অজানা নয়। সুতরাং আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন"। এ সময় তাদের এক মুখপাত্র আবূ সারদ যুহায়র ইব্ন সার্দ উঠে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই বন্দীশালায় রয়েছে আপনার ফুফু ও দুধমাতা যারা আপনাকে লালন পালন করেছে। আমরা যদি ইব্ন আবূ শিমার কিংবা নু'মান ইব্ন মুনযিরের উপর নুন নেমকের অনুগ্রহ করতাম, তারপর তাদের পক্ষ থেকে আমাদের উপর আঘাত আসতো যেমনটি আপনার পক্ষ থেকে এসেছে– তবে আমরা তাদের দয়া ও করুণার আশা করতাম। আর আপনি তো আল্লাহ্র রাসূল, লালিত-পালিতদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তারপর সে কবিতায় বললো ঃ

امنن علينا رسول الله فى كرم   فانك المرء نرجوه وننتظر

امنن على بيضة قد عاقها قدر   ممزق شملها فى دهرها غير

ابقت لنا الدهر هتافا على حزن   على قلوبهم الغماء والغمر

ياخير طفل ومولود ومنتجب   فى العالمين اذا ما حصل البشر[১]

ان لم تداركها نعماء لتنشرها   يا ارجح الناس حلما حين يختبر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها   اذ فوك تملؤه من محضها الدرر

امنن على نسوه قد كنت ترضعها[২]   واذ يزنيك ما تأتى و ما تذر

لا تجعلنا كمن شالت نعامته   واستبق منا فانا معشر زهر

انا لنشكر الاء وان كفرت   وعندنا بعد هذا اليوم مدخر

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাদের উপর করুণা ও অনুগ্রহ করুন। কারণ, আপনি এমন মহান ব্যক্তি যার নিকট আমরা অনুগ্রহ পাওয়ার আশা রাখি ও তার প্রতীক্ষায় থাকি।

সেই কবিলার উপর আপনি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, ভাগ্য যাদেরকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। আর কালের বিবর্তন যাদের আচ্ছাদন ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে।

কালের গতি আমাদেরকে হতাশায় চিৎকার করার জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের অন্তরে দুঃখ-দুর্দশা ও হিংসা ছড়িয়ে রয়েছে।

হে বিশ্ব জাহানের সর্বোত্তম সন্তান ও মহোত্তম ব্যক্তি ! কোন মানুষ আপনার ন্যায় গুণান্বিত নয়।

আপনি যদি অনুগ্রহ দ্বারা তাদের তদারকী না করেন তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। হে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ! পরীক্ষার ক্ষেত্রে যিনি অধিক ধৈর্যশীল হিসেবে উত্তীর্ণ।

সে সব মহিলার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন, যাদের দুধ আপনি পান করেছেন। তাদের খাঁটি দুধ আপনি মুখভরে তৃপ্তিসহ পান করতেন।

ঐ সব নারীদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করুন, যাদের বুকের দুধ আপনি পান করেছিলেন। আর যখন আপনার কাছে সংকীর্ণ হয়ে আসতো যা আসতো ও যা ফিরে যেতো।

আমাদেরকে তাদের মত করে দিবেন না যারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আপনার অনুগ্রহ আমাদের প্রতি অব্যাহত রাখুন। আমরা অভিজাত ও কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়।

আমরা দয়া ও অনুগ্রহ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং আজকের দিনের পরেও এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের মধ্যে অব্যাহত থাকবে।"

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমাদের নিকট তোমাদের নারী ও সন্তানগণ অধিক প্রিয়, না তোমাদের সম্পদ ? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাদেরকে সন্তান-নারী ও সম্পদের মধ্যে কোন্‌টি অধিক প্রিয় তা বাছাই করার ইখতিয়ার দিচ্ছেন ? এর জবাবে আমাদের

---

১. এ পংক্তিটি এবং এছাড়া আরও তিনটি পংক্তি সুহায়লীর বর্ণনায় অতিরিক্ত।

২. সুহায়লীর বর্ণনায় এ লাইনটি উল্লেখ আছে নিম্নরূপ ঃ

اذا كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها

'শিশুকালে আপনি তার দুধ পান করেছিলেন।'

বক্তব্য হচ্ছে, "আমাদের সন্তান ও নারীরাই আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমার ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের অধিকারে যারা আছে তাদেরকে তোমাদের দিয়ে দিলাম। আর আমি যখন সবাইকে নিয়ে সালাত শেষ করবো তখন তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে– আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে সকল মুসলমানের নিকট এবং সকল মুসলমানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমাদের নারী ও সন্তানদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার সুপারিশের আবেদন জানাচ্ছি। ঐ সময় আমি আমার অধিকারভুক্তদেরকে তোমাদের দিয়ে দিব এবং অন্যদেরকেও দেয়ার জন্যে সুপারিশ করবো"। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যুহরের সালাত আদায় করলেন, তখন তারা দাঁড়িয়ে সেই আবেদন করলো যা তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আমার ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের অধিকারে যারা আছে তাদেরকে তোমাদের দেওয়া হলো"। তখন মুহাজিরগণ বললেন, "আমাদের অধিকারে যারা আছে তারা তো রাসূলুল্লাহ্‌রই"। এরপর আনসারগণ জানালেন, আমাদের করায়ত্তে যারা আছে তারাও রাসূলুল্লাহ্‌র জন্যে। আক্‌রা' ইব্‌ন হাবিস উঠে বললো ঃ "আমি ও বনূ তামিম এতে একমত নই"। উয়ায়না বললো, "আমি ও বনূ ফাযারা এতে রাজি নই"। আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস সুলামী বললো, আমার ও বনূ সুলায়মেরও সেই কথা। তখন বনূ সুলায়ম প্রতিবাদ করে বললো, "না, বরং আমাদের ভাগে যারা আছে তারাও রাসূলুল্লাহ্‌র জন্যে"। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস বনূ সুলায়মকে বললো, "তোমরা আমাকে দুর্বল করে দিলে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তোমাদের মধ্যে যারা এই বন্দীদের অংশ রেখে দিতে চাও, তাদেরকে প্রতিটি বন্দীর পরিবর্তে আগামী প্রথম যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে ছয়গুণ বেশী দেওয়া হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের এসব বন্দী নারী ও শিশুদেরকে ওদের কাছে ফিরিয়ে দাও"। এরপর তিনি সাওয়ারীতে আরোহণ করে সেখান থেকে যাত্রা করেন। অন্যান্য সাথীরা তাঁর অনুসরণ করে চলেন। পিছন থেকে তারা দাবী জানাতে থাকে– ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালগুলো আমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। এ কথার চাপ দিতে দিতে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেল। এক পর্যায়ে তাঁর গায়ের চাদর পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে গেল। তিনি বললেন, " লোকেরা ! তোমরা আমার চাদর ফিরিয়ে দাও। যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম ! গোটা তিহামা অঞ্চলে যত বৃক্ষ আছে, সেই পরিমাণ গনীমতের মাল যদি আমার হাতে থাকে, তবে তার সবগুলোই তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিব। এ ব্যাপারে আমাকে কৃপণ, ভীত ও মিথ্যাবাদী পাবে না। এরপর তিনি একটি উটের কাছে যান এবং তার কুঁজ থেকে একটি পশম নিয়ে হাতের দু'আংগুলের মধ্যে রেখে উপরে হাত উঠিয়ে বলেন ঃ লোকসকল! তোমাদের গনীমতের মালের মধ্যে, এমন কি এই সামান্য পশমের মধ্যেও এক পঞ্চামংশ (খুমুস) ব্যতীত আমার কোন অধিকার নেই। আর সেই খুমুসও পরে তোমাদের মধ্যেই বণ্টন হয়ে যায়। সুতরাং তোমাদের কাছে সুই-সুতা থাকলে তাও জমা দিয়ে দাও। কেননা, গনীমতের মাল খিয়ানতকারী কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা আগুন ও কলংকের সম্মুখীন হবে"। এ কথা শুনে জনৈক আনসারী এক তোড়া পশমের সুতা হাযির করে বললো– ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আমার উটের পিঠে জখম ঢাকার গদি সেলাই করার জন্যে এটি নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এগুলোর মধ্যে আমার প্রাপ্য অংশ তোমাকে দিয়ে দিলাম। তখন আনসারী লোকটি বললেন, এ সামান্য বিষয়টি যখন এতই জটিল স্তরে পৌঁছে গেছে তখন এর কোন

প্রয়োজন আমার নেই। এ কথা বলে তিনি হাত থেকে সুতার তোড়াটি ফেলে দিলেন। বর্ণনার এ ধারা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমতের মাল বণ্টনের পূর্বেই হাওয়াযিনদের কাছে তাদের বন্দীদের ফেরত দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের মতও তাই। কিন্তু মূসা ইব্‌ন উকবা ও অন্যান্যরা ভিন্ন মত পোষণ করেন।

সহীহ্ বুখারীতে লায়ছ এর সূত্রে - - - - মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম থেকে বর্ণিত যে, হাওয়াযিনের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যখন তাদের লুণ্ঠিত মালামাল ও নারীদের ফেরত দেয়ার প্রার্থনা করে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে যান এবং তাদেরকে বলেন ঃ "আমার সাথে যে সব লোক আছে তাদেরকে তোমরা দেখছো। আর সত্য কথাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। সুতরাং তোমরা দু'টির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ কর– হয় বন্দী, না হয় মাল। আমি তো তোমাদের জন্যে দেরী করছিলাম"। বর্ণনাকারী বলেন, তায়েফ থেকে ফিরার পথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিনদের কেউ আসে কিনা, সে জন্যে দশ দিনেরও অধিক কাল অপেক্ষা করেন। অবশেষে তাদের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মাল ও বন্দীর যে কোন একটির বেশি ফেরত দেবেন না, তখন তারা বললো, আমরা বন্দীদের ফেরত নিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মুসলমানদের সম্মুখে দাঁড়ালেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, "দেখ, তোমাদের ঐ সব হাওয়াযিন ভায়েরা তাওবা করে এসেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাদের বন্দীদেরকে তাদের কাছে ফেরত দিব। যার নিকট এ সিদ্ধান্ত মনঃপূত হবে সে যেন তাই করে। আর যে চাইবে আগামীতে আল্লাহ্ আমাকে প্রথম যে গনীমত দিবেন তা থেকে তাকে এর বিনিময় দেওয়া হবে, তবে সে যেন তাই করে"। উপস্থিত লোকজন বললো– ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা খুশীমতে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "আমি স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারছি না কে এ সিদ্ধান্ত মেনে নিল, আর কে মেনে নিল না। তোমরা বরং তোমাদের বিজ্ঞজনদের সাথে আলোচনা করে মতামত ব্যক্ত কর। তারা আমার কাছে তোমাদের মতামত জানাবে"। তখন তারা গিয়ে তাদের বিজ্ঞজনদের সাথে বসে আলোচনা করে মতামত দিল। পরে বিজ্ঞজনেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে জানাল যে, তারা খুশীমনে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে এবং বন্দী ফেরত দেয়ার অনুমতি দিয়েছে। এই হলো হাওয়াযিনদের বন্দী সম্পর্কে কথা– যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। ইমাম বুখারী আকরা' ও উয়ায়নার বাধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন। কিন্তু হাদীছের নীতিমালা অনুযায়ী কোন কিছুর প্রমাণকারী হাদীছ ঐ বিষয়ে নেতিবাচক হাদীছের উপর যখন প্রাধান্য পায়, তখন যে হাদীছ প্রমাণ বা অস্বীকার কোনটিই নেই– বরং নীরব, তার তো প্রশ্নই উঠে না।

ইমাম বুখারী যুহরীর সূত্রে - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ইম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। তখন লোকজন তাঁর সাথে হুনায়ন থেকে ফিরে আসছিল। এ সময় মূর্খ বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গনীমত বণ্টনের জন্যে ভীষণভাবে চাপ দিচ্ছিল। এমনকি তারা তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে একটি গাছের কাছে নিয়ে যায় এবং তাঁর চাদর টেনে নেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা আমার চাদর

ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এ কাঁটা গাছের কাঁটার সমসংখ্যক গনীমত থাকে, তবে তার সবই তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিব। এ ব্যাপারে আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক ও ভীত কোনটাই পাবে না। এটি বুখারীর একক বর্ণনা।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ ওয়াজরা ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দ সা'দী আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে একটি বাঁদী দিয়েছিলেন। তার নাম ছিল রীতা বিনত হিলাল ইব্ন হাইয়ান ইব্ন উমায়রা। তিনি উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কেও একটি বাঁদী দেন। তার নাম যায়নাব বিন্ত হাইয়ান ইব্ন আমর ইব্ন হাইয়ান। এ ছাড়া তিনি হযরত উমর (রা)-কেও একটি বাঁদী দেন। উমর (রা) তাঁর সে বাঁদীটিকে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে দান করেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ নাফি' আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে জানিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, বাঁদীটিকে আমি আমার মাতুলালয় বনূ জুমাহ্ গোত্রে পাঠিয়ে দিই। উদ্দেশ্য তারা তাকে পরিপাটি ও প্রস্তুত করে রাখবে। আমি বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করে সেখানে যাব। আমার ইচ্ছা, যখন সেখানে যাব তখন তার সাথে মিলিত হবো। মসজিদের কাজ শেষ করে যখন আসলাম, তখন দেখি লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা জানালো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নারী ও শিশুদের ফেরত দিয়েছেন। আমি বললাম, তোমাদের সেই মেয়েটি তো জুমাহ গোত্রে রয়েছে। তোমরা গিয়ে তাকে নিয়ে নাও। তখন তারা সেখানে গিয়ে তাকে নিয়ে নেয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ উয়ায়না ইব্ন হিসনের ঘটনা হল, সে হাওয়াযিন গোত্রের এক বৃদ্ধা মহিলাকে করায়ত্ব করে। যখন সে তাকে করায়ত্ব করে তখন বলে, আমি তো এক বৃদ্ধাকে পেয়েছি। তবে আমার ধারণা, গোত্রের মধ্যে তার বিশেষ বংশীয় মর্যাদা রয়েছে। আশা করি তার মুক্তিপণের পরিমাণ অধিক হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ছয়গুণ বেশি অংশ দেয়ার অংগীকারের বিনিময়ে বন্দী ফেরত দিচ্ছিলেন, তখন সে তাকে ছয়গুণের বিনিময়ে দিতে অস্বীকার করে। যুহায়র ইব্ন সারদ তাকে বললো, ছয়গুণ নিয়েই তাকে দিয়ে দাও। আল্লাহ্‌র কসম ! এর মুখমণ্ডল কমনীয় নয়। স্তন উন্নত নয়, পেট সন্তান ধারণের যোগ্য নয়, তার স্বামী দুঃখিত নয়, দুধও পর্যাপ্ত নয়। আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি এমন কোন সুন্দরী রূপসীকে পাওনি বা মধ্য বয়সী কোমল দেহের যুবতীকে লাভ করনি। তখন সে ছয়গুণের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দিল।

ওয়াকিদী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিইর্‌রানায় গনীমতের মাল বণ্টন করেন। তাতে প্রত্যেকে চারটি করে উট ও চল্লিশটি করে বকরী ভাগে পায়। সালমা মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুনায়ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বলেছে যে, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি একটি উষ্ট্রীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমার পায়ে ছিল এক জোড়া মোটা জুতা। পাশে যাওয়ার সময় আমার উটনী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এব উটনীকে ধাক্কা দেয়। ফলে আমার জুতার এক পাশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়ের গোছায় লেগে যায়। এতে তিনি ব্যথা পান এবং আমার পায়ে ছড়ি দিয়ে আঘাত করেন এবং বলেন, তুমি আমাকে ব্যথা দিয়েছো, আমার থেকে পেছনে সরে দাঁড়াও। তখন আমি সেখান থেকে ফিরে চলে আসি। পরের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে খোঁজ করেন। আমি ভাবলাম, গতকাল আমি তাঁর পায়ে যে ব্যথা দিয়েছিলাম, সে জন্যেই আজ আমাকে

খুঁজছেন। তাই আমি মনে আশা নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, গতকাল তুমি আমার পায়ে ব্যথা দেওয়ায় তোমার পায়ে আমি ছড়ি দিয়ে আঘাত করেছিলাম। তার বদলা দেয়ার জন্যে তোমাকে আজ ডেকে এনেছি। একটি কোড়া মারার বদলা স্বরূপ তিনি আমাকে আশিটি উট প্রদান করলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিনদের বন্দী ছেড়ে দিয়েছিলেন গনীমতের বণ্টন করার পর। ঘটনার আগ-পাছ বিবেচনা করলে তাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক তার পিতা থেকে তার দাদার সূত্রে আমর ইব্ন শুআয়বের যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গনীমত বণ্টনের পূর্বেই তিনি হাওয়াযিনদের নিকট বন্দী ফিরিয়ে দেন। আর সে কারণেই যখন তিনি বন্দী ফেরত দিলেন এবং সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন তখন বেদুঈনরা তাঁর পিছনে লেগে গেল এবং বলতে থাকলো– আমাদেরকে গনীমতের মাল বণ্টন করে দিন। তারা তাঁকে এক বাবলা গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরলো এমন কি তাঁর গায়ের চাদরও টেনে নেওয়া হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "লোকেরা, তোমরা আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও"। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম ! তোমাদের গনীমতের পরিমাণ যদি এই কাঁটা গাছের কাঁটার সম সংখ্যকও হয় তবু সবগুলোই তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিব। এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীত বা মিথ্যুক পাবে না"। ইমাম বুখারী জুবায়র ইব্ন মুত্ইম থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবস্থা দৃষ্টে তাদের মনে যেন এই সন্দেহ জাগছিলো যে, হাওয়াযিনদের বন্দীগুলোকে যেভাবে ছেড়ে দেওয়া হল, সেভাবে মালামালও তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিবেন। সে কারণেই তারা গনীমত বণ্টন করার দাবী জানাচ্ছিল।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিইর্রানা নামক জায়গায় আল্লাহর নির্দেশমত গনীমতের মাল বণ্টন করেন। তবে গনীমত বণ্টনে তিনি কতিপয় লোককে কিছুটা অগ্রাধিকার দেন। বিভিন্ন গোত্রের সর্দার ও নেতৃস্থানীয় লোককে কিছু বেশী প্রদান করেন। এভাবে বণ্টন করায় কিছু সংখ্যক আনসারী অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁদের সাথে কথা বলেন এবং এরূপ করার মধ্যে তাঁর কি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তা ব্যক্ত করেন। মূলতঃ ঐসব সর্দারদের অন্তর আকৃষ্ট করার জন্যেই তিনি এরূপ করেছিলেন। কিছু সংখ্যক মূর্খ লোক এবং যুল-খুওয়ায়সারা সহ কতিপয় অভিশপ্ত খাওয়ারিজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ কাজের কঠোর সমালোচনা করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে। হাদীছের মধ্যেও এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আরিম-মু'তামির ইব্ন সুলায়মান - তার পিতা - সুমায়ত সাদূসী সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা মক্কা বিজয় করি, তারপর হুনায়নের যুদ্ধে যাই। সেখানে মুশরিকরা অতি উত্তম ব্যূহ রচনা করে। দেখলাম, তারা প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনীর ব্যূহ দাঁড় করিয়েছে, তার পিছনে রেখেছে পদাতিক বাহিনী, তারপরে রেখেছে মহিলাদের ব্যূহ। এরপরে মেষ ও সবশেষে রেখেছে উটের পাল। আনাস (রা) বলেন, আমরা সংখ্যায় ছিলাম অনেক, ছয় হাজার সৈন্য। আমাদের দক্ষিণ বাহুতে ছিল খালিদ ইব্ন ওয়ালিদের অশ্ব বাহিনী। এক পর্যায়ে আমাদের অশ্ব বাহিনী আমাদের পশ্চাতে এসে আশ্রয় নিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অশ্ব বাহিনী স্থান ত্যাগ করলো এবং অনেক পরিচিত লোকসহ বেদুঈনরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

পলায়ন করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চ আওয়াজে আহ্বান করলেন, "হে মুহাজিরগণ ! হে মুহাজিরগণ ! হে আনসার সম্প্রদায় ! আনাস (রা) বলেন, এটা তাঁর চাচা কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা উপস্থিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখ পানে অগ্রসর হলেন। আল্লাহ্র কসম ! আমরা শত্রুদের সম্মুখে না আসতেই আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা তখন গনীমতের এ মাল হস্তগত করি। এরপর আমরা তায়েফ যাই। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রাখি। তারপরে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করি। সেখানে অবতরণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমত বণ্টন করেন। কাউকে একশ উট দেন, কাউকে দেন দুইশ। এ দেখে আনসারগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন যে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদেরকে তিনি দিচ্ছেন। আর যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি তাদেরকে দিচ্ছেন না। এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় লোকদের তাঁর কাছে আসার জন্যে হুকুম দেন। তারপরে বলেন, এখন আমার কাছে আমার আনসারগণ (অথবা বলেছেন আনসারগণ) ব্যতীত কেউ যেন না আসে। আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা একটি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করি। আমাদের দ্বারা তাঁবু পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নবী করীম (সা) তখন বললেন ঃ "হে আনসার সম্প্রদায় ! (কিংবা যে শব্দে তিনি বলেছেন) আমার কাছে কী সংবাদ এলো" ? আনসারগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছে কী সংবাদ এসেছে " ? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে এ কী সংবাদ এলো ? তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কী সংবাদ এসেছে আপনার কাছে ? তিনি বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকেরা মাল সম্পদ নিয়ে যাবে, আর তোমরা যাবে আল্লাহ্র রাসূলকে সাথে নিয়ে এবং তাঁকে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাবে ? আনসারগণ বললো, "আমরা তাতেই রাযী আছি– ইয়া রাসূলাল্লাহ্ !" আনাস (রা) বলেন, রাসূলের কথায় তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে যান। কিংবা তিনি যে রকম বলেছেন)। ইমাম মুসলিমও এ হাদীছ মু'তামির ইব্ন সুলায়মান থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীছের মধ্যে কিছু অপরিচিত (غريب) দিক আছে। যেমন এ হাদীছে বলা হয়েছে যে, হাওয়াযিনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছয় হাজার ছিল। অথচ সে দিন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বার হাজার। এ হাদীছে তায়িফের অবরোধকাল চল্লিশ দিনের বলা হয়েছে। অথচ তায়িফের অবরোধ কাল ছিল প্রায় এক মাস বরং বিশ দিনের কম।

ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ হিশাম - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাওয়াযিন যুদ্ধে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যে পরিমাণ গনীমত দিতে ইচ্ছা করেছিলেন তা প্রদান করেন। তিনি তা থেকে কতিপয় লোককে একশ' করে উট দিতে লাগলেন। এ অবস্থায় আনসারদের কতিপয় লোক বলছিলেন, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে ক্ষমা করুন। তিনি কুরায়শদেরকে গনীমত দিচ্ছেন এবং আমাদের বাদ দিচ্ছেন ; অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনও ওদের রক্ত ঝরছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আনসারদের এ আলোচনার বিষয়টা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জানান হয়। তিনি তখন আনসারদের কাছে খবর পাঠিয়ে তাঁদেরকে একটি চামড়ার তাঁবুতে সমবেত করলেন। তাঁদের সাথে অন্য কাউকে ডাকেননি। সবাই জমায়েত হলে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্য থেকে এ কী কথা আমার কাছে এসে

পৌঁছেছে ?" জবাবে আনসারদের বিজ্ঞজনেরা বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কেউ কিছু বলেনি। তবে আমাদের মধ্যে অল্প বয়সী কিছু লোক বলেছে"। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে ক্ষমা করুন। তিনি কুরায়শদের দিচ্ছেন আর আমাদের বাদ রাখছেন। অথচ তাদের রক্ত এখনও আমাদের তলোয়ার থেকে ঝরছে"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "সদ্য কুফরী ত্যাগ করে আসা কিছু লোককে আমি অবশ্যই দিয়েছি। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, তাদের অন্তরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখা। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকজন যেখানে ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে। সেখানে তোমরা তোমাদের বাড়িতে আল্লাহ্‌র রাসূলকে নিয়ে যাবে ? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে জিনিস সংগে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে তা ঐ জিনিস অপেক্ষা অধিক উত্তম, যা সংগে নিয়ে এরা প্রত্যাবর্তন করবে"। আনসারগণ বলে উঠলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা সন্তুষ্ট আছি"। নবী করীম (সা) তাদেরকে বললেন, "অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে, লোকজন স্বজনপ্রীতিকে প্রাধান্য দিবে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। শেষ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সংগে মিলিত হবে। আমি সে দিন হাওজে কাওছারের পাশে থাকবো"। আনাস (রা) বলেন, কিন্তু আনসারগণ সে বিপর্যয়কালে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেননি। এই সূত্রে বুখারী একাই এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এছাড়া ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম, ইব্‌ন আওফ – হিশাম ইব্‌ন যায়দ – তাঁর দাদা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুনায়ন যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের সাথে মুকাবিলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহিনীতে ছিল দশ হাজার মুসলমান এবং মক্কা বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমার আতওতাভুক্ত 'তুলাকাগণ' (মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ)। যুদ্ধের প্রচণ্ডতার সময় 'তুলাকা'রা পিছটান দিয়ে ভেগে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'হে আনসার সম্প্রদায়' বলে আহ্বান করেন। আনসারগণ জবাব দিলেন, হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা হাযির আছি এবং আপনার সামনেই আছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সওয়ারী থেকে অবতরণ করে বলতে থাকেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। অবশেষে মুশরিকদের পরাজয় ঘটে। যুদ্ধ অবসানের পর তিনি মুহাজির ও তুলাকাদের মধ্যে গনীমতের সমস্ত মাল বণ্টন করে দেন। আনসারদের কিছুই দিলেন না। আনসাররা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে বলাবলি করতে থাকেন। তখন তিনি তাঁদেরকে একটি তাঁবুতে জমায়েত করে বলেন ঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকেরা উট ও বকরী নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা ফিরবে আল্লাহ্‌র রাসূলকে সংগে নিয়ে ? তারা বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আমরা অবশ্যই এতে সন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সমস্ত লোক যদি একটা উপত্যকা দিয়ে যায়। আর আনসাররা যায় একটি গিরিপথ দিয়ে, তাহলে আমি অবশ্যই আনসারদের গিরিপথ দিয়ে যাব।

বুখারীর বর্ণনায় এ সূত্রে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হুনায়ন যুদ্ধের দিন হওয়াযিন, গাতফান ইত্যাদি গোত্রসমূহ তাদের চতুষ্পদ গৃহ-পালিত জীব-জন্তু ও স্ত্রী-সন্তানসহ হাযির হয়। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিল দশ হাজার সৈন্য ও 'তুলাকা'-নও মুসলিমগণ। যুদ্ধ শুরু হলে তুলাকারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। তিনি একাকী দাঁড়িয়ে থাকেন। সে দিন তিনি পরপর দুবার আহ্বান জানান। প্রথমে ডান দিকে ফিরে

আহ্বান করেন, হে মুহাজির সম্প্রদায় ! তারা জবাব দিলেন, "আমরা হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সুসংবাদ নিন আমরা আপনার সাথেই আছি"। তারপরে তিনি বাম দিকে ফিরে আহ্বান করেন, "হে আনসার সম্প্রদায় ! তারা জবাবে বললো, আমরা হাযির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সুসংবাদ নিন, আমরা আপনার সাথে হাযির আছি"। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাদা রং এর খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে বলতে লাগলেন, "আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল"। অবশেষে মুশরিকরা যুদ্ধে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে প্রচুর গনীমত সংগৃহীত হয়। তিনি সমুদয় গনীমত মুহাজির ও 'তুলকা'দের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আনসারগণকে এর থেকে কিছুই প্রদান করেননি। তা দেখে কতিপয় আনসারী বলাবলি করলেন, যখন সংকট দেখা দেয় তখন তো আমাদের ডাকা হয় ; আর গনীমতের ভাগ দেওয়া হয় অন্যদেরকে (فقالت الانصار اذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا)। এ কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তিনি তখন আনসারদেরকে একটি তাঁবুতে সমবেত করে বললেন ঃ "হে আনসার সম্প্রদায় ! এ কী কথা আমার কাছে পৌঁছলো ?" কথা শুনে আনসারগণ সবাই নীরব থাকেন। এরপর তিনি বললেন ঃ "হে আনসার সম্প্রদায় ! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্য লোকেরা পার্থিব সামগ্রী সাথে নিয়ে চলে যাবে, আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে সংগে নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাবে" ? তারা বললেন, "জ্বী, হ্যাঁ আমরা তাতেই সন্তুষ্ট"। তিনি আরও বললেন ঃ "অন্যান্য সব লোক যদি একটি উপত্যকা দিয়ে যায়, আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে যায়, তবে আমি আনসারদের গিরিপথ দিয়েই যাব"। রাবী হিশাম বলেন, আমি আবূ হামযাকে জিজ্ঞেস করলাম "আপনি কি ঐ সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন"? আবূ হামযা বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে দূরে কোথায় থাকতাম" ? বুখারী ও মুসলিম উভয়েই শু'বা কাতাদা আনাস সূত্রে আরও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনসারদেরকে একত্রিত করে বলেছিলেন ঃ কুরায়শরা অতি সম্প্রতি জাহিলী ধর্ম ত্যাগ করে এসেছে এবং তারা বর্তমানে দুর্দশাগ্রস্থ। আমি চেয়েছি এ দুর্দশা লাঘব করতে ও তাদের মন জয় করতে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যরা দুনিয়া নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা তোমাদের বাড়িতে আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে" ? তারা বললেন, "জ্বী, হ্যাঁ, আমরা সন্তুষ্ট আছি "। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "অন্য সব লোক যদি একটা উপত্যকা দিয়ে যায়, আর আনসাররা যদি কোন গিরিপথ দিয়ে চলে, তবে আমি আনসারদের গিরিপথ দিয়েই যাব"। বুখারী ও মুসলিম এ হাদীছ শু'বা– আবুত তায়াহ্ ইয়াযীদ ইব্ন হুমায়দ– আনাস সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় আছে গনীমত বণ্টনের পর আনসাররা বলাবলি করছিলো যে, আল্লাহ্র কসম ! এটা অতি বিস্ময়কর বিষয় যে, আমাদের তরবারি এখনও যাদের রক্তে রঞ্জিত, তাদেরকেই দেয়া হচ্ছে গনীমত ? এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের সাথে কথা বলেন– যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আফ্ফান - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ান, উয়ায়না, আকরা', সুহায়ল ইব্ন আমরকে হুনায়ন দিবসে অন্যান্যদের সাথে গনীমত প্রদান করেন। এ দেখে আনসারগণ বলাবলি করছিলো– হে আল্লাহ্র রাসূল ! ওদের রক্ত এখনও আমাদের তরবারি থেকে ঝরে পড়ছে, অথচ তারাই দেখছি গনীমত নিয়ে যাচ্ছে ? এ কথা নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন তিনি আনসারদেরকে একটি তাঁবুতে

একত্রিত করেন। তাঁদের উপস্থিতিতে তাঁবু কানায় কানায় ভরে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কি তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ আছে "? তাঁরা জানালেন, অন্য কেউ নেই, তবে আমাদের ভাগ্নেরা আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "কোন কাওমের ভাগ্নেরা সে কওমেরই অন্তর্ভুক্ত"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি এই এই কথা বলেছো" ? তাঁরা বললেন "জ্বী হ্যাঁ বলেছি"। তিনি বললেন ঃ " তোমরা হচ্ছো আমার সেই প্রতীকতুল্য পোশাক যা দেহের সাথে সরাসরি মিশে থাকে। আর অন্যান্য লোক হচ্ছে সেই পোশাকের ন্যায়, যা আলগাভাবে দেহের উপরে ঝুলান থাকে (انتم الشعار والناس الدثار) ঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকজন উট বকরী সাথে নিয়ে যাবে। আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে সাথে নিয়ে তোমাদের বাড়ীতে যাবে ?" তারা বললেন, "জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সন্তুষ্ট"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "তোমরা আমার পরিবারভুক্ত ও নিরাপদ স্থান। সব লোক যদি উপত্যকা দিয়ে চলে, আর আনসাররা যদি গিরিপথ দিয়ে যায়, তা হলে আমি আনসারদের গিরিপথ দিয়েই যাব। "হিজরত না হলে আমি একজন আনসারীই হতাম"। রাবী বলেন, হাম্মাদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একশটি করে উট প্রদান করেন। যাদেরকে দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত সূত্রে এ হাদীছ ইমাম আহমদ একাই বর্ণনা করেছেন। তবে এটা মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী উত্তীর্ণ। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইব্ন আবূ আদী হুমায়দ- আনাস সূত্রে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ "হে আনসার সম্প্রদায় ! আমি কি তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসিনি, যখন তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট ? তারপরে আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, আমি কি তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসিনি, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এরপর আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন ? আমি কি তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসিনি, যখন তোমরা ছিলে একে অপরের শত্রু ? এরপর আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে আন্তরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন ?" তারা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি ঠিকই বলেছেন"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কেন এ কথা বলছো না যে, আপনি ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছিলেন, আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। আপনি বিতাড়িত হয়ে এসেছেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি অসহায় অবস্থায় এসেছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি"? জবাবে তারা বললেন. "বরং আমাদের উপরই রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুকম্পা ও অনুগ্রহ। এ হাদীছের সনদ ছুলাছী (মাত্র তিনজন বর্ণনাকারী) এবং বুখারী ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। সুতরাং আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণিত এ হাদীছটি মুতাওয়াতির হাদীছের মর্যাদার সমতুল্য। অন্যান্য সাহাবী থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন ঃ মূসা ইব্ন ইসমাঈল - আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, হুনায়ন দিবসে আল্লাহ যখন তাঁর রাসূল (সা)-কে গনীমত দান করেন, তখন তিনি ইসলামের দিকে মন আকৃষ্ট করার জন্যে মানুষের মধ্যে তা বণ্টন করে দেন। এ মাল থেকে আনসারদের কিছুই দেননি। অন্য লোকদের যা দিয়েছেন আনসারদের তা না দেয়ায় যেন তাঁদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ "হে আনসার সম্প্রদায় ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি ? যারপরে আল্লাহ্ আমার দ্বারা তোমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন ? তোমরা কি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলে না ? যারপরে আল্লাহ আমার সাহায্যে

তোমাদের মধ্যে ঐক্য দান করেছেন। তোমরা কি আর্থিক সংকটে ছিলে না ? যারপরে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে স্বচ্ছলতা প্রদান করেছেন।" তাঁরা জবাবে বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক ইহ্সানকারী"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "ইচ্ছা করলে তোমরা বলতে পারো– আপনি আমাদের কাছে এই এই অবস্থায় এসেছিলেন। তবে তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, অন্য লোকেরা বকরী ও উট সাথে নিয়ে যাবে, আর তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে সাথে করে তোমাদের বাড়িতে যাবে ? (اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم)। যদি হিজরাত অবধারিত না থাকতো, তা হলে আমি অবশ্যই একজন আনসারী লোক হয়ে থাকতাম। অন্যান্য লোকজন যদি কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে যায়, তবে আমি আনসারদের উপত্যকায় ও গিরিপথ দিয়েই যাবো। আনসার হচ্ছে প্রতীকতুল্য ভিতরের পোশাক ; আর অন্যরা বাইরের পোশাক। আমার পরে তোমরা শীঘ্রই স্বজনপ্রীতির প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। এরপর হাওজে কাওছারে আমার সাথে সাক্ষাৎ হবে"। ইমাম মুসলিম এ হাদীছ আমর ইব্ন ইয়াহ্য়া মাযিনীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইউনুস ইব্ন বুকায়র বলেন ঃ মুহাম্মাদ - ইব্ন ইসহাক - - - - আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হুনায়নের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রচুর গনীমত লাভ করেন। কুরায়শ ও অন্যান্য আরব গোত্রের লোকদের মধ্যে তিনি তা বণ্টন করে দেন– তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে। আনসারদেরকে এর থেকে কিছুই দেননি– কমও না বেশীও না। এতে আনসার সম্প্রদায় মনে মনে দুঃখিত হয়। এমন কি তাদের একজন বলে ফেললেন, "আল্লাহর কসম ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কওমের সাথে মিশে গেছেন"। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনসার সম্প্রদায় আপনার উপর মনক্ষুন্ন হয়েছে"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে তারা দুঃখ পেয়েছে। সা'দ (রা) বললেন, "গনীমত বণ্টনে, আপনি আপনার কওম ও সকল আরব গোত্রকে দিয়েছেন ; কিছু তা থেকে আনসারদের কিছুই দেননি"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "এ ব্যাপারে তোমার অবস্থা কি, হে সা'দ? সা'দ বললেন, আমি তো আমার কাওমেরই একজন।" তিনি বললেন, "তোমার কওমকে এই বেষ্টনীর মধ্যে একত্রিত কর এবং সবাই আসার পর আমাকে সংবাদ দিও"। সা'দ (রা) বেরিয়ে গিয়ে আনসারদের মধ্যে আওয়াজ দিলেন, এবং সেই ঘেরের মধ্যে তাঁদেরকে একত্রিত করলো। একজন মুহাজির এসে অনুমতি চাইলে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল। এরপর অন্যান্য আরও কিছু লোক আসলে সা'দ (রা) তাদেরকে ফেরত দেন। যখন আনসারদের সমস্ত লোক এসে গেলেন– কেউ অবশিষ্ট থাকলেন না, তখন সা'দ (রা) এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আনসার সম্প্রদায়ের সবাই এই স্থানে এসে জমায়েত হয়েছে, যে স্থানের কথা আপনি বলেছিলেন"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হলেন এবং তাঁদের মধ্যে এসে ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করেন এবং তাঁর উপযুক্ত গুণগান করলেন। তারপর বললেন ঃ "হে আনসার সম্প্রদায় ! আমি কি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসিনি, যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে ? তারপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সঠিক পথ দান করেন। তোমরা কি অভাব অনটনে ছিলে না ? পরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সচ্ছল করেছেন। তোমরা কি পরস্পর শত্রু ছিলে না ? আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাঁরা বললেন, "জ্বী হ্যাঁ অবশ্যই

তাই"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে আনসারগণ! তোমরা জবাব দিচ্ছ না কেন ? আনসারগণ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি বলবো ? কি জবাব দিব ? সমস্ত ইহসান ও অনুগ্রহ তো আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের" ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ্র কসম ! তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার, আর যদি তা বলো তবে সত্যই বলা হবে এবং যুক্তিগ্রাহ্য হবে। সে কথা এই যে, আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন বিতাড়িত হয়ে। আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি এসেছিলেন গরীব অবস্থায়। আমরা আপনাকে আর্থিক সহযোগিতা করেছি। আপনি ছিলেন ভীতিগ্রস্ত। আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। আপনি ছিলেন অসহায়। আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি"। জবাবে আনারগণ বললেন, "সব ইহসান ও অনুগ্রহ ও তাঁর রাসূলেরই"। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হে আনসারগণ ! তোমরা দুনিয়ার সামান্য জিনিসের জন্যে মনে দুঃখ পেয়েছো, যে জিনিস দিয়ে আমি এমন কিছু লোকের মন আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছি। যারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তোমাদেরকে ইসলামের সেই মহা অংশের উপর রেখে দিয়েছি যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে বণ্টন করেছেন। হে আনসারগণ ! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোকেরা তাদের বাড়িতে যাবে বকরী এবং উট নিয়ে, আর তোমরা তোমাদের বাড়িতে যাবে আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে। যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তার কসম ! সমস্ত লোক যদি একটা গিরিপথ দিয়ে চলে, আর আনসাররা ভিন্ন আর এক গিরিপিথ দিয়ে যায়, তবে আমি আনসারদের গিরিপথ দিয়েই যাবো। যদি হিজরত করা অবধারিত না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই আনসারদের একজন হয়ে থাকতাম। হে আল্লাহ্ ! আনাসারদের প্রতি আপনি রহম করুন ! তাদের সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের প্রতিও আপনি দয়া করুন"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনার পর আনসারগণ এমনভাবে কান্নাকাটি করলেন যে, তাদের দাঁড়ি ভিজে যায়। এ অবস্থায় তাঁরা বলতে থাকলেন, "আমাদের প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ্র উপর আমরা সন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমত যেভাবে বণ্টন করেছেন তাতে আমরা রাযী-খুশী"। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে চলে আসেন, আনসাররাও ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম আহমাদও এ হাদীছ ইব্ন ইসহাক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীছ গ্রন্থকারগণের কেউই উক্ত সূত্রে এটা বর্ণনা করেননি। অবশ্য এটির সনদ সহীহ। ইমাম আহমদ এ হাদীছ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র - - - - আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনসারদের এক ব্যক্তি তাঁর সাথীদেরকে বললেন ঃ "শুনো, আল্লাহ্র কসম ! আমি তোমাদের নিকট জানাচ্ছি যে, সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে, তবে জেনে রেখো, তিনি তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিয়েছেন"। রাবী বলেন, সাথীরা তার কথাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু এ কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তিনি তখন তাঁদের কাছে আসেন এবং এমন কিছু কথা বলেন যা আমার স্মরণ নেই। তারা জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, তোমরা ঘোড়ার উপর সওয়ার হতে পারতে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে যে কথাই বলতেন, তারা জবাবে বলতেন, "জ্বী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরপর গ্রন্থকার হাদীছের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেছেন। যেভাবে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই সনদেও ইমাম আহমদ একাই বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ এ হাদীছ আ'মাশ আবূ সালিহ্ আবূ সাঈদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি মূসা ইব্ন উকবা ইব্ন লাহীয়া আবুয যুবায়র জাবির (রা) সূত্রে এ হাদীছ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না - - - - রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনায়নের বন্দীদের মধ্য হতে যাদের মন আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন তাদের প্রত্যেককে একশ' করে উট দান করেন। তিনি আবূ সুফিয়ানকে দেন একশ' উট। সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে দেন একশ' উট। উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌নকে দেন একশ'টি। আকরা' ইব্‌ন হাবিসকে দেন একশ'টি। 'আলকামা ইব্‌ন 'আলাছাকে দেন একশ'টি। মালিক ইব্‌ন আওফকে দেন একশ'টি। কিন্তু আব্বাস ইব্‌ন মিরদাসকে দেন একশ'র কম। পাওয়ার ক্ষেত্রে সে উপরোক্তদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। তাই সে কবিতায় বললো ঃ

اتجعل نهبی ونهب العبيد بين عيينة والاقرع

فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فی المجمع

وما كنت دون امرء منهما ومن تخفض اليوم لا يرجع

وقد كنت فی الحرب ذا تُدْرَأَ فلم اعط شيئا ولم امنع

"আমার অংশ ও উবায়দ (কবির অশ্বের নাম)-এর অংশ কি আপনি উয়ায়না ও আকরাকে দিচ্ছেন।?

কিন্তু জেনে রাখুন, তাদের পিতা হিস্‌ন ও হাবিস কোন মজলিসে আমার পিতা মিরদাসের উপরে সম্মান পেত না।

আমি নিজেও ওদের দু'জনের নীচের লোক নই। কিন্তু আজ যাকে নীচে নামানো হচ্ছে সে আর উপরে উঠতে পারবে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে তো আমিই ছিলাম হিফাযতকারী। কিন্তু আমাকে তেমন কিছুই দেওয়া হলো না, আবার বঞ্চিতও রাখা হলো না।"

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে একশ'টি পূর্ণ করে দেন। ইমাম মুসলিম এ হাদীছ ইব্‌ন উয়ায়নার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত কবিতা বায়হাকী থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূসা ইব্‌ন উকবা, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ও ইব্‌ন ইসহাক এর বর্ণনায় নিম্নোক্ত কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

كانت نهابا تلافيتها بكرى على المهر فی الاجرع

وايقاظی الحی ان يرقدوا اذا هجع الناس لم اهجع

فاصبح نهبی ونهب العبيد بين عيينة والاقرع

وقد كنت فی الحرب ذا تدرى فلم اعظ شيئا ولم امنع

الا افايل اعطيتها عديد قوائمها الاربع

وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فی المجمع

وما كنت دون امرء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

"এই লুণ্ঠিত গনীমত তো উপার্জন করেছি আমি মরুভূমিতে ঘোড়ায় চড়ে আক্রমণ করে।

আমি জাগ্রত থাকার কারণে কবিলার লোক ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। অন্যান্য লোক যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখনও আমি ঘুমাই না।

এই ত্যাগের বদলায় বুঝি আমার হিস্যা ও আমার অশ্ব উবায়দের হিস্যা উয়ায়না ও আকরা'র মাঝে ভাগ হয়ে গেল?

আমি ছিলাম যুদ্ধের ময়দানে হিফাযতকারী সে কারণে আমাকে তেমন কিছু দেওয়াও হয়নি। আবার বঞ্চিত ও রাখা হয়নি।

আমি পেয়েছি কতগুলো দুর্বল জন্তু যেগুলোর পা চতুষ্টয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

অথচ উয়ায়নার পিতা হিস্ন এবং আকরার পিতা হাবিস কোন মজলিসেই আমার পিতা মিরদাসের উপর অধিক মর্যাদা পেত না।

আর আমি নিজেও ওদের দুজনের থেকে নীচে নই। তবে আজ যাকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হবে সে আর কখনও উপরে উঠবে না।

উরওয়া ও মূসা ইব্ন উকবা যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এ কবিতার কথা পৌঁছলে তিনি আব্বাস ইব্ন মিরদাসকে বললেন ঃ তুমিই কি বলেছো?

اصبح نهبى ونهب العبيد بين الاقرع وعيينة

"আমার হিস্যসা ও উবায়দের হিস্যসা বণ্টন হয়ে গেছে আকরা' ও উয়ায়নার মাঝে"?

আবূ বকর (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে কবিতাটা এভাবে বলেনি। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আপনি তো আর কবি নন। আর কবি হওয়া আপনার জন্যে শোভনীয়ও নয়"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে সে কিভাবে বলেছে"? তখন আবূ বকর (রা) কবিতাটি যথাযথ ভাবে পড়লেন (অর্থাৎ بين عيينة والاقرع) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ উভয়টি তো একই। দুজনের যার নামই আগে বলা হোক তাতে ক্ষতি কি? তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা দিলেন, "আমার পক্ষ থেকে তোমরা ওর জিহ্বা কেটে দাও"। এতে কিছু লোক ঘাবড়ে গেল যে, তাকে না বিকলাঙ্গ (মুছলা) করা হয়। বস্তুতঃ নবী করীম (সা) তাকে আরও কিছু দান করে কবিতা বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যেই এ কথা বলেছিলেন। আর উবায়দ হচ্ছে কবির ঘোড়ার নাম।

ইমাম বুখারী মুহাম্মাদ ইব্ন আলা - - - - আবূ মূসা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-এর কাছে ছিলাম। তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে জিইর্রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল (রা)। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দিয়ে এক বেদুঈন এসে বললো, "আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না"? তিনি তাকে বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ কর"। সে বললো, "এরূপ সুসংবাদ গ্রহণের কথা তো আপনি আমাকে অনেক বারই শুনিয়েছেন"। নবী করীম (সা) তখন রাগতভাবে আবূ মূসা ও বিলালের দিকে ফিরে বললেন, "সে তো সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করলো, এখন তোমরা দুজনে তা গ্রহণ কর"। এরপর তিনি পানি ভর্তি একটি পেয়ালা আনতে বলেন। পেয়ালা আনা হলে তিনি তাতে হাত-মুখ ধৌত করেন ও কুলি করে তাতে ফেলেন। তারপর বললেন, "তোমরা এ থেকে

পান কর ও বুকে-মুখে ছিটিয়ে দাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর"। তাঁরা পেয়ালা হাতে নিয়ে নির্দেশ মত কাজ সম্পন্ন করলেন। এ সময় পর্দার আড়ালে থেকে উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ "তোমাদের মায়ের জন্যে কিছু রেখে দিও"। তখন তারা তাঁর জন্যে কিছু রেখে দিলেন।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে হেটে চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল শক্ত পাড় বিশিষ্ট একটা নাজরানী চাদর। এ সময় এক বেদুঈন তাঁর কাছে এলো। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাদর ধরে জোরে টানতে লাগলো। এক পর্যায়ে আমি দেখি, জোরে টেনে নেয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাঁধের চামড়ায় চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। বেদুঈন বলছিলো, "আপনার কাছে আল্লাহ্র দেওয়া যে মাল আছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিন"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বেদুঈনের দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন।

হুনায়ন যুদ্ধের গনীমত থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাদেরকে একশ' করে উট দিয়েছিলেন, ইব্ন ইসহাক তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হলো ঃ আবূ সুফিয়ান সাখার ইব্ন হারব, তার পুত্র মুআবিয়া, হাকীম ইব্ন হিযাম, বনূ আবদুদ দার গোত্রের হারিছ ইব্ন কালদা, বনূ যোহরার মিত্র আলকামা ইব্ন আলাছা ছাকাফী, হারিছ ইব্ন হিশাম, জুবায়র ইব্ন মুত্ঈম, মালিক ইব্ন আওফ নাসরী, সুহায়ল ইব্ন আমর, হুআয়তাব ইব্ন আবদুল উয্যা, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া ও আকরা ইব্ন হাবিস।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার কাছে মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিছ তায়মী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক সাহাবী তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি উয়ায়না ও আকরা'কে একশ' একশ' করে দিয়েছেন। অথচ জুআয়ল ইব্ন সুরাকা জামরীকে কিছুই তো দেননি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "দেখ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর কসম ! জুআয়ল ইব্ন সুরাকা ভূ-পৃষ্ঠের উপর বসবাসকারী সকলের চাইতে একজন উত্তম লোক। উয়ায়না ও আকরার মতই। কিন্তু আমি এ দু'জনের মন আকৃষ্ট করতে চেয়েছি– যাতে এরা ইসলাম কবূল করে। আর জুআয়ল ইব্ন সুরাকার ইসলাম গ্রহণের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে"। এরপর ইব্ন ইসহাক সেসব লোকের নামও উল্লেখ করেছেন যাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একশ' থেকে কম দিয়েছেন। কিন্তু সে তালিকা অনেক দীর্ঘ।

সহীহ হাদীছে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন, "হুনায়নের গনীমত থেকে আমাকে কিছু দান করার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন আমার নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য। কিন্তু দান গ্রহণের পর থেকে আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতে তাঁর চাইতে অধিকতর প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নেই"।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মালিক ইব্ন আওফ নাসরীর আগমন

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাওয়াযিন প্রতিনিধিদের নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, মালিক ইব্ন আওফ কি করছে ? তারা জানায় যে, সে তায়েফে ছাকীফ গোত্রের সাথে আছে।

তিনি বললেন ঃ তাকে সংবাদ দাও। সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে আমার কাছে আসে তবে তার পরিবারবর্গ ও সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিব এবং অতিরিক্ত একশত উটও দিব। এ সংবাদ পেয়ে সে ছাকীফ গোত্র থেকে দ্রুত বের হয়ে জিইররানায় বা মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরে একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তার পরিবারবর্গ ও সম্পদ ফিরিয়ে দেন। এরপর যখন তাঁকে একশটি উট দেওয়া হয় তখন তিনি কবিতায় বলেন ঃ

ما ان رأيت ولا سمعت بمثله   فى الناس كلهم بمثل محمد

اوفى واعطى لجزيل اذا اجتدى   ومتى تشأ يخبرك عما فى غد

واذا الكتيبة عردت انيابها   بالسمهرى وضرب كل مهند

فكانه ليث على اشباله   وسط الهباءة خادر فى مرصد

"আমি তাঁর মত কাউকে দেখিওনি শুনিওনি সমগ্র মানবের মাঝে মুহাম্মাদের সদৃশ অন্য কেউ নেই।

কেউ যখন অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তখন তিনি তাকে পরিপূর্ণভাবে বিরাট অংকের সামগ্রী দান করে থাকেন। তুমি যখন চাইবে তিনি তখন তোমাকে আগামীতে যা ঘটবে তা বলে দিবেন।

যখন সৈন্যদল দাপটের সাথে প্রদর্শন করে তেজি উটের উপর থেকে তাদের বর্শা এবং হিন্দুস্তানের লোহার তৈরি তরবারি।

তখন তিনি সিংহের ভূমিকায় চলে আসেন, যে তার শাবকদের রক্ষার্থে গর্তের মুখে ঘাঁটিতে অবিচলিত থেকে অবস্থান করে।"

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে তার কওম থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের উপর শাসক বানিয়ে দেন। সেই সাথে ছুমালা সালমা ও ফাহম গোত্রকেও তাঁর অধীন করে দেন। এদেরকে সাথে নিয়ে তিনি ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। তাদের কোন কাফেলা বের হলেই তাদের উপর হামলা করতেন। এতে তাদের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে উঠে।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ মূসা ইব্ন ইসমাঈল - - - - আমর ইব্ন তাগলিব থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক দলকে গনীমত দেন, আর এক দলকে দেয়া থেকে বিরত থাকেন। এতে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। তখন তিনি বললেন, "আমি এমন এক দলকে দিয়েছি যাদের ক্ষুধা ও বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে আমি আশংকা বোধ করেছি। আর এমন এক কওমের উপর আমি আস্থা স্থাপন করেছি যাদের অন্তরে আল্লাহ্ কল্যাণ রেখেছেন এবং যারা মহানুভব। এ কওমেরই একজন আমর ইব্ন তাগলিব"। আমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্যে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তার বিনিময়ে বিপুল প্রাচুর্যও আমার কাছে প্রিয় নয়। আবূ আসিম জাবির হাসান– আমর ইব্ন তাগলিব সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাল অথবা বন্দী নিয়ে আসেন। তারপর তিনি এভাবে তা বণ্টন করে দেন। বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মালামাল নিয়ে আসেন ; কিংবা জিনিসপত্র নিয়ে আসেন। এরপর কিছু লোককে

তা দিলেন এবং কিছু লোককে বাদ রাখলেন। যাদেরকে বাদ রাখলেন, তাদের সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন যে, তাঁরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান প্রকাশ করেন। তারপর উপরোক্ত বর্ণনার মত কথা বলেন। বুখারী একাই এ হাদীস উক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হিশাম বলেন, আনসারদেরকে গনীমত থেকে বঞ্চিত করায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত বলেন ঃ

(ذر الهموم فما العين منحدر[১] سحا اذا حفلته غبرة دَرَرُ)
وجدا بشماء اذ شماء بهكنة هيفاء لا ذنَنٌ فيها ولا خور
دع عنك شماء اذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر
وائت الرسول وقل ياخير مؤتمن للمؤمنين اذ ما عدد البشر
علام تدعى سليم وهى نازحة قدام قوم هموا آووا وهم نصروا
سماهم اللّه انصارا بنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر
وسارعوا فى سبيل اللّه واعترضوا للنائبات وما خانوا وما ضجروا
والناس إلب علينا فيك ليس لنا الا السيوف واطراف القنا وزر
نجالد الناس لا نبقى على احد ولا نضيع ما توحى به السور
ولا تهز جناة الحرب نادينا ونحن حين تلظى نارها سعر
كما رددنا ببدر دون ما طلبوا اهل النفاق وفينا ينزل الظفر
ونحن جندك يوم النعف من احد اذ حزبت بطرا احزابها مضر
فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وكل الناس قد عثروا

"দুঃখ বেড়ে গেছে, চোখের পানি অঝোরে গড়িয়ে পড়ছে। সে পানি একত্রিত করছে অশ্রু নির্গমনের পথ"।

আমার এ দুঃখ শাম্মার জন্যে। শাম্মা তো সুঠাম দেহের অধিকারী, সরু কোমর বিশিষ্ট। তার মধ্যে নেই কোন নোংরামি, নেই কোন দুর্বলতা।

শাম্মার কথা এখন ছেড়ে দাও। কেননা, তার ভালবাসা ছিল ক্ষণিকের জন্যে। আর মিলন প্রত্যাশীর কাছে নিকৃষ্ট মিলন তো সেটাই– যা হয় ক্ষণিকের তরে।

তুমি বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাও এবং বল ঃ হে মু'মিনদের বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল ! যখন লোক গণনা করা হয়, তখন বনূ সুলায়মকে ডাকা হয় কিসের ভিত্তিতে, সেই সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় যারা এবং একমাত্র যারাই আশ্রয় দিল ও সাহায্য করলো ?

---

১. কোন কোন মুদ্রণে ذر الهموم ('দুঃখের কথা বাদ দাও') রয়েছে।

আল্লাহ্ই তাদের নাম দিয়েছেন আনসার (সাহায্যকারী) কারণ, তারা সত্য দীনের সাহায্য করেছে এমন সময় যখন যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

আল্লাহ্র পথে তারা অগ্রগামী। মুসীবত ও দুর্যোগের মুকাবিলা করেছে তারা। কখনও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, অস্থিরতাও দেখায়নি।

আপনার ব্যাপার নিয়ে মানুষ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আমাদের আর কোন উপায় থাকে না তলোয়ার ও বর্শার হাতল ছাড়া।

ঝাঁপিয়ে পড়া লোকদের সাথে আমরা যুদ্ধ করি। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড় দিই না। আর ওহীলব্ধ সূরা সমূহে যা আদেশ করা হয়েছে তার আমরা ব্যর্থ হতে দিই না।

যুদ্ধের অপরাধীরা আমাদের সমাবেশকে করেনা অপসন্দ। আমরা তখনই জ্বলে উঠি, যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে।

যে রকম আমরা প্রতিহত করে দিয়েছিলাম বদর যুদ্ধে মুনাফিকরা যা চেয়েছিলো তা। ফলে আমাদের মধ্যেই নেমে আসে জয়ের মালা।

আমরাই তো ছিলাম আপনার সৈনিক সেই যুদ্ধে যা সংঘটিত হয় উহুদ পর্বতের টিলার পাশে, যে দিন মুযার গোত্র গর্বভরে সংগ্রহ করেছিলো সে যুদ্ধের সৈন্যগণকে।

আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়িনি, দুর্বলও হয়ে যাইনি। আমাদের থেকে কোন পদস্খলন কেউ পায়নি, যখন অন্য সব লোকের পদস্খলন ঘটেছিলো।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ কুবায়সা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুনায়নের গনীমত বণ্টন করে দেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে উঠলো, "এ বণ্টনে তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেননি"। এ কথা শুনার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে কথাটি জানালাম। তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, "আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর প্রতি রহমত করুন। তাঁকে এ থেকেও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন"। ইমাম মুসলিমও এ হাদীছ আ'মাশ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন ঃ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ আবূ ওয়াইল সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, যখন হুনায়নের দিন গনীমত বণ্টনের সময় হলো, তখন নবী (সা) কতিপয় ব্যক্তিকে কিছু বেশী দিলেন। আকরা' ইব্ন হাবিসকে দিলেন একশ' উট। উয়ায়নাকেও দিলেন অনুরূপ (একশ' উট)। এভাবে আরও কিছু লোককে বেশি বেশি করে দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলে ফেললো, এ বণ্টনের মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি। রাবী বলেন, আমি বললাম, নবী করীম (সা)-কে অবশ্যই আমি এ কথা জানিয়ে দিব। (তারপর আমি তাঁকে কথাটি জানিয়ে দিলাম)। কথাটি শুনার পরে তিনি বললেন, "আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন"। বুখারীর এক বর্ণনায় কথাটি এভাবে আছে যে, এক ব্যক্তি বললো, "এ বণ্টনে ন্যায়-নীতি রক্ষিত হয়নি এবং এতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়নি"। রাবী বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম ! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবশ্যই জানিয়ে

দিব। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সে বিষয়ে অবহিত করলাম। কথা শুনে তিনি বললেন, "আর কে ন্যায়-নীতি রক্ষা করবে। যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ন্যায়-নীতি রক্ষা না করেন ? আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর সদয় হোন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেন"।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আবূ উবায়দা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আম্মার ইব্ন ইয়াসির আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন নওফলের আযাদকৃত গোলাম মিকসাম আবুল কাসেম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ও তালীদ ইব্ন কিলাব বেরিয়ে পড়লাম এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি তখন বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করছিলেন। তাঁর হাতে ঝুলানো ছিল তার জুতা। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হুনায়নের দিন তামীমী যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলছিলো, তখন কি আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন, "হ্যাঁ। বনূ তামীমের যুল খুওয়ায়সিরা নামক এক লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে দাঁড়ায়। তিনি তখন মানুষের মধ্যে গনীমত বণ্টন করছিলেন। লোকটি বললো, "হে মুহাম্মাদ ! আজ যা আপনি করেছেন, আমি তা দেখেছি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আচ্ছা ! তা তুমি কি দেখেছো" ? সে বললো, 'দেখলাম, আপনি ইনসাফ মত কাজ করেননি। এ কথা শুনে তিনি ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি বললেন, "ধিক্কার তোমাকে ; আমার কাছে যদি ইনসাফ না থাকে, তবে আর কার কাছে ইনসাফ থাকবে" ? তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কি তাকে হত্যা করবো না" ? তিনি বললেন, 'ছেড়ে দাও ওকে।' ভবিষ্যতে তার একটি দল হবে। যারা দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবে। শেষ পর্যন্ত তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়। যার ফলকে লক্ষ্য করলে কিছুই পাওয়া যায়না। তারপরে দণ্ডের দিকে দৃষ্টি দিলেও কিছু পাওয়া যায় না। এরপরে গোড়ার দিকে তাকালেও কিছু পাওয়া যায় না। অথচ তা গোবর ও রক্ত ভেদ করে বেরিয়ে গেছে"।

লায়ছ ইব্ন সা'দ ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন ঃ একজন লোক জিইররানায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসে। তিনি হুনায়ন থেকে সেখানে এসেছিলেন। বিলালের কাপড়ের মধ্যে ছিল রৌপ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান থেকে তুলে নিয়ে লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন লোকটি বললো, "হে মুহাম্মাদ ! ইনসাফ মত কাজ করুন"। তিনি বললেন, "তোমাকে ধিক্কার ! আমি যদি ইনসাফ মত কাজ না করি তবে আর কে ইনসাফ করবে ? যদি আমি ইনসাফ না করি তাহলে তো আমি ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবো"। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে অনুমতি দিন, এ মুনাফিককে হত্যা করে দিই"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাই, একে হত্যা করলে লোকে বলবে, আমি আমার সাথীদের হত্যা করি। এই লোক ও তার অনুগামীরা কুরআন পাঠ করে ; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যায় না। তারা কুরআন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যায়, যেমনভাবে তীর রেব হয়ে যায় শিকার ভেদ করে"।

ইমাম মুসলিম এ হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ থেকে লায়ছ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবূ আমির কুর্রা- আমর ইব্ন দীনার সূত্রে জাবির থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুনায়নের গনীমত বণ্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর পাশে

দাঁড়িয়ে বললো, ইনসাফ করুন। তিনি বললেন, ইনসাফ না করলে তো আমি দুর্ভাগা হয়ে যাবো। ইমাম বুখরী এ হাদীছ মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীমের সূত্রে কুর্‌রা ইব্‌ন খালিদ সাদুসী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমে ইমাম যুহরী আবূ সালমার সূত্রে আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। এ সময় বনূ তামীমের যুল-খুঅয়ায়সিরা নামক স্থানে এসে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি ন্যায় বিচার করুন"। তিনি বললেন, "ওহে দুর্ভাগা ! আমি যদি ন্যায় বিচার না করি, তা হলে ন্যায় বিচার করার আর কে আছে ? আমি তো তখন ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। আমি ন্যায় বিচার না করলে আর কে ন্যায় বিচার করবে ?" তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! অনুমতি দিন, আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "ওর ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। ওর কিছু অনুসারী আছে। তাদের সালাত ও সিয়ামের তুলনায় তোমরা নিজেদের সালাত ও সিয়ামকে নিম্ন মানের মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে ; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ নালীর নীচে পৌঁছায় না। তারা ইসলামের মধ্য থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমনভাবে বের হয়ে যায় তীর শিকার ভেদ করে। কিন্তু তীরের ফলার দিকে লক্ষ্য করলে কিছুই দেখা যায় না। ফলার গোড়ার দিকে লক্ষ্য করলেও কিছু পাওয়া যায় না। কাঠির দিকে তাকালেও কিছু পাওয়া যায় না। ফলার বক্র অংশের দিকে লক্ষ্য করলেও কোন আলামত দেখা যায় না। অথচ তা শিকারের দেহের রক্ত ও গোবর ভেদ করে চলে গেছে"। এই দলের একটি লক্ষণ হলো, "তাদের এমন এক লোকের আবির্ভাব হবে যার গায়ের রং কৃষ্ণ বর্ণের। তার একটা বাহু হবে নারীর স্তনের মত কিংবা উঁচু মাংস খন্ডের মত। মাংস খণ্ডটি কাঁপতে থাকবে। আমার উম্মতের মধ্যে যখন দলাদলির সৃষ্টি হবে তখন এদের আবির্ভাব ঘটবে"। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে আমি নিজে এ কথা শুনেছি। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (তাঁর খিলাফত কালে) এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। সে লড়াইয়ে আমিও শরীক ছিলাম। তিনি ঐ লোকটিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। লোকজন তাকে পাওয়ার জন্যে অনুসন্ধান চালায়। পরে সে ধৃত হয়ে তার কাছে আনীত হয়। আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব আলামতের কথা বলেছিলেন, সে সবই তার মধ্যে বিদ্যমান আছে। ইমাম মুসলিমও এ হাদীছটি কাসিম ইব্‌ন ফযল - আবূ নাদরার সূত্রে আবূ সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ বোনের জিইর্‌রানায় আগমন

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ সা'দ ইব্‌ন বকর গোত্রের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযিন যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা যদি সা'দ ইব্‌ন বকর গোত্রের নাজাদ নামক লোকটিকে পাও তবে সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে। এই ব্যক্তি কোন একটি ঘটনা ঘটিয়েছিল। মুসলমানগণ তাকে ধরতে সক্ষম হন। তাঁরা তাকে তার পরিবারবর্গসহ ধরে আনেন। সেই সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ বোন শায়মা বিনত হারিছ ইব্‌ন আবদুল উয্‌যাকেও ধরে আনেন। আনার পথে শায়মার প্রতি কিছু কঠোরতা করা হয়। শায়মা

তখন মুসলমানদেরকে বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম ! জেনে রেখ, আমি কিন্তু তোমাদের সাথী (সা)-এর দুধ বোন"। তাঁরা তার কথা বিশ্বাস করলেন না এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত করলেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমার কাছে ইয়াযীদ ইব্‌ন উবায়দ সা'দী - অর্থাৎ আবূ ওয়াজরা বর্ণনা করেছেন যে, শায়মাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাযির করা হলে তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার দুধ বোন"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার দাবির প্রমাণ কি"? শায়মা বললেন, "শিশুকালে আপনাকে কোলে রেখেছিলাম, তখন আপনি আমার পিঠে কামড় দিয়েছিলেন,সেই কামড়ের দাগ এখনও আছে"। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সে আলামত দেখে শনাক্ত করলেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে তাকে বসতে দিলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। এরপর তিনি তাকে প্রস্তাব দিলেন, "ইচ্ছা করলে তুমি আমার কাছে থাকতে পার। আমি ভালবাসা ও সোহাগ দিয়ে তোমাকে রাখবো। আর যদি নিজ গোত্রে ফিরে যেতে ইচ্ছা কর, তা হলে মাল-সামগ্রীসহ সেখানে পাঠিয়ে দিব। যেটা ইচ্ছা করতে পার"। শায়মা বললেন, "আমাকে মাল-সামগ্রীসহ আমার গোত্রে পাঠিয়ে দিন"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রচুর মাল- সামগ্রীসহ তাকে তার গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেন। বনূ সা'দের লোকেরা বলে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শায়মাকে মাকহূল নামক একজন দাস ও একজন দাসী দিয়েছিলেন। শায়মা তাদের দু'জনের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেন। ঐ গোত্রের মধ্যে এ দু'জনের বংশধারা অব্যাহতভাবে চলে আসছে।

ইমাম বায়হাকী হাকাম ইব্‌ন আবদুল মালিকের সূত্রে কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন। যেদিন হাওয়াযিন বিজয় হয়, সে দিন একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার দুধ বোন। আমি শায়মা বিনত হারিছ"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বললেন, "তোমার কথা যদি সত্য হয়, তা হলে তোমার সাথে আমার এমন একটা চিহ্ন আছে যা মুছে যায়নি"। এ কথা শুনার পর মহিলাটি তার বাহু উন্মুক্ত করে বললেন, "হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! শিশুকালে আপনি আমার এ বাহুতে কামড় দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁকে চাদর বিছিয়ে দেন এবং বলেন ঃ "তুমি আবেদন জানাও। তোমাকে আবেদন অনুযায়ী দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, যা সুপারিশ করবে তাই রক্ষা করা হবে"। বায়হাকী বলেন ঃ আবূ নাসর ইব্‌ন কাতাদা - - - - আবুত্ তুফায়ল থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি ছোট ছিলাম- উটের গোশতের খন্ডিত টুকরা বহন করতাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখলাম, জিইর্‌রানায় গনীমতের উট বণ্টন করছেন। সে সময় তাঁর কাছ একজন মহিলা আসেন। তিনি তাঁর জন্যে নিজের চাদর বিছিয়ে দেন। এ অবস্থা দেখে আমি লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, "এ মহিলাটি কে ?" তারা বললো, ইনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুধ মা। এ হাদীছটি গরীব পর্যায়ের। হতে পারে বর্ণনাকারী মা বলে বোনকে বুঝাতে চেয়েছেন। কেননা, তিনি তার মা হালীমা সা'দিয়া (রা)-এর সাথে থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লালন পালনে সহযোগিতা করতেন। আর যদি হাদীছটি মাহফূয (সুরক্ষিত নির্ভুল) পর্যায়ের হয়ে থাকে– অর্থাৎ মহিলাটি দুধ মা-ই হয়ে থাকেন। তবে বুঝতে হবে যে, হালীমা সা'দিয়া (রা) দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। কেননা, দুধ পান করান সময় থেকে জিইর্‌রানার ঘটনা পর্যন্ত ষাট বছরের অধিক ব্যবধান রয়েছে। আর যখন তিনি দুধ পান করান তখন তার বয়স কমপক্ষে ত্রিশ বছর হয়েছিল। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। এরপর তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন। এ সম্পর্কে একটি মুরসাল হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, সে দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

দুধ মা ও দুধ পিতা দু'জনেই তাঁর কাছে এসেছিলেন। এটা কতটুকু সত্য আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আবূ দাউদ তার মুরসাল বর্ণনায় আহমদ ইব্ন সাঈদ হামদানী - - - - উমার ইব্ন সাইব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় তাঁর দুধ পিতা তাঁর কাছে আসেন। তিনি তাকে নিজের কাপড়ের এক অংশ বিছিয়ে দেন। তার উপর তিনি বসলেন। এরপর তাঁর দুধ মা-ও সেখানে এসে হাযির হন। এবার তিনি ঐ কাপড়ের অপর অংশ তাঁর জন্যে বিছিয়ে দেন। তিনি তার উপর বসে পড়েন। এরপর আসে তাঁর দুধ ভাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাঁড়িয়ে তাকে সম্মুখে বসতে দেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাওয়াযিনের গোটা সম্প্রদায়ই বনূ সা'দ ইব্ন বকরের দুধ পান করানোর ফলে উপকৃত হয়। বনূ সা'দ হাওয়াযিনেরই একটি ক্ষুদ্র দল। এ জন্যেই তাদের বক্তা যুহায়র ইব্ন সার্দ বলেছিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই ঘেরের মধ্যে যারা আছে তারা তো আপনারই (দুধ) মা, খালা ও লালন-পালনকারী। তাই আপনি আমাদের প্রতি সদয় হন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি সদয় হবেন"। এরপর তিনি কবিতায় বলেন ঃ

امنن على نسوة قد كنت ترضعها   اذ فوك يملؤه من محضها درد

امنن على نسوة قد كنت ترضعها   واذ يزينك ما تأتى وما تذر

"আপনি অনুগ্রহ করুন সেই সব রমণীদের প্রতি যাদের দুধ আপনি পান করেছিলেন। যাদের বিশুদ্ধ দুধ সর্বদা আপনার পেট পরিপূর্ণ করে রাখতো।

অনুগ্রহ দান করুন ঐসব মহিলাদের প্রতি যাদের দুধ সেবন করে আপনি লালিত পালিত হয়েছেন। যা সংরক্ষণ করে ও যা পরিত্যাগ করে তা আপনার মর্যাদাকে সুশোভিত করে"।

গোটা হাওয়াযিন সম্প্রদায়ের মুক্তিলাভের এটাই ছিল প্রকৃত কারণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগ্রহ তাদের প্রবীণ, নবীন, ব্যক্তি বিশেষ ও সর্ব সাধারণের উপর পতিত হয়। ওয়াকিদী ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন শুরাহবীল সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নাদীর ইব্ন হারিছ ইব্ন কলদাহ ছিলেন একজন সুদর্শন পুরুষ। তিনি বলতেন ঃ "যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। আর মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে আমাদের উপর ইহসান করেছেন। ফলে আমাদের মৃত্যু সেই ভ্রান্তির উপর হচ্ছেনা, যে ভ্রান্তির উপর আমাদের ভ্রাতাগণ ও পিতৃব্য পুত্রগণ নিহত হয়েছে"। এরপর নাদীর ইব্ন হারিছ নবী (সা)-এর সাথে শত্রুতার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে "কুরায়শদের মধ্য হতে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে তিনিও হুনায়ন গমন করেন। কুরায়শদের এ অংশটি পরবর্তীকালে তাদের দীনের উপরই থেকে যায়। নাদীর বলেন, "আমাদের পরিকল্পনা ছিল, যদি মুহাম্মাদের বিপর্যয় ঘটে তা হলে আমরা তাঁর উপর হামলা করবো। কিন্তু আমরা তাতে সক্ষম হলাম না। এরপর যখন তিনি জিইর্‌রানায় আসেন, তখনও আমি আমার পূর্বের পরিকল্পনার উপরই ছিলাম। তখন আল্লাহ্র কসম ! আল্লাহ্র রাসূল (সা) ব্যতীত আমার অন্য কোন চিন্তা ছিল না। এমন সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি, নাদীর না কি ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, আমি হাযির। তিনি বললেন, হুনায়নের দিন তুমি যে পরিকল্পনা করেছিলে– যার মাঝে আল্লাহ্ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন, তার চেয়ে উত্তম জিনিস কি তুমি পেতে চাও ? এ কথা শুনে আমি দ্রুত তাঁর কাছে

ছুটে যাই। তিনি বললেন ঃ "যার মধ্যে তুমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলে সে বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে"। আমি বললাম, "এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ্‌র সাথে যদি আর কেউ শরীক থাকতো, তা হলে সে আমার কোন না কোন উপকারে আসতো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! তাকে তুমি দৃঢ়-পদ রাখ"। নাদীর বলেন, কসম সেই সত্তার! যিনি তাঁকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমার অন্তর তখন থেকে দীনের উপর পাথরের ন্যায় অনড় মযবুত হয়ে যায় এবং সত্যকে সূক্ষ্মভাবে বুঝতে সক্ষম হই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি তাকে সঠিক পথ দান করেছেন।

যিলকাদ মাসে উমরাতুল জিইর্‌রানা

ইমাম আহমদ বলেন ঃ বাহয ও আবদুস সামাদ মু'নী আমার কাছে হাম্মাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়ার সূত্রে কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) কে জিজ্ঞেস করি যে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়টি হজ্জ সম্পাদন করেন"? তিনি বলেন, "একটি হজ্জ ও চারটি উমরা সম্পাদন করেন। তার মধ্যে একটি হুদায়বিয়ার সময়। একটি মদীনা থেকে যিলকাদ মাসে। একটি জিইর্‌রানা থেকে যিলকাদ মাসে। যেখানে তিনি হুনায়নের গনীমত বণ্টন করেছিলেন। আর একটি উমরা যা তিনি হজ্জের সাথে আদায় করেন"। ইমাম বুখারী মুসলিম, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী এ হাদীছ বিভিন্ন সূত্রে হাম্মাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে হাসান সহীহ্ বলে অভিহিত করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবুন নাযর - - - - ইকরিমা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চারটি উমরা আদায় করেছেন। উমরাতুল হুদায়বিয়া, উমরাতুল কাযা। তৃতীয় উমরা জিইর্‌রানা থেকে এবং চতুর্থ উমরা হজ্জের সাথে আদায় করেন। আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা। ও হাদীছটি দাঊদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আত্তার আল-মক্কীর সূত্রে আমর ইব্‌ন দীনার থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী একে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়িদা - - - - আমর ইব্‌ন আস থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি উমরা পালন করেছেন। প্রতিটি উমরাই যিলকাদ মাসে হয়েছে। তিনি তালবিয়া পড়েছেন এবং শেষে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছেন। এ সূত্রে হাদীছটি গরীব পর্যায়ের। এ তিনটি সেই উমরা যেগুলো যিলকাদ মাসে সম্পাদিত হয়েছে। এ ছাড়া আরও একটি উমরা আছে যা তিনি তাঁর হজ্জের সাথে আদায় করেন। কেননা, এ উমরাটি হয়েছিল যিলহাজ্জ মাসে, হজ্জের সাথে। আর যদি ঐ তিনটি উমরার ইহরামের সূচনা ধরা হয় যিলকাদ মাসে। তা হলে মনে করতে হবে যে, তিনি হুদায়বিয়ার উমরাকে গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন। কেননা, এ উমরায় কাফিররা বাধা দেয়। ফলে তা আদায় করা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থকার বলেন ঃ নাফি' ও তার মনিব ইব্‌ন উমর (রা) জিইর্‌রানা থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উমরা পালনের কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। তাদের এ অস্বীকারের কারণ আছে। যেমন ইমাম বুখারী বলেন, ইব্‌ন নু'মান হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ - - - - ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছিলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! জাহিলী যুগে আমি বায়তুল্লায় ই'তিকাফ

করার মানত করেছিলাম। সে কাজটি আমার উপর এখনও বাকী রয়ে গেছে"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে তা আদায় করার নির্দেশ দেন। ইব্‌ন উমর বলেন, ("আমার পিতা) উমর হুনায়ন থেকে দুটি দাসী লাভ করেন। দাসী দুটিকে তিনি মক্কায় এক বাড়িতে রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুনায়নের বন্দীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। এ ঘোষণা শুনার পর লোকজন পথে-ঘাটে ছুটাছুটি করতে থাকে। তখন পিতা উমর (রা) আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ! দেখোতো বাইরে এ কি হয়েছে ? ইব্‌ন উমর (রা) জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বন্দীদের প্রতি অনুকম্পা করেছেন– তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন, "তা হলে তুমি যাও, আমার বন্দী দাসী দুটিকে ছেড়ে দিয়ে আস"। নাফি' বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিইর্‌রানা থেকে উমরা আদায় করেননি। কেননা, তিনি যদি উমরা আদায় করতেন তাহলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট তা গোপন থাকতো না। এ হাদীছটি ইমাম মুসলিম আইউব সখতিয়ানী নাফি' সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম আহমদ ইব্‌ন আবদা দাবই - - - - নাফি' থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জিইর্‌রানা থেকে উমরা করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিইর্‌রানা থেকে উমরা আদায় করেননি"। উমরাতুল জিইর্‌রানা অস্বীকার করা প্রসংগে ইব্‌ন উমর (রা) ও তাঁর মুক্ত গোলাম নাফি'র বর্ণনা অতিশয় গরীব পর্যায়ের। তবে নাফি' ও ইব্‌ন উমর (রা) ব্যতীত অন্যান্য সকল বর্ণনাকারী উমরাতুল জিইর্‌রানার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সহীহ্ সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে সে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সকল মাগাযী ও সুনান গ্রন্থকারগণ তা উল্লেখ করেছেন। তারা এ ব্যাপারেও একমত, যেমন বুখারী ও মুসলিমে আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ - উরওয়া সূত্রে আইশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইব্‌ন উমর (রা)-এর এই বক্তব্য– যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রজব মাসে উমরা পালন করেছেন, অস্বীকার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ্ আবূ আবদুর রাহমান (ইব্‌ন উমর)-কে ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন কোন উমরা করেননি যাতে তিনি সংগী ছিলেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) রজব মাসে কোন উমরা পালন করেননি"। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইব্‌ন নুমায়র আ'মাশ মুজাহিদ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র একদা ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন মাসে উমরা করেছিলেন ? জবাবে তিনি বলেন, রজব মাসে। পরে আইশা (রা) আমাদেরকে শুনান যে, তাঁর কাছে ইব্‌ন যুবায়র জিজ্ঞেস করেছিল এবং ইব্‌ন উমরের মতামতের কথা জানিয়েছিল। উত্তরে আইশা (রা) বলেছিলেন, "আল্লাহ্ আবূ আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন কোন উমরা করেননি যাতে তিনি সংগী থাকেননি, অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিলকাদ মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে কখনও উমরা আদায় করেননি"। বুখারী ও মুসলিম এ হাদীছ জারীর মানসূর মুজাহিদ সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ এবং নাসাঈ ও এ হাদীছ যুহায়র– আবূ ইসহাক মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতবার উমরা আদায় করেছেন ? জবাবে তিনি বললেন, দু'বার। আইশা (রা) বললেন, ইব্‌ন উমর (রা) জানেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের সাথে মিলিত উমরাটি বাদে আরও তিনটি উমরা পালন করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আদম মুফাদদাল মানসূর মুজাহিদ সূত্রে বর্ণিত

যে, তিনি বলেছেন, একদা আমি উরওয়া ইব্ন যুবায়রের সাথে মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করি। সেখানে দেখি ইব্ন উমর (রা) হযরত আইশা (রা)-এর কক্ষের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আর কতিপয় লোক সেখানে চাশতের সালাত আদায় করছেন। উরওয়া জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ আবদুর রহমান ! এটা কিসের সালাত ? তিনি বললেন, এটা বিদআত। এরপর উরওয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ আবদুর রহমান ! রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতটি উমরা পালন করেছেন ? তিনি বললেন, চারটি উমরা পালন করেছেন। তার মধ্যে একটি ছিল রজব মাসে। মুজাহিদ বলেন, কক্ষের মধ্যে হযরত আইশা (রা)-এর আওয়াজ আমরা শুনতে পাই। তাই উরওয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবূ আবদুর রহমান বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চারটি উমরা পালন করেছেন, যার একটি ছিল রজব মাসে। আইশা (রা) বললেন, "আল্লাহ্ আবূ আবদুর রহমানের প্রতি রহম করুন! নবী করীম (সা) এমন কোন উমরা পালন করেননি যাতে তিনি তাঁর সাথী হননি। কিন্তু তিনি কখনও রজব মাসে উমরা পালন করেননি"। তিরমিযী এ হাদীছ আহমদ ইব্ন মানবা' - - - - মানসূর সূত্রে বর্ণনা করে একে হাসান সহীহ্ গরীব বলে মন্তব্য করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ রাওহ - - - - মুখাররাশ কা'বী সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে জিইর্‌রানা থেকে রাত্রিবেলা বের হন। ঐ রাত্রেই মক্কা পৌঁছে উমরা পালন শেষে রাত থাকতেই প্রত্যাবর্তন করেন। সকাল বেলা জিইর্‌রানায় পৌঁছেন। ঘটনাটি ঘটে এমনভাবে যেন জিইর্‌রানাতেই তিনি রাত কাটিয়েছেন। এরপর সূর্য পশ্চিমে গড়িয়ে গেলে তিনি জিইর্‌রানা থেকে বের হয়ে বাত্নে সারিফের পথে উঠেন। বাত্নে সারিফের এই পথই মদীনার পথের সাথে মিলিত হয়েছে। তিনি সে পথ ধরে চলতে থাকেন। মুখাররাশ বলেন, এ কারণেই অনেকের কাছে তাঁর এ উমরার বিষয়টি গোপন থেকে যায়। এ হাদীছ ইমাম আহমদ ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে ইব্ন জুরায়জ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যা হোক উমরাতুল জিইর্‌রানা সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত– যা অস্বীকার কিংবা প্রত্যাখ্যান করার কোন উপায় নেই। যারা এ উমরার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন তাদের মুকাবিলায় যারা একে অস্বীকার করেছে তাদের কাছে মূলতঃ কোন প্রমান নেই। এরপর তারা এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, এ উমরা যিলকাদ মাসে হয়েছিল এবং তা হয়েছিল তায়েফের যুদ্ধ ও হুনায়নের গনীমত বণ্টনের পর। হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীর গ্রন্থে বলেন ঃ হাসান ইব্ন ইসহাক তুসতারী - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে জিইর্‌রানায় আসেন এবং সেখানে গনীমতের মালামাল বণ্টন করেন। তারপর সেখান থেকে উমরা পালন করেন। তখন শাওয়াল মাস শেষ হতে দুই দিন বাকী ছিল। এ বর্ণনাটি অত্যন্ত গরীব এবং এর সনদ সন্দেহমুক্ত নয়।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম - - - - সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন উমায়য়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ইয়া'লা প্রায়ই বলতেন, হায় ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যখন ওহী অবতীর্ণ হয় সেই মুহূর্তে যদি আমি তাঁকে দেখতে পেতাম ! সাফওয়ান বলেন, এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিইর্‌রানায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর মাথার উপর একটি কাপড় টাংগানো ছিল। তিনি তার ছায়ার নীচে ছিলেন। সে কাপড়ের ছায়ায় তাঁর কতিপয় সাহাবীও তাঁর সাথে ছিলেন।

এমন সময় এক বেদুঈন তাঁর কাছে আসে। তার পরিধানে ছিল একটি জুব্বা ও শরীরে খোশবু মাখানো। (সে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ফায়সালা কি, যে খোশবু মেখে, জুব্বা পরে উমরার জন্যে ইহ্রাম বাঁধে" ? তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হাত দিয়ে ইশারা করে ইয়া'লাকে আসতে বললেন। ইয়া'লা আসলেন। উমর (রা) তাকে ঐ টাংগানো কাপড়ের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি দেখলেন, নবী করীম (সা)-এর চেহারা লাল হয়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বইছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। তিনি বললেন, "সেই লোকটি কোথায়, যে এইমাত্র আমাকে উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো" ? লোকটিকে খুঁজে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে বললেন, তোমার শরীরে যে খোশবু মাখানো আছে তা তিনবার ধুয়ে ফেল। তারপর জুব্বাটি খুলে ফেলো। পরে হজ্জে যেসব কাজ করে থাকো উমরাতেও সেসব কাজ করো"। ইমাম মুসলিম এ হাদীছটি ইব্ন জুরায়জের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিম অন্য সূত্রে এ হাদীছ আতা থেকে তারপর আতা ও ইব্ন জুরায়জ সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবূ উসামা হিশাম তার পিতার সূত্রে আইশা থেকে বর্ণিত যে, আয়িশা (রা) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার উচ্চভূমি কুদার দিক থেকে প্রবেশ করেন এবং উমরা পালনের জন্যেও তিনি কুদা হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আবূ দাঊদ বলেন ঃ মূসা আবূ সালমা - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ জিইররানা থেকে উমরা পালন করেন। বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ কালে তিনবার রমল করেন ও চারবার হেঁটে চলেন। এ সময় তাঁরা তাঁদের চাদর বগলের নীচ থেকে উঠিয়ে বাম কাঁধের উপর ছেড়ে দেন। এ ছাড়াও আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজা এ হাদীছ ইব্ন খায়ছাম– আবুত তুফায়ল ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, মুআবিয়া তাকে জানিয়েছেন যে, আমি (মুআবিয়া) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুল চ্যাপ্টা ছুরি (কাঁচি) দিয়ে কেটে ছোট করে দিয়েছিলাম। অথবা তিনি বলেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি দেখেছি, মারওয়া পাহাড়ের কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চুল চওড়া ফলাযুক্ত কাঁচি দিয়ে ছোট করে দেওয়া হচ্ছে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ইব্ন জুরায়জের সূত্রে এ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম মুসলিম সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার সূত্রে - - - - মুআবিয়া থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ ও নাসাঈ আবদুর রায্যাকের সূত্রে - - - - তাঊস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আমর ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নাকিদ - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে মুআবিয়া থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, মারওয়া পাহাড়ের কাছে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুল ছেটে দিয়েছিলাম। এ সব উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য হল, চুল ছোট করার কাজটি উমরাতুল জিইর্রানায় হয়েছিল। কেননা, উমরাতুল হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করেননি; বরং মক্কায় যেতে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়েছিল যেমনটি পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর উমরাতুল কাযায় আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেনি (সুতরাং মুআবিয়ার চুল ছাঁটার প্রশ্নই ওঠে না)। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন মক্কার কোন বাসিন্দা

সেখানে ছিল না; বরং মক্কা থেকে বের হয়ে তারা বাইরে অবস্থান করে। উমরার তিন দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কায় অবস্থানকালে সেখানকার অধিবাসিরা আত্মগোপন করে থাকে। আর যে উমরা তিনি হজ্জের সাথে আদায় করেন, সে উমরা পালন শেষে তিনি হালাল হননি। এ ব্যাপারে কারোর কোন মতবিরোধ নেই। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, মারওয়া পাহাড়ের সন্নিকটে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্র মাথার চুল ছাঁটা হয় যে উমরায় তা হলো উমরাতুল জিইররানা। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিইর্রানা হতে উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং গনীমতের অবশিষ্ট মালামাল মার্রুয-যাহরানের পাশে মাজান্নায় সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিলেন।

আমি বলি ঃ এটা সহজেই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমতের কিছু মাল অবশিষ্ট রেখে দেন, যাতে মক্কা-মদীনার মাঝে কোন বেদুঈনের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে প্রদান করতে পারেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ উমরা শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা)-কে মক্কার প্রশাসক নিযুক্ত করে যান এবং লোকজনকে দীনের জ্ঞান ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্যে মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে তাঁর সাথে রেখে যান। উরওয়া ও মূসা ইব্ন উকবা বলেন ঃ হাওয়াযিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আত্তাব (রা)-এর সংগে মুআয (রা)-কে মক্কার দায়িত্বে রেখে যান। এরপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার সময় তিনি তাঁদেরকে মক্কার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ যায়দ ইব্ন আসলাম হতে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা)-কে মক্কার শাসক নিযুক্ত করার সময় তার জন্যে দৈনিক এক দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে যান। পরে তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "হে জনমণ্ডলী ! আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণ করে দিয়েছেন যার এক দিরহামের ক্ষুধা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্যে দৈনিক এক দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কারও কাছে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই"। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উমরা পালিত হয় যিল-কাদ মাসে। তিনি যিল-কা'দার শেষে কিংবা যিল-হাজ্জ মাসের প্রথম দিকে মদীনায় প্রবেশ করেন।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ আবূ আমর মাদানীর ধারণা মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুল-কা'দার ছয় দিন বাকী থাকতে মদীনায় পৌঁছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সে বছর লোকেরা আরবদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হজ্জ পালন করে। আত্তাব ইব্ন আসীদ (রা) মুসলমানদের সাথে নিয়ে ঐ বছর হজ্জ আদায় করেন। এটা ছিল হিজরী অষ্টম সাল। বর্ণনাকারী বলেন, তায়েফবাসী তাদের শিরকের উপর অবিচল হয়ে থাকে। তারা অষ্টম হিজরীর যিল-কাদ মাস থেকে নবম হিজরীর রমযান মাস পর্যন্ত তাদের তায়েফ দুর্গে অবস্থান করে।

কা'ব ইব্ন যুহায়র ইব্ন আবূ সুলমার ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর বিখ্যাত কাসীদা– বানাত সু'আদ

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ থেকে ফিরে আসলে বুজায়র ইব্ন যুহায়র

ইব্ন আবূ সুলমা তাঁর সহোদর কা'ব ইব্ন যুহায়রকে পত্র লিখে জানান যে, মক্কার যে সব লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দা করতো ও তাঁকে কষ্ট দিতো। তাদের কতিপয়কে তিনি হত্যা করেছেন। কুরায়শদের যে সব কবি এখনও বেঁচে আছে যেমন ইব্নুয যুবা'রী ও হুবায়রা ইব্ন আবূ ওহব– তারা চারিদিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি যদি বেঁচে থাকা প্রয়োজন মনে কর তবে দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে চলে এসো। কেননা, যে লোক তাওবা করে তাঁর কাছে আসে তাকে তিনি হত্যা করেন না। আর যদি তুমি তা না কর। তবে পৃথিবীর কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে আত্মরক্ষা কর। কা'ব ইব্ন যুহায়র বলেছিলেন ঃ

الا بلغا عنى بجيرا رسالة — فويحك فيما قلت ويحك هل لكا

فبين لنا ان كنت لست بفاعل — على اى شئ غير ذالك دلّكا

على خلق لم الف يومًا ابًا له — عليه وما تُلفى عليه ابًا لكا

فان انت لم تفعل فلست بآسف — ولا قائل إما عثرت لعًا لكا

سقاك بها المامون كأسًا روية — فأنهلك المأمون منها وعلّكا

"ওহে ! বুজায়রের কাছে আমার পক্ষ থেকে এ বার্তা পৌঁছিয়ে দাও যে, তুমি যে কথা বলেছো সে জন্যে তোমাকে ধিক্কার জানাই। ধিক তোমাকে, এ কি তোমার নিজের কথা ?

তুমি যদি না মান, তবে আমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দাও যে, এটা ছাড়া আর কোন জিনিসের দিকে সে তোমাকে পথ দেখিয়েছে ?

এমন আদর্শের দিকে কি, যার উপরে তার পিতাকে এক দিনের জন্যে আমি পাইনি ? আর তুমি তোমার পিতাকেও তার উপর কখনও পাবে না।

যদি তুমি না মান তাহলে আমি আফসোসও করবো না। কোন কথাও বলবো না। তোমার পদস্খলন হয়ে থাকলে তা তোমার জন্যে অভিশাপ বটে।

মামুন ('বিশ্বস্ত' মুহাম্মাদ) তোমাকে এর পেয়ালা ভাল করে পান করিয়েছেন এবং বারবার পান করিয়েছেন। এর দ্বারা 'মামুন' নিজেকে শংকার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন "।

ইব্ন হিশাম বলেন, কবিতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তি উক্ত কবিতাটি আমাকে নিম্নোক্তভাবে আবৃত্তি করে শুনিয়েছে ঃ

من مبلغ عنى بجيرا رسالة — فهل لك فيما قلت بالخيف هل لكا

شربت مع المامون كأسا روية — فانهلك المامون منها وعلكا

وخالفت اسباب الهدى واتبعته — على اى شئ ويب غيرك دلكا

على خلق لم تلف امًا ولا ابًا — عليه ولا تدرك عليه اخالكا

فان انت لم تفعل فلست بآسف — ولا قائل اما عثرت لعًا لك

"কে পৌঁছাবে বুজায়রকে আমার বার্তা ? খায়ফে তুমি যা বলেছিলে তা কি আসলে তোমার কথা ? বল, তা কি তোমার কথা ?

তুমি মামুনের (মুহাম্মাদ (সা) বা আবূ বকর) সাথে এক পেয়ালায় পান করেছো তৃপ্তি সহকারে। সে পেয়ালা থেকে প্রথমে মামুন পান করেছেন। এরপর দ্বিতীয়বার পান করিয়েছেন তোমাকে।

সঠিক পথের সকল উপকরণই তুমি পরিত্যাগ করেছো ও তাঁর অনুসরণ করেছো। কিসের ভিত্তিতে তুমি অন্যের ধ্বংস নিজের উপর টেনে নিলে ?

সে তোমাকে এমন এক আদর্শের উপর উঠিয়েছেন যার উপরে চলতে তুমি মাতা ও পিতাকে দেখনি আর তার উপর তোমার ভাইকেও থাকতে দেখনি।

তুমি যদি কথা না মান, তবে আমি আফসোস করবো না, কোন কথাও বলবো না। যদি তুমি পদস্খলিত হয়ে থাক, তবে তোমর জন্যে অভিশাপ"।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ কবি কা'ব এ চিঠি তার ভাই বুজায়রের কাছে পাঠিয়ে দেয়। চিঠিটি হাতে পাওয়ার পর বুজায়র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বিষয়টি গোপন রাখা পসন্দ করলেন না। তাই তিনি তাঁকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনালো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) سقاك بها المامون বাক্যটি শুনে বললেন ঃ "সত্য কথা বলেছে, যদিও সে একজন ডাহা মিথ্যক। আর আমিই তো 'মামুন' (বিশ্বস্ত)। এরপর যখন তিনি على خلق لم تلف اما ولا ابا عليه বাক্য শুনলেন, তখন বললেন, হ্যাঁ – সে তার মা ও বাপকে এ আদর্শের উপর পায়নি। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বুজায়র কা'বের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কবিতা লিখে পাঠান ঃ

من مبلغ كعبا فهل لك فى التى — تلوم عليها باطلا وهى احزم

الى اللّه لا العزى ولا اللات وحده — فتنجو اذا كان النجاء وتسلم

لدى يوم لا ينجو وليس بمغلت — من الناس الا طاهر القلب مسلم

فدين زهير وهو لا شئ دينه — ودين ابى سلمى على محرم

"কে পৌঁছে দিকে কা'বকে আমার এ বার্তা যে, তুমি যে আদর্শের জন্যে অন্যায়ভাবে তিরস্কার করছো, অথচ সেটাই উত্তম আদর্শ"।

উয্‌যা নয়, লাতও নয় এক আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসো। যদি মুক্তির আশা কর তবে এ পথেই আছে মুক্তি ও নিরাপত্তা।

সেদিন, যেদিন পবিত্র মুসলিম হৃদয় ছাড়া আর কোন মানুষের মুক্তি ও ছাড়া হবে না।

যুহায়রের ধর্ম, সে তো কোন ধর্মই না। আর আবূ সুলমার ধর্ম আমার উপর হারাম ।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ কা'বের কাছে বুজায়রের পত্র যখন পৌঁছলো। তখন দুনিয়া তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে উঠলো। নিজ জীবনের উপর আশংকা বোধ করলো। এমন কি , এতে আশপাশের শত্রুরা পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠলো। তারা বলতে লাগলো, ও তো নিহত হবেই। আর কোন

উপায়ান্তর না দেখে তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত কাসীদাটি রচনা করলো, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসা করেছেন, তাঁর আশংকার কথা ও নিন্দাকারী শত্রুদের কেঁপে উঠারও বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে জুহায়না গোত্রের পূর্ব পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আমার কাছে কথাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সে বন্ধু লোকটি তাঁকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায়কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সে সালাত আদায় করলো। তারপর সে কা'বকে ইংগিত করে দেখালো যে, ঐ তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তুমি তাঁর কাছে চলে যাও এবং আশ্রয় প্রার্থনা কর। আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কা'ব উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি রাসূলের হাতের মধ্যে তাঁর নিজের হাত রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বকে চিনতেন না। তিনি তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কা'ব ইব্ন যুহায়র তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে আপনার নিকট আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে চলে এসেছে। আমি যদি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসি, তাহলে আপনি কি তাকে মাফ করে দিবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমিই সেই কা'ব ইব্ন যুহায়র"। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক আনসারী লাফ দিয়ে উঠে বললেন – "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র এ দুশমনকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, সে তাওবা করে তার পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে এসেছে"। বর্ণনাকারী বলেন, আনসারী ঐ ব্যক্তির আচরণে কা'ব ইব্ন যুহায়র গোটা আনসার কবিলার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কেননা, মুহাজিরদের মধ্যে কেউ তাঁর প্রতি কোন অশুভ উক্তি করেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কা'ব তার বিখ্যাত এ কবিতায় বলেছিলেন ঃ

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول   متيم عندها لم يفد مكبول

وما سعاد غداة البين اذ رحلوا   الا اغن غضيض الطرف مكحول

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة   لا يشتكى قصر منها ولا طول

تجلو عوارض ذى ظلم اذا ابتسمت   كانه منهل بالراح معلول

شجت بذى شبم من ماء محنية   صاف بابطح اضحى وهو مشمول

تنفى الرياح القذى عنه وأفرطه   من صوب عادية بيض يعاليل

فيالها خلة لو انها صدقت   بوعدها او لو آن النصح مقبول

لكنها خلة قد سيط من دمها   فجع وولع والخلاف وتبديل

فما تدوم على حال تكون بها   كما تلون فى اثوابها الغول

وما تمسك بالعهد الذى زعمت   الا كما يمسك الماء الغرابيل

فلا يغرنك ما منت وما وعدت   ان الامانى والاحلام تضليل

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا   وما مواعدها الا الاباطيل

ارجو وآمل ان تدنو مودتها   وما لهن اخال الدهر تعجيل

امست سعاد بارض لا تبلغها   الا العتاق والنجيبات المراسيل

ولن يبلغها الا عذافرة   فيها على الاين ارقال وتبغيل

من كل نضاخة الذفرى اذا عرقت   عرضتها طامس الاعلام مجهول

ترمى الغيوب بعينى مفرد لهق   اذا توفدت الحزان والميل

ضخم مقلدها فعم مقيدها   فى خلقها عن بنات الفحل تفضيل

حرف اخوها ابوها من مهجنة   وعمها خالها قوداء شمليل

يمشى القراد عليها ثم يزلقه   منها لبان واقراب زهاليل

عيرانة قذفت بالنحض عن عرض   مرفقها عن بنات الزور مفتول

قنواء فى حريتها للبصير بها   عتق مبين وفى الخدين تسهيل

كانما فات عينيها ومذبحها   من خطمها ومن اللحيين برطيل

تمر مثل عسيب النخل ذا خصل   فى غادر لم تخونه الاحاليل

تهوى على يسرات وهى لاهية   ذوابل وقعهن الارض تحليل

يوما يظل به الحرباء مصطخدا   كأن ضاحيه بالشمس محلول

وقال للقوم حاديهم وقد جعلت   ورق الجنادب يركضن الحصا قيلوا

اوبٌ يدى فاقد شمطاء معولة   قامت فجاءَ بها نكر مثاكيل

نواحة رخوة الضبعين ليس لها   لما نعى بكرها الناعون معقول

تفرى اللبان بكفيها ومدرعها   مشقق عن تراقيها رعابيل

تسعى الغواة جنابيها وقولهم   انك يا ابن ابى سلمى لمقتول

وقال لكل صديق كنت آمله   لا الهينك انى عنك مشغول

فقلت خلوا سبيلى لا اباالكم   فكل ما قدر الرحمن مفعول

كل ابن انثى وان طالت سلامته   يوما على آلة حدباء محمول

نبئـــت ان رســول اللّه اوعــدنى والعفـــو عنـــد رسول اللّه مأمــول

مهــلا هـــداك الذى اعطاك نافلة لقـــرآن فيــه مـواعيــظ وتفصيـــل

لا تأخـذنى باقـوالى الوشاة ولـم اذنـــب ولو كثـــرت فى الاقاويـــل

لقـد اقـــوم مقاما لو يقــوم بــه ارى واسمــع ماقــد يسمـــع الفيـــل

لظــلَّ يرعــــد من وجـدٍ موارده مـــن الرســـول بـاذن اللّه تنويـــل

حتى وضعت يمـــبذى ما انا زعها فى كـف ذى نقـمات قـولـــه القيـل

فلهـــو اخـوف عنـــدى اذ اكلمـه وقيـــل انك منســـوب ومسئـــول

من ضيغم بضراء الارض مخـدره فى بطـــن عثر غيـــل دونـــه غيـــل

يغدو فيلحـم ضرغاميـن عيشهما لحـم مـن الناس معفـــور خراديـــل

اذا يساور قــــرنا لا يحــــل لــه ان يترك القـــرن الا وهـــو مغلـــول

منــه تظـل حميــر الوحش نافرة ولا تمشـــى بــواديــه الاراجيــــــل

ولا يـــزال بـــواديــه اخو ثـــقـــة مضــرج البـــز والـــدرسان مأكـول

ان الرســول لنـــور يستضاء بـــه مهـــنـــد من سيــــوف اللّه مسلـــول

فى عصبة من قريش قال قائلهـــم ببطـــن مكـة لـمـا اسلمـوا زولـــوا

زالـــوا فـمـا زال انكاس ولا كشف عنـــد اللـــقاء ولا ميـــل معازيـــل

يمشون مشى الجمال الزهر لعصمهم ضـــرب اذا عـــرد الســـود التنابيـل

شــم العـــرانيـن ابطال لبوسهـــم من نســج داود فى الهيجا سرابيل

بيض موابـــغ قد شكت لها حلــــق كانها حلـــق القـــفـعاء مجــــدول

ليسوا معاريـــج ان نالت رماحهـــم قوما وليسوا مجازيعا اذا نيلـــوا

لايقـــع الطعـــن الا فى نحــــورهـــم ولا لهـــم عـــن حياض الموت تهليل

"সু'আদ আমার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই আমার হৃদয় তার বিরহে আহত, তার প্রেমে বন্দী, তবে তা আমার কোন কাজে আসেনি।

বিদায় বেলা সু'আদকে যখন তার লোকজন নিয়ে চলে যায়, তখন তার কণ্ঠে ছিল গুনগুন আওয়াজ, কাজল লাগানো চোখ দুটি অবনমিত।

সামনে আসলে দেখা যায় তার সরু কোমর ও হালকা পেট ; আর পেছনে গেলে দেখা যায় ভারী ও চওড়া নিতম্ব। লম্বা বা বেঁটে হওয়ার দোষে সে নিন্দনীয় নয়।

যখন সে হেসে দেয় তখন তার সরস দাঁতগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যেন তা গন্ধযুক্ত মদিরায় বারবার স্নাত হয়েছে।

আর সে মদিরায় মিশ্রণ করা হয়েছে সুশীতল পরিষ্কার পানি– যা উষাকালে আনা হয় উপত্যকা থেকে– যার উপর দিয়ে বয়ে যায় উত্তরা বায়ু।

তার উপর থেকে বাতাস দূর করে দেয় সব আবর্জনা, প্রভাত বেলায় বর্ষণে ভরে উঠা পানির উপর ভেসে উঠে শুভ্র বুদ্বুদ।

হায় আফসোস তার প্রেমের জন্যে ! যদি সে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতো কিংবা আমার উপদেশ যদি তার কাছে গৃহীত হতো।

কিন্তু সে প্রেম তো এমনই, যার রক্তে মিশ্রিত আছে আঘাত। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও পরিবর্তন।

তার এ প্রেম এক অবস্থায় স্থায়ী থাকে না, এ যেন এক জীন যে বারবার তার পোশাকের রং পরিবর্তন করে।

সে যে ওয়াদা করে তা রক্ষা করতে পারে না, যেমন চালুনি পানি ধরে রাখতে পারে না।

সুতরাং তার দেওয়া আশায় তুমি ধোঁকায় পড়ো না, সে যে ওয়াদা করে তা শুধু ভ্রান্ত আশা ও স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না।

তার দেওয়া ওয়াদা উরকূবের[১] ওয়াদার সাথে তুলনীয়। তার সকল ওয়াদা মিথ্যায় পরিপূর্ণ।

আমি আশা করি ও আকাঙ্ক্ষা রাখি যে, তার প্রেম তাকে কাছে নিয়ে আসবে। তাদের ব্যাপারে আমি এ ধারণা পোষণ করি না যে, সে সময়টা খুব শীঘ্রই আসবে।

সু'আদ এমন দেশে চলে গেছে, যেখানে অভিজাত ও দ্রুতগামী বাহন ছাড়া পৌঁছা সম্ভব নয়।

সেখানে কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না শক্ত ও কষ্ট-সহিষ্ণু উট ছাড়া– যেমন শক্ত হয়ে থাকে মারাকীল ও বিগাল জাতীয় উট।

এমন সব উট যা অধিক চলার কারণে ঘেমে গেলে কানের পিছনের হাড় ভিজে যায়, আর তার সামনে আসতে থাকে অজানা চিহ্ন -বিলুপ্ত পথ।

সে উট তার সাদা বুনো গরুর চোখের মত তীক্ষ্ণ চোখ মারতে থাকে সম্মুখের অজানা পথ পানে, যখন রৌদ্রের খরতাপে জ্বলতে থাকে পাথুরে মাটি ও দূরত্ব নির্ণয়ের চিহ্ন, পাথর।

সে উটের ঘাড় পুরু ও মোটা, পাগুলো মাংসে ভরা। ষাড়ের কন্যাদের মধ্য হতে তার সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব।

এমন অভিজাত বংশীয় উট সে – যে, তার ভাই তার পিতা এবং তার চাচা তার মামাও, দীর্ঘ-গ্রীবা ও অত্যন্ত দ্রুতগামী।

কুরাদ নামক কীট তার গায়ের উপর দিয়ে হাটে। কিন্তু পরক্ষণেই তাকে বুক ও কোলের মসৃণতা গড়িয়ে নীচে ফেলে দেয়।

---

১. আরবের বিখ্যাত ওয়াদা ভংগকারী, যা প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

সে বুনো গাধার ন্যায় দ্রুত গতিসম্পন্ন এবং তার কোল মাংসে ভরা। তার কনুই বুকের উপরের অংশ থেকে বেশ দূরে (অর্থাৎ চওড়া বুক)।

উঁচু তার নাক। কান দুটিতে রয়েছে সুস্পষ্ট আভিজাত্য চক্ষুষ্মানের জন্যে। আর অধর দুটি বিনম্র কোমল।

তার নাক ও চোয়াল হতে চোখ ও গাল পর্যন্ত বিস্তৃত চেহারাটি দীর্ঘ এক পাথরের ন্যায়।

খেজুর গাছের শাখার মত তার চুলের গোছা বিশিষ্ট লেজ মাছি তাড়াবার জন্যে দুধের বাটের উপর মারে। এতে সে উটনীর বাট থেকে দুধ বেরোবার ছিদ্রে কোনরূপ ক্ষতি হয় না।

সে হালকা পদক্ষেপে দ্রুত চলে। পা মাটি স্পর্শ করে নরম ভাবে। আর এভাবেই সে সম্মুখের উটগুলোকে পশ্চাতে ফেলে যায়।

দিবাভাগে এমন রৌদ্রের মধ্যে চলে যখন সূর্যের তেজ অত্যন্ত প্রখর হয়। তার দেহের উপরিভাগ তপ্ত বালুর ন্যায় হয়ে যায়।

প্রচন্ড গরমের কারণে কাফেলার হুদী সংগীতের গায়করা পর্যন্ত বলে উঠে– তোমরা দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ কর। তাপ থেকে বাঁচার জন্যে সবুজ পাতার টিড্ডী পোকারাও নুড়ি পাথর উল্টিয়ে আশ্রয় খুঁজছে।

দিন ব্যাপী সফরে তার বাহুগুলো চলে সেই হতভাগ্য রমণীর বাহুদ্বয়ের মত যে তার সন্তান হারিয়ে এলোকেশে চিৎকার করে কাঁদছে। সে রমণী দাঁড়িয়ে বিলাপ করছে, আর তার পাশে জমায়েত হয়েছে আরও সন্তান হারা বঞ্চিতরা।

সে রমণী উচ্চস্বরে বিলাপ করছে, এতে তার দু বাহু অসাড় হয়ে গেছে। তার জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে তখন, যখন মৃত্যু সংবাদ ঘোষণাকারীরা তার প্রথম সন্তান মৃত্যুর ঘোষণা দিল।

সে তার দুহাত দিয়ে বুক ও জামার উপর আঘাত করছে। ফলে তার সীনার উপরের কাপড় ফেটে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমার সে উটনীর চারপাশে নির্বোধ লোকেরা ছুটাছুটি করছে আর বলছে, হে আবূ সুলমার পুত্র ! তুমি যে খুন হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সে সব বন্ধু, যাদের সাহায্যের আমি আশা করছিলাম, তারা প্রত্যেকেই বললো – তোমাকে আমি বৃথা আশা দিব না। তোমার ব্যাপারে আমি উদাসীন।

তাদেরকে আমি বললাম, তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও। তোমরা পিতার সন্তান নও। এখন রহমান-দয়াময় আমার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই হবে।

প্রত্যেক নারীর সন্তান, তা সে যতই দীর্ঘজীবী হোক না কেন ! একদিন তাকে মৃত বহনকারী খাটিয়ায় উঠতেই হবে।

আমাকে সংবাদ জানানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে হত্যার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে আল্লাহ্র রাসূলের কাছে ক্ষমার আশা করা যায়।

একটু অপেক্ষা করুন, আপনাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই সত্তা, যিনি আপনাকে কুরআন উপহার দিয়েছেন, যাতে রয়েছে বহু উপদেশ ও সব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা।

আমাকে পাকড়াও করবেন না চোগলখোরদের কথা শুনে। আমি কোন অপরাধ করিনি ; যদিও আমার সম্পর্কে বহু রটনা ছড়ানো হয়েছে।

এখন আমি এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, এবং এমন কিছু দেখছি ও শুনছি, যদি হাতিও এ স্থানে দাঁড়াতো ও শুনতো।

তবে সেও ভয়ে কম্পমান হতো যদি আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূলের পক্ষ হতে ক্ষমা প্রাপ্ত না হতো।

অবশেষে আমি আমার ডান হাত রাখলাম, যা আর গুটিয়ে নিব না, সেই প্রতিশোধ গ্রহণকারীর হাতে যার মুখের কথাই চূড়ান্ত কথা।

তাঁর প্রতি আমি অতিশয় ভীত হয়ে পড়ি, যখন আমি তাঁর সাথে কথা বলি। আর আমাকে তখন বলা হচ্ছিল যে, তুমি অভিযুক্ত এবং তোমার কাছে জবাব চাওয়া হবে।

এ ভীতি ঐ সিংহের ভীতির চেয়েও অধিক, যে সিংহের গুহা ছুহ্বর বনের গহীনে বিপদ শংকুল স্থানে অবস্থিত, যা নিবিড় ঘন বনে ঘেরা।

সে তার দুই শাবকের জন্যে ঊষাকালে মাংসের খোঁজে বের হয়। যাদের খোরাক হলো মানব মাংসের টুকরা, যাতে থাকে ধূলা–মাটি মাখান।

সে যখন তার প্রতিপক্ষের উপর হামলা চালায়, তখন তার জন্যে বৈধ হয় না প্রতিপক্ষকে ঘায়েল না করে ছেড়ে দেয়া।

বনের অন্যান্য হিংস্র প্রাণীরা পর্যন্ত তার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কোন শিকারী দলও তার উপত্যকা দিয়ে হাটে না।

যখনই তার উপত্যকায় কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সাহসী লোক যাক না কেন, সে তার খোরাকে পরিণত হবেই। আর তার কাপড় ও অস্ত্র রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো এক জ্যোতি। তাঁর থেকেই আলো সংগ্রহ করা হয়। তিনি আল্লাহ্র তরবারির মধ্য হতে এক তীক্ষ্ণ তরবারি – যা হিন্দুস্তানী লোহা দ্বারা প্রস্তুত।

তিনি ছিলেন কুরায়শদের একটি দলের অন্তর্ভুক্ত। ঐ দলটি যখন মক্কা উপত্যকায় ইসলাম গ্রহণ করলো তখন তাদের একজন বললো, তোমরা দেশ ত্যাগ করো।

ফলে তারা দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেন, তবে যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন না দুর্বল ভীত, ঢাল বিহীন বা তলোয়ার ও অস্ত্র শূন্য।

তারা হেটে চলে শুভ্র উটের মত গাম্ভীর্যের সাথে, যখন বেঁটে, কালো লোকগুলো পলায়ন করে তখন নিজেদের তরবারি তাদেরকে রক্ষা করে।

তারা উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট বীর। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের পোশাক হয় দাঊদ নির্মিত বর্ম।

বর্মগুলো শুভ্র ও পরিপূর্ণ। তাতে রয়েছে মজবুত আংটা লাগানো, যেনো তা কাফআ বৃক্ষের তৈরি আংটা।

তারা আনন্দে আত্মহারা হয় না, যদি তাদের বর্শাগুলো শত্রুদের আঘাত করে। আবার তারা ভীত হয়েও পড়েনা। যদি তারা আক্রান্ত হয়।

নিক্ষিপ্ত বর্শা এসে তাদের বুক ব্যতীত অন্য কোথাও লাগে না। আর মৃত্যুর হাউজে অবগাহন করতেও তারা কখনও পিছপা হয় না"।

ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক এ কাসীদাটি উপরোল্লিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু তিনি এর কোন সূত্র উল্লেখ করেননি। তবে হাফিয বায়হাকী দালাইলুন নবুওয়াত গ্রন্থে অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসিল) সনদে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদ পরম্পরা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি শুনেছি আবূ আবদুল্লাহ হাফিয থেকে তিনি আবুল কাসিম আবদুর রাহমান ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন আহমাদ আসাদী বাহজান থেকে তিনি ইবরাহীম ইব্‌নুল হুসায়ন থেকে তিনি ইবরাহীম ইব্‌নুল মুনযির হাযামী থেকে— তিনি হাজ্জাজ ইব্‌ন যিররুকায়বা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন যুহায়র ইব্‌ন আবূ সুলমা থেকে তিনি (হাজ্জাজ) তার পিতা (যুররু-বায়বা) থেকে তিনি তার (হাজ্জাজের) দাদা (আবদুর রহমান) থেকে। তিনি বলেন, যুহায়রের দুই পুত্র কা'ব ও বুজায়র একদা বেরিয়ে পড়েন। তারা যখন আবরাকুল উযাফ নামক স্থানে পৌঁছে তখন বুজায়র কা'বকে বললেন, তুমি এখানে অবস্থান কর। আমি ওই লোকটির কাছে যাই। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে। তিনি কি বলেন তা আমি শুনে আসি। কা'ব সেখানেই অবস্থান করলো। বুজায়র বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার নিকট ইসলামের মর্ম তুলে ধরেন। বুজায়র তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। কা'ব এ সংবাদ শুনতে পেয়ে কবিতায় বলেন ঃ

الا ابلـغا عنى بجيـــرا رسالـة — علـــى اى شـــئ ويـب غيـرك دلـكا

علـــى خلـــق لـم تلـــف اما ولا ابا — عليــه ولـم تـــدرك عليـــه اخالـكا

ســقاك ابـو بكـــر بكأس رويـــة — وانهـــلك المأمــون منـــها وعلـكا

"ওহে' বুজায়রের নিকট আমার এ বার্তা পৌঁছিয়ে দাও যে, অন্যের ধ্বংস নিজের গায়ে টেনে নিতে কিসে তোমাকে প্রলুব্ধ করলো ?

এমন এক আদর্শই তুমি গ্রহণ করেছো যার উপর তোমার পিতা–মাতাকে দেখতে পাওনি এমন কি তোমার ভাইকেও পাবে না।

আবূ বকর তোমাকে পূর্ণ পেয়ালা পান করিয়েছে তৃপ্তি সহকারে। আর 'মামূন' (বিশ্বস্ত) তোমাকে তা পান করিয়েছেন বারবার"।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন এ কবিতা পৌঁছে তখন তিনি তার রক্তপাত বৈধ ঘোষণা করেন এবং জানিয়ে দেন যে, কা'বকে যে দেখবে সেই যেন হত্যা করে। তখন বুজায়র পত্রের মাধ্যমে তাঁর ভাইকে লিখে পাঠান যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার রক্তপাত বৈধ ঘোষণা করেছেন। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, বেঁচে যাওয়ার কোন পথ আমি দেখছি না। এরপর বুজায়র কা'বকে লিখে জানান যে, দেখ, যে কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র একত্বের ও মুহাম্মাদ (সা)কে তাঁর রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার সাক্ষ্য দেয় (اشـهد ان لا الـه الا الله وان محمدا رسـول الله পড়ে), তিনি তা গ্রহণ করেন ও পূর্বের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা

করে দেন। অতএব, তোমার কাছে আমার এ পত্র পৌঁছামাত্র তুমি ইসলাম গ্রহণ করে এখানে চলে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, কা'ব পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও সেই কাসীদা রচনা করেন যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসা করা হয়েছে। এরপর তিনি মদীনায় চলে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদের দরজায় এসে বাহন থামিয়ে দেন। তারপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। সেখানে দেখেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের সাথে বসে আছেন। তাঁরা চারিদিক থেকে তাঁকে বেষ্টন করে আছেন। ঠিক খাবার মজলিসের ন্যায় দেখা যাচ্ছে। সাহাবীরা এক লাইনের পিছনে আর এক লাইন করে বসে আছেন। তিনি একবার এ দিকে ফিরে কথা বলছেন, আর একবার ওদিকে ফিরে আলোচনা করছেন। কা'ব বলেন, মসজিদের দরজায় বাহন থেকে নেমেই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে তাঁর বৈশিষ্ট্য দেখে চিনে ফেলি। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম, ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম এবং মুখে বললাম।اشهد ان لا اله الا اللّه وان محمد رسول اللّه – "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (সা)। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে নিরাপত্তা দিন"। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? কা'ব বললেন, আমি বললাম, আমি কা'ব ইব্ন যুহায়র। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সেই কা'ব– যে বলে থাকে . . . .। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আবূ বকর! সে যেন কি বলেছে ? আবূ বকর তখন পড়ে শুনান ঃ

سقاك بها المامون كأسا روية   وانهلك المامون منها وعلكا

"মামুন" তোমাকে এক নতুন মতাদর্শের পেয়ালা তৃপ্তি সহকারে পান করিয়েছে এবং বারবার তা পান করিয়েছে। আর এতে "মামুন" নিজেকে শংকার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

কা'ব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি কবিতাটি এভাবে বলি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তাহলে কিভাবে বলেছো ? তিনি বললো, আমি এভাবে বলেছি ঃ

سقاك بها المامون كأس روية   وانهلك المأمون منها وعلكا

"মামুন এর দ্বারা তোমাকে তৃপ্তির পেয়ালা পান করিয়েছে। এবং এর থেকে তোমাকে পান করিয়েছে বারবার"।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি "মামুন" ? এরপর কা'ব তার পুরা কাসীদা শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি করলেন – যার শুরুতে বলা হয়েছে ঃ

بانت سعاد قلبى اليوم متبول   متيم عندها لم يفد مكبول

"সুআদ আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার বিরহ বেদনায় আমার হৃদয় পীড়িত, লাঞ্ছিত। তার প্রেমে বন্দী, যা হতে সে মুক্ত হতে পারেনি"।

এ কাসীদা আবৃত্তিতে ইব্ন ইসহাক ও বায়হাকীর বর্ণনায় যে পার্থক্য আছে সে বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার তার ইসতিআব গ্রন্থে বলেছেন, কা'ব যখন কাসীদা আবৃত্তি করতে করতে এ পর্যন্ত আসলেন –

ان الــرسـول لنــور يستضاء بــه مهنــد من سيوف الله مسلول

نبئت ان رســـول الله او عـدنى والعفو عند رسول الله مأمول

"নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি জ্যোতি– যার থেকে আলো লাভ করা হয়। তিনি আল্লাহ্র সুতীক্ষ্ণ ধারাল তরবারি।

আমাকে সংবাদ জানান হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে হত্যার ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূলের নিকট তো ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়"।

বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কাছের লোকদের ইংগিত দিয়ে বলেন – শুনো, কি বলছে। এ কথাটি অবশ্য ইব্ন আবদুল বার্ এর পূর্বে মূসা ইব্ন উক্বা তার মাগাযী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি বলি ঃ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কা'ব ইব্ন যুহায়র এ কাসীদা আবৃত্তি করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর চাদর কবিকে উপহার দেন। বস্তুতঃ কবি বিভিন্ন প্রশংসামূলক কবিতা থেকে এক জায়গায় এনে এ কাসীদা তৈরি করেছেন। হাফিয আবুল হাসান ইব্নুল আছীর তাঁর উস্দুল গাবা গ্রন্থে এ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এই চাদরটি পরবর্তীকালে খলীফাদের কাছে থাকতো।

আমি বলি ঃ এটা একটি অতি প্রসিদ্ধ বিষয়। কিন্তু আমি কোন নির্ভরযোগ্য সনদে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এটা পাইনি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বর্ণিত আছে, কবি যখন এ কথা বলেছিলেন, যে, সুআদ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে (بانت سعاد), তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, ومن سعاد –সুআদ আবার কে ? কবি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সুআদ আমার স্ত্রী। তিনি বললেন, না, সে বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু এটা সঠিক নয়। সম্ভবতঃ সে ধারণা করেছিলো যে, কবি ইসলাম গ্রহণ করায় বুঝি তার স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি দৈহিক বিচ্ছিন্ন হওয়া বুঝেছেন, নৈতিক বিচ্ছিন্ন নয়।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা বলেন, কা'ব যখন তার কাসীদায় এ কথা বললো – اذا عرد السود التنابيل (–যখন বেঁটে কালো লোকগুলো কাপুরুষতা প্রদর্শন করলো)। এর দ্বারা তিনি আমাদের আনসার সম্প্রদায়কে বুঝাচ্ছেন। এর কারণ, আমাদের মধ্যেকার একজন কবির সাথে খারাপ আচরণ করেছিলো। তাই তিনি তাঁর কাসীদায় কেবল কুরায়শ মুহাজিরদের প্রশংসা করছিলেন। এ কারণে আনসারগণ কবির উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। সে জন্যে ইসলাম গ্রহণের পর কবি আনসারদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। এতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁদের ত্যাগ কুরবানী ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা উল্লেখ করে কবিতায় বলেন ঃ

مــن سره كــرم الحياة فلا يـزل فــى مقنـــب من صالحـــى الانــصار

ورثــوا المكارم كابـــرا عن كابر ان الخيـــار همــــوا بنـــو الاخيـــار

المكــرهيــن السمهـــرى بأذرع كســـوالــف الهنـــدى غيــر قــصار

والناظرين باعين محمرة ‏ ‏ ‏ ‏ كالجمر ، غير كليلة الابصار

والبائعين نفوسهم لنبيهم ‏ ‏ ‏ ‏ للموت ، يوم تعانق وكرار

(والقائدين الناس عن اديانهم ‏ ‏ ‏ ‏ بالمشرقى و بالقنا الخطار)

يتطهرون ، يرونه نسكا لهم ‏ ‏ ‏ ‏ بدماء من علقوا من الكفار

دربوا كما دربت بطون خفية ‏ ‏ ‏ ‏ غلب الرقاب من الاسود ضوارى

و اذا حللت ليمنعوك اليهم ‏ ‏ ‏ ‏ اصبحت عند معاقل الاعفار

ضربوا عليا يوم بدر ضربة ‏ ‏ ‏ ‏ دانت لو قعتها جميع نزار

لو يعلم الاقوام علمى كله ‏ ‏ ‏ ‏ فيهم لصدقنى الذين أمارى

قوم اذا خرت النجوم فانهم ‏ ‏ ‏ ‏ للطارقين النازلين مقارِى

(فى السفر من غسان من جرثومة ‏ ‏ ‏ ‏ اعيت محافرها على المانقار)

"যে ব্যক্তি সম্মানজনক জীবন পেতে আগ্রহী, সে যেন সর্বদা নেককার আনসার সম্প্রদায়ের অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

তারা সম্মানের উত্তরাধিকারী হয়েছেন পুরুষানুক্রমে, আসলে উত্তম লোকদের সন্তানরাই উত্তম হয়ে থাকে।

তাঁরা লম্বা মাপের শক্ত বর্শা চালাতে উত্তেজনা বোধ করেন। বর্শার কাঠগুলো ভারতীয় তরবারির বাঁটের ন্যায় শক্ত কঠিন।

তাঁরা শত্রুর পানে তাকান আগুনের আংগারার ন্যায় রক্তিম চোখে। এ তাকানোর মধ্যে নেই কোন দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা।

তাঁরা ঘোরতর যুদ্ধের দিনে নবীর জন্যে মৃত্যুর বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রী করে দেন।

তাঁরা মানুষকে তাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে ফিরিয়ে আনেন তীক্ষ্ণ তলোয়ার ও ভয়াল বর্শা দ্বারা।

কাফিরদের মধ্যে যারা নিহত হয়, তাদের রক্তে স্নাত হয়ে তাঁরা পবিত্রতা অর্জন করেন এবং এটাকে তারা পুণ্যের কাজ মনে করেন।

তাঁরা শত্রু নির্মূলে অভ্যস্ত, যেমন খাফিয়া জংগলে মাংসল পাঞ্জা বিশিষ্ট সিংহ শিকার ধরে চিরে ফেড়ে খেতে অভ্যস্ত।

তুমি যখন তাঁদের কাছে আশ্রয় নিবে, তাঁরা তোমাকে রক্ষা করবেন এই উদ্দেশ্যে, তখন মনে হবে যেন তুমি পাহাড়িয়া বকরীর নিরাপদ খোয়াড়ে আশ্রয় নিয়েছো।

তাঁরা বদর যুদ্ধে (বনূ কিনানার) আলী (ইব্‌ন মাসউদ)-এর উপর তরবারির আঘাত হানেন। এ ভয়ে নিযার গোত্রের সমুদয় লোক বিনয়ের সাথে এগিয়ে আসে।

তাঁদের সম্পর্কে আমি যা জানি, তা যদি অন্যান্য লোক জানতো, তবে আমাকে সে সব লোক সমর্থন জানাতো, যারা আজ আমার সাথে বিতর্ক করছে।

তাঁরা এমন সম্প্রদায় যে, অভাব অনটন দেখা দিলেও রাত্রের অসহায় আগন্তুককে সমাদরে মেহমানদারী করেন।

(তাওরাতের লেখা মতে তারা জুরহুম মানব গোষ্ঠীর গাসসান গোত্রের মূলের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের শিকড় উপড়ে ফেলা কোদালের পক্ষে সম্ভব নয়।)

ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ বলা হয়ে থাকে যে, কা'ব যখন তাঁর بانت سعاد কাসীদাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে আবৃত্তি করেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আনসারদের গুণাবলীও উল্লেখ করলে না কেন ? কেননা, তারা এর যোগ্য"। তখন কা'ব এ কবিতাটি রচনা করেন। মূলতঃ এটা তার অন্য একটি কাসীদার অংশ বিশেষ। ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জাদআন সূত্রে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, কা'ব ইব্‌ন যুহায়র মসজিদে নববীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তাঁর بانت سعاد قلبى اليوم متبول কাসীদা আবৃত্তি করেছিলেন।

হাফিয বায়হাকী তার পূর্বের সনদে ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির হাযামী - - - - ইব্‌ন জাদআন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটা অবশ্য মুরসাল বর্ণনা। শায়খ আবূ উমার ইব্‌ন আবদুল বার্ তাঁর "কিতাবুল ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব" গ্রন্থে কা'ব ইব্‌ন যুহায়রের জীবনের **কিছু অংশ** বর্ণনা করার পর বলেন, কা'ব ইব্‌ন যুহায়র ছিলেন একজন উচ্চ মানের কবি। তাঁর কবিতার সংখ্যা অনেক। তাঁর যুগের তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর কবি। তাঁর ভাই বুজায়রও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তবে দু'ভায়ের মধ্যে কা'বই শ্রেষ্ঠতর। তাঁদের পিতা ছিল তাদের চেয়েও উচ্চাংগের কবি। কা'বের শ্রেষ্ঠ কবিতার কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

لوكنت اعجب من شئ لاعجبنى سعى الفتى وهو مخبوء له القدر

يسعى الفتى لامور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر

والمرء ما عاش ممدودله امل لا تنتهى العين حتى ينتهى الاثر

"কোন কিছু যদি আমাকে বিস্মিত করেই, তবে ঐ যুবকের প্রাণান্তকর চেষ্টা দেখলে বিস্মিত হই যার ভাগ্য রয়েছে গোপন লুক্কায়িত, অথচ সে তারই জন্যে চেষ্টা করে ফিরছে।

ঐ যুবক এমন অনেক কিছু লাভের জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে যার নাগাল সে পাবে না কখনও। কেননা, লোক তো একজন, আর উদ্দেশ্য অনেক।

মানুষের জীবনকাল সীমিত। কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। চক্ষু তার দৃষ্টিপাত থেকে ক্ষান্ত হয় না। যতক্ষণ না আলামত শেষ হয়ে যায়"।

এরপর ইব্‌ন আবদুল বার্ কা'বের বহু কবিতা উল্লেখ করেছেন। এখানে তা উদ্ধৃত করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। ইব্‌ন আবদুল বার্ তাঁর গ্রন্থে কা'বের মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেননি। অনুরূপ আবুল হাসান ইব্‌নুল আছীর তাঁর রচিত "কিতাবুল (উসদুল) গাবা ফী

মা'রিফাতিস সাহাবা" গ্রন্থেও কবি কা'বের মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করেননি। অবশ্য তিনি এটা বলেছেন যে, কবির পিতা যুহায়র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্মের এক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। সুহায়লী বলেন ঃ কা'ব ইব্‌ন যুহায়রের উত্তম কবিতা হলো সেগুলো যার মাধ্যমে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসা করেছেন, যেমন ঃ

تجرى بـــه النـاقــة الادمـاء معـتـجـرا   بـالبـــــرد كالبـــدر جلى ليلـــة الظلـــم

فقفى عطا فيــه ، او اثنـاء بـردتـــــه   مـا يـعلـــم الله مــن ديـــن ومـــن كــرم

"ধূসর বর্ণের উটনী তাঁকে বহন করে নিয়ে যায়। তাঁর মাথায় রয়েছে সাদা চাদরের পাগড়ী বাঁধা। যেন এক পূর্ণিমার চাঁদ, যা অন্ধকার রাতকে আলোকিত করছে।

এরপর তাঁর চাদর কিংবা কম্বলের মধ্য থেকে এমন দীন ও সদাচরণ প্রকাশ পেল যা কেবল আল্লাহ্ই জানতেন।

হিজরী অষ্টম সালের প্রসিদ্ধ ঘটনা ও কার্যাবলী

হিজরী অষ্টম সালের জুমাদা মাসে মুতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ বছর রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের অভিযান হয়। মক্কা বিজয়ের পর শাওয়াল মাসে হাওয়াযিনদের বিরুদ্ধে হুনায়ন ময়দানে যুদ্ধ হয়। এরপর তায়েফ অবরোধের ঘটনা ঘটে। তায়েফ অবরোধের পর যিলকাদ মাসে উমরাতুল জিইর্‌রানা পালিত হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বছরের অবশিষ্ট সময় সেখানেই কাটান। ওয়াকিদী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সফর থেকে যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন যিলহাজ্জ মাস শেষ হতে কয়েক দিন বাকী ছিল। ওয়াকিদী আরও বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বছর আমর ইব্‌ন আস (রা)-কে আযদ গোত্রের শাসক জুলান্দীর দুই পুত্র জায়ফার ও আমরকে প্রেরণ করেন। এ দুই ভাইয়ের মাধ্যমে উক্ত দু এলাকার অগ্নিপূজকদের এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বেদুঈনদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা হয়। ওয়াকিদী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বছর যিল-কাদ মাসে ফাতিমা বিন্‌ত দাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ান কিলাবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু ফাতিমা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। কেউ কেউ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করেন। ফাতিমা দুনিয়ার জীবনকে পসন্দ করলে তিনি তাকে বিচ্ছিন্ন করেন। ওয়াকিদী আরও বলেন ঃ এ বছর যিলহাজ্জ মাসে মারিয়া কিবতীর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়। এ দিকে মারিয়ার পুত্র সন্তান জন্ম হওয়ায় অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন দারুনভাবে ঈর্ষা বোধ করতে থাকেন। মারিয়ার এ সন্তান হওয়ার সময় ধাত্রী ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাসী সালমা। তিনি আবূ রাফির কাছে এ সন্তান হওয়ার সংবাদ জানান। আবূ রাফি' এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইবরাহীমের জন্মের সুসংবাদ শুনান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশী হয়ে তাঁকে একটি দাস প্রদান করেন। ইবরাহীমকে লালন-পালনের জন্য উম্মে বার্‌রা বিন্‌ত মুনযির ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন খিদাশ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার ও তাঁর স্বামী বারা ইব্‌ন আওস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন জা'দ ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন মাবযুল এর নিকট অর্পণ করেন।

এ বছর যারা শাহাদাত বরণ করেন তাঁদের নাম আমরা ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় বর্ণনা করেছি। এ সালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ (রা)-এর হাতে মক্কা ও তায়িফের মাঝে নাখলায় মুশরিকদের সেই বুতখানা ধ্বংসের বর্ণনা ও আমরা করে এসেছি যার মধ্যে আরবের মুশরিকদের উয্‌যা দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সালের রমযান মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে খালিদ (রা) এটা ধ্বংস করেন। ওয়াকিদীর বর্ণনামতে এ বছরেই রিহাতে অবস্থিত হুযায়ল গোত্রের দেবতা সুওয়া'কে ধ্বংস করা হয়। আমর ইব্‌ন আস (রা) এটা ধ্বংস করেন, তবে তিনি এখানে কোন ধন-রত্ন পাননি। এছাড়া মুশাল্‌লালে অবস্থিত মানাত দেবীর ইবাদতখানাও বিধ্বস্ত করা হয়। আনসারদের আওস ও খাযরাজ গোত্র মানাতের আরাধনা করতো। সা'দ ইব্‌ন যায়দ আশহালী (রা) এটা বিধ্বস্ত করেন। মুশরিকদের এই তিন দেব-দেবী সম্পর্কে সূরা 'নাজ্‌ম'-এর আয়াত أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (–তোমরা কি ভেবে দেখেছো

লাত ও উয্যা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে ? (নাজম ঃ ১৯)-এর তাফসীরে একটি অনুচ্ছেদে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি বলি ঃ ইমাম বুখারী মক্কা বিজয়ের বর্ণনা শেষে খাছআম গোত্রের ইবাদতখানা ভাংগার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা এটাকে ইয়ামানী কা'বা বলতো এবং মক্কার কা'বা গৃহের শাখা মনে করতো। তারা মক্কার কা'বাকে আল-কা'বাতুল শামিয়া (সিরিয়ার কা'বা) এবং তাদের ওটাকে আল-কা'বাতুল ইয়ামানিয়া (ইয়ামানী কা'বা) বলতো। ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইউসুফ ইব্ন মূসা - - - - জারীর (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বললেন, "তুমি কি আমাকে যুল-খালাসার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করবে না"? আমি বললাম "জ্বী, হ্যাঁ"। তখন আমি আহমাস গোত্রের একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ছুটে চললাম। এরা সবাই ছিল ঘোড়-সাওয়ারে পারদর্শী। কিন্তু আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমার এ বিষয়টি ব্যক্ত করলে তিনি তাঁর মুবারক হাত দ্বারা আমার বুকে একটি মৃদু আঘাত করলেন। আমি আমার বুকে তার হাতের স্পর্শের প্রভাব অনুভব করলাম। আঘাতের সাথে তিনি দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! তাকে স্থির হয়ে থাকতে দিন এবং তাকে হিদায়াত লাভকারী ও হিদায়াত দানকারী হিসেবে কবূল করুন"। জারীর (রা) বলেন, এরপর আর কখনও আমি ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যাইনি। তিনি বলেন, যুল-খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাছআম ও বুজায়লা গোত্রের ইবাদত গৃহ। সেখানে কিছু মূর্তি স্থাপিত ছিল। লোকেরা এর পূজা করতো। এ ঘরটিকে বলা হতো ইয়ামানী কা'বা। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সেখানে এসে ঘরটিকে ভেংগে দিলেন এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী আরও বলেন, জারীর (রা) যখন ইয়ামানে পৌঁছেন তখন সেখানে এক ব্যক্তি থাকতো এবং সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য গণনা করতো। তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত এখানে আছেন, তোমাকে ধরতে পারলে গর্দান উড়িয়ে দিবেন। একদিন সে তীর দিয়ে ভাগ্য গণনা কাজে রত ছিল। এমন সময় জারীর (রা) সেখানে উপস্থিত হন। তিনি তাকে বললেন, "তীরগুলো ভেংগে ফেলো ও আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এ কথার সাক্ষ্য দাও ; অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দিব"। লোকটি তখন তীরগুলো ভেংগে ফেললো এবং এক আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য দিল। এরপর জারীর (রা) আহমাস গোত্রের আরতাত নামক এক ব্যক্তিকে এ সংবাদ জানাবার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। লোকটি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, সে ইবাদত-খানাটিকে ঠিক পাঁচড়া আক্রান্ত উটের মত করে রেখে আমি এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনার পর নবী করীম (সা) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতির বাহিনীর কল্যাণের জন্যে পাঁচবার দু'আ করলেন। এ হাদীছটি ইমাম মুসলিম বিভিন্ন সূত্রে ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ কায়স ইব্ন আবূ হাযিম– জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আলহামদু লিল্লাহ, ইব্ন কাছীরের তারীখুল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার চতুর্থ খণ্ড শেষ হলো। এরপর পঞ্চম খণ্ড শুরু হয়েছে তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে। এ যুদ্ধ হয়েছিল সে বছর রজব মাসে।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৩-২০০৪/অঃসঃ/৪২১৫–৩২৫০